গ্রন্থাবলী সিরিজ

সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

উইলিয়ম সেক্সপীয়র প্রণীত

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী মেসিনে"
শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত

সূচী

	নাটক	অনুবাদক		পৃষ্ঠা
১।	ওথেলো **(Othello)**	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু	...	১
২।	ভেনিসের বণিক **(Merchant of Venice)**	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	...	৬৩
৩।	রাজা লীয়ার **(King Lear)**	শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ	...	১০৯
৪।	দ্বাদশ রজনী **(Twelfth Night)**	শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য	...	১৬৫
৫।	রীতিমত **(Measure for Measure)**	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	...	২০৭
৬।	সিম্বেলিন **(Cymbeline)**	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	...	২৫৭

নাট্য-পরিচয়

ওথেলো ঃ—সেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডিগুলির অন্যতম। মহাকবির ট্রাজেডির অর্থ, মানবাত্মার পতন বা রূপান্তর। পৃথিবীতে ভালোয়-মন্দে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে চিরকাল; সেই দ্বন্দ্ব-কাহিনীই ট্রাজেডি।

মহাকবির ট্রাজেডির মূল বাহিরের ঘটনায় নয়, মানবের অন্তরে নিহিত; এবং কমেডি মানব-জীবনের চটুল লঘু চপল বহিরুচ্ছ্বাস মাত্র। ট্রাজেডিতে মহাকবি জীবনের যে সমস্যার ইঙ্গিত দেন, তার মীমাংসা তিনি করেন না। মিলটনের মতো আচার্য্য সাজিয়া উপদেশ দেন না, কিম্বা মন্দের পানে ভ্রূকুটী-ভঙ্গীতেও চাহেন না! মহাকবির কোনো ট্রাজেডিতে শয়তান পৃথিবীর বুকে অতিকায় রথে চড়িয়া দিগ্বিজয়ে যেমন বাহির হয় নাই, তেমনি ভগবান্‌কেও কবি কোনোদিন বরাভয় হস্তে স্বর্গ হইতে টানিয়া মর্ত্ত্য-ভূমে নামান নাই! তাঁহার মতে, জগতে ভালো আছে, মন্দও আছে···চিরদিন থাকিবে এবং পাশাপাশি থাকিবে। এ সংসারে যেমন আয়াগোর বাস, তেমনি কর্ডেলিয়াও এ সংসারে বাস করে। এবং ইহাও আমরা নিত্য দেখিতেছি, অত-ভালো যে কর্ডেলিয়া, বাপের বুকে কি শোচনীয় ভাবেই না তার মৃত্যু হয়! অথচ পাপিষ্ঠ আয়াকিমো সুস্থ দেহে পরমানন্দে বাঁচিয়া থাকে! মহাকবি সেক্সপীয়র এই রহস্যময় সত্যটুকু দীপ্ত বর্ণে চিত্রিত করেন—এ-রহস্যের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটনে প্রয়াস পান না!

ওথেলো নাটকে নায়ককে তিনি দেখাইয়াছেন—শৌর্য্য-সাহসের আধার, শক্তির প্রতীক। সে শক্তি খর্ব্ব হইল অতি-বিশ্বাসে। এই শক্তি ও অতি-বিশ্বাসের ফলে মানুষ আপনা হইতে জীবনে প্রচণ্ড ট্রাজেডির সৃষ্টি করে। ওথেলো বীর। তাঁর মন উদার, ভেনিসের গৌরব-স্বপ্নে তিনি বিভোর! রাজবংশে তাঁর জন্ম—এ-কথা তিনি কখনো ভোলেন না! (I fetch my life and being from men of royal siege.) রাজ্যের সেবায় তিনি প্রাণ-মন উৎসর্গ করিয়া বসিয়াছেন; সে সেবায় তাঁর আনন্দ, তাঁর গৌরব! তাঁর বয়স হইয়াছে। জীবনে তিনি বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন—এই সব কারণে নিজের উপরে বিশ্বাসের সীমা নাই।

ব্রাবানশিয়োর গৃহে প্রৌঢ় ওথেলো দেখেন ডেশডেমোনাকে। রূপময়ী, মায়াময়ী, মধুময়ী ডেশডেমোনা! ঘর লইয়া ডেশডেমোনা মশগুল! ঘরের বাহিরে পৃথিবী তাঁর অজানা—স্বপ্ন-সুষমায় ভরিয়া আছে! ঘরে তিনি যেন গতিরাগের চপল ছন্দ! ডেশডেমোনা বসিয়া ওথেলোর গল্প শোনেন—ওথেলোর শৌর্য্য-বীর্য্যের কাহিনী, দেশ-দেশান্তরে তাঁর নব নব অভিযান সাফল্য-গৌরবে কি ভাবে মণ্ডিত হইয়াছে—ডেশডেমোনা সে কাহিনী শোনেন,—শুনিয়া বিস্মিত হন, মুগ্ধ হন। এবং তিনি ভালোবাসিলেন এই অসাধারণ শূর-বীর ওথেলোকে। এ ভালোবাসা বিচার-বুদ্ধির ধার ধারে না,—এ ভালোবাসায় আছে স্বপ্ন, কুহক, রোমান্স! ওথেলো দেখেন ডেশডেমোনাকে নিত্য-দিনের পুরানো পৃথিবীর বুকে বিচিত্র-রূপিণী নারী!

প্রেমের এই রোমান্স-কুহকে ওথেলোর কালো রঙ, বেশী বয়স—ডেশডেমোনার চোখে পড়িল না! ওথেলোর মনের মধ্যে সত্যকার মানুষটি কি বেশে বসিয়া আছে, ডেশডেমোনা তাহারো কোনো পরিচয় পাইলেন না! ওথেলোও ভালোবাসিলেন ডেশডেমোনাকে। ডেশডেমোনা রূপসী, তরুণী; ডেশডেমোনা পল্লবিনী-লতার মতো তাঁকে আশ্রয় করিয়াছে একান্তভাবে—তাই! এ ভালোবাসার দু'দিকেই ছিল অনুকম্পা ও করুণা!

ওথেলোর এ বুদ্ধি-ভ্রংশ কেন ঘটিল?

ওথেলো শুধু শৌর্য্য-সাহসের সাধনা করিয়াছেন,—মনের কোমল বৃত্তিগুলার পানে কোনোদিন তেমন মনোযোগ দেন নাই! বুক ভরিয়া জাগিয়া আছে প্রচণ্ড আত্ম-নির্ভরতা—কাজেই ছোট একটু ইঙ্গিত-তরঙ্গে দুর্ব্বল মন সন্দেহ-বিষে সারা মনকে নিমেষে বিষাক্ত করিয়া তুলিল! সে বিষে উন্মাদ ক্ষিপ্ত ওথেলো—পশু-শক্তির সাধক ওথেলো ডেশডেমোনাকে পশুর মতো বধ করিয়া বসিল।

ওথেলোর ট্রাজেডিত্ব-সম্বন্ধে মনস্বী ডাউডেন বলিয়াছেন—The tragedy of Othello is the tragedy of a free and lordly creature taken in the toils and writhing to death.

ডেশডেমোনা—"কোমল কামিনী-কুসুম; সহে না ভ্রমর-চরণ-ভর"! তাই ওথেলোর অকরুণ হিংসানলে পুড়িয়া সে ছাই হইয়া গেল! মৃণ্ময় পাত্রকে কাংস্যপাত্রের সঙ্গে রাখিলে তার ধ্বংস অনিবার্য্য! অতি কঠিন ও অতি কোমল—উভয়ের মিলন বড় ভঙ্গুর। তাই ডেশডেমোনাকে মরিতে হইল!

আয়াগো—সেক্সপীয়রের অপূর্ব্ব সৃষ্টি! মানবের শাশ্বত হিংস্র মনের প্রতিচ্ছবি! বুদ্ধি তীক্ষ্ণ—পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধে রুচি নাই। ধর্ম্ম, পুণ্য, নিষ্ঠা, ভক্তি, করুণা, মমতা—সমস্ত পায়ে দলিয়া পিষিয়া যে-মানুষ শুধু বুদ্ধি-বৃত্তির সাধনা করে, সে আয়াগো না হইয়া থাকিতে পারে না! অকারণ অহিত-চর্চ্চা—অতি-বুদ্ধির একটা ব্যাধি! আয়াগো—সমাজের সেই দুষ্ট ব্যাধি।

ওথেলোর বা ডেশডেমোনার বিনাশে যেমন এ নাটকে ট্রাজেডি ফুটিয়াছে,—তার চেয়ে বেশী ট্রাজেডির বিকাশ আমরা দেখি, আয়াগোর নির্লিপ্ত চিত্তে নিশ্চিন্ত আরামে বাঁচিয়া থাকায়! তার এ বাঁচায় আমাদের প্রাণ যেন শিহরিয়া ওঠে!

এক কথায় ওথেলো-নাটকে কবি দেখাইয়াছেন—বিশ্বে যাহা কিছু ভালো, যাহা কিছু সুন্দর, মহান্, পবিত্র, তাহারই বিরুদ্ধে চলিয়াছে হিংসা-রূপী আয়াগোর ক্রুর অভিযান! আয়াগো যেন সত্যই a struggle against the virtuous powers of the world.

ভেনিসের বণিক—সুধী সমালোচকদের মতে সেক্সপীয়রের ব্যক্তিত্ব এই নাটকে ফুটিয়াছে পূর্ণভাবে। অর্থাৎ এ নাটকের ছত্রে ছত্রে তাঁর প্রতিভার সমুজ্জ্বল দীপ্তি প্রতিফলিত হইয়াছে: আন্তনিয়ো—সেক্সপীয়র স্বয়ং।

এ নাটকের নায়ক—শাইলক। তাহারি কর্কশ-কালো চরিত্র-পটের পর মহাকবি দীপ্তিময়ী পোর্শিয়াকে আঁকিয়াছেন। আন্তনিয়োর আত্মবিলোপী সখ্যের পাশে শাইলকের হৃদয়হীন নির্ম্মমতা—নাটকের প্রধান প্রতিপাদ্য—রূঢ় তেজে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। এজন্য শাইলক নায়ক হইলেও মহাকবি নাটকের নাম দিয়াছেন, Merchant of Venice.

ইহুদী জাতির উপর সে যুগে খৃষ্টানের ঘৃণা, এবং নিরুপায় ইহুদী কি ভাবে সে ঘৃণা নীরবে পরিপাক করিত,—সহিলেও মনে মনে কতখানি আক্রোশ পোষণ করিত—শাইলকের চরিত-চিত্রে মহাকবি তার সপ্ত-পর্ব্ব ইতিহাস ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এ ঘৃণার অন্তরালে ইহুদী-জাতি কতখানি বেদনা পাইত, সে দিকে মহাকবির দৃষ্টি ছিল। নহিলে শাইলকের চূড়ান্ত পরাভব-ক্ষণে তার সেই বেদনা-মাখা মর্ম্মান্তিক বাণী—I am not well—কবির লেখনী হইতে নিঃসৃত হইত না! এই ছোট কথাটুকুতে তার উপর পাঠকের মন শত বিরাগ, শত বিতৃষ্ণা নিমেষের জন্য ভুলিয়া একটু 'আহা' না বলিয়া থাকিতে পারিত না! এই ছোট ইঙ্গিতটুকুতে মহাকবির সুগভীর হৃদয় এবং অসাধারণ লিপি-কুশলতার পরিচয় পাই।

পোর্শিয়া মহিমময়ী নারী। সমাজ-সংসারকে তিনি মানিয়া চলেন; মানিতে বসিয়া নিজের স্বার্থ বা ক্ষতির পানে লক্ষ্য রাখেন না। সম্পুট-বিচারে পতি-নির্ব্বাচন—ছিল পিতার আদেশ। পাণি-লাভে কোথাকার মরক্কো-যুবরাজ হইতে সুরু করিয়া নকলবাজ ইংরেজ, মত্ত ফরাসী, মূঢ় স্পানিস্—কে না তাঁর দ্বারে আসিয়াছে! তাদের দেখিবামাত্র চিত্ত বিরাগে পূর্ণ হয়। ইচ্ছা করিলে তাহাদের তাড়াইতে পারিতেন; কিন্তু তাড়ান নাই, পাছে পিতার আদেশের অমর্য্যাদা হয়! বাসানিয়োকে পোর্শিয়া দেখিলেন, হৃদয়-দ্বারে কাম্য অতিথি! সম্পুট-বিচারে অনিশ্চিত ভাগ্য-পরিণাম—মনে করিলে বাসানিয়োর কণ্ঠে নির্ব্বিচারে মালা দিতে পারিতেন; তাহা করিলেন না, পিতার মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! অথচ মন বিবশ! মনকে শাসাইলেন; বাসানিয়োকে বলিলেন—এত তাড়াতাড়ি সম্পুট-বিচার কেন? যদি পরাজয় হয়! তার চেয়ে দুদিন আতিথ্য-গ্রহণে কৃতার্থ হইতে দিন।

কতখানি শিক্ষা, কতখানি সংযমবোধ তাঁর এ আচরণে প্রকাশ পাইয়াছে! শুধু তাই নয়। যাহা সত্য ও ন্যায় বলিয়া তিনি বোঝেন, তাহা পালনে তাঁর মনে নিমেষের দ্বিধা জাগে না। বিবাহ স্থির অমনি সেই দণ্ডে

দুঃসংবাদ আসিল—আন্তনিয়োর বিপদ! তখনি সে-বিবরণ সংগ্রহ করিয়া কুসুম-শয্যা-কামিনী কিশোরী পোর্শিয়া স্বামীকে সেখানে পাঠাইলেন —এমন বন্ধুর বিপদ! যাও, এখনি যাও! লইয়া যাও অর্থ—যত পারো, বন্ধুর মুক্তির জন্য।

উদার হৃদয়—অপূর্ব্ব স্বার্থহীনতা! বিশ্ব-সাহিত্যে পোর্শিয়া ধর্ম্মে-কর্ম্মে, বিচারে-যুক্তিতে মনে-জ্ঞানে নারীর আদর্শ-রূপিণী।

বাসানিয়োর মন বনিয়াদী—তবে তিনি adventurer গোছের জীব। গ্রাশিয়ানো—লাস্যে হাস্যে জীবন্ত—সকল যুগের প্রাণখোলা বন্ধু। আন্তনিয়ো—মহৎ, নির্ভীক। একটুকু ক্ষুদ্রতা বা সঙ্কীর্ণতা তাঁর মনে স্থান পায় না! বান্ধবতার আদর্শ, মানবতার আদর্শ।

রাজা লীয়ার—কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান। এ নাটকের ছন্দ, গতি, সকলই ঝটিকাবর্ত্তের উগ্র উচ্ছ্বাসে ভীষণ ভয়ঙ্কর; আগাগোড়া অশনির ঝঙ্কনায় ঝঙ্কারিত।

এ-নাটকে মহাকবি মানব-জীবনের গূঢ় রহস্য-দ্বার মুক্ত করিয়াছেন। চরিত্রগুলি কুয়াশার বাষ্পাবরণের মধ্য দিয়া চলিয়াছে—অন্ধকারে পদে পদে তারা হুঁচট খাইতেছে—তবু চলার বিরাম নাই! সকলেই জীবন্ত মানুষ; আদর্শ-কল্পলোক-বিহারী নয়।

নাটকের নায়ক লীয়ার। এত বড় ট্র্যাজেডি কিন্তু তিনি সৃষ্টি করেন নাই! তিনি passive: রাজ্যের ব্যথা-বেদনা চারিদিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। প্রকৃতি ও সমাজের পীড়ন-চক্রে তিনি দলিত হইতেছেন; নিজে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, নিরুপায়। আমরা দেখিতেছি—অশনির রুদ্র আস্ফালন, বর্ষার অজস্র ধারাপাত, বায়ুর প্রমত্ত লীলার সজীব মানব-চিত্ত ক্রমে ক্রমে চেতনাহীন, জড় পাষাণে পরিণত হইল! সে পাষাণ ক্রমে চূর্ণ হইয়া গেল! প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে মানুষ কতখানি দুর্ব্বল, অসহায়—এ নাটকের ছত্রে ছত্রে আমরা তাহা উপলব্ধি করি।

গনেরিল অকরুণ রুদ্র প্রকৃতি—নির্ম্মম হিংসার প্রতিচ্ছবি! রীগান তার চেয়ে আরো নির্ম্মম, আরো ক্রূর! লীয়ার তাদের প্রচণ্ড হিংসার আঘাতে প্রাণ দিলেন!

এক দিকে হিংসা, অকরুণা, নির্ম্মম অবিশ্বাস—অন্য দিকে তেমনি আবার কেন্টের প্রভুভক্তি ও ন্যায়-ধর্ম্মের প্রতীক এডগার! কর্ডেলিয়া যেন সূর্য্য-কিরণ—হিংসা-রাহুর গ্রাসে কখনো ম্লান, সমাচ্ছন্ন—কখনো বা তার স্নিগ্ধ রশ্মিতে জীবনের আশা আবার সূচিত হইতেছে! লীয়ারের এত বেদনার অন্তরালে যদি কর্ডেলিয়ার প্রীতি-দরদের কিরণ-আভাস না জাগিত, তাহা হইলে এ ট্র্যাজেডির সকল ট্র্যাজেডিত্ব হাস্যকর হইত, সন্দেহ নাই। অসাধারণ প্রতিভাধর মহাকবি আশ্চর্য্য ভাবে এ নাটকে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এ নাটকখানির সম্বন্ধে মনস্বী ডাউডেন সত্য কথাই বলিয়াছেন—We become dimly aware that the play has some vast impersonal significance.

দ্বাদশ রজনী—প্রীতিমধুর নাট্যলীলা। এ জগতে দুঃখ-কষ্ট যতই আমাদের অভিভূত করুক, সে দুঃখ চিরস্থায়ী নয়; দুঃখ-নিশির অবসানে সুখ-সূর্য্য উদিত হইবেই।

এ নাট্যলীলায় তাহার আভাস পাই। খৃষ্টের জন্ম-তারিখের উৎসব হইতে সুরু করিয়া দ্বাদশ দিবসে অর্থাৎ ৬ জানুয়ারি তারিখে সে-যুগে "এপিফ্যানি" উৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইত। সে উৎসবে নৃত্য-গীত-অভিনয়াদি হইত। এ নাট্য-লীলাখানি সেই এপিফ্যানি-উৎসবে অভিনয়ার্থে রচিত হয়। তাই নাট্যলীলার নাম—দ্বাদশ রজনী।

এ নাটিকার নায়িকা ভায়োলা। ভাই মারা গিয়াছে ভাবিয়া তিনি বিষাদিনী; তবু বয়সে তরুণী এবং নিজে জাহাজ-ডুবি হইয়া বাঁচিয়া কূল পাইয়াছেন, তাই ভাইকেও ফিরিয়া পাইবেন, এ-আশা তাঁর মনে জাগে! অলিভিয়ার মতো তিনি গৃহ-কক্ষে বিজন-বাসিনী নন। অলিভিয়াও ভ্রাতৃবিয়োগ-বেদনায় কাতর; তাই সমবেদনায় অলিভিয়ার প্রতি তাঁর অনুরাগ। অলিভিয়ার কাছে বালকবেশী ভায়োলার চাকরি মিলিবে না—কাজেই তিনি ডিউকের কাছে আসিয়া চাকরি লইলেন।

ভায়োলা জানেন, ডিউক গান শুনিতে ভালোবাসেন; তিনি গান গাহিয়া ডিউকের মনোরঞ্জন করেন। প্রেমিক ডিউক তাঁর নৈরাশ্য-বেদনার কাহিনী তাঁকে ডাকিয়া বলেন, ভায়োলা শোনেন। সে বেদনার কথায় ভায়োলার বুক দোলে, প্রাণ টলে; এবং ভায়োলা এই ডিউক অর্শিনোকে খুব ভালোবাসিয়া ফেলিলেন।

ভায়োলা জানেন, অলিভিয়ার প্রতি ডিউকের ভালোবাসা বড় গভীর! অলিভিয়াকে দেখিতে ভায়োলার আগ্রহ হইল। কে বেশী সুন্দর? অলিভিয়া? না, তিনি? ভায়োলা মনোযোগে সে-রূপের পরখ করেন। ভায়োলার এই ভালোবাসা—মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া মহাকবির অপরূপ সৃষ্টি!

নাটিকাখানি লঘু ছন্দে, চপল ভঙ্গীতে রচিত হইলেও মনস্তত্ত্বের সুগভীর সত্যের ছায়া-ছবি!

সেক্সপীয়রের আমলে নারী-ভূমিকায় ষ্টেজে নামিতেন বালক অভিনেতারা; তাই তাঁর নাটকে বহু নায়িকাকে পুরুষের ছদ্মবেশে দেখি।

রীতিমত—(Measure for Measure)

হ্যামলেটের ঠিক পরেই এ নাটকখানি বিরচিত হয়। এ নাটকের নায়িকা ইশাবেলা—সেক্সপীয়রের নারী-চরিত্রগুলির মধ্যে অনেকের মতে শ্রেষ্ঠতম। এ চরিত্রে নারী-সুলভ কোমলতা, ও সুদৃঢ় নিষ্ঠার সহিত দীপ্ত তেজের আশ্চর্য্য সমন্বয় ঘটিয়াছে! আদর্শ নারীর এমনি হওয়া উচিত,—এক দিকে মৃদূনি কুসুমাদপি, অন্য দিকে তেমনি আবার কঠোর বজ্রাদপি!

অন্যায়, পাপ, কদাচার, দুর্নীতি—এ-সবে ইশাবেলার বিরূপতার অন্ত নাই! তাই ভাই যখন আত্মপ্রাণ-রক্ষার জন্য ইশাবেলাকে নারীত্ব বিসর্জ্জনে ইঙ্গিত করিল, ইশাবেলা তখন রুখিয়া ভাইকে বলিলেন—তুমি মরো—এই দণ্ডে মরো! ভগ্নীর সম্মানের মূল্যে চাও প্রাণ? ও প্রাণ-বিসর্জ্জনে আমার আনন্দ। অথচ মারিয়ানার দুঃখে বিগলিত হইয়া নিজের নাম কালিমায় লিপ্ত হইবে, সে ভয়ে বিচলিত হইলেন না। যাহা ন্যায়, যাহা কল্যাণ, তাহা করিতে তিনি সারা বিশ্বের অবিচার শিরোধার্য্য করিতে কম্পিত নন; সমাজের বিমূঢ় মতামতের ধার ধারেন না।

অনেক সমালোচক বলেন, সেক্সপীয়রের নারী-চরিত্রগুলির মধ্যে সব চেয়ে গরীয়সী—ইশাবেলা, কর্ডেলিয়া, পোর্শিয়া (জুলিয়াস সীজার), ও ভলামনিয়া। নিষ্ঠায়, পুণ্যে, তেজে ইশাবেলা সকলের বড়; সত্যাচারে শ্রেষ্ঠ কর্ডেলিয়া; দেশপ্রেমে ভলামনিয়ার সমতুল্য কেহ নন; এবং পাতিব্রত্যে সবার বড় ব্রুটাশ-পত্নী পোর্শিয়া।

এ নাটকের নায়ক ক্লডিয়ো—শাশ্বত সমাজের শিক্ষিত তরুণ যুবার প্রতীক। অক্সফোর্ডে আজিও বহু ক্লডিয়োর দেখা মেলে। এ সব যুবার বাঁচিতে বড় সাধ। যেমন করিয়া হোক, বাঁচা চাই, বাঁচিতে হইবে! সেই সঙ্গে চাই আরাম, সুখ! সে সুখ পাইতে যদি পরের মনে ব্যথা লাগে, তাহাতে মনে দ্বন্দ্ব জাগে না। ভগ্নীর সম্মানের মূল্যেও এ-সব যুবা প্রাণ রক্ষা করিতে বা আরাম-লাভে কুণ্ঠাবোধ করে না।

সিম্বেলিন—একাধারে কাব্য ও নাটক। আখ্যান-বস্তু জটিল হইলেও অপরূপ কৌশলে সুবিন্যস্ত! চরিত্র-ব্যঞ্জনায় বৈচিত্র্য আছে।

ইমোজেনের শয়ন-কক্ষের বর্ণনায় রস আছে, সৌন্দর্য্য আছে, কবিত্ব আছে।

এ নাটকের পাত্র-পাত্রীরা জীবন্ত মানুষ; ভালোয়-মন্দয় পাশাপাশি তারা বাস করে। দারুণ বিপদে কেহ নিরাশ নয়; শত নিরাশায় মন আশাহীন হয় না—এটুকু পরম উপভোগ্য।

ইমোজেন রাজার কন্যা অথচ তাঁর মনটুকু কোমলতার আধার! কোমল হইলেও সে মনে সম্ভ্রম, মর্য্যাদা-বোধ অসামান্য রকমের! পশথ্যুমাস—সমালোচকদের মতে a most credulous fool. আয়াকিমোর কথায় সাধ্বী পত্নীকে সন্দেহ করিয়া বসিল—এর চেয়ে মূঢ়তা আর কি আছে! চট করিয়া সে রাগ করে, রাগিয়া জ্ঞান হারায়; পরক্ষণে রাগ যায় পড়িয়া! অনুতাপে সারা হইতে থাকে!

সিম্বেলিন চঞ্চল-চিত্ত রাজা—রাণীর হাতে খেলার পুতুল! রাণীকে ভয় করেন—এই ভয়ে অন্যায়কে করেন স্বীকার ও শিরোধার্য্য। রাণী দুর্জ্জয়ময়ী—মন কুটিলতায় ভরা—যেন বিষকুম্ভা পয়োমুখী! ক্লোটেন "মূঢ় শয়তান"! ভক্ত-ভৃত্য পিশানিয়ো,—কূর-চক্রী আয়াকিমো—ধীর শান্ত বেলারিয়াস—বন-পালিত সরলচিত্ত রাজপুত্রদ্বয়, —রোমান রাজদূত লুশিয়াস—বহু চরিত্র-রেখায় এ নাটকখানি আগাগোড়া বৈচিত্র্যময়। সমস্ত চরিত্রগুলি পূর্ণ বিকশিত।

চরিত্র এবং উপাখ্যানের বৈচিত্র্যে এ নাটক-খানি মহাকবির অসাধারণ সৃষ্টি—অপূর্ব্ব রস-মঞ্জুষা!

ওথেলো

উইলিয়াম সেক্সপীয়র প্রণীত

[ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ৮ই মার্চ্চ, ১৯১৯]

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু অনূদিত

যাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণে
আমি এই অনুবাদ-কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি,
সেই মহাকবি গিরিশচন্দ্রের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে
আমার এই নগণ্য প্রয়াস
উৎসর্গীকৃত হইল

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এই অনুবাদের যদি কিছু গুণ থাকে, তাহা, আমার স্থায় শুষ্ক মৃৎপিণ্ডকে রসাইয়া যিনি গঠনোপযোগী করিয়া গিয়াছেন—সেই নট-কবি-চূড়ামণি গিরিশচন্দ্রের। ইহার দোষ-ভাগ সমস্ত আমার—নিজস্ব আমার।

নাটক——অভিনয়ের জন্য। সেই নিমিত্ত এই অনুবাদের ভাবে ভাষায় আমি সর্ব্বত্র অভিনয়-সৌকর্য্যের উপর দৃষ্টি রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। যে যে গর্ভাঙ্ক এবং অংশ [ ] চিহ্নিত, তাহা অভিনয়ে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আর আমার কিছুই বলিবার নাই, কেন না, এই অনুবাদে যাঁহারা আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন এবং মুদ্রাঙ্কনের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, তাঁহাদের ঋণ কথায় শেষ হইবার নহে। বিশেষতঃ আমার সোদরপ্রতিম, সহায়, সুহৃদ্—জলধর দাদার! আমার যেমন মরুভূমির তৃষ্ণা, তাঁর দয়ারও তেমনি অজস্র বর্ষণ। আর এক কথা—ষ্টারের বর্ত্তমান সুদক্ষ অধ্যক্ষ আমার স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ অপরেশচন্দ্রের উৎসাহ, যত্ন, সৎসাহস এবং ত্যাগ-স্বীকার ব্যতীত বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে সেক্সপীয়র পুনরভিনয়ের কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

মার্চ্চ ১৯১৯

বিনীত
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

দেশ—ভেনিস ও সাইপ্রাস্ দ্বীপ
কাল—খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ

পাত্র-পাত্রীগণ

পুরুষগণ

ভেনিসের সামন্তরাজ
ব্রাবান্‌সিয়ো ··· মন্ত্রণা-সভার বৃদ্ধ সদস্য
অন্যান্য সদস্যগণ
গ্রাটিয়ানো ··· ব্রাবান্‌সিয়োর ভ্রাতা
লডোভিকো ··· ঐ আত্মীয়
ওথেলো ··· সম্ভ্রান্তবংশীয় মুর ও ভেনিসের রাজ-সেনাপতি
কেশিয়ো ··· ঐ সহকারী
ইয়াগো ··· ঐ পতাকাবাহী
রডারিগো ··· ডেজ্‌ডিমোনার পাণিপ্রার্থী যুবক
মন্টানো ··· সাইপ্রাসের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা

নাবিক, দূত, ঘোষক, রাজকর্ম্মচারী, ভদ্রলোক ও নাগরিকগণ, প্রহরী ও অনুচরবর্গ, রঙ্গদার ও বাদকদল

স্ত্রীগণ

ডেজ্‌ডিমোনা ··· ব্রাবান্‌সিয়োর কন্যা ও ওথেলোর স্ত্রী
এমিলিয়া ··· ইয়াগোর স্ত্রী ও ডেজ্‌ডিমোনার সহচরী
বিয়াঙ্কা ··· কেশিয়োর রক্ষিতা
নাগরিকাগণ

নাটকীয় ঘটনার নির্দ্দিষ্ট সময়

প্রথম অঙ্ক—এক রাত্রি। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যবর্ত্তী কাল অনির্দ্দিষ্ট। দ্বিতীয় এক দিন এক রাত্রি। তৃতীয় অঙ্ক প্রথম হইতে তৃতীয় দৃশ্য অবধি—এক দিন। তৃতীয় অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য ও চতুর্থ দৃশ্যের মধ্যবর্ত্তী কাল প্রায় এক সপ্তাহ। তৃতীয় অঙ্ক হইতে সমুদয় চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্ক—এক দিন এক রাত্রি।

ওথেলো

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভেনিস—পথ

(রডারিগো এবং ইয়াগোর প্রবেশ)

রডা। আরে যাও—মিছে বোকো না। আমার প্রাণ ভারি চটে গেছে! আমার টাকা—যেন তোমার—জলের মত খরচ করছ! আর এই কাণ্ডটা ঘটে গেল, তুমি জেনেও ঘুণাক্ষরে আমাকে একবার—

ইয়া। কি বিপদ! বললে তুমি শুনছ কই? এ কাণ্ড ঘটবে, যদি স্বপ্নেও আভাস পেয়ে থাকি ত তুমি আর কখন আমার মুখ-দর্শন কোর না।

রডা। তোমার কথায় আমি বুঝেছিলুম, সেনাপতি তোমার বিষম শত্রু—ঐ হাব্‌সীটার ওপর তোমার বিজাতীয় ঘৃণা।

ইয়া। এখনই বা উল্টো বুঝ্‌ছ কিসে? সে ঘৃণা যাবার নয়। সহরের তিন তিনটে মাথা আমায় সহকারী সেনাপতির পদে বাহাল করবার জন্য হুজুরের কাছে টুপী খুলে কত সেলাম বাজালেন! তুমি ঠিক জেনো, ভায়া, আমার নিজের কদর আমি বিলক্ষণ জানি, ওঁর সহকারী হবার যোগ্যতা আমার যথেষ্ট আছে, সে কথা খুব বুঝি। কিন্তু লাট দেমাকে খাতির নাদার, যা ধরবে, তাই করবে। খুব বাক্‌চাতুরী ক'রে সবাইকে ঠেলে দিলেন। সে বক্তৃতার ধূমই বা কি, আর তার ঘোরফের কত! মাঝে মাঝে ঘোরঘটা ক'রে লড়াইয়ের বুক্‌নি দেওয়া হলো। কিন্তু তার সার এই—আমার জন্যে যাঁরা সুপারিশ করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের সুপারিশ নামঞ্জুর। বললেন, আমার সহকারী আমি আগেই পাকা নিযুক্ত করেছি। নিযুক্ত করেছেন কাকে? সে কি একটা লোকের মত লোক! মাইকেল্‌ কেশিয়ো নাম—অঙ্কের শুভঙ্কর, আর গুণের ভেতর সুন্দরী নাগরীর নাগর। লড়াইএ কেমন ক'রে সৈন্য সাজাতে হয়, ঘাঁটী কর[তে] হয়, সে দিকে একটা ঝিউড়ি ছুঁড়ীর যা[র] যেমন জ্ঞান, এরও তাই! [যুদ্ধবিদ্যা যদি[...] জানা থাকে ত সে কেবল পুঁথিগত। তা[...] তেমন পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে ঘা[...] বক্তৃতাবাজ মন্ত্রীমশায়রাও খুব ওস্তাদ্‌ বীর বটেন, কিন্তু কার্য্যে নয়—বাক্যে। আ[র] কর্ত্তার মতে ইনিই হলেন যোগ্য! আর যা[...] স্বদেশে, বিদেশে, স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মীর সঙ্গে হা[...] হাজার লড়াইয়ে বীরত্বের নিদর্শন কর্ত্তা[...] দেখেছেন—সেই আমি রইলুম এক প'ড়ে আর এই অঙ্কবুহুরি পালভরে উঠ[...] বন্দরে!] কেশিয়ো হলেন সেনাপতির সহ[কারী] আর আমি—এই কালাচাঁদ কালমাণি[কের] নিশানধারী!

রডা। আমি হলে নিশেন ধরবার আগে ফাঁসীর দড়িটি বেশ বাগিয়ে ধরতুম!

ইয়া। তা কি আমিই পারিনি, কিন্তু চারা কি? [এ] রোগের ওষুধ নেই। গোলামীর এই ঝক্‌মা[রি]। আগে ছিল পদোন্নতি পর-পর হত, পয়লার [পর] দোসরা; এখন হয়েছে, কেবল সুপারিশ [আর] আত্মীয়তা। এখন তুমিই বিচার ক'রে ব[ল], কালাচাঁদের উপর ন্যায়তঃ কি ক'রে আ[মার] প্রাণের টান থাকবে?

রডা। আমি হ'লে এমন গোলামী করতুম না।

ইয়া। সবুর করো ভাই, ঠাণ্ডা হও! গোলামী ক[রি] আপনার মৎলব হাঁসিল করবার জন্য। ম[নিব] হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না, আর নেমক[হালাল] গোলামও সব মনিবের অদৃষ্টে জোটে না। [একদল গোলাম আছে, তারা মনিবের সা[মনে] ভক্তিভরে হাঁটু গেড়ে ব'সে থাকে, তাদের ছাঁ[...] দড়ি যেন গলার হার! এক মুঠো অন্নের [জন্য] জীবনভোর গাধার বোঝা বয়ে মরে, তার [পর] বুড়ো হ'লে বরখাস্ত। এমন সব সাধু ব্যক্তি[দের] কেবল চাবুকই ঠিক ব্যবস্থা। কিন্তু আর এ[ক] দল লোক আছে, তারা গোলামীর সাজ-পোষা[ক] মুখোস পরে লোক-দেখানো সেলাম করে, কি[ন্তু]

মনে মনে আপনাকে ছাড়া আর কাউকে মনিব বলে জানে না। এরা গোলামীর ভাণ ক'রে আপনার দিন কামিয়ে নেয়। তারপর যখন মনিবের অর্থে গদিয়ান্ হয়ে বসে, তখন কেবল সেলাম বাজায়—আপনাকে। এরাই মানুষের মত মানুষ, আর আমিও এই দলের একজন! কথাটা কি জানো? অবস্থার মত ব্যবস্থা। ঠিক জেনো, আমি যদি সেনাপতি হতুম, এ রকম শঠতা করবার দরকার হতো না।] এই যে সেলাম বাজাচ্ছি দেখচো, সে কাকে? সে সেনাপতিকে নয়—আপনাকে। কর্ত্তব্য কাজ বল, শ্রদ্ধা-ভক্তি বল, যা কিছু কচ্ছি, কেবল আমার মতলব হাঁসিল করবার জন্য মুখোস পরেছি বই ত নয়! যে দিন দেখ্‌বে, আমার সে মুখোস নেই, ভেতর-বার এক হয়েছে, সে দিন জানবে, আমার মনুষ্যত্বটুকুও গিয়েছে। ভায়া, আমায় বাইরে যা দেখ্‌ছ, ভেতরে আমি তা নই। বিষকুম্ভ—পয়োমুখ!

রডা। যা হোক্ পুরু-ঠোঁটের খুব জোর বরাত বলতে হবে, নির্ব্বিঘ্নে অমন সুন্দরীটা হস্তগত করলে!

ইয়া। করতে দিচ্ছ কেন? তার বাপকে ডেকে তোলো—খুব চেঁচাও, দুপুর রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দাও। সেনাপতির পেছনে জবরদস্তি ক'রে লাগো! তার আমোদে বিষ ঢেলে দাও, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে নিয়ে পালিয়েছে ব'লে পথে পথে সোরগোল ক'রে বেড়াও! ছুঁড়ীর আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে আছে, সকলকে তাতিয়ে তোলো! এমনি উৎপাত লাগাও যে, টের পাক—মধু খেতে গেলে মাছির কামড়ও সইতে হয়। বেপরোয়া ফুর্ত্তি করতে দিয়ো না। যত রকমে পারো, জ্বালাতন করো। আর কিছু না হয়, সুখে থাকতে ভূতে কিলুক।

রডা। এই ত তার বাপের বাড়ী—আমি চেঁচাই।

ইয়া। হাঁ, প্রাণপণে চেল্লাও। ঘোর রাত্রে অসাবধানে সহরে আগুন লাগ্‌লে যেমন দারুণ শঙ্কায় লোক চীৎকার করে, তেমনি গলা ক'রে চেঁচাও!

রডা। মশায় গো! ওগো মশায়! মন্ত্রীমশায়!

ইয়া। আগুন—আগুন—চোর—ডাকাত—বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে! ঘর-বাড়ী সব সাম্‌লান্! আপনার মেয়ে কোথায়; খোঁজ করুন! টাকা-কড়ি কিছু গেছে কি না দেখুন—উঠুন, জাগুন! বাড়ীতে চোর পড়েছে!

ব্রাবান্। (দ্বিতলের গবাক্ষ হইতে) কিসের জন্য এমন গোলমাল, হাঁকাহাঁকি? হয়েছে কি?

রডা। মশায়, আপনার পরিবারবর্গ সব বাড়ীতে আছেন ত?

ইয়া। ঘর-দরজা সব চাবি-তালা বন্ধ আছে ত?

ব্রাবান্। সে সব খোঁজে তোমাদের দরকার কি?

ইয়া। বলে, খোঁজে দরকার কি? সর্ব্বনাশ হয়েছে, মশায়—আপনার বাড়ীতে চুরি হয়েছে। আপনার বুকের ভেতর সিঁদ্‌-কেটে কলজের হাড় চুরি ক'রে নিয়ে গেছে! কি বিষম কাণ্ড ঘটেছে, তা জানেন না। নীচে নেমে আসুন! নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুচ্ছেন কি? সহর সুদ্ধ তোলপাড় ক'রে জাগিয়ে তুলুন। নইলে আর দুদিন পরে দৌত্তুরের মুখ দেখ্‌তে হবে। আসুন, নেমে আসুন।

ব্রাবান্। তোমরা পাগল হয়েছ না কি?

রডা। মশায়, আমার গলার আওয়াজ শুনে চিন্‌তে পারছেন কি?

ব্রাবান্। না, কে তুমি?

রডা। আমি রডারিগো।

ব্রাবান্। ও নাম আমি শুন্‌তে চাই না। আমি তোমাকে বারবার বলেছি না, আমার বাড়ীর ত্রি-সীমানায় তুমি এসো না? তোমাকে স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিয়েছি, তোমায় আমি কন্যা দান করবো না—তাই এখন সেই গায়ের ঝাল ঝাড়তে নেশার ঝোঁকে এখানে এসে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে বীরত্ব প্রকাশ কচ্ছ।

রডা। মশায়, মশায় কি বল্‌ছেন!

ব্রাবান্। দেখ, আমি যে-সে লোক নই। আমার ক্ষমতাও আছে, সাহসও আছে। তোমায় এমন দণ্ড দিতে পারি যে, তোমার আমোদ শেষে তেতো বিষ হয়ে উঠবে।

রডা। মশাই, একটু ধৈর্য্য ধ'রে আমার কথাগুলোই শুনুন না!

ব্রাবান্। কি শুন্‌বো? চুরি-ডাকাতির কথা কি বল্‌তে এসেছ? মনে রেখো, এটা সহর; ব্র... বাড়ী মাঠের মাঝখানে নয়।

রডা। মহাশয়, আপনি বৃদ্ধ, আপনার সঙ্গে দমবাজী করতে আসিনি।

ইয়া। আপনি ত দেখ্‌ছি বেশ লোক, সয়তান বলছে ব'লে আপনি ধর্ম্মকথা ... না? আমরা এসেছি আপনার উপ... করতে, আপনি ঠাওরাচ্ছেন আমরা বদমা...

; আর ওদিকে যে বংশ-বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হচ্ছে, তা একবারও ভাবছেন না।

ব্রাবান্। এ পাষণ্ডটা কে রে ?

ইয়া। আজ্ঞে, আমি আপনার কন্যা-সম্বন্ধে বিশেষ সুসংবাদ দিতে এসেছি।

ব্রাবান্। তুই অতি নরাধম, নীচাশয়।

ইয়া। আর আপনি—মন্ত্রী মহাশয়!

ব্রাবান্। এ লোকটাকে আমি চিনিনে, কিন্তু তোমায় আমি চিনি, রডারিগো, তোমাকে এ অপমানের জবাবদিহি করতে হবে।

রডা। অবশ্য করবো। আমি আপনার সব কথারই জবাবদিহি করতে রাজি আছি। [কিন্তু নিবেদন করি, এই নিশুতি রাতে আপনার সুন্দরী মেয়ে যে একলা একজন মাল্লার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে একটা লম্পটের অঙ্কশায়িনী হয়েছে, সেটা বোধ হয় কতকটা আপনার মনের মতন, আর অনুমতি-অনুসারেই হয়েছে! তা যদি হয়, তা হ'লে আমরা আপনার সঙ্গে খুব অন্যায় ব্যবহার করেছি। মাপ করবেন। আর যদি আপনার কন্যা সত্যই আপনাকে লুকিয়ে চ'লে গিয়ে থাকে, তা হ'লে আমি ত বুঝি, রাগে অন্ধ হয়ে আপনি আমাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করছেন, সেটা অসঙ্গত। মশায়, আমিও ভদ্রলোক, ভদ্র ব্যবহার জানি। আপনি বৃদ্ধ, আপনাকে খামকা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ক'রে কৌতুক করতে আসিনি। আপনার কন্যা যদি জ্ঞানশূন্য হয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের রূপ-যৌবন, ভাগ্য, ধর্ম্ম, সব একজন অজানা, অচেনা ভবঘুরের হাতে সমর্পণ ক'রে থাকে, তা হ'লে সে যে পিতৃদ্রোহী হয়ে নিতান্ত গর্হিত কাজ করেছে—এ কথা মানেন ত ?] আমি সত্যি বলছি কি মিছে বলছি, এখনই পরীক্ষা ক'রে দেখুন না! যদি আপনার মেয়েকে এখন এ বাড়ীতে কি তার ঘরে দেখ্‌তে পান, আমাকে জোচ্চোর ব'লে দণ্ড দেবেন।

ব্রা[illegible] কে আছিস ? শীগ্‌গীর আলো জ্বাল! আমাকে একটা বাতি দে, আমার লোকজন সব জাগিয়ে তোল্। এমনি একটা দুর্ঘটনা আমি স্বপ্নে দেখেছি। সে স্বপ্ন এখন সত্য ব'লে আমার বিশ্বাস হচ্ছে। আলো, শীঘ্র আলো আন্।

[উপর হইতে নিষ্ক্রান্ত।

[illegible]। নমস্কার। আমি এই বেলা স'রে পড়ি। এখানে থাক্‌লে আমায় সাক্ষী মানবে। আমি তাঁবেদার, সেনাপতির বিপক্ষে দাঁড়ানো আমার পক্ষে ভাল হবে না। মন্ত্রিসভা এখন কালাচাঁদকে বরখাস্ত করতে সাহস করবে না—এ ত জানা কথা। না হয় গুরুতর তিরস্কার ক'রে ছেড়ে দেবে। সাইপ্রাস-দ্বীপে লড়াই বেধেছে, সেনাপতিকে সেখানে পাঠাতেই হবে, নৈলে ঘোর বিপদ। ওর মত দক্ষ লোক এখানে আর কেউ নেই। কাজেই মনে মনে কালাচাঁদের ওপর আমার যত আক্রোশই থাক, স্বার্থের খাতিরে আপাততঃ সদ্ভাব রেখে সন্ধির নিশান দেখাতে হবে—কিন্তু সে কেবল বাইরে-বাইরে। জমায়েত লোকজন সব বড়-সরাইয়ের দিকে নিয়ে যেয়ো, সেইখানেই সে আছে। আমার সঙ্গেও সেইখানে দেখা হবে। আমি কর্ত্তার কাছেই থাকব। এখন চললুম।

[প্রস্থান

(ব্রাবান্‌সিয়ো এবং প্রজ্বলিত মশাল হস্তে ভৃত্যগণের প্রবেশ)

ব্রাবান্। সত্যই সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমার [illegible] পালিয়েছে! কি হবে! ওঃ, আমার [illegible] ফুরুলো! এখন শেষ দশায় অসার জী[illegible] আমার বরাতে বিষ উঠ্‌ল! বাপু, তুমি কো[illegible] তাকে দেখেছিলে? আরে হতভাগিনি! [illegible] বললে? সেই কালা হাব্‌সীটার সঙ্গে? [illegible] হওয়া কি ঝকমারী! বাপু, আমার মেয়ে [illegible] তুমি চিন্‌লে কেমন করে? সে যে আমার [illegible] এমন চাতুরী করবে, এ অভাবনীয়—অ[illegible]নীয়! তোমায় কি কিছু বলেছিল? [illegible] ক'টা আলোয় কি হবে? আরো নিয়ে আ[illegible] আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে আছে, সকলকে জা[illegible] তোমার কি মনে হয়? বিবাহ হয়ে গেছে কি[illegible]

রডা। সত্যই তাই ত বোধ হয়।

ব্রাবান্। হা ভগবান্! কেমন ক'রে, কোথা [illegible] পালালো? ওঃ, আমার বুকের রক্ত বি[illegible] হ'ল! কন্যার সরল ব্যবহার দেখে আর [illegible] যেন না ভোলে! এ নিশ্চয় যাদু! ব[illegible] এমন কখন শোনোনি কি যে, যাদুমন্ত্রে [illegible] কুমারীকে বশ করে? এমন মন্তর-ত[illegible] কথা কোন বইয়ে পড়নি কি?

রডা। আজ্ঞে হাঁ, ঢের পড়েছি।

ব্রাবান্। আমার ভাইকে জাগাও। হায়, [illegible] কেন তোমার সঙ্গে তখন বিবাহ দিলুম [illegible]

এক এক দল এক এক পথে যাও। বাপু, কোথায় গেলে তাদের ধরতে পারব, জান কি ?

রডা। খুব সম্ভব, আমি তাদের ধরিয়ে দিতে পারব। আপনি বেশ মজবুত লোকজন জোগাড় ক'রে আমার সঙ্গে আসুন।

ব্রাবান্। চল, চল বাপু, নিয়ে চল! যেতে যেতে বাড়ী-বাড়ী লোক যোগাড় করব। আমার কথা তাচ্ছিল্য করতে কে সাহস করবে! অস্ত্র-শস্ত্র নাও। রাত্রের চৌকিদারদের ডাকো। চল বাপু, আমার জন্ম অনেক ক্লেশ করছ, তোমার ঋণ আমি যেমন ক'রে পারি, পরিশোধ করব।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভেনিস্ নগরের অপর এক রাস্তা

(মশালধারী পরিচারকগণ সহ ওথেলো এবং ইয়াগোর প্রবেশ)

ইয়া। যুদ্ধ-ব্যবসায়ে অনেক নরহত্যা করেছি বটে, কিন্তু মৎলব এঁটে খুন করতে হাত ওঠে না—মন খুঁৎখুঁৎ করে। একটু সয়তানী থাকা ভাল—তাতে সময় সময় অনেক কাজ হয়! কতবার মনে করেছি—দি বুড়োর পাজরায় একটা খোঁচা!

ওথেলো। দাওনি, ভালই করেছ।

ইয়া। বলেন কি! বুড়ো কি না মুখ নেড়ে কথা কয়! যখন-তখন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আপনার নিন্দে করে। আমাদের রক্ত-মাংসের শরীরে [illegible] গেলে [illegible]। কিন্তু একটা কথা অত বরদাস্ত করা শক্ত [illegible] জিজ্ঞাসা করি, আপনি বিবা[illegible] ক'রে ফেলেছেন? কি জানেন, আপনার শ্বশুর [illegible] খানকার একজন পদস্থ লোক। অনেকেই তাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, তার ওপর মন্ত্রিসভার সভ্য, সেখানেও তাঁর খুব প্রতিপত্তি। তাঁর কথার দর, ধরতে গেলে, সামন্ত-রাজেরই তুল্য মূল্য। হয়, এ বিবাহ কারখত করবার চেষ্টা করবেন, আর নয় ত আপনার প্রতাপশালী শ্বশুর আপনাকে দণ্ড দিতে আইন-কানুনের দিক্ দিয়ে যত রকমে জব্দ করতে পারেন, তার ক্রটি করবেন না।

ওথেলো। তাঁর যত দূর আক্রোশ, করুন। আমি এ রাজ্যের জন্ম অনেকবার বুকের রক্ত দিয়েছি, তাতে তাঁর সব অভিযোগই ভেসে যাবে। আমি গর্ব্বও কচ্ছিনি, দীনতাও দেখাতে চাইনি; তবে সত্যি কথা বলতে, আমারও জন্ম রাজ-বংশে। সৌভাগ্য-বলে আমি যে নারীরত্ন লাভ করেছি, আমি তার সম্পূর্ণ যোগ্য। তুমি স্থির জেনো, ডেজ্‌ডিমোনাকে আমি যদি আন্তরিক ভাল না বাসতুম, রত্নাকরের সমস্ত রত্ন পেলেও আমার স্বাধীন জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে সংসারে বদ্ধ হতুম না। দেখ ত, দেখ ত! কিসের অত আলো আসছে ?

ইয়া। ঐ আপনার শ্বশুর ঘুম থেকে উঠে, তাঁর দল-বল নিয়ে আসছেন, আপনি একটু গা-ঢাকা হ'লে ভাল হয়।

ওথেলো। কখনো না। আমি লুকোবো কেন? আমার মনে কোন পাপ নেই। আসুক না, আমার কি গুণের কোন মর্য্যাদা নাই? পদ-মর্য্যাদা নাই? আমার নিষ্পাপ মন আমার সমস্ত ক্রটি ক্ষালন করবে। তাঁরাই আসছেন নাকি?

ইয়া। না, তাঁরা ত ন'ন।

(কেশিয়ো এবং প্রজ্বলিত মশাল হস্তে কতিপয় রাজ-কর্ম্মচারীর প্রবেশ)

ওথেলো। এ কি! যে রাজকর্ম্মচারী, আর আমার সহকারী। এস, এস, সংবাদ কি ?

কেশি। সেনাপতি, সামন্তরাজ আপনাকে অভিবাদন জানিয়েছেন। বলেছেন, এখনই আপনাকে তাঁর কাছে যেতে হবে।

ওথেলো। কেন? কি দরকার—কিছু জানো?

কেশি। সাইপ্রাস্ দ্বীপের কোন ব্যাপার আমার আঁচ। খুব জরুরী কাজ। [নৌ-বাহিনী থেকে এই রাত্রেই ক্রমান্বয়ে পর-পর দশ-বারো জন দূত এসেছে। মন্ত্রণা-সভার অনেক সভ্যদের ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁরা সকলে এখন সামন্তরাজের নিকট উপস্থিত।] [illegible]। আপনিও শীঘ্র মন্ত্রণা-সভায় সকলে এসেছেন। [illegible] কথা। [illegible] চলুন, সামন্তরাজের আদেশ। আপনি [illegible] ছিলেন না ব'লে তিন দল লোক আপ[illegible] চারিদিকে খুঁজতে বেরিয়েছে।

ওথেলো। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই [illegible] বাড়ীর ভেতরে একটা কথা বলেই আমি তো[illegible] সঙ্গে যাচ্ছি।

[প্রস্থা[illegible]

কেশি। ভায়া, কর্ত্তা এখানে করছেন কি ?

ইয়া। জানো না? কর্ত্তা আজ ডাঙ্গায় এক রত্ন-ভরা জাহাজ লুঠ করেছেন। এখন যদি তা আইনসঙ্গত হজম করতে পারেন, তা হ'লে এবার তাঁর মোখ্যম্ বরাত ফিরলো!

কেশি। কি? কি? ব্যাপার কি?

ইয়া। বিবাহ করেছেন।

কেশিয়ো। কাকে?

ইয়া। বিবাহ—(ওথেলোর পুনঃ প্রবেশ) আসুন সেনাপতি! এখনই যাবেন ত?

ওথেলো। চল, আমি প্রস্তুত।

কেশি। আপনাকে খুঁজতে এই আর একদল আসছে।

ইয়া। না, না, এই আপনার শ্বশুর আসছেন। সেনাপতি, সতর্ক হ'ন। বুড়োর মৎলব ভাল নয়!

(ব্রাবান্সিয়ো, রডারিগো এবং প্রজ্বলিত মশাল হস্তে অনুচর ও প্রহরিগণের প্রবেশ)

ওথেলো। কে তোমরা? দাঁড়াও।

রডা। মশায়, এই আপনার আসামী।

ব্রাবান্। বাঁধ বেটাকে, চোর!

(উভয় পক্ষের অসি-নিষ্কাশন)

ইয়া। কি! রডারিগো! তুমি! এস, আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী।

ওথেলো। স্থির হও। অস্ত্র-শস্ত্র ঢেকে রাখ, নইলে শিশির লেগে মরচে ধরবে! মহাশয়, অস্ত্র-ভয় দেখাবার প্রয়োজন নাই, আপনার অধিক মর্য্যাদা—বার্দ্ধক্যে।

ব্রাবান্। নচ্ছার বেটা! চোর বেটা! আমার মেয়েকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস, বল্! সয়তান, তুই তাকে যাদু ক'রে বশ করেছিস! কে না বলবে, তুই মন্ত্রে-তন্ত্রে তার মন বিগ্‌ড়ে দিয়েছিস? নইলে বিবাহের নামে যে বিরূপ ছিল, সে স্বদেশের সব সুন্দর সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রে আমার অমতে তোকে বরমালা দিয়ে লোকের উপহাস-ভাজন হ'তে যাবে কেন? [অমন সুন্দরী, সুকুমারী কন্যা, সুখে থাকতে তোর মত কাল কিম্ভূত-কিমাকার বিভীষিকা মূর্ত্তিকে বরণ ক'রে স্বেচ্ছায় দুঃখ আলিঙ্গন করবে কেন? তোর আচরণে স্পষ্ট প্রকাশ—তুই কুৎসিত যাদু-বিদ্যায় তাকে অভিভূত করেছিস্? দ্রব্যগুণ ক'রে কি খাইয়ে তুই সে কোমলা বালিকাকে জ্ঞানশূন্য করেছিস? আমি তোর বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করব। প্রমাণ-প্রয়োগের প্রয়োজন নাই, একটু বুঝে দেখ্‌লেই এ কথা সকলে বুঝবে।] রক্ষিগণ! বন্দী কর। তোর মতন লোকের আচরণেই মনুষ্য-সমাজ হেয় হয়। কুৎসিত যাদুবিদ্যার অনুষ্ঠান—আইনের নিষেধ। সেই জন্য আমি তোকে বন্দী করছি। প্রহরিগণ, ধর। যদি বাধা দেয়, বধ কর!

ওথেলো। আমার স্বপক্ষ বিপক্ষ সকলে স্থির হও! যদি বিরোধ করা আমার অভিপ্রায় হ'ত, উত্তেজনার প্রয়োজন ছিল না। আপনার অভিযোগের উত্তর দেবার জন্য আমাকে আপনি কোথায় নিয়ে যেতে চান?

ব্রাবান্। আপাততঃ কারাগারে। তার পর যে সময় যেখানে তোর আইনসঙ্গত বিচার হবে, সে সময় সেখানে জবাবদিহি করতে হবে।

ওথেলো। যদি আপনার আদেশ আমি পালন করি, সামন্ত-রাজ কি তাতে খুশী হবেন? বিশেষ রাজ-কার্য্যের জন্য আমাকে নিয়ে যেতে তাঁর দূত এখানে উপস্থিত।

১ম কর্ম্ম। সদাশয় মন্ত্রী মহাশয়, এ কথা সত্য। সামন্ত-রাজ এখন মন্ত্রণা-সভায়। আপনাকেও ডাকবার জন্য নিশ্চয় এতক্ষণ দূত গিয়েছে।

ব্রাবান্। সে কি! সামন্ত-রাজ মন্ত্রণা-সভায় এই গভীর রাত্রে! বেশ, সেইখানে একে নিয়ে চল। আমারও অভিযোগ তুচ্ছ নয়। সামন্ত-রাজ স্বয়ং বা মন্ত্রণা-সভার সকল সভ্যই আমার সর্ব্বনাশ নিশ্চয় নিজেদের সর্ব্বনাশ ব'লে বিবেচনা করবেন। এরূপ অন্যায় আচরণের প্রশ্রয় দিলে শীঘ্রই বিধর্ম্মী ক্রীতদাস সব আমাদের রাজ্য শাসন করবে।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

ভেনিস নগর—মন্ত্রণা-সভা

(সামন্ত-রাজ এবং সভাসদগণ আসীন, রাজকর্ম্মচারিগণ উপস্থিত)

সা-রাজ। যখন এক একজন এক এক রকম বলছে, তখন কারুর সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।

১ম সভা। সত্যই কোনরূপ ঐক্য নাই। আমার পত্রে উল্লেখ রয়েছে, একশত সাতখানা জাহাজ।

সা-রাজ। আর আমার পত্রে—একশত চল্লিশ।

২য় সভা। আর আমার পত্রে—দু'শ। কিন্তু হিসেব ঠিক না মিল্‌লেও—আর এরূপ স্থলে যেখানে অনুমানের উপর নির্ভর, সেখানে মেলেও না—তত্রাচ সকলের কথা থেকে এটা নিশ্চিত প্রমাণ হচ্ছে যে, তুরস্কের নৌ-বাহিনী সাইপ্রাস্‌ দ্বীপের দিকে চলেছে।

সা-রাজ। তাই বটে। এই কথাই যুক্তিসঙ্গত। রণতরীর সংখ্যা-নির্দ্দেশে যে ভুল-ভ্রান্তি ঘটেছে, তা ঘটা সম্ভব। আক্রমণ-সম্বন্ধে মূল কথাটা যে ঠিক, তার আর সন্দেহ নাই, এবং সেইটেই আমাদের উদ্বেগের কারণ।

নাবিক। (নেপথ্যে) কে আছ? কে আছ?

রা-কর্ম্ম। নৌ-বাহিনী থেকে দূত এসেছে।

(নাবিক-দূতের প্রবেশ)

সা-রাজ। সম্প্রতি সংবাদ কি?

নাবিক। তুরস্কের নৌ-বাহিনী রোডস্‌-দ্বীপের অভিমুখে যাচ্ছে; এঞ্জেলোর আদেশে আমি রাজসভায় সেই সংবাদ নিবেদন করতে এসেছি।

সা-রাজ। এরূপ গতি-পরিবর্ত্তনে শত্রুর অভিপ্রায় কি আপনারা বুঝছেন?

১ম সভা। এরূপ পরিবর্ত্তন অসম্ভব—কদাচ যুক্তিসঙ্গত নয়। আমাদের সতর্ক দৃষ্টিকে ভোলাবার জন্য শত্রুর এ ছল: ভেবে দেখুন, সাইপ্রাস্‌দ্বীপ তুর্কীদের কত প্রয়োজনীয়! একে রোডস্‌ অপেক্ষা সাইপ্রাস্‌দ্বীপ অধিকার করাই তুর্কীর বেশী স্বার্থ, তার উপর এই দ্বীপ রোড্‌সের ন্যায় দৃঢ় অস্ত্র-শস্ত্রে সুরক্ষিত নয়, সুতরাং শত্রুর অভিপ্রায় এখানে সহজে সিদ্ধ হ'তে পারে। আপনারা চিন্তা ক'রে দেখুন, তুর্কীরা এত নির্ব্বোধ নয় যে স্থল তাদের বেশী প্রয়োজনীয় এবং অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত, দুর্ব্বল,—সহজে যা অধিকার ক'রে লাভবান্‌ হতে পারবে—তা পরিত্যাগ ক'রে, যাতে কোন লাভ নেই, এরূপ বিপদে তারা ঝাঁপ দেবে!

সা-রাজ। ঠিক কথা, রোড্‌স্‌ অধিকার কখনই তাদের অভিপ্রায় নয়।

রা-কর্ম্ম। আরও কি সংবাদ আসছে?

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। মহানুভব সম্ভ্রান্ত সভ্যগণ, তুরস্কের দল রোড্‌স্‌ দ্বীপের অভিমুখে যেতে যেতে এক দল নৌ-বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

১ম সভা। ঠিক, আমারও তাই অনুমান। এ বাহিনীর কত সংখ্যা—তুমি বলতে পার?

দূত। ত্রিশখানি জাহাজ। এখন তাদের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সাইপ্রাস্‌ অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন কচ্ছে। সামন্ত-রাজের বিশ্বস্ত বীর কর্ম্মচারী সাইপ্রাসের শাসনকর্ত্তা মন্ত্রণাসভাকে অভিবাদন ক'রে এই সংবাদ নিবেদন করতে বলেছেন, আর সবিনয় মিনতি জানিয়েছেন যে, মন্ত্রিসভা যেন এ সংবাদ বিশ্বাস করেন।

[সা-রাজ। সাইপ্রাস্‌ আক্রমণ অভিপ্রায়ই শত্রুর স্থির-নিশ্চয়। মার্‌কাস্‌ লুকিকস্‌ এখন কোথায়?

১ম-সভা তিনি এখন ফ্লোরেন্স নগরে

সা-রা। অতি সত্বর পত্রে তাঁর কাছে এ সংবাদ প্রেরণ কর।]

১ম সভা। এই যে, বৃদ্ধ মন্ত্রীর সহিত আমাদের বীর সেনাপতি আসছেন।

(ব্রাবান্‌সিয়ো, ওথেলো, ইয়াগো, রডারিগো এবং রাজকর্ম্মচারী সকলের প্রবেশ)

সা-রাজ। বীরবর ওথেলো! তুর্কীদের বিরুদ্ধে এই মুহূর্ত্তে যুদ্ধযাত্রা করবার জন্যে তোমায় নেতৃত্ব-পদে বরণ কচ্ছি। ওঃ আপনাকে দেখিনি। আসুন, আসুন! অদ্য রাত্রে আপনার সংপরামর্শ এবং সহায়তা আমাদের অতীব প্রয়োজন।

ব্রাবান্। সে প্রয়োজন আমারও। মহানুভব সামন্ত-রাজ, আমায় মার্জ্জনা করুন! সাধারণের কার্য্যে মন্ত্রণা-সভায় আসন গ্রহণ করবার জন্য আমি এত রাতে নিদ্রাত্যাগ করে এ স্থানে উপস্থিত হইনি। সাধারণের চিন্তা এখন আমার মন হতে বহু দূরে। নিজের দুঃখে এখন আমার হৃদয় পরিপূর্ণ—সে দুঃখ বন্যার মত প্রবল বেগ ধারণ করে অন্য সকল চিন্তা গ্রাস করেছে; সেই এখন প্রবল।

সা-রাজ। কি—কি হয়েছে?

ব্রাবান্। আমার কন্যা! হায়, আমার হতভাগিনী কন্যা!

সা-রাজ ও সভাসদ্‌গণ। কি, তার মৃত্যু হয়েছে না কি?

ব্রাবান্। হাঁ, আমার পক্ষে বটে। তাকে যাদু ক'রে ভুলিয়ে আমার কাছ থেকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। [যাদুবলে একেবারে অন্ধ হ'লে যার তিলমাত্র বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, তার স্বভাবের এরূপ বিকার কখনই সম্ভব নয়।]

সা-রাজ। যে এরূপ হীন, অবৈধ উপায়ে আপনার কন্যাকে ভুলিয়ে আপনাকে বঞ্চনা করেছে, সে যে-ই হোক, আপনি স্বয়ং তার বিচারক হয়ে আইন অনুসারে তার প্রতি কঠোর দণ্ডবিধান করুন। আপনার অভিযোগের পাত্র এ রাজ্যের যুবরাজ হলেও তার নিষ্কৃতি নাই।

ব্রাবান্। সামন্তরাজ! আমার বিনীত ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আমার অভিযোগের পাত্র এই কদাকার কৃষ্ণমূর্ত্তি হাবসী। রাজকার্য্যের জন্য বিশিষ্ট আদেশে যে এখানে উপস্থিত রয়েছে।

সকলে। অতিশয় দুঃখের বিষয়।

সা-রাজ। (ওথেলোর প্রতি) আত্মপক্ষ সমর্থনে তোমার কিছু বল্‌বার আছে?

ব্রাবান্। কিছুই না। অপরাধ স্বীকার করা ব্যতীত ওর আর কি বলবার থাকতে পারে?

ওথেলো। মহাবল, মহামতি, মহিমা-আধার,
সদাশয়, বাঞ্ছিত-আশ্রয়-দাতা মম,
নিবেদন সভাজন চরণে সবার—
সত্য, এই বৃদ্ধের বচন।
সত্য সঙ্গোপনে পিতৃগৃহ হ'তে
লয়ে গিয়ে দুহিতায়
বরিয়াছি পরিণয়ে তারে।
এইমাত্র গুরু অপরাধ—
নাহি জানি অন্য আর।
কর্কশ বচন মম,
নহি পটু শিষ্ট মিষ্টভাষে।
রণক্ষেত্রে শিবির-নিবাসে
সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রম হ'তে—
যবে ক্ষীণকায় এই ভুজদ্বয়—
নয়মাস পূর্ব্বাবধি, নিরবধি
যুদ্ধ-ব্রতে করিয়াছি জীবনযাপন।
নাহি জানি সংসার-ব্যাভার,
নাহি মম বচন-কৌশল
জ্ঞাত মাত্র রণ-কোলাহল,
আত্মপক্ষ সমর্থনে অসমর্থ আমি।
যদি ধৈর্য্য ধর, হও হে সদয়,
যেইরূপে ঘটিল প্রণয়,
করি সত্যাশ্রয়,
কব সরল কাহিনী সভাস্থলে—
খণ্ডিবারে অভিযোগ কলঙ্ক আমার—
কোন্ ইন্দ্রজালে, কি কুহকবলে,
কিবা মন্ত্রে, কোন্ দ্রব্যগুণে,
জিনিয়াছি কুমারী-হৃদয়।

ব্রাবান্। ভীরু বালিকা, চলতে গেলে যার পা জড়িয়ে যায়, সে কি না জাতি, কুল-মর্য্যাদা, স্বভাব, বয়স, সব ভুলে, যাকে চোখে দেখলে ভয়ে কাঁপত, তার গলায় বরমাল্য দিলে! [তার মত আদর্শ সুশীলা কুমারী যে স্বেচ্ছায় এমন কদাচার করতে পারে, অতি নির্ব্বোধ না হ'লে সে কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। তাইতে বলতে হয়, এর ভিতরে সয়তানী ব্যাপার আছে।] আমি অসঙ্কোচে বলতে পারি, মন্ত্র-পূত ঔষধ কি দ্রব্যগুণে তার দেহের রক্ত পর্য্যন্ত বিকৃত করেছে—তাকে মতিচ্ছন্ন করেছে।

সা-রাজ। অসঙ্কোচে বলাই প্রমাণ নয়। [অপরাধ প্রমাণ করতে হ'লে কেবল কতকগুলো যা-তা অসার কথার সাজ আর তুচ্ছ সম্ভাবনার চেয়ে দৃঢ়তর প্রমাণ প্রয়োগ প্রয়োজন।]

১ম সভা। সেনাপতি স্বয়ং বলুন না। [কোনরূপ ভয় প্রদর্শন কি অবৈধ উপায় অবলম্বন ক'রে কুমারীকে বশ কি বিকৃত করেছিলেন? না, তাকে আপনার অন্তরের অনুরাগ জানিয়ে তার পাণিপ্রার্থী হয়েছিলেন?]

ওথেলো। আমার নিবেদন, আমার স্ত্রীকে আপনারা এখানে আহ্বান করুন। সে এসে তার পিতার সমক্ষে আমার সম্বন্ধে সব কথা বলুক। যদি তার কথায় আমার কোনরূপ কলঙ্ক প্রমাণ হয়, যে বিশ্বস্ত কর্ম্মভার আমার উপর ন্যস্ত করেছেন, তা প্রত্যাহার ক'রে আপনারা আমার প্রাণদণ্ড করবেন।

সা-রাজ। তোমরা যাও, সেনাপতির স্ত্রীকে এখানে নিয়ে এস।

ওথেলো। (ইয়াগোর প্রতি) ইয়াগো, আপাততঃ কোথায় সে আছে, তুমি জানো, সেখানে এদের নিয়ে যাও। যতক্ষণ না সে আসে, [মার্জ্জনা প্রত্যাশায় দেবতা-সমক্ষে অপরাধী যেমন অকপটে আপনার মনের পাপ ব্যক্ত করে] এই প্রবীণ সভায় আমার পরিণয়-কাহিনী আমি তেমনি সরলভাবে ব্যক্ত করি।

[ইয়াগো ও অনুচরগণের প্রস্থান।

সা-রাজ। উত্তম! বল!

ওথেলো। হয় নাই বিবাহ যখন
কুমারীর সহ,
পিতা তার স্নেহ-চক্ষে দেখিতেন মোরে।
নিমন্ত্রণ করি ঘন ঘন,

প্রশ্নচ্ছলে পুনঃ পুনঃ,
শুনিতেন মম মুখে
অদ্ভুত কথন মম জীবন-কাহিনী।
যুদ্ধ, অবরোধ-কথা, ভাগ্য-বিপর্য্যয়,
বাল্য হ'তে বর্ষে বর্ষে ঘটিয়াছে যাহা,
বর্ণিতাম বর্ণনার মুহূর্ত্ত অবধি।
[কভু,
নিপতিত অতর্কিত আপদ-কবলে,
জলে স্থলে—হৃদিকম্প রোমাঞ্চ আখ্যান,
সদ্য প্রাণহর
রক্ষ-মুখে দৈবে পরিত্রাণ—যথা
কেশমাত্র ব্যবধান জীবনে মরণে।
কভু দুষ্কর সমরে, বন্দী শত্রুকরে—
জয়োল্লাসে উৎফুল্ল হৃদয়—
দাসত্বে বিক্রয়, মুক্তি-লাভ,
নিরাশ্রয় মেদিনী ভ্রমণ,
দরশন দৃশ্য অগণন
নয়ন-বিস্ময়কর!
কোথা অন্তঃশূন্য বিশাল গহ্বর,
তৃণহীন মরু ভয়ঙ্কর,
বন্ধুর আকর, উন্নত ভূধর,
তুঙ্গ-শৃঙ্গ গগন চুম্বিত।
এইমত কহিতাম কত
চিত্তহর বিস্ময়ের বিচিত্র কাহিনী।
কোথা নর-রাক্ষস বিকট
ভক্ষে নর হিংসি পরস্পর,
শিরোপরি স্কন্ধদেশ কার—
বক্ষ-মুখ করাল আকৃতি।]
শুনিত যুবতী বসি তন্ময় অন্তরে।
কিন্তু ব্যস্ত সদা—গৃহকর্ম্মতরে
গৃহান্তরে করিলে গমন,
ত্বরায় আসিয়ে পুনঃ গ্রাসিত শ্রবণে—
বুভুক্ষার ভক্ষ্য সম কাহিনী আমার।
হেরি আগ্রহ তাহার,
একদিন শুভক্ষণে তুষিনু বচনে।
কথায় কথায় কৌশলে আমার,
আন্তরিক অভিলাষ করিল প্রকাশ,
মম জীবনের ইতিহাস—
অন্যমনে আংশিক শুনেছে যাহা—
শুনিতে বাসনা তার পূর্ণ বিবরণ!
হইনু সম্মত। কহিতাম যত, শুনি
মম যৌবনের কোন দুঃখের কাহিনী,
করুণায় কোমলা বালার
নীরধার ঝরিত নয়নে।
মম আখ্যানের পুরস্কাররূপে
অজস্র উত্তপ্ত শ্বাস দিত উপহার।
'কি আশ্চর্য্য ইতিহাস'—কহিত কুমারী—
'এ হ'তে আশ্চর্য্য কিছু শুনিনি কখন,
নিদারুণ, কি করুণ এ দুঃখ-কাহিনী,
কেন, হায়, করিনু শ্রবণ!'
কিন্তু বালা কহিত তখনি পুনঃ
'সদয় বিধাতা যদি হেন নর-মণি
সৃজিতেন তার তরে!' পুনঃ মৃদুস্বরে
কৃতজ্ঞতা জানায়ে আমারে
কহিত সুন্দরী—'মম বন্ধুগণমাঝে
থাকে যদি হেন কেহ অনুরাগী তার,
শিখাইয়ে দিই যদি তায়—
মম সম কহিতে কাহিনী মম,
অনায়াসে জিনিবে সে কুমারী-হৃদয়।
পাইয়ে ইঙ্গিত
প্রেম মম করিনু প্রকাশ।
সঙ্কট-সঙ্কুল মম বিচিত্র জীবন
করিয়াছে উদ্দীপন অনুরাগ তার,
সে মম ব্যথার ব্যথী তাই ভালবাসি।
এইমাত্র তন্ত্র মন্ত্র যাদুবল মম।
পত্নী মম সমাগত—
সত্য-মিথ্যা নিজমুখে করিবে প্রকাশ।

(ডেজ্‌ডিমোনা সহ ইয়াগো এবং
অনুচরগণের পুনঃ প্রবেশ)

সা-রাজ। এ কাহিনী শুনে আমার কন্যাও মুগ্ধ হয়ে আত্মসমর্পণ করত। মন্ত্রিবর, মন্দের ভিতর যেটুকু ভাল পাওয়া যায়, সেটুকু গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের পরিচয়। [নিরস্ত্র হয়ে যোঝবার চেয়ে ভাঙ্গা তলোয়ারখানাও কাজের নয় কি?]

ব্রাবান্‌। আমার মিনতি, আমার কন্যার কথা আগে সকলে শুনুন। [সে যদি স্বীকার করে, তার পাণি-প্রার্থনা করবার জন্যে এই ব্যক্তিকে সে উৎসাহিত করেছে, আমার সর্ব্বনাশ হলেও এর উপর আমি কোন দোষারোপ করব না।] এগিয়ে এস দেখি, মাঠাকরুণ। এই সভায় সকলকে দেখছ? বল দেখি, সকলের চেয়ে কার উপর তোমার অধিক কর্ত্তব্য?

ডেজ্‌। পিতঃ,
দ্বিভাগে বিভক্ত হেরি কর্ত্তব্য আমার।

তুমি জন্মদাতা, দানি এ জীবন
সুশিক্ষিত করেছ আমায়।
সেই হেতু ঋণী আমি তব কাছে।
তব দানে, তোমারি শিক্ষায়
শিখিয়াছি শ্রদ্ধা ভক্তি দিতে তব পায়—
এই মাত্র কর্ত্তব্য আমার তোমা প্রতি।
মাত্র কন্যা তব ছিনু এত দিন।
কিন্তু হের, বিদ্যমান পতি হেথা মম।
জননী আমার তব প্রতি
যে কর্ত্তব্য করিত পালন,
আপন জনক হ'তে শ্রেষ্ঠ মানি তোমা,
স্বামী, প্রভু মম,
সেই সেবা অধিকার তাঁর—
মুক্ত-কণ্ঠে কহি আমি।

ব্রাবান্। ভগবান্ তোমাদের কল্যাণ করুন! সভ্যগণ, আমার কার্য্য শেষ হয়েছে! সামন্তরাজ রাজ-কার্য্যে মনোনিবেশ করুন! আজ আমি জ্ঞান-লাভ করলেম, আত্মজ সন্তানের চেয়ে পোষ্যপুত্র ভাল। ওহে কালো বীর! এ দিকে এস। আমার অনিচ্ছায় যা তুমি নিয়েছ, স্বেচ্ছায় আমি তোমায় তা দান করলুম। [কিন্তু রাখতে পারলে তোমায় দিতুম না।] আর তুমি কন্যারত্ন! তোমার আচরণে মনে হয়, সুখের বিষয় আমার আর সন্তান নাই। থাকলে তোমার এই বিদ্রোহের জন্য অত্যাচারী হয়ে তাদের পায় বেড়া দিতুম। প্রভু, আমার কার্য্য শেষ হয়েছে।

সা-রাজ। মন্ত্রিবর, তোমার বিচার তুমি করেছ। এখন যাতে কন্যাজামাতার প্রতি তোমার মন না বিরূপ হয়, সেজন্য আমিও গোটাকতক কথা বলি। যে দুঃখের প্রতিকার নাই, বড় আশায় নিরাশ হলেও, তার জন্য শোক করা বৃথা। অতীত আপদের জন্য অনুশোচনা করলে, নূতন আপদ ডেকে আনা হয়। যা নিয়তির কবল হ'তে রক্ষা করবার উপায় নাই, তার জন্য ধৈর্য্য ধারণ ক'রে অনিষ্টকে উপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। অপহৃত হয়ে যে হাসতে পারে, তার কাছে অপহারাও হারে; আর সেজন্যে যে নিষ্ফল খেদ করে, সে আত্মাপহারী হয়।

ব্রাবান্। তবে তুরস্কবাসীরা সাইপ্রাস্-দ্বীপ অধিকার করুক, অপহৃত হয়ে আমরা খুব হাসতে থাকি। তা হ'লে আর আমাদের ত কোন ক্ষতি বোধ হবে না। যে দুঃখে যার সম্পর্ক নেই, অজস্র সান্ত্বনাবাক্য ধৈর্য্য ধ'রে শোনা তার পক্ষে সহজ। কিন্তু দুঃখ যখন অনিবার্য্য, ধৈর্য্য নিষ্ফল, সেখানে দুঃখও যেমনি দুর্ব্বহ, উপদেশও তেমনি দুঃসহ। নির্লিপ্ত হয়ে উপদেশ দেওয়া সহজ, কিন্তু সে উপদেশের ফল অনির্দ্দিষ্ট—অবস্থাগুণে কখন কটু, কখন মিষ্ট। কথা—কথা। বিধাতা যার হৃদয়ে ঘা দিয়েছেন, কথা তার কর্ণরন্ধ্র ভেদ ক'রে হৃদয় স্পর্শ করে না।] আমার মিনতি, রাজকার্য্যের আলোচনা আরম্ভ হোক।

সা-রাজ। তুর্কীরা বিপুল বল নিয়ে সাইপ্রাস্ অভিমুখে গমন কচ্ছে। সেনাপতি, সে স্থানের বল তুমি বিশেষ অবগত। [যদিও সেখানে আমাদের এক জন সুযোগ্য প্রতিনিধি আছেন, কিন্তু জন-সাধারণের মতে তুমিই এখন সে স্থানের যোগ্যতর প্রতিনিধি। কার্য্য-পরিচালনায় সাধারণের মতামতই সর্ব্ব-নিয়ন্তা।] সে জন্য তোমার প্রতি আদেশ—তুমি বিবাহের আমোদ-প্রমোদ সম্প্রতি পরিত্যাগ ক'রে কঠোর শত্রু-দমন কার্য্যে অগ্রসর হও।

ওথেলো। উদারমতি সভ্যগণ, অভ্যাসে অস্ত্র-সঙ্কুল কঠিন রণক্ষেত্র আমার কাছে কোমল কুসুমশয্যা হতেও সুকোমল। [আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্ছি যে, সুখ অপেক্ষা সঙ্কটে আমার প্রকৃতির স্বাভাবিক আকর্ষণ।] তুর্কীদিগের বিপক্ষে এই যুদ্ধে আমি পদ করলেম আমার বিনীত নিবেদন, আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে সেনাপতির ভার্য্যার যেরূপ লোকজন, পদমর্য্যাদা, অর্থ, বসবাস প্রয়োজন, সেইরূপ বিধানের আদেশ দিন!

সা-রাজ। ইচ্ছা করত সে তার পিতৃ-গৃহে বাস করতে পারে।

ব্রাবান্। আমি কখনও তা অনুমোদন করব না।

ওথেলো। আমিও না।

ডেজ্। আমিও না। নিরন্তর অপ্রীতিকর স্মৃতি উদ্দীপন ক'রে আমার পিতার চক্ষুঃশূল হ'য়ে আমি পিত্রালয়ে বাস করতে ইচ্ছা করি না। মহামতি সামন্ত-রাজ, সদয় হয়ে অধীনীর প্রার্থনায় কর্ণপাত করুন। [আমি অশিক্ষিতা নির্ব্বোধ রমণী, এই মহাসভার উৎসাহ পেলে আমার প্রার্থনা নির্ভয়ে প্রকাশ করি।]

সা-রাজ। কি প্রার্থনা তোমার, ভদ্রে?

ডেজ্। যাঁর অনুরাগে আমি সর্ব্বত্যাগিনী হয়েছি, সুখে দুঃখে তাঁর সঙ্গ আমি কদাচ পরিত্যাগ করব না।

[ভাগ্যকে উপেক্ষা ক'রে আমার বিদ্রোহাচরণ সংসারে সে কথা স্পষ্টাক্ষরে প্রচার করেছে। আমার হৃদয় একান্তই আমার পতির গুণমুগ্ধ। আমি তাঁর বাহ্যরূপ দেখিনি, অন্তরের রূপ দেখে মোহিত হয়েছি। তাঁর বীরত্ব-গৌরবের পক্ষপাতিনী হয়েই তাঁর পায় আমার ভাগ্য, হৃদয়, সব সমর্পণ করেছি। তিনি যখন বীর-কার্য্যে যুদ্ধে গমন করবেন, শান্তি-সুখাভিলাষী পতঙ্গের মত যদি আমি হেথা অবস্থান করি, তা হ'লে আমি আমার সহধর্ম্মিণীর অধিকার হ'তে বঞ্চিতা হব। তাঁর নিদারুণ অদর্শনে কালযাপন করা আমার পক্ষে দুরূহ হবে। আমায় তাঁর সহগামিনী হ'তে অনুমতি দিন।]

ওথেলো। সভাস্থলে আমারও নিবেদন, আমার পত্নীর প্রার্থনা পূর্ণ হ'ক, [ভগবান্ সাক্ষী, নারীর সঙ্গ-লালসায় আমি এরূপ প্রার্থনা করছি না। আমার দেহে উষ্ণ যৌবনের প্রভাব এখন অভাব। প্রৌঢ় বয়সে যৌবনের ভোগবিলাসে বা আত্মতৃপ্তিসাধনে আর আমার অনুরাগ নাই। আমার স্ত্রীর ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যেই আমি আপনাদের অনুমতি ভিক্ষা করছি। যে গুরুতর মহৎ কার্য্যে আপনারা আমায় নিয়োগ করছেন, আমার স্ত্রী সঙ্গে থাকলে সে সম্বন্ধে যে কোন বিঘ্ন ঘটবে, সে আশঙ্কা নাই। যদি কামদেবের ক্রীড়া-পুত্তলি নিয়ে আমি তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদে অন্ধ হয়ে থাকি, বিলাসে আমার কার্য্যশক্তি ক্ষয় হয়, স্বেচ্ছাচার কর্ত্তব্য কলুষিত করে, তা হ'লে এই বীরভূষণ শিরস্ত্রাণে যেন রমণীর রন্ধনপাত্র নির্ম্মিত হয়। আর যেন অতি হেয়, জঘন্য দুর্গতি আমার সুযশ কলঙ্কিত করে।]

[সা]-রাজ। তোমার স্ত্রীর যাওয়া বা থাকা সম্বন্ধে যেরূপ ইচ্ছা, তোমরা আপনারা স্থির করো। কার্য্যের যেরূপ সত্বর আহ্বান, অবিলম্বে তার কাছে উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য।

[১]ম সভা। আজ রাত্রেই তোমায় যাত্রা করতে হবে।

[ও]থেলো। সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য।

[সা]-রাজ। কাল প্রাতে ন'টার সময় আবার আমরা সকলে এখানে একত্রিত হব। সেনাপতি, তোমার এক জন কর্ম্মচারীকে রেখে যেয়ো, তার দ্বারা তোমার নিয়োগপত্র আর তোমার সম্ভ্রম-মর্য্যাদার জন্য যা কিছু আবশ্যক, সব পাঠিয়ে দেব।

ওথেলো। প্রভু, এই আমার যুদ্ধ-পতাকাবাহী, এ অতি বিশ্বাসী আর সজ্জন। আমার স্ত্রীকে এই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে, আর সেই সঙ্গে আপনারা আমার জন্য যা কিছু আবশ্যক বিবেচনা করবেন, তাও নিয়ে যাবে।

সা-রাজ। বেশ, তাই হবে। এখন বিদায়, মন্ত্রিবর! গুণ যদি হৃদয়ানন্দকর সৌন্দর্য্যের আধার হয়, তা হ'লে কে বলে তোমার জামাতা কদাকার?

১ম সভা। বীরবর, বিদায়! তোমার ভবিষ্যৎ আচরণ যেন তোমার স্ত্রীর সুখকর হয়।

ব্রাবান্। মূঢ়,—

থাকে যদি চক্ষু তব, তবে অনুক্ষণ
রেখো তব পত্নী-পরে সতর্ক নয়ন।
পিতৃ সনে প্রতারণা করে যেই নারী,
পতি-প্রবঞ্চনা নহে অসম্ভব তারি।

[সামন্তরাজ, সভাসদ্গণ এবং রাজকর্ম্মচারিগণের প্রস্থান।

ওথেলো। অসম্ভব কথা! এই সরলা বিশ্বাসঘাতিনী হবে! কখনও না—আমার জীবন-পণ! ইয়াগো, আমার স্ত্রীকে সঙ্গে প্রাসে নিয়ে যাবার ভার তোমার উপর। আর আমার অনুরোধ, তোমার স্ত্রী যেন তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। যাতে দু'জনের কোন কষ্ট না হয়, তেমনি সমস্ত সু-বন্দোবস্ত ক'রে নিয়ে যেয়ো। এস, প্রিয়ে! এক ঘণ্টা পরেই আমায় যাত্রা করতে হবে: প্রেমালাপ বা সাংসারিক ব্যবস্থা করবার এই ক্ষণিক সময় মাত্র অবকাশ। কালের আদেশ অলঙ্ঘনীয়।

[ওথেলো ও ডেস্‌ডিমোনার প্রস্থান।

রডা। বন্ধু!

ইয়া। কি হুকুম, দেলদার?

রডা। এখন কি করা যায় বল দেখি?

ইয়া। কেন বন্ধু? বরাবর বিছানায় গিয়ে গা ঢাল গে—তার পরে ক'ষে নাক ডাকাও।

রডা। না। আমার আর সহ্য হচ্ছে না। আমার এখনই জলে ডুবে মরাই ভালো।

ইয়া। তা যদি কর, তুমি ম'লে তোমার পীরিতে একেবারে এস্তবা দেব! তুমি এমন আহাম্মক! কেন বল দেখি, কি দুঃখে মরবে?

রডা। আহাম্মক! যন্ত্রণার ভার নিয়ে বেঁচে থাকাই আহাম্মুকি। যম যেখানে চিকিৎসক, সেখানে এমনই ব্যবস্থাপত্র।

ইয়া। দুর্দ্দশা আর কি! চার সাতে আটাশ বচ্ছর আমার বয়স হয়েছে—এত দিন ধ'রে সংসার দেখে আস্‌ছি। যত দিন থেকে ভালমন্দ এই দু'টোর ভেদ বুঝবার মত বুদ্ধি হয়েছে, এমন একটা লোক দেখলুম না, যে জানে নিজেকে কেমন ক'রে পেয়ার করতে হয়! একটা বেশ্যার পীরিতে জলে ঝাঁপ দেব, এ কথা বল্‌বার আগে আমি মনুষ্যত্ব থেকে নাম খারিজ ক'রে বাঁদরের দলে ভিড়তুম।

রডা। আর উপায় কি বল? স্বীকার করি, পীরিতে এত পাগল হওয়া লজ্জার কথা। কি করব ভাই, এ থেকে যে শোধরাব, তা আমার ধাতেও নেই—ধর্ম্মেও নেই।

ইয়া। ধর্ম্ম! বাজে কথা! ভাল হওয়া মন্দ হওয়া সব আমাদের নিজেদেরই হাতে। [এই যে শরীর-খানি দেখছ, এটি একখানি বাগান, আর তার মালী হচ্ছেন—ইচ্ছা। এতে কাঁটা-ঘাস রোও, আনাজ-তরকারী কর, গন্ধী গাছ-গাছড়া লাগাও, আগাছা নিড়োও, এক রকম, কি রকম রকম শাক-সবজী পোঁতো, আলিসি ক'রে পতিত ফেলে রাখো, বা যত্নের সার দিয়ে জমিখানিকে হাঁসিল কর, সব সেই ইচ্ছা মালীর হাত। যদি পীরিতের চেয়ে বুদ্ধির পাল্লাটা ওজনে বেশী ভারি না হ'ত, তা হ'লে আমাদের কি দুর্গতিই হ'ত? কেবল এই বুদ্ধি-বিচার-শক্তি আছে বলেই আমাদের গরম রক্ত ঠাণ্ডা হয়, স্বভাব থেকে কুপ্রবৃত্তির কাঁটা তুলে ফেলা যায়, আর এই পীরিতের পক্ষি-রাজটির মুখে লাগাম কষা থাকে। তুমি যাকে বলছ প্রেম, তা হয় কাম-বৃক্ষের কলম, নয় চারা।

রডা। তা কি হয়?

ইয়া। এই যে প্রেম প্রেম যাকে বল্‌ছ, রক্তের ব্যামো ছাড়া আর কিছুই নয়। এর জন্মদাতা খেয়াল।] শোন, ছেলেমানুষী করো না। জলে ডুববে! ডোবাতে হয়, কুকুর বেড়াল ধ'রে ডুবিয়ে মার গে! [আমি তোমাকে বন্ধু বলেছি। তোমাকে যোগ্য লোক মনে ক'রে খুব শক্ত শেকল দিয়ে আপনার সঙ্গে আঁট ক'রে বেঁধেছি] তোমার বিশেষ উপকার করতে পারব, এত দিন পরে এমন সময় সুযোগ এসেছে। কিন্তু টাকা যোগাড় কর। আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে চল। পর-চুলো দাড়ি প'রে চেহারাটা বদলে ফ্যাল! কিন্তু আগে টাকা যোগাড় কর। ঐ সুন্দরী নাগরী যে ঐ দুষমন চেহারা নাগর নিয়ে খুব বেশী দিন ভুলে থাকবে, তা মনেই কোর না। তুমি টাকার যোগাড় কর দিকি! ও হাবসীটাও ঐ সুন্দরীর কাছে বেশী দিন বাঁধা থাকবে না। এ পীরিতের তেউড় যেমন আচম্‌কা গজিয়েছে, তেমনি এক ঝট্‌কায় তার মূলোচ্ছেদ হবে। তুমি টাকা যোগাড় কর। এই যে হাবসীর জাত দেখছ, এদের খেয়াল আজ একরকম, কাল একরকম। খালি টাকা—টাকার যোগাড়ই হ'ল মূল। [অমৃত ব'লে আজ যা খাচ্ছে, কাল তা তিতকুটে ব'লে থুথু ক'রে ফেলে দেবে! সুন্দরী যুবতী ঐ আধবুড়োটাকে নিয়ে ক'দিন থাক্‌বে?] তার পর ঐ সুন্দরী যুবতী, নতুন ঝোঁক একটু কাট্‌লেই আপনার ভুল বুঝবে, আর সঙ্গে সঙ্গে এক জন যুবাকে খুঁজবে। এ হতেই হবে, সেই জন্যে বল্‌ছি, টাকার যোগাড় কর। যাহান্নমে যাবার জন্যে যদি কোমর বেঁধেই থাক ত জল-পথে যাবে কেন? পীরিতের পথ ধ'রে যাও, কিন্তু টাকা চাই। যদি আমার বুদ্ধি আর সয়তানের ফন্দী ব্যর্থ না হয়, তা হ'লে ঐ বর্ব্বর ভবঘুরের সঙ্গে ঐ বিষম চতুরা স্ত্রীলোকের ধর্ম্মবন্ধন টেক্‌বে না। তুমি ধরেই রাখ, ও মেয়েমানুষ তোমার মুঠোর ভেতর। কিন্তু টাকা চাই। খামখা জলে ঝাঁপ দিতে যাবে কেন? তোমার শত্রু জলে ঝাঁপ দিক। মরবে ত পীরিতের দড়ি গলায় দিয়ে ঝোলো।

রডা। বেশ! তুমি যা বল্‌ছ, তা পরীক্ষা করবার জন্যে যদি আপাততঃ আমি মরবার সঙ্কল্প ছেড়ে দি, তুমি আমার সহায় হবে?

ইয়া। তার সন্দেহ আছে? সে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। তুমি টাকার যোগাড় কর। তোমাকে বারবার ক'রে বলেছি, আর এখনও বল্‌ছি, এই হাবসীটার উপর আমার বিজাতীয় আক্রোশ! সে আক্রোশ আমার বুকে জাঁতার মত জেঁতে ব'সে আছে; ধরতে গেলে তোমারও ত তাই! দু'জনে একজোট হয়ে বেটার সর্ব্বনাশ করব। যদি ওর পরিবারটিকে তুমি হস্তগত করতে পার, তাতে তোমার যেমন সুখ, আমার তেমনি আমোদ। [ভবিষ্যতের গর্ভে অনেক ব্যাপার রয়েছে, ক্রমে বাচ্ছা বিয়োবে।] নাও, কুচ কর! টাকার যোগাড় করা চাই। কাল এ সম্বন্ধে আরও কথাবার্ত্তা হবে, এখন বিদায়।

রডা। কাল সকালে কোথায় দেখা হবে?

ইয়া। আমার বাসায়।

রডা। আমি ঠিক সময় যাব।

ইয়া। বেশ! ভায়া, শুনছ?

রডা। কি বল?

ইয়া। জলে ঝাঁপ দেওয়া কি, জলের ধার দিয়ে যেয়ো না, বুঝলে?

রডা। আবার! তুমি আমাকে আক্কেল দিয়ে দিয়েছ। আমি এখন নতুন মানুষ। যাই, জায়গা-জমিগুলো বেচে ফেলে টাকার যোগাড় করি গে।

ইয়া। হাঁ—টাকা চাই—যত পার, যোগাড় কর!

[রডারিগোর প্রস্থান।

ইয়া। এমনি সব আহাম্মুকগুলো আমার টাকার থলি। সংসারে যেটুকু জ্ঞান লাভ করেছি, তাতে বুঝি, এ সব আহাম্মুকদের জন্যে সময় নষ্ট করাও আহাম্মুকী! তবে কি না, এতে আমোদ, লাভ—দুই-ই আছে। এই হাবসীটার ওপর আমার বিজাতীয় ঘৃণা। কানা-ঘুষো শুনতে পাই—ইনি আমার শয্যায় আমার স্থান অধিকার করেছেন। সত্যি মিথ্যে কে জানে সন্দেহ! কিন্তু হ'ক সন্দেহ, সন্দেহকেই আমি সত্যি ব'লে ধ'রে নেব। সেনাপতি আমাকে খুব সৎ লোক ব'লে জানে। উত্তম! তাতে আমার মৎলব আরও সহজে সিদ্ধ হবে। সহকারীর চেহারাটি চমৎকার। বেশ, বেশ! তার পর? তার পদটি অধিকার করতে হবে। শুধু তাই নয়, বাহাদুরী ক'রে দুটো মৎলব খাটাতে হবে। কেমন ক'রে? কেমন ক'রে? রোস, রোস, দেখি! সময়ে সেনাপতির কানে বিষ ঢালতে হবে, তার সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে সহকারীর একটু মাখামাখি বেশী। সহকারীর চেহারা, চোস্ত হাবভাব, সবই সন্দেহ করবার মত। সবই যেন মেয়েমানুষকে মজাবার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে। সেনাপতি সাদাসিধে, প্রাণ-খোলা লোক; নিজের মনে কোরকাপ নেই, লোকের মনের কোরকাপও বুঝতে পারে না। ভণ্ডকে ভাবে সাধু। গাধার মতন নাকে দড়ী দিয়ে ঘোরাবার জন্য যেন একেবারে ঠিক তৈরী হয়ে রয়েছে। ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে! মৎলব পেয়েছি! মৎলব পেয়েছি! ঠিক হয়েছে!

এবে, ভ্রূণরূপে জাত মস্তিষ্কে আমার—
যবে, বাহিরিবে নারকী নিশায়—
চমকিবে লোক হেরি বীভৎস আকার।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সাইপ্রাস্ বন্দর

(মন্টানো এবং দুই জন ভদ্রলোকের প্রবেশ)

মন্। সমুদ্রের উপর কিছু দেখতে পাচ্ছ কি?

১ম ভদ্র। কিছুই না, কেবল বড় বড় ঢেউ; জল আর আকাশ ধূ-ধূ কচ্ছে। পালের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না।

মন্। কাল রাত্রে কি ভীষণ ঝড়! ঝটিকাগুলো যে রকম তর্জ্জন-গর্জ্জন ক'রে আমাদের কেল্লাটাকে ঝাঁকুনী দিয়েছিল, যদি সমুদ্রের ওপরও তেমনি হাঙ্গামা ক'রে থাকে, তা হ'লে একখানাও জাহাজ টিঁকবে না। ঢেউ ত নয়, মাথার উপর পাহাড় ভেঙ্গে পড়লে কাঠের প্রাণ কতক্ষণ টেঁকে? কি সংবাদ আসে, কে জানে!

২য় ভদ্র। সংবাদ আসবে, তুর্কীদের নৌ-বাহিনী এই ঝড়ে ছোড়ভঙ্গ হয়ে গেছে। [ফেনিল সাগর-তীরে দাঁড়িয়ে একবার দেখ দিকি! মনে হবে যেন হাওয়ার তাড়নায় ঢেউগুলো মেঘের গায় ঘা মারছে! সাগর যেন ফুঁপিয়ে উঠে জটা নেড়ে তাল ঠুকে চলেছে—উজ্জ্বল সপ্তর্ষিমণ্ডলকে ভাসিয়ে দিতে। মৎলব—যেন অটল ধ্রুবলোকটাও নিবিয়ে দেয়। সমুদ্রে এমন সর্ব্বনেশে রাগের ঘটা, লণ্ডভণ্ড কাণ্ড আমার জ্ঞানে দেখিনি!]

মন্। তুর্কীদের জাহাজ যদি কোন নিরাপদ বন্দরে না ঢুকতে পেরে থাকে, নিশ্চয় ডুবেছে। এই দুর্দ্ধর্ষ ঝড়ের ধাক্কা কখনই সামলাতেকে পারবে না।

(তৃতীয় ভদ্রলোকের প্রবেশ)

৩য় ভদ্র। সু-খবর, ভায়া! যুদ্ধ শেষ! ঝড়ের উৎপাতে তুর্ক-বাহিনীর এমন দুর্দ্দশা ঘটেছে যে, তাদের মৎলব হাসিল হবার আর উপায় নাই। ভেনিস্ থেকে একখানি জাহাজ আসছিল, সে দেখে এসেছে, তুর্কীর ভাল জাহাজগুলিই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।

মন্। বল কি? খবর ঠিক ত?

৩য় ভদ্র। খুব ঠিক! সে জাহাজ আমাদেরই বন্দরে লেগেছে। সহকারী সেনাপতি কেশিয়ো তাতে এসেছেন। কিন্তু সেনাপতি ওথেলোর

জাহাজ এখনও পৌঁছেনি। তিনিই এই দ্বীপের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েছেন।

মন্। অতি সুখের সংবাদ! ওথেলো যোগ্য লোক।

৩য় ভদ্র। সহকারী সেনাপতি তুর্কীদের সম্বন্ধে আশ্বস্ত হলেও, তাঁর মনে স্ফূর্ত্তি নেই। সেনাপতির সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে পারছেন না।- দু'জনের জাহাজ একসঙ্গে আস্‌ছিল। তার পর, এই দুর্দ্দান্ত ঝড়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে ওথেলোর জাহাজ যে কোথায় গেল, তার পাত্তা নেই।

মন্। ভগবান্ সেনাপতিকে রক্ষা করুন! আমি তাঁর অধীনে কর্ম্ম করেছি, যথার্থ বীর বটে! চল, সাগরের ধারে যাওয়া যাক। যে জাহাজ এসেছে, সেখানাও দেখ্‌ব আর সেনাপতির জাহাজের প্রতীক্ষায় সকলে চোখ পেতে থাক্‌ব —[যতক্ষণ না জলে আকাশে মিশে একসা হয়ে আমরা ঝাপ্‌সা দেখি।]

৩য় ভদ্র। চলুন, তাই যাওয়া যাক [প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হচ্ছে, নূতন জাহাজ আস্‌ছে।]

(কেশিয়োর প্রবেশ)

কেশি। এই বীরভূমির বীর জাতিকে শত সহস্র ধন্যবাদ! আমাদের বীর সেনাপতির কদর এরা জানে! ভগবান্ ভীষণ দুর্য্যোগে তাঁকে রক্ষা করুন। ঝড়ে আমি তাঁকে দারুণ সঙ্কটাপন্ন দেখে এসেছি।

মন্। তাঁর জাহাজ বেশ মজবুত ত?

কেশি। জাহাজও মজবুত, আর তার নাবিকও দক্ষ —সেই বিশেষ ভরসা। (নেপথ্যে—ঐ দূরে মাস্তুল দেখা দিয়েছে! পাল দেখা যাচ্ছে!)

(চতুর্থ ভদ্রলোকের প্রবেশ)

কেশি। কিসের গোল?

৪র্থ ভদ্র। সহর উজাড় ক'রে সব লোক সাগরকূলে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মাস্তুল দেখা যাচ্ছে ব'লে তারাই গোল করছে।

কেশি। বোধ হয়, এই সেনাপতির জাহাজ এল।

(তোপধ্বনি।)

২য় ভদ্র। তোপের আওয়াজ ক'রে আমাদের অভিবাদন করছে। তা হ'লে নিশ্চয়ই আমাদের বন্ধু জাহাজ।

কেশি। মহাশয়, কেউ অনুগ্রহ ক'রে যান, আমায় সঠিক সংবাদ এনে দিন—কে এসে পৌঁছুল।

২য় ভদ্র। যে আজ্ঞে, আমি চল্‌লুম।

[প্রস্থান।

মন্। মহাশয়, আমাদের সেনাপতি কি বিবাহিত?

কেশি। হাঁ, তাঁর সে সৌভাগ্যের কথা আর কি বলব! যে নারীরত্ন তিনি লাভ করেছেন, তার আর তুলনা নাই।

[রূপের আদর্শ!—যারে
বর্ণিবারে বাক্য হারে,
যে সব রূপের কথা রূপকথা কয়—
তুলনায় মানে পরাজয়!
স্তুতি মৌন স্তুতি গানে,
শিল্পী নাহি পায় ধ্যানে,
তুলিতে তুলিতে মুখ অধোমুখ হয়!]

(২য় ভদ্রলোকের পুনঃপ্রবেশ)

২য় ভ [illegible] াকাধারী ইয়াগো এসে

কো [illegible] ভাগ্যে-ভাগ্যে খুব [illegible] ঘ্র এসে পৌছেছেন। [প্রবল ঝড়, প্রমত্ত বাত[illegible], উত্তাল তরঙ্গ, চোরা বালি, গুপ্ত পাহাড়, [illegible]হাজের যত রকম বিশ্বাসঘাতক শত্রু আছে, [illegible]রাও যেন সৌন্দর্য্যমুগ্ধ হয়ে, হিংস্র-স্বভাব ভুলে দেবী-প্রতিমা ডেজ্‌-ডিমোনাকে নিরাপদ প[illegible] দিয়েছে।]

মন্। কাকে, মশাই? [illegible]ে তিনি?

কেশি[illegible] যার কথা আমি এ[illegible]ক্ষণ বলছিলুম। যিনি আমাদের সেনাপতির সেনাপতি। এঁকে আন্‌বার ভার রাজ-প[illegible]াকা-বাহক ইয়াগোর উপর দেওয়া হয়েছিল। এত শীঘ্[illegible] জাহাজ এসে পৌঁছুবে, আশা করিনি [illegible] আমি ভেবেছিলুম, অন্ততঃ সপ্তাহ পূর্ব্বে কিছুতেই আস্‌তে পারবে না। [ভগবান্ সেনাপতিকে নিরাপদে রক্ষা করুন, অনুকূল বাতাসে তাঁর দৃঢ় জাহাজ শীঘ্র এখানে এসে উপস্থিত হোক! নববিবাহিতা স্ত্রীকে প্রেমপাশে বন্ধন ক'রে সুখী হ'ন, আর আমাদের নির্জীব হৃদয়ে নবীন উৎসাহ সঞ্চার করুন! যেন তাঁর আগমনে এখানকার ছোট-বড় সকল প্রজার সুখ-স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি হয়! দেখুন! দেখুন!—]

(ডেজ্‌ডিমোনা, এমিলিয়া, ইয়াগো, রডারিগো এবং পরিচারকবর্গের প্রবেশ)

দেখ, দেখ,! রত্নাকর কি উজ্জ্বল রত্ন বহন ক'রে এনেছে। সাইপ্রাস্‌বাসিগণ, সকলে

নতজানু হয়ে এই দেবীকে অভ্যর্থনা কর! দেবী, দেব-করুণা রক্ষা-কবচের ন্যায় অভেদ্য আবরণে আপনাকে রক্ষা করুক!

ডেজ্। বীরবর, তোমায় সহস্র ধন্যবাদ! তোমার প্রভুর কোন সংবাদ জান কি?

কেশি। প্রভু এখনও এসে পৌছান নাই। কিন্তু তিনি কুশলে আছেন। বোধ হয়, শীঘ্রই এসে পৌছুবেন।

ডেজ্। কিন্তু আমার মন কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না। তোমাদের জাহাজ ত একসঙ্গে আস্‌ছিল? ছাড়াছাড়ি হ'ল কেমন ক'রে?

কেশি। ঝড়ে। কিন্তু ঐ শুনুন—জাহাজ পৌছেছে ব'লে কোলাহল উঠ্‌ছে!

(নেপথ্যে—ঐ মাস্তুল দেখা যাচ্ছে—ঐ মাস্তুল দেখা যাচ্ছে।)

(তোপধ্বনি)

২য় ভদ্র। তোপধ্বনি ক'রে আমাদের দুর্গকে অভিবাদন করছে। সম্ভব, এও আমাদের বন্ধু জাহাজ।

কেশি। কে এল, খবর নিন্!—

[দ্বিতীয় ভদ্রলোকের প্রস্থান।

নমস্কার, ভায়া! নমস্কার! ঠাকরুন, আপনিও ভালোয় ভালোয় পৌছেছেন দেখে খুব খুসী হয়েছি! ভায়া, আমাদের দেশাচারমত তোমার পরিবারের সঙ্গে এখানে অসঙ্কোচে আলাপ করছি ব'লে বিরক্ত হয়ো না। এ শুধু শিষ্টতা, কোন দুষ্ট অভিপ্রায় নেই।

ইয়া। বন্ধু, আমি ওঁর রসনার যতটুকু অসঙ্কোচ আলাপ পেয়েছি, তুমি যদি ততটুকু পেতে, তোমার আলাপের সখ একেবারে মিটে যেত।

ডেজ্। বিলক্ষণ, ও ত বোবা বল্‌লেই হয়! মুখে কথাই নেই!

ইয়া। আজ্ঞে, ক্ষমা করবেন, কথাই নেই—নয়, কথার কামাই নেই। যখনই আমার ঘুম আসে, তখনই তার বেশ পরিচয় পাই। তবে আপনার সাম্‌নে এখন জিবটির লাগাম কষেছেন বটে, কিন্তু রাগে মনে মনে আমার উপর কষ্-কষ্ করছেন

এমি। মিছে বো'ক না!

[ইয়া। চেপে যাও না। গুণাগুণ প্রকাশ কোরব? তোমরা সাধারণের চক্ষে দেখ্‌তে যেন শান্ত-শিষ্ট ছবিখানি! মজ্‌লিসে মিষ্টভাষিণী, দাসদাসীর শাসনে বিড়ালরূপিণী—আঁচ্‌ড়াতে কাম্‌ড়াতে খুব খরতরা! রাগ্‌লে সয়তানী, আর লোকের সর্ব্বনাশ করবার সময় দেখাও যেন একটি তপস্বিনী! ঘরের কাজ-কর্ম্মে কুড়ে, কিন্তু মশারির ভিতর গিন্নীপনা কর জুড়ে।

ডেজ্। ছি, ছি, তুমি এমন বিশ্ব-নিন্দুক!

ইয়া। দোহাই বল্‌ছি, আমার একটি কথাও মিথ্যে নয়! এঁদের গিন্নীপনা যত বিছানায়, আর জেগে উঠে দিনটা কাটান কেবল খেয়াল আর খেলায়।

এমি। আমার মৃত্যুর পর যেন তোমার উপর আমার গুণকীর্ত্তন করবার ভার না পড়ে।

ইয়া। না, তাতে বড় সুবিধে হবে না।

ডেজ্। আচ্ছা, সত্যি বল! তোমায় যদি আমার যশোগান করতে হয়, তা হ'লে কি লেখ?

ইয়া। ভদ্রে, সে ভারটা আমায় দেবেন না। আমি সমালোচকের জাত, কেবল খুঁত ধরা হাত—নইলে ধাত-ছাড়া হই।

ডেজ্। ভাল, একটু চেষ্টাই কর না। বন্দরে কেউ খবর আন্‌তে গেল কি?

ইয়া। হাঁ দেবি!

[ডেজ্। আমার মনে স্ফূর্ত্তি নেই কিন্তু মনের অসুখ ঢাকবার জন্যে লোক দেখান একটু আমোদ করি। চুপ ক'রে রইলে কেন? আমার যশোগান কি করবে কর।

ইয়া। চেষ্টা কচ্ছি, কিন্তু আটাকাটির আটার মত কথাগুলা মগজের ভেতর জড়িয়ে যাচ্ছে, বেরুতে পাচ্ছে না। আচ্ছা, এইবার সুরু করি। নারী যদি হয় সুন্দরী আর বুদ্ধিমতী, সেই বুদ্ধিবলে করতে পারে আপনার সদ্‌গতি।

ডেজ্। চমৎকার! কিন্তু যদি হয় বুদ্ধিমতী আর কালো?

ইয়া। বুদ্ধিমতী আর কালো? ধলো খুঁজে এনে, কালোয়-ধলোয় জোড় মেলাবে ভালো।

ডেজ্। ক্রমেই নিন্দের ভাগ বেড়ে যাচ্ছে!

এমি। আর রূপসী যদি হয় আহাম্মুক?

ইয়া। রূপসী কখন কি হয় আহাম্মুক! যদি হয়, আহাম্মুকি ক'রে দেখতে পায় সোণার-চাঁদের মুখ।

ডেজ্। এ সব মদের মজ্‌লিসে বেকুব হাসাবার মত সেকেলে হেঁয়ালি। যে আহাম্মুক আর

কুৎসিত, তার জন্য তোমার কি স্তুতিবাদ তোলা আছে ?

ইয়া। কুরূপা হ'লেও এত আহাম্মক কি'কেউ হয়—যার কুকীর্ত্তি রূপসী বুদ্ধিমতীর সমান নয় ?

ডেজ্। কি নির্ব্বোধ! যে সকলের চেয়ে মন্দ, তুমি তাকেই বলছ ভাল। আচ্ছা, ধর, যদি এমন স্ত্রীলোক হয় যে, যথার্থই নারীনামের গৌরব, হিংসা-সয়তান স্বয়ং কুৎসা করতে পারে না, তার কথা কি বল ?

ইয়া। যার রূপ আছে, দেমাক নাই ; করলে করতে পারে, তবু করে না বড়াই ; ধনী হয়ে গেরস্তের মত সাজ-পোষাক পরে ; উপায় থাকতে যার মনের সাধ মনেতেই মরে ; শত্রুকে হাতে পেয়েও যে জব্দ করতে চায় না ; কেউ ক্ষতি করলেও যার মনে রাগ থাকে না ; যে এতটুকু বুদ্ধি ধরে, যে ন্যাজা-মুড়োর তফাৎ বুঝতে পারে ; মনের কথা মনে রাখে, মুখ ফুটে বলে না কাকে ; যারা ভেড়োর মত পাছে ফেরে, তাদের পানে চায় না ফিরে। এমন যদি কেউ থাকে, ত সে খুব মজবুত।

ডেজ্। কি করতে ?

ইয়া। ছেলে পালতে আর ঘর-খরচার হিসাব রাখতে।

ডেজ্। কথার না আছে মুণ্ড, না আছে মাথা! কোথা থেকে গড়াল এসে কোথা। সখি, তোমার গুরুজন হলেও এমন গুরু-মশায়ের পোড়ো হয়ো না। তুমি কি বল, সহকারী সেনাপতি ? এঁর যতগুলি উপদেশ, সব অশিষ্ট আর সয়তানের মত কি না ?

কেশি। দেবি, এমনি আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলা এঁর স্বভাব। পড়া নয়, লড়া এঁর বিদ্যা।]

ইয়া। (স্বগত) বাঃ বাঃ! কেমন হাতখানি বাগিয়ে ধরলে! কেমন কাণের কাছে ফুসফুস করলে! তোফা! কর বাবা ফুসফুস! মাকড়সার এই ছোট্ট জালে ফেলে সহকারী-সেনাপতির মত রাজামাছি শীকার করব। হাসো—হাসো—আরও হাসো। দোহাই বলছি—হাসো। বাবা, এই নাগরালিই তোমার চোরাবালি হবে, ডুববে! যা বলছ—বল না, ঠিকই ত বলছ! তাই বটে! জানতে যদি, চাঁদ! এই আটাকাটি তোমাকে কি রকম ক'রে এঁটে ধরবে! তোমার সহকারীর পদ, সাজ-পোষাক পাখীর পালকের মত ঝরবে। তা হ'লে ফিটফাট নাগরটির মত অমন ক'রে চুমকুড়ি দিতে না। [বাঃ! তারিফ! তারিফ! এই ত চাই! আবার চুমকুড়ি! আবার! বাবা, কোথায় গড়াবে, জানলে এ মজা ওড়াতে না! এই পিরীতের বেনো জল ঢুকিয়ে তোমার ঘরের জল বেরুবে!]

(নেপথ্যে তূরী-রব।)

(প্রকাশ্যে) নিশ্চয় সেনাপতি, আমি তাঁর তূরীর আওয়াজ চিনি।

কেশি। সত্য! তাঁরই তূরীরব বটে।

ডেজ্। চল, আমরা এগিয়ে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে আনি।

কেশি। আর যেতে হবে না, দেখুন, তিনি আপনিই এসে উপস্থিত!

(ওথেলো এবং পরিচারকবর্গের প্রবেশ)

ওথেলো। সুলোচনা, বীরাঙ্গনা মম!

ডেজ্। প্রভু, দাসী তব।

ওথেলো। প্রিয়ে, মম অগ্রে তব আগমনে
মগ্ন আমি আনন্দ-বিস্ময়ে।
আনন্দরূপিণি,
যদি প্রতি ঝটিকার অন্তে
হেন রমণীয় শান্তি হয় সমাগত,
ক্ষতি কিবা,
বহুক প্রলয়-ঝড় জাগায়ে মরণ!
উত্তাল তরঙ্গমালা,
উৎপীড়িত ক্ষুদ্র পোত লয়ে
খেলুক কন্দুক-খেলা স্বর্গে রসাতলে।
কি সুখ মরণে প্রিয়ে,
মৃত্যু যদি আসে এইক্ষণে!
মনে হয়,
জীবনের পরম সময় এই মম—
চরম আনন্দময়!
তাই বাসি ভয়, সুহাসিনি,
অনিশ্চিত ভবিষ্যতে অদৃষ্টে আমার,
অতুল আনন্দ হেন নাহি বুঝি আর!

ডেজ্। না—না—
দেবতার বরে বয়সের সনে
প্রেমপ্রীতি বৃদ্ধি হবে দিন দিন, প্রভু!

ওথেলো। যেন তাই হয়—
আশীর্ব্বাদ কর, দেবগণ!
প্রাণ মম আনন্দে বিভোর আজি প্রিয়ে,
কেমনে বর্ণিব ?

মুক হৃদি—ভাষা না যোগায়।
অতি—অতি সুখে সুখী আমি আজি।
সতি, যেন এই প্রীতি
কভু নাহি হয় অবসান।
চুম্বন-কলহ বিনে
নাহি জানি অশান্তি কখন।

ইয়া। (স্বগত) প্রাণে প্রাণে একতানে বাজে দুই তার!
কিন্তু রহ রহ। করি শিথিল কীলক
ঘুচাইব যন্ত্রধ্বনি
সত্য যদি সত্যসন্ধ আমি।

ওথেলো। চল, সকলে দুর্গে যাই। হাঁ, সুসংবাদ। আমাদের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। তুর্কী-বাহিনী এখন অতল-তলে। আমার এখানকার পুরাতন বন্ধুবান্ধবরা সব কেমন আছেন? [প্রিয়ে, আমি এখানকার প্রজাবর্গের খুব প্রিয়। আমার আদরে তুমি হেথা সকলের সমাদর পাবে। আজ আমার এত আনন্দ যে, সদাচার-বিরুদ্ধ কেবল নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথাই কইছি] বীরবর! তুমি জাহাজে গিয়ে আমার জিনিষপত্র নামিয়ে নিয়ে এস, অমনি কাপ্তেনকে সমাদর ক'রে কেল্লায় নিয়ে যেয়ো। সে খুব উপযুক্ত লোক, সমাদর পাবার যোগ্য।

এস প্রিয়ে, পুনঃ কহি—
কি সুখের মিলন হে আজি!

(ওথেলো, ডেজডিমোনা এবং পরিচারকগণের প্রস্থান)

ইয়া। একটু পরে আমার সঙ্গে বন্দরে দেখা কোরো। আর শোনো, শুনেছি—প্রেমের উত্তেজনায় অতি হীন নির্গুণ ব্যক্তিও উদার গুণশালী হয়—তাতে তোমার যদি সাহস এসে থাকে, যা বলি, মন দিয়ে শোন। আজ রাত্রে সহকারী সেনাপতি কেল্লার প্রধান শান্তি-মহলে পাহারায় থাকবে। কিন্তু প্রথম কথা, তোমার প্রণয়িনী সহকারীর প্রেমে পড়েছেন।

রডা। সহকারীর? অসম্ভব!

ইয়া। মিছে বোক না! ঠোঁট দুটোয় কুলুপ দাও—এমনি ক'রে। তার পর যা বলি, শান্ত-শিষ্ট পোড়োর মত চুপ ক'রে শুনে যাও। কথাগুলো বেশ ক'রে বোঝ, ঐ কালা হাবসীটার পিরীতে ঘাড়মোড় গুঁজে পড়েছিল; কেবল কতকগুলো পাহাড়-পর্ব্বত মিথ্যে কথা আর বাজে আস্ফালন শুনে। তুমি কি ঠাওরাও, কেবল যা তা ব'লে সেই পিরীত বরাবর জীইয়ে রাখ্‌তে পারবে? মনের কোণেও ঠাঁই দিও না, বেশ ক'রে বুঝে দেখ। ভায়া, মেয়েমানুষের চোখের খোরাক চাই, তা কি ঐ কালা পিশাচটার মূর্ত্তি দেখে ওর চোখে জুড়ুবে? [ভূরি ভোজনের প্রথম ঝোঁকটা কাট্‌লেই মুখ বদলাবার জন্যে রুচিকর চাট্‌নী খুঁজবে।] রূপ, যৌবন, হাবভাব—এ সব কি ঐ পোড়াকাঠের আছে? মেয়েমানুষের মন ত? এ সব না পেলে ক্রমেই নিরাশ হয়ে মনে করবে, ঠকেছি। তার পর পিত্তি জ্ব'লে গিয়ে পোড়া কাঠে অরুচি ধরবে, শেষে চক্ষুঃশূল হবে। মেয়েমানুষের স্বভাব যাবে কোথায়? তার খিদে জাগান চাই, মুখের তার বদ্‌লানো চাই-ই চাই। কেমন, এর উপর ত আর কথা নেই? এ যুক্তি যেমন স্বতঃসিদ্ধ, তেমনি অকাট্য। এখন বোঝো, মেয়েমানুষের সুনজরে পড়বার মত সৌভাগ্য সহকারীর চেয়ে আর কার আছে? শঠ, লম্পট, বাইরে বেশ কেতা-দোরস্ত—যেন কত সৎ, কত উদার! কিন্তু এ সব কেবল চাক্‌রীটি বজায় করবার, আর পিরীত রোগটি ঢাকবার জন্যে। এখন তুমিই বল, পীরিতে পড়তে হ'লে ও ছাড়া আর এখানে কে আছে? কেউ না, কেউ না। ধূর্ত্ত, বিশ্বাস-ঘাতক সুযোগ পেলে ছাড়ে না, আর নাও যদি পায়, ত' যেমন ক'রে পারে, সুযোগ ক'রে নেয়। পাকা সয়তান। রূপ, যৌবন, চেহারা—কাঁচা বয়সে পিরীতবাজ মেয়েমানুষ যা চায়, সহকারীর তা সবই আছে। নখ থেকে মাথার চুল অবধি পেজোমোতে ভরা, আর এরই উপর তোমার প্রণয়িনীর সন্থ চোখ পড়েছে।]

রডা। এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলুম না। তার মত সতী স্ত্রীলোক জগতে অতুল।

ইয়া। অতুল না—ডুমুরের ফুল! তারও রক্ত-মাংসের শরীর। তার পর খাম-খেয়ালী মেয়েমানুষ না হ'লে ঐ পোড়াকাঠকে পছন্দ করে? জগতে অতুল—না প্রতুল! রুচির খোরাক! সোহাগ ক'রে হাতে হাত দেওয়াটা একবার দেখনি নাকি? চোখ দু'টো ছিল কোথা?

রডা। কেন দেখব না; সে সৌজন্য ছাড়া আর কিছু নয়।

ইয়া। সৌজন্য নয়, সেই পিরীতের চিহ্ন—নিশ্চয়। মনে মনে গুপ্ত পিরীতের পত্তন। [ফুস্ ফুস্ করলে, ঠোঁটে ঠোঁটে ঠেক্‌ল্‌না বটে, নিশ্বেসে নিশ্বেসে প্রেমালিঙ্গন হলো। বদ্‌মায়েসি মৎলব, বন্ধু! গোড়ায় যখন এম্‌নি ক'রে সুরু হয়, তখন জেনো,গড়াতে আর বড় বেশী দেরী থাকে না।] কিন্তু তোমার এত কথায় দরকার কি? তোমায় যা বলি, শোন! তোমার জন্য আমি দায়ী—আমি তোমায় দেশ থেকে বিদেশে এনেছি। আজ রাত্তিরে তুমি তাকে চৌকি দেবে। যা কর্‌তে হবে, পরে ব'লে দেব। সহকারী তোমায় চেনে না। আমি তোমার কাছেই থাকব। যেমন তেমন একটা ছুতো ক'রে সহকারীকে রাগিয়ে দিতে হবে। চেঁচামেচি ক'রেই হ'ক, আর তার জঙ্গী আদব্-কায়দার নিন্দে ক'রেই হোক—যে উপায়ে হোক, যেমন সুযোগ পাবে, তেমনি করবে।

রডা। বেশ, আমি রাজি।

ইয়া। লোকটা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, হঠাৎ চ'ড়ে উঠে চাই কি তোমায় ঘা-কতক দিয়ে দিতে পারে। তুমি খুঁচিয়ে মার খাবে। সেই তিলটুকুকে আমি তাল ক'রে তুলব এখানকার লোকদের বিদ্রোহী ক'রে বেগ্‌ড়াব! কেশিয়োকে পদচ্যুত না করলে তাদের রাগ কিছুতেই পড়বে না। ও স'রে গেলে আমি অনেক উপায় করতে পারব। [যাতে তোমার বাঞ্ছিত ফল আরও হাতের কাছে আসবে। তোমার প্রেমের পথে এই বাধা সরাতে না পারলে আমাদের মৎলব সিদ্ধ হবে না।]

রডা। সে রকম সুযোগ যদি পাই, তবে ত!

ইয়া। নিশ্চয় পাবে, তুমি শীঘ্র কেল্লায় আমার সঙ্গে দেখা কোরো। জাহাজ থেকে আমায় সেনাপতির জিনিস-পত্র আনতে যেতে হবে; এখন তুমি যাও।

রডা। আচ্ছা, বিদায়—

[প্রস্থান।

ইয়া। ডেজ্‌ডিমোনা রূপসী রমণী-
অনুরাগী কেশিয়ো নিশ্চয়।
সুন্দরের অনুরাগী হইবে সুন্দরী,
আশ্চর্য্য নহে ত' কিছু—
প্রত্যয়ের যোগ্য এই কথা।
সেনাপতি—হ'ক মম বিরাগভাজন-
কিন্তু
দৃঢ়চেতা, উচ্চমতি, অতি স্নেহশীল,
প্রাণর্পণে তুষিবে বনিতা—
সংশয় নাহিক তায়।
এই নারী—আমারও প্রেয়সী,
নহে শুধু তীব্র লালসায়—
(যদিচ নিষ্পাপ নহি আমি)
কিন্তু প্রতিশোধ বুভুক্ষায়
সমধিক প্রিয় গণি তারে।
হেতু তার—সন্দেহ আমার,
মম শয্যা অধিকার
করিয়াছে কামুক হাবসী।
এ সংশয় অহরহ
জারিছে অন্তর মম—
বিষময় তীব্র ক্ষাররূপে।
ঋণশোধ, তৃপ্তি বোধ না হবে আহার
ভার্য্যা পরিবর্ত্তে ভার্য্যা বিনা।
কিন্তু যদি হয় সঙ্কল্প বিফল,
প্রেমপাত্রে দিব হলাহল,
প্রবল রিষের বিষে
ছন্নমতি হবে সেনাপতি—
হিতাহিত বিবেক-বিহীন।
অপদার্থ রডারিগো—
আমিষ-লোলুপ কুক্কুর সমান,
যদি অধৈর্য্যের বশে
নাহি ধায় শীকার উদ্দেশে,
চলে বলে উপদেশে মম,
প্রতিফল পাইবে কেশিয়ো।
সন্দ মনে, মম ভার্য্যা সনে
নিশীথ-নটের লীলা করে এই জন।
ব্যভিচার কুৎসিত কুৎসায়,
লেপিব কেশিয়ো নাম—
যাহে বাম হবে সেনাপতি
সহকারী প্রতি,
কিন্তু কৃতজ্ঞতাভরে
দিবে মোরে প্রীতি আলিঙ্গন—
নির্ব্বোধ গর্দ্দভ বলি দিবে পুরস্কার
সুখশান্তি বিসর্জ্জনে উন্মত্ত হইয়ে।
এখনও বদ্ধ হেথা মূর্ত্তি কল্পনার
ব্যাভারে শঠতা ধরে সুস্পষ্ট আকার

দ্বিতীয় দৃশ্য

দুর্গ-সম্মুখ

(ঘোষণাপত্র হস্তে দূতের প্রবেশ, পশ্চাতে জনমণ্ডলী)

দূত। মহামহিম প্রতাপশালী সাইপ্রাসের শাসনকর্ত্তা ও সেনাপতি মহাশয়ের আদেশ যে, শত্রুর নৌ-বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইবার সংবাদ আগমনে নগরবাসী প্রজা সকলে নৃত্য, গীত, আনন্দ ও আতসবাজী প্রভৃতির আয়োজন করিয়া নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে আমোদ আহ্লাদ করেন। এই আনন্দের আয়োজন কেবল যুদ্ধ-শান্তির জন্য নয়, তৎসঙ্গে সেনাপতির বিবাহ-উৎসবও সংশ্লিষ্ট। এখন ৫টা হ'তে রাত্রি একাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত দুর্গে আহার্য্য প্রস্তুত থাকবে। সর্ব্বসাধারণের নিমন্ত্রণ, সকলে তথায় গিয়ে পান-ভোজন করবেন। ভগবান্ এই দ্বীপবাসী প্রজাপুঞ্জের এবং আমাদিগের বীর সেনাপতির কল্যাণবিধান করুন !

[প্রস্থান।

১ম নাগ। * ওহে, আমাদের বিশ্ববিজয়ী সেনাপতি আজকের যুদ্ধজয় করতে পারেন, তবে বলি বীর।

২য় নাগ। আজ আবার যুদ্ধ কোথা? শত্রু ত পাতালপুরে।

৩য় নাগ। পাতালপুরে নয়—অন্তঃপুরে। আজকের রণ দুষ্কর! রণস্থল—বাসর! ভুবনবিজয়িনী নারী—বিপক্ষ, আর অস্ত্র—কটাক্ষ।

১ম নাগ। কন্দর্পের কাছে কারুর বীরদর্প খাটে না। ঐ দেখ না, মন্মথের সেনা সব দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে।

(সুসজ্জিতা নাগরিকাগণের প্রবেশ ও গীত)

নয়নে নয়নে—
সোহাগ রাগ হাসি মাখা বদনে—
খেলে দুজনে।
আবেশে আপনহারা,
যৌবন মাতুয়ারা,
আদর করে কর, অবশ কলেবর,
পিয়াস-কাতর অধর ব্যাকুল মিলনে।

তৃতীয় দৃশ্য

দুর্গাভ্যন্তর—কক্ষ

(ওথেলো, ডেজ্‌ডিমোনা, কেশিয়ো এবং পরিচারকবর্গের প্রবেশ)

ওথেলো। কিছুতেই অতিমাত্রা ভাল নয়। আমোদেও সংযম প্রয়োজন। কেশিয়ো, তুমি আজ প্রহরীদের উপর লক্ষ্য রেখো।

কেশি। ইয়াগোকে আবশ্যকীয় আদেশ দেওয়া হয়েছে। তবু আমি স্বয়ং সব তদারক করব।

ওথেলো। ইয়াগো অতি সৎ লোক। আমি এখন চল্লুম। কাল যত সকালে পার, আমার সঙ্গে দেখা কোর, কথা আছে। এস প্রিয়ে!

[ক্রয় মাত্রে নাহি হয় ফল আস্বাদন,
সযতনে প্রেম-সুধা ভুঞ্জিব দু'জন।
এস, বিদায় এখন।]

(ওথেলো, ডেজ্‌ডিমোনা ও পরিচারকগণের প্রস্থান)

(ইয়াগোর প্রবেশ)

কেশি। চল, বন্ধু, আর দেরী নয়, পাহারায় যাই।

ইয়া। এখনি কি? এখনও রাত দশটা বাজেনি। নূতন প্রেমের তাড়নায় কর্ত্তা আমাদের তাড়াতাড়ি বিদায় করলেন। তাতে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। [বিবাহের পর একদিনও আমোদ-আহ্লাদ করেননি—আর এমন দেবভোগ্য রমণী।]

কেশি। রমণীর মণি!

ইয়া। আর পিরীতের খনি।

কেশি। একেবারে টাট্‌কা সুকোমল ফুলটি!

ইয়া। কি চোখ! নিঃশব্দে যেন প্রেম-যুদ্ধে সন্ধি প্রার্থনা করছে।

কেশি। চোখ দু'টি সুন্দর, লোভনীয়, কিন্তু আমার মনে হয়, দৃষ্টি অতি সলজ্জ।

ইয়া। কথা কয়, মনে হয়, যেন ঘুমন্ত পীরিতকে চেতিয়ে তুলছে!

কেশি। সত্যই নারী-রত্ন!

ইয়া। ভগবান্ এঁদের সুখী করুন!] এস বন্ধু, কিঞ্চিৎ সরাবও যোগাড় ক'রে রেখেছি। আর দুটি এ-দেশী যুবা বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদেরও ইচ্ছা, সেনাপতির কল্যাণে কিঞ্চিৎ মধুপান করে।

কেশি। না ভায়া, আজ রাত্রে আর নয়। মদ আমার সয় না। আমার মাথা ভারি দুর্ব্বল। সভ্য জগৎ থেকে নেশার আমোদটা উঠে যাওয়াই ভাল।

ইয়া। যুবক দু'টি আমাদের আলাপী বন্ধু। তাদের কি অমনি-মুখে ফেরানো ভালো দেখাবে? তুমি একটুখানি খাবে, তার পর আমি তোমার হয়ে চালাব।

কেশি। আজ এক পাত্তর খেয়েছি, তাও খুব জল মিশিয়ে। তাইতেই দেখ, আমাকে যেন বদ্‌লে ফেলেছে। আর আমার লোভে পড়তে সাহস হয় না।

ইয়া। আরে কও কথা! আমোদ-প্রমোদের দিন, তাতে দু'জন ভদ্রলোক আমোদ করতে এসেছে!

কেশি। কোথায় তাঁরা?

ইয়া। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তুমি ভেতরে ডেকে নিয়ে এস।

কেশি। তা আন্‌ছি। কিন্তু আমার, ভাই, মন লাগছে না।

[প্রস্থান।

ইয়া। ইনার ঘা টেনেছেন, তার ওপর যদি আর এক পাত্তর চড়িয়ে দিতে পারি, তা হ'লে খেঁকী কুকুরের মত খামকা খেয়ো-খেয়ি ক'রে আঁচড়াবে কামড়াবে—ওর স্বভাব আমি জানি। তার পর হতাশ প্রেমিক রডারিগো একে ত পীরিতে ওলোট-পালোট, তার ওপর নেশায় তর্ —ভাবী মিলন-আশায় পিপেকে পিপে ওজড় করেছে—এও থাক্‌বে পাহারার জায়গায়। আর তিনজন এখানকার সার সম্ভ্রান্ত বংশের ছোক্‌রা; মস্ত তেজীয়ান, বংশ-গরিমার দেমাকে ফেঁপে রয়েছে—সামান্য ছুতো পেলে হয়! এদেরও বেশ ক'রে নেশায় তাতিয়ে রেখেছি—এরাও রডারিগোর পাহারার সাথী। জোট্-পাট্ সব ঠিক হয়েছে। সহকারীকে এই মাতালের দলে ছেড়ে দিয়ে এমন একটা ফ্যাঁসাদ বাধাতে হবে—যাতে সহরশুদ্ধ ক্ষেপে ওঠে। এই যে সব আস্‌ছে।

ফলে যদি ফল, মনে যেইরূপ গণি,
অনুকূল স্রোত বায়ু—চলুক তরণী।

(কেশিয়ো, মন্‌টানো ও ভদ্রলোকদ্বয়ের প্রবেশ)

কেশি। সত্যি বলছি, আমার মাত্রা একটু বেশী হয়ে গিয়েছে।

মন্। কিছু না, কিছু না! আমিও সত্য বলি কতটুকুই বা খেয়েছ!

ইয়া। এই! সরাব ঢালো।

গান

চম্ চম্ চমকে লালী পিয়ালা।
বাজে ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্, নাচে কিরণ অরুণ রঙ্গীলা।
কে জানে কখন্ নিবে জীবন-বাতি
এলে আঁধারী রাতি, হবে হিম ছাতি,
পিয়ো আমোদে মাতি—
বীর রুধির মাতোয়ালা॥

চালাও, চালাও, ফূর্ত্তি কর!

কেশি। ভগবান্ সাক্ষী, চমৎকার গান!

[ইয়া। এ গান আমি ইংরেজের দেশে প্রথম শিখি। মদ খেতে ইংরেজের মতন মজবুত পাত্র আর নাই। দিনেমার বল, জার্ম্মাণ বল, আর নাদাপেটা ওলন্দাজই বল—পিয়ালা ভরো— তোমার ইংরেজের কাছে কেউ নয়।

কেশি। তোমার ইংরেজ কি নেশায় এমনি লায়েক?

ইয়া। লায়েক ব'লে লায়েক! ইংরেজের গোলাপী নেশা না হ'তে হ'তে তোমার দিনেমার মুদ্দোর হয়ে পড়ে। জার্ম্মাণকে ত তুড়ি মেরে কাৎ করে। আর ইংরেজ এক পাত্তর শেষ করতে না করতে তোমার ওলন্দাজ বমি ক'রে ঘর ভাসিয়ে দেয়।]

কেশি। আসুন, সেনাপতির কল্যাণে সকলে পান করি।

মন্। বেশ, ওতে আমি কখন কৃপণতা করি না।

[ইয়া। আহা, ইংলণ্ডের মতন দেশ কি আছে?

গান

গুণের পাজা, রাজার রাজা, কেচ্ছা মজাদার।
পাঁচ পয়সার খরিদ করে পা'জামাটা তার।
দর বাঁচাতে বুঝলে সাঁচা দরজী-চাচা জোঁক্;
আবলা গোটা ঠকায় বেটা—এমনি ছোটলোক!
দিন-দুনিয়ার মালিক সে—তার মুলুক জোড়া নাম
কাঠ-কুড়নীর বেটা তুমি—দিনমজুরী কাম;
সোণার দেশটা ডুবে গেল হাম্-বড়ামী দোষে।
গরদা ঝাড়ী আবরু করে ফুর্ত্তি কর কোষে॥]

সরাব ঢালো।

কেশি। ভগবান্ সাক্ষী! এ গান আরো চমৎকার

ইয়া। আবার গাইব, শুন্‌বে?

কেশি। না, যে ও-রকম করে, তাকে আমি ভারি অপদার্থ মনে করি। ঈশ্বর সবারই মাথার ওপর রয়েছেন বটে, কিন্তু সবাই কি স্বর্গে যাবে? কতকগুলি লোক উদ্ধরে, আর কতক প'ড়ে থাকবে।

ইয়া। ঠিক বলেছ, বন্ধু!

কেশি। আমার নিজের কথা বলতে পারি—কেউ মনে করবেন না, আমি সেনাপতিকে কি সম্মানযোগ্য কোন ব্যক্তিকে তাচ্ছিল্য করছি—কিন্তু আমি স্বর্গে যাবার বিশেষ ভরসা রাখি।

ইয়া। আমিও রাখি, ভায়া!

কেশি। ঠিক! কিন্তু মাপ কর ভায়া, আমার আগে নয়, কিছুতেই নয়! আগে সহকারী, তার পর পতাকাধারী! সহকারীর আগে পতাকাধারী? কিছুতেই না! ও কথা যাক্ বন্ধু, চল, যে যার আপনার আপনার কাজে যাই! ভগবান্ ক্ষমা করুন! কাজে চলুন। মহাশয়রা মনে করবেন না যে, আমি মাতাল হয়েছি!—এই দেখুন—এই আমার পতাকাধারী—আর দেখুন, এই আমার ডান হাত—এই আমার বাঁ হাত—দেখলেন? এখনও আমার একটু নেশা হয় নি! আরও প্রমাণ চান? এই দেখুন, বেশ দাঁড়াতে পারছি! বেশ কথা কইতে পারছি!

সকলে—বাঃ বাঃ! তারিফ্! তারিফ্!

কেশি। এখন বুঝুন। আপনারা কিছুতেই মনে করতে পারবেন না যে, আমার নেশা হয়েছে।

[প্রস্থান।

মন্। চলুন সবাই, পাহারার বন্দোবস্ত ক'রে দিই গে।

ইয়া। এই যে ব্যক্তি চ'লে গেল, ওকে দেখলেন ত? জগৎবিজয়ী বীরের পাশে দাঁড়িয়ে সৈন্য চালনা করতে পারে—এতবড় ক্ষমতা রাখে, কিন্তু দেখুন কি দুর্দ্দশা! যত গুণ আছে, এই এক দোষ—তার সমান পাল্লা! কি আপ্‌শোষ! সেনাপতি এর উপর যেরূপ বিশ্বাসের ভার দিয়েছেন, আমার ভয় হয়, মাতাল হয়ে কোন্ দিন একটা বিষম কাণ্ড বাধিয়ে বসে।

মন্। সর্ব্বদাই কি এই অবস্থা হয় নাকি?

ইয়া। মদ না খেলে ওর ঘুম আসে না! দিনে-রেতে চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর এক মুহূর্ত্ত চোখ বুজতে পারবে না।

মন্। তা হ'লে এ কথা ত সেনাপতিকে বলা উচিত। বোধ হয়, তিনি এটা লক্ষ্য করেন নি। আর নয় ত নিজে সজ্জন ব'লে ওর দোষ বুঝতেই পারেন নি—গুণেই মুগ্ধ, কি বল?

(রডারিগোর প্রবেশ)

ইয়া। (জনান্তিকে) এখানে এলে কেন? সহকারীর পেছনে পেছনে যাও—যাও!

[রডারিগোর প্রস্থান।

মন্। যার এমন দুর্ব্বল চিত্ত, সদাশয় সেনাপতি তাকে সহকারীর পদ দিয়েছেন—বড়ই দুঃখের বিষয়! তাঁকে এ সব কথা আমাদের বলা উচিত।

ইয়া। আমা হ'তে সে কাজ হবে না। [এই দ্বীপটা যদি আমায় কেউ লেখাপড়া ক'রে দেয়, তা হ'লেও নয়।] সহকারীকে আমি ভারি ভালবাসি। যাতে ওর এ স্বভাব শোধ্‌রায়, তার জন্য আমি সব করতে পারি।

(নেপথ্যে গোলমাল)

কিন্তু—ও কি! কিসের গোলমাল!

(নেপথ্যে—খুন—খুন—রক্ষা কর—রক্ষা কর।)

(রডারিগোকে অনুসরণ করিয়া কেশিয়োর প্রবেশ)

কেশি। পাজি—বদমায়েস!

মন্। কি হয়েছে? কি হয়েছে?

কেশি। ভণ্ড বেটা, আমার গুরুগিরি করতে এসেছ! বেটার এত বড় আস্পর্দ্ধা! বেটাকে খুঁড়ে হাড় এক জায়গায় মাস এক জায়গায় করব!

রডা। মারবে নাকি?

কেশি। আবার কথা কচ্ছিস, নচ্ছার!

(রডারিগোকে আঘাত)

মন্। আহা, করেন কি? করেন কি? (কেশিয়োকে বাধা প্রদান) মশায় রক্ষে করুন, আর হাত চালাবেন না!

কেশি। ছেড়ে দাও আমাকে, নইলে তোমারও মুণ্ডপাত করব!

মন্। যান—যান—আপনার বেজায় নেশা হয়েছে।

কেশি। কি! আমার নেশা। (উভয়ের যুদ্ধ)

ইয়া। (জনান্তিকে) দেরি কোর না, এই বেলা ছুটে যাও! বিদ্রোহ বিদ্রোহ ব'লে চীৎকার কর গে।

[রডারিগোর প্রস্থান।

আহা! সহকারী মশাই! আপনারা করছেন কি? ভায়া, ভায়া, মশাই, মণ্টানো, মশাই—ওখানে কে আছ? শীগ্‌গির এস, আমি যে একলা সামলাতে পারছিনি। খুব পাহারার বন্দোবস্ত হচ্ছে! (ঘণ্টাধ্বনি) ভাল বিপদ! আবার ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে কে? এ কোন সয়তানের কাজ! এখুনি সহর-শুদ্ধ জেগে উঠবে! দোহাই সহকারী-মশাই, রক্ষে করুন! থামুন! এমন করলে আপনাকে ভারি অপদস্থ হ'তে হবে!

(ওথেলো এবং পরিচারকগণের প্রবেশ)

ওথেলো। গণ্ডগোল কি হেতু হেথায়?

মন্। আমার গা দিয়ে এখনও ভয়ঙ্কর রক্ত পড়ছে। সাংঘাতিক আঘাত—

(মূর্চ্ছা)

ওথেলো। ক্ষান্ত হও, জীবনে যদ্যপি থাকে মায়া!

ইয়া। ক্ষান্ত হও! সহকারী মশাই—মন্‌ট্যানো—মশাই, মশাই! আপনাদের পদমর্য্যাদা, কর্ত্তব্য সব ভুলে গেছেন? করেন কি? সেনাপতি কি বল্‌ছেন, শুনুন! ক্ষান্ত হ'ন! ক্ষান্ত হ'ন! কি লজ্জা!

ওথেলো। এ কি,
বিসদৃশ ব্যবহার তোমা সবাকার!
কেমনে কি হেতু এই অনর্থ সৃজন!
পরিণত অসভ্য বর্ব্বরে সবে?
হানাহানি হিংসা পরস্পরে—
দেবতার বরে,
শক্র-করে নহিল যে কাজ!
ধিক্ ধিক্, ধার্ম্মিক আচার!
হেয় দ্বন্দ্ব কর পরিহার!
আপন জীবন তুচ্ছ করি,
আত্মক্রোধ তুষ্টি-হেতু
যে করিবে অস্ত্রের চালনা,
এক পদ হবে অগ্রসর—
নিশ্চয় মরণ তার!

(নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি)

নিবার বিকট ঘণ্টাধ্বনি!
প্রজাপুঞ্জ জাগিবে এখনি,
হবে মতিচ্ছন্ন সবে অনর্থ-শঙ্কায়।
কহ, কি ব্যাপার?
ইয়াগো, সজ্জন তুমি,
অনাস্থিষ্টি হেরি ক্ষোভে মৃতপ্রায়,
পাণ্ডুগণ্ড রয়েছ দাঁড়ায়ে!
প্রভুভক্তি যদি তব থাকে—
তুমি কহ, কে করিল এ অনর্থপাত?

ইয়া। কেমনে জানিব প্রভু!
বাসগৃহে বন্ধু সবে মুহূর্ত্তেক আগে,
গলাগলি চলাচলি ভাব—
যেন বাসরের বর-ক'নে!
পুনঃ, আঁখি পালটিতে,
ক্ষিপ্ত-গ্রহ-কোপে যেন,
মতিচ্ছন্ন সবাকার!
কোষমুক্ত তরবার,
বক্ষে হানাহানি—প্রাণপণ প্রাণনাশে!
নাহি জানি কেমনে উদ্ভব
অকস্মাৎ রক্তপাত—দ্বন্দ্ব নিরর্থক!
[হায় কেন না হইল বিচ্ছিন্ন চরণ
গৌরব আহবে কোন,
হেন অপকীর্ত্তি মাঝে
কে আনিত বহন করিয়ে তবে!]

ওথেলো। ছিঃ ছিঃ কেশিয়ো, কি ক'রে তুমি এতদূর আত্মবিস্মৃত হ'লে?

কেশি। প্রভু, মার্জ্জনা করুন! আমি কথা কইতে পার্‌ছি নি!

ওথেলো। (মন্‌ট্যানোর প্রতি) আর তুমি,—মন্‌ট্যানো! তুমি ত কখন এমন উচ্ছৃঙ্খল ছিলে না! তোমার যুবা বয়সের গাম্ভীর্য্য, শান্ত স্বভাব—লোক-বিখ্যাত। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা তোমার অপরিমিত প্রশংসা করেন। কিসের জন্য সুযশ, সুনাম, সব বিসর্জ্জন দিয়ে এই মত্ততার দুর্নাম কিন্‌ছ? আমার কথার উত্তর দাও।

মন্। সেনাপতি, আমার বিষম আঘাত লেগেছে। আপনার কর্ম্মচারী ইয়াগোর মুখে সব শুন্‌বেন। রক্তপাতে আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল। যা জানি, সব কথা বলা আমার পক্ষে কষ্টকর হবে। আজ রাত্রের এই ব্যাপারে কথায়, কাজে—আমি কোনই অন্যায় করিনি! তবে আঘাতের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা যদি অপরাধ হয়, তা হ'লে আমি অপরাধী।

ওথেলো। উঃ, দুঃসহ এ আচরণ!
ধৈর্য্যের বন্ধন
শিথিল করিছে ক্রমে উত্তপ্ত শোণিত—
হিতাহিত বিবেচনা পরাজিত ক্রোধে।
আরে হীনমতি সবে,

শূর, বীর যে আছ হেথায়,
পাণ্ডুগণ্ড হবে মম অঙ্গুলি হেলনে !
কহ, কে ঘটালে,
কেমনে ঘটিল এই জঘন্য ব্যাপার ?
হবে সপ্রমাণ অপরাধ যার—
হয় যদি সহোদর যমজ আমার—
ত্যজ্য হবে মম—নিশ্চিত এ কথা।
কি আশ্চর্য্য !
রণ-বিভীষিকা এখনও নগরে,
আক্রমণ-ভয়ে—
শঙ্কায় আকুল প্রজাকুল, হেনকালে,
গৃহ-দ্বন্দ্ব, হানাহানি দুর্গের মাঝারে—
শান্তি-রক্ষক-মহলে—নিশাভাগে !
বর্ব্বরতা অধিক কি আর !
ইয়াগো,
শীঘ্র কহ, কে করিল অনিষ্ট সূচনা ?

মন্। কোন পক্ষে পক্ষপাত ক'রে সহযোগীর খাতিরে প্রকৃত কথা যদি গোপন কর, তা হ'লে জান্‌ব—তুমি কাপুরুষ।

ইয়া। দেখুন, আঁতে ঘা দেবেন না। কেশিয়ো আমার বন্ধু। এ মুখে তার বিরুদ্ধে কোন কথা উচ্চারণ হবার আগে জিব কেটে ফেলে দেব। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সত্যি কথায় তার কোনই ক্ষতি হবে না। হুজুর, আমি যা জানি, নিবেদন করছি। এতে আর আমাতে ব'সে গল্প-গুজব করছিলুম, হঠাৎ "খুন খুন" ব'লে একটা লোক ছুটে এল, আর পেছনে পেছনে তলোয়ার খুলে শাসাতে-শাসাতে সহকারী-সেনাপতিও ছুটে এলেন। এই ভদ্রলোক মধ্যবর্ত্তী হয়ে কেশিয়োকে নিবৃত্ত হবার জন্যে অনেক অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন। যে লোকটা "খুন খুন" ক'রে ছুটে পালালো, আমি তার পেছনে-পেছনে ছুটে গেলুম—পাছে তার চীৎকারে সহরে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। তাকে ধরবার অভিপ্রায়ে দৌড়ুলুম, কিন্তু ধরতে পারলুম না,—প্রাণপণে দৌড়ে পালালো। তার পর এদিকপানে সহকারী সেনাপতি মহাশয়ের তর্জ্জন-গর্জ্জন আর অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা শুনে আমি ছুটে এলুম। পূর্ব্বে আর কখনও তাঁকে এমন ধারা দেখিনি। তখনই ফিরে এসেই দেখি, দু'জনে লড়াই হচ্ছে। তার পর আপনি সবই জানেন। আপনি এসে থামিয়ে দিলেন। আর আমি বেশী কিছু জানি না। কিন্তু মানুষ—মানুষ। যদিও কেশিয়োর একটু অন্যায় হয়েছে, তা সৎলোকেরও কখন কখন বুদ্ধিভ্রংশ হয়—আর রাগে অন্ধ হ'লে বন্ধুকেও শত্রু মনে ক'রে আঘাত করে। আমার বিশ্বাস, হুজুর, যে পালিয়েছে, সে সহকারী সেনাপতিমহাশয়কে নিশ্চয় ভয়ানক অপমান করেছিল, তাই রাগ বরদাস্ত করতে পারেন নি।

ওথেলো। আমি বুঝেছি। ইয়াগো, তুমি অতি সৎলোক, তাই বন্ধুস্নেহে এত বড় অপরাধকে লঘু ক'রে বলছ। কেশিয়ো, তুমি আমার অতি স্নেহের পাত্র, কিন্তু আজ থেকে তুমি আর আমার সহকারী নও।

(ডেজ্‌ডিমোনা এবং পরিচারিকাগণের প্রবেশ)

এই দেখ, অন্যায় শান্তিভঙ্গে আমার প্রিয়তমা পত্নীও ভয়ে ছুটে এসেছে। লোক-শিক্ষার জন্য তোমার দণ্ডের প্রয়োজন।

ডেজ। কি হয়েছে ?

ওথেলো। ভয় নেই, তুমি যাও প্রিয়তমে, শয়ন কর গে। মন্‌ট্যানো, তোমার কোথায় আঘাত লেগেছে, আমি স্বয়ং শুশ্রূষা করব। একে নিয়ে এস। (ইয়াগোর প্রতি) খুব হুঁসিয়ার হয়ে নগর ভ্রমণ করে দেখ, এই জঘন্য ব্যাপারে যারা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, তাদের ঠাণ্ডা কর গে। এস প্রিয়ে,
সৈনিক-জীবন হায়, অশান্তি প্রবল,
সুখ-নিদ্রা ভঙ্গ করে দ্বন্দ্ব কোলাহল।

[ইয়াগো এবং কেশিয়ো ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ইয়া। তোমার কোথাও চোট লেগেছে ?

কেশি। লেগেছে, কিন্তু তা চিকিৎসার অতীত।

ইয়া। অ্যাঁ, বল কি !

কেশি। সুনাম—সুনাম—সুনাম ! ওঃ, আমি সুনাম হারিয়েছি। আমার দেবত্ব চ'লে গেল, রইল কেবল পশুত্ব। আমার সুনাম, বন্ধু,—আমার সুনাম !

ইয়া। ধর্ম্ম রক্ষে ! তোমার কথা শুনে আমার ভয় হয়েছিল ; বুঝি, তোমার শরীরে কোথাও আঘাত লেগেছে ! বন্ধু, সুনামের চেয়ে শরীরের চোটটাই বেশী লাগে। সুনাম একটা কথার কথা—বাজে পোষাক বৈ ত নয়। কোন গুণ না থাকলেও হয়, আবার বিনা দোষেও খোয়া যায়। তুমি নিজে যদি হারিয়েছ—হারিয়েছ ব'লে আপশোষ না কর, তা হ'লে তোমার সুনাম নষ্ট হবে কেন ? ভাবছ কেন, বন্ধু ! ঢের উপায়

আছে, যাতে তুমি আবার সেনাপতির প্রিয়পাত্র হতে পারবে। [রাগের মাথায় তোমায় জবাব দিয়েছেন, তার ভেতরে একটা অভিপ্রায় আছে —তোমার ওপর জাতক্রোধ নয়। পশুরাজ সিংহকে ভয় দেখাবার জন্যে লোকে কখন-কখন বিনা-দোষে কুকুরকে প্রহার করে।] একটু ধরাধরি কর, যেমন ছিল, ঠিক তেমনি হবে। ভয় কি? তুমি ক্ষমা চাইলেই পাবে।

কেশি। চাইলে যদি পাওয়া যায়, তাহলে আমার ঘৃণা ভিক্ষা করা উচিত। আমার মত অপদার্থ, মাতাল, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য কর্ম্মচারী, তাঁর মত সদাশয় প্রভুর কাছে দয়া ভিক্ষা করলে তাঁকে প্রতারণা করা হবে। আমি তাঁর দয়ার যোগ্য নই। [ওঃ, মাতলামো, দিব্যি-দিলেসা, ইতরমো, তোতার মত নিরর্থক বকা, তর্জ্জন, গর্জ্জন, আস্ফালন, বীর-রসের অভিনয়—আপনার ছায়ার সঙ্গে! সুরা, তোমার অশরীরী শক্তি সয়তান নামেরই যোগ্য! মানব-ভাষায় তোমার উপযুক্ত নাম আর নাই।]

ইয়া। তলোয়ার নিয়ে যাকে তাড়া করেছিলে, সে লোকটা কে? তোমার কি করেছিল?

কেশি। আমার কিছুই মনে নাই।

ইয়া। কও কথা! মনে নেই কি?

কেশি। সুস্পষ্ট কিছুই মনে করতে পারছিনি। সব ঝাপসা। কেবল কতকগুলো এলোমেলো গোলমেলে কথা মনে আসছে। একটা বিবাদ হয়েছিল, কিন্তু কেন, তা কিছুই মনে হচ্ছে না। [হা ভগবান্! মানুষের কি দুর্ব্বুদ্ধি! জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা, হরণ করবার জন্যে এই শত্রুকে মানুষ মুখ দিয়ে মস্তিষ্কের প্রবেশদ্বার দেখিয়ে দেয়! আমোদ করে, আহ্লাদ করে, উৎকট উল্লাস করে, বাহাদুরী মনে করে আপনাকে পশুত্বে পরিণত করে!]

ইয়া। আচ্ছা, এখন ত দেখছি, তোমার নেশা নেই! এখনই ছুটে গেল কেমন করে?

কেশি। সুরা শয়তানীর স্থানে ক্রোধ শয়তান এসে বসেছে! [একটাকে দিয়ে আর একটা দুর্ব্বলতার পরিচয় পাচ্ছি—আর মনে মনে আপনার ওপর বুকপোরা ঘৃণার উদয় হচ্ছে।]

ইয়া। ভায়া, তোমার যে ভারি কঠোর নীতিজ্ঞান দেখছি! স্থান, কাল, আর এখানকার বর্ত্তমান অবস্থায় অবশ্য কাণ্ডটা না ঘটলেই ভাল ছিল; কিন্তু যখন ঘটেছে, তখন আর চারা কি! প্রতিকারের উপায় কর।

কেশি। আমি আর কোন্ মুখ নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াব। আমার কর্ম্ম আমি যেমন ফিরে পাবার প্রার্থনা করব, তিনি মুখের ওপর বলবেন—তুমি মাতাল। যদি আমার অনন্ত মুখ থাকে, এই এক কথায় সব চুপ হয়ে যাবে। [কি আশ্চর্য্য, মানুষ কি! এই যেন কত জ্ঞানবান্, কত বুদ্ধিমান্—এই নির্ব্বোধ, তখনি তখনি আবার একটি জানোয়ার! যে পাত্র পান করে মানুষ অভিভূত হয়—সে সুরাপাত্র নয়, সয়তান-প্রদত্ত অভিশপ্ত বিষ-পাত্র!

ইয়া। না, না, অমন কথা বোল না! ব্যবহার করতে জানলে উত্তম সুরা আমাদের দোস্ত। তার অত করে নিন্দা কোর না।] আচ্ছা, ভায়া, বিশ্বাস কর ত, আমি তোমায় আন্তরিক ভালবাসি?

কেশি। আমি তার যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছি। উঃ, আমি মাতাল!

ইয়া। তুমি একলা কি! শরীর ধারণ করলেই মাঝে মাঝে এমন মাতলামো হয়ে পড়ে। এখন তোমার কি করা উচিত, তাই শোনো। আমাদের সেনাপতিমহাশয়ের স্ত্রীই এখন প্রকৃত সেনাপতি। [কেন জান? সুন্দরী পত্নীর রূপগুণ তন্ন-তন্ন করে দেখা আর ধ্যান করা ভিন্ন সেনাপতির মনে এখন আর অন্য কোন চিন্তা স্থান পায় না।] তুমি কর্ত্রীকে গিয়ে সব কথা খুলে বল। বারবার কাকুতি-মিনতি করে ধর, যাতে তোমার সহায় হয়ে তিনি তোমাকে বজায় করেন—তাই কর। কর্ত্রী আমাদের খুব উদার, পরদুঃখকাতর, দিলদরিয়া, খোসমেজাজী। যে যা চায়, তার অতিরিক্ত দিতে না পারলে তাঁর মন খুঁৎখুঁৎ করে। একগুণ চাইলে দশগুণ পাবে। [তোমার ওপর সেনাপতির এই যে মনভঙ্গ—"আমায় জুড়ে দাও" বলে নিজেই সে জোড় করে তাঁকে মিনতি করবে। জোড়া কি, বন্ধু? আমার যথাসর্ব্বস্ব বাজি, জোড়া ত লাগবেই, বরং আরও রেক্তার গাঁথুনি হবে।]

কেশি। তোমার পরামর্শ অতি উত্তম বটে।

ইয়া। আমি যে তোমায় আন্তরিক ভালবাসি। তোমার ব্যথার ব্যথী, বন্ধু!

কেশি। আমি প্রাণেপ্রাণে তা জানি। আমি কালই খুব সকালে গিয়ে কর্ত্রীকে অনুরোধ

করব। আমার হয়ে তাঁকে প্রভুর কাছে ছ'কথা বলতেই হবে। এই আমার উন্নতির মুখ, এখানে ধাক্কা খেলে সর্ব্বনাশ! আমার উঠ্‌তি মুখ, আশা-ভরসা সব যাবে।

ইয়া। ঠিক বুঝেছ! এখন তবে পাহারায় যাই, নমস্কার!

[কেশিয়োর প্রস্থান।

ইয়া। হা—হা—হা—
কে বলে পাষণ্ড আমি, দুর্ম্মতি, দুর্জ্জন!
এই সহৃদয় সাধু উপদেশ—
সজ্জন-সম্মত,
রুষ্ট প্রভু তুষ্টি-হেতু নহে কি অমোঘ?
ডেজ্‌ডিমোনা
সহজে সম্মত হবে পর উপকারে,
সৎকার্য্যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহার।
উদার-প্রকৃতি এই গুণবতী নারী,
মুক্তহস্ত দানে—সুফলা প্রকৃতি সম,
অসীম প্রভুত্ব তার সেনাপতি পরে।
সেও,
পত্নী-তরে অনায়াসে দিতে পারে
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, পরকাল-আশা বিসর্জ্জন।
প্রেমের নিগড়ে বদ্ধ দুর্ব্বল পতিরে
ডেজ্‌ডিমোনা ইচ্ছামত করিবে চালনা—
দেবতা যেমতি
মানব-নিয়তি লয়ে খেলে।
তবে কিসে আমি দুর্বৃত্ত দুর্জ্জন?
বিপন্ন কেশিয়ো—
দানিয়াছি হেন উপদেশ, যাহে
মম সম স্বার্থ তার হবে ফলবতী।
নারকী বিধান!
নরকের পতি সয়তান যবে
ঘোর প্রলোভন-পাপে মজায় মানবে,
মম অনুরূপ—
দেবদূত সম ধরে আকৃতি সুন্দর।
সরল-স্বভাব এই নির্ব্বোধ যখন
প্রতিকূল ভাগ্যের সংস্কার-হেতু
করিবে করুণা-ভিক্ষা প্রভুপত্নী পাশে,
মার্জ্জনার আশে সদয়া মহিলা যবে
করিবে মিনতি পতি-পদে,—সেই ক্ষণে
ঢালিব শ্রবণে তার তীব্র বিষরাশি—
পরপ্রেম-অভিলাষী পত্নী তব,
তাই যাচে তব কাছে দোষীর মার্জ্জনা।
কেশিয়োর হেতু
পত্নীর আগ্রহ যত,
পতির সংশয় তত হবে দৃঢ়তর।
গুণ হবে দোষের আকর—
অমল চরিত্র ব্যাপ্ত করিবে কালিমা।
গুণ-সূত্রে বিনাইল জাল
যাহে বদ্ধ হবে সবে সমভাবে।

(রডারিগোর প্রবেশ)

কি হে, তুমি এমন সময়?

রডা। এই যে শীকার চলেছে, আমি তার অনুচর মাত্র! আমি তাতে শিকারী নই, কেবল দলে ভিড়ে সোরগোল করছি। টাকাগুলি ত প্রায় নিঃশেষ হয়ে এল! তার উপর আজ রাত্রে বেশ উত্তম-মধ্যম আহারও হল। ফল যা হবে, তা ত বুঝতেই পারছি! বিস্তর কষ্ট পেয়ে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ। তার পর সর্ব্বস্ব দিয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞান অর্জ্জন করে দেশে ফেরা।

ইয়া। হা ভগবান্! একটু ধৈর্য্যও যাদের নেই, তারা বাস্তবিকই নিঃস্ব। দাদা, কোন চোট কোথায় তখনি তখনি জুড়েছে? আমার ত যাদুবল নয়, কেবল বুদ্ধি-বল—তাতে একটু দেরী হবে বৈ কি, বন্ধু! তোমার ভারি ক্ষতি হয়েছে, না? ঘা কতক মার খেয়েছ, তাতে তুমি মরনি, মরেছে কেশিয়ো। সূর্য্যের তেজে যে গাছ যতই বাড়ুক না, যার আগে ফুল ধরবে, তারই ফল আগে পাকবে। দু'দিন সবুর কর। তাই ত, ফরসা হয়ে এল যে! আমোদেই হ'ক, আর কাজের তোড়েই হ'ক, সময় যে কোথা দিয়ে যায়, টেরই পাওয়া যায় না। যাও, যাও, শোও গে, বাসায় যাও! যাও হে, এর পর কথাবার্ত্তা হবে এখন! আরে যাও না, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? [রডারিগোর প্রস্থান।

দু'টো চাল একসঙ্গে চালতে হবে। আমার স্ত্রীকে দিয়ে কেশিয়োর জন্যে কর্ত্রীর কাছে অনুরোধ করাব, সেই সময় একটা অছিলে করে সেনাপতিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তার পর কেশিয়ো যখন কর্ত্রীর কাছে অনুনয়-বিনয় করতে থাকবে, কর্ত্তাকে ঠিক সেই সময় সেখানে এনে খাড়া করে দেব।

অগ্রসর হও ত্বরা, এইমাত্র পথ,
বিলম্বে বিফল নহে হবে মনোরথ। [প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সাইপ্রাস দুর্গ-সম্মুখে

(কেশিয়ো এবং বাদকগণের প্রবেশ)

কেশি। এইখানে বাজাও। বেশ খুসী ক'রে বখ্‌শিস্‌ দেব। লম্বাচওড়া নয়, একটা ছোট-খাট কিছু বাজাও। আগে সেনাপতির জয়গান কর।

(বাদন)

(রঙ্গদারের প্রবেশ)

রঙ্গ। কোন্‌ গন্না-খাঁদার দেশ থেকে এ খোনা আওয়াজ আম্‌দানী করেছ, বাপ্‌ধন? বাবা, যন্ত্রধ্বনি ত নয়, যেন একঝাড় ভূত-পেত্নী নাকী সুরে প্রেমালাপ করছে!

বাদক-দলপতি। কেন মশায়, কেন?

রঙ্গ। বলি, এগুলি কি সব ফুঁয়ের যন্তর? ফুঁ দিলেই বাজে?

দলপতি। আজ্ঞে, হাঁ মশায়।

রঙ্গ। তবে ত আর বালাই নাই! এই নাও তোমাদের বখ্‌শিস। জাঁদরেলসাহেব তোমাদের বাজ্‌না শুনে এত মস্‌গুল্‌ হয়েছেন যে, আর বেশী বাজালে সব গুলিয়ে যাবে। তাই বল্‌ছেন, আর গোলমালে কাজ নেই। আর বাজাও যদি, তাঁর কাণের ছাঁদাটুকু বুজে যাবে। তা হ'লে ভবিষ্যতে আর তোমাদের বাজনা তাঁর কাণে ঢুকবে না।

দলপতি। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে, তবে আর বাজিয়ে কাজ কি?

রঙ্গ। কাজ নেই কেন? তোমাদের যদি এমন কোন যন্তর থাকে যে, আওয়াজ না ক'রে বেশ নিঃশব্দে বাজে, তা শুনতে জাঁদরেল্‌সাহেবের কোন আপত্তি নেই। তোমরাও তা প্রাণভরে বাজাতে পার। লোকে বলে, জাঁদরেল্‌সাহেব এ সব বাজনা শুনতে ভালবাসেন না।

দলপতি। আজ্ঞে, বে-আওয়াজে বাজে, এমন যন্তর ত আমাদের কাছে নেই।

রঙ্গ। তবে যেগুলি আছে, সেগুলিকে থলিতে গুটিয়ে নিয়ে গুটি গুটি সরে পড়। সেনাপতি খুব খুসি হবেন।

[বাদকদলের প্রস্থান।

কেশি। বন্ধু, বন্ধুলোকের একটা কথা শুন্‌বে?

রঙ্গ। বন্ধুলোকের কথা কেন খামকা শুন্‌তে যাব? তবে আপনার যদি কিছু কথা থাকে ত শুন্‌তে রাজি আছি।

কেশি। মস্করা রাখ! এই যৎকিঞ্চিৎ ধর। আর এক কাজ কর, কেল্লার ভিতর যাও। তোমাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সহচরী যদি উপস্থিত থাকেন, বল গে, বাইরে কেশিয়ো ব'লে একজন ভদ্রলোক তাঁকে একটা কথা বল্‌তে এসেছে। কেমন, পার্‌বে?

রঙ্গ। পার্‌ব না কেন মশায়! বেশ পার্‌ব। এখানে তিনি যেমন উপস্থিত হবেন, অম্‌নি তাঁকে আপনার কথা বল্‌ব

কেশি। তাই যাও, বন্ধু।

[রঙ্গদারের প্রস্থান।

(ইয়াগোর প্রবেশ)

ঠিক সময় এসেছ, ভায়া!

ইয়া। একটুও শোওনি তবে?

কেশি। শুলুম্‌ আর কখন্‌ বল? আমাদের মজ্‌লিস্‌ ভাঙ্‌বার আগেই ত রাত পুইয়ে গেল। তোমাকে না ব'লে একটা কাজ করেছি, ভায়া। তোমার পরিবারকে এখানে একবার ডেকে পাঠিয়েছি। সে যদি দয়া ক'রে কর্ত্রীর সঙ্গে আমার একবার দেখা করিয়ে দেয়।

ইয়া। আমি এখনি গিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর আমি একটা রকম ক'রে সেনাপতিকে সরিয়ে নিয়ে যাব, যাঁতে তুমি নির্ব্বিঘ্নে কর্ত্রীকে দুকথা কথা বেশ গুছিয়ে বল্‌তে পার।

কেশি। আমার বিনীত ধন্যবাদ গ্রহণ কর।

[ইয়াগোর প্রস্থান।

এত দয়া সততা আমাদের জাতে নাই।

(এমালিয়ার প্রবেশ)

এমা। নমস্কার, সহকারী সেনাপতিমশায়! কর্ত্তা আপনার ওপর বিরক্ত হয়েছেন শুনে, আমার ভারি কষ্ট হয়েছে। কিন্তু কোন চিন্তা নাই, সব মঙ্গল হবে। সখীর সঙ্গে সেনাপতির সেই সব কথাই হচ্ছিল। সখী খুব দৃঢ়ভাবে আপনার পক্ষ অবলম্বন ক'রে কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন। সেনাপতি বড় মুস্কিলে পড়েছেন। বল্‌লেন, আপনি যাঁকে মেরেছেন, তিনি এখানকার একজন জানিত লোক। বড় ঘরোয়ানা। দেশকালপাত্র

বিবেচনায় আপনাকে আপাততঃ 'না' বলা ছাড়া উপায় নাই। আপনার জন্যে কাউকে ওকালতি করতে হবে না। তিনি বারবার ক'রে বলেছেন, আপনি তাঁর স্নেহের পাত্র। একটু নিরাপদ সুযোগ পেলেই, তিনি আপনি আপনাকে ডেকে নেবেন।

কেশি। সে ঠিক। তবু আমার মিনতি, যদি অন্যায় বিবেচনা না করেন, আর অসম্ভব না হয়, কর্ত্রীর সঙ্গে আমার একবার নির্জ্জনে দেখা করিয়ে দিন।

এমি। অনুগ্রহ ক'রে ভেতরে আসুন। আমি নিরিবিলি তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব। আপনি বেশ ধীরে-সুস্থে আপনার মনের কথা খুলে বলবেন।

কেশি। আপনাকে কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাব!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দুর্গমধ্যস্থ কক্ষ

(ওথেলো, ইয়াগো, কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোকের প্রবেশ)

ওথেলো। এই পত্রগুলি মালিমকে দাও গে। ব'লে দিও, আমার অভিবাদন জানিয়ে এগুলি যেন রাজ-সভায় দেয়। আমি দুর্গপ্রাসাদে একটু বেড়াতে যাচ্ছি। তুমি কাজটা সেরে, সেইখানে আমার কাছে এস।

ইয়া। যে আজ্ঞে।

ওথেলো। আসুন, সকলে মিলে দুর্গটি পরিদর্শন করি।

ভদ্র। যথা অভিরুচি, প্রভু!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

দুর্গস্থ উদ্যান

(ডেজ্‌ডিমোনা, এমিলিয়া এবং কেশিয়োর প্রবেশ)

ডেজ্‌। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমার জন্য আমি সাধ্যমত ত্রুটি করব না।

এমি। সখি, এ দয়াটুকু তোমায় করতেই হবে! তোমায় সত্যি বলছি, আমার স্বামীর মনেও ভারি ব্যথা লেগেছে। সহকারী-মশায়ের লাঞ্ছনায় যেন তিনি নিজেই লাঞ্ছিত।

ডেজ্‌। ওঃ, তোমার স্বামীর মত সজ্জন কি আর হয়! আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, কেশিয়ো, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তুমি যেমন প্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলে, আবার তেমনি হবে, তবে আমি নিশ্চিন্ত হব।

কেশি। দেবি, আপনার অসীম দয়া! আমার ভাগ্যে যা-ই হ'ক না কেন, মনে রাখবেন, আমি চিরদিন আপনাদের দাস।

ডেজ্‌। তা কি জানিনি! তুমি সেনাপতিকে কি রকম শ্রদ্ধা কর, তাও জানি। আর তোমাদের পরিচয় ত দুদিনের নয় যে, চিরদিন তোমায় পর ক'রে রাখবেন। তুমি ভেব না, সে জন্য আমি দায়ী। তবে, দেশকাল-পাত্র বুঝে যেটুকু কাল-বিলম্ব প্রয়োজন, তার আর চারা কি?

কেশি। দেবি, সে কথা ঠিক! কিন্তু সেই দেশ-কাল-পাত্র বুঝতে বুঝতে এত রকমের খেয়াল, অসার উপকরণ, কি দৈবঘটনা সব এসে জুটবে যে, অকারণ বিলম্ব হ'তে থাকবে। ক্রমে কার্য্যগতিকে আমিও হয় ত দূরে থাকব, আমার জায়গায় তার একজন এসে বসবে, আর সেনাপতি আমার এত দিনের শ্রদ্ধা, ভক্তি, কাজ-কর্ম্ম সব ভুলে যাবেন।

ডেজ্‌। না, না, তাও কি কখনও হয়! আমার এই সখীর সাক্ষাতে তোমায় কথা দিলুম। তুমি মনে ঠিক দিয়ে রাখ যে, তোমার কাজ ফিরে পেয়েছ। তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি যখন কথা দি, অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করি। তুমি কি মনে কর, সেনাপতিকে আমি এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করতে দেব? খেতে শুতে, নড়তে চড়তে কেবল তোমারই কথা কইব। যতক্ষণ না পোষ মানে, ঘুমুতে দেব না, কেবল তোমারই পড়া পড়াব। তুমি আমোদ-আহ্লাদ ক'রে বেড়াও। তোমার পক্ষে যতক্ষণ না জয়লাভ হয়, তোমার উকীল প্রাণপণ করবে।

এমি। সখি, এই যে প্রভু এদিকে আসছেন!

কেশি। দেবি, তবে আমি এখন বিদায় হই।

ডেজ্‌। কেন কেন? তুমি দাঁড়াও না। শোন না, আমি কি ক'রে তোমার ওকালতী করি।

কেশি। ক্ষমা করুন। এখন আমি চললুম। আমার মন ভাল নেই, কি বলতে কি ব'লে ফেলব।

ডেজ্‌। বেশ, তুমি যা ভাল বোঝ।

[কেশিয়োর প্রস্থান।

(কাগজের তাড়া-হস্তে ওথেলো এবং ইয়াগোর প্রবেশ)

ইয়া। এ কি। এ ত ভাল নয়।

ওথেলো। কি বল্‌লে ?

ইয়া। আজ্ঞে না, কিছু না—তবে কি না—আমি—ও কিছু না।

ওথেলো। কে ও ? কেশিয়ো চলে গেল না ?

ইয়া। কেশিয়ো ? না, তিনি কখনই ন'ন্‌। তিনি আপনাকে দেখে অমন চোরের মত পাশ-কাটিয়ে পালাবেন কেন ?

ওথেলো। না, আমি ঠিক দেখেছি, সে-ই বটে।

ডেজ্‌। কি হয়েছে, প্রভু ? এইমাত্র একজন ভিক্ষুক এসেছিল। কে জানো ? তোমার অপ্রিয় হয়ে যে মনস্তাপে দিন-দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।

ওথেলো। কে, কার কথা বল্‌ছ ?

ডেজ্‌। কেন ? তোমার সহকারী। প্রভু, আমার ওপর যদি তোমার এতটুকু দরদ থাকে, আমার কথার কোন দর থাকে, তোমার দয়া উদ্রেক করবার অণুমাত্র শক্তি থাকে, আমার মুখ চেয়ে অনুতপ্তকে ক্ষমা কর ! আমি সত্যি বলছি, সে সজ্জন, আর তোমায় আন্তরিক শ্রদ্ধা করে। তার মুখ দেখে তাকে কখনই কুটিল ব'লে মনে হয় না। সে যা দোষ করেছে, স্বেচ্ছায় নয়—না বুঝে দৈবাৎ ক'রে ফেলেছে। তুমি তাকে মাপ কর, ডেকে পাঠাও।

ওথেলো। এইমাত্র সে এসেছিল না ?

ডেজ্‌। হাঁ। এইমাত্র চ'লে গেল। প্রভু, সে গেছে, কিন্তু তার বুকভরা বেদনা আমার কাছে রেখে গেছে—তার হয়ে কাঁদবার জন্য। প্রভু, দাসীর মিনতি রাখ, তাকে ডাক।

ওথেলো। প্রিয়ে, এখন নয় ! আর এক সময় ডাকাব।

ডেজ্‌। বল, বিলম্ব হবে না ? শীগ্‌গীরই ডাক্‌বে ?

ওথেলো। এমন সুভাষিণী যার উকীল, তার আর ভাবনা কি ! শীগ্‌গীরই তাকে ডাকাব।

ডেজ্‌। ঐ ব'লে ফাঁকি দিলে হবে না ! বল, কখন্‌ ডাকবে ? আজ সন্ধ্যার পর—কেমন ? খাবার সময় ?

ওথেলো। আজ থাক, আজ আর নয়।

ডেজ্‌। তবে কাল—কেমন ? কাল খাবার-দাবার সময়।

ওথেলো। কাল এখানকার সৈন্যাধ্যক্ষেরা সব আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। কাল ত আমি বাড়ীতে খাব না। তাদের সঙ্গে একত্রে আহার করব—দুর্গে।

ডেজ্‌। বেশ, তবে কাল রাত্রিবেলা, কি বল ? আচ্ছা, না হয় পরশু সকালবেলা—না হয় দুপুর-বেলা ? আচ্ছা, আচ্ছা, রাত্তিরে—কেমন ? তাতেও কথা কইছ না ? আচ্ছা, বুধবার সকালে। তবু চুপ ক'রে রইলে ? একটা সময় ঠিক ক'রে বল। কিন্তু তিন দিনের বেশী না হয়। [তুমি বিশ্বাস করছ না। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, তুচ্ছ অপরাধ হ'লেও, তার পরিতাপের সীমা নেই। কিন্তু আমরা ত মনে করি, সে দোষ সামান্য তিরস্কারেরও যোগ্য নয়। তবে এখন যুদ্ধবিগ্রহের সময়—এই যা বল। লোকে বলে, এ সময় ভাল লোকও সামান্য দোষ করলে গুরুদণ্ড দিতে হয়। তা হ'ক্‌]—কখন্‌ তাকে আসতে বলব, বল ! চুপ ক'রে আছ কেন ? অবাক করলে ! এত কি ভাবছ ? তুমি যদি আমার কাছে কিছু চাইতে, আমি কি 'না' বলতে পারতুম, না, এত ক'রে ভাবতুম ? আশ্চর্য্য ! তোমরা দুজনে একই সময়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলে। যখনই আমি তোমার কোন দোষের কথা তুলেছি, কেশিয়ো তখনি তোমার হয়ে আমায় কত বুঝিয়েছে। কি আশ্চর্য্য ! তার জন্যে এত সাধ্য-সাধনা করতে হবে ? আমি হ'লে তার জন্যে কি না করতুম !

ওথেলো। প্রিয়ে, এ সব কথা এখন থাক। তার যখন ইচ্ছে, আসবে। তোমাকে আমার অদেয় কি আছে ?

[ডেজ্‌। কেন, আমি কি ভিক্ষে চাইছি না কি ? তোমারই কর্ত্তব্য তোমায় মনে করিয়ে দিচ্ছি। তোমার নিজের শরীররক্ষার জন্যে যদি বলি, ভাল ক'রে খাও, ঠাণ্ডা লাগিয়ো না—তাতে কি এমন ক'রে সাধাসাধি করতে হবে ! এও ত তেমনি ! এ তোমারই কাজ ! হুঁ—আমার নিজের জন্য যখন কিছু আব্‌দার করব, তখন কি এত সোজায় পার পাবে ? তখন জেন, তোমার ভালবাসার পরীক্ষা—এমন দারুণ আব্‌দার করব যে, রাখা তোমার পক্ষে দুষ্কর হবে !

ওথেলো। বেশ, তা কোর। বলেছি ত, তোমাকে অদেয় আমার কিছু নাই।] এখন আমার

একটা আব্‌দার শোন। আমায় একটু এখন বিশ্রাম করতে দাও।

ডেজ্‌। আমি তোমার কোন্ আব্‌দার না শুনি। এই আমি চল্‌লুম।

ওথেলো। এস, প্রিয়ে, আমিও একটু পরেই যাচ্ছি।

ডেজ্‌। সখি, এস, আমরা যাই! তোমার যখন যেমন মনের সাধ, তাই কর। আর যাই কর, আমি তোমার চিরদাসী।

[ডেজ্‌ডিমোনো ও এমিলিয়ার প্রস্থান।

ওথেলো। নিরুপমা, নিরুপমা তুই,
আরে ভিখারীর ধন!
যেই দিন ভুলিব তোমায়,
নিবিড় নিরয়-নিশা আচ্ছাদিবে মোরে!
যেইক্ষণ ভুলিব প্রণয়,
প্রলয় উদয় হবে পুনঃ!

ইয়া। প্রভু!

ওথেলো। কি—কি বলছ?

ইয়া। হুজুর, কর্ত্রীর সঙ্গে যখন আপনার প্রথম পরিচয়, কেশিয়ো কি সব কথা জানতেন?

ওথেলো। জানত বৈ কি! আগাগোড়া সব কথাই জানত। কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?

ইয়া। না—তাই বলছি। কথাটা এমনি মনে হ'ল —তাই, আর কিছু নয়।

ওথেলো। এমনি মনে হ'ল কেন বল দিকি?

ইয়া। আমার ধারণা ছিল, কর্ত্রী ঠাকরুণের সঙ্গে তাঁর পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল না।

ওথেলো। ছিল বৈ কি! কতবার সে আমারও দূত হয়েছে, তারও দূত হয়েছে।

ইয়া। বটে!

ওথেলো। বটে! বটেই ত। কেন, তাতে হয়েছে কি? কেশিয়ো কি সৎলোক নয়?

ইয়া। সৎলোক—হুজুর!

ওথেলো। হাঁ, হাঁ—সৎ—সৎ—

ইয়া। হুজুর, আমি যতটা জানি—

ওথেলো। কি—তোমার মনের কথাটা কি?

ইয়া। মনের কথা, হুজুর?

ওথেলো। মনের কথা হুজুর! (স্বগত) আমার প্রতি কথার প্রতিধ্বনি করছে, যেন অন্তরে কি ভীষণ ভাব লুকানো রয়েছে, অতি কুৎসিত ব'লে প্রকাশ করতে পারছে না। (প্রকাশ্যে) অবশ্যই তোমার কথার কিছু গূঢ় অর্থ আছে। এই মাত্র কেশিয়ো যখন আমার স্ত্রীর কাছ থেকে চ'লে গেল, তুমি ব'লে উঠ্‌লে—'এ কি! এত ভাল নয়!'—কি ভাল নয়? তার পর যখন আমার কাছে শুন্‌লে যে, বিবাহের পূর্ব্বে সে আমার মনের কথা সব জানত, আমায় পরামর্শ দিত, তুমি বল্‌লে—'বটে!' এমনি ভাবে কপাল সিঁটকে ভ্রূ কুঁচ্‌কে বল্‌লে, যেন তোমার মাথার ভেতরে কোন কদর্য্য ভাব লুকিয়ে রয়েছে। আমার উপর যদি তোমার একটুও শ্রদ্ধা থাকে, আমায় এতটুকু স্নেহ কর, তোমার মনের কথা স্পষ্ট ক'রে বল!

ইয়া। শ্রদ্ধা করি কি না, হুজুর, আপনি তা জানেন।

ওথেলো। তা ত জানি—তুমি সৎ, আমার ওপর তোমার অগাধ শ্রদ্ধা। তুমি বিশেষ বিবেচনা না ক'রে কোন কথা কও না—তাও জানি। সেই জন্যই ত তোমার বাধ-বাধ ভাব দেখে আমার এত ভয় হচ্ছে। যারা অকৃতজ্ঞ, শঠ, প্রতারক, তারা এমনি সব চাতুরী করেই থাকে। কিন্তু তোমার মত ধর্ম্মভীরু নির্ব্বিকার লোকের এরূপ কুণ্ঠিত ভাব দেখ্‌লে মনে হয় যে, মনের রুদ্ধ কথা বেশ ক'রে ওজন না ক'রে হঠাৎ প্রকাশ করতে পারছে না।

ইয়া। কেশিয়োর কথা আমি হলপ্ প'ড়ে বল্‌তে পারি, হুজুর, তাঁকে ধর্ম্মভীরু সজ্জন ব'লে আমার ধারণা।

ওথেলো। আমারো ত সেই ধারণা।

ইয়া। হুজুর, মানুষের ভেতর-বার দুই এক হওয়া উচিত। নইলে দেখ্‌তে বেশ মিষ্টি, কিন্তু হাড়ে টক্, সে ত লোক-ঠকানো মাখাল ফল। বাইরের মানুষটির যেমন ভাবভঙ্গী, ভেতরের মানুষটির প্রকৃতি ঠিক তেমনি হওয়াই উচিত। এর অন্যথা হওয়া ভাল নয়, হুজুর! যে দেখায় ভাল, তার সত্যি ভাল হওয়াই ভাল।

ওথেলো। সে ত ঠিক। বাইরে ভেতরে এক হওয়াই উচিত।

ইয়া। তা হ'লে ত আমার অনুমান ঠিক, হুজুর, কেশিয়ো বাইরে যেমন, ভেতরেও তেমনি খুব ভাল লোক।

ওথেলো। তোমার এ কথারও কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে। আমি তোমায় মিনতি করছি, আমার কাছে কিছু গোপন কোর না। তোমার মনে যে ভাবের উদয় হচ্ছে, নিজের মনের সঙ্গে যেমন ক'রে কথা কও, তেমনি ক'রে আমায় সব খুলে

বল। তোমার মনের ভাব যেমন কুৎসিত হোক, তেমনি কুৎসিত ভাষায় তা প্রকাশ কর।

ইয়া। এ আদেশ করবেন না, হুজুর, এ আদেশ করবেন না। আমায় মাপ করুন। যদিও আমি আপনার অধীন, আপনার আদেশ-পালন আমার কর্ত্তব্য; কিন্তু হুজুর, একজন ক্রীতদাসের যে স্বাধীনতা আছে, সে স্বাধীনতাটুকুও কি আমার নাই? মনের কথা প্রকাশ করতে ক্রীতদাসের ওপরও কেউ জোর করতে পারে না। মনের কথা খুলে বলব? ধরুন, আমার মনে যদি কোন কুৎসিত মিথ্যা ভাবেরই উদয় হয়ে থাকে! প্রভু, কোথায় এমন পবিত্রপ্রাসাদ আছে, যেখানে অপবিত্র পদার্থ একেবারে প্রবেশ করতে পারে না? কার এমন নির্ম্মল অন্তর— যেখানে সুচিন্তার সঙ্গে কুচিন্তা একাসনে বসে না? এমন সাদা মন কার আছে, যেখানে কালির দাগ কখন পড়ে না, কখন ময়লা জমে না?

ওথেলো। তুমি বন্ধুদ্রোহী—যদি তার অনিষ্ট হচ্ছে, সন্দেহমাত্র করেও নীরবে থাকো।

ইয়া। প্রভু, আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, আমার কুটিল মন কেবল দোষ অন্বেষণ করে। সংশয় কখন কখন নির্দ্দোষীকেও দোষী মনে করে। তাই, হুজুর, আমার মিনতি, আপনি বিচক্ষণ, আমার মত খুঁতে লোকের কথা ধরবেন না। কখন্ কি দেখেছি না দেখেছি, তার উপর বিশ্বাস স্থাপন ক'রে আপনার মনকে অনর্থক যন্ত্রণা দেবেন না। হুজুর, তাতে আপনার কোন ইষ্ট হবে না, কেবল অশান্তি বাড়বে, আর আমার পক্ষেও তেমন কথা বলা ভদ্রতা ত নয়ই, বুদ্ধিমানের কাজও হবে না, আর মনুষ্যত্বও নয়।

ওথেলো। কি বলছ? এ সব কথার অর্থ কি?

ইয়া। প্রভু,

জীবনের সার রত্ন সুনাম সংসারে।
অর্থ হরি' লয় যেই জন,
হরে মাত্র জঞ্জাল কেবল,
মূল্য কিছু নাহি তার।
ছিল অধীন আমার,
আজি তার—
এই ভাবে সেবে অর্থ শত শত জনে।
কিন্তু হায়, হরে যেই সুনাম রতন,
মম ধনে ধনী নাহি হয় সেই জন,
কিন্তু করে মোরে দীন হতে দীন।

ওথেলো। যে উপায়ে পারি, তোমার মনের কথা আমি জানবই।

ইয়া। কখ্‌খনো পারবেন না। আমার মনটা আপনার মুঠোর ভেতর পূরে দিলেও নয়। আর যতক্ষণ আমার অধিকারে থাকবে, ততক্ষণ ত নয়ই।

ওথেলো। ও—ও—

ইয়া। সাবধান, সাবধান, প্রভু,
সংশয় বিষম শত্রু দাম্পত্য-জীবনে!
এই দুরন্ত রাক্ষস
সর্ব্বনাশ করি—শেষে করে উপহাস।
কুলটার পতি
জানি' আপন দুর্গতি—
অন্ধপ্রায় আঁখি মুদে হাসে,
যারে ভাল নাহি বাসে
অনায়াসে সহে তার প্রতারণা।
কিন্তু হায়,
নরক-যন্ত্রণা পলে পলে সহে—
ভালবেসে যেই জন দহে ঈর্ষানলে!

ওথেলো। ওঃ কি দারুণ!

ইয়া। সন্তোষ যদ্যপি রহে দারিদ্র্যের সনে,
দীন—সে ত রাজরাজেশ্বর।
কিন্তু,
হারাই—হারাই শঙ্কা সদা মনে যার,
অসীম সম্পদ তার
নিষ্ফল বন্ধ্যার প্রায়—
দীন হ'তে দরিদ্র সে জন।
ভগবান্, কর ত্রাণ
দুরন্ত ঈর্ষার গ্রাস হ'তে।

ওথেলো। কেন? কেন? ভেবেছ কি মনে
সংশয়ের সনে যাপিব জীবন চির?
প্রতিদিন নবীন সন্দেহ
পালিব হৃদয়মাঝে—ভেব না তেমন।
সংশয় উদয় মাত্রে
পরীক্ষায় করিব নিশ্চিত।
গুরুতর চিন্তা পরিহরি,
তব অনুমান সম—
বায়ুপুষ্ট অসার কল্পনা
সেই দিন দৃঢ় করি' করিব আশ্রয়,
কামাতুর ছাগপশু সনে
তুলনা করিয়ো মোর!
পত্নী মম রূপবতী,—
আহার-বিহারে,

নৃত্যগীত হাস্য-পরিহাসে
ভালবাসে বঞ্চিতে সময়,—
নয় সে ত সংশয়-কারণ ?
নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল অন্তর যার,
এ সকল গুণ হয় অলঙ্কার তার।
নাহি রূপ মম রমণী-বাঞ্ছিত,
নাই—নাই, সে কারণে
সন্দিগ্ধ বা ভীত নহি আমি।
অন্ধ সম সে ত
পতি ব'লে বরেনি আমায়!
না, না, চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ বিনা,
কুলটা বলিয়ে
সংশয়ে না হৃদে দেব স্থান;
পরে পরীক্ষায় করিব নির্ণয়।
পাব যবে নিশ্চিত প্রমাণ
সত্য মিথ্যা অপরাধ তার,
জেনো স্থির,
হয় প্রেম, নয় ঈর্ষা দিব বিসর্জ্জন।

ইয়া। আঃ—বাঁচলুম, হুজুর! প্রভুর প্রতি আমার কত ভক্তি, কেমন অনুরাগ, কিরূপ কর্ত্তব্য, অসঙ্কোচে এখন তার পরিচয় দিতে পারব। আমার হৃদয়, মন, সব আপনার সামনে উন্মুক্ত ক'রে ধরব। ধরব কেন, এখনই ধরুছি। কিন্তু মনে থাকে যেন, হুজুর, আমি আপাততঃ প্রমাণের কোন কথাই বলুছি না। আমার কেবলমাত্র অনুরোধ, কর্ত্রীর উপর একটু সতর্ক লক্ষ্য রাখবেন। কেশিয়োর সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেন, ভাল ক'রে দেখবেন। নিশ্চিন্ত থাকবেন না, কিন্তু সাবধান হবেন, আপনার দৃষ্টিতে কোনরূপ সন্দেহের লক্ষণ না প্রকাশ পায়। আপনার উদার হৃদয়, মহৎ প্রকৃতি, তাই বলেই যে কেউ আপনাকে ঠকাবে, এ কি আমি সহ্য করতে পারি! খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। আমি আমাদের দেশের নারী-প্রকৃতি খুব ভাল রকমই জানি। এ দেশের মেয়েদের স্বভাব কিরূপ জানেন ? ধর্ম্মের দায়ে খালাস হোক না হোক, স্বামীর চোখে ধূলো দিতে পারলেই হ'ল! পাপ কাজ ক'রে ছাপাতে পারলে আর তাকে পাপ ব'লে মনে করে না।

ওথেলো। বল কি ? এ কি সত্য!

ইয়া। আপনাকে বিবাহ ক'রে বাপের সঙ্গে প্রতারণা করলেন। আপনাতে যখন তিনি সত্য মুগ্ধ হয়েছিলেন, তখন ভাবে দেখাতেন কেমন,—যেন আপনাকে দেখলে তাঁর হৃৎকম্প হয়।

ওথেলো। ঠিক! সেই রকম ত দেখাত!

ইয়া। এই তবেই বুঝুন। মশাই, সেই কাঁচা বয়সে তিনি বুড়ো বাপের চোখে ধূলো দিয়েছিলেন! আপনার শ্বশুর মশাই ত ভেবে'ছিলেন, কোন যাদুবিদ্যাবলে আপনি তাঁর কন্যাকে বশ করেছেন। হুজুর, আপনাকে খুবই শ্রদ্ধা-ভক্তি করি, যদি তা অপরাধ হয়, আপনার পায়ে ধ'রে মিনতি করি, আমায় মার্জ্জনা করবেন।

ওথেলো। আমি তোমার এ উপকার কখন বিস্মৃত হব না।

ইয়া। প্রভু, দেখ্ছি, আপনার মন বিচলিত হয়ে উঠেছে।

ওথেলো। কিছু না—কিছু না।

ইয়া। না, হুজুর, আমার ভয় হচ্ছে, আপনি সত্যই বিচলিত হয়ে পড়েছেন। শুদ্ধ আপনার প্রতি আমার অনুরাগ ব'লেই মনের কথা ব'লে ফেলেছি; কিন্তু দেখছি, প্রকাশ ক'রে ভাল করিনি, আপনি বিচলিত হয়ে পড়েছেন। আমার মিনতি রাখুন, যা সব বললুম, সহসা তার কোন দৃঢ় সিদ্ধান্ত করবেন না। মনে রাখবেন, এখনও আমার সন্দেহ মাত্র, আপনি আর গুরুতর কিছু ভাববেন না।

ওথেলো। না—কিছু ভাবব না।

ইয়া। তা যদি ভাবেন, তা হ'লে মহা অনিষ্টপাত হবে। আমার সেরূপ উদ্দেশ্য নয়, হুজুর। কেশিয়ো আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু। এ কি প্রভু, আপনাকে যথার্থই বিচলিত দেখছি।

ওথেলো। না না, তেমন কিছু নয়। তাকে কি আমি কুলটা ব'লে ভাবতে পারি।

ইয়া। ভগবান্ করুন, তিনি চিরদিনই আপনার বিশ্বাসের পাত্রী হয়ে থাকুন, এবং আপনারও মনে চিরদিন এমনি ভাব থাকুক!

ওথেলো। কিন্তু তবু এমন অস্বাভবিক প্রবৃত্তি ত—

ইয়া। ঠিক ঠিক! এই কথা—অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি—প্রভু, সাহস ক'রে একটা নিবেদন করি—এই ধরুন না কেন—স্বদেশী, স্ববর্ণ, সমান অবস্থার লোকের সঙ্গে কত সম্বন্ধ এল গেল,—সমানে সমানে মিল হয়, এই তো মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম—কিন্তু ছিঃ, এ কি! এমন জঘন্য

প্রবৃত্তি, অসামঞ্জস্য ভাব, অস্বাভাবিক খেয়াল—এতে কি মনে হয়?—আমায় ক্ষমা করুন, আমি কর্ত্রীর সম্বন্ধেই যে এ সব কথা বিশেষ ক'রে বলছি, তা নয়। কিন্তু আমার ভয় কি জানেন—যদি কখন ভুল বুঝতে পেরে আপনার সঙ্গে স্বজাতি সুন্দর সব যুবাদের তুলনা ক'রে তাঁর মনে অনুতাপ হয়? যদি ভাবেন—আপনাকে বিবাহ ক'রে অতি গর্হিত কাজ করেছেন—

ওথেলো। থাক্ থাক্—এ সব কথা এখন থাক্! যদি কখন কিছু তোমার নজরে পড়ে, আমাকে জানিয়ো। তোমার স্ত্রীকেও ব'লে দিয়ো, যেন সে-ও ভাল ক'রে লক্ষ্য রাখে। আচ্ছা, আচ্ছা, এখন তবে তুমি যাও।

ইয়া। নমস্কার, প্রভু! (গমনোদ্যম)

ওথেলো। হায়, কেন আমি বিবাহ করলুম! এ লোকটা অতি সজ্জন। যা দেখেছে, যা জানে, তা, সব আমায় বললে না।

ইয়া। (ফিরিয়া) দোহাই প্রভু, এ বিষয় নিয়ে আর বেশী তোলাপাড়া করবেন না। সময়ে আপনি সব প্রকাশ হবে। আর এক কথা, কেশিয়ো যদিও অতি কার্য্যদক্ষ লোক, তার পদে তাকে এখনই বাহাল করা উচিত, তবু কিছুদিন টালমাটাল ক'রে রাখলে হয় না? তা হ'লে তার সম্বন্ধে অনেক কথা বোঝবার সুযোগ হবে। দেখাই যাক না, সে কি করে! দেখুন না, তাকে বাহাল করবার জন্য কর্ত্রীই বা আপনাকে কতটা জোর-জবরদস্তী করেন। এই সব থেকে অনেক কথা বোঝা যেতে পারবে। ইতিমধ্যে আপনি আত্মহারা হবেন না। আপাততঃ ধ'রে নেবেন যেন আমি ভয়ে সংশয়ে একটু-বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আর সম্ভবত তা-ই। সে জন্য আমার মিনতি, কর্ত্রীর সঙ্গে আপাততঃ নির্দ্দোষীর মত ব্যবহার করবেন। কোন বিষয়ে কোন রকম বাধা দেবেন না।

ওথেলো। তোমার ভয় নেই, আমি ঠিকমত চলব।

ইয়া। তবে নমস্কার প্রভু!

[প্রস্থান।

ওথেলো। অতি সাধু, সরল-প্রকৃতি এই জন,
বিচক্ষণ সম বুঝে লোক-ব্যবহার।
দ্বিচারিণী বলি
পাই যদি নিশ্চিত প্রমাণ,
ছিন্ন করি হৃদিতন্ত্রী মোর
উড়াইয়ে দিব বিহঙ্গিনী—
স্বেচ্ছাচার স্বৈরিণীর গতি।
নির্ম্মম হইয়ে
কুলটায় করিব বর্জ্জন।
কুৎসিত আকৃতি মম,
বিলাসী যুবার সম নহি মিষ্টভাষী,
বয়স পড়েছে ঢলি'—
নহি তবু স্থবির এখনো—
সম্ভবত এই হেতু প্রতারিত আমি,
কুলটা অঙ্গনা
প্রবঞ্চনা করেছে আমায়—
ঘৃণাই এখন মম পরম সান্ত্বনা।
নিদারুণ অভিশাপ বিধাতার—
পরিণয়ে হয় মাত্র দেহের বন্ধন।
স্বেচ্ছাচারী লালসা নারীর
বুভুক্ষায় ভজে অন্যজনে।
বরঞ্চ বীভৎস ভেকরূপে
বিষময় অন্ধকূপে করিব বসতি—
পূতি-বাস্পে পুষ্টি করি বপু—
তবু প্রেমরাজ্যে মম
এক তিল অধিকার না দিব কাহারে।
[কিন্তু হায়,
এই ব্যাধি প্রবল সম্ভ্রান্ত ঘরে;
দরিদ্র সংসার
নাহি জানে হেন ব্যভিচার।
উচ্চ বংশে দুর্নিবার দুরদৃষ্ট হেন!
ভাগ্যের বিধানে আজন্ম-চিহ্নিত
কুলটার পতিরূপে মোরা।]
ভার্য্যা মম এই যে আগত।
দ্বিচারিণী—এই দেবী!
যদ্যপি সম্ভব,—স্বর্গ পবিত্রতা
পরিহাস ক'রে আপনায়!—
কখন না, কভু নাহি করিব প্রত্যয়।

(ডেজ্‌ডিমোনা এবং এমিলিয়ার প্রবেশ)

ডেজ্। এখানে একলাটি কি ভাবছ? আহার প্রস্তুত। তোমার নিমন্ত্রিত সব উপস্থিত—তোমার প্রতীক্ষা করছে।

ওথেলো। আমার অপরাধ হয়েছে।

ডেজ্। কেন এমন মনমরা হয়ে কথা কচ্ছ? কিছু অসুখ করেছে নাকি?

ওথেলো। হুঁ—মাথাটা বড্ড ধরেছে।

ডেজ্। হবেই ত, যে কাজের ভিড়! তা হোক, ও এখুনি সেরে যাবে। এস দেখি, ভাল ক'রে বেঁধে দি, এখ্খুনি ভাল হবে।

ওথেলো। তোমার রুমাল যে একটুখানি।

(রুমাল খুলিয়া ফেলিলেন এবং উহা নীচে পড়িয়া গেল)

ওথেলো। থাক্ থাক্, চল আমরা শীঘ্র যাই।

ডেজ্। তোমার শরীর ভাল নেই, আমারও মনে স্ফূর্ত্তি নেই।

[ওথেলো এবং ডেজ্‌ডিমোনার প্রস্থান।

এমি। ভালই হ'ল, রুমালখানা পড়ে পাওয়া গেল। এইখানিই সেনাপতির প্রথম প্রণয়-উপহার। কর্ত্তাটি আমার যা ধর্‌বেন, তা চাই। এইখানি চুরি করবার জন্যে কত সোহাগ, কত আদর, কত সাধাসাধি। এ দিকে সেনাপতিরও মাথার দিব্যি, রুমালখানি যেন না হারায়। সেই জন্যে সখীর এখানি যেন প্রাণের প্রাণ। দিন-রাত বুকে ক'রে থাকে, এর সঙ্গে কথা কয়, একে সোহাগ ক'রে কত চুমু খাওয়া হয়। ঠিক এমনি আর একখানা রুমালের পাড় বুনিয়ে নিয়ে কর্ত্তাকে দেব। এ নিয়ে যে তাঁর কি হবে, ভগবান্ জানেন! আর আমার জানবারই বা দরকার কি? যেমন ক'রে হোক, কর্ত্তাটিকে খুসী করুতে পারলেই হল।

(ইয়াগোর প্রবেশ)

ইয়া। কি! তুমি একলা হেথায় কি করুছ?

এমি। ধম্‌কাবেন না মশায়! আপনাকে একটি জিনিষ দেব ব'লে দাঁড়িয়ে আছি।

ইয়া। কাকে? আমাকে? জিনিষ? তা হলেই বোঝা গেছে, সে জিনিষের কোন দাম নেই! যেখানে সেখানে মেলে।

এমি। কি, বল দিকি?

ইয়া। এই তোমার মত, একটি নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক।

এমি। তাই না কি? সেই রুমালখানা যদি তোমায় দিতে পারি, তবে কি বক্‌শিস্ দাও?

ইয়া। কোন্ রুমাল?

এমি। কোন্ রুমাল? জানেন না যেন! সেনাপতির সেই প্রথম উপহার, যা চুরি করবার জন্য, উঠ্‌তে বস্‌তে দু'বেলা আমায় জ্বালাতন করেছ।

ইয়া। চুরি করেছ না কি?

এমি। পোড়া কপাল! চুরি করতে যাব কেন? গিন্নীর হাত থেকে অসাবধানে পড়ে গেল, সুযোগ পেয়ে আমিও তুলে নিলুম। এই দেখ।

ইয়া। বাহাবা ধনি! কই দাও, দাও।

এমি। সেটি হচ্ছে না! আগে বল, এ রুমাল নিয়ে কি করবে? চুরি করবার জন্যে আমাকে অত মাথার দিব্যি দিয়েছিলে কেন?

ইয়া। (রুমালখানা সহসা কাড়িয়া লইয়া) সে খবরে তোমার কাজ কি, চাঁদ?

এমি। দেখ, যদি তোমার বিশেষ দরকার না থাকে ত আমায় ফিরিয়ে দাও। এ রুমাল না দেখ্‌তে পেলে আমার সখী পাগল হবে।

ইয়া। তুমি ভাব দেখিয়ো, যেন কিছু জান না, এ রুমালে আমার ভারি দরকার। তুমি আর এখানে দাঁড়িয়ে থেক না, যাও।

[এমিলিয়ার প্রস্থান।

রাখিব রুমাল ল'য়ে কেশিয়োর বাসে—
যাহে অনায়াসে করগত হয় তার।
অতি তুচ্ছ বায়ুসম অসার প্রমাণ—
সংশয়ীর মন
শাস্ত্রবাক্য সম গণে গুরুতর করি।
কে জানে এ হ'তে—হ'তে পারে কিছু কাজ।
ঢেলেছি যে বিষ সেনাপতির শ্রবণে,
ক্রিয়া তার প্রত্যক্ষ এখনি হেরি।
মর্ম্মান্তিক দুশ্চিন্তাপ্রভাব—
স্বভাবতঃ বিষময়,
কিন্তু
প্রথমে বিস্বাদ তার নহে অনুভূত।
ক্রমে ধীরে মিশিলে রুধিরে,
অধীর করিয়ে
জ্বলে যেন গন্ধকের খনি—
বলেছি এ কথা।
হের, দেখ আসিতেছে সেনাপতি হেথা!
নাহি হেন মহৌষধি মাদক ধরায়,
তন্দ্রা-আকর্ষণকারী পানায় এমন,
যাহে সুনিদ্রা আনিবে চক্ষে তব—
কল্য যাহা ভুঞ্জিয়াছ,
এ জীবনে আর না ভুঞ্জবে!

(ওথেলোর পুনঃ প্রবেশ)

ওথেলো। ওঃ, আমার সঙ্গে প্রতারণা!

ইয়া। সেনাপতি, এখনও সেই সব মনে করুছেন? আর কেন?

ওথেলো দূর হও, দূর হও তুমি,
কণ্টক-শয্যায় নিক্ষেপ করেছ মোরে!
সত্য কহি,
হেন অস্পষ্ট ধারণা হ'তে
শতগুণে সত্যের কলঙ্ক ভাল।

ইয়া। কি বল্‌ছেন প্রভু?

ওথেলো। ছিল কি গোচর মম
গুপ্ত প্রেম-ব্যবহার তার?
দেখি নাই, ভাবি নাই মনে কোন কথা,
এ দারুণ ব্যথা ছিল না অন্তরে মম—
কি অনিষ্ট ছিল মম তায়?
বঞ্চিতাম আমোদে প্রমোদে,
সুনিদ্রায় হ'ত মম সুপ্রভাত নিশি।
প্রণয়ীর গোপন চুম্বন—
পাই নাই পরিচয় অধরে তাহার।
হৃত ধন যার, যদি সেই জন
নষ্ট-দ্রব্য অভাব না করে অনুভব,
চৌর্য্য কথা না শুনিলে কাণে—
অপহৃত নহে সে কি আর?

ইয়া। আপনার কথায় আমি মর্ম্মাহত হচ্ছি।

ওথেলো। [ওহো।
সমগ্র শিবির সনে পাপ আচরণে
ভার্য্যা মম কলঙ্কিত হ'ত যদি,
না জানিলে আমি,
রহিতাম অজ্ঞতা-আঁধারে সুখে।]
হায়! ফুরাইল—
চিরতরে সুখ শান্তি সন্তোষ আমার!
ফুরাইল মহাহব, ভৈরব উৎসব—
বৈরিনাশ-অভিলাষ পুণ্য ব্রত যার!
রণস্থল—সুসজ্জিত চতুরঙ্গ দল,
তুরঙ্গ উল্লাস, ভেরীর উচ্ছ্বাস,
শ্রবণ-বিদারী তূরী'রব
দুন্দুভির উন্মাদিনী ধ্বনি,
আর কি দানিবে আনন্দ অন্তরে মোর!
বিজয়-পতাকা—
বীরগর্ব্ব অরিখর্ব্বকর,
মহামার মহা আড়ম্বর—
সমর-গৌরব সব ফুরাইল হায়!
জিনি কোটি বজ্রের ঝঙ্কার
কঠোর হুঙ্কার যার,
জীববাতী মহা অস্ত্রচয়,
অভাগায় দেহ চিরবিদায় এখন,
জীবনের ব্রত মম সাঙ্গ এত দিনে!

ইয়া। এ কি সম্ভব প্রভু?

ওথেলো। নরাধম! জেনো স্থির,
(গ্রীবাদেশ ধারণ)
কুলটা বলিয়ে
দিতে হবে, দিতে হবে নিশ্চিত প্রমাণ—
চাক্ষুষ প্রমাণ চাহি, নহে সত্য কহি,
ছিল ভাল হ'তে যদি ঘৃণিত কুক্কুর।
নরাকারধারী হয়ে
নাহিক নিস্তার তব
প্রজ্বলিত ক্রোধানলে মোর!

ইয়া। শেষ এই হ'ল।

ওথেলো। চাহি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ,—নহে,
অকাট্য প্রমাণ—
যাহে সংশয়ের স্থান
তিলমাত্র নাহি রহে!
নহে—জেনো, তব নিকট শমন!

ইয়া।

ওথেলো যদি মম নির্য্যাতন যন্ত্রণা-কারণ
ক'রে থাক অলীক এ কুৎসার সৃজন—
জেনো স্থির,
যদি পরিহর দেব-উপাসনা,
দয়া-মায়া দাও বিসর্জ্জন;
যদি প্রকট ধরায়—
দানবীয় কল্পনায় তব
আছে যত বিভীষিকা ছবি—
ভয়ঙ্কর হ'তে ভয়ঙ্কর,—
হেরি যাহে স্তব্ধ হবে লোক,
দেব-চক্ষে বহিবে প্রবাহ,
তবু এই নারকীয় কুৎসার অধিক
সৃজিতে নারিবি কিছু,
মজিবারে অনন্ত নরকে।
(ইয়াগোকে ভূপাতিতকরণ)

ইয়া। ভগবান, রক্ষা কর! মশায়, আপনি মানুষ, না হিতাহিতচৈতন্যবর্জ্জিত জড়পদার্থ? আপনার মঙ্গল হোক! আর নয়, আমার ইস্তাফা নিন্‌। হা রে হতভাগা মূঢ়! অকপট ব্যবহার যেখানে পাপ, সেখানে তোর জীবন-ধারণ করাই ধিক্‌ হুঁসিয়ার! হুঁসিয়ার! সরলতা, স্পষ্টকথা, সংসারে নিরাপদ নয়! মহাশয়, আপনাকে অগণ্য ধন্যবাদ! আপনি আজ আমার মহা উপকার কর্‌লেন। এখন থেকে সাবধান হব, কাউকে আর বন্ধু ব'লে গণ্য করব না! ভালবাসা দেখছি মহা অপরাধ।

ওথেলো। যেয়ো না—দাঁড়াও। আমার মনে হয়, তুমি সজ্জন; কিন্তু তোমার অকপট সত্য বলা উচিত।

ইয়া। তার চেয়ে আমার শিক্ষা হওয়া উচিত, যে সরল ব্যবহার করে, সে ঘোর মূর্খ। যার জন্যে চুরি করে, শেষে সেই বলে চোর। যার কার্য্যে প্রাণপণ করে, শেষে সেই বিমুখ হয়।

ওথেলো। এ কি দ্বন্দ্ব অন্তরে আমার!
ঘূর্ণ্যমান মতি—
এই মনে হয় সতী, এই দ্বিচারিণী
ভাবি সত্য দোষারোপ তব,
মনে হয় মিথ্যা বলি পুনঃ!
প্রমাণ—প্রমাণ চাহি।
নির্ম্মল চন্দ্রমাসম ছিল যার নাম,
এবে কলঙ্ক-কালিমামাখা—
কুৎসিত বদন সম মোর।
তীক্ষ্ণ অস্ত্র, রজ্জু, কিংবা বহ্নি, হলাহল,
শ্বাসহর সলিলপ্রবাহ—
শত শত প্রতিশোধ উপায় থাকিতে
অপমান সহিব না কভু।
হায়,
এই দণ্ডে হয় যদি সংশয়-মোচন!

ইয়া। দেখছি, আপনি সর্ব্বনাশী ক্রোধে অভিভূত হয়েছেন। আমার আক্ষেপ হচ্ছে, কেন আপনাকে সব কথা বল্লুম!—সংশয়ের হাত থেকে মুক্তি পেতে চান?

ওথেলো। চাই কি? নিশ্চিত হব।

ইয়া। ইচ্ছা করলে হ'তে পারেন। কিন্তু কি প্রকারে কেমন ক'রে? কি রকমে সংশয়মুক্ত হতে চান? [স্বচক্ষে তাদের প্রেমালাপ দেখে?]

ওথেলো। ওঃ, কোথা মৃত্যু, কোথায় নরক?

ইয়া। আমার মনে হয়, তেমন ক'রে তাদের ধরা সুকঠিন। [এক শয্যায় শয়ন, তাদের নিজের চক্ষু ছাড়া আর কোন নরচক্ষুর গোচর হওয়া সম্ভব নয়।] এত বক্সর তারা নয়। তা হ'লে উপায়? কি ক'রে ধরা যায়? কি বলব? সংশয়মুক্তির তা হ'লে কি কোন উপায় নাই? [মাতাল, মূর্খ, কি জন্তুর মত নিতান্ত লজ্জাহীন হলেও এরূপ স্থলে তাদের হাতে-নাতে ধরবার কোন সম্ভাবনা নাই।] তবু বলি আগাগোড়া সকল অবস্থা বিবেচনা ক'রে এই দোষারোপের সত্যাসত্য নিরূপণ করা যায়, আর তাতে যদি আপনার সংশয়মুক্তি হয়, সে প্রমাণ দিতে পারি।

ওথেলো। সে যে ভ্রষ্টা—তার জীবন্ত প্রমাণ চাই।

ইয়া। দেখুন, কার্য্যটি আমার মনোগত নয়, তবে নির্ব্বোধের মত সত্যের খাতিরে, আর আপনাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করি বলেও বটে, যখন এতটা এগিয়ে পড়েছি, তখন ফিরব না। শুনুন, সম্প্রতি একদিন আমি কেশিয়োর সঙ্গে এক বিছানায় শুয়েছিলুম। শুলুম বটে, মশায়, কিন্তু দাঁত-শুলুনির জন্যে সারা রাত ঘুম হ'ল না। আপনার বোধ হয় জানা আছে, কতকগুলো লোক আছে, যাদের মনের মোটে আঁটসাঁট নেই। কোথায় কবে কি করেছে না করেছে, ঘুমুতে ঘুমুতে সেই সব কথা বিড় বিড় ক'রে বকতে থাকে। আমাদের সহকারীটিও এই ধাতের। মশায়, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বল্লে কি—'প্রিয়তমে ডেজ্‌ডিমোনা, খুব সাবধান, আমাদের এই গুপ্ত প্রেম যেন প্রকাশ না হয়!' তার পর ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে বল্‌তে লাগল, "হায় রে, অভিশপ্ত নিয়তি কেন তোমায় ঐ কালো ভূতের হাতে অর্পণ করলে?"

ওথেলো। ওঃ, অসহ্য! অসহ্য!

ইয়া। বিচলিত হবেন না, স্বপ্ন বৈ ত নয়।

ওথেলো। হোক্ স্বপ্ন, এ স্বপ্ন সত্যের পুনরভিনয়। এ স্বপ্ন মনে ঘোর সন্দেহের উদয় করে।

ইয়া। তা বটে। আর পরে যদি কোন প্রমাণ পাওয়া যায়, তাও কতদূর সত্য মিথ্যা বোঝা যেতে পারে। আর ক্ষীণ প্রমাণকে ত দৃঢ়তর করেই।

ওথেলো। আমি সে কুলটাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে ছিঁড়ে ফেলব।

ইয়া। স্থির হোন, বিশেষ বিবেচনা ক'রে কাজ করতে হবে। চাক্ষুষ প্রমাণ এখনো কিছু পাওয়া যায়নি। এখনো প্রমাণ হ'তে পারে, হয় ত তিনি নির্দ্দোষ সতী। একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আপনার স্ত্রীর হাতে কখনো কি একখানা রুমাল দেখেছেন? বেশ সুন্দর কাজ করা, লতাপাতা ফুলতোলা।

ওথেলো। সে রুমাল ত আমিই তাকে দিয়েছি। আমার প্রথম প্রণয়-উপহার।

ইয়াগো। সে কথা আমি জানিনে মশাই, কিন্তু তেমনি একখানা রুমাল—সেখানা আপনার স্ত্রীরই বটে—আজ দেখলুম, তা দিয়ে কেশিয়ো দাড়ি সাফ করছেন!

ওথেলো। যদি সত্য সেই রুমাল হয়—

ইয়া। সেইখানাই হোক, কি আপনার স্ত্রীর আর কোন রুমালই হোক, অন্যান্য প্রমাণের সঙ্গে এটাকে ত খুব গুরুতর বলেই ধরতে হবে।

ওথেলো। হায়, থাকিত যদ্যপি
শত সহস্র জীবন দুরাত্মার,
ক্ষুদ্র এক প্রাণ, মম প্রতিহিংসানলে
অতি তুচ্ছ আহুতি সে।
সত্য অপরাধ,
নাহিক সংশয়মাত্র আর।
হে সুহৃদ্,
হের, এই দণ্ডে হৃদি হতে মম
সব প্রেম, বাতুলতা
করি দূর একই ফুৎকারে।
অস্তিত্ব নাহিক মাত্র তার।
ওঠ, ওঠ জিঘাংসা করাল
নরকের শূন্যগর্ভ হতে!
এস ঘৃণা অত্যাচার সনে
মম হৃদি-সিংহাসনে,
মুকুটিত প্রেমরাজ্য কর অধিকার!
বিস্ফারিত হও হৃদি হলাহল-তেজে,
বক্ষ মম সর্পের বিবর!

ইয়া। স্থির হোন্, স্থির হোন্!

ওথেলো। রুধির—রুধির—রুধিরপিপাসী প্রাণ!

ইয়া। ধৈর্য্য ধরুন, আপনার মন এখনও পরিবর্ত্তন হতে পারে।

ওথেলো। কখনো না।
প্লাবন-প্রবাহ যবে প্রচণ্ড বেগেতে
ছোটে ধ্বংস লক্ষ্য করি,
মমতায় ফিরে নাহি চায়,—
জেন, সেইরূপ রুধির-পিপাসা মম।
পুনঃ প্রেম-মমতায় ফিরে না চাহিবে,
যতদিন প্রতিশোধ বিশাল কবলে
নাহি গ্রাসে দুই জনে!
শোন শপথ আমার—
(হাঁটু গাড়িয়া)
সাক্ষী হও উজ্জ্বল গগন,
বাক্য মম কভু নাহি হইবে লঙ্ঘন!

ইয়া। (হাঁটু গাড়িয়া) তিষ্ঠ ক্ষণকাল এই ভাবে মহাশয়!
সাক্ষী হও চিরোজ্জ্বল তারকামণ্ডল,
জল স্থল পবন গগন—
ভুবন বেষ্টন করি বিরাজিত যারা—
সাক্ষী হও,
আজি হ'তে প্রাণ মন বুদ্ধি-বল মম
ব্যথিত প্রভুর কার্য্যে করিনু নিয়োগ।
দিয়ে বিসর্জ্জন
দয়া মায়া হিতাহিতজ্ঞান,
আজি হ'তে অসঙ্কোচে করিব পালন
রুধিরাক্ত আদেশ তাঁহার।

ওথেলো। তব অনুরাগে
পাইলাম পরম সন্তোষ।
ধন্যবাদ মুখের কথায় নহে,
কৃতজ্ঞতা করিব জ্ঞাপন—
বিশ্বস্ত কার্য্যের ভার করিয়ে অর্পণ
এই দণ্ডে তব পরে।
আজি হ'তে তৃতীয় দিবসে
দিতে চাও নিশ্চিত সংবাদ—
বিশ্বাসঘাতক প্রতারক
জীবিত নাহিক আর।

ইয়া। তব আজ্ঞা করিব পালন—
নিশ্চিত মরণ বন্ধুর আমার।
কিন্তু, প্রভু, নারীবধে নাহি প্রয়োজন।

ওথেলো। উচ্ছন্ন, উচ্ছন্ন যাক্ কামুকী প্রেতিনী!
চল যাই, নির্জ্জনে করিব স্থির—
দেবীরূপা পিশাচীর
ত্বরা মৃত্যু সাধিব যেরূপে।
আজি হ'তে
মম সহকারিপদে বরিনু তোমারে।

ইয়া। আমি তব ক্রীতদাস চিরদিন তরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

দুর্গ-সমীপে

(ডেজ্‌ডিমোনা, এমিলিয়া এবং রঙ্গদারের প্রবেশ)

ডেজ্। ওরে, তুই সহকারী-সেনাপতির ঠিকানা জানিস?

রঙ্গ। ওরে বাপ রে, আমার তেমন বুকের পাটা নয়, মাঠাকরুণ!

ডেজ্। কেন রে, কেন?

রঙ্গ। তিনি সেপাই মানুষ, তাঁর ঠিকানা করতে গেলে আমাকে একেবারে ঠিকানায় পৌঁছতে হবে।

ডেজ্। আহা, বল না, তিনি থাকেন কোথায়?

রঙ্গ। আজ্ঞে, যেখানে তিনি থাকেন, ঠিক সেইখানে।

ডেজ্। তার মানে তুই জানিস নে।

রঙ্গ। আজ্ঞে, ঠিক বলেছেন। ঠিকানা জানিও না, ঠিকানা করতেও পারব না।

ডেজ্। শোন্ না, কাউকে জিজ্ঞাসা করেও ঠিক করতে পারবি না ?

রঙ্গ। আজ্ঞে, জিজ্ঞাসা করতে পারব, ঠিক করতে পারব না।

ডেজ্। শোন্, তুই তাঁর ঠিকানা খুঁজে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে বলবি, একবার এখানে আসতে। আর বলিস, সেনাপতিকে তাঁর কথা বলেছি ; ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। পারবি ?

রঙ্গ। আজ্ঞে, মনে হচ্ছে পারব। চেষ্টা ক'রে দেখি

প্রস্থান

ডেজ্। রুমালখানা কোথা ফেল্‌লুম, বল দেখি ?

এমি। তাই ত সখি !

ডেজ্। রাশি-প্রমাণ অর্থ হারালে আমার অত দুঃখ হ'ত না। আমাকে বড্ড ভালবাসেন তাই, নইলে সন্দিগ্ধ লোকদের মত তাঁর যদি নীচ মন হত, তিনি কি ভাবতেন ! হয় ত কত কি সন্দেহ করতেন !

এমি। কর্ত্তার মনে সংশয়-বিষ নাই না কি ?

ডেজ্। কার ? তাঁর ? না, সে বিষ তাঁর ধাতে নেই। তিনি যে দেশে জন্মেছেন, সে স্থানে সর্ব্বপাপহর সূর্য্যদেবের প্রখর প্রভাব তাঁর নির্ম্মল করে তাঁকেও নির্ম্মল করেছে।

এমি। ঐ যে প্রভু আসছেন।

ডেজ্। আসুন না, আজ কেশিয়োকে যতক্ষণ না ডাকিয়ে আনাচ্ছেন, ততক্ষণ আমি ছাড়ছি নে।

(ওথেলোর প্রবেশ)

এখন কেমন আছ ?

ওথেলো। বেশ আছি। (স্বগত) ওঃ—কেমন ক'রে এর সঙ্গে ছলনা করি !—কি দুষ্কর ! (প্রকাশ্যে) তুমি কেমন আছ ?

ডেজ্। বেশ আছি।

ওথেলো। দেখি, তোমার হাত দেখি—বাঃ, এ যে দিব্যি রসাল হাত—খুব সরস !

ডেজ্। বার্দ্ধক্য কি শোক-তাপের সঙ্গে ত এখনো এ হাতের পরিচয় হয় নি।

ওথেলো। এ হাত খুব মুক্তহস্ত ! যার এমন হাত, তার হৃদয় খুব উদার—যেমন নরম, তেমনি গরম ! এ হাতকে তোমার অতি কঠোর সংযমে রাখা উচিত। কঠোর তপ, পূজা অর্চ্চনা, উপবাস এর বিধান। চঞ্চল উদ্দাম লালসার বশে সহজেই এ হাত প্রলোভনে ভুলতে পারে। বেশ হাত তোমার, খুব দরাজ !

ডেজ্। এ কথা তুমি বলতে পার। এই হাতখানি ত তোমাকে আমার হৃদয় দান করেছে।

ওথেলো। হাঁ, হাতখানি উদার বটে ! সে কালে হৃদয়ই দাতার কাজ করত—হৃদয়ই পাণি দান করত ; এ কালের নূতন বিধান ! হাতে কেবল পাণিই দান করে, হৃদয় নয় !

ডেজ্। এখনকার বিধান আমি জানি না। এখন তোমার কথা রাখো।

ওথেলো। কি কথা, প্রিয়ে ?

ডেজ্। আমি কেশিয়োকে ডেকে পাঠিয়েছি, তার কথা সে এসে বলবে।

ওথেলো। আমার সর্দ্দি হয়ে চোখ দে জল পড়ছে। ভারি কষ্ট হচ্ছে ! তোমার রুমালখানা দাও দিকি।

ডেজ্। এই নাও।

ওথেলো। না, না, ও রুমাল নয়। যেখানা আমি তোমায় দিয়েছিলুম।

ডেজ্। সেখানা এখন আমার কাছে নেই।

ওথেলো। নেই ?

ডেজ্। না, সত্যই নেই।

ওথেলো। কি সর্ব্বনাশ ! সে রুমাল এক বৃদ্ধা আমার মাকে দিয়েছিল। সে যাদুকরী ছিল। [লোকের মনের কথা বুঝতে পারত। সেই যাদুকরী] আমার মাকে বলেছিল, যতদিন রুমাল তাঁর কাছে থাকবে, ততদিন তিনি স্বামি-সোহাগিনী হয়ে থাকবেন, আর আমার পিতাকেও সম্পূর্ণ বশে রাখতে পারবেন। কিন্তু রুমালখানি হারালে কি ইচ্ছা ক'রে কাউকে দিলে মা পতির বিরাগ-ভাগিনী হবেন, আর আমার পিতাও নূতন প্রেমে আসক্ত হবেন। মৃত্যুকালে মা আমাকে রুমালখানি দিয়ে ব'লে গিয়েছিলেন, যদি কখন বিবাহ করি, আমার স্ত্রীকে সেখানি দিতে। আমি তোমায় সেখানি দিয়েছি। খুব সাবধান ! সেখানি অতি প্রিয় বস্তুর মত চোখে-চোখে রেখো। যদি হারাও, কি কাউকে দাও, তা হলে ঘোর অমঙ্গল হবে।

ডেজ্‌। বল কি? এ কি সম্ভব?

ওথেলো। সম্ভব কি? সত্য। [সে রুমালের সুতোয় সুতোর পাকে পাকে কুহক জড়ানো। দু'শ বৎসরের এক বৃদ্ধা কুহকিনী—তার ওপর যখন দেবতার ভর হয়েছিল, সেই সময় সে রুমাল বুনেছিল; মন্ত্র-পূত কীট থেকে তার রেশম তৈরী হয়। আর সে রেশম মৃতা কুমারীর হৃৎপিণ্ড-রসে রঞ্জিত।]

ডেজ্‌। বাস্তবিক, এ কি সত্য?

ওথেলো। সত্য—সত্য—সত্য—খুব সত্য! সে রুমাল সাবধানে রেখো, যেন কখন হারায় না।

ডেজ্‌। এমন জিনিষ আমার হাতে কেন দিলে?

ওথেলো। কেন বল দেখি? হয়েছে কি?

ডেজ্‌। তুমি এমন উগ্র, উত্তেজিত হয়ে কথা কইছ কেন?

ওথেলো। সত্যি করে বল, লুকিয়ো না! তুমি সে রুমাল নিশ্চয় হারিয়েছ—আর পাওয়া যাবে না।

ডেজ্‌। ভগবান্ রক্ষা কর!

ওথেলো। তবে সত্যিই হারিয়েছ?

ডেজ্‌। না, হারায় নি। আর যদিই বা হারিয়ে থাকে—

ওথেলো। কেমন করে হারাল?

ডেজ্‌। হারায় নি ত বলছি—

ওথেলো। কই, নিয়ে এস, আমি দেখি।

ডেজ্‌। মনে করেছ, আমি খুঁজে আনতে পারব না? পারি—কিন্তু কখ্‌খন ত আনব না। বুঝেছি, বুঝেছি—এই ছল করে আমার কথা চাপা দিচ্ছ! তা হবে না। তুমি এখনি কেশিয়োকে তার কাজে নিযুক্ত কর।

ওথেলো। তুমি যাও, আগে রুমাল এনে আমাকে দেখাও। আমার মনে নানা আতঙ্ক হচ্ছে।

ডেজ্‌। যাও, আর অত ভয় দেখাতে হবে না।—কেশিয়োর মত অমন উপযুক্ত লোক আর পাবে না।

ওথেলো। রুমাল—

[ডেজ্‌। আমার কথা রাখ, কেশিয়োর কথা কও!

ওথেলো। রুমাল—]

ডেজ্‌। যে তোমায় আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি করে, ভালবাসে; যে মনে জ্ঞানে তোমার আশ্রিত; যার ভালমন্দ সব তোমার ওপর নির্ভর; একসঙ্গে দুজনের মাথার ওপর দিয়ে কত আপদ বিপদ গিয়েছে—

ওথেলো। রুমাল—

ডেজ্‌। দেখ, সত্যি কথা বলতে দোষ তোমারই—

ওথেলো। দূর—

[ওথেলোর প্রস্থান।

এমি। সখি, তুমি বলেছিলে না, এঁর ধাতে রিষ নেই?

ডেজ্‌। কখনই ত এ রকম দেখিনি। নিশ্চয়ই সে রুমালের কোন গুণ আছে। হায়, কেন হারালুম! আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে!

এমি। [দুদিন ঘর করেই মানুষ চেনা যায় না। আমরা যেন এদের ক্ষিদের খোরাক। যতক্ষণ ক্ষিদে, ততক্ষণ আদর; তার পর পেট ভরলে ওগরাবার পালা।] এই যে কেশিয়ো এসে হাজির, আমার কর্ত্তাটিও সঙ্গে।

(কেশিয়ো ও ইয়াগোর প্রবেশ)

ইয়া। আর অন্য উপায় নেই, কর্ত্রীকে দিয়েই কাজ বাগিয়ে নিতে হবে। বাঃ বাঃ, তোমার বরাত সুপ্রসন্ন! কর্ত্রী এখানে উপস্থিত। যাও, একটু জোর করে বল।

ডেজ্‌। কেশিয়ো, সংবাদ কি?

কেশি। দেবি, নূতন সংবাদ আর কি, সেই পুরানো কথা। আমায় দয়া করুন! আপনার প্রভূত সহায়তায় যাতে আমি আমার পূর্ব্ব পদ ফিরে পাই, তার উপায় করুন। আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি দিয়ে যাঁকে আমি পূজা করে থাকি, তাঁর দয়া থেকে যাতে না বঞ্চিত হই, এ আপনাকে করতেই হবে। [কিন্তু যা-হয় হোক, কালবিলম্ব আমার অসহ্য হয়েছে। যদি আমার অপরাধ এমন সাঙ্ঘাতিকই মনে করেন যে, প্রভুর কার্য্যে আমার এতদিনের অনুরাগ, আমার তীব্র অনুতাপ, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় আমার প্রাণপণ সঙ্কল্প সব নগণ্য হয়, কিছুতেই তাঁর দয়ার উদ্রেক হবে না, কি করব, আমি নাচার! তবে সে কথা আমার জানাই ভাল। তা হলে মনকে কোন রকমে প্রবোধ দিয়ে, আর নিয়তির কৃপার ওপর নির্ভর করে নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে পারি।]

ডেজ্‌। কেশিয়ো, তুমি অতি বিনয়ী, অতি নম্র! কিন্তু কি করব। প্রভুর কাছে আমি এখন কোন কথা বললে ফল হবে না। আমার প্রভু আর সে প্রভু নাই। চোখে দেখলে মনে হয় সেই মানুষ, কিন্তু ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। ধর্ম্ম

সাক্ষী! তোমার সম্বন্ধে যতদূর বলবার, বলেছি। কিন্তু আমার জেদে কেবল অসন্তোষভাগিনী হয়েছি মাত্র। আর কিছুদিন ধৈর্য্য ধরে থাক, আমি এখনও ছাড়ব না, সময় পেলেই আরও বলব। নিজের জন্যে যে সাহস না করি, তোমার জন্যে তা করব। এ ছাড়া এখন আর আমি কি করতে পারি।

ইয়া। সেনাপতি কি রাগ করলেন না কি?

এমি। এই মাত্র ত দেখলেম, ক্রোধে অধীর হয়ে এখান থেকে চলে গেলেন।

ইয়া। কি আশ্চর্য্য! সেনাপতির রাগ! আমি স্বচক্ষে দেখেছি, কামানের গোলায় তাঁর সৈন্যদল ছিন্নভিন্ন হচ্ছে—একটা গোলা সয়তানের মত এসে তাঁর সহোদর ভাইকে যেন তাঁর হাত হতে ছিনিয়ে নিয়ে গেল—কিন্তু সেনাপতির চক্ষে একবার পলক পড়েনি। সেই মানুষের রাগ! যদি হয়ে থাকে ত নিশ্চয়ই কোন গুরুতর কারণ আছে। আমি সন্ধান নিচ্ছি। সেনাপতির ভাবান্তর কখন তুচ্ছ কারণে হয় নি।

ডেজ্‌। তাই যাও। অনুগ্রহ করে তুমি একবার সন্ধান নাও, কি হয়েছে।

[ইয়াগোর প্রস্থান।

নিশ্চয় ভেনিসের রাজকার্য্যে বিঘ্ন ঘটেছে। আর নয়, এখানকার কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্র হঠাৎ প্রকাশ হয়ে তাঁর স্থির চিত্ত বিচলিত করেছে। পুরুষ মানুষের এই স্বভাব—মন যখন উচ্চ ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তায় মগ্ন, তখন তুচ্ছ বিষয়ে মিছে রাগরঙ্গ করে। [একটা আঙুলে ব্যথা হলে মন হয় যেন সর্ব্ব-শরীর টন টন করছে। দেবতা ত আর নয় যে, একেবারে নির্ব্বিকার হবে! আর চিরকালই কি বরের মত বাসরের সোহাগ করবে? সে যে আশা করাই ধিক্ আমায়! ছি, ছি, তার একটু কঠোর ব্যবহারে মনে মনে কত অভিমান করছি! এই আমি "সুলোচনা বীরাঙ্গনা"—একটুতেই নিষ্ঠুর বলে এত অভিযোগ! সত্যি বলছি, সখি, আমার মন তাঁর বিপক্ষে কত কথাই বলেছিল। এখন বুঝেছি, তাঁর সব কথাই মিছে।]

এমি। তাই হোক, সখি! ভগবান্ করুন যেন রাজকার্য্যই হয়। তোমার ওপর মিছে সন্দেহ করে যেন মাথায় বিষের আগুন না জ্বালেন!

ডেজ্‌। আমি ত সন্দেহের কাজ কখন কিছু করিনি।

এমি। কিন্তু যারা সংশয়ী, তারা কি তা শোনে। করা-করিতে কি আসে যায়, সখি! সন্দ করে স্বভাবদোষে—ও একটা বাই। বিষ—রাক্ষস। ও স্বয়ম্ভু—আপনা হতে জন্মায়।

ডেজ্‌। ভগবান্ করুন যেন সে রাক্ষস কখন না আমার প্রভুর মনকে অধিকার করে!

এমি। ভগবান্ তাই করুন!

ডেজ্‌। যাই, একবার দেখি, কি কচ্ছেন। কেশিয়ো, তুমি এইখানে একটু অপেক্ষা কর। যদি সুযোগ পাই, তোমার কথা তুলব। আমার সাধ্যমত কোন ত্রুটি হবে না।

কেশি। দেবি, আমার বিনীত ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

[ডেজ্‌ ডিমোনা এবং এমিলিয়ার প্রস্থান।

(বিয়াঙ্কার প্রবেশ)

বিয়া। বেঁচে থাক, বন্ধু!

কেশি। বাড়ী ছেড়ে এখানে কি মনে করে? কেমন আছ, সুন্দরি। সত্য বলছি, আমি তোমারই কাছে যাচ্ছিলুম।

বিয়া। আমিও তোমার বাসায় যাচ্ছিলুম। একেবারে এক হপ্তা দেখা নেই—সাত দিন সাত রাত! আট কুড়ি আট ঘড়ি! যাকে বসে-বসে এমনি করে সময় গুণতে হয়, সেই জানে, সময় ফুরুতে চায় না—একদিন মনে হয়, এক যুগ!

কেশি। রাগ কোর না, ভাই! এ কদিন ভারি দুর্ভাবনায় দিন যাচ্ছে। তা হোক, সুদিন পেলে এ বিরহ-ঋণ সুদ-সুদ্ধ শোধ দেব, সুন্দরি, (রুমাল প্রদান করিয়া) এইখানির মত এক-খানি রুমাল আমায় বুনে দাও দিকি।

বিয়া। বন্ধু, এ রুমাল কোথা থেকে এল? ও, বুঝেছি, বুঝেছি! কার সঙ্গে নূতন ভাব হয়েছে —এ তারই উপহার। ও, তাই ত বলি, এত দিন দেখা নাই কেন? আমিই কেবল ভেবে মরেছি! শেষ এই হল! বেশ, বেশ!

কেশি। যাও, আর জ্বালিয়ো না। নূতন প্রণয়িনীর উপহার মনে করে তোমার বিষ হচ্ছে। ও সব সয়তানের ফোস্‌লানি শুন না। এ সয়তানী বুদ্ধি সয়তানের মুখের ওপর ছুড়ে ফেলে দাও। তোমার দিব্যি, তোমার সন্দ মিছে!

বিয়া। এ রুমাল তবে কার?

কেশি। তা ত জানিনি, ভাই, আমার ঘরে পড়ে ছিল—পড়ে পাওয়া ধন। কিন্তু যে ফেলে গেছে,

সে আজ না হয় কাল সম্ভবতঃ ফিরে চাইবে। এর কাজটি আমার ভারি পছন্দ হয়েছে, তাই ফিরে দেবার আগে এমনি একখানি তোমায় দিয়ে বুনিয়ে নেব, ঠিক করেছি। তুমি এখানি নিয়ে যাও। দেখে, একখানি আমায় বুনে দিয়ো। আর এখন এখান থেকে সরে পড়।

বিয়া। সরে পড়ব—কেন?

কেশি। আমি এখানে সেনাপতির সঙ্গে দেখা করব বলে অপেক্ষা করছি। তিনি আমাদের যুগলরূপ দেখতে পান, সেটা ইচ্ছা করিনি; তাতে আমার যে খুব সম্মানবৃদ্ধি হবে, তাও মনে করিনি।

বিয়া। তার মানে?

কেশি। তার মানে এ নয় যে তোমায় ভালবাসিনি।

বিয়া। অর্থাৎ—ভালবাস না। বুঝেছি। তা না হয়, আমায় দু'পা এগিয়ে দাও না। তাও পারবে না? আজ রাত্রেই দেখা পাব কি না, বল।

কেশি। আমি ত তোমার সঙ্গে বেশী দূর যেতে পারব না। এখানে আমার সেনাপতির জন্যে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। আমি শীগ্‌গিরই তোমার ওখানে যাচ্ছি।

বিয়া। বেশ! যখন পারবেই না, তখন আর চারা কি!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সাইপ্রাস্ দ্বীপ—দুর্গ-সম্মুখ

(ওথেলো ও ইয়াগো)

ইয়া। এতে কি মনে হয়?

ওথেলো। মনে হয়? মনে আর কি হতে পারে? গোপন-চুম্বন নির্দোষ? এ যে সব সয়তানের ওপর সয়তানী। মন নিষ্পাপ হলেও এরূপ ব্যবহার প্রলোভনের উদ্দীপক। সে প্রলোভন থেকে স্বয়ং ভগবান্‌ও রক্ষা করতে অক্ষম।

ইয়া। মনে পাপ না থাক্‌লে নিশ্চয় ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু, ধরুন, আমার স্ত্রীকে যদি আমি একখানা রুমাল দি—

ওথেলো। তাতে কি?

ইয়া। তাতে আর কি—তা হলে ত সেখানা তার জিনিস—সে যাকে ইচ্ছে তাকে দিতে পারে না কি?

ওথেলো। তার ধর্ম্মও তার নিজস্ব সম্পত্তি। তাই বলে তাও কি সে বিলিয়ে দিতে পারে?

ইয়া। ধর্ম্মের কথা, হুজুর, আলাদা। সে বস্তু অশরীরী—চোখে দেখা যায় না। যাদের নেই, প্রায়ই তারা দেখায় যেন কত আছে! ধর্ম্মের কথা নয়। কিন্তু রুমালখানা—

ওথেলো। আঃ, আবার সেই রুমাল? ভগবান্, একেবারে যদি মন থেকে মুছে ফেল্‌তে পারতুম! হাঁ, তুমি বলেছিলে বটে—মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন গৃহে অমঙ্গলের অগ্রদূত বায়সের মত আমার স্মৃতিকে অভিভূত ক'রে আসছে।]—সেই রুমাল কেশিয়োকে দিয়েছে।

ইয়া। তা দিলেই বা, হুজুর!

ওথেলো। বেসুর, বেসুর! এ সুর আগেকার মত নয়।

ইয়া। যদি বলেই থাকি, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, সে আপনার সর্ব্বনাশ করেছে। যদি স্বকর্ণে শুনে থাকি, সে নানা কথা রটাচ্ছে। [এমন পাষণ্ড অনেক আছে—যারা, হয় প্রেমের ধান্দায় স্ত্রীলোককে নাছোড়বান্দা হয়ে ভজে, আর নয় গায় পড়া স্ত্রীলোকের পায়-ধরায় মজে,—এরা ত দায় পড়ে নানা কথা রটাবেই।]

ওথেলো। কিছু বলেছে?

ইয়া। বলেছে। কিন্তু, প্রভু, নিশ্চয় জানবেন, যা উগরেছে, তা ফের গিলে ফেল্‌বে।

ওথেলো। কি রটাচ্ছে?

ইয়া। আজ্ঞে, রটাচ্ছে যে—[সে—যে—কত কি—জানিনি কি—]

ওথেলো। কি—কি?

ইয়া। নির্জ্জনে আমোদ-প্রমোদ—

ওথেলো। আমার স্ত্রীর সঙ্গে?

ইয়া। সঙ্গে বলুন, আর যা-ই বলুন, আপনার যা অভিরুচি।

ওথেলো। কি—কি—আমোদ-প্রমোদ—রুমাল স্বীকার—রুমাল—কবুল—ফাঁসি—আগে ঝুলুক, তার পর প্রমাণ! না—না—সর্ব্বশরীর থর থর করে কাঁপছে—হাওয়ায় কাঁপে না—ছাওয়ায় কাঁপে না—কারণ নইলে কার্য্য হয় না। শুধু কথায় কাঁপছি নি—আদর—চুম্বন—ধিক্! নাক

—কাণ—ঠোঁট—এতদূর! সত্যি কি সম্ভব?
কবুল—স্বীকার—রুমাল—সয়তান—সয়তান—
(মূর্চ্ছা।)

ইয়া। ধরেছে—ঔষধ—
বহ বহ গরল-প্রবাহ শিরে শিরে—
সরল বিশ্বাসী নির্ব্বোধ এমনি মজে!
সাধ্বী সতী নির্দ্দোষ রমণী
হয় মিথ্যা কলঙ্ক-ভাগিনী।
মহাশয়, মহাশয়—

(কেশিয়োর প্রবেশ)

কেশিয়ো, এ সময়?
কেশি। এ কি ব্যাপার?
ইয়া। সেনাপতির মূর্চ্ছা হয়েছে। মৃগী-রোগ—কালও একবার এমনি হয়েছিল।
কেশি। রগের কাছটা বেশ ক'রে ঘসে দাও দিকি।
ইয়া। না, না। জোর করে মূর্চ্ছা ভাঙলে মুখ দিয়ে গাঁজলা ভাঙতে থাকবে। দেখতে দেখতে বিকট উন্মাদের লক্ষণ সব দেখা দেবে। এই নড়ে উঠেছেন। তুমি একটু সরে যাও। এখনি বেশ জ্ঞান হবে। সেনাপতি সুস্থ হয়ে এখান থেকে উঠে গেলে তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ পরামর্শ আছে।

[কেশিয়োর প্রস্থান।

হুজুর, কি ব্যাপার বলুন দিকি? [আপনার মাথায় আঘাত লাগেনি ত?
ওথেলো। ঠাট্টা করছ?
ইয়া। ঠাট্টা, হুজুর? দোহাই বলছি—না। আমি চাই—নিয়তির বজ্রাঘাত আপনি মানুষের মত মাথা পেতে নিন্।
ওথেলো। মানুষ! কুলটার পতি মানুষ নয়—কিম্ভূতকিমাকার পশু।
ইয়া। তাহলে, হুজুর ঠক বাছতে গাঁ ওজড় হয়। এই সহরের ঘরে ঘরে সব পশু।]
ওথেলো। কেশিয়ো সব কথা স্বীকার করেছে?
ইয়া। মশায়, মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দেবেন না। [ভেবে দেখুন, যার স্ত্রী আছে, তারই আপনার মত দশা ঘটতে পারে। কলঙ্কিত শয্যা পবিত্র মনে করে কত লোক আরামে শয়ন করছে। আপনার ত বরাত ভাল! সতী ভেবে কুলটাকে নিঃসংশয়ে সোহাগ করা—সয়তানের নারকীয় উপহাস। না, হুজুর, এমন ভেড়ো আমি হতে চাইনে! আমি ঠিক জানতে চাই, আমার স্ত্রী সতী কি অসতী। আমার সঙ্গে সে যে রকম ব্যবহার করবে, তেমনি ঠিক কড়ায় গণ্ডায় শোধ পাবে।
ওথেলো। তুমি অতি বিচক্ষণ! ঠিক বলেছ!]
ইয়া। আপনি একটু আড়ালে যান দিকি। মনের চারিদিকে বেশ করে ধৈর্য্যের বেড়া দিন। আপনি যখন নিদারুণ মনঃকষ্টে—আর তাও বলি, এতটা বাড়াবাড়ি দেখানো আপনার মত লোকের পক্ষে ভাল নয়—মনঃকষ্টে এখানে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, সেই সময় কেশিয়ো এসেছিল! কি করি! আপনার মৃগীরোগ বলে কোনরকমে তাকে সরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু পরামর্শ আছে বলে এখনি আবার তাকে ফিরে আসতে বলেছি! সেও বলে গেছে, আসছি। আপনি এইখানটায় একটু লুকিয়ে থাকুন্। তার ভাবভঙ্গী বেশ করে লক্ষ্য করুন। দেখবেন,—ঠাট্টা, বটকেরা, টিট্‌কিরি, তেনেস্তার ভাব সুস্পষ্ট যেন সমস্ত মুখখানা জুড়ে বসে রয়েছে। আমি কৌশল করে আবার তার পেটের কথা সব বের করে নেব। কোথায় কখন, কেমন করে, কতদিন ধরে, কতবার আপনার স্ত্রীর সঙ্গে তার গুপ্তলীলা চলছে, আবার কবে দুজনের দেখাশোনা হবে! আপনি খালি তার ভাবভঙ্গীটে বেশ ক'রে লক্ষ্য করবেন। কিন্তু সাবধান—সহিষ্ণুতা! নৈলে বুঝব, প্রতিহিংসায় আপনার মনুষ্যত্বকে একেবারে জেরে ফেলেছে।
ওথেলো। শোন শোন,—শৃগালের সহিষ্ণুতা,
কিন্তু বুঝিয়াছ?
ধৈর্য্যে ঢাকা সাংঘাতিক রুধির-পিপাসা!
ইয়া। মন্দ কথা নয়—বেশ। কিন্তু হঠাৎ কিছু করে বসবেন না যেন! এখন লুকন।

[ওথেলোর অন্তরালে গমন।

ইয়া। (স্বগত) কেশিয়োর সঙ্গে তার সেই রক্ষিতা বেশ্যাটার কথা কইব। [দেহ বেচে বিবির পেট চলে, কিন্তু কেশিয়োর জন্য পাগল। বেশ্যাদের এই রোগ—অনেককে মজায়, কিন্তু একজনের জন্যে মজে।] প্রণয়িনীর কথায় ছোকরা একেবারে হেসে লুটোপুটি খায়। এই যে ইয়ার আসছেন। কেশিয়ো যত হাসবে, সেনাপতি তত ক্ষেপবে। এর ভাবভঙ্গী, হাসি, ছ্যাব্‌লাম সব বেকুব্ সংশয়ীর মত উলটো বুঝবে।

(কেশিয়োর পুনঃ প্রবেশ)

আসুন, সহকারী-সেনাপতি মহাশয়, খবর কি বলুন?

কেশি। সহকারী-সেনাপতি! একে ত মরেই আছি, তার ওপর আবার তুমি ঠাট্টা করছ—ভাল থাকি কি ক'রে বল?

ইয়া। কর্ত্রীকে বেশ করে বাগাও না, তোমার সহকারিপদ যায় কোথায়? (অনুচ্চ স্বরে) আচ্ছা ভায়া, বাহাল্ করবার ভার যদি তোমার প্রণয়িনীর একৃতারে থাকত, কত শীগ্‌গির কাজ আদায় হত, বল?

কেশি। আঃ—সে হতভাগীর কথা আর বোল না!

ওথেলো। (স্বগত) ওঃ, প্রসঙ্গ উদয়মানে হের হাস্যবটা!

ইয়া। মেয়েমানুষ যে পুরুষমানুষকে এত ভালবাসে, তা আমি ত কখন দেখিনি।

কেশি। আহা, বেচারা বোধ হয় সত্যিই আমায় ভালবাসে।

ওথেলো। (স্বগত) মুখে অস্বীকার—
যেন হাসিয়া উড়াতে চায় কথা!

ইয়া। ভায়া, শুনছ?

ওথেলো। (স্বগত) এইবার গোপন ব্যাভার—
প্রকাশিতে করে অনুরোধ।
চমৎকার, চমৎকার!

ইয়া। বিবি ত চারিদিকে রটিয়ে বেড়াচ্ছে, তুমি তাকে বে করবে। তোমার মতলব টা কি বল ত ভায়া?

কেশি। হা—হা—হা—

ওথেলো। (স্বগত) বটে, বটে! এত দম্ভ, এত আস্ফালন!

কেশি। আমি বে করব তাকে? সেই বেশ্যাকে? ভায়া, আমাকে এতটা বর্ব্বর ভেব না। একটু বুদ্ধি-বিবেচনা আছে বলে মনে কোর। হা—হা—হা—

ওথেলো। (স্বগত) বটে, বটে, বটে, বটে!
জিত যার, সেই হাসে!

ইয়া। সে কি? চারদিকে ঢেউ উঠেছে, তুমি তাকে বে করবে।

কেশি। দোহাই দাদা! অমন আবোল-তাবোল বোক না।

ইয়া। যদি মিথ্যে বলি ত আমি পাজির পাজি।

ওথেলো। (স্বগত) লেপিয়াছ কলঙ্কের কালি মম ভালে—ভাল! ভাল!

কেশি। এ সেই বাঁদরীর কাজ—সেই রটিয়ে বেড়াচ্ছে। [নিজের অন্ধ ভালবাসায় আত্ম-প্রতারিত হয়ে মনে করে, আমি তাকে বে করব। আমি তাকে কোন কথাই বলিনি।

ওথেলো। (স্বগত) ইয়াগো ইঙ্গিত করে—
এইবার বলিবে আমূল বিবরণ।

কেশি। এই খানিক আগে এইখানে এসেছিল। যেখানে যাব, পেছনে পেছনে ছুটবে! সেদিন সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জন কয়েক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কচ্ছি, ও মশায়! আহ্লাদি সেইখানে গিয়ে হাজির! গিয়েই আমার গলা জড়িয়ে ধরা—

ওথেলো। (স্বগত) হের রঙ্গ অভিনয়,—
যেন হাবভাবে কয়—
'প্রিয়তম, প্রাণপ্রিয়' মম।

কেশি। তার পর, মশায়, এই সোহাগ, এই কান্না, এই টানাটানি, হা—হা—হা—

ওথেলো। (স্বগত) কহিছে কি ভাবে
হরে লয়ে গিয়েছিল কক্ষে মোর।
আরে দুর্বৃত্ত পামর!
হেরি নাসিকার আস্ফালন তোর;
কিন্তু কোথা সে কুক্কুর,
হবে মুখ-ভক্ষ্য যার!]

কেশি। নাঃ, ওর সঙ্গ আমায় ত্যাগ করতে হবে—

ইয়া। আর ত্যাগ করতে হবে! ঐ দেখ কে আসছে!

কেশি। [আর কে! কামাতুর গন্ধ-গোকুল! তবে, এর গন্ধে দিক্ আমোদিত!]

(বিয়াঙ্কার প্রবেশ)

তোমার মতলবটা কি? আমার পেছনে এমন করে ঘুরে মর কেন?

বিয়া। আমার দায়! যম সগুষ্টি তোমার পেছনে ঘুরুক! এ রুমালখানা আমাকে দেবার তোমার মতলবটা কি? আমাকে বোকা পেয়ে বোকা বুঝিয়ে দিলে, আমি তেমনি নিয়ে গেলুম! বললে, আমার রুমালে এমনি ফুল তুলে দিতে হবে! সব ভাঁওতা! ঘরে পড়ে ছিল! কে ফেলে গেছে—জানেন না! নিশ্চয় এ কোন সুন্দরীর উপহার! আমি এর নকল তুলব!

এই নাও, তোমার পেয়ারের রুমাল-ওয়ালীকে রুমাল ফিরে দাও গে! যেখান থেকেই পাও, আমি এর একটা বুটিও তুলব না।

কেশি। আরে ছি ছি, সুন্দরি, রাগ করলে!

ওথেলো। (স্বগত) ভগবান্, এই সেই রুমাল নিশ্চিত!

বিয়া। আজ সন্ধ্যার পর তোমার খাবার তৈরি থাকবে, খেতে ইচ্ছা হয়—খেয়ো। আর না যাও ত তোমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত। আবার যখন আয়োজন করব, তখন যেয়ো।

[বিয়াঙ্কার প্রস্থান।

ইয়া। যাও, যাও, রাগ করে চলে গেল।

কেশি। তাই ত! কাজেই যেতে হ'ল, নইলে চেঁচিয়ে রাস্তা মাৎ করবে।

ইয়া। আজ রাত্তিরে ঐখানেই খাওয়া-দাওয়া হবে না কি?

কেশি। হাঁ, তাই ত মনে করেছি।

ইয়া। বেশ, আমিও গিয়ে জুটতে পারি। তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে।

কেশি। দেখো ভাই, আশা দিয়ে নিরাশা কোর না যেন! আসবে?

ইয়া। আরে যাও, অত করে বলতে হবে না।

[কেশিয়োর প্রস্থান।

ওথেলো। (প্রকাশ হইয়া) বল, কি উপায়ে এই দুরাত্মাকে বধ করব?

ইয়া। দেখেছিলেন, কি নির্লজ্জ! অপকার্য্য করে আবার হাসির ধূম কি!

ওথেলো। ওঃ!

ইয়া। রুমালখানা লক্ষ্য করেছিলেন ত?

ওথেলো। আমারই রুমাল ত?

ইয়া। তার আর সন্দেহ আছে?—আমি হলপ করতে পারি। আর আপনার আহাম্মুক স্ত্রীর ওপরও ছোকরার ভাব-ভঙ্গিটা বুঝুন, হুজুর! রুমাল-খানা তিনি দিলেন ওকে, আর ও দিলে ওর রক্ষিতা বেশ্যাকে।

ওথেলো। এক ঘায় নাহি হবে শোধ!
তিলে তিলে দীর্ঘকাল ধরি
মৃত্যু আস্বাদন করাইব দুরাত্মাকে!
আর পত্নী মম?—নারীরত্ন—সুধার আধার!

ইয়া। আর কেন? তার গুণের কথা ভুলে যান।

ওথেলো। সত্য! সে জাহান্নমে যাক, নরকে পচুক। আজ রাত্রেই তার জীবনের শেষ। এই দেখ, আমার বুক প্রস্তরের মত কঠিন, আমি আঘাত করছি, আমার হাতে লাগছে! ওঃ! কিন্তু কি রূপ! কি মাধুরী! অতুলনা নারী! সম্রাটের অঙ্কশায়িনী হবার যোগ্য! রাজরাজেশ্বর তার দাসত্ব করে ধন্য হতে পারে!

ইয়া। হুজুর, সে সব ভুলে যান, নৈলে মনুষ্যত্ব হারাবেন!

ওথেলো। ভুলেছি। পাপিষ্ঠার গলায় দড়ি! কিন্তু যা সত্য, তাই বলছি! কি কারুকার্য্যনিপুণা [কি! মিষ্ট স্বর! গান শুনলে ক্ষিপ্ত পশুও শান্ত হয়!] হাস্য-পরিহাসে কথায়-বার্ত্তায় কি অপরিসীম প্রতিভা!

ইয়া। এত গুণ আছে বলেই ত হুজুর, সাদায় কালোর দাগ আরও বিশ্রী দেখায়—

ওথেলো। সহস্রবার, সহস্রবার! আর স্বভাব এতই মধুর—

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ, অতি মধুর!

ওথেলো। যা বলছ ঠিক! কিন্তু, হায়, হায়, ওঃ! বুক ফেটে যায়!

ইয়া। হুজুর, আপনার স্ত্রীর অপরাধ যদি আপনার এতই মিষ্ট লেগে থাকে, তা হলে একখানা পরোয়ানা দিন, তিনি নির্ভয়ে যা ইচ্ছা তা-ই করুন। আপনার যদি না কিছু মনে লাগে, তা হলে অন্য কারুর কি ক্ষতি!

[ওথেলো। পাপীয়সীকে কুচিকুচি করে কাটব! আমার ঘরে ব্যভিচার!

ইয়া। ছি ছি, কি কুৎসিৎ কথা!]

ওথেলো। আমার কর্ম্মচারীর সঙ্গে!

ইয়া। উঃ আরও কুৎসিৎ!

ওথেলো। আমায় কোন রকম বিষ এনে দাও—আজই রাত্রে। এসব কথা নিয়ে তার সঙ্গে আর আলোচনা করব না। কি জানি যদি মায়াবিনীর মায়ায় মন টলে যায়! বিষ—বিষ এনে দাও। বিলম্ব নয়, আজই রাত্রে।

ইয়া। বিষ নয়, বিষ নয়, যে শয্যা সে কলঙ্কিত করেছে, সেই শয্যায় তাকে গলা টিপে মারুন।

ওথেলো। চমৎকার! চমৎকার! অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড! অতি চমৎকার।

ইয়া। আর কেশিয়োর ভার আমার। দুপুর রাত্রে এসে সব কথা আপনাকে জানাব।

(নেপথ্যে তুরীরব)

ওথেলো। বেশ! বেশ! কিসের এ তুরীরব?

ইয়াগো। নিশ্চয় রাজ্যের কোন সংবাদ হবে

এই যে রাজদূত আসছেন। কর্ত্রীও সঙ্গে রয়েছেন দেখছি।

(লডোভিকো, ডেজ্‌ডিমোনা এবং পরিচারকগণের প্রবেশ)

লডো। নমস্কার, সেনাপতি! ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন!

ওথেলো। নমস্কার, আমিও সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার কুশল কামনা করি।

লডো। সামন্তরাজ আর পাত্র-মিত্র সকলে আপনাকে অভিবাদন জানিয়েছেন, আর এই পত্র দিয়েছেন। (পত্র প্রদান)

ওথেলো। রাজলিপি আমার শিরোধার্য্য। (পত্রপাঠ)

ডেজ্‌। সেখানকার কি খবর দূতবর?

ইয়া। নমস্কার, আপনার দর্শনে বিশেষ আপ্যায়িত হলুম।

লডো। ধন্যবাদ! নমস্কার! সহকারী সেনাপতি কেমন আছেন?

ইয়া। এই একরকম বেঁচে আছেন।

ডেজ্‌। সেনাপতির সঙ্গে সহকারীর মনান্তর হয়েছে, আপনাকে সেটি মিটিয়ে দিতে হবে।

ওথেলো। ঠিক জানো?

ডেজ্‌। আমায় কি কিছু বললে?

ওথেলো। (পত্র পাঠ) "ইহাতে যেন ত্রুটী না হয়। যে হেতু তুমি"—

লডো। আপনাকে নয়—পত্র পড়ছেন। সহকারীর সঙ্গে সেনাপতির মনান্তর?

ডেজ্‌। হাঁ, শোচনীয় মনান্তর। সে মনান্তর দূর করবার জন্যে আমি সাধ্যের অতিরিক্ত করতেও প্রস্তুত। কেশিয়োকে আমি সত্যই ভালবাসি।

ওথেলো। ওঃ, নরকের আগুন!

ডেজ্‌। কি—কি?

ইয়া। আপনি কি উন্মাদ হয়েছেন?

ডেজ্‌। কেন, কেন? কি হয়েছে? রাগ করেছেন?

লডো। বোধ হয়, পত্র পড়ে বিচলিত হয়েছেন। আমার অনুমান, পত্রে এঁকে দেশে ফিরে যাবার জন্য আদেশ হয়েছে আর সহকারী এখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছেন।

ডেজ্‌। সুসংবাদ! আমি যথার্থই সুখী হলুম।

ওথেলো। বটে!

ডেজ্‌। প্রভু!

ওথেলো। তোমার বাতুলতায় আমিও খুব সুখী।

ডেজ্‌। প্রিয়তম—

ওথেলো। পিশাচী—(প্রহার)

ডেজ্‌। প্রভু, প্রভু, দাসী নিরপরাধ—

লডো। মহাশয়, আজ যা স্বচক্ষে দেখলুম, দেশে গিয়ে এ কথা হলপ্ করে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। ওঃ, দারুণ লাঞ্ছনা। আশ্চর্য্য! এই মর্ম্মভেদী রোদন দেখেও আপনি নিশ্চিন্ত রয়েছেন! অন্ততঃ একটা মিষ্টি কথা বলে এঁকে শান্ত করুন।

ওথেলো। প্রেতিনী, সয়তানী! নারীর কপট অশ্রু—প্রতিবিন্দু প্রতারণাময়! আমার সম্মুখ হতে দূর হও!

ডেজ্‌। প্রভু, শিরে ধরি আদেশ তোমার—
নাহি রব তব চক্ষুশূল হয়ে! (গমনোদ্যত)

লডো। আহা, যেন ক্রীতদাসী! মশায়, মিনতি করি, ওঁকে ফিরে ডাকুন।

ওথেলো। ফিরে এস, ঠাক্‌রুণ!

ডেজ্‌। কি আদেশ প্রভু?

ওথেলো। এই এসেছে—আপনার কি প্রয়োজন, বলুন।

লডো। আমার প্রয়োজন?

ওথেলো। কার তবে? ফিরায়েছি তব অনুরোধে।
মহাশয় আশ্চর্য্য প্রকৃতি এই নারী—
গতাগতি বিচিত্র শকতি!
ফিরে বার বার, তবু যায়।
আর নয়ন-ধারায়
ভাসাইতে পারে ধরা রোদন-নিপুণা!
আর অনুগত—
সত্য তব অনুমান—অতি অনুগত।
কাঁদ, কাঁদ, না হও বিরত!
মহাশয়,—এই পত্রের বিষয়—
কি সুন্দর অশ্রু-অভিনয়।—
রাজাদেশ মম প্রতি ফিরে যেতে সেথা—
যাও হেথা হতে, সত্বর ডাকিব পুনঃ—
মহাশয়, রাজাদেশ শিরোধার্য্য মম—
যথা-আজ্ঞা করিব গমন।
যাও, দূর হও! [ডেজ্‌ডিমোনার প্রস্থান।

মম পদে মনোনীত কেশিয়ো হেথায়।
মহাশয়,
কৃপা করি নিমন্ত্রণ করুন গ্রহণ,

আজি রাত্রে একত্র করিব পানাহার।
তব আগমনে আপ্যায়িত আমি।
জঘন্য পাশবাচার!

[ওথেলোর প্রস্থান।

লডো। আদর্শ-চরিত্র ব'লে আমাদের রাজসভায় এই মহাত্মার এত আদর! ইনি অক্রোধ, রিপু-পরবশ নন্? [আর দুর্দ্দৈবের প্রহরণ, দুর্নিমিত্তের শরাঘাত এঁর ধর্ম্ম-বর্ম্ম ভেদ করতে পারে না?]

ইয়া। আর মশায়, সেনাপতির এখন বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটেছে!

[লডো। ক্ষেপে যান নি ত? মাথা ঠিক আছে ত?

ইয়া। ও, মশায়, ঠিক-বেঠিক এখন যেমন দেখছেন তাই। পরের কথা—আমার কোন মতামত প্রকাশ করা উচিত নয়। বেঠিক যদি হয়ে থাকে, ভগবান্ করুন যেন ঠিক হয়!]

লডো। স্ত্রীর গায় হাত তোলা?

ইয়া। সত্যই কাজটা বড় ভাল হয় নি। তবু যদি ঠিক বুঝতুম এই হাত-তোলাই চরম—তা হলে নিশ্চিন্ত হতে পারতুম!

লডো। এঁর কি এমনি স্বভাব, না, পত্র পড়ে মেজাজ গরম হয়ে এই কাণ্ড ঘট্‌ল?

ইয়া। আহা, আহা, আমায় আর জড়ান্ কেন? আমি যা দেখেছি, যা সব জানি, তা প্রকাশ করা আমার উচিত নয়। আপনি ওঁকে লক্ষ্য করলে ওঁর ব্যাভারেই বুঝতে পারবেন। কি করেন না করেন, আমায় কিছু বলতে হবে না। আপনি যান না, দেখুন না, এর পর কি করেন।

লডো। বড় দুঃখের বিষয়, লোকটাকে যা ভাবতুম, তা নয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দুর্গাভ্যন্তরে কক্ষ

(ওথেলো ও এমিলিয়ার প্রবেশ)

ওথেলো। তোমার চোখে কখন কিছু পড়েনি?

এমি। না। পড়েনি, কখন কিছু শুনিও নি! সন্দেহও করিনি।

ওথেলো। আচ্ছা, তুমি ত অনেকবার দুজনকে একত্র দেখেছ?

এমি। দেখেছি, কিন্তু তাতে কখন কিছু দুষ্ট দেখিনি। দুজনে যা কথাবার্ত্তা হয়েছে, আমি অক্ষরে অক্ষরে শুনেছি।

ওথেলো। কখন চুপি চুপি কথা হয়নি?

এমি। কখন না।

ওথেলো। কখন কোন ছলে তোমাকে ঘর থেকে চলে যেতে বলেনি?

এমি। কখন না।

ওথেলো। এই, ধর, হাত-পাখাখানা কি এমনি কোন তুচ্ছ সামগ্রী আনবার জন্যে?

এমি। কখন না, কখন না।

ওথেলো। আশ্চর্য্য!

এমি। প্রভু, আমি সত্য বলছি, ঠাকুরাণী নিষ্পাপ। মিছে বলি ত আমার যেন ইহ-পরকাল নষ্ট হয়। যদি আপনার কোন সন্দ হয়ে থাকে, তা দূর করুন। আপনার নির্ম্মল হৃদয়ে তা স্থান পাবার যোগ্য নয়। যদি কোন মন্দ লোক আপনার অন্তরে এ সন্দ তুলে দিয়ে থাকে, সে যেন নরকস্থ হয়! [ঠাকুরাণী যদি কপট, অবিশ্বাসী, ধর্ম্মভ্রষ্টা হন্, তা হলে জান্‌বেন, পুরুষমাত্রেরই কপাল পোড়া—সুখের ভাগ্য কার নয়! সতী-সাধ্বীর মধ্যে যে হীরের টুকরো, সেও জানবেন—কয়লা।]

ওথেলো। আচ্ছা, তোমার কর্ত্রীকে এখানে একবার ডেকে দাও। যাও।

[এমিলিয়ার প্রস্থান।

বাক্য সুপ্রচুর—আশ্চর্য্য কি!
অতি অল্পবুদ্ধি দূতী নিপুণা এ কাজে,
ছলনা-প্রবীণা এ ত চতুরা কুলটা-
গুপ্ত পাপ-কথা
অন্তরে আবদ্ধ রাখে চাবি-তালা দিয়ে!
তবু আচরণ করে ধার্ম্মিকার মত-
দেখিয়াছি কতবার।

(এমিলিয়া ও ডেজ্‌ডিমোনার প্রবেশ)

ডেজ্। প্রভু, ডেকেছ আমায়?

ওথেলো। এস, প্রিয়ে, এস মোর কাছে!

ডেজ্। কেন, কেন?

ওথেলো। দেখি, দেখি আঁখি তব—
চাহ মুখ তুলে মম পানে।

ডেজ্। এ কি অনাসৃষ্টি খেয়াল তোমার!

ওথেলো। (এমিলিয়ার প্রতি) তুমি দরজার বাইরে থাক গে—কেউ যেন এসে আমাদের বিরক্ত না

করে। দরজা ভেজিয়ে রেখো; কেউ এলে একটু কেসো, কি কোন রকম ইঙ্গিত কোর। ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে দেখছ কি? তোমাদের যে পেশা—আর কিছু নয়। শীঘ্র যাও।

[এমিলিয়ার প্রস্থান।

ডেজ্‌। তোমার পায় ধরি, বল, এ সব কি বলছ? তোমার কথা শুনে আমার ভয় হচ্ছে, কিন্তু কি বলছ, বুঝতে পাচ্ছিনি।

ওথেলো। বলতে পার, তুমি কি?

ডেজ্‌। আমি তোমার স্ত্রী—সহধর্ম্মিণী—দাসী।

ওথেলো। ধর্ম্ম সাক্ষী করে বল্‌—সহধর্ম্মিণী। নরকের পথ পরিষ্কার কর্‌, নৈলে তোর এই দেবীমূর্ত্তি দেখে নরকের দূত তোকে স্পর্শ করতে ভীত হবে! পাপাচার ছলনায় আবরণ করে তোর পাপের মাত্রা বৃদ্ধি কর্‌! শপথ করে বল—তুই নিরপরাধ!

ডেজ্‌। প্রভু, আমার অন্তর্য্যামী জানেন।

ওথেলো। হাঁ, তোর অন্তর্য্যামী জানেন, তুই ভ্রষ্টা।

ডেজ্‌। ভ্রষ্টা! কিসে আমি ভ্রষ্টা, প্রভু? কার সঙ্গে?

ওথেলো। আরে অভাগিনী, যাও, যাও, থেক না হেথায়।

ডেজ্‌। কি দুর্দ্দিন আজি!
প্রভু, কেন কাঁদ অধীর হইয়ে?
হায়, হায়, দাসী কি এ অশ্রুপাত-হেতু?
যদি সন্দ মনে, মম পিতার কারণে,
ঘটে থাকে পদচ্যুতি-অপমান তব,
গঞ্জনার ডালি
কেন দেহ মম শিরে তুলি?
যেই শত্রু তব—হক পিতা—অরি সে আমার।

ওথেলো। বিধাতা যদি কেবল কঠোর দুঃখ দিয়ে আমায় পরীক্ষা করতেন; যদি হৃদয়ের ক্ষত, অপমান, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা অবাধে আমার অনাবৃত মস্তকের উপর জলধারার মত বর্ষিত হত; দারিদ্র্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাকতুম; কারাবাসে হতাশ্বাসে আমার দিন যেত,—সে সব সহ্য করবার জন্য অন্তরে কোথাও না কোথাও একবিন্দু ধৈর্য্য খুঁজে পেতুম! কিন্তু হায়, কালপটে ঘৃণার অঙ্গুলি-নির্দ্দিষ্ট স্থির প্রতিমূর্ত্তি হয়ে একটি একটি দিন গণনা—তাও অনায়াসে-সহ্য হত, সুখ-সৌভাগ্যের মত! কিন্তু যেখানে আমার হৃদয়ের আশ্রয়, জীবন-মরণের নির্দ্দিষ্ট স্থান, যে উৎস হ'তে আমার প্রাণের প্রাণ প্রবাহিত, নয় শুকিয়ে যায়—সে আশ্রয়ে বঞ্চিত হব, নয় স্বচক্ষে দেখব সে বাঞ্ছিত আশ্রয় জঘন্য কৃমিকীটের সূতিকালয়—এতে ধৈর্য্যেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হয়! [সে দেব-শিশুর কুসুমকান্তি নরকের কালিমায় ব্যাপ্ত করে!]

ডেজ্‌। প্রভু, আশা করি, তুমি আমায় পতিব্রতা বলে জান।

ওথেলো। হাঁ, হাঁ, আমিষ-লোলুপ নিদাঘমক্ষিকা
তখনি প্রসবে পুনঃ তখনি গুর্ব্বিণী—
অবসাদ নাহি জানে যথা—
সেইরূপ পতিব্রতা তুমি।
হা রে অভাগিনী বিষলতা—
মুঞ্জরিত মাধুরী-আধার!
অতি উগ্র মদির সৌরভ যার—
পশি শিরায় শিরায়
পীড়ে ইন্দ্রিয়-নিকর—
ছিল ভাল না জন্মিতে যদি।

ডেজ্‌। হায়,
অজ্ঞাতে কি অপরাধ করেছে অধীনী!
প্রভু, কি করেছি আমি?

ওথেলো। সুন্দর এ গ্রন্থ, এই শুভ্রপত্র
সৃজিত কি লিখিবারে
কুৎসিত কুলটা নাম?
কি করেছি?—করেছি?
আরে আরে সামান্য বনিতা!
কহিতে কুকীর্ত্তি তোর—
অগ্নি-দীপ্ত গণ্ড মোর
লজ্জা হবে লোক্ষে ভস্মীভূত!
কি করেছি? পেলে তব অপরাধ-ঘ্রাণ
দেবলোক ফিরাবে বদন ঘৃণাভরে!
কলঙ্কের ভয়ে শশাঙ্ক মুদিবে আঁখি!
লম্পটের শিরোমণি নির্ল্লজ্জ পবন—
বিলায় চুম্বন যারে-তারে—
লুকাইবে মেদিনী-জঠরে,
পাছে পশে কাণে জঘন্য কাহিনী তোর!
কি করেছি? নির্লজ্জ গণিকা!

ডেজ্‌। ধর্ম্ম সাক্ষী মম—মিথ্যা তব দোষারোপ!

ওথেলো। নহিস্‌ গণিকা তুই?

ডেজ্‌। কখন না—শপথ তোমার!
যদি কায়মন
পতিপদে করিয়ে অর্পণ,
পরস্পর্শ-পাপ হতে রক্ষিতে শরীর—

গণিকা-লক্ষণ নাহি হয়,
নহি আমি দ্বিচারিণী কভু।

ওথেলো। [নহ দ্বিচারিণী ?

ডেজ্‌। কভু নহে। মিথ্যা কহি যদি
স্বর্গ-পথ রুদ্ধ হক মম !]

ওথেলো এ কি সম্ভব ?

ডেজ্‌। ভগবান্ ক্ষমা কর, প্রভু !

ওথেলো তবে ক্ষমা কর, পুণ্যবতী সতী !
ভেবেছিনু তুমি সেই চতুরা গণিকা
যেই,
বরেছিল পতিরূপে এক অভাগারে :
শুন প্রহরিণি,
স্বর্গদ্বার-রক্ষকের
বিপরীত আচরণে
রক্ষ যেই নিরয়-তোরণ
শোন, শোন !

(এমিলিয়ার পুনঃ প্রবেশ)

হাঁ, হাঁ—তুমি—তুমি—তোমারেই কহি—
কার্য্য শেষ, লহ পুরস্কার,
রুদ্ধ কর দ্বার—কোর না প্রকাশ কথা।

[ওথেলোর প্রস্থান।

এমি। কর্ত্তার আজ এ কি ভাব ! এ কি সখি ! এমন হয়ে রয়েছ কেন ? কি হয়েছে ?

ডেজ্‌। ওঃ, আচ্ছন্ন ঘুমের ঘোরে !

এমি। কর্ত্তার আজ কি হয়েছে ?

ডেজ্‌। কার ?

এমি। প্রভুর ?

ডেজ্‌। কে তোমার প্রভু ?

এমি। যিনি তোমার প্রভু—তিনিই আমার প্রভু।

ডেজ্‌। আমার প্রভু কে ? আমার কেউ নেই। আমাকে এখন কিছু বোল না। আমার বুকের ভিতর কেবল কেঁদে কেঁদে উঠছে ! কিন্তু কাঁদতে পারছিনি ! চোখের জল ছাড়া আর আমার কোন উত্তর নেই। সখি, আজ ত্র আমার বিছানায় আমার সেই বাসরের চাদরখানি পেতে দিয়ো। ভুল না তোমার স্বামীকে একবার ডেকে আন।

এমি। কি হল ! কেন এমন হল এ কি উলোট-পালোট !

এমিলিয়ার প্রস্থান।

ডেজ্‌। সমুচিত যোগ্য ব্যবহার—
কিন্তু সঙ্গত নহে ত তবু—
গুরু অপরাধ যদি করে লঘু জ্ঞান।

(ইয়াগো সহ এমিলিয়ার প্রবেশ)

ইয়া। কি আদেশ, দেবি ! আপনি কেমন আছেন ?

ডেজ্‌ বলতে পারি না ! যারা ছোট ছেলেদের শিক্ষা দেয়, তারা কি কঠোর শাসন করে ? তবে আমায় শাসন করতে এত লাঞ্ছনা কেন ? ভীরু-শিশু সামান্য শাসনে বশ হয়, আমিও তেমনি।

ইয়া। কি হয়েছে, দেবি ?

এমি। প্রভু আজ সখীকে গণিকা বলে অপমান করেছেন। আরও যে সব কদর্য্য কথা বলছেন, নির্দ্দোষী হয়ে কখন তা সহ্য করা যায় না।

ডেজ্‌। ঐ কি আমার নাম ?

ইয়া। কি নাম, দেবি ?

ডেজ্‌। যা তিনি বলেছেন ?

এমি। বলেছেন—দ্বিচারিণী। ছোটলোক মাতালও জঘন্য গণিকার সঙ্গে এমন ব্যাভার করে না !

ইয়া। কেন এমন বললেন ?

ডেজ্‌। আমি কিছুই জানিনি—কেবল এইমাত্র জানি, আমি নিরপরাধ।

ইয়া। আহা, আর কাঁদবেন না, কাঁদবেন না, শান্ত হ'ন।

এমি। কত উৎকৃষ্ট সম্বন্ধ ত্যাগ করে, বাপ, স্বজন, স্বদেশ সর্ব্বস্ব ছেড়ে আসা কি এই লাঞ্ছনার জন্য ? এতে কাঁদবেন না !

ডেজ্‌। সখি, তাঁর অপরাধ নেই, সবই আমার অদৃষ্টের দোষ !

ইয়া। ধিক্ তাঁকে। তাঁর মাথায় এমন অনাসৃষ্টি খেয়াল উঠল কেমন করে ?

ডেজ্‌। ভগবান্ জানেন !

এমি। এ যদি কোন কুটিল, কুচক্রী, নারকী সয়তানের কাজ না হয় ত আমি গলায় দড়ি দেব ! কোন নীচ, প্রতারক, তোষামোদ করে সেনাপতির কাছ থেকে কাজ আদায় করবার জন্য এই কুৎসা সৃষ্টি করেছে।

ইয়া। পাগল না কি ! এখানে এমন কে আছে ? অসম্ভব !

ডেজ্‌। যদি থাকে, ভগবান্ তাকে কৃপা করুন।

এমি। ভগবান্ কৃপা করুন ! ফাঁসীকাঠ তাকে কৃপা করুক। গণিকা ! গণিকার মত কি দেখেছে যে বল্‌বে ? কার সঙ্গে নির্লজ্জের মত আলাপ করে ? কোথায় ? কবে ? কুলটার লক্ষণ কি দেখেছে

যে সন্দ করবে? এ নিশ্চয় কোন নীচ, নরাধম, ঠক, বদ্‌মায়েস সেনাপতির চোখে ধুলো দিয়েছে। ভগবান করেন, এই সব পাষণ্ডদের মুখের মুখসগুলো খসে পড়ে—আর তাদের বিবস্ত্র করে কষাঘাতে পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে আর একপ্রান্ত অবধি ছুট্ করান্ হয়!

ইয়া। আরে চেঁচাও কেন? আস্তে কথা কও না।

এমি। এদের শত ধিক্! এমনি এক ভদ্রলোকই ত আমার নামে নানা কথা বলে তোমার মাথা গুলিয়ে দিয়েছিল। তুমি সেনাপতিকে পর্য্যন্ত সন্দ করেছিলে।

ইয়া। আরে যাও, যাও! কোথাকার আহাম্মুক!

ডেজ্। হায় মতিমান, কহ মোরে,
কি উপায়ে করি দূর প্রভুর বিরাগ?
হও তুমি সুহৃদ আমার,
যাও তাঁর কাছে।
হায়, অভাগিনী আমি, সত্য কহি,
নাহি জানি কোন্ অপরাধে
হারায়েছি গুণমণি মম!
বোল তারে—
কহি জানু-পাতি—
ধ্যানে জ্ঞানে কিংবা আচরণে
যদি পতিপ্রেম বিনে
করে থাকি পর-আকিঞ্চন,
নয়ন, শ্রবণ, অন্য ইন্দ্রিয় আমার
যদি সুখ-আশে
পতি বিনা অন্য কারে ভজে থাকে কভু—
যেন সুখ-শান্তি
না পাই জীবনে কোন দিন!
ভালবাসি—
দাসী তাঁর জীবনে মরণে—
অকূল পাথারে
দেন যদি ভাসাইয়া মোরে,
ঘটিবে বিচ্ছেদ,
কিন্তু—
প্রেম মম অবিচ্ছেদ রবে চিরদিন।
মর্ম্মভেদী নির্দ্দয় আচার—
নিষ্ঠুর ব্যাভার
হরে যদি জীবন আমার,
মম প্রেম পুণ্য পারাবার
কলুষিত নহিবে কখন।
[জড়িত রসনা মম কহিতে 'কুলটা'—
নাম উচ্চারণে
ঘৃণার উদয় হয় মনে,
হেন প্রলোভন কিবা ধরে এ ধরণী
যার তরে হব ব্যভিচারিণী।]

ইয়া। দেবী, শান্ত হ'ন! এ ক্ষণিকের বিকার শীঘ্রই দূর হবে। বোধ হয়, রাজাদেশের জন্য সেনাপতির মন উত্তপ্ত হয়েছে, তারই কতকটা ঝাঁজ আপনার ওপর পড়েছে।

ডেজ্। ভগবান্ করুন, যেন তাই—

ইয়া। তাই বৈ আর কিছুই নয়। আমি নিশ্চিত জানি। [ঐ শুনুন, তূর্য্যধ্বনি হচ্ছে! রাজদূতগণ ভোজনের অপেক্ষা করছেন।] যান, চোখের জল মুছে অতিথি-সৎকারে প্রস্তুত হ'ন। যেমন ছিল, আবার সব তেমনি হবে।

[ডেজ্‌ডিমোনা এবং এমিলিয়ার প্রস্থান।

(রডারিগোর প্রবেশ)

আরে, এস বন্ধু, খবর কি?

রডা। তুমি আমার সঙ্গে অত্যন্ত কুব্যবহার করছ।

ইয়া। কি কুব্যবহার করছি?

রডা। কেবলই একটা না একটা অছিলে করে আমায় দিন দিন স্তোক দিচ্ছ। তোমার ব্যবহারে আশাপূর্ণ হওয়া ত দূরের কথা, বরং মনে হচ্ছে, যেন দিনে দিনে সব ভরসা ফরসা হয়ে আসছে। আর আমার ধৈর্য্য মানছে না। তোমার চাতুরীতে ভুলে এতদিন চুপ করে সহ্য করছি, আর করব না।

ইয়া। আমার একটা কথা শুনবে?

রডা। তোমার কথা ঢের শুনেছি। তোমার কাজে-কথায় কোন সম্বন্ধ নেই—আসমান-জমিন্ তফাৎ।

ইয়া। তুমি আমার ঘাড়ে অন্যায় দোষ চাপাচ্ছ।

রডা। একটুও অন্যায় নয়, সব সত্য। টাকাকড়ি সর্ব্বস্ব খুইয়েছি। ডেজ্‌ডিমোনাকে উপহার দেবে বলে আমার কাছ থেকে যে সব হীরেজহরৎ আদায় করেছ, তাতে একজন তপস্বিনীর মন টলটল হয়। তুমি আমায় বলেছ যে, সে আমার উপহার সব গ্রহণ ক'রে আশা দিয়েছে, শীগ্‌গীরই আমার সঙ্গে আলাপ আপ্যায়ন করবে। কই, কাজে ত কিছু দেখছিনি।

ইয়া। বেশ ত! তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

রডা। বেশ? নিশ্চিন্ত থাকো! এ ফাঁকা আওয়াজে আর মন মানছে না। বেশ কি?

মোটেই বেশ নয়, বরং তোমার নীচতা। আমার ক্রমে ধারণা হচ্ছে, আমি ঠকেছি।

ইয়া। বেশ!

রডা। আবার বলে, বেশ! বেশ কোন্‌খানটা? ডেজ্‌ডিমোনার কাছে আমি সব কথা প্রকাশ করে দেব। আমার হীরে-জহরৎ যা নিয়েছে, সে যদি ফিরে দেয়, আমিও তার আশা ছেড়ে দেব। পরস্ত্রীর লোভ করে যে পাপ করেছি, তার জন্যে ঘরে ব'সে অনুতাপ করব। আর সে যদি না দেয়, তা হ'লে তোমার কাছ থেকে সব আদায় করে নেব—বলে দিচ্ছি।

ইয়া। এখন এই ত তোমার কথা?

রডা। কথাও এই, কাজেও তাই দেখতে পাবে,—নিশ্চয়!

ইয়া। আরে বাঃ! এতদিন ধরা দাওনি, বন্ধু, যে তোমার ভেতর এত তেজ আছে! দেখ, আজ থেকে তোমার ওপর আমার ধারণা এই এতখানি উঁচু হয়ে গেল। হাতখানা দাও, বন্ধু। ঠিক বলেছ, ভায়া, তুমি অন্যায় দোষ দাওনি। কিন্তু আমিও তোমার দিব্যি বলছি, বন্ধু, আমিও বাঁকা পথে চলিনি। তোমার সম্বন্ধে ঠিক সিধে পথে চলেছি।

রডা। এ পর্য্যন্ত ত তা বোঝা যাচ্ছে না।

ইয়া। বোঝা যাচ্ছে না, স্বীকার করি। আর তোমার সন্দেহও যে খুব যুক্তিসঙ্গত, তাও স্বীকার করি। কিন্তু, ভায়া, আজ যে সাহস বীর্য্য প্রতিজ্ঞার আভাস দিচ্ছ, তা যদি সত্য হয়, তা হলে আজই রাত্রে তার পরিচয় দাও। তারপর কাল রাত্রে যদি না তোমার প্রণয়িনীর সঙ্গে আলাপ করতে পাও, তা'হলে আমাকে পৃথিবী থেকে সরাবার যত রকম কলকৌশল, ফন্দী করতে হয়, কোর।

রডা। কি, কথাটা কি? অন্যায়, অসম্ভব কিছু নয় ত?

ইয়া। সামন্তরাজের হুকুম এসেছে, কেশিয়ো এখানকার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হয়েছে।

রডা। বল কি! তা হলে ত তোমার সেনাপতি স্ত্রীকে নিয়ে এখান থেকে আমাদের দেশে ফিরে চলল।

ইয়া। উঁহুক্! সেনাপতি যাবে তার জন্মভূমিতে। স্ত্রীকেও নিয়ে যাবে—অবশ্য যদি একটা পাকচক্র করে না আটকানো যায়। তার একমাত্র নিশ্চিত উপায়—কেশিয়োকে সরানো।

রডা। সরানো! তার মানে?

ইয়া। মানে—শাসনকর্ত্তা হবার সুকৃতি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দেওয়া—অর্থাৎ তার মুণ্ডপাত করা।

রডা। সেই গুণ্ডার কাজ তুমি আমাকে করতে বল?

ইয়া। নিশ্চয়—যদি নিজের হিত করতে চাও, আপনার ন্যায্য অধিকার স্থাপন করবার ইচ্ছে থাকে। শোন, আজ রাত্রে সে এক বেশ্যার বাড়ী খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-আহ্লাদ করবে। তার সৌভাগ্যের কথা সে এখনও শোনেনি। আমি তার সঙ্গে সেই বেশ্যা-বাড়ী দেখা করতে যাব। যাতে রাত দুপুর থেকে একটার ভেতর সে বাড়ী ফিরে, সেই রকম ব্যবস্থা করব। তুমি পথে ওৎ পেতে থাকবে, অনায়াসে কাজ হতে হবে। আমি তোমায় গুছিয়ে দেবার জন্যে তোমার কাছেই থাকব। দুজনের একজনের হাতে পড়বেই। হয় তুমি, নয় আমি, একজন কাজ হাঁসিল্ করতে পারব। এস, হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হবে! আমার সঙ্গে চল। কেশিয়োকে সরানো দরকার। আমি যখন বেশ করে তোমাকে বুঝিয়ে দেব, তখন বুঝবে, এ কাজ তোমার না করলেই নয়। রাত হচ্ছে, খাবার-দাবার সময় হয়ে এল। এখন যাও, তদ্বির করগে।

রডা। আমাকে কিন্তু ঠিক করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

ইয়া। নিশ্চয়। একেবারে নিখুঁত করে বুঝিয়ে দেব

[উভয়ের প্রস্থান।

৩য় দৃশ্য

সাইপ্রাস—দুর্গ-কক্ষান্তর

(ওথেলো, লডোভিকো, ডেজ্‌ডিমোনা, এমিলিয়া ও পরিচারকবর্গের প্রবেশ)

লডো। আর কেন আপনি কষ্ট করে আসছেন?

ওথেলো। তা হ'ক, তা হ'ক। বেড়ালে আমি ভাল থাকি।

লডো। তবে বিদায় হই, ভদ্রে, নমস্কার!

ডেজ্। আপনি এসে পর্য্যন্ত খুব আনন্দে দিন কেটেছে।

ওথেলো। মশায়, চলুন তবে। এই যে ডেজ্‌ডিমোনা!

ডেজ্‌। প্রভু?

ওথেলো। তুমি এখনি যাও, শোওগে, আমি এলেম ব'লে। এমিলিয়াকে আজ ছুটি দিয়ো। দেখো, ভুল না।

ডেজ্‌। না, প্রভু!

[ওথেলো, লডোভিকো ও পরিচারকবর্গের প্রস্থান।

এমি। কি ব্যাপার বল দিকি? এখন যেন সে-মানুষই নয়, বেশ ঠাণ্ডা মূর্ত্তি!

ডেজ্‌। বলে গেল, এখনই ফিরে আসবে। আমায় বললে, শয্যায় যেতে আর তোমায় ছুটি দিতে।

এমি। সে কি, আমায় ছুটি দিতে!

ডেজ্‌। তাই বলে গেল। সখি, আমার শয্যার পরিচ্ছদ দিয়ে তুমি ঘরে যাও। এখন কিছুতে ওকে বিরক্ত করা হবে না।

(প্রসাধনরতা) এমি। তুমি যাই বল, সখি! আমার মনে হয়, এমন লোকের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ না হলেই ভাল হত।

ডেজ্‌। আমার তা মনে হয় না। আমি ওকে এত ভালবাসি যে, ওর মন্দ ব্যাভার, তিরস্কার, ক্রোধ, সবই—সখি, এই বাঁধনটা খুলে দাও—সবই আমার সুন্দর, সুমিষ্ট মনে হয়

এমি। বিছানায় যে চাদর পাততে বলেছিলে, তা-ই আজ পেতেছি।

ডেজ্‌। সবই মিছে! সত্য, মনে কখন্ কি যে খেয়াল ওঠে! সখি, যদি তোমার আগে আমার মৃত্যু হয়, সেই বাসরের চাদরে আমার শবদেহ ঢেকে দিয়ো।

এমি। ছিঃ, ও কথা বল্‌তে আছে!

ডেজ্‌। আমার মায়ের একজন দাসী ছিল,—তার নাম বারবারা—সে তার স্বামীকে বড় ভালবাসত। তার স্বামী পাগল হয়ে তাকে ছেড়ে কোথায় চলে যায়। সেই দাসী একটি গান শিখেছিল। গানটি অতি প্রাচীন, কিন্তু শুনলে মনে হত যেন তার জীবনভরা ব্যথার কাহিনী। অন্তিম শ্বাস পর্য্যন্ত সে গানটি তার মুখে লেগে ছিল। সেই গান আজ কেবলই আমার মনে পড়ছে। কেবলই ইচ্ছে হচ্ছে, সেই দাসীর মত নিরালায় বসে, তেমনি করে হাতের ওপর মাথা রেখে কেবলই গানটি গাই। সখি, শীঘ্র সেরে নাও।

এমি। তোমার শয্যার পরিচ্ছদ আনিগে?

ডেজ্‌। না, এই বাঁধনটা খুলে দাও। যে রাজদূত এসেছিল, সে অতি সুশ্রী পুরুষ।

এমি। খুব সুপুরুষ।

ডেজ্‌। কথাবার্ত্তাগুলিও চমৎকার!

এমি। আমি একটি যুবতীকে জানি, যে একবারমাত্র তাঁর চুম্বন-লালসায় নগ্নপদে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করতে পারত।

ডেজ্‌। (গীত)

তরুতলে একাকিনী বসি বামা বিষাদিনী—
অনিলে মিলায় ঘন শ্বাস।
হৃদিভরা দারুণ নিরাশ।
নতশির জানুপর হৃদয়ে অর্পিত কর
যেন শোক-প্রতিমা প্রকাশ—
হৃদিভরা দারুণ নিরাশ।
রোদন বেদনা ভরে নদী প্রতিধ্বনি করে,
মরমর স্বরে তার মরম উচ্ছ্বাস।
হাহাকার দারুণ নিরাশ।
কমল নয়ন জলে, কঠিন পাষাণ গলে,
মলিন পল্লবজালে বেড়া কেশপাশ—

এগুলি রেখে দাও— (গীত)

হৃদে জ্বলে দারুণ নিরাশ।

সখি, বিলম্ব কোর না, এখনি সে আস্‌বে;—

(গীত)

ছেড়ে গেছে সে আমারে, গঞ্জনা দিয়ো না তারে,
কণ্ঠহার মম তার ঘৃণা উপহাস।

না, না, তা ত নয়—কে ও? দ্বারে কে আঘাত করে?

এমি। ও কেউ নয়, বাতাস।

ডেজ্‌। (গীত)

কপট কহিয়ে, হায়, বিদায় দিয়েছি তায়,
চলে গেছে সে আমার ছিঁড়ি প্রেমফাঁস—
হৃদিভরা দারুণ নিরাশ।
বরি যদি অন্য নারী, হবে তুমি স্বেচ্ছাচারী,
পুরাইতে প্রেমের পিয়াস—

এইবার তুমি যাও আমার চোখ যেন করকর্ করছে, বোধ হয় জলের ভারে—অনেক কাঁদতে হবে।

এমি। না, না, ও সব বাজে কথা।

ডেজ্‌। সেইরকম ত প্রবাদ শুনেছি। ছি ছি, পুরুষমানুষের মন—সখি, সত্য করে বল দেখি—অধর্ম্ম করে স্বামীর মনে ব্যথা দেয়, এমন স্ত্রী-লোক কি আছে?

এমি। আছে বই কি।

ডেজ্‌। যদি পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য পাও, তুমি কি এমন অন্যায় কাজ কর্‌তে পার?

এমি। তুমি কি পার না, সখি?

ডেজ্‌। না—এই চন্দ্রদেবকে সাক্ষী করে বল্‌তে পারি—

এমি। আমিও সখি, চাঁদের আলোয় পারিনি, কিন্তু অন্ধকারে বেশ পারি।

ডেজ্‌। যদি পৃথিবীর সম্পদ পাও, তুমি এমন অধর্ম্ম করতে পার?

এমি। সখি! পৃথিবী একটা প্রকাণ্ড জিনিষ, একটুখানি অধর্ম্মের তুলনায় মস্ত প্রলোভন।

ডেজ্‌। আমার বিশ্বাস, তুমি কখনই অধর্ম্ম করতে পার না।

এমি। আমারও বিশ্বাস, আমার করা উচিত। সে অধর্ম্মের প্রতিকার আছে। আমি অবশ্য খুব কম দরে বিকুতে চাইনি। কিন্তু পৃথিবী পেলে! কেন! স্বামীর চোখে একটু ধূলো দিয়ে যদি তাকে পৃথিবীর সম্রাট করে দিতে পারি—ভালই ত! তার জন্যে আমি নরকে যেতেও রাজি।

ডেজ্‌। আমি কিন্তু কিছুতেই পারিনি—পৃথিবী পেলেও নয়।

এমি। কেন? পাপ ত পৃথিবীর চক্ষে? সেই পৃথিবী তোমার হলে, তখন অধর্ম্মটুকুও মুছে ফেলবার উপায় হবে।

ডেজ্‌। না সখি, আমার মনে হয়, এমন স্ত্রীলোক নেই।

এমি। আছে, বিস্তর। এত আছে যে, পাপে পৃথিবী অর্জ্জন করে আবার পাপের ফলে তা ভরিয়ে দিতে পারে! কিন্তু, তাও বলি, স্ত্রী অধর্ম্ম করে স্বামীর দোষে। বর, যদি স্বামী আপনার ধর্ম্ম না রাখে; আমাদের প্রাপ্যটুকু পরকে বিলোয়; মিছেমিছে সন্দ করে পায় বেড়ি পরায়; এই ধর—মারলে; আক্রোশ করে খরচপাতি বন্ধ করলে; আমাদেরও কি রাগ আক্রোশ নাই? স্ত্রীলোকের মন যেমনি গলে, তেমনি জ্বলে। পুরুষদের ভাবা উচিত যে, আমরাও মাটীর পুতুল নই। আমাদেরও চোখ আছে, নাক আছে। আমাদেরও জিবের তার আছে—টক-মিষ্টি বুঝি। একটাকে ছেড়ে যখন তারা আর একটাকে নিয়ে মজে, সেটা কি? খেলা? খেলাই ত! সেটা কি ঝোঁক? তাই বটে! মনের দুর্ব্বলতা? নিশ্চয়! আর আমাদের বুঝি তাদের মতন খেলবার সাধ নাই? ঝোঁক, মনের দুর্ব্বলতা নাই? তবে? পুরুষ, হয় স্ত্রীর সঙ্গে ভাল ব্যাভার করুক, নয় বুঝুক, স্ত্রীলোক মন্দ হয় তাদেরই মন্দ ব্যাভারে।

ডেজ্‌। যাও, সখি, বিভুপদে করি আকিঞ্চন,
মন্দ হতে মন্দ কভু না করি গ্রহণ,
মম ত্রুটি যেন তায় হয় সংশোধন।]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সাইপ্রাস্—দুর্গসম্মুখ

(ইয়াগো এবং রডারিগোর প্রবেশ)

ইয়া। এই কানাচের আড়ালে লুকিয়ে থাক। কেশিয়ো এল ব'লে। তলোয়ার খুলে রাখ। একেবারে মোখাম্ কোপ ঝাড়বে, যেন এক ঘায়েই সাবাড় হয়। যাও, যাও, লুকোও। ভয় নাই! আমি কাছেই আছি। মনে রেখো, আজ—হয় জয়, নয় ক্ষয়। এই মনে করে বুক বাঁধ।

রডা। তুমি কাছেই থেকো। আমার হাত থেকে যদি ফস্‌কে যায়!

ইয়া। আমি কাছেই আছি। কোন ভয় নেই! যাও।

(ইয়াগো লুক্কায়িত হওন)

রডা। ও ত বেশ বোঝালে দোষ নেই। কিন্তু তবু কেন দ্বিধা হচ্ছে? এমন কি ক্ষতি! এই বৃহৎ সংসারে একটা লোক রইল আর গেল—তাতে ক্ষতি কি!—যম এসে বস অসি-মুখে!

(লুকায়িত হওন)

ইয়া। ঘষে ঘষে এ ছোকরাকে বেশ করে তাতিয়ে তুলেছি। এখন ও কেশিয়োকে মারুক, কি কেশিয়োই ওকে খুন করুক, আর নয়—দুটতেই কাটাকাটি করে ধ্বংস হ'ক, আমার সুবিধে সব দিকে। ডেজ্‌ডিমোনাকে দেব বলে রডারিগোর

কাছ থেকে যে সব হীবে-জহরৎ হাতিয়েছি, ও না মলে সেগুলো ফিরে দাবী করবে। তা কিছুতেই হবে না। আর কেশিয়ো যদি জীবিত থাকে, ওর মহত্বে আমায় চিরদিন হীন, ঘৃণ্য হয়ে থাকতে হবে। তা ছাড়া সেনাপতিও সব ঘটনা প্রকাশ করে দিতে পারে, তাতেও বিপদ সমূহ। কেশিয়োর মৃত্যু অতি আবশ্যক। কিন্তু চুপ! তার পায়ের শব্দ পাচ্ছি।

(কেশিয়োর প্রবেশ)

রডা। কেশিয়োর পদশব্দ—আমি ঠিক চিনি—সেই। নরাধম, তোর যম নিকট।

(কেশিয়োকে আক্রমণ ও আঘাত)

কেশি। যম নিকট হয়েছিল বটে, কিন্তু আমার অঙ্গত্রাণ আমাকে রক্ষা করেছে। এখন পরীক্ষা করি, তোমার রক্ষক কেমন।

(অস্ত্রাঘাত)

রডা। খুন করলে! খুন করলে!

(পশ্চাৎ হইতে ইয়াগোর দ্রুত আগমন ও কেশিয়োর পায় আঘাত করিয়া পলায়ন)

কেশি। ওঃ, জন্মের মত পা গেল! কে আছ, রক্ষা কর, খুন—খুন—খুন!

(পতন)

[(ওথেলোর প্রবেশ)

ওথেলো। কেশিয়োর আর্ত্তস্বর—ইয়াগো সত্যবাদী।]

রডা। ওঃ, আমি মহাপাপী, নরাধম!

[ওথেলো। নিশ্চয়!]

কেশি। কে আছ, কে আছ, আলো, আলো! শীঘ্র কেউ একজন ডাক্তার ডাক।

[ওথেলো। কেশিয়োর স্বর!
সাবাস, ইয়োগো! সাধু তুমি, ন্যায়বান!
মহৎ প্রকৃতি তব,
সখার ব্যথার ব্যথী, সখা,
ভাল শিক্ষা দিলে মোরে!
আরে রে স্বৈরিণী,
দেখ আসি প্রাণশূন্য প'ড়ে ধরাতলে
প্রাণের প্রণয়ী তব!
তোরেও ডাকিছে ত্বরা নরকে নিয়তি!
রহ, রহ রে কুলটা, আসিতেছি আমি!
চিত্ত হতে গেছে মুছে কুহক তোমার—
আর নাহি মজাবে নয়ন।
কলঙ্কিনী রক্তধারে আজি সুনিশ্চিত,
কলঙ্কিত শয্যা তব হবে সুরঞ্জিত।

[প্রস্থান।

(লডোভিকো এবং গ্রাটিয়ানোর প্রবেশ)

[কেশি। এ কি! এখানে পাহারা, লোকজন কেউ নেই! কে আছ—খুন—খুন—ওঃ!

গ্রাটি। নিশ্চয় কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে—শুনছ আর্ত্তনাদ।]

কেশি। আমার মৃত্যু নিকট, কেউ আমায় দেখ।

[লডো। ঐ শোন!

রডা। হতভাগ্য, নরাধম আমি!

লডো। দু'তিন জনের আর্ত্তস্বর! ঘোর অন্ধকার! কি ভয়ঙ্কর রাত্রি! এই সব আর্ত্তস্বর ছলনা হতে পারে। লোকজন সংগ্রহ না ক'রে এগুনো নিরাপদ নয়।]

রডা। কেউ এল না? যে রক্ত ছুটছে—তাতেই মারা যাব।

লডো। ঐ শোন!

গ্রাটি। এই যে শোবার পোষাকেই অস্ত্র-শস্ত্র আলো নিয়ে কে আসছে।]

(ইয়াগোর প্রবেশ)

[ইয়া। কে ওখানে? খুন—খুন ক'রে কে ঘন ঘন চীৎকার করছে?

লডো। জানিনি, মশায়।

ইয়া। আপনারা চীৎকার শুনতে পাননি?

কেশি। এই দিকে, এই দিকে। দোহাই তোমাদের, আমায় রক্ষা কর!

ইয়া। কি, ব্যাপার কি?

গ্রাটি। লোকটাকে মনে হচ্ছে যেন সেনাপতির পতাকাধারী—ইয়াগো।

লডো। সেই বটে। ও খুব সাহসী।]

ইয়া। কে তুমি? এমন করে আর্ত্তকণ্ঠে চেঁচাচ্ছ কেন?

কেশি। কে, ইয়াগো? আমায় ভারি জখম্ করেছে—কতকগুলো বদ্‌মায়েস মিলে। আমাকে রক্ষা কর।

ইয়া। কি সর্ব্বনাশ, কেশিয়ো! এ কোন্ দুর্ব্বৃত্তদের কাজ?

কেশি। বোধ হয়, তাদের একজন এইখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে—পালাতে পারেনি।

[ইয়া। আরে বিশ্বাসঘাতক নরাধম সব! ওখানে

দাঁড়িয়ে তোমরা কারা? এগিয়ে এস, আমায় সাহায্য কর।]
রডা। ওঃ! এ দিকে এসে আমাকে সাহায্য করুন।
কেশি। ঐ সেই দলের একজন।
ইয়া। আরে নরঘাতী দুরাত্মা, আরে নরাধম!

(অস্ত্রাঘাত)

রডা। আরে বেইমান, নর-পিশাচ!

(মৃত্যু)

ইয়া। অন্ধকারে নরহত্যা! বদ্‌মায়েস চোর বেটারা লুকাল কোথায়? উঃ, কি নিস্তব্ধ, সহরে টুঁ শব্দ নেই! কে আছ? খুন—খুন হয়েছে! তোমরা কারা? এদেরই দলের না ভদ্রলোক?
লডো। আমাদের ব্যাভারেই বুঝতে পারবেন!
ইয়া। দূতবর!
লডো। আজ্ঞে হাঁ।
ইয়া। চিন্‌তে পারিনি, মাপ করবেন মশায়! কতকগুলো বদ্‌মায়েস কেশিয়োকে জখম্ করেছে!
গ্রাটি। কেশিয়োকে!
ইয়া। কোথায় লেগেছে, ভায়া?
কেশি। আমার পা একেবারে দুখানা করে দিয়েছে।
ইয়া। কি সর্ব্বনাশ! [আপনারা একটা আলো আন্‌তে পারেন? আপাততঃ আমার জামা ছিঁড়ে পা বেঁধে দি।

(বিয়াঙ্কার প্রবেশ)

বিয়া। কিসের গোলমাল! চেঁচাচ্ছিল কে?
ইয়া। হুঁ। চেঁচাচ্ছিল কে!
বিয়া। এ কি! কেশিয়ো! কেশিয়ো! প্রিয়তম! কি হল! কি হল! কি হল!
ইয়া। আরে জঘন্য গণিকা! ভায়া, তোমার কাউকে সন্দেহ হয়, কে জখম্ করেছে?
কেশি। না।
গ্রাটি। আপনার এ দুর্দ্দশা দেখে আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে! আমি আপনাকে খুঁজতেই গিয়েছিলুম।
ইয়া। কেউ আমাকে একটা বাঁধবার কিছু দিতে পারেন? আপাততঃ এই রকম থাক্। এইবার একখানা চৌকি—তা হলেই ধীরে ধীরে তুলে নিয়ে যাওয়া যায়।
বিয়া। রোস, রোস! আহা, মূর্চ্ছা গিয়েছে! ওগো, কথা কও, কথা কও!
ইয়া। সকলে শুনুন, আমার ঘোর সন্দেহ, এই ভ্রষ্টা এ ব্যাপারে লিপ্ত আছে। ভায়া, একটু স্থির হয়ে থাক।] আলো, আলো! এ কি! এ মুখ কি চেনা? না,—হ্যাঁ—অ্যাঁ—এ কি! আমাদের দেশের লোক! এ যে আমার বন্ধু রডারিগো! না—হ্যাঁ—সেই ত বটে! কি সর্ব্বনাশ! রডারিগোই ত বটে!
গ্রাটি। কে, ভেনিসের রডারিগো?
ইয়া। আজ্ঞে হাঁ, সে-ই। আপনি একে চিনতেন?
গ্রাটি। চিনতুম বৈ কি!
[ইয়া। ওঃ, আপনি—গ্রাটিয়ানো! চিনতে পারি নি, মাপ করবেন, মশায়! এই সব রক্তারক্তি কাণ্ড দেখে আমার মাথা গুলিয়ে গেছল। নমস্কার!
গ্রাটি। নমস্কার!
ইয়া। ভায়া, এখন কেমন বোধ হচ্ছে? ওরে, কে আছিস? একখানা চৌকি নিয়ে আয়?
গ্রাটি। রডারিগো!
ইয়া। আজ্ঞে হাঁ; সে-ই বটে—সে-ই। এই যে খাটিয়া এনেছিস—বেশ করেছিস। কেউ সাবধানে একে এখান হ'তে উঠিয়ে নিয়ে যাও। আমি সেনাপতির চিকিৎসককে ডেকে আনছি। আর তুমি, ঠাকরুণ, তোমার গলাবাজি এখন রাখ! ভায়া, যার মৃত-দেহ এখানে পড়ে রয়েছে, সে আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। তোমাদের ভেতর কোন রেষারেষি ছিল?
কেশি। কিছুই না। আমি ওকে চিনিই না।
ইয়া। (বিয়াঙ্কার প্রতি) এই যে, ঠাকরুণের মুখ একেবারে পাঙাস হয়ে গেছে! এঁকে ঘরে উঠিয়ে নিয়ে যাও।

(কেশিয়ো ও রডারিগোকে স্থানান্তরিত করা)

আপনারা অনুগ্রহ করে একটু দাঁড়ান ত। তারপর রঙ্গিণি, মুখে যে এক ফোঁটা রক্ত নেই! মশায়রা চোখ দেখছেন—মড়ার মত! শুধু ফ্যালফ্যাল্ করে চাইলে কি হবে! আসল কথা বেশীক্ষণ চাপা থাকবে না। মশায়রা দেখুন, অনুগ্রহ করে ওর মুখের ভাবখানা একবার দেখুন, দেখছেন! ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে। জিবকে লাগাম কষ্‌লে কি হবে! পাপ চোখ দিয়ে কথা কয়।]

(এমিলিয়ার প্রবেশ)

এমি। গোলমাল কিসের? কি হয়েছে?
ইয়া। একদল বদমায়েস খুটিয়ে রডারিগো কেশিয়োকে অন্ধকারে আক্রমণ করেছিল। বদ্‌মাস্‌গুলো

পালিয়েছে। রডারিগো খুন হয়েছে, আর কেশিয়ো আধমরা।

এমি। অ্যাঁ, সর্ব্বনাশ! আহা, কেশিয়ো আধমরা, রডারিগো খুন!

ইয়া। বেশ্যাসক্তির এই পরিণাম। তুমি যাও, কেশিয়োকে জিজ্ঞাসা করগে ত আজ রাত্রে কোথায় খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল। কি! কথা শুনে যে হৃৎকম্প হচ্ছে!

বিয়া। খাওয়া-দাওয়া আমার বাড়ীতেই করেছিল, কিন্তু সেজন্য ত আমার কাঁপুনি ধরেনি!

ইয়া। বটে, বটে! তোমার ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করেছিল? এ কাজ তুমিই করেছ—পালিয়ো না, আমার সঙ্গে এস।

[এমি। ধিক, ধিক্ তোকে, কুলটা!

বিয়া। আমি কুলটা নই। যিনি আমাকে গাল দিচ্ছেন, তিনি যেমন—আমি তেমনি সতী।

এমি। আমার মতন সতী! ধিক, ধিক্ তোকে!]

ইয়া। মশায়রা, অনুগ্রহ করে চলুন। কেশিয়ো বেচারার পা বাঁধবার ব্যবস্থা করা যাক গে। এস রস্ক, প্রেমের পালা ছেড়ে এমন আর এক পালা গাইতে হবে! (এমিলিয়ার প্রতি) তুমি শীঘ্র দুর্গে গিয়ে সেনাপতি আর কর্ত্রীকে খবর দাও। আপনারা অনুগ্রহ করে এগোন্, আমি চিকিৎসক নিয়ে যাচ্ছি। (স্বগত) আজ রাত্রে আমার ভাগ্য-পরীক্ষা—হয় জয়, নয় ক্ষয়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শয়নকক্ষ—ডেজ্‌ডিমোনা নিদ্রিত।

একটি দীপ-প্রজ্বলিত।

(ওথেলোর প্রবেশ)

ওথেলো। যেই হেতু—
জান তুমি অন্তর্যামী মম—যেই হেতু
এ কঠিন ব্রত আজি করেছি গ্রহণ।
কহিতে সে কলঙ্ক-কাহিনী,
নির্ম্মল তারকামালা নিবিবে গগনে—
অনিবার্য্য যেই হেতু ন্যায়-দণ্ডদান।
তবু
না করিব রক্তপাত, না দিব আঘাত
তুষার-ধবল শিলা জিনি
সুচিকণ, শুভ্র অঙ্গে তার।
কিন্তু মৃত্যু সুনিশ্চিত—
নহে মায়াবিনী আরও মজাবে মানবে।
আগে নিবাই আলোক—
জীবন-আলোক তব নিবাব পশ্চাতে।
নিবাইয়ে তোরে, ক্ষোভ যদি হয় মনে,
রে উজ্জ্বল কিরণ-শরীরি,
জ্বালিবারে পারি তব আলোক আবার!
কিন্তু হায়, সুষমা-প্রতিমা!—
নিপুণ সৃজনে যার আপনার সীমা
লঙ্ঘিয়াছে আপনি প্রকৃতি,—
নিবিলে আলোক তব,
হেন বহ্নি নাহি কোন স্থলে,
যার বলে জ্বলিবে জীবন-দীপ পুনঃ।
বৃন্তচ্যুত করিলে গোলাপ—
সঞ্জীবনী শক্তি দিতে কেবা পারে ফিরে?
না শুকাতে শ্রেয়ঃ হবে
জীবন্ত তরুর পরে ভুঞ্জিতে সুবাস।
কি সুরভি শ্বাস—(চুম্বন)
স্পর্শে যার কঠিন হৃদয় গলে,
ন্যায়দণ্ড খসে পড়ে দৃঢ় মুষ্টি হতে!
তৃপ্তি নাহি চিতে—আর একবার
আরও একবার।
যদি মালিন্য তোমার—মৃত্যু পরে
নাহি হবে পবিত্র সুষমা তব,
বধি তোরে, আদরে ধরিব হৃদে পুনঃ।
আর একবার—শেষ বিদায়-চুম্বন!
কে জানিত প্রাণহর মধুর এমন!
বহে অশ্রু—
কিন্তু বজ্রসম নির্ম্মম সে ধার।
পবিত্র এ শোক—
প্রিয়জনে দণ্ড দিয়ে ব্যথা করুণার।
জাগে এইবার—

ডেজ্। কে? প্রভু?

ওথেলো। হাঁ।

ডেজ্। শয়ন করবে?

ওথেলো। আজ শয়নের পূর্ব্বে ভগবান্‌কে স্মরণ করেছিলে?

ডেজ্। অবশ্য, প্রভু!

ওথেলো। যদি তাঁর চরণে সম্প্রতি এমন কোন অপরাধ ক'রে থাক, যার জন্য মার্জ্জনার প্রয়োজন, এখনি তা ভিক্ষা কর।

ডেজ্। এ কি কথা, প্রভু?

ওথেলো। বৃথা বাক্য। যদি ক্ষমা-ভিক্ষার প্রয়োজন থাকে, শীঘ্র কর। আমি ততক্ষণ অপেক্ষা কর্‌ছি। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। মৃত্যুর পরে তোমার অধোগতি হয়, আমার তা ইচ্ছা নয়।

ডেজ্। মৃত্যু?

ওথেলো। হাঁ।

ডেজ্। কৃপাময়, কৃপা কর অবলায়!

ওথেলো। বেশ, সর্ব্বান্তঃকরণে আমিও বলি, কৃপাময় কৃপা কর অবলায়!

ডেজ্। প্রভু, কৃপাপাত্রী যদি বুঝে থাক মোরে,
তবে কেন বধিবে অধীনী?

ওথেলো হুঁ।

ডেজ্। কিন্তু তবু ভয় বাসি হেরিয়ে তোমায়!
ঐ মত ঘূর্ণিত নয়ন—
সাঙ্ঘাতিক লক্ষণ তোমার!
নিষ্পাপ অন্তর মম, নহি অপরাধী,
তবু হৃদি আতঙ্কে শিহরে!

ওথেলো ভাব তব অপরাধ!

ডেজ্। মনে প্রাণে ভালবাসে অধীনী তোমায়
এই যদি অপরাধ হয়—

ওথেলো। সেই অপরাধ আর দণ্ড তার—মৃত্যু!

ডেজ্। হায়, কে কোথায় শুনেছে এমন
মৃত্যু-দণ্ড ভালবাসা অপরাধে!
এ কি ভয়ঙ্কর রুদ্র-মূর্ত্তি তব!
ক্ষণে ক্ষণে অধর চাপিছ দাতে,
সাঙ্ঘাতিক উত্তেজনা-বশে—
কম্পমান কলেবর তব।
সর্ব্বনাশ সূচনা এ সব!
প্রভু, প্রভু,
মম শির লক্ষ্য করি গর্জ্জে কি অশনি?

ওথেলো চুপ! স্থির হও!

ডেজ্। হব স্থির, কিন্তু কিবা অপরাধ মম?

ওথেলো যে আদরের বস্তু তোমায় আমি আদরে উপহার দিয়েছিলুম, সেই রুমাল তুমি কেশিয়োকে প্রণয়োপহার দিয়েছ।

ডেজ্। না, কখন না। তুমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর।

ওথেলো। সাবধান, সাবধান, সুধামুখি! মিথ্যা বোল না—জেন, এ তোমার মৃত্যুশয্যা।

ডেজ্ হোক্, কিন্তু আজই নহে মৃত্যু উপস্থিত!

ওথেলো। এই দণ্ডে—
তাই কহি অকপটে ব্যক্ত কর পাপ।
জেন, স্থির,—
দারুণ শপথে—প্রতি কথা
অক্ষরে অক্ষরে যদি কর অস্বীকার,
নারিবে টালিতে সেই সুদৃঢ় প্রত্যয়—
যাহে ভারাক্রান্ত অন্তর আমার।
মৃত্যু সুনিশ্চিত তব।

ডেজ্। অন্তর্যামী ভগবান্
কৃপা কর নিরুপায় অবলায়, প্রভু!

ওথেলো। উত্তম।

ডেজ্। তুমি প্রভু মম,
তুমিও কর হে কৃপা হয়ো না নিদয়।
ধ্যানে জ্ঞানে শ্রীচরণ বিনে নাহি জানি,
কহি সত্য বাণী—
নির্দ্দোষ নির্ম্মল স্নেহ বিনা
প্রেম কিম্বা প্রেম-নিদর্শন
কভু নাহি দিছি তারে।

ওথেলো। আরে ছলনারূপিণী,
স্বচক্ষে দেখেছি নিদর্শন তার করে।
[ছিল মনে, নিষ্ঠুরতা করি পরিহার
ন্যায়-দণ্ডে দণ্ড দিব তোরে—
বলিরূপে করিয়ে অর্পণ;
কিন্তু তোর প্রতারণা ভাবে
শিলাময় হৃদয় আমার
জিঘাংসা করিছে উত্তেজনা।]
কেশিয়োর হাতে দেখেছি রুমাল আমি।

ডেজ্। নহে দান মম—পেয়েছিল কোনরূপে।
প্রের দূত আনিবারে তারে,
সত্য কথা করিবে স্বীকার।

[ওথেলো। করেছে স্বীকার।

ডেজ। কি?

ওথেলো। তোর সঙ্গে ব্যবহার তার—

ডেজ্। পাপ ব্যবহার?

ওথেলো নিশ্চয়

ডেজ্। কখন না। হেন কথা কখন না কবে।]

ওথেলো না।
বাক্যের দুয়ার তার রুদ্ধ চিরতরে—
বিশ্বস্ত ইয়াগো তার করেছে বিধান।

ডেজ্। প্রভু, প্রতারিত তুমি হয়েছ নিশ্চয়—
কহে অন্তরাত্মা মম।
নাহি জীবিত কেশিয়ো?

ওথেলো। প্রতি কেশ হত যদি পরমায়ু তার—
মম প্রতিহিংসা বিশাল কবলে
স্বচ্ছন্দে লভিত স্থান সবে।

ডেজ্। হায়, প্রতারণা মজায়েছে তায়,
সর্ব্বনাশ সাধিয়াছে মোর।
ওথেলো। নির্লজ্জ কুলটা,
প্রণয়ীর হেতু
কর শোক সম্মুখে আমার?
ডেজ্। মের না, মের না প্রাণে—
দেহ চির-বিদায় আমারে।
ওথেলো। আরে দ্বিচারিণী—
ডেজ্। কর ক্ষমা আজিকার মত—
বধো কালি—
ওথেলো। আরে যদি কর বল—
ডেজ্। দেহ অর্দ্ধ দণ্ড মোরে—
ওথেলো। অনেক দিয়েছি—
আরব্ধ ক্রিয়ায় বিলম্ব না সয় আর।
ডেজ্। ক্ষণমাত্র—স্মরি ভগবান্।
ওথেলো। গেছে বহুক্ষণ—
(ডেজ্‌ডিমোনার শ্বাসরোধ করণ)
(নেপথ্যে এমিলিয়া) প্রভু, প্রভু, নিরুত্তর কেন? প্রভু, প্রভু!
[ওথেলো। কোথা হতে আসে শব্দ?
নহে স্তব্ধ? এখনও জীবিত?
দুর্ব্বল হস্তের ক্রিয়া
নহে সম্পূর্ণ এখনও!
প্রস্তরে বেঁধেছি বুক,
তবু পূর্ণ কোমলতা?
নিবারিব যন্ত্রণা তোমার—যাও, যাও।]
(নেপথ্যে—এমিলিয়া) প্রভু, প্রভু!
ওথেলো। কে ও?
(নেপথ্যে এমিলিয়া)। প্রভু, মিনতি করি, আমি একটা বিশেষ সংবাদ দিতে এসেছি।
ওথেলো। ওঃ, এমিলিয়া, একটু অপেক্ষা কর।—
ফুরায়েছে!—
বুঝি, আসে দিতে
কেশিয়োর হত্যা সমাচার—
শুনেছিনু এইখানে স্বর—
এবে নিস্পন্দ নিথর—
সমাধির অভ্যন্তর নিস্তব্ধ যেমন।
নড়ে বুঝি—না, না,—
খুলে দিব দ্বার?—
এমিলিয়া
আসি হেথা কবে কথা পত্নী সনে মম।
পত্নী মম? পত্নী মম! কে সে?
নাহি পত্নী মম!
ও হো, দুর্ব্বিষহ সময় ভার!
কি বিকার—বিকট আঁধার!—
*যেন রাহু বিশাল কবলে
গ্রাসে রবি শশী,
কক্ষচ্যুত হবে ধরা—
আতঙ্কে শিহরে!
(নেপথ্যে এমেলিয়া) দোহাই প্রভু, দ্বার খুলে দিন, একটা কথা বলব।
ওথেলো। ও, তুমি?—ভুলেছিনু।
রহ রহ, দিব খুলে।—
করি আবরণ।—
কোথা তুমি?
(দ্বার মোচন)

(এমিলিয়ার প্রবেশ)

কি সংবাদ?
এমি। প্রভু, কেল্লার বাইরে খুন হয়েছে।
ওথেলো। সে কি! এখন?
এমি। এইমাত্র।
[ওথেলো। পথভ্রান্ত সুধাকর—মত্ততা আকর—
হয়ে হবে ধরা সন্নিহিত
উন্মাদ করিয়ে সবে
খেলে এই সংঘাতিক খেলা।]
এমি। কেশিয়ো রডারিগোকে হত্যা করেছে।
ওথেলো। রডারিগো কেশিয়ো দুজনেই হত?
এমি। না, প্রভু, কেশিয়ো জীবিত।
ওথেলো। কেশিয়ো জীবিত! নহে হত?
বেসুর হত্যার সুর!
[সুমধুর প্রতিহিংসা গান
কর্কশ বায়স স্বর সম!]
ডেজ্। ও—ও—মিথ্যা অপবাদ—হত্যা—
এমি। এ কি আর্ত্তস্বর!
ওথেলো। স্বর? কি স্বর?
এমি। নিশ্চয় নিশ্চয় আমার সখীর স্বর! কে আছ? রক্ষা কর, রক্ষা কর! শীঘ্র এস! সখি, প্রিয়সখি, কথা কও! আর একবার কথা কও!
ডেজ্। নিরপরাধ—মৃত্যু—
এমি। হায়, কে এ সর্ব্বনাশ করলে!
ডেজ্। কেউ না—আমি আপনি। সখি, বিদায়। প্রভুকে বোল, যেন অভাগিনীকে কখন স্মরণ করেন—সখি, চিরবিদায়! (মৃত্যু)
ওথেলো। সে কি! হত্যা কি করে সম্ভব?

এমি। অন্তর্য্যামী জানেন !

ওথেলো। শুনেছ ? বললে—আমি না।

এমি। শুনেছি। যা সত্য, আমাকে তা-ই বলতেই হবে।

ওথেলো। সত্য নয়, মিথ্যাকথা। মৃত্যুকালে মিথ্যা ব'লে জ্বলন্ত নরকে গেছে। আমিই হত্যা করেছি।

এমি। নরাধম, তোমার জন্য মিথ্যা ব'লে সে স্বর্গে গিয়েছে। [সে দেবী, আর তুমি নর-পিশাচ !

ওথেলো। পাপিষ্ঠা কুলটা ছিল।

এমি। তুমি মিথ্যাবাদী সয়তান !

ওথেলো। চপল প্রকৃতি—নীচগামী জলের মতন—

এমি। তুমি উগ্রমতি—আগুন যেমন,
তাই কহ নীচগামা—
সাধ্বী সতী দেবীর মতন !]

ওথেলো। অতল নরকে হবে না আমার স্থান,
যদি প্রাণদণ্ড ক'রে থাকি অন্যায় কারণে।
—স্বামী তব জানে সব কথা।

এমি। আমার স্বামী !

ওথেলো। হাঁ, তোমার স্বামী।

এমি। আমার স্বামী জানে ভ্রষ্টা ব'লে ?

ওথেলো। হাঁ, কেশিয়োর সঙ্গে। [ভ্রষ্টা যদি না হ'ত—ভগবান্ সুবৃহৎ হীরকখণ্ড দিয়ে আমাকে আর একটা পৃথিবী গড়ে দিলেও আমি সে রত্ন বিনিময় করতেম না।]

এমি। আমার স্বামী ?

ওথেলো। হাঁ, সেই সন্দাগ্রে আমায় বলে।
[নির্ম্মল প্রকৃতি, সাধু—পাপাচার চক্ষুঃশূল তার]

এমি। আমার স্বামী !

ওথেলো। বারবার এক কথা—বলছি তোমার স্বামী।

এমি। সখি, সখি ! প্রবঞ্চক
প্রবল প্রণয়-মত্ত
দুর্ব্বল হৃদয় লয়ে
করিয়াছে খেলা।
আমার স্বামী বলেছে অসতী ?

ওথেলো। হাঁ, তোমার স্বামী, তোমার স্বামী, বুঝেছ—তোমার স্বামী।
[মম পরম সুহৃদ—সাধু সজ্জন ইয়াগো।]

এমি। যদি সেই ক'রে থাকে দুর্নাম রটনা,
দগ্ধ হ'ক তিল তিল নরক-দাহনে !
ঘোর মিথ্যা কথা !
সখী মম
প্রাণ বিনিময়ে ঘৃণ্য আবর্জ্জনা
অমূল্য রতন সম ধরেছিল হৃদে।

ওথেলো। এতদূর !

এমি। যতদূর শক্তি তব, কর মম প্রতি,
নাহি ডরি—কব উচ্চ করি—
নহ তুমি যোগ্য পতি তার,—
স্বর্গ-যোগ্য নহে যথা এ কুকীর্ত্তি তব !

ওথেলো। নিজ হিত বাঞ্ছ যদি
কর সংযত রসনা।

এমি। নাহি জান সহি কি যন্ত্রণা—
নাহি শক্তি তব, দণ্ড দিতে তা হ'তে অধিক
আরে কাণ্ডজ্ঞানহীন মূঢ়,
প্রতারিত আরে রে বর্ব্বর,
অপদার্থ আবর্জ্জনা সম !
করেছ যে কাজ—
অস্ত্রভয় কি দেখাও মোরে ?—
মুক্তকণ্ঠে করিব প্রচার,
যায় যদি বিংশতি জীবন !
এস শীঘ্র কে আছ কোথায়,
কদাকার রাক্ষস হেথায়—
বধিয়াছে ঠাকুরাণী মম !
এস শীঘ্র—খুন—খুন !

(মন্টানো, গ্রাটিয়ানো এবং ইয়াগোর প্রবেশ)

মন্। কি—কি হয়েছে ? সেনাপতি !

এমি। স্বামী মম, আসিয়াছ তুমি ?
করেছ উত্তম কার্য্য—
যাহে আততায়ী জন
নিজকৃত হত্যা করে আরোপ তোমায় !

গ্রাটি। কি—ব্যাপার কি ?

এমি। কহে এই নরাধম,
ভ্রষ্টা জায়া জেনেছিল তোমার কথায়।
প্রত্যয় না হয়—
হবে তব এ হেন দুর্ম্মতি।
যদি তব মনুষ্যত্ব থাকে এক রতি,
কহ এই দুরাচারে—'মিথ্যাবাদী তুমি !'
নীরব কি হেতু ? বল, বল,
ওঃ, গুরুভার অন্তরে আমার !

ইয়া। আমার যেমন মনে হয়েছিল, তেমনি বলেছি। সেনাপতি আমার কথায় যেটুকু চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছেন, আমি তার এক তিল বেশী বলি নি।

এমি। তুমি কখন বলেছ কি না—সে ভ্রষ্টা ?

ইয়া। হাঁ, বলেছি।

এমি। তুমি মিথ্যাবাদী। ঘোর নারকী মিথ্যাবাদী। ধর্ম্ম সাক্ষী, আমার অন্তরাত্মা সাক্ষী ! তোমার

কথা মিথ্যা—জঘন্য মিথ্যা! ভ্রষ্টা? কেশিয়োর নাম করেছ?

ইয়া। হাঁ, কেশিয়ো। চুপ—
নাহি কর রসনা চালনা।

এমি। চুপ? কখন না।
কর্ত্তব্য আমার
শত রসনায় করিবে চালনা।
অন্তিম শয্যায় ঠাকুরাণী মম—
চিরস্থির আততায়ী করে!

সকলে। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

এমি। আর তুমি সেই সর্ব্বনাশের কারণ।

ওথেলো। আপনারা বিস্মিত হবেন না—মিথ্যা নয়—সত্য কথা।

গ্রাটি। যদি সত্য হয়—অদ্ভুত সত্য!

মন্। কি ভয়ঙ্কর কার্য্য!

এমি প্রতারণা, প্রতারণা—নারকী ছলনা।
সন্দ নাহি আর—
স্মৃতি-ভরি জাগে সব কথা
বুঝেছি এখন!—অন্তর্য্যামী মন-
হয়েছিল সংশয় তখনি
ও হো, অনুতাপে হব আত্মঘাতী—
হায়, হায়, নিদারুণ প্রতারণা!

ইয়া। কি বলছ? পাগল হয়েছ? কথা শোন, গৃহে যাও।

এমি। দয়া করি দেহ অনুমতি সবে—
সমক্ষে সবার
হৃদি-ভার করিব মোচন।
উচিত পালন স্বামীর আদেশ মম—
কিন্তু গুরুতর কর্ত্তব্য সম্মুখে।
বুঝ স্বামি-গৃহে আর না ফিরিব!

ওথেলো। ও—ও—ও—

এমি। কাঁদ, কাঁদ—লুটায়ে অবনী!
বিলাপের ধ্বনি উঠুক গগন ভেদি!
আরে রে অভাগা!
বধিয়াছ যারে—
ছিল মধুময় নির্ম্মল কুসুম—
সদ্যোজাত শিশু সম নিষ্পাপ অন্তর!

ওথেলো। কখন না—কে বলে এ কথা।
ছিল ভ্রষ্টা দুশ্চারিণী।
(গ্রাটিয়ানোর প্রতি) মহাশয়,
দেখি নাই এতক্ষণ!
অদূরে আত্মীয়া তব নিদ্রায় মগন,
প্রাণ-বায়ু-পথ সদ্য রুদ্ধ মম করে।
ভয়ঙ্কর বীভৎস এ কাজ
জানি আমি ভাল মতে।

গ্রাটি। আরে অভাগিনি, তোমার পিতা জীবিত নাই, পরম সুখের বিষয়! [তোমার বিবাহে তিনি মর্ম্মাহত হয়েছিলেন। নিদারুণ শোক তাঁর আয়ু-সূত্র ছিন্ন করেছে। আজ জীবিত থাকলে এই হৃদয়ভেদী দৃশ্য দেখে ধর্ম্ম, নরকের ভয় তুচ্ছ ক'রে নিশ্চয় তিনি আত্মঘাতী হতেন।]

ওথেলো। হৃদয়ভেদী ঘটনা—কিন্তু আমার এই কর্ম্মচারী জানে যে, আমার স্ত্রীর চরিত্র কলুষিত হয়েছিল। কেশিয়ো নিজমুখে সে কথা স্বীকার করেছে! আমার স্ত্রীকে আমি যে প্রথম প্রণয়োপহার দিয়েছিলুম,সেই রুমাল এই দুশ্চারিণী সেই পাপাত্মাকে প্রণয়োপহার দিয়েছিল। আমি স্বচক্ষে তার হাতে সে রুমাল দেখেছি। [সে রুমাল অতি প্রাচীন নিদর্শন। আমার পিতা আমার মাকে উপহার দিয়েছিলেন।]

এমি। হায়, ভগবান্!

ইয়া। শোন, চুপ কর!

এমি। চুপ!—
উত্তপ্ত অন্তর করে জিহ্বায় তাড়না—
বাক্য মম ঝঞ্ঝাসম অবাধে বহিবে—
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল যদি
সমস্বরে করিয়ে চীৎকার,
ছিছি বলি করে তিরস্কার—
না রব নীরব তবু!

ইয়া শোন, অবুঝ হয়ো না, বাড়ী যাও।

এমি কখন যাব না!

(ইয়াগো এমিলিয়াকে অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত)

ছিছি নারীদেহে অস্ত্রাঘাত?

এমি আরে মূঢ়! সে রুমাল আমি দৈবাৎ কুড়িয়ে পেয়ে আমার স্বামীকে দিয়েছিলুম। এই তুচ্ছ জিনিস হস্তগত করবার জন্যে ওর বিষম জেদ্ হয়েছিল। চুরি করবার জন্যে বারবার আমায় সাধ্যসাধনা করেছে!

ইয়া। পাপিষ্ঠা কুলটা!

এমি। ঠাকুরাণী কেশিয়োকে রুমাল দিয়েছিল! মিথ্যা কথা! আমি কুড়িয়ে পে আমার স্বামীকে দিয়েছিলুম!

ইয়া। দুনিয়ার ইল্লৎ! তোর মিথ্যা কথা!

এমি। তিল মিথ্যা নয়, কর প্রত্যয় সকলে।
আরে নারীঘাতী আত্মম্ভরী মূঢ়!
দেবীর আদর কিবা বুঝিবে বর্ব্বর!

(ওথেলো ইয়াগোকে আক্রমণ—ইয়াগো পশ্চাৎ হইতে এমিলিয়াকে অস্ত্রাঘাত করিয়া পলায়ন)

ওথেলো। আকাশের অস্ত্রাগার হ'তে কি অসময়ে বজ্রাঘাত হয় না? আরে নর-প্রেত! নরকের অমূল্য রতন!

গ্রাটি। দেখ, দেখ, এ স্ত্রীলোক ঢলে পড়ল! নিশ্চয় সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছে।

এমি। হাঁ। ঠাকুরাণীর পাশে আমায় শুইয়ে দাও।

গ্রাটি। দুরাত্মা স্ত্রী-হত্যা ক'রে পালাল।

মন্। [ও একটা ডাকসাইটে বদমায়েস।] এই অস্ত্র নিন্! সেনাপতির হাত থেকে কেড়ে নিয়েছি। কেউ দ্বার রক্ষা কর। এঁকে বাইরে যেতে দিয়ো না। যাবার জন্য জোর করেন, বধ কোর। আমি সে দুর্বৃত্তকে ধরবার জন্য চললুম। নরকের ক্রীতদাস!

[মন্টানো ও গ্রাটিয়ানোর প্রস্থান।

ওথেলো। লাঞ্ছনার অধিক লাঞ্ছনা!
কাপুরুষ আমি—
নহে, বীরকরে অসি হরে তুচ্ছ জন!
গেছে সুনাম সৌরভ,
বীরত্ব-গৌরব মিছে!
কিবা ক্ষোভ—হ'ক সব অবসান।

এমি। [সখি,
করেছিলে মরণ-সূচনা মৃত্যুগানে
মানব-বচন যদি পশে তব কাণে—
শোন সখি,
আমিও গাইব সেই গান—
গানে প্রাণ হ'ক অবসান!]
রে নিষ্ঠুর! সতী ছিল জায়া তব—
তোমা বিনা জানিত না কারে।
কহি সত্য কথা—করি সত্যাশ্রয়
স্বর্গধামে করিব গমন।
মৃত্যু করি আলিঙ্গন—
সত্য ব্যক্ত করি মনোভাব। (মৃত্যু)

ওথেলো। ছিল অন্য অসি এই কক্ষে—
অতি তীক্ষ্ণধার। এই যে হেথায়।
মহাশয়,
কক্ষান্তরে আছে মম প্রয়োজন।

(নেপথ্যে) গ্রাটি। যদি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার ইচ্ছা থাকে, তবে বেরুবার চেষ্টা কোর। মনে থাকে যেন তুমি নিরস্ত্র!

ওথেলো। ভিতরে এসে আমায় দেখে কথা ক'ন, নইলে নিরস্ত্র আমি আপনাকে আক্রমণ করব।

(গ্রাটিয়ানোর পুনঃ প্রবেশ)

গ্রাটি। ব্যাপার কি?

ওথেলো। হের অসি—বীরকরে বীরের ভূষণ।
ছিল দিন—
যবে এই ক্ষুদ্র করে
ক্ষুদ্র অসি ধ'রে হলে অগ্রসর,
তোমা সম শত শত জন
রোধিতে নারিত মম পথ।
কিন্তু হায়, বৃথা গর্ব্ব! কে বারে নিয়তি।
নাহি সেই দিন—
নাহি ভয়, অস্ত্র হেরি না হও শঙ্কিত।
ক্লান্ত পান্থ—পর্য্যটন শেষ আজি মম।
জীবন-তরণী—
উপনীত মহাকাল-সাগর-সীমায়।
পাণ্ডু-গণ্ড কেন হেরি তব?
বৃথা ভয়!
তৃণদণ্ড করিলে উদ্যত,
এ ভগ্ন হৃদয়
না স্পর্শিতে লইবে বিদায়।
পত্নীঘাতি, মৃত্যু অন্তে কোথা যাবে তুমি?
হা হতভাগিনি,
মহানিদ্রাঘোরে ধরেছ কি রূপ, বালা?
ওহো, তুষার-পাণ্ডুর মুখ!
যবে পরলোক-বিচার-ভবনে
মিলিব দুজনে,
হেরি এ মূরতি তব
তখনি হইব স্বর্গচ্যুত!
নরকের দূত
ক্ষিপ্র করে তাড়িবে আমায়!
হিম—হিমকায়—
তুষার সমান অমল ধবল,
নির্ম্মল সতীত্ব তব যথা।
আরে নরকের ক্রীতদাস!
হেন স্বর্গদৃশ্য দরশনে
নাহি তব অধিকার।
পিশাচনিচয়
কশাঘাতে কর মোরে দূর!
দুরন্ত ঝঞ্ঝায় কর তাড়না আমায়!
দগ্ধ কর উত্তপ্ত গন্ধকে!
সুগভীর অগ্নিহ্রদে রাখ ডুবাইয়ে!
ওগো, প্রিয়তমে!
কোথা তুমি! নাই—নাই—নাই!
ও—ও—ও—

(লডোভিকো, মনটানো, চেয়ারে উপবিষ্ট কেশিয়ো, কর্ম্মচারিগণ এবং বন্দিবেশে ইয়াগোর প্রবেশ)

লডো। হঠকারী সে অভাগা কোথায়?

ওথেলো। ওথেলো আছিল যার নাম—এই যে হেথায়।

লডো। আর সে কালসর্প কৈ? দুরাত্মাকে সম্মুখে নিয়ে এস।

ওথেলো। শুনিয়াছি,
সয়তান—পশুসম খণ্ডিত চরণ,
কিন্তু সত্য নহে—গল্প কথা।
সত্য যদি ছায়াদেহী প্রেত তুই,
মম অস্ত্রে না হবি নিধন।
(ইয়াগোকে অস্ত্রাঘাত)

লডো। অস্ত্র কেড়ে নাও।

ইয়া। মহাশয়, আমার সাঙ্ঘাতিক আঘাত লাগেনি। কেবল রক্তপাত হচ্ছে।

ওথেলো। নহি ক্ষুব্ধ আমি, রহ দীর্ঘজীবী হয়ে।
বুঝিয়াছি ভালমতে,
জীবন যন্ত্রণাময়, মৃত্যু সুখকর।

লডো। ছি ছি, সেনাপতি! তোমার মত বিচক্ষণ সজ্জন এই নরাধমের চক্রান্তে জড়িত হ'ল? তোমাকে আর কি বলব!

ওথেলো। যথা অভিরুচি তব।
হত্যাকারী—ন্যায়-দণ্ডধারী—
ইচ্ছা যদি মনে:
করি নাই নারীহত্যা হেয় ঈর্ষাবশে।
ধর্ম্মজ্ঞানে করেছিনু ন্যায়দণ্ড দান।

লডো। এই নরাধম কতকাংশে নিজের দোষ স্বীকার করেছে। কেশিয়োর হত্যার জন্য তোমরা কি দুজনে ষড়্‌যন্ত্র করেছিলে?

ওথেলো। হাঁ।

কেশি। প্রভু, প্রভু, আমি আপনার চরণে কোন অপরাধ করিনি!

ওথেলো। সে কথা এখন আমি সম্পূর্ণ বুঝেছি। তুমি আমায় মার্জ্জনা কর। আর তোমায় মিনতি করি, এই নরপিশাচকে জিজ্ঞাসা কর, আমার ইহপরকাল কেন এমন ক'রে নষ্ট করলে?

ইয়া। আমাকে মিথ্যা জিজ্ঞাসা। যা জেনেছ, তা' জেনেছ। এই মুখ বন্ধ করলুম, আর একটা কথাও বেরুবে না।

লডো। ভগবানের নামও নয়?

গ্রাটি। দণ্ডের যন্ত্রণায় তোমার মুখ খুলবে।

ওথেলো। নীরব থাকাই তোমার পক্ষে ভাল।

লডো। যা ঘটেছে, আপনি শুনুন। বোধ হয়, এর ভিতরকার চক্রান্ত আপনি কিছুই জানেন না। রডারিগোর যখন মৃত্যু হয়, তার কাছে দুখানি পত্র ছিল। তার একখানিতে প্রকাশ, রডারিগো কেশিয়োকে হত্যা করবে।

ওথেলো। নরাধম!

কেশি। নৃশংস পামর!

লডো। আর এই পত্রখানি রডারিগো এই দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ডের কাছে পাঠাবার উদ্দেশ্যে লিখেছিল। এতে ইয়াগোর দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। তার পর, সম্ভব, ইয়াগো তাকে হত্যা করে সকল কথার চরম উত্তর দিয়েছে।

ওথেলো। আরে দুষ্ট হীনমতি! কেশিয়ো, আমার স্ত্রীর রুমাল তুমি কোথায় পেয়েছিলে?

কেশি। আমার ঘরে পড়েছিল। এই পাষণ্ড এই-মাত্র স্বীকার করেছে, যে উদ্দেশ্যে সে রুমাল আমার ঘরে রেখেছিল, তা সিদ্ধ হয়েছে।

ওথেলো। ওঃ—মূঢ়—মূঢ়—মূঢ়!

কেশি। রডারিগোর পত্রে আরও প্রকাশ যে, ইয়াগোই তাকে আমার সঙ্গে দ্বন্দ্বে উত্তেজিত করেছিল। তার জন্য এই পত্রে বিস্তর তিরস্কার আছে। সেই দ্বন্দ্বের কারণে আমি পদচ্যুত হই। রক্তপাতে রডারিগো অনেকক্ষণ মূর্চ্ছিত হয়েছিল। চেতন হবার পর মুখেও সে স্বীকার করেছে যে, আমাকে হত্যা করবার জন্য ইয়াগোই তাকে উত্তেজিত করেছিল। আর তাকেও আঘাত করেছে এই নরপ্রেত!

লডো। ওথেলো, এ কক্ষ পরিত্যাগ ক'রে তুমি এখন আমাদের সঙ্গে চল। তোমার পরিবর্ত্তে কেশিয়ো এখানে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হ'ল। যদি এমন কোন নিষ্ঠুর দণ্ড থাকে, যাতে এ পামরের যন্ত্রণারও অবধি থাকবে না, অথচ জীবনও শীঘ্র শেষ হবে না—এর জন্য সেই দণ্ড নির্দ্দিষ্ট রইল। ওথেলো, রাজদ্বারে তোমার অপরাধ যত দিন না জ্ঞাপন করা হয়, তুমি কারাগারে আবদ্ধ থাকবে, নিয়ে এস।

ওথেলো। তিষ্ঠ ক্ষণকাল, মহাশয়!
আছে কিছু বক্তব্য আমার।
মম সাধ্যমত সাধিয়াছি রাজহিত কিছু,
জানে সবে—
আলোচনা নাহি প্রয়োজন তার।
এক মাত্র মিনতি আমার—
যবে নিদারুণ সমাচার

রাজ্যেশ্বরে করিবে প্রেরণ—
অবিকল যথাযথ করিয়ো বর্ণনা,
নাহি কর দোষ আবরণ, কিংবা
দ্বেষ-ভরে রঞ্জিত কাহিনী অভাগার।
বোল, প্রেমান্ধ বাতুল—কিন্তু
ভালবাসা ছিল তার অতুল জগতে।
নহে স্বভাবের দোষে,
কুচক্রীর ছলে পড়ি সংশয়-কবলে
হয়ে মতিচ্ছন্ন—
হারায়েছে হিতাহিতজ্ঞান।
তাই না করি যতন
দুর্ল্লভ সে মুকুতা-রতন—
জঞ্জাল যেমন,
দেছে ফেলে বর্ব্বরের মত!
বোল—অশ্রুহীন নীরস নয়ন
গলে নি কখন যার,
আজি নিদারুণ ঘায় বর্ষে বারিধার,
বনস্পতি রস যথা অজস্র ধারায়!
রাজপদে নিবেদিয়ো এ সব বারতা।
আর এক কথা—
একদিন আলিপো নগরে,
উষ্ণীষ-মণ্ডিত দুষ্ট তুর্কী একজন,
অপযশ ঘোষিয়ে রাজার,
করেছিল রাজভক্ত প্রজায় প্রহার।
ধরি গ্রীবা তার—
উপেক্ষিয়ে নিশ্চিত মরণ—
দিছি সে কুক্কুরে আমি দণ্ড এই মত।
(বক্ষে অসি বিদ্ধকরণ

লডো। হায়, হায় কি নিদারুণ পরিণাম!

গ্রাটি। আমাদের সকল অভিপ্রায়ই ব্যর্থ হ'ল!

ওথেলো। চুম্বনে দিয়েছি শেষ বিদায় তোমায়,
জীবনে মরণে সমভাব—
এই মাত্র পথ—
মৃত্যুর মিলনে দেহ, সতি, চুম্বন আমায়!
(ডেজ্‌ডিমোনার মৃতদেহের উপর পতন ও মৃত্যু)

কেশি। আমার এই আশঙ্কাই ছিল। সেনাপতির হৃদয় অতি উচ্চ, অতি উদার! কিন্তু এঁর কাছে যে অস্ত্র ছিল, সে কথা একবারও মনে হয় নি।

লডো। আরে নারকী কুক্কুর!
শোক সর্ব্বনাশী বুভুক্ষা রাক্ষসী,
কিংবা সর্ব্বগ্রাসী সাগর হইতে
দুরন্ত শোণিত-তৃষা তোর।
দেখ্‌ কীর্ত্তি তব—
শবভারে শয্যা নিপীড়িত।
দৃশ্য বিষময়—শীঘ্র কর আচ্ছাদন।
(গ্রাটিয়ানোর প্রতি)
মহাশয়, তব ভার রক্ষিতে আগার।
মৃত সেনাপতি ছিল আত্মীয় তোমার,
বিষয়-সম্পদ তার অধিকার তব।
(কেশিয়োর প্রতি)
রাজ-প্রতিনিধি!
দুরাত্মার দণ্ডভার
তব করে করিনু অর্পণ;
স্থান, কাল, নির্য্যাতন,
বিধিমত করিবে বিধান।
রাজ-সন্নিধানে আমি চলিনু এখনি,
শোকাতুর চিতে দিতে শোকের কাহিনী।

যবনিকা

সেক্সপীয়র-গ্রন্থাবলী

ভেনিসের বণিক

(*The Merchant of Venice*)

উইলিয়াম সেক্সপীয়র প্রণীত

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় অনূদিত

চরিত্র

পুরুষ

ভেনিসের ডিউক	...
মরক্কোর রাজপুত্র / আরাগনের রাজপুত্র	... পোর্শিয়ার পাণিপ্রার্থী
আন্তনিয়ো	... ভেনিসের বণিক
বাসানিয়ো	... ঐ বন্ধু
গ্রাসিয়ানো / শোলানিয়ো / সালারিনো	... আন্তনিয়ো ও বাসানিয়োর বন্ধু
লরেন্জো	... জেশিকার প্রণয়-পাত্র
শাইলক	... ইহুদী
তুবাল	... ঐ বন্ধু; ইহুদী
ল্যান্সিলট্ গবো	... ভাঁড়
বৃদ্ধ গবো	... ঐ পিতা
লিয়োনার্দ্দো	... বাসানিয়োর ভৃত্য
বালথাশার / ষ্টীফানো	... পোর্শিয়ার ভৃত্যদ্বয়

নারী

পোর্শিয়া	... ধনাঢ্য কুমারী
নেরিসা	... ঐ সহচরী
জেশিকা	... শাইলকের কন্যা

ভেনিসের ওমরাহবর্গ; বিচারালয়ের কর্ম্মচারিগণ; কারাধ্যক্ষ; প্রহরী; ভৃত্য ও অনুচরগণ।

সংস্থান :—কিয়দংশ ভেনিসে; অবশিষ্ট অংশ বেলমণ্টে

ভেনিসের বণিক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভেনিস—রাজপথ

(আন্তনিয়ো, সালারিনো ও শোলানিয়োর প্রবেশ)

আন্তনিয়ো। সত্য, মনে কেন এই বিষাদের ছায়া
বুঝিতে পারি না বন্ধু! বিষাদে মলিন
হেরি মোরে তোমরাও হয়েছ কাতর!
কিন্তু কেন বিষাদের এ মলিন মেঘ,
কোথা হতে এলো, তার কিছু নাহি বুঝি।
মনের এ-রূপ দেখি, সত্য কহি সখা,
নিজেরে চিনিতে—যেন তাও পারি নে কো।

সালারিনো। দোলে মন সাগরের তরঙ্গ-দোলায়—
যে-তরঙ্গ বহি তব বাণিজ্য-তরণী
বাতাসে পূরিয়া পাল চলে রঙ্গ-ভরে!
ধনাঢ্য-সম্ভ্রান্ত কোনো নাগরিক পথে
চলে যবে উচ্চশিরে প্রমত্ত গৌরবে—
দীন-জন সসম্ভ্রমে নোয়াইয়ে মাথা
পথ ছেড়ে সরে যায়; ক্ষুদ্র তরী করে
বাণিজ্য-তরীরে তব তেমনি সম্ভ্রম!

শোলানিয়ো। আমি তবে সত্য কহি, শুন হে বান্ধব,
পণ্য মোর জল-পথে থাকিত যগুপি
এমনি সঙ্কট-শঙ্কা-সংশয়ে জড়িত,
আমার সকল চিত্ত প্রীতি-আশা সহ
সুদূর সাগর-বক্ষে বেড়াতো ভাসিয়া;
আমি হেথা নিরাশায় বসিয়া নীরবে
তৃণপত্র উপাড়িয়া বাতাসে উড়ায়ে
দেখিতাম, বায়ু বহে কোন্ দিক্ দিয়া!
মানচিত্র খুলি, কভু তার পানে চাহি
খুঁজিতাম, কোথা পথ, কোথায় বন্দর,
কোথায় বর্তিকা-ঘর, সেতু, সিন্ধু-তীর;
ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রাঘাত—যে-কোনো বিপদে
পণ্যের অস্তিত্ব-শঙ্কা জাগিত এ-মনে;
তাদের কল্পনা মাত্র জাগিলে হৃদয়ে
হতেম চিন্তায় ক্লিষ্ট, বিষাদে কাতর।

সালারিনো। যে-বায়ু উত্তপ্ত ভোজ্যে করে সুশীতল,
করে রক্ষা, সুরসাল অমিয়-পরশে—
সেই বায়ু আনে ঝঞ্ঝা সিন্ধুবক্ষ'পরে
পণ্যভার-সহ তরী ডুবায় নিমেষে,
এ চিন্তায় ব্যথা মোর হতো নিদারুণ!
বালু-ঘটি-যন্ত্র পানে পারি না চাহিতে—
মনে হয়, জল-তলে গুপ্ত বালু-চর—
সে বালুর চরে বুঝি বাণিজ্য-সম্ভার-
পূর্ণ মোর পোত 'এণ্ড্' লভিল সমাধি—
উচ্চ শির ডোবে তার মরণের পাঁকে!
মন্দিরে যাইতে ডরি—আছে শিলা-বেদী,
সে শিলা-বেদিকা হেরি ভয়ে বুক কাঁপে,
কোথা সিন্ধু-বক্ষে আছে প্রচ্ছন্ন এমন
পাষাণ-গিরির দেহ—পরশে তাহার
চূর্ণ হয়ে যাবে মোর বাণিজ্য-তরণী
বক্ষে লয়ে কত শত মহার্ঘ্য সম্ভার—
মণি-রত্ন, সুকোমল কৌষেয় বসন,—
তরী-ভঙ্গে তরঙ্গের অঙ্গে রঙ্গে সব
কোথায় ডুবিবে হায়, কিছু রহিবে না।
সাগরের বুকে ছিল এতেক ঐশ্বর্য্য
চকিতে কোথায় গেল! সকলি হারানু!
এ চিন্তা নিয়ত মনে রহিলে জাগিয়া
কেমনে প্রসন্ন রবো? ভুলিব বিষাদ?
দুশ্চিন্তার রাশি···কিন্তু মোর কথা থাক।
বুঝিয়াছি, কেন বন্ধু, ম্লান, সকাতর,
এমন মলিন-মুখ তব আন্তনিয়ো—
বাণিজ্য-তরণী লয়ে যত মাথা ব্যথা!

আন্তনিয়ো। না, না, না—প্রত্যয় করো। সে কারণ নয়।
ভাগ্য মানি, আমার এ বাণিজ্য-বেসাতি
দু'একটি তরী লয়ে—দু'এক প্রদেশে
নিবদ্ধ সে কভু নয়। একক বর্ষের
ইষ্টানিষ্টে ব্যবসায়ে লাভ-ক্ষতি নাই।
বৎসরের ফলাফলে সম্পত্তি-নির্ভর
রাখি নাই কোনো দিন; এ সংশয় লয়ে
চিত্ত তাই কোনো দিন নহে বিচলিত।

সালারিনো। তাহলে এ প্রেম-ব্যাধি!

আন্তনিয়ো। নহি কো বাতুল।
সালারিনো। প্রেম নয়? তাহলে এ বিষাদের তব
একটি কারণ আছে। অর্থাৎ তোমার
মন খুশী নয়, তাই রয়েছ অসুখী।
কিন্তু হাসি-খেলা—সে তো সহজ সুলভ।
খুশী হও;—বুঝি, গেছে মনের বিষাদ!
দ্বি-শির জেনাশ দেব ভীষণ খেয়ালী!
মানুষ গড়েছে, দেখি, বেয়াড়া অদ্ভুত!
কেহ চায় মিটি-মিটি নয়নের আড়ে;
তোতা-পাখী সম কেহ হাসে অট্টহাসি
যেন বা বাজায় ভেঁপু! কেহ বা আবার
কাঁচু-মাচু মুখ সদা যেন কালি-ঢালা—
হাসি পেলে দাঁতে দাঁত জোরে চেপে থাকে—
দশন বা দেখে কেউ! গাম্ভীর্য্য-ঠাকুর—
সেও যদি বলে, হাসো,—তবু হাসেনা কো!

(বাসানিয়ো, লরেঞ্জো ও গ্রাসিয়ানোর প্রবেশ)

শোলানিয়ো। আসে বাসানিয়ো—তব প্রাণের স্বজন।
সঙ্গে তার গ্রাসিয়ানো, লরেঞ্জোও আছে।
আমরা বিদায় লই, যোগ্যতর সঙ্গী—
তাহাদের সাহচর্য্যে রাখিয়া তোমায়।
সালারিনো। নিরানন্দ এই তব অবসাদ-ভাব
যে-অবধি না ঘুচিত, রহিতাম হেথা—
যোগ্যতর কাম্য বন্ধু না আসিত যদি।
আন্তনিয়ো। তব সঙ্গ সম-কাম্য চিরদিন মোর।
বুঝিয়াছি, আছে বুঝি, কোথা অন্য কাজ,
যেমন সুযোগ পাও, করো পলায়ন।
সালারিনো। সুপ্রভাত, বন্ধুগণ!
বাসানিয়ো। বহু সুপ্রভাত!
বলো তো হাসিব কবে? করিব প্রমোদ?
বলো, বলো, তোমাদের সকলি অদ্ভুত!
একসঙ্গে হাসি-গল্প—অবসর নাই!
হাসি-খুশী বন্ধ রবে—সে কি ভালো কথা?
সালারিনো। আসিব যেমনি পুনঃ পাই অবসর।

[সালারিনো ও শোলানিয়োর প্রস্থান

লরেঞ্জো। ওগো বন্ধু বাসানিয়ো, পেয়েছো যখন
আন্তনিয়ো-বান্ধবেরে, মোরা দেখি পথ।
কিন্তু মনে আছে, রাত্রে ভোজনের লাগি'
সকলে মিলিব কোথা?
বাসানিয়ো। মিলিব নিশ্চয়।
গ্রাসিয়ানো। আন্তনিয়ো, তোমারে দেখিয়া মনে হয়,
সুস্থ নহ দেহে-মনে; খ্যাতিমান তুমি,
ধরণীরে দ্যাখো বহু সম্ভ্রমের চোখে।
বেশী মূল্য দিয়া হেথা যা কিছু কিনিবে,
খ্যাতি বলো, পণ্য বলো,—তার ক্ষয় বাজে!
করহ প্রত্যয়, হেরি রূপান্তর তব।
আন্তনিয়ো। ধরণী যেমন, তারে দেখি সেই-মত
সদা চোখে। এ ধরণী যেন নাট্যশালা!
জনে-জনে অভিনয় নানা ভূমিকায়।
করুণ ভূমিকা মোর—তাই ম্লান দ্যাখো।
গ্রাসিয়ানো। তাই যদি, দিয়ো মোরে মূর্খের ভূমিকা।
মূর্খ ভাঁড়—হাস্যে রঙ্গে কেশ যেন পাকে!
বার্দ্ধক্য ঘনায় যেন সে হাস্য-কৌতুকে!
দিবানিশি হা-হুতাশ, গুমরিয়া কাঁদা—
তার চেয়ে শতগুণে আমি ভালো মানি
সুরা-বসে তপ্ত যদি হয় এ যকৃৎ!
দেহে যবে তপ্ত রক্ত, রহিবে মানুষ
পাথরের মত জড় পিতামহ প্রায়?
জাগিয়া ঘুমাবে? রাগে সদা খিটি-মিটি—
পাণ্ডুরোগ দেহে শেষে করিবে আশ্রয়?
ভালোবাসি আন্তনিয়ো; তাই বলি, বন্ধু,
একদল লোক আছে—তাহাদের মুখ
বদ্ধ জলাশয় সম শ্যাওলায় ঢাকা—
গাম্ভীর্য্যে গুমট সদা—রহে চুপচাপ!
সে মুখে সরে না ভাষা! জানাইতে চায়
শুষ্ক সেই মৌনতার বুদ্ধির জেলুশ—
তারা যেন জ্ঞানী—মূর্ত্তিমান অহঙ্কার!
কভু যদি মুখ খোলে, এক ভাষা সরে,
এক মাত্র বুলি—"হাঁ হা, মস্ত জ্ঞানী আমি!
এ মুখে স্ফুরিলে ভাষা—সাবধান ওরে,
একটা কুকুর যেন কোথাও না ডাকে!"
জানি ভালো আন্তনিয়ো, এই লোকগুলা—
মৌনী, কথা কহে না কো, তাই বিজ্ঞ-খ্যাতি!
জানি স্থির—মুখে ভাষা যদি কভু সরে—
সে ভাষায় দুনিয়ার কানে ধরে তালা!
যে শুনিবে সেই ভাষা, তখনি কহিবে,
হস্তিমূর্খ এই ব্যক্তি! এ জ্ঞানীর তত্ত্ব
কহিব আরেক-দিন অবসর-মত!
কিন্তু শোনো, কথা রাখো, দোহাই তোমার—
বিরাট এ ম্লান মৌন ভাষাহীন টোপে
এমন বিজ্ঞতা-খ্যাতি কুড়াতে চেয়ো না।
এসো হে লরেঞ্জো। থাকো আরামে সকলে।
আহারের শেষে পুনঃ এ দীর্ঘ-বক্তৃতা
ধরিয়া করিব শেষ—টানি পূর্ণচ্ছেদ।
লরেঞ্জো। আসি তবে—দেখা হবে ভোজনের কালে।

এত কথা কয়ে গেল এই গ্রাসিয়ানো—
তিলেকের অবসর দিল না আমারে
বলিতে একটি কথা ! মৌনী-বাবা সাজি
এই মূর্খ বিজ্ঞদলে বুঝি, বিজ্ঞ বনি !
গ্রাসিয়ানো। দু'বছর মোর সাথে রহ অবিরাম—
ভুলে যাবে আপনারে কথার ঠ্যালায়।
আন্তনিয়ো। বেশ, তবে আজ হতে হইব বাচাল।
গ্রাসিয়ানো। ধন্যবাদ। জানো বন্ধু, এ মৌনতা সাজে
গাভীর বিশুষ্ক জিভে ; আর সাজে, জেনো,
ষোড়শী সে কুমারীরে। অপরে সাজে না।

[গ্রাসিয়ানো ও লরেঞ্জোর প্রস্থান

আন্তনিয়ো। তারপর—কি খবর ?
বাসানিয়ো। আজে-বাজে এত বকা গ্রাসিয়ানো বকতে পারে ! বাপ্ ! বাজে বকুনিতে সারা ভেনিসে ওর জোড়া যদি আর একটি লোক খুঁজে পাবে ! এমন যা-তা বকে যে, ওর কথায় যুক্তি খোঁজার মানে, যেন এক ঝোড়া তুষের মধ্যে দু দানা যব বেছে বার করা ! সারা দিন বসে খোঁজো— কোনো যুক্তি পাবে না ! যদি-বা এক-রতিটাক্ পাও—তা পেয়ে আর তখন কোনো লাভ নেই।
আন্তনিয়ো। ভালো কথা, বলেছিলে, আমারে কহিবে,
কোন্ নারী-তীর্থে তুমি গেছিলে গোপনে !
সে কথা খুলিয়া বলো। এখনি শুনিব।
বাসানিয়ো। আন্তনিয়ো, জানো তুমি, নহে তা গোপন,
অবস্থার অতিরিক্ত আচার-ব্যাভারে
কেমনে করেছি নাশ আমার বিভব :
আয় হতে ব্যয় বেশী—অনুচিত কাজ !
কষ্ট পাই। বুঝি : তবু নাহি প্রতিকার !
অনুচিত-ব্যয় আজো পারি না ছাড়িতে !
কিন্তু সত্য কহি, এই ঋণ-ভার আর
বহিতে পারি না শিরে ; ঋণে মুক্তি চাই।
আর চাহি—যে-বিহনে শান্তি নাই মনে !
এ দুই শৃঙ্খলে চিত্ত স্বাচ্ছন্দ্য-বিহীন।
তুমি বন্ধু—ঋণ তব পরিশোধ্য নয়—
অর্থে আমি চির-ঋণী আছি তব পাশে।
সে ঋণের মুক্তি নাই ; মোচনে অক্ষম।
এত দোষে দোষী- -তবু ভালোবাসো মোরে।
মনে তাই যে-বাসনা জাগে, সবিশেষ
তোমারে কহিতে আসি। ভেবেছি যা মনে,
ঘটে যদি, ঋণে মুক্তি পাবো, মনে হয়।
আন্তনিয়ো। কি বাসনা প্রকাশিয়া বলো বাসানিয়ো
তোমারে সম্ভ্রম করি আজো—জেনে রাখো।
যে-বাসনা মনে তব—হীন নাহি হলে
দেহ দিয়া, মন দিয়া, অর্থ মোর দিয়া—
আমার সর্ব্বস্ব দিয়া করিব পূরণ।
বাসানিয়ো। বাল্যে যবে বিদ্যালয়ে করিতাম পাঠ,
খেলা-চ্ছলে কত তীর ছুড়িতাম তবে,
সে-তীরের কোনোটা সে খুঁজে নাহি পেলে
সম-লক্ষ্যে হানিতাম যুগ্ম-তীর পুনঃ,—
প্রথম তারের পিছে শেষ দুই তীর—
তা দিয়া প্রথম তীরে পেতাম ফিরায়ে।
বাল্যের কাহিনী বলি—হাসিবে তা শুনি—
তেমনি সরল ভাবি আজি এ প্রয়াস।
ঋণী আমি তব পাশে। সে ঋণ শুধিব,
কোনো আশা নাহি তার। যে-অর্থ দিয়াছ,
ফিরায়ে পাইবে তাহা, হেন আশা নাই !
তবু বলি, যেই তীর করেছ নিক্ষেপ—
সে-তীরের সন্ধানেতে অন্য তীর পুনঃ
যদি বা ছুড়িতে পারো—শৈশব-খেলায়
মোর সেই তীরক্ষেপ—তাহারি মতন,
হয়তো সে হারা-তীরে পুনঃ ফিরে পাবে !
দুটি ঋণ শুধিবারে যদি নাহি পারি --
শেষ-ঋণে ঋণী কভু রহিব ঋণী
রহিব প্রথম-ঋণে ; এ-ঋণ ব।
আন্তনিয়ো মোরে জানো ভালো—
সখ্য-প্রীতি লয়ে
দ্বিধা-তর্ক—তাহে শুধু বৃথা কালক্ষেপ।
সে দ্বিধা-সংশয়ে আমি মনে ব্যথা পাই।
বাক্য-জাল বুনিবার প্রয়োজন নাই।
স্পষ্ট ভাবে কহ মোরে—কি-বা তুমি চাও ?
কি করিতে হবে মোরে ? কহ প্রকাশিয়া।
আমি কি করিতে পারি,—তুমি তাহা জানো।
করিব তা। বলো শুধু কি করিতে হবে।
বাসানিয়ে বেলমন্টে আছে বালা ধনীর দুহিতা—
অতুল ঐশ্বর্য্যময়ী—রূপে আর গুণে !
রূপের তুলনা নাই। 'রূপ'-কথাটুকু
সে-রূপের পাশে যেন ম্লান, অর্থহীন।
রূপসীর নয়নের দৃষ্টির ইঙ্গিতে
পেয়েছি নীরব ভাষা। নাম পোর্শিয়া।
কেটো-কন্যা, ব্রুটাশের প্রিয়তমা জায়া
সে-পোর্শিয়া হতে নন্ তিল-মাত্র আন !
মূল্য তাঁর বিশ্বে কারো নহে অবিদিত।
নিখিলের চারিদিক হতে নিত্য আসে
প্রার্থিয়া তাঁহার পাণি বহু যোগ্য পাত্র ;
রবি-রশ্মি-সমুজ্জ্বল সোনালি অলক

তাঁহার ললাটে দোলে—যেন স্বর্ণ-তরী!
বেলমণ্ট হইয়াছে পুণ্য-পীঠ আজি—
শুধু সে তাঁহার লাগি। জেশনের দল
স্বর্ণ-তরী-বক্ষে আসে লভিতে তাঁহারে।
আন্তনিয়ো, সত্য সখা,—থাকিলে বিভব,
তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সাজিয়া যেতাম
সে পুণ্য-মন্দিরে আমি সে লক্ষ্মী লভিতে।
কি জানি, কে কহে যেন অন্তরে আমার—
ভাগ্য মম সুপ্রসন্ন—সেথা যেতে পেলে
নিমেষে অভীষ্ট মম হইবে পূরণ।

আন্তনিয়ো। জানো বন্ধু—যত কিছু সম্পদ আমার-
ভাসিছে সাগর-বক্ষে। গৃহে অর্থ নাই।
পণ্য নাই—যাহে ভর করি লই ঋণ।
যাও তুমি—দ্যাখো, যদি কর্জ্জ কোথা মেলে।
আছে মান, ইজ্জৎ আমার—এ ভেনিসে।
ছাখো যদি, করিয়া বিশ্বাস তার'পরে
অর্থ কেহ কর্জ্জ দেয়—প্রয়োজন-মত!
যদি কেহ দেয় ঋণ,—সে অর্থ তোমার।
সে অর্থ লইয়া তুমি যাও বেলমণ্টে
রূপসী পোর্শিয়া যথা কামনার ধন।
ত্বরা করো। অর্থ পেলে সর্ত্তে বাধিবে না।
সে ঋণে আমার দায়! নহে, বলো তুমি
এ ঋণ আমার—অর্থ কর্জ্জ লবো আমি।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বেলমণ্ট—পোর্শিয়ার গৃহের কক্ষ

পোর্শিয়া ও নেরিসার প্রবেশ

পোর্শিয়া। সত্যি বলচি নেরিসা, দুনিয়ার ভার আমার অসহ্য হয়ে উঠেচে।

নেরিসা। অসহ্য হতো সখি—যদি ঐশ্বর্য্যের মত তোমার দুঃখও প্রচুর হতো! দুনিয়ার মজা এই, যার অনেক আছে, সে যেমন; আবার যার কিছু নেই—সেও তেমনি। অর্থাৎ দুজনেই সমান-দুঃখে দুঃখী! কাজেই দুয়ের মাঝামাঝি যারা থাকে, তারাই আরাম পায়। বাড়াবাড়িতে চিরদিন বিপত্তি ঘটে। যাদের অনেক আছে, ভাবনায় তাদের চুল শাঁগ্‌গির পাকে—যাদের দশা মাঝা-মাঝি, তারাই বেশী দিন বাঁচে।

পোর্শিয়া। কথার মত কথা বলেচিস নেরিসা। সত্যি, তোর কথার দাম আছে।

নেরিসা। কথার দাম আরো বাড়তো, সে-কথা মেনে মানুষ যদি চলতে পারতো।

পোর্শিয়া। কি উচিত তা জানা—আর তা মেনে চলা—দুটো কাজ যদি সমান হতো, তাহলে বক্তৃতামঞ্চগুলো আজ মন্দির হয়ে উঠতো, আর গরীবের কুঁড়ে হতো রাজার প্রাসাদ। যিনি শিক্ষা দেন, তিনি নিজে যদি সে শিক্ষা-উপদেশ মেনে চলতে পারতেন, তাহলে বটে তাঁকে বলতেম— সাধু! বিশজনকে ডেকে খুব ভালো শিক্ষা আমিও দিতে পারি; কিন্তু সে বিশজনের একজন হয়ে আমার সে-উপদেশ আমার পক্ষে মেনে চলা ভয়ঙ্কর শক্ত—বুঝলি! রক্ত ঠাণ্ডা রাখতে মগজ খাটিয়ে খাশা বিধি-নিয়ম তৈরী করতে পারি, নেরিসা, (কিন্তু মেজাজ যদি বিগড়োয় তো সে বিধি-নিয়ম মানা সম্ভব হবে না। আমাদের যা বয়স,—সে-বয়সটা যেন খরগোশ—বিধি-নিয়মের বেড়া টপ্‌কাতে তার কোথাও বাধে না!) কিন্তু থাক, এ-সব তর্কে তো আমার বর মিলবে না। বর মিলবে কি? নিজের মন বুঝে পছন্দ করবারো উপায় আমার নেই! মন যাকে চাইবে, তাকে নেবার যেমন উপায় নেই, তেমনি আবার মন যাকে বিষ দেখবে, তাকেই স্বীকার করে মেনে নিতে হবে। বাবা মারা যাবার সময় এমন উইল করে গেছেন, যে বিয়ের ব্যাপারে আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কিছু এসে-যাবে না! এ কি কম কষ্ট নেরিসা? বর—তাও নিজে আমি পছন্দ করতে পাবো না! আবার অপছন্দ হলে তাকে বিদায় দেবো, সে শক্তিও আমার নেই।

নেরিসা। বাবা ছিলেন ধার্ম্মিক মানুষ। মরবার সময় সাধু-পুরুষদের দিব্য-জ্ঞান হয়। সেই জ্ঞান হওয়ার দরুণই না তিনি ঐ সোনার রূপোর আর সীসের তিনটে কৌটো তৈরী করিয়ে গেছেন। সেই কৌটো তিনটে পরখ করে আসল কৌটোটির সন্ধান যিনি পাবেন—হবেন তিনি তোমার মালা নেবার যোগ্য অধিকারী। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো সখি—যিনি তোমাকে যথার্থ ভালোবাসবেন, তিনি ছাড়া আর কেউ তোমায় পাবেন না!...কিন্তু না, সত্যি, বলো তো, এই যে নিত্য এত হোমরা-চোমরা পাত্র এসে উদয় হচ্ছে, এদের মধ্যে কাকে তোমার মনে ধরে?

পোর্শিয়া। এক-এক করে তুই সকলের নাম বল্—

আমি টীকা করে বুঝিয়ে দেবো! তা থেকে তুই আমার মনের সন্ধান পাবি।

নেরিসা। বটে! আচ্ছা, প্রথমে ধরো—ঐ নেপোলিটান রাজপুত্রটি।

পোর্শিয়া। কে? ঐ ঘোটক-রাজ! ঘোড়া ছাড়া যার মুখে আর কোনো কথা নেই! মস্ত জাঁক,—নিজের হাতে তিনি ঘোড়ার পায়ের নাল বেঁধে দেন! আমার ভয় হয় নেরিসা,—ও-ভদ্রলোকটির মায়ের সঙ্গে হয়তো কোনো কামারের নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল!

নেরিসা। আচ্ছা, তার পর ধরো ঐ গেঁয়ো জমিদার পালাটিন…

পোর্শিয়া। তিনি! কপাল তিনি কুঁচকেই আছেন দিবা-রাত্রি! মনের ভাব—আমায় যদি না পাও তো করবে কি? হাসির গল্প বলো—গম্ভীর! হাসতে জানেন না! এই বয়সে এমন গুমট-মুখ—আর একটু বয়স হলে তো কেঁদেই দিন কাটাবেন—ঠিক সেই দার্শনিকদের মত! দুনিয়াকে ভুয়ো ভেবে ভেবে যাঁরা একেবারে অস্থির হয়ে আছেন! এঁদের কাকেও বিয়ে করার চেয়ে কঙ্কালের গলায় মালা দেওয়া ঢের ভালো নেরিসা!

নেরিসা। তাহলে ঐ ফরাশী ওমরাওটি?

পোর্শিয়া। মানুষের মত হাত-পা-মুখ এঁটে বিধাতা মানুষ সৃষ্টি করেচেন—কাজেই ওঁকে মানুষ বলতে হয়।…মানুষকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলে পাপ হয়, জানি—তবু সখি, সত্য বলচি, এঁরও ঘোড়া-রোগ আছে—সে-ঘোড়া নেপোলিটান রাজপুত্রের ঘোড়ার চেয়ে বড়। ইনিও কপাল কোঁচকান—সে-কোঁচকানো জমিদার পালাটিনের চেয়ে অনেক বেশী। এক কথায় বলতে কি, মানুষ হয়েও ইনি মানুষ নন। শালিক পাখী কিচির-মিচির করলে ইনি উঠে নাচতে সুরু করেন—নিজের ছায়া দেখে তার সঙ্গে করেন তলোয়ার খুলে লড়াই! এঁকে বিয়ে করা আর বিশজন পুরুষকে একসঙ্গে ভজনা করা—দুই সমান। ইনি যদি আমায় দেখে নাক কোঁচকান তো আমি ভাগ্য বলে মানবো। আর যদি আমায় ভালোবেসে উন্মাদ হন, তবু ওঁর সে ভালোবাসা আমি নিতে পারবো না, সখি।

নেরিসা। আচ্ছা, ঐ ইংরেজ ব্যারণ ফকনব্রিজ?

পোর্শিয়া। জানিস্ তো, তাঁর সঙ্গে আমার কোনো কথা হয়নি। তিনি আমার কথা বুঝতেও পারেন না। না জানেন তিনি লাতিন ভাষা—না ফরাশী ভাষা, না ইতালীয়ান ভাষা। আর আদালতের মত হলফ পড়তে হলে, হলফ পড়ে তোকেও এ কথা মানতে হবে যে আমি ইংরেজি জানি না। জানি না—হয়তো লোকটি ভালো কিন্তু আমার কাছে ভাষাহীন ছবির মানুষ! কেউ কারো কথা বুঝবো না। তাছাড়া ওঁর পোষাক দেখেচিস? মনে হয়, কোটটা কিনেচেন ইতালীতে, মোজা জোড়া কিনেচেন ফ্রান্সে, টুপি জার্মানীতে; আর আদব-কায়দা, চাল-চলন,—সে-সব জোগাড় করেচেন নানা রাজ্য থেকে!

নেরিসা। আচ্ছা, ওঁর প্রতিবেশী ঐ স্কচ লর্ড বাহাদুরটি?

পোর্শিয়া। যোগ্য প্রতিবেশী বটে! ইংরেজের কানমলা খেয়ে উনি রুখে আছেন, সময় পেলে সে কানমলার শোধ দেবেন। আমার মনে হয়, ঐ ফরাশী ভদ্রলোকটি ওঁর জামিন হতে পারেন।

নেরিসা। সাক্সনির ডিউকের ভাইপো ঐ জার্মাণ যুবা—তাঁর কথা কি বলো?

পোর্শিয়া। সকালে যখন জ্ঞান থাকে, তখন রীতিমত বর্ব্বর; বিকেলে যখন মদের নেশায় অজ্ঞান, তখন একেবারে অপদার্থ! যখন ভালো থাকেন, তখন মানুষ নন: যখন বেগড়ান, তখন জানোয়ারের চেয়ে একটু উঁচু-ধাপে থাকেন। আমার ভাগ্য যদি নেহাৎ বিরূপ হয়—তবু ওঁকে না পেলেও দিন-আমার আরামে কাটবে, নেরিসা।

নেরিসা। উনি যদি ঠিক কৌটোটি বেছে নিতে পারেন, তাহলে তুমি বাবার উইল অমান্য করবে? ওঁর গলায় মালা দেবে না?

পোর্শিয়া। সেই ভয়েই তোকে মিনতি করচি নেরিসা, ও-পাত্রটিকে তুই রেনিশ-মদে টৈটুম্বুর করে ডুবিয়ে রাখ্। ঠিক বলতে পারি, পাত্রে যদি মদ ছাখে তো মদের লোভে সেই মদের পাত্রই বেছে নেবে। ঐ মদের পিপের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আমি বোধ হয় সব-কিছু করতে পারি।

নেরিসা। ভয় নেই সখি—এ মহাপুরুষদের মধ্যে কাকেও তোমায় বরণ করতে হবে না। ওঁদের যা বাসনা, আমায় তা জানিয়েচেন। অর্থাৎ ওঁরা বলেচেন,—তোমায় বিরক্ত না করে যে যার দেশে ফিরবেন। তোমার বাবার সর্ত্ত

মালা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে যদি তোমার পাওয়া যায়, তাহলে ওঁরা সেই উপায় দেখবেন।

পোর্শিয়া। বাবার উইলের সর্ত্ত অমান্য করে আমি বিয়ে করবো না—এতে যদি শিবিলার মত আইবুড়ো হয়ে মরি—ডায়েনার মত সতী-নিষ্ঠা নিয়েই মরবো। কিন্তু যা শুনলেম, এ সব পাত্রের এমন সুবুদ্ধি হয়েছে,—শুনে আরাম পেলেম! সত্যি নেরিসা, এদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে-বিহনে বুক আমার বেদনায় উথলে উঠবে! ভগবানের অনুগ্রহে এঁদের যাত্রা-পথ শিব হোক, শুভ হোক্—কায়-মনে বিধাতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি।

নেরিসা। আচ্ছা, তোমার মনে পড়ে, বাবা তখন বেঁচে, ভেনিস থেকে একটি ভদ্রলোক···সেই যে গো, আমাদের বয়সী—মানে, অল্প বয়স—খুব পণ্ডিত, ভয়ঙ্কর যোদ্ধা—মঁতফেরাতের সঙ্গে এখানে এসেছিলেন?

পোর্শিয়া। ও—হাঁ। তাঁর নাম বোধ হয় বাসানিয়ো!

নেরিসা। সত্যি সখি, এ পর্য্যন্ত যতগুলি লোক দেখলেম, তাঁদের সকলের চেয়ে তিনি ভদ্র—সুন্দরীর মালা পাবার যোগ্য!

পোর্শিয়া। তাঁকে মনে আছে নেরিসা। তোর এ সুখ্যাতি তাঁকে সাজে।

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

কি রে?

ভৃত্য। বিদেশী সে চারজন ভদ্রলোক বিদায় নিচ্ছেন। যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আর মরক্কো রাজকুমারের দূত এসেছে। খবর এনেছে, তার মনিব আজ রাত্রে এখানে এসে পৌছুবেন।

পোর্শিয়া। এ চারজনকে যে-ভাবে বিদায় দিচ্ছি, এটিকে যদি তেমনি খুশী-মনে অভ্যর্থনা করতে পারতেম! এঁর মন যদি হয় সাধুর মত, আর চেহারা দৈত্যের মত, তা হলেও যেন আমার মালা না নিয়ে তিনি ছুটী দেন। আয় নেরিসা, তুই আগে আগে চল্···

একটি করে বিদায় দিয়ে আঁটছি দোরে খিল্;
আবার একটি দোরে হাজির—এ যে মুস্কিল!

[সকলের প্রস্থান

ভেনিস—সাধারণ স্থান

বাসানিয়ো ও শাইলকের প্রবেশ

শাইলক। তিন হাজার ড্যক্যাট! বেশ!

বাসানিয়ো। তিন মাসের কড়ারে।

শাইলক। তিন মাসের কড়ারে! বেশ!

বাসানিয়ো। হ্যাঁ। আর আপনাকে আগে থেকেই বলে রাখছি, এ ঋণের জন্য আন্তনিয়ো খৎ লিখে দেবেন।

শাইলক। হাঁ! আন্তনিয়ো নিজে খৎ লিখে দেবেন! বেশ!

বাসানিয়ো। টাকা দিতে পারবেন? দিয়ে আপ্যায়িত করবেন? জবাব পাবো?

শাইলক। তিন হাজার ড্যাক্যাট—তিন মাসের কড়ারে—আর আন্তনিয়ো নিজে খৎ লিখে দেবেন!

বাসানিয়ো। হ্যাঁ, কি বলেন? দেবেন টাকা?

শাইলক। আন্তনিয়ো একজন মহাশয়-ব্যক্তি!

বাসানিয়ো। তাঁর দুর্নাম কখনো শুনেছেন না কি?

শাইলক। এঁ্যা! না, না, না। তা নয়। তাঁকে যে মহাশয়-ব্যক্তি বলছি, এর মানে, আপনাকে বোঝাবার জন্য—তিনি একজন খাঁটী লোক—তাঁর কথার দাম আছে···যদিও তাঁর বিষয়-আশয় আছে কাগজে-কলমে অর্থাৎ কল্পলোকে! তাঁর একখানি জাহাজ গেছে ত্রিপোলিতে, আর এক-খানি গেছে ভারতবর্ষে। তা ছাড়া বাজারে শুনছিলেম তিন-নম্বর জাহাজ গেছে মেক্সিকোয়; চার নম্বর জাহাজ গেছে ইংলণ্ডে। তাছাড়া আরো ক'খানা জাহাজ এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু জাহাজ! সে তো কখানা মাত্র তক্তা—তার মাঝি-মাল্লারাও মানুষ! তাছাড়া ডাঙ্গায় যেমন ইঁদুর আছে, জলেও তেমনি ইঁদুরের উৎপাত! ডাঙ্গায় চোর-ডাকাত, জলেও তেমনি চোর-ডাকাত—যার নাম বোম্বেটে। তার উপর আছে তোমার জল-ঝড়, ঢেউ, চোরা পাহাড়ের ধাক্কা! তা হোক, তা হলেও হ্যাঁ, আন্তনিয়ো লোকটি খাঁটি। তাঁর সংস্থানও আছে বেশ ভালো রকম—এ কথা স্বীকার করবো বৈ কি! হ্যাঁ—তা কত বললে? তিন হাজার ড্যাক্যাট···? আমি বোধ হয় তাঁরি হাতের খৎ পারো।

বাসানিয়ো। হ্যাঁ, তাঁর খৎ পাবেন—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

শাইলক। ভালো, ভালো! তা খৎ পেলে নিশ্চিন্ত হবো বৈ কি। নিশ্চিন্ত হবো বলেই চিন্তা করচি! তা, হ্যাঁ, আন্তনিয়োর সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা হতে পারে?

বাসানিয়ো। যদি অনুগ্রহ করে আমাদের ওখানে আজ ভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন!

শাইলক। কি—শূয়রের মাংসর গন্ধ শুঁকতে! তোমাদের মহাত্মা প্রভু সে-শূয়রের দেহ ভূতের আস্তানা করে তুলেছিলেন!...বাপু হে, তোমাদের সঙ্গে দেনা-পাওনার কারবার করতে পারি, আর তা করবো; তোমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও কইবো, বেড়াবো-চেড়াবো...সব কিছু করবো! কিন্তু খাওয়া? উঁহু, ঐটি নয়। খেতে পারবো না! খাওয়া-দাওয়া চলবে না! কোনো কালে নয়—পুজো-আর্চ্চাও চলবে না!...কি হলো? বাজারের খবর? এ দিক পানে কে আসে যেন...

আন্তনিয়োর প্রবেশ

বাসানিয়ো। ভদ্র আন্তনিয়ো।

শাইলক (স্বগত) চোখের চাহনি ছাখো! যেন চাটুকার
সরাই-ওয়ালা আমি! ঘৃণা করি
কীরীস্তানে—তাই ঘৃণা করি এ কাফেরে।
আরো ঘৃণা—কর্জ্জ দেয় অধমর্ণ-জনে
বিনা-সুদে...সারল্যের মস্ত আবরণ!
মোদের সুদের হার অল্প ভেনিসেতে
শুধু ওর বিনা-সুদে ধার-দেওয়া হেতু।
একবার পাই যদি কবলে এ জনে
পুরানো আক্রোশ যত মিটাই আমার!
আমার পবিত্র জাতি—তারে ঘৃণা করে;
পণ্যশালে সম্মিলিত বণিকের দল—
সেথা মোরে গালি পাড়ে,—গালি কারবারে!
সদুপায়ে উপার্জ্জন—অর্থ করি লাভ—
'হেয় সুদ' বলি দুষ্ট বিঁধে ব্যঙ্গ-বাণে!
এ-জনে করিলে ক্ষমা, মোর কুল-মানে
যেন অভিশাপ লাগে! দুষ্ট কটু-ভাষী!

বাসানিয়ো। শোনো শাইলক...

শাইলক। পুঁজির হিসাব করি,
মনে পড়ে যতখানি। দেখি, পারি কি না
তিন হাজার দিতে আজি তহবিল হইতে।
নিজের না থাকে যদি—না, না, চিন্তা নাই—
স্বজাতি তুবাল আছে—ধনাঢ্য ইহুদী—
সেই দিবে অবশিষ্ট! কিন্তু হ্যাঁ, কি বলিলে?
ক'মাসের মেয়াদ কর্জ্জের?
(আন্তনিয়োর প্রতি) আপনার
কুশল মশায়? হেঁ-হেঁ—মশায়ের কথা—
তাই নিয়ে আমাদের চলে বাক্যালাপ।

আন্তনিয়ো। অর্থ লয়ে লেন-দেন—শোনো শাইলক,
করিনে কো আমি—সুদে, কিম্বা বিনা-সুদে।
তথাপি বন্ধুর আজি অর্থ-প্রয়োজন—
তারি লাগি বিধি ভাঙ্গি।
(বাসানিয়োর প্রতি) জানে শাইলক
কত মুদ্রা প্রয়োজন?

শাইলক। হেঁ-হেঁ...তিন হাজার
ডুক্যাট...না?

আন্তনিয়ো। ঋণের মেয়াদ তিন-মাস।

শাইলক। হাঁ, হাঁ, ভুলেছিনু! তিন মাসের কড়ার!
হাঁ, হাঁ—তাও বলেছেন ইনি। আরো শুনি,
আপনি দিবেন বটে! বটে! দেখি
কিন্তু কি বলিতেছিলেন? হাঁ—শুনি যেন,
দরে-হারে সুবিধা সে যতই মিলুক—
নিজে কর্জ্জ নাহি দেন—নাহি লন কভু।

আন্তনিয়ো। কভু নহে।

শাইলক। কাহিনী পড়িল মনে,—বলি।
জেকবের খুড়া ছিল লাবান। সে বুড়া।
লাবানের মেষ ছিল—সংখ্যায় প্রচুর;
ভাইপো জেকব তাঁর সে মেষ চরাতো;
পূজ্য আব্রামের ইনি নাতি...হাঁ, নাতিই!
আব্রামের নাতি এই জেকব সুজন—
তাহার মাতার পুত্র—তৃতীয় গর্ভের।

আন্তনিয়ো। সে কথার হেতু? জেকব নিতেন সুদ?

শাইলক। না, না—সুদ নয়। মানে, সুদ যারে বলো,
তাহা নয়! শোনো,—দোঁহে কি সর্ত্ত সে ছিল।
জেকব চরাতো মেষ—শ্রম-মূল্য লাগি
মেষের শাবক হতো,—নিত তাহা হতে
বিচিত্র বর্ণের গুলা—সত্ত্ব জেকবের।
জেকব করিল কি? না, শাখাপত্র ভাঙ্গি
ক্ষেতে রাখে বিছাইয়া; যত মেষ-মেষী
আহারের লোভে আসে—মেলে কুতূহলে;
মিলনের ফলে মেষী প্রসবে শাবক,—
জেকবের মহা-লাভ চলে সমারোহে।
বুদ্ধি যার—উন্নতির দ্বার মুক্ত তার—
মিতব্যয়ে জয়—যদি চুরি বাদ থাকে।

আন্তনিয়ো। ইহাতে কৃতিত্ব কি-বা? বিধির বিধান!

মেষের শাবক হয়—বিধাতার হাত !
মানুষের হাত তাহে এতটুকু নাই !
সোনা-রূপা ধার দিয়া—ধারে সুদ লওয়া—
তার সাথে—মেষ হতে শাবক-সংগ্রহ—
এ উপমা সাজেনা কো।

শাইলক। সুদে টাকা বাড়ে ;
পশু-পক্ষী হতে যথা বাচ্ছা হয় লাভ।
তবু বলি, শোনো…

আন্তনিয়ো। মজা ত্বাখো বাসানিয়ো,
অভিসন্ধি-প্রয়োজনে শাস্ত্র-বাক্য-শত
উচ্চারণে কতখানি পটু দুষ্ট জন !
দেবতারে সাক্ষ্য ডাকে দুরাত্মা যখন—
তখন দৈত্যের মুখে যেন হাসি দেখি !
সুপক্ক আপেল যথা ভিতরেতে পচা,
কাপট্য ঢাকিতে চায় ভদ্র আবরণে !

শাইলক। ড্যাকাট—হাজার তিন ; অনেকটা টাকা—
তিনটি মাসের ম্যাদ—সুদ কষি কত ?

আন্তনিয়ো। শুনিছ হে শাইলক, দোঁহে দায়ী রবে।

শাইলক। আন্তনিয়ো, সাধু, ভদ্র, মহাশয় তুমি—
বারে-বারে র‍্যালটোয় করিয়াছ মোরে
তিরস্কার রূঢ় ভাষে—মোর অর্থে গ্লানি।
সুদ লই, সেই সুদে করো নিন্দাবাদ !
নীরবে সে-অপমান সহিয়াছি আমি।
সহ্য করা—সে আমার জাতের স্বভাব।
কহিয়াছ, ভণ্ড আমি, অবিশ্বাসী আমি !
কহিয়াছ, গলা কাটি কুকুরের মত !
ইহুদী—পরনে মোর ইহুদীর বেশ—
সে-বেশে করেছ তুমি নিষ্ঠীবন ত্যাগ !
আমার যা-কিছু, তায় অতি-ঘৃণা তব।
আজ দেখি, চাহো মোরে, দায়ে রক্ষা করি !
আমার প্রসাদ চাও। খুব ভালো কথা !
আজ আসি কহো মোরে—শোনো হে শাইলক,
টাকা চাই আমাদের ! ওই মুখে বলো—
যে-মুখের নিষ্ঠীবন দেছ শ্মশ্রু'পরে !
তারে কহো—কুকুরের মত পায়ে যারে
নিত্য ঠ্যালো দ্বারে পেয়ে,—টাকা ধার চাই !
বলো, কি উত্তর দিব ? বলিব তোমায়—
কুকুর যে—তার কি হে অর্থ কভু থাকে ?
কুকুর কি দিবে ঋণ তিনটি হাজার
ড্যাক্যাট্ ? সম্ভব কি তা ? কিম্বা নত শিরে
অনুগত ভৃত্য সম, নিরুদ্ধ নিশ্বাসে
বিনয়ের নম্র ভাষে কহিব তোমায়—
"ওগো শিষ্ট ভদ্র সাধু, গত বুধবারে
গায়ে মোর থুতু দেছ ; আর-একদিন
কুকুর বলেছ মোরে ! এত শিষ্টাচার !
তার বিনিময়ে আমি অর্থ ধার দিব ?"

আন্তনিয়ো। এ-আচারে কোনোদিন হবে না অন্যথা,—
পুনঃ নিষ্ঠীবন দিব—করিব এ ঘৃণা !
যদি মোরে ঋণ দাও—ভাবিয়ো, সে ঋণ
বন্ধুরে না দিয়া দাও পরম-শত্রুরে।
সখ্য যথা—ধাতুখণ্ড অতি তুচ্ছ সেথা—
সুদ চলে নাকো সেথা ; এ ঋণ শত্রুরে !
যদি সর্ত্ত ভঙ্গ হয়—রবে না সঙ্কোচ—
হাসি-মুখে খেশারৎ গুণে লবে তুমি !

শাইলক। আহা, আহা, চটো কেন ? তিরস্কার কেন ?
আমি চাই, সখ্য করি তোমাদের সাথে।
স্নেহ চাই ; প্রীতি চাই ; চাই ভুলিবারে
যে-ঘৃণা, যে-অপমান করিয়াছ মোরে।
প্রার্থনা পূরাবো তব—লইব না সুদ।
শুনিছ আমার কথা—আমার প্রস্তাব ?

আন্তনিয়ো। এত কৃপা !

শাইলক। সেই কৃপা দেখাবো তোমারে।
শুধু মোর সাথে যাবে উকীলের বাড়ী—
খৎ লিখে সহি দিবে রহস্যের ছলে—
নির্দ্দিষ্ট তারিখে যদি নিরূপিত স্থানে
ঋণ তুমি না করিতে পারো পরিশোধ—
অর্থ-বিনিময়ে তবে অঙ্গ হতে তব
যথা-ইচ্ছা অৰ্দ্ধ সের মাংস লবো কাটি ;
তাহে ঋণ শোধ হবে।

আন্তনিয়ো। রাজী আছি সর্ত্তে।
এ খৎ লিখিয়া দিব ; কহিব সবারে,
ইহুদীর প্রাণে আছে মহত্ত্ব, করুণা !

বাসানিয়ো। না, না, হেন খৎ তুমি কভু লিখিবে না।
অভাব রহুক মোর—চাহি না মিটাতে।

আন্তনিয়ো। কোনো ভয় নাই। মাংস
যাবে না কো কাটা !
খতের তারিখ, জেনো, বৃথা কাটিবে না।
দু'মাসে—অর্থাৎ ম্যাদ ফুরাবার আগে—
তারো এক মাস আগে, এ ঋণের টাকা
তিন গুণ হয়ে ফিরে আসিবে আমার।

শাইলক্। হায় পিতা আব্রাহাম ! খৃষ্টানরা কী !
নিজেরা যেমন রূঢ়, সন্দিগ্ধ সদাই—
অপরের সাধুতায় তাই এ সংশয় !
ভালো কথা, আমারে বুঝাও দেখি, বাপু,
এ সর্ত্তে—এ খেশারতে আমার কি লাভ ?
মানুষের অঙ্গ হতে আধ সের মাংস—

মেষ নয়, ছাগ নয়,—গোমাংসের দাম
ঢের বেশী—তাও নয়! মানুষের মাংস!
কাটিয়া কি হবে, বলো? মিছা এ সংশয়।
এ সর্ত্তের অর্থ, আমি চাই ওঁর প্রীতি—
সখ্য চাই—তার বেশী অন্য সাধ নাই।
এ সর্ত্তে সম্মত থাকো, অর্থ দিতে পারি;
নচেৎ বিদায় লহ! এক কথা বলি,
দোহাই, সঙ্কল্পে মোর ভুল বুঝিয়ো না।

আন্তনিয়ো। শাইলক, শোনো, তব সর্ত্তে রাজী আছি।
এ খৎ লিখিয়া দিব—পরম আনন্দে।

শাইলক। তাহলে এখনি এসো উকীলের বাড়ী।
তাঁহাকে বলিবে এসো এ খৎ লিখিতে।
এ ভারী মজার খৎ! আমি অর্থ আনি
গৃহ হতে! গৃহ মোর সেথা রক্ষা করে
ভয়ে ভয়ে মূঢ় ভৃত্য—ভারী অকর্ম্মণ্য!
অর্থ লয়ে হেঁ-হেঁ আমি এখনি ফিরিব।

আন্তনিয়ো। সাধু, সাধু, হে ইহুদী!

[শাইলকের প্রস্থান

আজ দেখিতেছি
ইহুদীর চিত্তে মায়া! খৃষ্টান বনিবে!

বাসানিয়ো। শঠের কপট চিত্ত—মুখে মধু ভাষা—
প্রাণে বড় শঙ্কা জাগে—খারাপ লক্ষণ!

আন্তনিয়ো। এসো, এসো—কোনো চিন্তা
রাখিয়ো না মনে,—
ফিরিবে জাহাজ মোর মাসেক সময়ে!

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বেলমণ্ট—পোর্শিয়ার গৃহের কক্ষ

অনুচরবর্গ সহ মরক্কো-রাজপুত্রের প্রবেশ;
পোর্শিয়া, নেরিসা ও সহচরীগণ

(যন্ত্র-বাদ্য)

মরক্কো। অঙ্গের এ কালো বর্ণে ফিরায়ো না মুখ।
তপনের তীব্র তাপ—তার প্রতিবেশী;
সে-তপন-স্পর্শে হেন কালো বর্ণ মোর।
উত্তর-রবির কর তুষারের দেহে
পশিতে না পারে যথা, সেথায় জনম,
তুষারের শুভ্র-কান্তি—হেন-জনে আনো—
যারে খুশী—দ্যাখো তার বক্ষ-তল ভেদি,—
তার রক্তে, মোর রক্তে করো পরিমাপ—
কার রক্ত তব প্রেমে বেশী রাঙা—দ্যাখো!
এ আমার কালো বর্ণে, শোনো লো সুন্দরি,
ত্রস্ত বহু শূর-বীর! তোমার শপথ,
দেশে মোর দেশীয়ালী শ্রেয়সী কুমারী
যতেক ষোড়শী—তারা এ রূপে বিহ্বল!
তোমারে না পাই পাছে—সেই হেতু; নয়
এই কালো বর্ণে মোর কোনো দুঃখ নাই।
অন্য বরণেতে মোর তিল নাহি লোভ!
কালো বর্ণে তুষ্ট আছি—কহি সত্য বাণী।

পোর্শিয়া। মন মোর বশে নয়। বরণ করিব
কুমারী-নয়নে যারে হেরিব সুন্দর,—
হেন অধিকার নাহি! ভাগ্য লয়ে খেলা—
স্বেচ্ছায় বরিতে নারি মনোমত জনে।
পিতৃ-পণে বদ্ধ আমি। পিতার সে-পণে
যেই জন জয়ী হবে, সে আমার পতি।
এ-পণে আবদ্ধ যদি নাহি রহিতাম,
সত্য কহি স্পষ্ট ভাষা—কীর্ত্তিমান রাজা,
অপর কাহারো চেয়ে হীন নহ তুমি—
প্রেম-অর্ঘ্য দিতে নাহি হতাম কাতর।

মরক্কো। চলো তবে, কোথা আছে সে ঝাতু-সম্পুট?
অদৃষ্ট পরীক্ষা করি। অসি সাক্ষ্য থাক্—
যে-অসিতে হত সফি—পারস্য-কুমার;
সুলতান সে সুলেমানে তিন-তিন বার
যে-অসি হারালো—সেই অসি সাক্ষ্য রবে।
তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া—যে-দৃষ্টির বাণে
শূর-হৃদি কেঁপে ওঠে,—ঋক্ষ-মাতা-বক্ষে
ঋক্ষ-শিশু কাঁপিত সে, মত্ত পশুরাজ
আস্ফালি গরজে—তারে বন্দী করি যথা—
তোমার পিতার কূট-পণ ভেদ করি
তোমারে তেমতি আজি লভিব নিশ্চয়।
কিন্তু মহা বিড়ম্বনা! হার্কুলিশ যদি
পাশা খেলে লিচাশের সনে—ভাগ্য-বশে
অকুশল হস্তে তার ভালো দান পড়ে—
শ্রেষ্ঠ হবে পরাভূত! দৈবের কৌতুক!
তাই ভৃত্য-পাশে হারে পটু আল্‌সেভিনা।
ভয় হয়—অদৃষ্ট সে অন্ধ চিরদিন!
তার বশে যোগ্য আমি—হবে পরাজয়—
আমা হতে শতগুণে অযোগ্য যে-জন
হয়তো সে জয়ী হবে—অসম্ভব নয়!

পোর্শিয়া। ভাগ্য যথা, ফল তার হয় অনুরূপ।
নহে বৃথা কেন এ-উদ্যোগ-আয়োজন!

ভাগ্য-পরীক্ষার পূর্ব্বে সত্য করো রাজা,
পরাজয় হয় যদি, কহিবে না মোরে
প্রণয়ের কোনো কথা। উচিত যা ভাবো,
করো তাহাই এখন।

মরক্কো। সত্যে বদ্ধ হই—
প্রণয়ের কোনো কথা কবো না এ-মুখে,
দুর্দ্দৈব তেমন যদি ভাগ্যে ঘটে মোর!
লয়ে চলো—নিজ-ভাগ্য করিব পরখ।

পোর্শিয়া। তার আগে মন্দিরেতে চলো যুবরাজ।
ভাগ্যের পরীক্ষা হবে ভোজনের পরে।

মরক্কো। ভাগ্য বলবান,—দেখি, কি আমার হয়!
মহা-সুখী, কিম্বা চির-অভিশপ্ত ক্ষোভে!

[সকলের প্রস্থান। বাদ্যধ্বনি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভেনিস—পথ

ল্যানসিলট্ গোব্বোর প্রবেশ

ল্যানসিলট। আমার মন বলচে, তোর ইহুদী মনিবের কাছ থেকে তুই সরে পড়্! আবার দুটি হাত ধরে মন এ-কথাও বলচে—"গোব্বো, ল্যানসিলট গোব্বো, সাধু গোব্বো, ধর্ম্মিষ্ঠি গোব্বো, চরণ দুখানির গতি করো বাবা, লম্ফ দাও—মানে, পালাও।" একবার মন বলে, যা! আবার বলে,—না সাধু ল্যানসিলট্, হুঁশিয়ার! খবর্দ্দার! পালিয়ো না! গোড়ালি যদি ছুটতে চায় তো তাদের চেপে ধরে এই মাটীতেই পড়ে থাকো!···বিপদে পড়েচি! একবার মন বলচে, গুটোও তল্পী, তল্পী গুটিয়ে সরে পড়ো! চাঙ্গা হও, চাঙ্গা হও—হয়ে পালাও! যদি বাপের বেটা হও তো পালাও! এক মিনিট আর এখানে থেকো না! কানে দেখচি যেন দুটো দত্যি বাসা বেঁধেচে। একটা বলচে, সরে পড়ো এখনি। আর একটা তখনি কান টেনে বলচে—না, খবর্দ্দার, পালাস্ নে। ইহুদী হলেও মনিব!··· আমি বলি, ভালো রে ভালো, খুব শলা দিচ্ছ বটে! মনিব যে এ দিকে সাক্ষাৎ শয়তান! এই শয়তানের কাছে থাকবো?···কিন্তু না, যখন একটা দত্যি বলেচে, সরে পড়ো—তখন ভাবচি, তার কথাই শুনি; শুনে দি লম্বা।

(বুড়া গোব্বোর প্রবেশ; তার হাতে ঝুড়ি)

গোব্বো। ওগো ছোকরা বাবুসায়েব, বলতে পারো, আমাদের ইহুদী-সাহেবের বাড়ীটে কোন্ দিকে?

ল্যানসিলট। (স্বগত) আরে ব্যস—এ যে দেখচি স্বয়ং আমার গর্ভধারিণী পিতে-ঠাকুর! এ্যাঁ!—চোখে ছানি পড়েছে—দেখতে পায় না—আমায় চিনতে পারবে না। মজা করি একটু।

গোব্বো। বলি ও ছোকরা-সায়েব, বলো না বাবু, হুজুর-ইহুদী-সাহেবের বাড়ীটা কোন্ পথে?

ল্যানসিলট। ডাইনে যাও। তারপর মোড় নেবে—নিয়ে চলে যাবে বাঁ হাতি—তার পরের মোড়ে আর কোনো হাতে ফিরতে হবে না—একেবারে সোজাসুজি ঢুকে পড়বে ইহুদী সাহেবের বাড়ী।

গোব্বো। এ তো ভারী কঠিন হলো, দেখচি। আচ্ছা, বলতে পারো বাপু, সে বাড়ীতে ল্যানসিলট বলে কেউ থাকে?

ল্যানসিলট। ও! আমাদের ল্যানসিলট দাদাবাবুর কথা বলচো! (স্বগত) এবারে মজা করা যাক—চোখে বন্যা বইয়ে দেবো'খন। (প্রকাশ্যে) আমাদের ভাই-সাহেব ল্যানসিলট?

গোব্বো। হুজুরের দোস্ত বুঝি? হ্যাঁ, সেই ল্যানসিলটের কথাই বলচি।

ল্যানসিলট। আঃ—পষ্ট করে খুলে বলো না বাপু,—আমাদের ভাই-সাহেব ল্যানসিলট তো?

গোব্বো। হ্যাঁ। ল্যানসিলটের কথা বলচি, সাহেব।

ল্যানসিলট। ঐ হুজুর-ল্যানসিলট?—ল্যানসিলটের কথা আর বলো না। বরাত! আহা, যাকে বলে, নিয়তি! সেই নিয়তির ফেরে সে বেচারী সরে পড়েছে। অর্থাৎ সাদা কথায় তিনি স্বগ্‌গে গেছেন।

গোব্বো। বলো কি! না, না—ষাট্! সে যে আমার বুড়ো-বয়সের যষ্টি—সে যে আমার ভর করে দাঁড়াবার খুঁটী!

ল্যানসিলট। আমায় দেখলে তাই মনে হয়? আমি খুঁটী? লাঠি? ডাণ্ডা?···আমায় চিনতে পারচো না বাবা?

গোব্বো। আমি অন্ধ, বাবা—কি করে তোমায় চিনবো?

ল্যানসিলট। তোমার চোখ থাকলেও আমায় চিনতে পারবে না। যে-বাপের বুদ্ধি আছে, সে-ই শুধু নিজের ছেলেকে চিনতে পারে।···আচ্ছা শোনো, তুমি বুড়ো মানুষ—তোমার ছেলের খপর তোমায় আমি বলচি। (নতজানু হইয়া) আমায় আশীর্ব্বাদ করো। মানুষের ছেলের খোঁজ বচনে না মিললেও, খুন-খারাপীর খপর ছাপা থাকে না। যা সত্যি, সোজাসুজি তা ফাঁশ হয়ে যায়।

গোব্বো। তুমি ওঠো তো বাপু—দাঁড়াও দিকিনি! আমার মনে হচ্ছে, তুমিই আমার ছেলে।

ল্যানসিলট। আর চালাকি নয়—বাবা, সত্যি বলচি, আমি ল্যানসিলট—তোমার ছেলে। মানুষের যেমন ছেলে হওয়া উচিত, আমি তোমার তেমনি ছেলে।

গোব্বো। কিন্তু আমার যে পেত্যয় হচ্ছে না বাবা, তুমি আমার ছেলে।

ল্যানসিলট। এ কথাটা কাণে ভালো শোনাচ্ছে না, বাবা। তুমি যদি পেত্যয় না করো, তাহলে আমি সে-কথা কি করে পেত্যয় করাবো?…আচ্ছা, দেখি চেষ্টা করে… ভালো প্রমাণ দি। আমি তোমার ছেলে—কেমন তো? আমার নাম ল্যানসিলট—তোমার ছেলে আমি—ইহুদী-মনিবের কাছে চাকরি করি। আমার মা-ঠাকরুণ অর্থাৎ তোমার ইস্তিরী গো,—আমার জননী—তাঁর নাম হলো মার্জারী।

গোব্বো। ঠিক বলেচিস—তার নাম মার্জারীই বটেক! তাহলে পেত্যয় হচ্ছেক,—তুই আমার ছেলে ল্যানসিলট বটেক্—আমারি রক্ত-মাংসয় বটেক নিছক গড়া! বিধেতার ইচ্ছেয় তাই হোক। কিন্তু ইঃ—তোর মুখে এত দাড়ি গজিয়েচে—এঁ্যা! আমার ঘোড়া ডবিন্—তার ল্যাজেও যে এত বালামচি নেই রে, এই য্যাতোখানি তোর দাড়ি লম্বা।

ল্যানসিলট। ডবিনের ল্যাজ গজিয়েছে তার মুখের উল্টো—মানে, পিছন দিকে। তবে আমি যখন এখানে আসি, তখন দেখে এসেচি, তার ল্যাজে ঢের বেশী বালামচি—আমার এই দাড়ির মত—চাই কি, দেখে এসেছি আমার দাড়ির চেয়ে তার ল্যাজ যেন ঢের-বেশী লম্বা আর পুরু!

গোব্বো। তুই তাহলে ভয়ঙ্কর বদলে গেছিস্ তো বটেক! তারপর মনিবের সঙ্গে কেমন বনচে? তাঁর জন্যে কিছু ভেট এনেছিলেম! দেখা হবে তেনার সাথে?

ল্যানসিলট। বটে! বটে!…কিন্তু আমি যে মতলব করেচি, এখেন থেকে পিট্টান দেবো। যত-দূরে পারি। মাঠ-বন পেরিয়ে গিয়ে তবে থামবো—তার আগে নয়।…মনিব আমার—যাকে বলে, হাড়-ইহুদী! তাকে দেবে তুমি ভেট! আরে ছোঃ! তার চেয়ে তার গলায় ফাঁশির রশি টেনে দাও যে, ঠিক হবে। তার চাকরিতে ঢুকে ইস্তক শুকিয়ে চিমসে হয়ে গেছি! আমার হাড়-পাঁজরাগুলো কি রকম ঝিঁক তুলে খাড়া হয়ে উঠেচে—তা হাত দিলেই মালুম করবে'খন।—সত্যি বাবা, তুমি এসেচো, এতে আমি ভারী খুশী হয়েছি। ভেট এনেচো—বেশ, সে ভেট দাও তুমি ঐ বাসানিও সাহেবকে। মানুষের মত মানুষ! বনেদী ঘরের ছেলে—কি বকশিশ যে দেন তাঁর চাকর-বাকরদের! চাকর-বাকররা কেমন রকমারী দামী পোষাক পরে! হুঁঃ! তাঁর কাছে যদি চাকরি মেলে, তাহলে এ-তল্লাট ছেড়ে এখনি লম্বা দি!…ঐ তিনি আসচেন। বাবা, বাবা, তুমি এগোও…যাও একেবারে ওঁর সামনে—সত্যি বলচি বাবা, আমি যদি আর ইহুদীর কাছে আর একটি দিন চাকরি করি—তাহলে—তাহলে আমি ইহুদী…আমার বাপ ইহুদী…আমার চোদ্দপুরুষ ইহুদী হয়ে যাবে। হ্যাঁ।

(বাসানিয়ো, লিয়োনার্ডো প্রভৃতির প্রবেশ)

বাসানিয়ো। বেশ, তাই করো। কিন্তু একটু চটপট—বুঝলে। পাঁচটার মধ্যে খাবার-দাবার যেন তৈরী থাকে!—আর এ চিঠিগুলো বিলি করে দিয়ো…চাকর-বাকরদের কাপড়-চোপড় তৈরী করিয়ে দিয়ো। আর গ্রাসিয়ানোকে খপর দিয়ো। সে যেন আমার ওখানে নিশ্চয় আসে—বুঝলে!

[ভৃত্যের প্রস্থান

ল্যানসিলট। বাবা, বাবা—ইনিই…বুঝলে…

গোব্বো। সেলাম সাহেব বিধেতা আপনার মঙ্গল করুক।

বাসানিয়ো। ধন্যবাদ! সেলাম। আমার সঙ্গে কোনো কথা আছে?- কি চাও?

গোব্বো। এটি আমার ছেলে হুজুর—বেচারী।

ল্যানসিলট। বেচারী নই হুজুর। ঐ মস্ত পয়সাওলা ইহুদী—তার বাড়ীতে আমি চাকরি করি—বাবার সে কথা বলা উচিত ছিল।

গোব্বো। ওর বড্ড ছোঁয়াচে রোগ আছে, হুজুর—যার নাম, চাকরি করা।

ল্যানসিলট। মানে, আমার বাবা বলতে চাইছে,—আমি ইহুদীর কাছে চাকরি করি কি না, তা আমার ইচ্ছে—সেই ইচ্ছের কথাই বাবা বলতে চায়।

গোব্বো। মনিবের সঙ্গে ওর পোষাচ্ছে না। আপনাকে ও ভারী খাতির করে হুজুর।

ল্যানসিলট। মানে, আসল কথা—ইহুদী মনিব আমার সঙ্গে ভারী খারাপ ব্যাভার করছে—তার দরুণ…মানে, যা হয়ে থাকে, বাবা আপনাকে বলবে'খন…

গোব্বো। আমি হুজুর এক-ঝুড়ি ঘুঘু পাখী এনেছি—ভেট—হুজুরের পায়ে দিতে চাই। মানে, আমি চাই কি…

ল্যানসিলট। এক কথায় বলতে গেলে, হুজুর—আমি যা চাই, তা আমার নিজের মুখে বলা সাজে না। তাই আমার বাবা—মানে, আমার বাবা ভারী ভালো লোক…বুড়ো মানুষ…বাবা নিজেই আপনাকে সে-কথা বলবে। বুড়ো হলে হবে কি, বাবা আমার ভারী গরীব।

বাসানিয়ো। দুজনেই একসঙ্গে বকবে? কি চাও?

ল্যানসিলট। আপনার কাছে চাকরি করতে চাই, হুজুর।

গোব্বো। এই আর কি আসল কথা, হুজুর।

বাসানিয়ো। তোমায় আমি চিনি,—বেশ,—তোমার চাকরি মঞ্জুর করলেম। আজই তোমার মনিব শাইলক আমার কাছে তোমার কথা বল্‌ছিল—তোমার সুখ্যাতি করছিল। তবে, শাইলকের মত বড়মানুষ মনিবের চাকরি ছেড়ে আমার মত গরীবের কাছে চাকরি—তোমার পছন্দ হয় যদি, বেশ, করো আমার কাছে চাকরি।

ল্যানসিলট। আপনি আর আমার মনিব শাইলক—দুজনের সম্বন্ধে সেই কথাটা চমৎকার খাটে, হুজুর। আপনি পেয়েচেন ভগবানের কৃপা হুজুর—আর শাইলক পেয়েচে টাকা।

বাসানিয়ো। ভালো কথা বলিয়াছ। যাও দুজনায়
পিতা-পুত্রে—পুরাতন প্রভুর নিকট;
বিদায় লইয়া এসো। করিয়ো সন্ধান,
কোথায় আমার গৃহ।
(ভৃত্যের প্রতি) দিবে তুমি এরে
অপরের চেয়ে ভালো উজ্জ্বল বসন।
এ মোর আদেশ তুমি পালিবে নিশ্চয়।

ল্যানসিলট। বাবা—না…তুমি যাও। চাকরি করা আমার পোষাবে না। আমার বুদ্ধি একেবারে অষ্টরম্ভা! (কর-তল দেখিয়া) অথচ সারা সহরে সকলের হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেখলে হলফ নিয়ে সকলকে বলতে হবে, আমার বরাতের জোর সব্বায়ের চেয়ে বেশী! বুঝচো…এই যে দেখচো—সাদা দাগ—এটা হলো আমার আয়ু-রেখা। আর এই যে কতকগুলো হিজিবিজি, এগুলোর মানে ইস্তিরী! মানে, আমার পনেরোটি ইস্তিরী লাভ হবে। তা, পনেরোটি ইস্তিরী আর কত-কটি! তার মধ্যে এগারোটি বিধবা ইস্তিরী; নটি কুমারী! একজন মানুষের পক্ষে তো শাকের আঁটি;—তবে ও হ্যাঁ, তিনটি ফাঁড়া আছে জলে ডোবার—পেরানটার বিপদ-আপদও ঘটবে!—অদেষ্ট ঠাকরুন যদি মেয়ে লোক হয় তো লোকটিকে ভালো—তা বলতে হবে। বাবা, বাবা, ইহুদীর কাছ থেকে চাকরি চুকিয়ে এখনি আমি আসবো নতুন মনিব সাহেবের কাছে।

[ল্যানসিলট্ গোব্বোর প্রস্থান

বাসানিয়ো। শোনো তুমি লিওনার্দো, রাখিয়ো খেয়াল।
জিনিষ-পত্তর যেন কেনা হয় ঠিক,
যেমন যা বলিয়াছি। ত্বরা করো তুমি।
রাত্রে আজ ভোজ আছে—যতেক বান্ধব
ভোজে আসিবে। তুমি বিলম্ব করো না।

লিওনার্দো। যথাসাধ্য তব আজ্ঞা করিব পালন।

(গ্রাসিয়ানোর প্রবেশ)

গ্রাসিয়ানো। কোথা প্রভু তব?

লিওনার্দো। পথে এই রয়েছেন।

[প্রস্থান

বাসানিয়ো। গ্রাসিয়ানো!

গ্রাসিয়ানো। একটি প্রার্থনা আছে।

বাসানিয়ো। বলো।
প্রার্থনা পূরাবো তব।

গ্রাসিয়ানো। পূরাণো তা চাই।
তব সাথে বেলমণ্টে হবো সহগামী।

বাসানিয়ো। বাসনা যখন, তাহা মিটিবে নিশ্চিত;
কিন্তু এক কথা বন্ধু—শোনো গ্রাসিয়ানো,
স্পষ্ট তব ভাষা হয় অপ্রিয়, কঠিন,
রূঢ় কভু—মোরা জানি—অন্তর তোমার—
আমাদের কাছে তাই সেই রূঢ় ভাষা
মানিয়া সাজিয়া যায়; কিন্তু অন্য জন—
তোমার মনের সাথে নাহি পরিচয়—
ও কঠিন ভাষা তব অমন উদ্দাম
তাদের আঘাত দিবে; সে আঘাত হেতু
তোমারে বুঝিবে ভুল! তাই অনুরোধ,
উদ্দাম বচনে তব করিবে সংযত;—
যারে যথা ইচ্ছা, তথা কহিবে না কথা:
বিনয়-নম্রতা-রেশ মাখায়ো বচনে—

নহে তব সে ভাবায়, যদি বা অপরে—
আমারেও বোঝে ভুল, যেথা চলিয়াছি
তথাকার কোনো প্রাণী—চূর্ণ হবে আশা।
গ্রাসিয়ানো। বাসানিয়ো,ভদ্র,তবে শোনো মোর কথা।
যদি মোর চিত্ত আমি শান্ত নাহি করি,
ভাষায় সম্ভ্রম ভরি' বিনয়ে ভূষিত—
মাঝে মাঝে অতি মৃদু শপথের বাণী—
পকেটে না রাখি মোর ধর্ম্ম-পুঁথি-পত্র,
গম্ভীর না যদি রই—পুণ্য-কথা শুনি
শির-আবরণ খুলি 'আমেন' না বলি,
ভদ্রতার বিধি যদি না করি পালন,
বিরাট গাম্ভীর্য্য মুখে দুরন্ত বালক
ঠাকু'মারে করে যথা অতি-পুলকিত—
কখনো বিশ্বাস তবে করো না আমারে।
বাসানিয়ো। ভালো, ভালো, দেখা যাবে তব আচরণ।
গ্রাসিয়ানো। আজিকার রাত্রিটুকু শুধু বাদ দিয়ো।
আজি রাত্রে যাহা করি, তাহা দিয়া তুমি
বিচার কোরো না যেন মোর আচারের।
বাসানিয়ো। সে বিচার করিব না। তবে নিষ্ঠুরতা।
বন্ধুদলে আজি রাত্রে—এ মোর প্রার্থনা
কৌতুকে প্রমোদ-বন্যা বহাইয়া দিয়ো;
যেহেতু বান্ধব-জন আমোদ-পিয়াসী।
কিন্তু আর কথা নয়…বিদায় এখন।
কাজ আছে।
গ্রাসিয়ানো। যাই আমি লরেঞ্জোর পাশে;
সেথায় বিশ্রাম লবো। পরে যথা-কালে
ভোজ-পর্ব্বে পুনরায় ভেটিব সবারে।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

ভেনিস—শাইলকের গৃহ-কক্ষ

(জেশিকা ও ল্যান্সিলটের প্রবেশ)

জেশিকা। মনে সত্য ব্যথা পাই, ছেড়ে চলিয়াছ!
এ গৃহ নরক যেন! তুমি হেথা ছিলে
হাসি-মুখ দৈত্যসম! নিরানন্দ পুরী—
সে পুরীতে ছিলে তুমি আনন্দের জ্যোতি!
আজিকে বিদায় চাও—হউক কুশল।
লহ এ ডাকাট মুদ্রা, পুরস্কার তব।
ভালো কথা, ল্যান্সিলট—ভোজের আসরে
নূতন প্রভুর গৃহে দেখা পাবে তুমি
লরেঞ্জোর…এই পত্র দিয়ো তারে তথা,
গোপনে। বুঝিলে কথা! এসো এবে তুমি।
এই কথা—ইঙ্গিতে-ভঙ্গীতে পিতা যেন
নাহি জানে!…
ল্যান্সিলট। চললেম দিদিমণি! কি আমি বলবো, জানি না। আমার কান্না পাচ্ছে। ইহুদীর ঘরে এত স্নেহ-মমতা, এমন ভালো মন—রূপে-গুণে এমন মেয়ে জন্মায়, কে তা বিশ্বাস করবে দিদিমণি, তোমায় না দেখলে! কৌরীস্তানের ঘর তোমারই রূপে-গুণে—তুমি যদি না আলো করো …তো কি বলেছি! চললেম দিদিমণি—চোখের জলে সত্যি ভুলে যাচ্ছি যে আমি পুরুষ মানুষ—আমার চোখে জল সাজে না। আসি দিদিমণি।
জেশিকা। এসো ল্যান্সিলট!

[ল্যান্সিলটের প্রস্থান

কি জ্বালায় অহর্নিশি জ্বলে মোর মন!
করিয়াছি কত পাপ! ঘৃণা হয় মনে,
এমন পিতার পুত্রী আমি! বিড়ম্বনা!
পিতৃ-রক্তে জন্ম, মন তাঁর মন-ছাড়া!
লরেঞ্জো…লরেঞ্জো যদি কথা রাখে তার—
সত্য যদি কহে, থাকে সত্য নিষ্ঠা প্রেমে,
অন্তরের দাহ-গ্লানি করিব মোচন…
হইব খৃষ্টান তব প্রেয়সী বনিতা।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

ভেনিস—রাজপথ

(গ্রাসিয়ানো, লরেঞ্জো, সালারিনো ও শোলানিয়োর প্রবেশ)

লরেঞ্জো। না—না, ঠিক ভোজ-ক্ষণে পঁহুছিব তথা;
তার পর গৃহে ফিরি ধরি ছদ্মবেশ
প্রহরার্দ্ধকালে পুনঃ আসিব ফিরিয়া।
গ্রাসিয়ানো। আয়োজন পুরাপুরি হয়নি মোদের।
সালারিনো। মশাল-বাহীর লাগি করিব উদ্যোগ!
শোলানিয়ো। বিধি-মতে কার্য্য যদি না হয় সাধন,
সে বড় কদর্য্য হবে। তার চেয়ে বলি,
কাজ নাই। ব্যর্থতায় বহু বিড়ম্বনা!
লরেঞ্জো। চারিটা বেজেছে মাত্র। দুটি ঘণ্টা বাকী।
দু'ঘণ্টায় আয়োজন খুব পাকা হবে।

(পত্র লইয়া ল্যানসিলটের প্রবেশ)

এসো, এসো, ল্যানসিলট, কি তব সংবাদ ?

ল্যানসিলট। এর শীলমোহর ভেঙে দেখুন, সব খপর পাবেন।

(পত্র দিল)

লরেঞ্জো। জানি, কার হস্তাক্ষর! সুশ্রী সুকুমার—
যে কাগজে লিখিয়াছে তার চেয়ে বেশী
সুন্দর অম্লান কিবা সে হাতের লেখা!

গ্রাসিয়ানো। প্রেমের সন্দেশ—তায় নাহিক সংশয়।

ল্যানসিলট। তা'হলে আমার ছুটি মঞ্জুর, হুজুর ?

লরেঞ্জো। কোথায় চলেছ তুমি ?

ল্যানসিলট। আজ্ঞে, পুরোনো ইহুদী মনিবের কাজে জবাব দিতে,—তার পর সেখান থেকে যাবো নতুন কিরিস্তান মনিবের ভোজে পাত পাড়তে।

লরেঞ্জো। রহ! কথা শোনো, তুমি বলো জেশিকারে—
যেমন হয়েছে কথা—কাজ ঠিক হবে।
কোনো ত্রুটি হবে না কো—বলিয়ো গোপনে।
বুঝিয়াছ? যাও এবে।

[ল্যানসিলটের প্রস্থান

আজি রাত্রে অভিনয়-দৃশ্য-আয়োজন
করিতে প্রস্তুত আছ? মশাল-ধারীর
পেয়েছি সন্ধান আমি। প্রস্তুত সকলে?

সালারিনো। অচিরে যাইব তথা

সোলানিয়ো। আমিও যাইব।

লরেঞ্জো। তাহলে আসিয়ো দোঁহে গ্রাসিয়ানো-গৃহে
মিলিতে মোদের সনে ক্ষণ-কাল পরে।

সালারিনো। সেই ভালো। সেথা হবে নিশীথ-ভোজন।

[উভয়ের প্রস্থান

গ্রাসিয়ানো। রূপসী জেশিকা বুঝি চিঠি লিখিয়াছে?

লরেঞ্জো। সব কথা বলিব তোমারে। লিখিয়াছে।
করেছে নির্দ্দেশ,—কেমনে তাহারে আমি
পিতৃ-গৃহ হতে তার করিব উদ্ধার!
কত মণি-মুক্তা-ধন রাখিবে মজুৎ
কিশোর বালক-বেশে রহিবে সাজিয়া।
বড় ভাগ্যে মেয়ে এই সুন্দরী জেশিকা—
যদি তার ইহুদী এ বাপ স্বর্গে যায়,
যাবে সে মেয়ের পুণ্যে। দুর্ভাগ্য কখনো
জেশিকার পাশে জেনো, পশিতে নারিবে।
তবে যদি কখনো সে ডাকে কোনো ছলে
ডাকিবে সে ইহুদীর তনয়া বলিয়া!
চলে এসো। পথে যেতে পড়ো তুমি নিজে
এই চিঠি। জেশি হবে মশাল-ধারিণী।

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

ভেনিস—শাইলকের গৃহ-সম্মুখ
শাইলক ও ল্যানসিলটের প্রবেশ

শাইলক। ভালো, ভালো—চোখ আছে! সে চোখে দেখিস্,—
বাসানিয়া-শাইলকে কত সে তফাত্!
কৈ? কোথা কন্যা জেশি? শোনো মোদ্দা বাপু,
হেথায় উদর-পূর্ত্তি করিতে যেমন,
তেমন হবে না নব মনিবের ঘরে।
জেশিকা—ওরে, ও জেশি,—তাও বলি বাপু,
নাসিকা-গর্জ্জনে আর চলিবে না ঘুম!
জেশিকা! জেশিকা! আঃ, ডেকে খুন হই!

ল্যানসিলট। কোথায় জেশিকা দিদি? ওগো দিদিমণি!

শাইলক। কে তোরে হুকুম দেছে ডাকিতে রে পাজী?
আমি বলি নাই কভু—ডাক্ জেশিকারে।

ল্যানসিলট। হুজুর আমায় বলতেন—কোনো কাজ না বললে আমি করতে পারি না…

জেশিকার প্রবেশ

জেশিকা। আমায় ডাকিছ বাবা? কিবা প্রয়োজন?

শাইলক। শোন্—আজি ভোজে মোর নিমন্ত্রণ আছে।
এই নে আমার চাবি। (চাবি দিল)
কিন্তু কেন যাবো?
স্নেহ-প্রীতি-বশে নহে মোর নিমন্ত্রণ।
আজ ভারী খোসামোদ—তুষ্টি মিষ্ট ভাষে!
যাবো মনে ঘৃণা লয়ে—উড়ুনে-মেজাজ
লক্ষ্মীছাড়া খৃষ্টানের অন্ন ধ্বংসিবারে!
জেশিকা—শোন্ কথা, খু-উ-ব হুঁশিয়ার,
ঘর-দ্বার চৌকি দিবি। মন নাহি চায়,
ঘর ছেড়ে যেতে। মনে, কি জানি, কি ভয়,
মনে হয়, কি যেন কি বিপত্তি ঘটিবে—
মনের যা সুখ-শান্তি সব হবে লোপ।
সোনার থলির স্বপ্ন দেখিয়াছি রাতে।

ল্যানসিলট। যান, হুজুর, যান। আমার নতুন মনিব সেখানে আপনার পথ চেয়ে আছেন।

শাইলক। আমিও তাঁর পথ চেয়ে আছি।

ল্যানসিলট ওরা সবলে মিলে শলা করছিল হুজুর,

মুখোস-পরা যাদের দেখবেন, তারা বহুরূপী…
কিন্তু থাক, আমি বলবো না। যদি না দেখেন, তাহলে সেই অমাবস্যার সোমবারে মিছি মিছি কি আমার নাকে রক্ত পড়েছিল! তবে গিয়ে চার বছর আগে সেই ধোঁয়াটে বুধবার—সেদিনও বেলা চারটের সময় আর একবার…

শাইলক। বটে! আছে ছদ্ম-মুখোসের অভিনয়!
জেশিকা—শোন্ মা, দ্বারে এঁটে দিস্ তালা—
পথে যেই সুরু হবে ঢাকের আওয়াজ
কিম্বা কাণ-ফুটো-করা বাঁশীর ফুৎকার—
আসিস্‌নে খবর্দ্দার জানালার ধারে—
মাথাটি বাড়ায়ে পথে দেখিস নে চেয়ে—
রঙ মেখে রাঙা যত ক্রীশ্চানের মুখ
দেখা ভালো নয়! তাতে মহা পাপ হয়।
ঢাক-ঢোল আওয়াজের ডামাডোল শুনে
আমার বাড়ীর কাণ দিবি বন্ধ করি—
কাণ মানে, দ্বার-জান্‌লা ফোকর-নর্দ্দামা—
কষে বন্ধ করে দিস্—কথাটা বুঝিলি!
আমার দস্যের ঘরে সে শব্দ না ঢোকে!
জেকবের লাঠি—তার শপথ আমার,
রাত্রি-ভোজে যাইবার মোটে ইচ্ছা নাই।
তবু যাই। যেতে হবে: তুই আগে চল্—
ল্যান্সিলট, গিয়ে বল্ যেতেছি এখনি:

ল্যান্‌সিলট। আমি আগেই যাচ্ছি: দিদিমণি, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পথের বাগে চেয়ো, চাইলে দেখবে…
পথে একজন কীরীশ্চান লোক—
দেখে খুশী হবে ইহুদিনার চোখ!

প্রস্থান

শাইলক। গো-সাপের বাচ্চাটা বিড় বিড় করে' ও কি ছড়া বলে গেল রে?

জেশিকা। বলে গেল—"দিদিমণি,—চলনু তবে আমি।"
ছড়া আর আমারে সে কি বলিবে, বলো?

শাইলক। বোকা ভাঁড়—মন্দ নয়! কিন্তু খেতো খুব
কচ্ছপের মত চলে। সারা দিন ঘুম—
কুম্ভকর্ণ কার মানে ঘুমের বহরে।
কুড়ে গরু—এ গোয়ালে ঠাঁই নাই তার!
তাই আমি ছেড়ে দিনু। ছাড়ার কারণ,
লক্ষ্মী-ছাড়া বাউণ্ডুলে ক্রীশ্চান ব্যাটার
খশাক্ গাঁটের কড়ি! ধার-লওয়া কড়ি
খশুক যতটা খশে! স্বস্তি আছে তাতে।
জেশিকা, ঘরেতে যা। এখনি ফিরিব।
যা বলিনু, মনে আছে?—খুব হুঁশিয়ার!
সদর করে দে বন্ধ, দ্বরে আঁট্ তালা—
বদ্ধ ঘরে নিরাপদে থাকে টাকা-কড়ি।
কথা আছে,—এঁটে যদি বন্ধ রাখো ঘর—
টাকা বেঁচে থাকে লক্ষ-কোটিক্ বছর!
শাস্ত্র-কথা—এ কথার দাম খুব বেশী!
এ কথা যে মানে, তার জীবনে অভাব
টাকার হয় না কভু! দু'ঠাঁই দুজনে
হবো—তায় নাহি ভুল।

[প্রস্থান

জেশিকা। এসো তুমি।
ভাগ্য মোর যদি নাহি হয় প্রতিকূল…
তরী বেয়ে যাবো দোঁহে—নাহি তায় ভুল।

[প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

ভেনিস—পূর্ব্বদৃশ্য

(ছদ্মবেশে গ্রাসিয়ানো ও সালারিনোর প্রবেশ)

গ্রাসিয়ানো। এই সে বারান্দা—যার তলে আমাদের
লরেঞ্জো বলিয়া দেছে, দাঁড়ায়ে থাকিতে।

সালারিনো। সাক্ষাতের কাল—তাও উত্তীর্ণ হলো যে!

গ্রাসিয়ানো। আশ্চর্য্য বিলম্ব তার! প্রেমিকের দল
সময়ের আগে আগে চলে—এই শুনি।

সালারিনো। নব প্রেম-প্রতিশ্রুতি করিতে পালন
অতনুর দূত যত পারাবতগুলা
নক্ষত্রের বেগে ওড়ে। তবু এ বিলম্ব?

গ্রাসিয়ানো। দারুণ সমস্যা! কহ, যেই ক্ষুধা লয়ে
মানুষ ভোজনে বসে—সেই তীব্র ক্ষুধা
থাকে কি ভোজন-শেষে? যে উদ্দাম বেগে
যারা সুরু করে অশ্ব, সে বেগ তাহার
ফিরিবার কালে কভু রহে না তেমন।
তেমনি সকল বস্তু পাবার আগেতে
বাসনা সে অতি-তীব্র হয় চিরদিন—
যেমনি তা পাওয়া, বলো, ভোগ-সুখ তায়
কতটুকু মিলে আর? বিধির বিধান!
তীর ছাড়ি তরী যবে পাড়ি দেয় জলে
পালে বাতাসের দোলা—চলে ঢেউ ভাঙ্গি,—
কি মধুর গতি-ভঙ্গী! ফিরে আসে তরী—

জীর্ণ পাল কাষ্ঠ-অস্থি করে নড়্‌বড়্‌
ঢেউ খেয়ে বিমলিন শীর্ণ দেহ লয়ে—
বাতাসে শিহরি কাঁপে, বুঝি প্রাণ যায় !

লরেঞ্জোর প্রবেশ

সালারিনো। এই যে লরেঞ্জো আসে। পিছনে তাহার
দেখি ক্রমে আরো কিবা তত্ত্ব বা প্রকাশ !
লরেঞ্জো। বহু ধৈর্যে প্রতীক্ষিয়া আছ মোর পথ—
এ বিলম্ব ক্ষমা করো হে প্রিয় সুহৃদ্‌—
ঘটনার পাকচক্রে বিলম্ব ঘটিল।
হরণে প্রেয়সী-লাভ করিবে যখন,
আমিও এমনি রব প্রতীক্ষিয়া পথ !
কে ? কে ? কে আছ এ গৃহে ? ওগো…

(কিশোর-বেশে জেশিকার প্রবেশ)

জেশিকা। কে ডাকিছে ?
সত্য পরিচয় কহ। স্বরে অনুমানি—
এ কণ্ঠ আমার পরিচিত।
লরেঞ্জো। প্রিয়তমে,
আমি…আমি লরেঞ্জো তোমার…আসিয়াছি।
জেশিকা। লরেঞ্জো ! আমার তুমি ! সত্য বলিতেছ ?
এত ভালো আর-কারে বাসিনি কো কভু !
তুমি মোর—ভালো কথা ! কিছু নাহি জানি,
তুচ্ছ জেশি—সে তোমার—তোমার সে সত্য ?
লরেঞ্জো। দেবতা জানেন, তুমি একান্ত আমার।
জেশিকা। ধরো এই পেটি হবে ! খুব বেশী দাম।
রাত্রি-কাল—খুশী আমি। দেখিবে না চোখে
আমারে এ বেশে তুমি। বেশে লজ্জা পাই :
কিন্তু কি করিব ? প্রেম অন্ধ দৃষ্টিহীন—
যে-ভুল প্রেমিকে করে, দেখিতে না পায়
সে ভুল প্রেমিক নিজে। তা যদি দেখিত,
মোর এ পুরুষ-বেশে হেরিয়া মলিন
লজ্জায় হতেন নিজে অতনু-দেবতা !
লরেঞ্জো। নেমে এসো দীপ হাতে—হবে আলো-ধারী।
জেশিকা। আমি ধরি আলোক-বর্তিকা ! সে কি কথা !
লজ্জা-হীন লজ্জা'পরে ধরিব এ আলো !
আপন-আভায় লজ্জা আপনি বিকাশে !
আলো সে আমারে ভালো করিবে প্রকাশ !
গোপনে থাকিতে আমি চাহি প্রিয়তম !
লরেঞ্জো। গোপন হয়েছ প্রিয়ে এই ছদ্মবেশে !
কিশোর বালক-সাজে কে চিনে তোমারে ?
এসো ত্বরা—যামিনী যে হয় অবসান !
আমাদের যেতে হবে বাসানিয়ো-গৃহে,
নিমন্ত্রণ আছে সেথা।
জেশিকা। দ্বার বন্ধ করি।
আরো বহু স্বর্ণমুদ্রা ড্যাকাট্‌ লইয়া
অচিরে মিলিব আসি তব সনে, প্রিয়।

[বারান্দা হইতে প্রস্থান

গ্রাসিয়ানো। সত্য কহি, এ বালিকা ইহুদিনী নয়
লরেঞ্জো। প্রত্যয় করিবে ? আমি বড় ভালোবাসি
বুঝিয়াছি যত দূর,—বালা বুদ্ধিমতী।
আঁখি যদি সত্য কয়—রূপসীর মণি !
প্রেমে নিষ্ঠাবতী সতী—পেয়েছি প্রমাণ।
আমার অন্তরময়ী—জীবন-রূপিণী !

জেশিকার প্রবেশ

এই যে এসেছ, প্রিয়ে। চলো, যাই সবে ;
যত রঙ্গ-সঙ্গী সেথা চেয়ে আছে পথ।

[জেশিকা, লরেঞ্জো ও সালারিনোর প্রস্থান

(আন্তনিয়োর প্রবেশ)

আন্তনিয়ো। কে আছ হেথায় ?
গ্রাসিয়ানো এ কি ! ভদ্র আন্তনিয়ো !
আন্তনিয়ো ছি ছি গ্রাসিয়ানো !—
আর সব কোথা গেল ?
ন'টা বাজে—প্রতীক্ষায় বসিয়া সকলে !
রঙ্গ-অভিনয় আর হবে না কো আজি।
বায়ু বহে ; বাসানিয়ো চড়িবে জাহাজে—
বিশ জন অনুচরে পাঠায়েছি আমি
দিকে দিকে তোমাদের করিতে সন্ধান।
গ্রাসিয়ানো। শুনিয়া হলেম খুশী। তুলে দিক পাল—
এই রাত্রে যদি পাড়ি দিতে পারি জলে,
তার বেশী সুখ বলো, কিসে আর পাই ?

[সকলের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

বেলমণ্ট—পোর্শিয়ার কক্ষ

(পোর্শিয়া, মরক্কোর রাজপুত্র ও অনুচরবর্গের প্রবেশ)

পোর্শিয়া। যাও হোথা—যবনিকা কর উন্মোচন—
সম্পুট-আধার তিন। আসল সম্পুট—
বিচারে বাছিয়া লহ কুমার ধীমান।
মরক্কো। প্রথম সম্পুট দেখি সুবর্ণে রচিত।
লেখা তায়—"আমারে যে করিবে গ্রহণ

পাবে সে যা বহু-জন-বাঞ্ছিত ধরায়।"
দ্বিতীয়টি রৌপ্যে রচা—লেখা ক্ষোদা তার—
"মোরে নিলে পাবে তুমি যোগ্য যা পাবার!"
তৃতীয় সীসায় গড়া। বাঁকা লেখা দেখি—
"আমারে চাহিলে, যাহা আছে, তা হারাবে।"
তাইতো, এ তিন পেটি—কেমনে জানিব?
আসল সম্পুটটিরে কি দিয়া বাছিব?
পোর্শিয়া। এ তিন সম্পুট আছে—একটির মাঝে
আছে মোর চিত্র; যদি বেছে নিতে পারো
সে সম্পুটে, আমি তবে হইব তোমার।
মরক্কো। দেবতারে ডাকি মোর সহায় হইতে!
দেখি—তিন লেখা পড়ি—করিব বিচার।
সীসার সম্পুটে লেখা—এ কথা অদ্ভুত!
"আমারে চাহিলে যাহা আছে, তা হারাবে।"
হারাবো? কিসের লাগি? সীসা তুচ্ছ অতি—
যা আছে, তা হারাইব? এ যে বিভীষিকা!
সর্ব্বস্ব হারাতে যদি চাহে কোনো জন—
তার বিনিময়ে—চাহে লভ্য সেই-মত।
তুচ্ছে সর্ব্বত্যাগ—সে যে প্রচণ্ড মূঢ়তা!
উঁচু সে নজর যার—হীনে নাহি ভোলে!
তুচ্ছ সীসাখণ্ড লাগি কিছু দিতে নারি।
যা আছে, করিব ত্যাগ তুচ্ছ সীসা-লোভে—
এমন বেকুব নহি! রূপার সম্পুট—
এই যে নির্ম্মল-দীপ্তি লেখা আছে,
'মোরে নিলে পাবে তুমি যোগ্য যা পাবার।"
যোগ্য যা পাবার? ধীরে ধীরে হে মরক্কো,
আপনার মূল্য আগে করো নিরূপণ।
নিজ-মূল্যে পরিমাপ করো যদি তব—
সে মূল্যে কুমারী-লাভ—সে মূল্য যদি-বা
অপ্রচুর হয়ে যায় কুমারী লভিতে—
নিজ-মূল্য হবে হ্রাস—কন্যা নাহি পাবে।
এই তো রূপসী বধূ—কুলে-শীলে-ধনে
রূপে-গুণে সর্ব্ব অংশে যোগ্য তার আমি—
তারো চেয়ে বড় মূল্য মোর ভালোবাসা—
সে ভালোবাসার মূল্যে কেন নাহি পাবো?
কিন্তু মিছা এই তর্ক! আমার বিচারে
আমি যোগ্য এ-কন্যার। যোগ্যে যোগ্য লাভ।
বিচারে কিসের দ্বিধা? কেন বা সংশয়?
তবু দেখি আর-বার স্বর্ণপেটি-লেখা—
এই যে,—"আমারে যে করিবে গ্রহণ,
পাবে সে যা বহু-জন-বাঞ্ছিত ধরায়।"
বহু জনে বাঞ্ছা করে এই রূপসীরে—
চতুর্দ্দশ বিশ্ব হতে দলে দলে আসে
কত না বিচিত্র পাত্র—তীর্থ-যাত্রী প্রায়
এ পুণ্য-মন্দিরে চাহি জীবন্ত প্রতিমা!
কোথায় সে হার্শিনিয়া মরুর প্রান্তর—
সুদূর আরব কোথা ঘন বনে ঘেরা—
কত রাজা-রাজপুত্র পোর্শিয়ার পাণি
প্রার্থিয়া হেথায় নিত্য আসে আশা লয়ে!
দুস্তর জলধি-বক্ষ তরঙ্গ-সঙ্কুল—
বরুণের পাশ-অস্ত্রে বরষিছে জল
ঝর্ঝরিয়া বিদীর্ণ অম্বরে—বাধা নাই—
সে জলধি পার হয়ে অবহেলা-ভরে
পোর্শিয়ার রূপে মুগ্ধ আসে দলে দলে।
এ তিন সম্পুট—এর একটিতে আছে
ত্রিদিব দেবীর চিত্র! সম্ভব কি কভু
কদর্য্য সীসায় ঢাকা রহিবে সে ছবি?
এ চিন্তা নীচের—ছি ছি—তা কি হতে পারে?
রূপসীর ছবি রবে নীচ সীসা-তলে!
রূপার পেটিতে ছবি? কিন্তু হীন রূপা—
স্বর্ণ হতে মূল্য তার দশগুণ কম!
এ চিন্তায় লাগে পাপ! অমূল্য রতন—
স্বর্ণ হতে নীচ ধাতু-পাত্রে—তার ছবি
কভু না রহিতে পারে! না, না, অসম্ভব!
শুনিয়াছি, ইংলণ্ডে স্বর্ণমুদ্রা চলে—
তার প'রে ক্ষোদা থাকে দেবতার ছবি!
হেথায় উপরে নয়—সম্পুটের তলে
সুবর্ণ-শয়নে আছে পুণ্য-দেবী-ছবি।
দাও চাবি। স্বর্ণপেটি আমি বাছিলাম।
দেবতা, কামনা মোর পূর্ণ করো প্রভু!
পোর্শিয়া। লহ চাবি। পেটি-দ্বার মুক্ত করো, রাজা—
ছবি মোর পাও যদি, পাইবে আমারে।
মরক্কো। (চাবি দিয়া পেটি খুলিল)
এ কি—এ কি! এ যে হেরি প্রত্যক্ষ নরক!
মৃত-শির-কঙ্কাল! হেথায় অক্ষি-কক্ষে
লিখন রয়েছে আঁটা! পড়ি এ লিখন—
(লিখন-পাঠ):—
"এ কথা কি কানে হয়নি শোনা?
চক-চকালেই হয় না সোনা!
বহুৎ বেকুবে বেচেছে প্রাণ
দেখতে আমার চাকনি খান!
গোরের সোনা—পোকার খাঁচা—
জোয়ান দেহ; বয়স কাঁচা—
বুদ্ধি-সাহস হলে তুল্য তার—
পড়তে হতো না এ লিখন আর!
এখন সরে পড়ো—না-মঞ্জুর!

বধূর আশা তব ফাঁশিয়া চুর!
খাটুনি হলো মিছে—অসার প্রাণ।
গরম ঘুচে শীতে কাঁপলো জান্!"

পোর্শিয়া, বিদায় দাও—মন বড় ভার!
ব্যথায় বিদায় লই—হলো মোর হার।

[সানুচর প্রস্থান

পোর্শিয়া। নিশ্বাস ফেলি। বচেছে দায়!
রাখ, সম্পুট ঢেকে পর্দায়।
আর যারা গড়া এরির ছাঁচে—
বাছে যদি হেন পরাণ বাঁচে!

[প্রস্থান

অষ্টম দৃশ্য

ভেনিস—পথ

সালারিনো ও শোলানিয়োর প্রবেশ

সালারিনো। তবু তুমি শুনিবে না? স্বচক্ষে দেখেছি.
পাল-ভরে চলে তরী; সে তরীর 'পরে
বাসানিয়ো চলিয়াছে; সাথে গ্রাসিয়ানো;
লরেঞ্জো নাহিক সেই তরী'পরে—স্থির।
শোলানিয়ো। পাজী সে ইহুদী বুড়া চীৎকারের চোটে
ব্যতিব্যস্ত ডিউকেরে আনিল টানিয়া—
যে-তরীতে বাসানিয়ো যায় তৃপ্তি-ভরে;
ডিউক তাহাশী নিল নিজে সে-তরীর।
সালারিনো। বিলম্বে আসিল সেথা সুমতি ডিউক—
তরণী সে পাল-ভরে জলে ভেসে যায়।
কিন্তু কে কহিল? ডিউক শুনিল কোথায়—
জেশিকারে লয়ে এক-গণ্ডোলায় চড়ি
লরেঞ্জো দিয়াছে পাড়ি? দেখিয়াছে লোকে
দুজনারে গণ্ডোলায়? বিশেষ আবার,
আন্তনিয়ো আসি কহে বুঝায়ে ডিউকে—
লরেঞ্জো-জেশিকা—দোঁহে তরী-বক্ষে নাই;
আন্তনিয়ো নিজে তাহা জানে ভালো-মতে।
শোলানিয়ো। এমন চণ্ডালে রাগ দেখিনিকো কভু!
হেন বুদ্ধি-বিপর্য্যয়! এমন চীৎকার!
রূঢ় ভাষা—ক্ষণে ক্ষণে উলটি-পালটি
আরো রূঢ়তর হয়! বাপ, কি ভীষণ!
কান যেন ফেটে যায়—কোথা লাগে ঢাক!
জানো, পথে বুড়া সেই ইহুদী-কুক্কুর
ভগ্ন কাংস্য-কণ্ঠে কহে কি ভাষা চীৎকারি—
বলে, "ওরে লক্ষ্মীছাড়ী—হতভাগী মেয়ে!"
বলে, "ওরে টাকা মোর—সোনার ড্যাকাট!"
"মেয়ে—মেয়ে"! "ওরে মোর সোনার মোহর!"
"ক্রীশ্চানের সাথে সব হলো জলাঞ্জলি!"
"ক্রীশ্চান ড্যাকাট্ মোর! বিচার! বিচার!"
"আইন! আইন চাই।" "ড্যাকাট, কন্যার!
থলি-ভরা টাকা—বাবা, দুটো থলি-ভরা!"
"গোটা থলি একেকটা মোহরেতে ভরা!
মোহরের কাঁড়ি নিয়ে ভেগে গেছে, বাবা!
মণি-মুক্তা—এক কাঁড়ি গহনা! মাণিক!
বড় বড় দুটা হীরা—লক্ষ টাকা দাম।
বাপের সর্ব্বস্ব—হা রে, মেয়ে করে চুরি!
বিচার—বিচার চাই! আইন! কাছারি!
ধরে আনো মেয়েটাকে—করোরে গ্রেফতার!
সব নিয়ে গেছে, বাবা—সব টাকা-কড়ি!
এত মণি, এত হীরা—গহনার কাঁড়ি!"
সালারিনো। ভেনিসের ছেলে-মেয়ে—সবে পাছু নেছে
চীৎকার করিছে—টাকা-মণি-রত্ন-মেয়ে!
শোলানিয়ো। উচিত—সতর্ক হোক আন্তনিয়ো এবে।
কথার খেলাপ হলে, ইহুদীর রোষে
এ-সবের খেশারৎ করিবে আদায়।
সালারিনো। ভালো কথা বলিয়াছ! কাল অকস্মাৎ
সে এক ফরাশী সনে হইল আলাপ;
কহিল সে,—ফরাশী ও ব্রিটিশ-মুল্লুক—
দু'দেশের মাঝে আছে ছোট যে-সাগর—
সে-সাগর-জলে এক জাহাজ ডুবেছে—
বহু পণ্য-ভরা না কি ইতালীর পোত!
এ কথা শুনিনু যবে, মনে হলো মোর—
বন্ধু আন্তনিয়ো—তার জাহাজের কথা!
পরক্ষণে কোন-মতে প্রবোধিনু মনে,—
কেন অমঙ্গল-চিন্তা? এ পোত সে নয়—
বন্ধু আন্তনিয়োর সে পণ্যে ভরা তরী!
শোলানিয়ো। শুনেছ যা—উচিত তা বলা আন্তনিয়ে।
কিন্তু ভাবি, অকস্মাৎ এ বারতা বলা
উচিত কি? হইবে সে চিন্তায় কাতর।
সালারিনো। এমন দরদী প্রাণ বিশ্বে দেখি নাই!
বাসানিয়ো আন্তনিয়ো—দুজনে বিদায়—
সে দৃশ্য দেখেছি চোখে। বাসানিয়ো কহে,
ত্বরায় ফিরিতে বলো? আন্তনিয়ো বলে,
"না, না, মোর লাগি মিছা করিয়ো না ক্ষতি!"
কার্য্য-সিদ্ধি যতদিন না হয়, তথায়
রহিবে; অন্যথা তাব করিয়ো না কভু।
ইহুদীর ঋণ-খৎ—তার চিন্তা মনে

আনিয়ো না প্রণয়ের স্বপনের মাঝে।
চিন্তাহীন খুশী-মনে—প্রেম-সাধনায়
চিত্ত তব রেখো মগ্ন। এক চিন্তা শুধু—
প্রিয়ার প্রাণের প্রীতি—কিসে লাভ হবে!
কেমনে প্রিয়ারে পাবে—সেই ধ্যান-জ্ঞান!
অন্য চিন্তা মনে কভু নাহি দিয়ো ঠাঁই।"
বলিতে বলিতে কথা—দেখিয়াছি আমি,—
দুটি চক্ষু জলে ভরে। ফিরায় বদন।
পিছু হতে হাত রাখি বাসানিয়ো-হাতে,—
সুমধুর মিষ্ট ভাষে বিদায়-সম্ভাষ!
কি করুণ সে বিদায়-ক্ষণের আলাপ!

শোলানিয়ো। ভাবি আমি,—ধরণীরে
ভালোবাসে, তাই
সর্ব্ব মর্ত্ত্য-জীবে আন্তনিয়ো ভালোবাসে!
চলো, খুঁজি, দেখি, কোথা আছে আন্তনিয়ো।
চিন্তায় আচ্ছন্ন মন, বেদনা-কাতর—
মিষ্ট বাক্যে যদি তারে তৃপ্তি দিতে পারি।

সালারিনো। ভালো কথা বলিয়াছ! চলো,
তাই যাই।

[উভয়ের প্রস্থান

নবম দৃশ্য

বেলমন্ট—পোর্শিয়ার কক্ষ

নেরিসা ও একজন ভৃত্যের প্রবেশ

নেরিসা। ওরে, ওরে, ত্বরা কর্! পর্দাখানা তোল্।
আরাগন্-রাজপুত্র পড়েছে হলফ—
এখনি আসিবে পেটি বরিতে বাছাই।

(আরাগন-রাজপুত্র, পোর্শিয়া ও অনুচরগণের প্রবেশ)

[বাদ্যধ্বনি]

পোর্শিয়া। যুবরাজ, ওই হোথা তিনটি সম্পুট।
যার মাঝে ছবি মোর—সেটি যদি তুমি
বাছিয়া লইতে পারো,—জানিবে নিশ্চিত,
আমাদের পরিণয় হবে সম্পাদিত।
না বাছিতে পারো যদি, কোনো কথা নয়,
নিঃশব্দে এখান হতে লইবে বিদায়।

আরাগন। তিনটি শপথে আমি বদ্ধ হইলাম্।
প্রথম, কারেও নাহি করিব প্রকাশ
কোন্ পেটি বাছি আমি। দ্বিতীয় শপথ,
ঠিক-মত বেছে নিতে যদি নাহি পারি,
এ জীবনে কারেও না করিব বিবাহ।
শেষ পণ—যদি হায়, বিধির নিগ্রহে
ব্যর্থ হয় মনোরথ, লইব বিদায়—
এখানে তিলেক আর বিলম্ব না করি।

পোর্শিয়া। মোর সম অযোগ্য-জনেরে চাহি যেবা
আসে হেথা, সেই করে এ পণ গ্রহণ।

আরাগন। বুঝিয়াছি। মনেরেও তাই বুঝায়েছি।
এখন ললাট-লিপি! হৃদয়ের আশা
যদি মুঞ্জরিত হয়! সোনা, রূপা, সীসা—
'আমারে চাহিলে যাহা আছে, তা হারাবে।'
হারাবো কি? তার আগে হও চারুতর—
নহে কে হারাতে চায় তুচ্ছ-পরিবর্ত্তে!
স্বর্ণ-পেটি কি বা বলে? দেখি, ভালো করে—
বক্ষে লেখা, "আমারে যে করিবে গ্রহণ,
পাবে সে যা বহুজন-বাঞ্ছিত ধরায়।"
'বহু-জন'? তার অর্থ, 'নির্বোধের দল'—
সংখ্যা যার অফুরাণ বিপুল ধরায়।
বাহিরের রূপে ভোলে! চোখে দেখে ভালো,
ভিতরে কি আছে বোঝে, হেন বুদ্ধি নাই;
হেন শিক্ষা পায়নিকো! যথা মূঢ় পাখী
মার্ত্তিলেক্ বাঁধে নীড় বাহির-প্রাচীরে!
বৃষ্টি-ঝড়ে সে নীড়ের কি দুর্গতি হবে,
কভু সে বোঝে না, হায়—নিতান্ত নির্ব্বোধ!
বহু জনে যেই বস্তু করে অভিলাষ,
তাহে মোর রুচি নাই! সাধারণ জন
লাখো-লাখে—তাহাদের দলে আমি নই।
মূঢ় তারা, হীন তারা, বর্ব্বর,—তা জানি।
দেখা যাক, রৌপ্যে-রচা রতন-ভাণ্ডার…
তার বুকে কোন্ ভাষা, কি বারতা লেখা—
"মোরে নিলে পাবে তুমি, যোগ্য যা পাবার।"
বেশ কথা! ভালো কথা! মনের মতন!
যোগ্যতা নহিলে হেথা কোন্ সুধী-জন
ভাগ্য-পরীক্ষার লাগি বা'র হয় পথে?
যোগ্যতা নহিলে কার আছে অধিকার
গৌরব-অর্জ্জনে, কিম্বা সম্পদ-বিজয়ে!
অযোগ্য যে, গৌরব সে পায়নি জগতে!
উচ্চ রাজপদ, মান, কার্য্য বা উপাধি
অসাধু উপায়ে যেন কেহ নাহি পায়—
অযোগ্য না করে বাঞ্ছা সম্মান-গৌরবে!
তা যদি সম্ভব হতো, মানে-উচ্চশির
কত যে আনত হতো! শিরোপা-ভূষণ
কত শির হতে আজি পড়িত খশিয়া!
আদেশ করিছে যারা—মানিত আদেশ—

হীনজন সাথে আজি গণ্য বহু জন
সম্মান-ভূষায় হতো সমাজ-ভূষণ!
কালচক্রে জীর্ণ ভগ্ন কত স্তূপ হতে,
ধূলি-আবর্জ্জনা হতে কত তুঁষ-গুঁড়া
গৃহে আজি পেতো ঠাঁই মহিমা-রঞ্জিত!
কিন্তু থাক্ সেই কথা! পেটি লই বাছি!
"মোরে নিলে পাবে, তুমি যোগ্য যা পাবার।"
আমার বাঞ্ছিত যাহা—যোগ্য যা পাবার!
যোগ্যে যোগ্য—তাই লবো! দাও মোরে চাবি
সম্পুটের সাথে খুলি সৌভাগ্যের দ্বার।
(রৌপ্য-পেটিকা উন্মোচন করিল)

পোর্শিয়া। পাবে যা—আমারে তাহা করিবে দুর্লভ।

আরাগন। এ কি দেখি! এ যে এক নির্ব্বোধের ছবি—
আমারে শুনাতে চায় কয় ছত্র লেখা!
কি লেখা এ ছত্রে দেখি…করি তাহা পাঠ।
পোর্শিয়া হইতে চিত্রে কতখানি ভেদ!
মোর আশা-বাসনার বিপরীত ছবি!
"মোরে নিলে পাবে তুমি যোগ্য যা পাবার!"
বিমূঢ় জনের মাথা—তার যোগ্য আমি?
এই মোর পুরস্কার? এর চেয়ে যোগ্য—
আশকার হায়, দগ্ধ ভাগ্য!

পোর্শিয়া। দোষ-ত্রুটি আলোচনা; এবং বিচার—
সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু; স্বভাববিরোধী।

আরাগন। (লিখন-পাঠ) লেখা কি এ?
"আগুনে দেদার খেয়েছে পোড়…
অটুট যুক্তিতে চলে না কোঁড়!
এ কথা সাবুদ—নাই তায় ভুল,
আছে বহু লোক,—ছায়ায় মশগুল!
ছায়ায় চায় সুখ—ছায়ায় কায়া—
দেখে সে পৃথিবীকে বেবাক্ মায়া!
অনেক বোকা আছে—বাহিরে তার
রূপার জৌলুশ—ভিতরে খাদ।
যারে খুশী—বিয়ে করো সাতের পাক—
আমায় পাবে? আশা মাথায় থাক্!
বুদ্ধি বোঝা গেছে ঘরেতে ফেরো।
আশার গলে ফাঁস—দড়ির গেরো!"
এর পরে থাকি যদি হেথায় আর—
বনিব আরো বোকা, ভুল নাই তার!
নিরেট একটি মাথা বইতো ঘাড়—
নিরেট দু'মাথায় ভাঙ্গবে হাড়।
বিদায় সুন্দরি—আসি। রাখি মোর পণ—
দারুণ নৈরাশ্য বহি নিঃশব্দে গমন।
[অনুচরগণ সহ আরাগনের প্রস্থান

পোর্শিয়া। পতঙ্গ এমনি পোড়ে দীপের শিখায়।
এই মূঢ়-দল করে বিচার-প্রয়াস—
বুদ্ধিহীনতায় চূর্ণ হয় সর্ব্ব-আশ!

নেরিসা। সেই যে গো কথা আছে—নহে মিথ্যা ছল
—ধন আর পত্নী-লাভ,—বরাতের ফল।

পোর্শিয়া। পর্দ্দা ফেলে দে নেরিসা। আয়।
(একজন অনুচরের প্রবেশ)

অনুচর। কোথা দেবী?

পোর্শিয়া। এই যে! কিবা আজ্ঞা, কহ।

অনুচর। দ্বারে উপনীত দেবি, জনেক তরুণ;
ভেনিসে তাঁহার বাস—দূত-মুখে শুনি;
বার্ত্তা আনে, প্রভু তার তরুণ সুজন
আসে পিছে; আপনার কুশল-সম্ভাষে।
বিনয়ে বচনে ভব্য—আনে উপহার—
ঢের বেশী মূল্য তার। দেখি নাই আমি
প্রণয়ের হেন শিষ্ট বার্ত্তাবহ কভু।
এ তরুণ অগ্রদূত যেমন মধুর—
এমন মধুর বেশে ফাগুন-প্রভাত
কখনো আসেনি বিশ্বে বহিয়া পুলক—
হেন সুখ-সম্ভাবনা আনে অগ্রদূত।

পোর্শিয়া। থাম্, থাম্—বহু বাক্য বলিয়াছ তুমি।
ভয় হয়, বলি বুঝি, এ অগ্রদূত
তোর সে আপন-জন! হেন স্তুতি-ভাষা—
আত্মজন ভিন্ন কেহ কহে না অপরে।
আয় তো নেরিসা, দেখি, মদনের দূত
কেমন সে—এই শিষ্ট যাহার আচার!

নেরিসা। হে অতনু, এ যেন সে বাসানিয়ো হয়!
[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভেনিস—পথ

শোলানিয়ো ও সালারিনোর প্রবেশ

শোলানিয়ো। রায়াল্টোর খপর কি?

সালারিনো। কেন,—অনেক টাকার জিনিষপত্রশুদ্ধ আন্তনিয়োর জাহাজ ডুবে হয়েছে বলে' যে খপর রটেছে, সে খপর মিথ্যা গুজব বলে মনে হচ্ছে না। যেখানে জাহাজ ডুবেচে, সে জায়গার নাম নাকি গুড্উইন্স্—সে জায়গা ভয়ানক

বিশ্রী। শুনচি, এর আগেও নাকি সেখানে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবেছে। গুজব মিথ্যা বলে তো মনে হচ্ছে না।

শোলানিয়ো। গুজব অমন অনেক রটে! সেই যে গুজব রটলো—তিন নম্বর খশমের জন্যে তার স্ত্রী চীৎকার তুলে কেঁদে পাড়া-পড়শীদের উদ্বাস্ত করে তুলেচে—শেষে দেখা গেল—তেজ্‌পক্ষের স্বামী গট্ হয়ে দেশে ফিরলো! তবে এ গুজব সম্বন্ধে… ভাবনার কথা বটে! এত ভালো আন্তনিয়ো… এমন ভালো যে, তার নামের সঙ্গে খাপ খায়, এমন বিশেষণ অভিধানে খুঁজে পাই না…

সালারিনো। থাক, ও-কথার এইখানেই ইতি করো।

শোলানিয়ো। কিন্তু কোনো কথা যে আজ আর মনে আসচে না। অর্থাৎ মোদ্দা কথা হলো—আন্তনিয়োর জাহাজ জলে ডুবেছে, সত্যি।

সালারিনো। এইখানেই যদি লোকসানের শেষ হয়…

শোলানিয়ো। আহা, তাই হোক্! ঐ যে সশরীরে মূর্ত্তিমান দৈত্য একেবারে সামনে উদয় হচ্ছেন।

শাইলকের প্রবেশ

খপর কি শাইলক? কারবার-পত্তর কেমন চলছে?

শাইলক। সে খপর তোমাদের চেয়ে আর কেউ বেশী জানে না। কি? আমার মেয়েটা যে এই ভেগে গেল, জানো না বাপু, সে খপর?

সালারিনো। তা জানি বৈ কি! যে পাখায় ভর করে' তোমার মেয়ে উড়েচে, সে-পাখা যে কারিগর তৈরী করেছে, সে কারিগরকে পর্য্যন্ত জানি।

শোলানিয়ো। শাইলক নিজে না কি জানতো,—তার পাখীটির ডানা গজিয়েছে এবং পাখা গজালে বাচ্ছা-পাখী দাড়ির কাছ-ছাড়া হয়, এ কথা কে না জানে!

শাইলক। সে-পাপীর সর্ব্বনাশ হোক!

সালারিনো। ভূত-প্রেতে যদি বিচার করে, তাহলে তোমার এ মন্নি তাকে লাগবে বৈ কি!

শাইলক। আমার নিজের রক্তে জন্ম—সেই মেয়ে এমন হলো! বুকের হাড়-পাঁজরাগুলো যেন জ্বলে যাচ্ছে!

সালারিনো। থামো! তোমারাও বুড়ো হাড়ে কি আছে যে জ্বলবে! পচা ঘুণ-ধরা হাড়!

শাইলক। আমার মেয়ে—আমার রক্তে তার জন্ম নয়?

সালারিনো। তোমার রক্ত আর তার রক্ত—দুয়ে আকাশ-পাতাল তফাৎ, বাপু! কালো ঘুড়ি আর হাতীর দাঁতে যে তফাৎ—ঠিক তত্থানি তফাৎ। রাঙা মদে আর ধেনোয় যত তফাৎ, তেমনি তফাৎ। কিন্তু সে কথা যাক—জলে জাহাজ ডুবে আন্তনিয়োর যথাসর্ব্বস্ব নাকি গেছে—এমন কথা তুমি শুনেচো?

শাইলক। ঐ দ্যাখো না, বরাতে আর এক বিভ্রাট ঘটলো। উড়নচণ্ডী. দেউলে…বাজারে তার আর মুখ দেখাবার উপায় আছে! পথের ভিখিরী! সেজেগুজে বাহার দিয়ে বাজারে আসতেন, এখন একবার খৎখানা উল্টে দেখুন গিয়ে! আমায় বলতেন, সুদখোর চামুণ্ডী! খৎখানা পড়ে দেখুন! বদান্য কীরীস্তান! টাকা ধার দিতেন লোককে দয়া-ধর্ম্ম করে'—খৎখানা এখন একবার ভালো করে উল্টে দেখুন!

সালারিনো। ঠিক-তারিখে যদি টাকা দিতে না পারে, তুমি তবে গায়ের মাংস কেটে নেবে না কি—সত্যি? তাতে তোমার লাভ?

শাইলক। মাছ ধরবার টোপ করবো গো—টোপ! তার মাংসের টোপ! আর কোনো লাভ না হোক্—শোধ নেওয়া তো হবে!…আমায় কম অপমান করেছে। আমার প্রায় পঞ্চাশ লাখ মোহর লোকসান করিয়েছে—করিয়ে সে-লোকসানে দাঁত মেলে হেসেছে! আমার লাভে গাল পেড়েছে—আমি ইহুদী বলে' জাত তুলে নাক সিঁটকেচে! তামাসা করেছে! আমার বন্ধুদের করেছে দুশমন—দুশমনদের দিয়েছে তাতিয়ে! কেন? না, জাতে আমি ইহুদী। কেন রে বাপু,—ইহুদীর কি চোখ নেই? নাক নেই? ইহুদীর কি হাত নেই? পা নেই? মাথা নেই? পেট নেই? বুক নেই? শরীর নেই? কান নেই? মাথা নেই? সুখ নেই? দুঃখ নেই? স্নেহ নেই? মমতা নেই? তোমাদের মত ক্ষিদে পেলে সে খায় না? যে অস্ত্রে তোমরা জখম হও, সে অস্ত্রে সে জখম হয় না? যে শীতে তোমাদের হাড়ে কাঁপুনি ধরে, সে শীতে ইহুদীর হাড় কাঁপে না? যে গ্রীষ্মে তোমরা ভাজাভাজা হও, সে গ্রীষ্মে সেও ভাজাভাজা হয় না? আমার গায়ে যদি কাঁটা ফুটোও, রক্ত পড়বে না? কাতুকুতু দিলে আমরা হাসি না? আমাদের

যদি বিষ খাওয়াও, আমরা মরি না? আমাদের যদি অনিষ্ট করো—তার শোধ আমরা নেবো না? তোমাদের সঙ্গে সবতাতে যদি মিল থাকে তো এতেও থাকবে। কোনো ইহুদী যদি কোনো কীরিস্তানের মন্দ করে—তার সঙ্গে তোমরা কি ব্যবহার করো? তার শোধ নাও! যদি কোনো কীরিস্তান কোনো ইহুদীর মন্দ করে—তাহলে কীরিস্তানী কেতায় তার শোধ কেন না নেবো, বল্‌তে পারো? যে পেজোমি তোমাদের করতে দেখি, সে পেজোমি তোমাদের সঙ্গে কেন করবো না বাপু? যে-শিক্ষা তোমাদের কাছে পেয়েছি, —তার চেয়ে ঢের বেশী শিক্ষা তোমাদের দেবো···দেখে নিয়ো।

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। আমার প্রভু আন্তনিয়ো আপনাদের ডাকচেন—জরুরি কথা আছে। তিনি বাড়ীতেই আছেন।

সালারিনো। আমরাও তাঁকে খুঁজছি!

শোলানিয়ো। এই যে আর একটি সগোত্র আসচে—তা তেরস্পর্শ-যোগ পাবে না—অবশ্য শয়তান নিজে ইহুদীর বেশে যদি এসে এখন উদয় না হয়।

[শোলানিয়ো, সালারিনো ও ভৃত্যের প্রস্থান

(তুবালের প্রবেশ)

শাইলক। খপর কি তুবাল? জেনোয়া থেকে কোন খপর এলো? আমার মেয়ের সন্ধান?

তুবাল। যেখানে তার এতটুকু খপর পেয়েছি, সেইখানেই গিয়ে হাজির হয়েছি—কিন্তু কোথাও খপর পেলুম না।

শাইলক। কেন? এখানে—ওখানে—সেখানে—সব জায়গায়! একখানা দামী হারে গেল ফ্রাঙ্কফোর্টে—দাম পড়েছিল দু'হাজার মোহর। এমন গেরোয় কখনো পড়ি নি। এর আগে এমন দুর্গ্রহ কখনো ভোগ করিনি। দু'দু' হাজার মোহর দাম—ইয়া পেল্লায় মস্ত হীরে—তার সঙ্গে দামী এক-কাঁড়ি মণি-জহরৎ! এর চেয়ে মেয়েটা মরে আমার পায়ের উপরে যদি মুখ গুঁজড়ে পড়তো—হীরে-জহরৎ কাণে গুঁজে! আরে, এর চেয়ে সে মলো না কেন? ও সব হীরে-জহরৎ আমি তার সঙ্গে তার গোরের মাটীতে গেড়ে দিতুম যে! পাত্তা নেই! ব্যস্ রে! ব্যস্ রে—এই পাত্তা নিতে কম পয়সা খরচ হলো! ওঃ জানো—লোকসানের উপর লোকসান! চুরি করে সম্পত্তি নিয়ে গেল এত—তার উপর সে চোরের সন্ধান করতে তার পিছনে খরচ হলো কাঁড়ি-কাঁড়ি মোহর। তবু পাত্তা নেই—চিহ্ন নেই! আমার ঘাড়ে বসে সব মজা করছে! কারো নিশ্বাস পড়বে না—কারো চোখে জল ঝরবে না—আমিই শুধু বুক চাপড়ে কেঁদে ককিয়ে মরবো!

তুবাল। না হে—অন্য লোকের বরাতেও সর্ব্বনাশ ঘটেছে! ঐ যে আন্তনিয়ো—জেনোয়ায় শুনে এলেম···

শাইলক। কি? কি? কি? বলো তো! তার আবার কি সর্ব্বনাশ ঘটলো?

তুবাল। ত্রিপোলি থেকে তার একখানা জাহাজ আসছিল; জাহাজে বহু দামী মাল···

শাইলক। আঃ—ভগবান তাহলে আছেন!··· কিন্তু সত্যি? সত্যি খপর?

তুবাল। কজন মাঝি-মাল্লার মুখে এ খপর শুনলেম। তারা সেই জাহাজে ছিল—কোনো-মতে প্রাণে বেঁচে ডাঙ্গায় উঠেচে।

শাইলক। আঃ! বেঁচে থাকো—বেঁচে থাকো তুবাল। ভারী জবর খপর এনেছো!···হ্যাঁ, ভালো কথা, এ খপর কোথায় পেলে, বললে? জেনোয়ায়?

তুবাল। হ্যাঁ। শুনলেম, তোমার মেয়ে জেনোয়ায় ছিল। এক রাত্রে কত খরচ করেছে, জানো? আশী মোহর।

শাইলক। এ্যাঁ—বলো কি তুবাল! আমার বুকে তুমি ছুরি গুঁজে দিলে, দাদা! আশী মোহর! এক রাত্রে খরচ করেছে! ওরে বাবা, আশী মোহর! উঃ! আমার সে মোহর কি আর ফিরে পাবো? হায়, হায়, হায়, হায়, হায়!

তুবাল। সেখান থেকে আমার সঙ্গেই এলো—আন্তনিয়োর যত পাওনাদার···এক-ঝাঁক, একেবারে। তারা বলছিল—এ দায় থেকে আন্তনিয়ো রক্ষা পাবে না—মাথা গুঁজে পড়বে নির্ঘাত।

শাইলক। আঃ···খুশী···ভারী খুশী হলেম এ খপরে! তার সর্ব্বনাশ হোক! নিপাত যাক ব্যাটা! তাকে আমি ছাড়বো না। যে-হাল করবো—ওঃ! ভারী খুশী—সত্যি, ভারী খুশী হয়েছি এ খপর শুনে।

তুবাল। একজন আমায় একটি আংটি দেখালে। তোমার মেয়ে সেই আংটি দিয়ে একটা বানর কিনেছে তার কাছ থেকে।

শাইলক। সর্ব্বনাশ হোক্ হতভাগা মেয়ের! তুবাল, ওঃ, মনে ভারী চোট পেলেম এ খপরে। আমার সেই নীলার আংটি নিশ্চয়। তখনো আমার বিয়ে হয়নি···ও আংটি লিয়া আমায় দিয়েছিল। জঙ্গল-ভরা রাজ্যের বানর পেলেও ও আংটি আমি দিতেম না, দিতেম না।

তুবাল। আণ্ডনিয়ো কিন্তু এবার গেল!

শাইলক। জবর কথা বলেছো তুবাল। জবর কথা! আঃ, এ খপরের দাম লাখ টাকা! তুমি এখন এসো তুবাল। কাছারির কোনো অফিসারকে ফী দিয়ে এন্‌গেজ্ করে রাখো। দু হপ্তা আগে থেকে তৈরী হওয়া যাক। ঠিক তারিখে আন্তনিয়ো যদি টাকা দিতে না পারে—নেবো তার গায়ের মাংস খেশারং। হাঁ!···আমার নাম শাইলক··· আমি ইহুদী! একবার যদি তাকে এই ভেনিস-ছাড়া করতে পারি, তাহলে আমার কারবার ফলাও করে তুলতে কতক্ষণ! হুঁঃ! তুবাল, কাছারির দিক থেকে এসে আমার সঙ্গে তুমি দেখা করো। যাও, যাও, দেরী নয়। মন্দিরে ফিরে এসো। সেখানে আমার সঙ্গে দেখা হবে! যাও, যাও তুবাল! দেরী করো না।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বেলমণ্ট—পোর্শিয়ার কক্ষ

বাসানিয়ো, পোর্শিয়া, গ্রাসিয়ানো, নেরিসা এবং অনুচরগণের প্রবেশ

পোর্শিয়া। ধরো এ মিনতি—করো দু'দিন সবুর
কি জানি, অজানা লক্ষ্যে যদি ভুল হয়!
পণে যদি হার হয়, চলে যেতে হবে।
হারাবো তোমার মিষ্ট মধু সঙ্গটুকু।
দুদিন বিলম্ব করো। এত ত্বরা কেন?
কে যেন অন্তর-মাঝে কহিছে আমারে—
প্রেম নয়! শুধু আমি হারাতে না পারি
তব সঙ্গ; হারাইতে নাহি চাই আমি।
তুমি ভালো জানো, মন হইলে বিরূপ,
এ ভাষা কহিব কেন? কহে কভু মন?
তবু পাছে ভুল বোঝো! (হায়, যে কুমারী
মুখে ভাষা নাহি ফোটে মনে রয় সাধ!)
জানো, মন চায় কি সে? আমারে লভিতে
ভাগ্য-পরীক্ষায় তুমি নামিবার আগে
রহ হেথা এক মাস কিম্বা মাস দুই।
কত-বার মনে হয়, বলি স্পষ্ট ভাবে
বাছিলে সম্পুট কোন্ পাইবে আমারে!
কিন্তু সুকঠিন পণ—তাহে বদ্ধ আমি—
ইঙ্গিতে সুধাতে নারি। ভাগ্য অকরুণ!
সে কথা প্রকাশে হবে মহা-প্রত্যবায়।
আঁখি মেলি ভালো করি চাহো মোর পানে—
দৃষ্টি তব দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে মোরে;
এক খণ্ডে আমি, অন্য শুধু তোমাময়।
এই যে আমার খণ্ড—এ তোমার হলে
তাহে আমি খুশী হবো! খুশী কায়ে-মনে!
দুই খণ্ড তোমারি সে। আমিও তোমার।
এমনি কালের লীলা! নাহি রবে ভেদ
অধিকারী-অধিকারে! আমি যে আমার
আমিত্ব সঁপিয়া তোমা' হবো তোমাময়—
তোমার-আমার মাঝে ব্যবধান—
দোঁহে-মাঝে ব্যবধান চূর্ণ করে দাও!
ভাগ্য সে নিরয়ে যাক্—চাহি নাকো আমি—
তোমারে না পেলে পাবো নিরয়-যাতনা!
কিন্তু বহু কথা কহি—বাহিতে সময়;
অতি-দীর্ঘ বিলম্বিত হোক্ অবসর
ভাগ্য-পরীক্ষায় তব যটুক বিলম্ব!
অশুভ-অশুভে যত পারি, করি রোধ।

বাসানিয়ো। ভাগ্য পরীক্ষিতে দাও। এ যেন রয়েছি
অস্থির ভঙ্গুর কাষ্ঠ-পাটাতনে 'পরে!

পোর্শিয়া। কাষ্ঠ-পাটাতনে আছ অস্থির-ভঙ্গুর?
বলো তবে বাসানিয়ো, তোমার এ প্রেমে
কতখানি ছল মেশা?

বাসানিয়ো। এক তিল নহে।
এ শুধু সংশয়ে-ভয়ে আমি বাক্য-হারা।
প্রকাশিতে নারি প্রেম—হৃদয়ের ভাষা!
জীবনে-মরণে জেনো ভেদ যতখানি,
হিমে ও অনলে ভেদ আছে যতখানি—
আমার প্রণয়ে আর বচনে ছলনা—
ততখানি ভেদ জেনো, অয়ি সুচরিতে!

পোর্শিয়া। বদ্ধ কাষ্ঠ-পাটাতনে, বলিলে না তুমি!
সেথা হতে নর শুধু কহে শেখা বুলি
নিতান্তই দায়ে পড়ি—অন্তরের যোগ
সে-সব বচনে কভু রহে নাকো তিল!

বাসানিয়ো। দিবে প্রাণ, সত্য করো।
বলি সত্য বাণী।

পোর্শিয়া। তাই হবে। সত্য বলো। আয়ু দীর্ঘ হবে।

বাসানিয়ো। একমাত্র সত্য জানি মনে ও বচনে—
ভালোবাসো! ভালোবাসি! অন্য সত্য নাই।
যাতনা এ—তবু সুখ! যাতনা যে পাই—
যাতনার মুক্তি কিসে—মন তা শিখায়!
কিন্তু মন নাহি মানে···লয়ে চলো মোরে—
কোথায় সম্পূট! চাহি ভাগ্য পরখিতে।

(সম্পুট-সম্মুখস্থ যবনিকা উন্মোচিত হইল)

পোর্শিয়া। এসো তবে ঢাখো চোখে সে তিন সম্পুট
একটির মাঝে আমি রয়েছি বন্দিনী।
ভালো যদি বাসো মোরে, খুঁজে বার করো।
নেরিসা, তোরাও সবে আয় হেথা, দাঁড়া।
গান হোক। পরে তবে সম্পুট-বিচার।
যদি পরাজয় হয়, সঙ্গীতের তানে
মরালের মত হবে। সুরে অবসান।
উপমা মিলাতে মোর নয়নের চিঠি
অশ্রুর সলিলে ভরি ঝরিবে ঝর্ঝর—
সে অশ্রু-সলিল-বাষ্পে মিশাইবে প্রিয়
সুচির কালের অন্তরালে! কিন্তু কেন?
জয়! জয়! নিশ্চয় হইবে জয়!
সে বিপুল জয়ে এই সঙ্গীতের সুর
ভক্ত প্রজা-কণ্ঠে যেন জানাবে বন্দনা
বিজয়ী মুকুট-শিরে আনন্দ-গৌরবে!
ছন্দে-সুরে এ সঙ্গীত প্রেমস্বপ্নাতুর
বরের বিমুগ্ধ কর্ণে তোলে জয়ধ্বনি—
পুলকের বার্ত্তা ঘোষে! চলিয়াছে বর—
উচ্চ শিরে প্রেমে প্রাণ পূর্ণ করি অই—
বলির লাগিয়া সেই বন্দিনী কুমারী—
উদ্ধার করিতে তারে তরুণ সুন্দর
আল্‌সাইডিশ গেল যথা কোন্ পুরাকালে
কুমারীর প্রেম-প্রীতি অন্তরে বহিয়া!
না, না, তারো চেয়ে ঢের বেশী প্রেম-প্রীতি
অন্তরে বহিয়া চলে প্রিয় বাসানিয়ো।
আমি সে বলির কন্যা—আমিই আহুতি!
অপরে দেখিছে দৃশ্য কম্পিত হৃদয়ে
দাদ্দানিয়া-নারীদল দেখিল যেমতি—
সজল নয়ন, মুখ বিষাদে মলিন
সুদূর অতীত যুগে সে মত্ত সংগ্রাম!
যাও বীর হার্কুলিশ,—বাঁচিলে বাঁচিব।
যেই কম্প্র বক্ষে তুমি ভাগ্যে দাও রণ—
তারো চেয়ে কম্প্র বক্ষে আমি তা নিরখি।
(সম্পুটগুলি দেখিয়া বাসানিয়ো মনে মনে
চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত। গান চলিল)

গান

তোমরা বলো গো বলো,
প্রেমের জনম কোথায়, কোথায়?
হিয়ার গোপন তলে কি?
না, সে জাগে শিরে শির-ভূষায়?
প্রেমের জনম কোথা গো?
তার লালন কোথা সে হলো?
বলো, বলো গো, বলো, বলো
বলো, তোমরা বলো!
প্রেমেরি জনম নয়নে —
দিঠি-দিঠিতে ওঠে সে ভরি;
তার নয়নে-নয়নে লালন—
নয়ন-দিঠিতে মরে সে ঝরি!
যেথা উদয়, বিলয় তথা সে!
গাহো প্রেমেরি গাহো গো গান—
আমি সুরুতে ধরি এ তান—
প্রেমের উদয়-বিলয়···সুর-ছায়!
রিনি-রিণিনি ঝিনি-নি ঝিনি-রিনি!
ঝিনি-ঝিন্‌নি-ঝিনিনি-ঝিনি রে!

বাসানিয়ো। বাহিরের আড়ম্বর নিতান্ত অসার।
চটকে আজিও বিশ্ব মরে বঞ্চনায়!
আইনের কূটতর্ক—যুক্তিহীন হেতু
মিষ্ট মধু বাক্যভরে হয় বিমিশ্রিত—
সে বাক্য নাশিতে চায় যুক্তির দীনতা।
নিজ-ত্রুটি ধর্ম্মভক্ত —কঠিন গম্ভীর
বাক্য-আবরণে রাখে করিয়া ভূষিত,
ধূলি দিতে চায় মনে! কেন পাপ নাহি
বাহিরে নাহিক যার ধর্ম্মের নিশান!
ভীরু কাপুরুষ যারা—কাপট্য অন্তরে,
চোরাবালি—তাহাদের মুখে শ্মশ্রু রাজে—
যেন শূর হার্কুলিশ! ভ্রূ কুঞ্চিত করে—
যেন মার্‌স সম জ্ঞানী বহু বিচক্ষণ,—
সন্ধান করহ যদি অন্তরে তাহার—
দেখিবে যকৃৎ ক্ষীণ, দুগ্ধ-শুভ্র যেন!
বাক্যে ইহাদের কিবা বীরত্ব-দাপট—
ভাবে চায় বুঝাইতে অতুল বিক্রম।
রূপ? তাও ভারে চায় আপনা বিকাতে।
প্রসাধন-ভার অঙ্গে যে যত চাপায়,
তত তার খ্যাতি রটে প্রেয়সী রূপসী!
আভরণ-হীন রূপে কে করে আদর?
অথচ রূপসী সে-ই—আভরণ যার;
রূপের ছটায় দীপ্তি কিছুমাত্র নাই!

কুঞ্চিত কেশের রাশি দোলে বায়ু-ভরে
লীলাছন্দে স্বর্ণময়ী নাগিনীর প্রায়
রমণীর শিরে দেখি—পর-কেশ-ভার
নিজ-শিরে আঁটিয়াছে রূপসজ্জা লাগি,—
কঙ্কালে সে কেশ দিলে সাজিবে তেমতি।
উজ্জ্বল সে আবরণ—ভিতরে দীনতা।
উত্তাল সাগর—তীরে দিব্য আচ্ছাদন—
ভয়াল সাগরে করে কান্ত-রমণীয়!
সুন্দর গুণ্ঠন-তলে থাকে কালো-মুখ।
বাহিরের সমুজ্জ্বল আবরণে ভুলি
যুগে যুগে মর্ত্ত্যজন হয়েছে বঞ্চিত—
সত্য-বস্তু-লাভে সদা—জানি ভালো মতে।
বাহিরের চাকচিক্য ভুলাবার ফাঁদ!
অতএব তুমি স্বর্ণ, খাদ্য গুরুপাক
মিডাস-দেবেরও! তোমা করি প্রত্যাখ্যান!
কাঞ্চনের আবরণে আমি ভুলিব না।
রূপা, তুমি মানুষের হাতে হাতে দেখি
নিত্য হও বিমলিন বিবর্ণ বিরূপ—
তোমাতেও নাহি সাধ, নাহি অভিলাষ।
তুমি সীসা, কালো সীসা, অতি দীন সীসা,
মানবে প্রলুব্ধ তুমি কখনো না করো,
আশার উচ্ছ্বাসে কারো না দুলাও মন,
বাক্য-ছটা নাহি জানো,—না জানো বঞ্চনা—
মলিন সুদীন—তুমি অতি সাদা-সিধা—
তোমারে গ্রহণ করি! হোক মোর জয়!

পোর্শিয়া। সব মনোবৃত্তি যেন মিলায় বাতাসে।
সকল সংশয়-দ্বিধা আশায়-নিরাশা!—
কম্প্র ভীতি, দ্বেষ-হিংসা—সবার বিলয়।
ওরে প্রেম, শান্ত কর্—নিরুদ্ধ উচ্ছ্বাস!
পুলকে সংযত কর্,—গতি সুমন্থর।
করুণা-আশীষে প্রাণ পরিপূর্ণ মোর—
এত নয়! ভয়, পাছে বিপরীত ঘটে!

বাসানিয়ো। এ কি দেখি?

(সীসার সম্পুট উন্মোচন)

পোর্শিয়া—পোর্শিয়ার চিত্র!
কে-বা এই দেব-শিল্পী—হুবহু এঁকেছে
তুলির লেখায় দিব্য মোহিনী প্রতিমা!
আঁখির পল্লব দোলে? আঁকা চোখ চায়?
কিম্বা মোর দিঠি ছুঁয়ে জাগিল নয়ন?
দুটি ঠোঁটে ব্যবধান—সুরভি নিশ্বাস—
প্রণয়-কিশুক দুটি নাগরে বিভাগ
করিয়া রেখেছে যেন! দীর্ঘ কেশরাশি—
সোনালি তারেতে রচা উর্ণতন্তু-জাল—
পুরুষ-পতঙ্গে চাহে গ্রাস করিবারে।
আর এই আঁখি দুটি—কি করিয়া দেখি?
এ চোখ আঁকিল শিল্পী? এক চোখ আঁকি
সেই আঁকা চোখে কি সে শিল্পীর নয়ন
আচ্ছন্ন হয়নি মোহে? কিসে তা পূরিল?
তবু হায়, ছায়া দেখি এমন আকুল!
ছায়া যার,—তার পানে ফিরিয়া না চাই!
ছায়ারে বন্দনা করি—কায়া তুচ্ছ করি!
আসলে নকল করি খঞ্জ-সম চলি!
এই যে কি লেখা পত্রে! মোর ভাগ্য-ফল
বুঝি, তার মর্ম্ম এই লিখনে মিলিবে!

(পাঠ)

"চটক দেখে করো না পছন্দ—
আসল পাবে— পাবে না মন্দ।
পেলে যা, তাহে থেকো হে খুশী—
অন্যে চেয়ে মনে করো না দুখী!
এ পেয়ে খুশী যদি হয়ে থাকে মন—
জেনো হে পেয়েছ সব-সেরা ধন!
তাহলে ফ্যাখো ফিরে প্রিয়ার মুখে—
প্রণয়-চুমু দিয়ে নাও তারে বুকে।"

সরল লিখন! প্রিয়ে, দাও অনুমতি!

(চুম্বন)

পত্রে লেখা আছে—প্রিয়ে, এই দেয়া-নেয়া—
আসিয়াছি নিতে প্রেম, দিতে ভালোবাসা।
দুজনে বাধিলে রণ পুরস্কার লাগি—
তখন পরাণ-পণে চলে যে সংগ্রাম—
সকলে সভয়ে দেখে; জয়ী হলে কেহ
বোঝে জয়—জনতার জয়-কলরবে।
চারিদিকে সবে দেয় ঘন করতালি;
মুখে বলে জয়-জয়—তবু মত্ত মন
সংশয়ে আকুল, সে যে বুঝিতে না পারে,
সত্যই হয়েছে জয়ী? মূর্চ্ছাতুর মন!
তেমনি আমারো মন দুলিছে সংশয়ে—
চেয়ে আছি সম্পুটের পানে অবিচল—
হয়েছে কি জয়? তুমি, তুমি বলো প্রিয়ে,—
তুমি না বলিলে মনে হবে না প্রত্যয়!

পোর্শিয়া। আমারে দেখিছ তুমি,—ভদ্র বাসানিয়ো,
যা লয়ে আমার আমি—স্বরূপ আমার—
এর চেয়ে বড় হতে নাহি অভিলাষ।
তবু তুমি চাহো যদি আরো বড় হই,

রূপে আরো রূপময়ী,—সে সাধ মিটাতে
এর চেয়ে লক্ষগুণ হইব সুন্দরী—
লক্ষগুণ হবো আরো ঐশ্বর্য্যশালিনী—
তব তৃপ্তি হেতু হবো সতীত্ব-নিষ্ঠায়,
রূপে-গুণে কায়ে-মনে সকলের সেরা!
নিজে আমি কিছু নহি—শূন্য সুবিপুল।
আমি যা—আমার মূল্য তাই! অতি তুচ্ছ।
এর বেশী মূল্য হোক্—চাহি না কখনো!
শিক্ষা নাই, দীক্ষা নাই, না জানি আচার—
বালিকা! নিতান্ত মূর্খ! আশা এইটুকু—
শিক্ষার বয়স মোর হয়নিকো পার।
আরো আশা, একেবারে বুদ্ধিহীনা নহি;
তার চেয়ে বড় আশা, তোমার চরণে
নিজেরে সঁপিয়া দেবো। লইয়ো শিখায়ে—
তোমার মনের মত হবো সব দিকে।
তোমারে মানিব গুরু,—তুমি প্রভু, রাজা।
আমি,—মোর যাহা আছে—সে-সব তোমার।
আজো আমি এ গৃহের ছিনু অধিকারী—
দাস-দাসী-অনুচর মানিছে আদেশ—
আমি ইহাদের রাণী। এই ক্ষণ হতে
এই গৃহ, দাস-দাসী—আমি, তার রাণী—
সকলি তোমার হলো। তুমি রাজ্যেশ্বর।
এ সব তোমার হাতে দিলাম তুলিয়া
এই অঙ্গুরীয়-সহ। এই অঙ্গুরীয়
আজীবন সাথী হয়ে রহুক তোমার।
যদি কভু অন্তরিত করচ্যুত হয়,—
কিম্বা ফ্যালো হারাইয়া—জেনো, প্রেম তব
অঙ্গুরী-হারানো সাথে—প্রেম-অবসান।
সেদিন গঞ্জনা বহু শুনাইব আমি।

বাসানিয়ো। নির্ব্বাক করিলে মোরে অয়ি সুচরিতা,—
ধমনী বহিয়া মোর বহে রক্তস্রোত—
সেই রক্ত জানে ভাষা দানিতে উত্তর।
মনে মোর বিপর্য্যয়—ঘোর কলরব।
বক্তৃতা-সভায় কোনো রাজপুত্র যথা
চারু-ভাবে করে সর্ব্ব-মানস-রঞ্জন—
মুগ্ধ জনতার স্তুতি ওঠে উচ্চ রোলে—
স্তুতিরোলে রাজপুত্র যথা বাক্হীন,
বক্ষেতে চপল স্রোত আনন্দে বিস্ময়ে
বিজড়িত—প্রকাশিতে পারে না উল্লাস,—
প্রচণ্ড উল্লাসে তথা বাক্যহারা আমি!
অঙ্গুরী? অঙ্গুরী এই হলে কর-চ্যুত,
জেনো, তার পূর্ব্বে প্রাণ এ দেহ ত্যজিবে—
বাসানিয়ো মরিয়াছে—জানিবে সেদিন।

নেরিসা। প্রভু, প্রভুপত্নী—দোঁহে কর অবধান—
এখন মোদের পালা করি নিবেদন,—
নীরবে এতেক কাল দেখিয়াছি যাহা,
বাসনা পূরেছে—সাধ পূর্ণ সবাকার।
উল্লাসে উচ্ছ্বসি কহি, জয় দোঁহাকার!

গ্রাসিয়ানো। ভদ্র বাসানিয়ো—দেবি, হউক কুশল!
অন্তরের শুভ ইচ্ছা করি নিবেদন!
অর্থাৎ দোঁহার সাধ-আশা পূর্ণ হোক!
আমা হতে জানি কোনো আশা মিটিবে না—
কিন্তু যবে দোঁহাকার প্রীতি ভরা প্রাণ
এক সূত্রে বদ্ধ হয়ে দুয়ে এক হবে—
সেই শুভক্ষণে ঠিক আমিও করিব
জেনো, শুভ-পরিণয়—নিতান্ত-নিশ্চিত!

বাসানিয়ো। বধূ যদি মেলে বন্ধু, বড় খুশী হবো—
অন্তরের অভিলাষ কহি অকপটে।

গ্রাসিয়ানো। কৃতার্থ হলাম। লহ ধন্যবাদ মোর—
জুটাইয়া দেহ তুমি বধূ মনোমত!
তোমার মতন মোর দীপ্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি!
দেখেছ কর্ত্রীরে তুমি—আমি দেখিলাম
প্রিয়-সখীটিরে তাঁর! তুমি ভালোবাসো;
আমিও বাসিনু ভালো! সহিল না দেরী!
প্রাণ দেয়া-নেয়াটুকু শুধু বাকী ছিল—
দেয়া-নেয়া পর্ব্ব তুমি চুকালে যেমন,
ও-পর্ব্ব চুকাতে মোর বিলম্ব হলো না।
সম্পুটে তোমার ভাগ্য ছিল বদ্ধ হয়ে—
মোর ভাগ্য তার সাথে! গাছে বাজ পড়ে।
জানো ভালো, প্রেম আর সোহাগ-সাধনে
বারে বারে কত শ্রম ঘাম-জল ঝরা—
চাটুবাণী কত জনে—কতই শপথ—
চিরদিন প্রেম-আশে নিরাশার শ্বাস!
শেষে এই রূপময়ী সখী দিল আশা।
তব ভাগ্যে ঠাকুরাণী যদি মিলে যায়—
অমনি সঁপিবে মোরে জীবন-যৌবন
শ্রীশ্রীমতী সহচরী!

পোর্শিয়া। সত্য লো, নেরিসা?

নেরিসা। সত্য কথা। কি করিব? ছাড়িল না মোরে।

বাসানিয়ো। গ্রাসিয়ানো,—এ কথার হবে না খেলাপ?

গ্রাসিয়ানো। রাম! রাম! কভু নয়।

বাসানিয়ো। শুনে খুশী হই।
এ বিবাহে আমাদের বিবাহ-উৎসব—
আরো সে উজ্জ্বল হবে—হর্ষ তীব্র আরো।

গ্রাসিয়ানো। কার সুখ বেশী—এসো, বাজি খেলে দেখি।
হাজার মোহর পণ!

নেরিসা। এ যে জুয়াখেলা!

গ্রাসিয়ানো। জুয়া নয়—জানি, হবে আমাদের হার।
বেশী টাকা বাজি নয়! কিন্তু ও কে আসে?
লরেঞ্জো! তাহার সাথে পৌত্তলিকী প্রিয়া!
ভেনিসের বন্ধু প্রৌঢ় শোলানিয়ো—সে-ও!

(লরেঞ্জো, জেশিকা ও শোলানিয়োর প্রবেশ)

বাসানিয়ো। লরেঞ্জো, শোলানিয়ো! এসো, এসো, বন্ধু!
হেথা মোর আগমন সদ্য; তবু পাইয়াছি
হেথায় যে-অধিকার—তার বলে করি
সাদর সম্ভাষ সবে—শুভ অভ্যর্থনা!
ভালো কথা, পোর্শিয়া, দাও অনুমতি,
স্বদেশের বন্ধু-জনে করি সম্বর্দ্ধনা।

পোর্শিয়া। আমিও সম্ভাষ করি, প্রভু। সুস্বাগত
মোদের ভবনে।

লরেঞ্জো। তোমাদের ধন্যবাদ।
মোর কথা—হেথা আসি করিব সাক্ষাৎ,
সে সঙ্কল্প ছিল না কো! পরে অকস্মাৎ
শোলানিয়ো-সাথে দেখা—তুলিনু আপত্তি।
শুনিল না। বার বার করে অনুরোধ,—
সাথী হয়ে তার সনে হেথায় আসিতে।

শোলানিয়ো। সত্য কথা। করিয়াছি বহু অনুনয়।

(বাসানিয়োকে পত্র দিল)

বাসানিয়ো। পত্র পড়িবার আগে কহ শোলানিয়ো,
বন্ধুর কুশল সর্ব্বাঙ্গীন?

শোলানিয়ো। দেহ সুস্থ!
মনে সুখ নাই। দেহে নাহিক অসুখ।
কিন্তু পত্রে পাবে তুমি সব সমাচার!

(বাসানিয়োর পত্র পাঠ)

গ্রাসিয়ানো। নেরিসা—বিদেশী বন্ধু। করো তার সেবা।
করো শুভ সম্ভাষণ! বন্ধু শোলানিয়ো,
হাতে হাত দাও। খবর কি ভেনিসের?
বণিক-দলের রাজা রাজ-আন্তনিয়ো—
কি তাঁর সংবাদ? জানি, হবে খুব খুশী,
হেথা মোরা জয়ী—শুনি বিজয় বন্ধুর।
যুগল জেশন আসি জিনিয়াছি তরী।

সোলানিয়ো। সব ভালো হতো! কিন্তু আন্তনির তরী
সে তরীর যদি দোঁহে করিতে উদ্ধার।

পোর্শিয়া। পত্রে লেখা কিবা হেন অশুভ বারতা!
কপোলের বর্ণ দেখি হইল মলিন!
প্রিয়-জন-মৃত্যু-বার্ত্তা? হেন বার্ত্তা বিনা
সহজ ও সুস্থ জনে এমন বিকল
অন্যে না করিতে পারে! কি ঘোর বিপত্তি?
বাসানিয়ো, প্রিয়তম, তব স্নেহ-বশে
আমি তব অর্দ্ধাঙ্গিনী—দাও মোর প্রাপ্য
তোমার দুঃখের অর্দ্ধ-ভাগ! কি বারতা
আনে পত্র দুঃসহ ভীষণ? বলো মোরে।

বাসানিয়ো। পোর্শিয়া, পোর্শিয়া, সুবদনি,—সুকঠিন
নির্ম্মম ভীষণ বার্ত্তা আনিল পত্রিকা।
এর চেয়ে অপ্রিয় অশুভ বার্ত্তা, প্রিয়ে,
কোনো লিপি বহিয়াছে কভু কি—জানি না।
সুভাষিণি, যেইক্ষণে দিয়াছি তোমায়
আমার প্রেমের পরিচয়, অকপটে
বলিয়াছি, আমার সম্পদ-ধন সব—
আছে ধমনীতে—মোর পুণ্য রক্ত-ধারা!
ভদ্রবংশ-জাত ভদ্র আমি! বলিয়াছি
সত্য কথা। তবু সে নিজের দৈন্য—
কত তুচ্ছ অপদার্থ—বলা হয় নাই!
বলেছিনু যবে, মোর নাহি আত্মজন,
বিভব-সম্পত্তি নাই—নিঃস্ব রিক্ত আমি—
তখন উচিত ছিল বলিতে তোমায়—
নীচ হতে কত নীচ, কত হেয় আমি—
সত্যে বদ্ধ রাখিয়াছি উদার বান্ধবে—
আমার স্বার্থের লাগি—বদ্ধ ক্রূর সত্যে,
শত্রু-পাশে শুধু আমার স্বার্থের লাগি!
পত্র আছে। পত্র নয়! বান্ধবের দেহ—
পত্রের প্রত্যেক ছত্র—এর প্রতি বাণী—
সে দেহের ক্রূর ক্ষত—প্রাণ-রক্ত ঝরা।
—কিন্তু এ কি সত্য কথা, বন্ধু শোলানিয়ো?
সব পণ্য পণ্ড হলো? একটিও নাই?
ত্রিপোলি, মেক্সিকো, দূরে ইংলণ্ড দ্বীপ,—
লিশ্‌বন, বার্বারি—আর সুদূর ভারত—
বণিকের সর্ব্বনাশা সাগর-গিরির
কঠিন আঘাত হতে পায়নি নিস্তার
একখানি পণ্য-তরী? মুক্তি কোনো দিকে?

শোলানিয়ো। একখানি—একখানি পায় নি নিস্তার!
তাছাড়া শুধিতে ঋণ যত অর্থ দাও—

ইহুদী একটি মুদ্রা স্পর্শ করিবে না!
দেখি নাই কোনো জীব মানুষের চর্মে—
হেন লোভী গৃধ্র সম চাহে বিড়ম্বিতে!
ডিউকের গৃহে গিয়া সকালে সন্ধ্যায়
উদ্ব্যস্ত করিছে তাঁরে—শত ত্রুটি ধরি
স্বাধীন রাজ্যের কাজে ধরে শত দোষ!
বিচার না পায় যদি রাজ্যে ক্ষুব্ধ জন—
কিসের স্বাধীন রাজ্য? কহে উচ্চ রোলে।
বিশজন সদাগর, ডিউক আপনি,
নগরের আরো বহু সম্ভ্রান্ত সজ্জন—
কত তারে বুঝায়েছে! কত অনুরোধ!
কিন্তু কেহ পারিল না—নিষ্ফল মিনতি!
ঋণের তারিখ গত—খতে সর্ত্ত লেখা—
সে সর্ত্ত-পালন চায়—ন্যায়ের বিচার!
অর্থ নয়, সুদ নয়, খেশারৎ নয়—
বুঝাতে কেহ না বাকী রাখিল তাহারে—
নিরস্ত হবার নয়—নিরস্ত হবে না।

জেশিকা। ছিনু যবে পিতৃ-গৃহে, শুনেছি পিতার
আত্মীয় তুবাল, আর টুশের সকাশে—
শপথ গ্রহণ করি বলিয়াছে ভাবা—
যে-অর্থের ঋণ আছে—তার বিশগুণ
অর্থ পেলেও তায় নাহিক বাসনা!
খ্রীষ্টান দেহের মাংস-খণ্ড—সে মাংসের
ঢের দাম মুদ্রা হতে—সেই মাংস চায়!
মুদ্রা সে অসংখ্য দাও—তাহে নাই লোভ!
পিতারে তো জানি ভালো। জানিয়ো নিশ্চিত,
আইন, এক্তিয়ার, শক্তি—অন্যথা না হবে।
আন্তনিয়োর বড় বিঘ্ন! বিপত্তি ভীষণ!

পোর্শিয়া। এ তব বন্ধুর কথা? তাঁর এ বিপত্তি?

বাসানিয়ো। মোর প্রিয়তম বন্ধু পুরুষ-উত্তম
মানব-সমাজে করুণার অবতার।
অতুল ঐশ্বর্য্যশালী—মোর সর্ব্ব-শুভ—
তার লাগি সদাই উন্মুখ! একমাত্র প্রাণী—
প্রাচীন রোমান মান-মহত্ত্বে ভূষিত।
সারা ইতালীতে নাই হেন জন আর।

পোর্শিয়া। কত ঋণ ইহুদীর পাশে?

বাসানিয়ো। তিন হাজার ডাকাট্‌।

পোর্শিয়া। এই মাত্র? এর বেশী নয়?
দাও তারে ছ' হাজার—যাক সব চুকে।
না হয় দ্বিগুণ আরো—দ্বাদশ হাজার;—
তাতে নাহি খুশী হয়, আরো তিনগুণ।
তার লাগি হেন বন্ধু উদার মহান্—
কেশাগ্র না হয় নাশ! চলো, তার আগে
মন্দিরে বিবাহে করো পত্নীত্বে বরণ—
পরে যাও ভেনিসেতে বান্ধবের পাশে।
যে-অবধি মন রবে চঞ্চল বিকল,
পোর্শিয়ার শয্যা 'পরে পাবে না আরাম!
ঋণ শুধিবারে তুমি সাথে লয়ে যাও
বিশগুণ স্বর্ণমুদ্রা—ঋণ শোধ হলে
প্রিয় সে-বান্ধবে লয়ে হেথা এসো ত্বরা।
সঙ্গিনী নেরিসা-সনে বিরহ-রজনী—
বিধবা বা কুমারীর বেশেতে যাপিব।
এসো, এসো, যাত্রা করি বিবাহ-বাসরে।
খুশী-মনে বন্ধুজনে করো আপ্যায়িত,
চিন্তায় মলিন নয়! মুখে হাসি আনো—
বহু মূল্য-দিয়ে, প্রিয়, পেয়েছি তোমারে—
আদরে-যতনে সীমা রহিবে না, জেনো।
তার আগে ভালো করে পত্র-বার্ত্তা শুনি।

বাসানিয়ো। (পত্রপাঠ) "প্রিয় বাসানিয়ো—
আমার সমস্ত জাহাজ বানচাল নিরুদ্দেশ হইয়াছে; একখানিরও সন্ধান নাই। পাওনাদারদের দল নির্মম। পুঁজি সামান্য। ইহুদীর খতের তারিখ পার হইয়াছে! খতের টাকা শোধ করিবার পর আমার পক্ষে বাঁচা আর সম্ভব হইবে না। তোমার আমার মধ্যে সমস্ত ঋণ শোধ হইল। মরিবার আগে তোমার সঙ্গে একবার যদি দেখা হইত! যাই হোক, যা ভালো বুঝিবে, করিয়ো। নূতন প্রেমের জন্য আসিতে যদি না পারো—উপায় কি! চিঠির জবাব দিবার দরকার নাই।"

পোর্শিয়া। সব কাজ ফেলে রাখো। যাত্রা করো প্রিয়,
এইক্ষণে, এই দণ্ডে।

বাসানিয়ো। বিদায় সম্ভাষ করো
প্রিয়-ভাষে সুভাষিণি,—লগ্ন বহে যায়!
এখনি চলিনু; দূরে রহি যত দিন—
মোর স্পর্শে কোনো শয্যা হবে না কলুষ,
দুজনে জানিব না কো বিরাম অন্তরে।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

ভেনিস—পথ

(শাইলক, শোলানিয়ো, আন্তনিয়ো ও কারাধ্যক্ষের প্রবেশ)

শাইলক। রক্ষী, দ্যাখো, দ্যাখো এই লোকটিরে তুমি!
দয়া, মায়া···না, না···যেন ভুলেও করো না!

জানো, ইনি···ভারী সাধু
বিনা-সুদে ধার ছান্ টাকা—যে-তা চায়।
শোনো রক্ষী, ছাখো, ছাখো, ভালো করে ছাখো—
বেশ করে মোতায়েন রাখিয়ো পাহারা!

আন্তনিয়ো। তবু শোনো কথা মোর
হে সাধু শাইলক···

শাইলক। খৎ! খৎ! আমার খতের সর্ত্ত শুধু—
ছত্রে ছত্রে মিলাইয়া লবো সেই সর্ত্ত।
সে সর্ত্তের বিপরীত কথা বলিয়ো না।
কশম খেয়েছি আমি—খতে যেই সর্ত্ত—
সে সর্ত্ত করিব রক্ষা—এক-চুল ভেদ
হবে না খতের সর্ত্তে। মনে নাই বাপু,
অকারণে মোরে তুমি বলেছ কুকুর?
কুকুর যখন, কেন দাঁত ফুটাবো না?
সে দাঁতের ধারে বিষ—রয়ো হুঁশিয়ার!
বিচার চেয়েছি ন্যায্য। পাবো সুবিচার
সুযোগ্য ডিউক-হস্তে! কিন্তু কি আশ্চর্য্য,
তুমি রক্ষী—কড়া জান্!—ইহার কথায়
একেবারে গলে' গেলে! প্রাণে মায়া জাগে!
হাজতের বন্দী এই আসামীরে লয়ে
বাহিরে চলিয়া এলে বেমালুম সাফ্!

আন্তনিয়ো। শোনো কথা—কি বলিতে চাই আমি!

শাইলক। খৎ! খৎ! খতে লেখা সর্ত্ত শুধু জানি।
সেই সর্ত্ত বুঝে লবো। শুনিব না কথা।
খৎ! খৎ! মিছা কেন বকে মরো বাপু!
সাদা চোখে বোকা-হাঁদা বনিতে নারিব।
মাথা নেড়ে, শ্বাস ফেলে, বোকা বনে' আমি
বিনয়ে কুঁকড়ি হয়ে ক্রীস্তানে মধ্যস্থ
মানিয়া চরণে তার নোয়াবো না শির।
মিছা পাছু নেছ, বাপু—মিছা মোরে ডাকো।
কোনো কথা শুনিব না। খৎ! খৎ বুঝি!
[প্রস্থান

সালারিনো। মানব-সমাজে এ যে নির্ঘৃণ্য কুকুর!
কোনো কথা শুনিবে না! জানে না টলিতে।

আন্তনিয়ো। যেতে দাও: কাজ নাই নিষ্ফল বচনে।
পিছে ওর ফিরিয়ো না। চাহে মোর প্রাণ;
জানি তার হেতু সবিশেষ। বহুবার
উহারি দেনার ভারে জর্জ্জরিত প্রাণী
কেঁদে আসিয়াছে কাছে উদ্ধার-কারণে,—
সে-ঋণ শুধিয়া দিছি মুক্তি তাহাদের।
তার লাগি ঘৃণা করে আমারে ইহুদী।

সালারিনো। আমার বিশ্বাস,—ওর এ খৎ মঞ্জুর
ডিউক না করিবেন বিচারে বসিয়া।

আন্তনিয়ো। আইন অমান্য করা—সে যে অসম্ভব
কেমনে ডিউক তার গতি রুধিবেন!
এ ভেনিসে যে-সব বিদেশী করে বাস,—
ভেনিসের বিধি হতে হইলে বঞ্চিত,
বিচারে লাগিবে দোষ। ভেনিস-সমৃদ্ধি
বাণিজ্যে করিছে ভর—সে বাণিজ্য-ভার
ভেনিসের অধিবাসী বহু জাতি বহে।
এসো তুমি। এই ক্ষতি, এতেক দুশ্চিন্তা—
আমারে করেছে শীর্ণ—দেহ রক্ত-হীন!
দেহ হতে অর্দ্ধসের মাংস দি কেমনে
রুধির-পিয়াসী মোর খাতকে—না বুঝি!
চলো রক্ষী।—দেবতারে জানাই প্রার্থনা—
বাসানিয়ো এসে যেন ছাখে নিজ-চোখে
তার ঋণ শোধ করি! কোনো ক্ষোভ নাই!

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বেলমণ্ট—পোর্শিয়ার কক্ষ

(পোর্শিয়া, নেরিসা, লরেঞ্জো, বালথাসারের প্রবেশ)

লরেঞ্জো। সাক্ষাতে পারিনে কণ্ঠ করিবারে রোধ—
এ কথা বলিব দেবি, অন্তরে তোমার
অসীম করুণা—দেখি দেবতার মত!
স্বামী কাছে নাই; দেখি, স্বামীর বিরহ—
কি অতুল ধৈর্য্যে তুমি সহ সেই ক্লেশ!
কিন্তু যদি জানিতে—সে কত-বড় মন—
কি উদার, কি মহৎ—যারে এ সম্ভ্রম
করিতেছ—যার লাগি সহায় প্রেরণ—
আর মোর বন্ধু, তব স্বামী বাসানিয়ো—
কত তারে ভালোবাসে—এই আন্তনিয়ো!
এ ব্রত-পালনে কত লভিবে গৌরব—
তুচ্ছ নয় এ করুণা—তাহাও বুঝিবে—
যে করুণা সজ্জনে এমন সহজ!

পোর্শিয়া। শুভকার্য্যে মনস্তাপ কখনো ঘটেনি—
আজো না ঘটিবে মোর। যারা বন্ধুজন,
প্রীতি-সখ্য-ডোরে বাঁধা থাকে এক সাথে—
এক ছন্দে এক কথা—একই আলাপে
যাদের সময় কাটে—অন্তরে-অন্তরে
প্রীতির উচ্ছ্বাস বহে সমানে সমান,—
আচারে-ব্যাভারে নাহি রহে তিল ভেদ!

ভাবি তাই, স্বামীর এমন অন্তরঙ্গ,
আত্মনিয়ো—কায়-মনে স্বামিতুল্য হবে।
তাই যদি হয়, তবে তাঁহার কল্যাণে
এ আমার শ্রম, মোর এই অর্থব্যয়—
দুঃসহ যাতনা হতে তাঁর মুক্তি লাগি
আপন-ছায়ারে রক্ষা করিতে এ মূল্য
কতটুকু! কতটুকু! কিন্তু কথা থাক—
এ যেন নিজের মুখে নিজ-স্তুতি-গান!
এ কথায় কাজ নাই—অন্য কথা কহ।
লরেঞ্জো, তোমার হাতে গৃহের কর্তৃত্ব
অর্পণ করিনু আমি, যে-অবধি না মোর
স্বামী হন প্রত্যাগত; আমি ছুটী চাই!
দেবতা মানত করি' লইয়াছি ব্রত—
বিদেশেতে যত কাল রহিবেন স্বামী,
নেরিসার সনে আমি একান্তে বসিয়া
গোপনে করিব জপ—ধ্যানে মগ্ন রবো।
হেথা হতে এক ক্রোশ দূরে মঠ আছে…
সেই মঠে রবো দোঁহে। এ দীন প্রার্থনা,—
আশা করি, করিবে না তাহারে নিষ্ফল।
স্নেহ-প্রীতিবশে, আর প্রয়োজনে বটে,
তোমা'পরে এই ভার করিনু অর্পণ।

লরেঞ্জো। অন্তরের নিষ্ঠা-ভরে পালিব আদেশ।
কোনো ত্রুটি হইবে না, জেনে রাখো দেবি।

পোর্শিয়া। জানে মোর পরিজন এ মোর বাসনা।
স্বামী আর মোর স্থলে, তুমি ও জেশিকা
রহিবে প্রতিভূ। সবে করিবে সম্মান,
এ গৃহের অধিকারী মানিবে দোঁহায়;
আসি তবে। দেখা হবে অচিরে আবার।

লরেঞ্জো। চিন্তা-জ্ঞান-লগ্ন হোক কল্যাণে ভূষিত!

জেশিকা। পূর্ণ হোক অন্তরের অভীষ্ট তোমার!

পোর্শিয়া। এ শুভ কামনা-তরে বহু ধন্যবাদ।
তোমা-দোঁহাকার হোক কুশল-কল্যাণ,
আসি বন্ধু। জেশিকা, বিদায় দাও বোন্!

[জেশিকা ও লরেঞ্জোর প্রস্থান

ভালো কথা, বালথাশার—
চিরদিন পালো তুমি আমার বচন,
আজো তা পালিবে, জানি। এই পত্র মোর,
যত শীঘ্র পারো লয়ে যাও পাডুয়ায়।
ভ্রাতা মোর আছে সেথা। নাম বেলারিয়ো—
এ পত্র তাঁহারে দিবে। দিবেন উত্তর;
উত্তরের সাথে তিনি দিবেন যে-বেশ—
সে-বেশ-উত্তর লয়ে অতি ত্বরা ফিরি
আসিবে নদীর ঘাটে; সাধারণ ঘাট—
যে-ঘাটে ভেনিস-পণ্য বহি খোলে তরী।
বিলম্ব করো না তিল বৃথা বাক্য-জালে!
ত্বরা যাও। বহু পূর্বে পঁহুছিব সেথা।

বালথাশার। ত্বরায় চলিনু দেবি।

[প্রস্থান

পোর্শিয়া। আয় লো নেরিসা। হাতে বহু কাজ আছে
সে কাজের কণামাত্র জানিস্ না তুই।
স্বামী সনে দোঁহাকার হইবে সাক্ষাৎ—
অচিরে বুঝিলি! আয়, আয় ত্বরা তুই।

নেরিসা। দেখিতে পাইবে তারা মোদের দুজনে?

পোর্শিয়া। দেখিবে নিশ্চয়; কিন্তু যে-বেশে দেখিবে,
স্বভাবে অভাব যেথা, সে ভাবে দেখিবে।
বাজি রাখ্…দুজনেতে সাজিব যখন
কিশোর পুরুষ বেশে, আমি সুশ্রীতর—
কি সাহসে বক্ষে মোর ধরিব কৃপাণ—
বালক-যুবায় মেশা নব কণ্ঠস্বরে
কবো কথা, চরণের গতি পুরুষালি
ছন্দেতে ধরিবে কি সে নূতন আকার…
বাক্-সার যুবা-সম মুখের কথায়
বীরত্বের আস্ফালন, শত মিথ্যা-বাণী,
কেমনে সম্ভ্রান্ত যত কিশোরীর দল
প্রণয় যাচিয়া হায়, নিরাশ-বেদনে
ব্যাধিগ্রস্ত মরে সব পটাপট্ করি!
দেখিস্, বলার ঢঙ্! কি দোষ আমার?
আহা-উহু করি দুটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি
কহিব—আমার দোষে তারা মরে নাই!
এমনি শতেক মিথ্যা কথা কয়ে যাবো
পুরুষে যেমন বলে; লইয়া শপথ
কহিব,—স্কুল ছাড়ি—হলো বারো মাস!
মনে আছে বাক্য-বীর যুবকদলের
হাজার হাজার কথা, মিথ্যা-ফন্দী-ভরা—
ভালো বুঝি' হেন কথা কহিব বিস্তর।

নেরিশা। কিন্তু অকস্মাৎ কেন পুরুষের বেশ?
ও মা! শেষে বনিব পুরুষ!

পোর্শিয়া। ছি, ছি, লাজে মরি!
এ প্রশ্ন শুধালি—যেন করিতে চলিস্
হেয় দূতীয়ালী, কোনো হীন অভিসারে!
কিন্তু আর কথা নয়—আয়, ত্বরা করি।
মনে গূঢ় অভিসন্ধি, বলিব তা সব,
গাড়ীতে উঠিয়া বসি। গাড়ী আছে হোথা
বাগানের ফটকেতে…যাত্রায় উন্মুখ।

দেরী নয়। আয় ত্বরা। জানিস কি তুই,
দিতে হবে আজ ঠিক দশ-ক্রোশ পাড়ি?

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

বেলমন্ট—পোর্শিয়ার গৃহ-সংলগ্ন উদ্যান

ল্যানসিলট ও জেশিকার প্রবেশ

ল্যানসিলট। সে কথা সত্যি, বাপের পাপের ছোঁয়াচ ছেলেমেয়েদের লাগে বৈ কি! খুব লাগে। তাই না, আমার তোমার জন্যে ভয় হয় দিদিমণি। তোমার সামনে চিরটা কাল আমি পষ্ট কথা কয়েচি, কেমন তো দিদিমণি, ভয়ঙ্কর পষ্ট কথা—কাজে কাজেই এখনো সেই পষ্ট কথাই ফের বলচি। কিন্তু ভয় নেই—সত্যি—তোমার আশা নেই, তুমি গেছ! তবে কি না, এর মধ্যে একটু আশা দেখছি এই যে—মানে, তোমার ভালো হবে—এমন আশা সত্যি নেই—তবু ঐ যে বলনু, একটুখানি আশা…

জেশিকা। সে আশা কি—বলে ফ্যাল্। শুনি।

ল্যানসিলট। মানে,—তুমি মনে মনে ভাবো, তুমি তোমার বাপের মেয়ে নও দিদিমণি—মানে, ইহুদীর মেয়ে তুমি নও। বুঝলে?

জেশিকা। তাহলেও তোর আশায় আমার কি উপকার হবে—শুনি। বাপের মেয়ে না হলেও মায়ের পেটে জন্মেছি—মায়ের মেয়ে তো আমি বটে। মায়ের পাপেও তো আমার ছোঁয়াচ লাগতে পারে!

ল্যানসিলট। তাই না কি! তাহলে তোমার আর কোনো ভরসা দেখচিনে দিদিমণি। মা-বাপ দুদিক থেকে যদি এমন পাপের ছোঁয়াচ—নাঃ, তোমার আর তাহলে রক্ষা নেই। এই দ্যাখো না, তোমার বাপ—গনগনে তপ্ত কড়া—সেটিকে যদি ছাড়লেম তো সঙ্গে সঙ্গে তার নীচে তোমার মা—বাপ্ রে, ঝনঝনে উনুনের মধ্যে ফেলে ঝাঁপ! এ যে দেখচি এগুলে নির্বংশ,—পেছুলে নির্বংশ! দুদিকে চাপ! নাঃ, তুমি গেছ, দিদিমণি—একদম্ গেছ!

জেশিকা। গেলেও আমায় উদ্ধার করবেন আমার স্বামী। তিনি খৃষ্টান। তাঁর ধর্ম্ম নিয়ে আমি খৃষ্টান হয়েছি।

ল্যানসিলট। ও! বটে! বটে! বটে! তাহলে তো মস্ত দোষ হয়েছে তোমার ঐ সোয়ামীর! আমরা অনেক খৃস্তান রয়ে গেছি—নিজেদের মধ্যে একরকম তালগোল পাকিয়ে যা হোক্ বস-বাস করছি,—আমরা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ক্রীস্তান মিলে। সে-দলে আবার একজন ক্রীস্তান গেল নম্বরে বেড়ে। এতে আর কিছু না হোক্, শূয়রের মাংসের দাম চড়ে যাবে। সকলে যদি শূয়রের মাংস খেতে লেগে যাই, তাহলে যে কয়লা কেনবার কড়িটিও ট্যাঁকে বাড়ন্ত হয়ে উঠবে!

জেশিকা। আমার স্বামীকে আমি বলচি তোর কথা। ঐ তিনি আসচেন।

লরেঞ্জোর প্রবেশ

লরেঞ্জো। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তুই যদি অষ্টপ্রহর এমন কোণে বসে ফিশির-ফিশির করে কথা কোস ল্যানসিলট, তাহলে আমার মনে ভয়ঙ্কর হিংসা হবে কিন্তু।

জেশিকা। তোমার ভয় নেই গো। আমাদের দুজনে ঝগড়া হচ্ছিল। ও আমায় বলছিল, স্বর্গের দোর না কি আমি খোলা পাবো না—ইহুদীর মেয়ে বলে। আর তুমিও ভালো খৃষ্টান নও—ধরে ধরে ইহুদীদের খৃষ্টান করে বাজারে শূয়রের মাংসর দাম চড়িয়ে দিচ্ছ!

লরেঞ্জো। তার জবাব খৃষ্টান-সঙ্ঘে আমি দেবো। কিন্তু সে মুর-মাগীর পেটে যে ছেলে জন্মেচে, তুই সে ছেলের বাপ—না, ল্যানসিলট?

ল্যানসিলট। মুর-জাতের যেমন বুদ্ধি! সে মাগীর রীত-চরিত্তির ভালো নয়, সাহেব—তার কেয়ার আমি থোড়াই করি।

লরেঞ্জো। বোকার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই। এখন তুই যা তো,—খাবার-দাবারের কতদুর কি হলো, খপর নিয়ে আয়।

ল্যানসিলট। আজ্ঞে, খাবার-দাবার সব তৈরী। সকলেরই পেট আছে—সে পেট পূরণ করতে সকলেই চায়।

লরেঞ্জো। ব্যাটা কথার জাহাজ! যা—খাবার দিতে বল্ গিয়ে।

ল্যানসিলট। খাবার তৈরী সাহেব—শুধু ঠাঁই করতে যেটুকু দেরী।

লরেঞ্জো। ঠাঁই কর্ তবে।

ল্যানসিলট। ঠাঁই তো আমি করবো না। আমার হলো দোশরা ডিউটি।

লরেঞ্জো। সেদিকে ভারী হুঁশিয়ার, দেখছি। ডিউটি-জ্ঞান বেজায়!—শোন্ তুই, তোর ডিউটি তুই করগে যা গিয়ে বাবুর্চ্চি-খানশামাদের বলে দে,—ঠাঁই করে ডিশ-পেয়ালা যেন টেবিলে সাজায়—তারপর মাংস-টাংস যা রান্না হয়েচে…

ল্যানসিলট। আজ্ঞে হ্যাঁ, সে সব তৈরী। টেবিলে এসে খেতে বসলেই হয়। আসুন, আমি তাদের বলতে চললুম।

[প্রস্থান

লরেঞ্জো। নিরেট নির্ব্বোধ!
তবু ঢের কথা জানে।
মনে বহু কথা আছে—গুছায়ে সে-সব
বলিতে জানে না শুধু—পারে না বলিতে।
এর মত বহু মূর্খ ভদ্র বেশে সাজি
সমাজে জটলা করে—বহু কথা জানে—
সে-কথার যথা-তথা-প্রয়োগে মজবুৎ!
অর্থ শুধু জানে না কো—কি কথা কখন্
কি কথার পিঠে দিলে হইবে শোভন!
কথার চটকে সবা' হাসাইয়া মারে—
অহেতুক করে গোল! কিন্তু বলি প্রিয়ে,
আছো ভালো? আনন্দে উতল তব প্রাণ?
বলো দিকি, দেখিলে তো পোর্শিয়ারে হেথা—
কেমন লাগিল তারে?

জেশিকা। বচন-অতীত।
বাসানিয়ো বন্ধু তব—শোনো যাহা বলি—
মানুষ যদ্যপি হন—উচিত তাঁহার
এ ভার্য্যার যোগ্য ভর্ত্তা হন যেন তিনি!
শৃঙ্খলিত করা চাই জীবনের গতি।
এমন বনিতা—এ যে বিধির আশীষ!
মলিন এ মর্ত্তো যেন স্বরগের সুধা!
এঁরে পেয়ে স্বর্গ-সুখ না পেলে ধরায়,
স্বর্গে তব বান্ধবের দ্বার রুদ্ধ রবে।
স্বর্গের দু'দেবতায় যদি বাজি চলে,—
ধরার রমণীকুলে শ্রেয়সী-সন্ধানে—
পোর্শিয়া হইবে শ্রেষ্ঠ। সমতুল তার—
পোর্শিয়ার রূপ—যদি তিল তার পায়,
তবু তার সম্মুখেতে দাঁড়াবে, যোগ্যতা
কোনো রমণীর কভু হবে না ধরায়।
পোর্শিয়ার তুল্য নারী মিলিবে না খুঁজি।

লরেঞ্জো। পত্নীর আদর্শ যথা জানো পোর্শিয়ারে—
স্বামিকুলে তেমনি আদর্শ জেনো প্রিয়ে,
তোমার এ লরেঞ্জোয়। তুল্য নাই তার।

জেশিকা। মোর কথা শুনিতে না চাও?

লরেঞ্জো। খুব চাই—
তার পূর্ব্বে খেতে চাই! পেটে বড় ক্ষুধা।

জেশিকা। মোর ক্ষুধা নাই? বটে! খাশা স্বামী তুমি!

লরেঞ্জো। দুজনেই খেতে যাবো। ভোজনে বসিয়া
যত কথা পারো, বলো। ভোজের সহিত
দেখো সব কথা করি হজম কেমন।

জেশিকা। শুনে খুশী! অতি-ভোজ করাবো আজিকে।
বচনে-ভোজ্যেতে পেট হবে আজ ঠাশা।

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভেনিস—বিচারালয়

(ডিউক, অমাত্যবর্গ, আন্তনিয়ো, বাসানিয়ো, গ্রাসিয়ানো, শোলানিয়ো, সালারিনো ও অন্য বহু ব্যক্তি)

ডিউক। আন্তনিয়ো কোথা?

আন্তনিয়ো। হুজুরে হাজির

ডিউক। দুঃখিত তোমার লাগি। আসিয়াছ তুমি
প্রতিবাদী-রূপে আজ দানিতে জবাব
সুকঠিন অভিযোগে! বাদী যে তোমার—
পাষাণেতে গড়া প্রাণ—মনুষ্যত্ব-হীন,
দয়া-মায়া-বিবর্জ্জিত—করুণার বিন্দু
নাহি মনে, শূন্যময় অসার অন্তর।

আন্তনিয়ো। শুনিয়াছি করুণার বশে তুমি প্রভু
করিয়াছ বহু শ্রম। তবু দুর্বিনয়
দুর্ব্বার অটল ক্রূর অভিসন্ধি-বশে
তার এই দুষ্ট হিংসা হতে মুক্তি পাবো—
হেন যুক্তি-বিধি নাহি আইনে নজীরে!
মিছা আর বাক্য-ব্যয়! সহিব সকলি—
তার হিংসা, রোষ-দ্বেষ, সর্ব্ব-কুটিলতা।
ধৈর্য্যে বাঁধিয়াছি বুক হবো না বিকল।
যত ক্রূর হোক সে-বা নির্ম্মম নিষ্ঠুর—
অবিচল সহিব হে, সর্ব্ব-বর্ব্বরতা!

ডিউক। যাও কেহ—আনো হেথা ইহুদীরে ডাকি।

সালারিনো। দ্বারে সে দাঁড়ায়ে আছে। ওই দুষ্ট আসে।

(শাইলকের প্রবেশ)

ডিউক। ঠাঁই দাও। আসুক সে সম্মুখে আমার।
শাইলক, শোনো কথা—ভাবে সর্ব্বজনে,
তোমার হিংসার রীতি নিশ্মম কঠোর
ভাণ-অভিনয় মাত্র! শেষ অঙ্কে এবে
অবসান হবে তার—সবার বিশ্বাস।
এবারে মমতা হবে—করুণায় গলি
বিচিত্র শর্ত্তের সত্তে করিব বর্জ্জন।
হতভাগ্য বণিকের অঙ্গ হতে কাটা
অর্দ্ধ সের মাংস তার—প্রাপ্য যা তোমার—
সে প্রাপ্যই ছাড়িবে না; প্রাপ্য অর্থ হতে
অর্দ্ধ-অংশ করিবে মার্জ্জনা—কারণ,
মানুষ তুমি। মানুষের মন চিরদিন
মমতা-করুণা-স্নেহে হয় বিগলিত।
বণিকের সব গেছে—সেই ক্ষতি বুঝি
করুণা দেখাবে তারে। সবে ধন্য কবে।
তরী ডুবে যে অনিষ্ট হলো বণিকের—
বেচারার প্রাণ তায় জীর্ণ ভগ্ন আজি।
সে ক্ষতি-স্মরণে মূর, তুর্কি ও তাতার—
সভ্যতা-শিক্ষার যারা ধারে না কো ধার—
তাদেরো পরাণ গলে, অশ্রু ঝরে চোখে।
সব কথা প্রকাশিয়া বলিনু তোমারে—
হে ভদ্র ইহুদী, চাহি উত্তর তোমার।

শাইলক। বলিয়াছি—জানো প্রভু, বাসনা আমার?
পর্ব্বের পবিত্র দিনে লয়েছি শপথ,—
খৎ-সর্ত্ত শিরোধার্য্য—টলিবে না মন।
বিচার প্রার্থনা করি বিচার-সভায়।
বিচার না করো যদি, সর্ব্ব বিধি তব
রসাতলে যাক্—যাক্ আইনের মান…
ভেনিসের স্বাধীনতা-গর্ব্ব লোপ হোক!
প্রশ্ন তব—হেন সর্ত্ত কেন করিলাম?
গাঁটের হাজার তিন সোনার ড্যকাট—
তার বিনিময়ে কেন কদর্য্য মলিন
অঙ্গ হতে অর্দ্ধসের মাংস কাটি লবো—
মুদ্রা-পরিবর্ত্তে? আমি দিব না উত্তর।
এ আমার অভিরুচি! ইচ্ছা! এ খেয়াল!
উত্তর পাইলে তোমরা ধরো, গৃহে মোর
একটা মুষিক করে মহা-উপদ্রব,
বিষে তারে মারিবার লাগি, খুশী-মনে
যদি আমি দিই দশ হাজার মোহর—
কাহার কি এসে যায়? পেয়েছ উত্তর?
পৃথিবীতে এমন তো বহু লোক আছে—
শূকর কাটিতে দেখি আতঙ্কে আতুর—
প্রমত্ত বিড়ালে দেখে কৌতুকের ভরে।
বাঁশী শুনে কেহ নারে মূত্রে রোধ করে!
মানুষের মন—তার বিচিত্র খেয়াল…
কারে সে বা স্নেহ করে, কারে করে দ্বেষ!
এ-সবের প্রত্যুত্তর দিব তা সবায়—
কেন কেহ সহে না কো খণ্ডিত বরাহে,
অথচ কৌতুকে দেখে রঙ্গ বিড়ালের!
কেন বাঁশী শুনে কেহ আকুল অধীর!
ঘৃণা লাগে, তাই মোর ঘৃণা সেই-মত।
আঘাত পেয়েছি, চাই দিতে প্রত্যাঘাত।
এর বেশী হেতু-যুক্তি দিতে নাহি পারি।
আন্তনির'পরে মোর আছে অতি-ঘৃণা
সুদীর্ঘ-সঞ্চিত—তাই এত ক্ষতি মানি
কাছারিতে পেশ করি আমার নালিশ।
শুনিলে তো—কেন? কেন? আমার উত্তর?

বাসানিয়ো। দয়া-মায়াহীন ওরে দুরন্ত দুর্জ্জন,
এ বর্ব্বর নিষ্ঠুরতা! এ নহে উত্তর।
ক্রূরতার তুচ্ছ ছল খুঁজে বার করা!

শাইলক। উত্তরে তুষিব তোমা—এমন বাধ্যতা
আমার তো নাই বাপু!

বাসানিয়ো। যারে দ্বেষ আছে—
তারেই মানুষ মারে—বলিতে কি চাও?

শাইলক। যারে মারে নাকো, তারে ঘৃণা করে কেহ?

বাসানিয়ো। অপরাধ,—পূর্ব্বাবধি হেয় নাহি হয়।

শাইলক। চাহো তুমি দুইবার দংশিবে ভুজঙ্গ?

আন্তনিয়ো। ক্ষমা করো।
ইহুদীরে যুক্তিতে বুঝাবে?
তার চেয়ে যাও তুমি সাগরের কূলে
উত্তাল তরঙ্গ-দলে কহো,—বেগ তার
তীব্র ও উচ্ছ্বাস সিন্ধু করো তুমি রোধ!
ব্যাঘ্রে গিয়া প্রশ্ন করো, কাঁদে মেষ-মাতা
কেন অবিরাম ধারে শাবকের লাগি?
গিরি-বক্ষে উচ্চ তরু পবন-দোলায়
ঘন-ঘন তোলে শির—পারো কি কথায়
সশব্দ সে আন্দোলন রোধ করিবারে?
পৃথিবীতে সুকঠিন যত কাজ আছে—
যদি বা সাধিতে পারো—পারিবে না কভু
ইহুদীর সুকঠিন ও-মন গলাতে।
দোহাই, মিনতি করি—করো না প্রার্থনা,
সানুনয় অনুরোধ এ দুষ্ট দুর্জ্জনে।
হে সুমতি বিচারক, বিচারে যা বোঝো,
যোগ্য ভাবো যে আদেশ—ত্বরায় প্রদানি
করো মোরে ধন্য—পূর্ণ ইহুদীর আশা।

বাসানিয়ো। তিন হাজার ঋণ। তার পরিশোধ-হেতু
লহ এই ছ'হাজার—রেখেছি মজুৎ।
শাইলক। ছ'হাজার ও-ড্যাক্যট—প্রতিটির যদি
ছয় গুণ বেশী আনো,—সেই ছয়গুণে
আরো দাও ছয়গুণ—একুনে ছত্রিশ—
তথাপি না লবো তার এক কপর্দ্দক!
খৎ—খৎ—খতে লেখা সর্ত্তে মোর দাবী।
ডিউক। মার্জ্জনা না করো যদি—নিজ-প্রয়োজনে
মার্জ্জনার আশা তবে রাখিবে কেমনে?
শাইলক। মার্জ্জনা চাহিব কেন? করি নাই কভু
কোনো অপরাধ আমি সজ্ঞানে জীবনে।
তোমরা যে বহু জন গৃহে পুষিতেছ
কত নর-নারী—দাস্যে করি তায় ক্রয়—
তাদেরে যে পশুসম—গর্দ্দভ-কুক্কুর,
খচ্চরের সম ত্যাখো—কত হেয় ঘৃণ্য
নীচ দাস্যে নিয়োজিত রেখেছো তাদেরে—
আমি যদি বলি বাপু, মুক্ত করে দাও—
নিজ পুত্র-কন্যাসহ দাও তো বিবাহ—
কেন তারা মরে খেটে? শয্যা তাহাদেরে—
তোমাদেরি মত দাও শুভ্র সুকোমল—
খেতে দাও চর্ব্ব-চোষ্য পেয়-ভোজ্য যত—
সে কথায়—কহ, কিবা দিবে হে উত্তর?'
বলিবে না—দাস ওরা? হীন দাস-জন?
তেমনি উত্তর মোর—বুঝিলে হে সাধু,
সজ্জন সুভদ্র সবে—অর্দ্ধ সের মাংস—
এঁর এই অঙ্গ হতে চাই, আমি চাই।
বহু মূল্যে ওই মাংস ক্রয় করিয়াছি।
ওই মাংস আমি চাই; আর কিছু নয়।
নাহি দিলে—ধিক্ থাক্ তোমার আইনে!
ভেনিস-আইন—তুচ্ছ মানিব তাহারে!
বিচার! বিচার চাই! কহো—তা কি পাবো?
ডিউক। বিচার-সভায় আমি ভঙ্গ দিতে পারি।
আছে মোর অধিকার! আরেকটু দেখি—
আইনেতে দিব্যজ্ঞান বহু বিচক্ষণ
বেলারিয়ো—তার পাশে দূর পাদুয়ায়
দূত পাঠায়েছি—দেখি, আসে সে কখন্।
সে আসি এ অভিযোগে করিবে বিচার।
সালারিনো। বাহিরেতে আছে প্রভু, শুনি, বার্ত্তাবহ—
বেলারিয়ো-পার্শ্ব হতে পত্র আনিয়াছে।
এখনি আসিল দূত।
ডিউক। আনো, পত্র আনো—
ডাকো সেই বার্ত্তাবহে।
বাসানিয়ো। ভয় নাই, বন্ধু।
মনেতে সাহস আনো। দুষ্ট এ ইহুদী—
তাহারে করিব তৃপ্ত, দিব মাংস মোর।
মাংস শুধু? অস্থি, মেদ, রুধির—সকলি—
তব দেহে রক্তবিন্দু ক্ষরিবার আগে।
আন্তনিয়ো। সমাজের জীর্ণ জীব—জরাগ্রস্ত আমি
শিয়রে মরণ মোর! গাছের যে-ফল
পঙ্গু ক্ষীণ—গাছ হতে সেই ঝরে পড়ে।
আমারে মরিতে দাও—দাও মরিবারে।
মরণ সাজে না তোমা, মিত্র বাসানিয়ো—
তুমি বেঁচে থাকো। মোর সমাধি-ফলকে
লিখো মোর পরিচয়। হও দীর্ঘজীবী।

(কৌশুলীর অনুচরের বেশে নেরিসার প্রবেশ)

ডিউক। আসিছ পাদুয়া হতে? কহ—বেলারিয়ো,
তার কাছ হতে আসো?
নেরিসা। আসিয়াছি প্রভু,
পাদুয়া হইতে আমি,—প্রভু বেলারিয়ো—
তাঁর কাছ হতে আসি। এ পত্রে সম্ভাষ
বহু-মানে প্রভুরে করেন নিবেদন। (পত্র দিল)
বাসানিয়ো। এত জোরে ছুরিকায় শাণ দাও কেন?
শাইলক। হাল-ভাঙ্গা দেনদারের ঋণ শোধ হবে।
গ্রাসিয়ানো। জুতার তলায় এ তো শাণ দেওয়া নয়—
শাণ দেয় অন্তরের কঠিন পাষাণে।
কিন্তু ওই ছুরি কেন? হেন ধারু নাই—
ধার যার বেশী তোর ওই হিংসা হতে?
জল্লাদের খড়্গেতেও হেন ধার নাই!
কোনো মিনতিতে তব গলিবে না মন?
শাইলক। যত বিদ্যা ভরে দাও সেই মিনতিতে—
গলিব না—টলিব না এক চুল—জেনো।
গ্রাসিয়ানো। নিপাত—নিপাত যা বিষাক্ত কুক্কুর!
বিচার-আইন সব যাক্ জাহান্নমে!
তোরে দেখে আজ মোর টলিল বিশ্বাস।
জ্ঞানবৃদ্ধ পিথাগোরাস ঠিক বলে গেছে—
বহু মানুষের ধড়ে পশু বাস করে।
তোর ওই দেহে বসে নেকড়িয়া বাঘ!
মানুষের মাংস খেয়ে পড়েছিল কাটা
মন তার সেই ক্ষণে মাতৃ-গর্ভে তোর—
নরকের সম গর্ভে—পশিয়া তখন
তোর দেহে ভর করি রচিল আশ্রয়!
নহে তোর সাধ-বাঞ্ছা, তোর আশা-ভাষা
রুধির-পিয়াসা হেন হিংস্র কেন হবে?
মানুষের দেহে হেন মূষিক-হিংসার
বাস কভু দেখি নাই—এ যে সর্ব্বভুক!

শাইলক। খতের এ লেখা যদি টলাতে না পারো,
বৃথা এত কথা কয়ে মুখ ব্যথা করা।
বুদ্ধি-বৃত্তি করো তুমি মার্জ্জিত—নহিলে
বিপত্তি ঘটিবে। আমি চাহি সুবিচার।
ডিউক। বেলারিয়ো পত্র এক লিখে পাঠায়েছে
তরুণ আইন-জীবী বিচার-সভায়।
কোথা তিনি?
নেরিসা। বাহিরে। চাহেন অনুমতি—
বিচার-সভায় প্রবেশের অধিকার।
ডিউক। সানন্দে দিলাম অধিকার। যাও, যাও,
তিন-চারিজন অমাত্য-প্রধান যাও—
সাদর-সম্মানে আনো বিচার-সভায়।
ততক্ষণ শুনি পত্রে কি লিখিয়াছেন!
সভা-লেখক। (পত্র-পাঠ) "হুজুরের অনুগ্রহ-পত্র পাইলাম। আমার শরীর অসুস্থ। যে সময় আপনার দূত পত্র-সহ আসিল, সে সময়ে রোমের একজন তরুণ আইনজীবী আমার গৃহে অতিথি ছিলেন। তাঁর নাম বালথাশার। ইহুদী ও আন্তনিয়োর এই মকর্দ্দমার সকল বিবরণ তাঁহার কাছে আমি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছি। এ সম্বন্ধে আমার যুক্তি এবং মতও তাঁহাকে খুলিয়া বলিয়াছি। তার উপর তাঁর নিজের জ্ঞান বেশ গভীর বলিয়া আমি জানি:—জ্ঞান ও যুক্তির সমন্বয়ে আমার প্রতিনিধি-স্বরূপ তিনি আপনার প্রীতি সম্পাদনে সমর্থ হইবেন—সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তাঁর বয়স তরুণ—সেজন্য কোনো অসুবিধা ঘটিবে না। অল্প বয়সে প্রবীণের মত এমন গভীর জ্ঞান ও বুদ্ধি আমি পূর্ব্বে কখনো দেখি নাই। আপনার কাছে তাঁহাকে পাঠাইলাম। তাঁর কাজে আপনি তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধির ও কুশলতার প্রচুর পরিচয় পাইবেন।"
ডিউক। শুনিলে সকলে পত্রে লেখা আছে কিবা।
বিচক্ষণ বেলারিয়ো। এই যে তরুণ
আইনজ্ঞ মতিমান বিচার-সভায়।

(কৌশুলীর পরিচ্ছদে ভূষিত পোর্শিয়ার প্রবেশ)

হাতে দাও হাত। আসিছ নিশ্চয় তুমি
বিজ্ঞ বেলারিয়ো-পার্শ্ব হতে।
পোর্শিয়া। সত্য কথা।
তাঁর কাছ হতে আমি আসিতেছি হেথা।
ডিউক। সু-স্বাগত! লহ তব আসন দক্ষিণে।
বিচার-সভায় যেই সুজটিল কূট
বিধি-গ্রন্থি ঘটিয়াছে—সর্ব্ব-বিবরণ
শুনেছ কি অভিযোগ—বিচার-অধীন?
পোর্শিয়া। সব কথা শুনিয়াছি—সব বিবরণ।
কেবা সে বণিক? কোথা ইহুদী সে-জন?
ডিউক। আন্তনিয়ো, বৃদ্ধ শাইলক—এসো দোঁহে
দাঁড়াও সম্মুখে।
পোর্শিয়া। নাম তব শাইলক?
শাইলক। শাইলক—নাম মোর।
পোর্শিয়া। অদ্ভুত নালিশ।
অথচ এ ভেনিসের বিধি যাহা দেখি—
বিচার চাহিলে তার অন্যথা যে হবে,
তাহারো উপায় নাই!
(আন্তনিয়োর প্রতি)
তুমি আন্তনিয়ো
স্বীকার ইহার হাতে? বিপদ দারুণ!
আন্তনিয়ো। ইহুদী বলিছে বটে!
পোর্শিয়া। খৎ-সর্ত্ত সত্য?
এ সর্ত্ত স্বীকার করো?
আন্তনিয়ো। করি তা স্বীকার।
পোর্শিয়া। কৃপাবশে ইহুদী না করিবে মার্জ্জনা?
শাইলক। কৃপা! কৃপা কেন?
কৃপার হেতু কি, শুনি?
পোর্শিয়া। কৃপা ও করুণা—দুটা কথা আছে শুনি।
বচনে করুণা কভু জাগানো না যায়!
আকাশ হইতে যথা বৃষ্টি-ধারা ঝরে,
করুণা তেমনি ঝরে মানবের মনে!
করুণায় দুই পক্ষে সমান কল্যাণ;
যে জন করুণা পায়, কল্যাণ তাহার;
করুণা যে করে দান—তাহারো কল্যাণ।
শ্রেয় হতে শ্রেয়—এর গৌরব মহান্!
রাজার মস্তকে শোভে যে রাজ-মুকুট
সেই মুকুটের চেয়ে করুণা-ভূষায়
রাজার সে শোভা হয় অনেক অধিক।
রাজদন্ডে রাজদণ্ড—মর্ত্ত্য-ধরণীতে
বিক্রমের কথা করে গরবে প্রচার—
কিন্তু এ করুণা যদি রাজ-চিত্তে রাজে,
ধরণীর রাজা হয় স্বর্গের দেবতা।
বিচার-আসনে রাজা বিচারে বসিয়া
করুণায় আর্দ্র মনে করিলে বিচার
রাজার বিচার হয় বিধির বিচার।
তাই বলি হে ইহুদী, চাহিছ বিচার,
এ কথা ভাবিয়া ছাখো, কঠিন বিচার

করুণা-বিহীন যদি হইত জগতে
কেহ হেথা পাইত না বাঞ্ছিত সম্পদ!
করুণা প্রার্থনা মোরা নিত্য করিতেছি,
নিজেরা করুণা চাহি, তাই শিখিয়াছি
করুণা করিতে পরে! যে-কথা বলিনু,
বিচার-বাসনা তব লঘু করিবারে;
নহিলে বিচার যদি চাহো নিষ্করুণ—
ভেনিসের বিধি জেনো, চলিবে বিচার
আইনের চক্র ধরি; দুর্ভাগা বণিকে
শাস্তি দিবে সর্ত্ত-মত—অন্যথা না হবে।

শাইলক। যে কর্ম্ম করেছি আমি, তার সর্ব্ব ফল
আমার মাথায় থাক্। বিচার—সে চাই,
খতে লেখা সর্ত্ত—সেই সর্ত্ত রক্ষা হোক!

পোর্শিয়া। ঋণ-মুদ্রা দিতে পারিবে না?

বাসানিয়ো। আছে মুদ্রা।
বিচার-সভায় মুদ্রা করিতেছি পেশ।
প্রস্তুত দ্বিগুণ মুদ্রা দিতে। আরো চায়—
তাও দিব। মুদ্রা দিব আরো দশ গুণ—
নিজের এ মাথা, হাত—প্রাণ রাখি বাঁধা—
তাতে এ ইহুদী যদি সম্মত না হয়—
হিংস্রকের কাল-হিংসা সে-ই বড় হবে?
তাই যদি—এত দ্বেষ, ক্রূর হিংসা যদি—
আমার মিনতি—বিধি রুদ্ধ করো তুমি
একবার শক্তি-বলে—পদ-অধিকারে;
ন্যায়ের সত্যের মান রাখিতে বারেক
ছোট ত্রুটি করো যদি—পাপ নাহি হবে।
দুরন্তের হিংস্র আশা দাও ব্যর্থ করি'।

পোর্শিয়া। অসম্ভব বিধি-ভঙ্গ, অমান্য আইনে।
ভেনিসে এমন শক্তি—কাহারো সে নাই,
চির-প্রচলিত বিধি রোধ করে হেন।
বিধি-ভঙ্গে, তখনি সে রচিবে নজীর—
সেই নজীরের বলে, বহু দোষ-ত্রুটি
আইনে মঞ্জুর হয়ে বাড়াবে জঞ্জাল—
অনর্থ ঘটিবে বহু। তাহা হইবে না।

শাইলক। দানিয়েল! দানিয়েল বসেছে বিচারে!
হা, হা, এ যে দানিয়েল! বিজ্ঞ বিচারক!
বয়সে বালক—কিসে জানাই সম্মান!

পোর্শিয়া। দেখি খৎ—
কিবা সর্ত্ত খতে লেখা আছে।

শাইলক। এই যে, এই যে খৎ, মান্য বিচারক!

পোর্শিয়া। তিন গুণ মুদ্রা কিন্তু দিতেছে শাইলক

শাইলক। কশম! কশম খাই দেবতার নামে—
সে কশম ভঙ্গ করি যাবো কি নরকে!
পাপে মগ্ন হবো? না, না, পেলে এ-ভেনিস,
আমারে কশম ভেঙ্গে পাপ করিব না।

পোর্শিয়া। শোধের তারিখ গত! খতে সর্ত্ত আছে—
আইনে ইহুদী করে সেই সর্ত্ত দাবী—
বণিকের বক্ষ-পার্শ্ব হতে কেটে লবে
অর্দ্ধ সের মাংসখণ্ড! কিন্তু দয়া করো,
করুণা—করুণা, বৃদ্ধ— তিনগুণ মুদ্রা
লয়ে খুশী হও। আমি ছিঁড়ে ফেলি খৎ।

শাইলক। ছিঁড়ো—আগে সর্ত্ত-মত ঋণ হোক শোধ!
বচনে বুদ্ধিতে পটু, বিচার-নিপুণ—
আইনে এমন জ্ঞান—যুক্তি-ব্যাখ্যা শুনি
বুঝি যে কুশলী তুমি! আমি বলি, শোনো—
আইনের স্তম্ভ তুমি বিরাট, অটল—
আইনের মতে তুমি বিচার করিয়া
রায় দাও বিধি-মতে। পণ করিয়াছি,
কঠিন শপথ—কারো রসনায় নাই
হেন সাধ্য পণ হতে আমারে টলাবে!
খৎ আছে, সেই খতে আমার নির্ভর।

আন্তনিয়ো। বিচারক-পদে মোর একান্ত মিনতি,
বিচারে হউক দণ্ড—বিহিত আদেশ।

পোর্শিয়া। আদেশ পড়িয়া আছে। বেশ, তাই হোক!
বক্ষ তব মুক্ত করো ছুরিকার লাগি।

শাইলক। মান্য—মান্য—বহু-মান্য বিচারক! জয়!
খাশা-বুদ্ধি! চমৎকার—যদিও বালক!

পোর্শিয়া। কঠিন আইন। সেই আইনের বলে
খতের এ সর্ত্ত-মত দুর্লঙ্ঘ্য আদেশ,
বক্ষ-পার্শ্ব হতে লবে মাংস অর্দ্ধ সের।

শাইলক। সত্য কথা। ন্যায্য কথা! ন্যায়ের বিচার!
দেখিতে বালক—বয়স সত্যই কি বেশী?

পোর্শিয়া। অতএব, বক্ষ-বাস মুক্ত করো তব।

শাইলক। হৃদযন্ত্র—তার পার্শ্ব হতে মাংস চাই।
খতে তাই লেখা আছে। নয় বিচারক?
ঠিক হৃদয়ের পাশে—এই ছাখো লেখা।

পোর্শিয়া। তাই বটে! নিক্তি আছে মাংস
মাপিবার?

শাইলক। এই যে প্রস্তুত।

পোর্শিয়া। অর্থ ব্যয় করে এক বৈদ্য আনো ডাকি—
একজন! নহে এই ক্ষত-রক্তস্রাবে
বেচারার প্রাণ যাবে। বোঝো শাইলক!

শাইলক। সে সর্ত্ত কি লেখা আছে আমার
এ খতে?

পোর্শিয়া। নাই লেখা থাক্। তাতে কিবা এসে যায়!
কৃপা! এ করুণা—এটা দেখাইবে ভালো।

শাইলক। না-না, কৃপা,—বৈদ্য—এ তো খতে
লেখা নাই।
পোর্শিয়া। হে বণিক, শেষ কথা আছে বলিবার?
আন্তনিয়ো। দুটি ছোট কথা শুধু! আমি তো
প্রস্তুত।
সত্য কহি, চিত্তে মোর নাহি ভয়-দ্বিধা।
বাসানিয়ো, হাতে দাও হাত—বিদায়!
তোমা লাগি মোর মৃত্যু, ভেবে যেন তুমি
ক্ষোভ করিয়ো না বন্ধু। প্রসন্ন অদৃষ্ট।
বাম নহে সনাতন বিধি-বশে মোরে।
সে বিধি এমন—হতভাগ্য কোনো ধনী
অর্থনাশ হেতু হলে বিপন্ন দরিদ্র,
কোটর-প্রবিষ্ট-নেত্র, কুঞ্চিত ললাট—
হৃত-সর্ব্বমানগর্ব্ব রহে সে পড়িয়া;
প্রাণে নাহি মারে ভাগ্য, বাঁচাইয়া রাখে।
ভাগ্য বাম নয় মোরে, তাই দেখি আজ
দীর্ঘ এ দারিদ্র্য-দুঃখ করালো না ভোগ—
মানে মানে মুক্তি দিল সেই গ্লানি হতে।
মাননীয়া পত্নী তব—কহিয়ো তাঁহারে
আমার বিদায়-বাণী—বিদায়ের কথা।
বলো, ভালোবাসিতাম কতখানি তোমা,
এ বিদায়-কথা যবে বলিবে তাঁহারে।
সেই সঙ্গে আরেকটি কথা তাঁরে বলো,
তোমার বান্ধব এক ছিল প্রীতিময়।
হারালে একটি বন্ধু—দুঃখ করিয়ো না,
তব ঋণ শুধিল সে! দুঃখ করিয়ো না।
এ ইহুদী-বেশী মাংস কাটিল আমার;
আমার সর্ব্বস্ব দিয়া—শুধি তব ঋণ।
বাসানিয়ো। আন্তনিয়ো—আছে পত্নী—প্রাণ হতে
প্রিয়—
কিন্তু মোর এই প্রাণ, প্রাণের প্রেয়সী—
সমগ্র নিখিল-বিশ্ব—না হয় তুলনা
তোমার প্রাণের সাথে! মোর প্রাণ, প্রিয়া—
তোমারে পাইতে ফিরে—সে-সব এখনি
হাসি-মুখে দিতে পারি বিসর্জ্জন, জেনো।
সব বলি দিতে পারি দুরন্ত নির্ম্মম
ইহুদীর কৃপা-মূল্যে, সত্য কহি সখা।
পোর্শিয়া। পত্নী তব হেথা বসি এ কথা
শুনিলে
খুশী হয়ে কহিতেন তব সাধু-বাদ।
গ্রাসিয়ানো। মোর এক পত্নী আছে। তারে
আমি খুব
ভালোবাসি প্রাণাধিক—সে কথা বলি না।
মনে হয়, মোর পত্নী আজ যদি মরে
স্বর্গে যায়—গিয়া সেথা হেন শক্তি পায়,
যে-শক্তির বশে এই প্রেত-ইহুদীর
মনটা টলাতে পারে!
নেরিসা। খুব বেঁচে গেলে
সে নাই হেথায়—তাই হেন কথা বলি!
তোমার ইচ্ছার এই পরিচয়টুকু
পেতো যদি—গৃহ হতো অশান্তি-আবাস।
শাইলক। এমনি ক্রীশ্চান স্বামী বটে! মেয়ে আছে
বারাবাস বংশের কেহ স্বামী হতো যদি
ক্রীশ্চান না স্বামী হয়ে—ঢের ভালো ছিল।
কিন্তু বৃথা যাপি কাল! আমার মিনতি,—
বিচার-কাজের এবে হোক্ সমাপন।
পোর্শিয়া। বণিকের দেহ হতে অর্দ্ধ সের মাংস—
তোমারি সে। আদালত দিতেছে তোমারে;
আইনও তা দিবে, জেনো। নাহিক অন্যথা।
শাইলক। বিচার! বিচার বটে—নিক্তির ওজনে!
পোর্শিয়া। এ মাংস কাটিতে তুমি পারো বক্ষ হতে।
ভেনিস-আইন করে সে দাবী মঞ্জুর।
শাইলক। মহা-মহা-পণ্ডিত হে ভীষণ বিদ্বান্
হাকিম! হাকিম বটে—হাতে ন্যায়-তৌল!
এসো তবে—হাকিমের হুকুম তো পাকা!
পোর্শিয়া। ক্ষান্ত হও ক্ষণ-কাল। কিছু কথা আছে।
মাংস তো কাটিবে, সত্ত খতে লেখা আছে।
রক্ত-বিন্দু পড়িবে—তা খতে লেখা নাই।
লেখা আছে, অর্দ্ধ সের বক্ষ-মাংস শুধু!
মিলায়ে খতের সর্ত্তে লহ মাংস তব
অর্দ্ধ-সের পরিমাণ! কিন্তু সাবধান,
এ মাংস কাটিতে যদি বিন্দু রক্ত পড়ে
ক্রীশ্চানের অঙ্গ হতে, জেনো তার ফলে
বিভব-সম্পত্তি-ধন যা আছে তোমার—
ভেনিসের রাজকোষে বাজেয়াপ্ত হবে।
গ্রাসিয়ানো। ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক! দ্যাখ্ রে ইহুদী,
কত জ্ঞান, কত বুদ্ধি!
শাইলক। এই কি আইন?
পোর্শিয়া। স্বচক্ষে পড়িয়া দ্যাখো আইনের লেখা।
নিষ্ঠা-ভরে চাহো তুমি শুধুই বিচার—
সে বিচার পাবে তুমি—চূড়ান্ত-রকম।
গ্রাসিয়ানো। বিচক্ষণ বিজ্ঞ জ্ঞানী পটু বিচারক!
দ্যাখ্ রে ইহুদী, দ্যাখ্ জ্ঞানের বহর!
শাইলক। পুরানো প্রস্তাব তবে করিনু গ্রহণ।
তিনগুণ টাকা পেলে ঋণ হবে শোধ—
এ-ক্রীশ্চানে দিব মুক্তি।

বাসানিয়ো। এই লহ মুদ্রা।
পোর্শিয়া। চুপ!
ইহুদী বিচার চায়; বিচার সে পাবে।
ত্বরা নয়! ধীরে! শোনো, বিচার! বিচার!
আর কোনো-কিছুতেই নাহি তব দাবী।
খৎ-সর্ত্ত-মতে পাবে মাংস আধ সের।
গ্রাসিয়ানো। ইহুদী, ইহুদী, ওরে বোঝ্ ভালো করে—
ন্যায়ের জাগ্রত মূর্ত্তি সুধী বিচারক!
পোর্শিয়া। প্রস্তুত—প্রস্তুত হও মাংস নিতে কাটি—
রক্ত-পাত করিবে না; কিম্বা কাটিবে না
কম-বেশী—অর্দ্ধ সের কাটা চাই ঠিক।
অর্দ্ধ সের হতে যদি বেশী মাংস কাটো—
অতি-তুচ্ছ এক রতি যদি হেলে তোল—
রতির বিংশতিতম মাত্রা বেশী হয়—
এক চুল ওজনেতে যদি বেশী হয়—
তোমার সম্পত্তি হবে রাজকোষ-জাত!
প্রাণ দিতে হবে, জেনো।
গ্রাসিয়ানো। দানিয়েল! দানিয়েল মূর্ত্তিমান, দেখি!
রে বিধর্ম্মী, ধন্যবাদ—দেছিস শিখায়ে
খুব ভালো কথা! দানিয়েল! দানিয়েল!
শাইলক। যে অর্থ দিয়াছি, বেশ, দাও। যাই চলে।
বাসানিয়ো। সে অর্থ মজুত—লও। এখনি দিতেছি।
পোর্শিয়া। বিচার-সভায় স্পষ্ট কহেছ তখন।
অর্থ নয়—বিচার যে চাহ সর্ত্ত মত।
গ্রাসিয়ানো। দানিয়েল—মূর্ত্তিমান দানিয়েল যেন!
রে ইহুদী, ধন্যবাদ—শিখালি এ কথা!
শাইলক। যে অর্থ দিয়াছি ঋণ—তাও কি পাবো না?
পোর্শিয়া। খৎ-সর্ত্ত বিনা আর কিছু নাহি পাবে।
সে সর্ত্ত-পালনে সর্ব্ব দায়িত্ব তোমার।
শাইলক। বেশ! তবে, যাক্ সব দানবের পেটে!
আমি হেথা এক পল রহিব না আর।
পোর্শিয়া। থামো, থামো—বিচারের কিছু
বাকী আছে।
আইনের পাকে বদ্ধ—কোথায় যাইবে?
জানো ভেনিসের বিধি? বিধর্ম্মী যে-কেহ
মিথ্যা অভিযোগ যদি করে দরবারে
খৃষ্টধর্ম্মী নাগরিক জনের বিরুদ্ধে—
প্রাণ নিতে চায় যদি অভিযোগ-ফলে
প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষেতে; সেই অভিযোগ
মিথ্যা প্রমাণিত হলে—জানো দণ্ড কি-বা?
ভূমি, ধন—যাহা কিছু রহিবে তাহার—
অর্দ্ধ তার বাজেয়াপ্ত হবে রাজকোষে,—
বাকী অর্দ্ধ পাবে সেই—মিথ্যা অভিযোগে
কলঙ্কে লাঞ্ছিত যারে মারিবারে চায়।
এমন যে অপরাধী—তাহারে মার্জ্জনা
করিবার অধিকার ডিউকের শুধু;
আর কারো শক্তি নাই করিতে মার্জ্জনা।
আজিকে বিচার-সভা করিল বিচার—
অপ্রত্যক্ষভাবে তুমি আন্তনিয়ো প্রাণ
লইতে আনিয়াছিলে মিথ্যা-অভিযোগ!
প্রতিপক্ষ প্রাণ নিতে এ তব প্রয়াস—
শাস্তি তার প্রাণ-দণ্ড—ভূমি-ধন-নাশ।
বাঁচিবারে চাহো যদি—নতজানু হয়ে
ডিউকের পায়ে করো মার্জ্জনা প্রার্থনা।
গ্রাসিয়ানো। প্রার্থনা জানাও, যেন নিজ হস্তে তব
ফাঁশি-রজ্জু-গলে টানি পারো হে মরিতে।
তবে মহাবিঘ্ন দেখি—ভূমি-ধন সব
রাজকোষে বাজেয়াপ্ত! হেন কড়ি নাই,
কিনিবে গলার দড়ি!—ভাবনার কথা!
ভাবনা কি? ফাঁশি-কাঠে হবে নাকো ব্যয়—
রাজার খরচে দড়ি মিলে যাবে ঠিক।
ডিউক। তোমাতে আমাতে ছাখো মনের প্রভেদ!
প্রাণ তুমি ভিক্ষা চাহিবার আগে আমি
মার্জ্জনা করিনু—প্রাণদণ্ড হইবে না।
ভূমি-ধন যাহা তব,—অর্দ্ধেক তাহার
সদাগর-আন্তনিয়ো পাবে খেশারৎ;
বাজেয়াপ্ত বাকী-অর্দ্ধ—প্রার্থনায় তব
অর্থদণ্ডরূপে হবে রাজকোষে জমা।
পোর্শিয়া। সেই অর্দ্ধ বাজেয়াপ্ত—তাহা অর্থদণ্ড;
আন্তনিয়ো-অর্দ্ধে নয় জরিমানা, জেনো।
শাইলক। ওরে বাবা! তাই না কি!
নাও নাও, তবে
আমার এ প্রাণখানা—চাহি নেকো মাপ!
ঘর নেবে, বাড়ী নেবে, জমি-জোৎ সব—
যা আছে যেখানে—মানে,
যাহা কিছু আছে—
কড়ি-কাঠ বরগাটা! প্রাণ রেখে লাভ?
প্রাণ যেথা রক্ষা পাবে—যেই অর্থে পাবে—
সে সব কাড়িলে যদি—প্রাণ রাখো কেন?
পোর্শিয়া। করুণার কতটুকু, তুমি আন্তনিয়ো,
পারো করিবারে দান এই ইহুদীরে?
গ্রাসিয়ানো। গল-রজ্জু দান—তার মূল্য
চাহি নাকো;
তাছাড়া কিছুই নয়! দোহাই ধর্ম্মের!
আন্তনিয়ো। ডিউক ও তাঁর সাথে বিচার-সভার
কৃপা-বলে অর্থদণ্ড যদি রোধ হয়,

অপরার্দ্ধ তৃপ্তি-ভরে আমি দিতে পারি,
শাইলকের মৃত্যু হলে সে ভদ্র সুজনে
হরণ করিয়া যে-বা কন্যা জেশিকায়
গৌরবে বরণ করে পত্নীত্বে আপন।
আরো দুটি সর্ত্ত আছে—বলি স্পষ্টভাবে—
এই যে মার্জ্জনা— এই মার্জ্জনার তরে
এ ইহুদী খৃষ্টধর্ম্ম করিবে গ্রহণ;
দানপত্র লিখে দেবে বিচার-সভায়—
মৃত্যু-অন্তে তার যত বিষয়-বিভব—
অধিকারী হবে কন্যা-জামাতা সে-সবে।

ডিউক। নিশ্চয় করিবে তাহা; নহে প্রত্যাহার
আমার মার্জ্জনা আমি করিব এখনি।

পোর্শিয়া। খুশী হলে শাইলক? কি বলিতে চাও?

শাইলক। খুশী, খুশী, খুব খুশী।

পোর্শিয়া। লেখো দানপত্র।

শাইলক। দোহাই! দোহাই! চলে যাই।
শরীর অসুস্থ বড়। দানপত্র লিখে
পাঠাইয়া দিয়ো: আমি করিব স্বাক্ষর।

ডিউক। যাও চলে—কিন্তু সহি করা চাই ঠিক।

গ্রাসিয়ানো। খৃষ্টান হইলে পাবি দুটো ধর্ম্ম-বাপ!
আমি যদি বিচারের দণ্ড ধরিতাম—
বিচারে দিতাম তোরে আরো দশ বাপ
নিয়ে যেতে ফাঁসি-কাঠে; মন্দিরেতে নয়।

[শাইলকের প্রস্থান

ডিউক। মহাশয়, কৃপা করি আমার কুটীরে
আসি যদি করো ভোজ···

পোর্শিয়া। ক্ষমা মাগি, আজি
রাত্রে মোরে পাদুয়ায় হবে পঁহুছিতে।
এখনি উচিত যাত্রা।

ডিউক। ব্যথা পাই মনে—
তিল-অবসর নাহি আপনে তোমার
আন্তনিয়ো—পরিতুষ্ট করো এই ভদ্রে—
জানি আমি, এঁর কাছে মহা ঋণী তুমি।

[অনুচরগণসহ ডিউকের প্রস্থান

বাসানিয়ো। ধন্য তব জ্ঞান-বুদ্ধি, যুক্তির কৌশল!
মরণের গ্রাস হ'তে করেছ উদ্ধার।
যে-শ্রম করেছ তুমি,—সম্মান-স্বরূপ
ইহুদীর প্রাপ্য তিন হাজার ডাকাট—,
তুমি লহ। তৃপ্ত হবো সবান্ধবে আমি।

আন্তনিয়ো। সখ্য-প্রীতিপাশে বদ্ধ রবো আজীবন।

পোর্শিয়া। সফল হইলে ব্রত—যেই তৃপ্তি মেলে,
সে তৃপ্তির বহু মূল্য—নাহিক তুলনা।
তোমারে যে পারিয়াছি মুক্ত করিবারে—
তাহাতেই তৃপ্ত আমি! মূল্য মিলিয়াছে।
অর্থের পিপাসা মোর কোনো কালে নাই।
পরে দেখা হলে পাবে আরো পরিচয়।
সবার কুশল মাগি। আসি এবে আমি।

বাসানিয়ো। কিন্তু শুনিব না ভদ্র,—লইতেই হবে,
পারিশ্রমিক নয়—কিছু উপহার—
এ দিনের স্মৃতি-চিহ্ন—এই কৃপা করো।
দুটি কথা শোনো শুধু—ক্ষুদ্র নিবেদন—
প্রত্যাখ্যান করিয়ো না; করো হে করুণা।

পোর্শিয়া। এতেক মিনতি-অনুনয়! বেশ, রাজী।
(আন্তনিয়োর প্রতি)
তোমার দস্তানা দাও—স্মৃতি রবে হাতে;
(বাসানিয়োর প্রতি)
তোমার প্রীতির স্মৃতি—এই অঙ্গুরীয়
লই এ অঙ্গুলি হতে; সরায়ো না হাত।
আর কিছু চাহিব না, লইব না, জেনো।
এত প্রীতি—এই দানে আছে তো স্বীকার?

বাসানিয়ো। এই অঙ্গুরীয়! কিন্তু···এ যে তুচ্ছ অতি!
দিতে বড় লজ্জা পাই।

পোর্শিয়া। কোনো লজ্জা নাই!
এটি ছাড়া আর কিছু লইব না—পণ!
তুচ্ছ বলো! পণ তায় আরো দৃঢ় হলো।

বাসানিয়ো। দাম কিছু নয়—তবে অন্য হেতু আছে;
সে কারণে এ অঙ্গুরী দিতে আছে বাধা!
বিজ্ঞাপনে বাছি লয়ে শ্রেষ্ঠ অঙ্গুরীয়—
ভেনিসে যেথায় আছে—দিব উপহার।
মিনতি,—মার্জ্জনা করো, এটি দিতে নারি।

পোর্শিয়া। বচনে উদার দেখি দানের ব্যাপারে!
তুমিই শিখালে মোরে ভিক্ষা মাগিবারে—
এখন শিখাও ভালো, ভিখারীর কভু
সাজে না নিজের রুচি! পেয়েছি উত্তর।

বাসানিয়ো। শোনো ভদ্র,—এ অঙ্গুরী দেছেন আমায়
প্রিয়া মোর; পণে বদ্ধ করায়েছে মোরে,
বেচিব না, হারাবো না, দিব না কাহারে।

পোর্শিয়া। জানি, বহু লোকে করে এমনি ওজর
দানে কিছু দিতে হলে। এ দান লইতে
যোগ্য আমি কতখানি, জানিতেন যদি
পত্নী তব—জ্ঞানহীনা, উন্মাদিনী নন্!
এ দানে তিলেক তাঁর হতো না বিরাগ!
থাক্! ভয় ঘুচিয়াছে! তৃপ্ত! আসি আমি।

[পোর্শিয়া ও নেরিসার প্রস্থান

আন্তনিয়ো। বাসানিয়ো, দাও বন্ধু, অঙ্গুরীটি এঁরে।
জানি, প্রেয়সীর তব দিতে মানা আছে ;
তবু এঁর উপকার—মোরে প্রেম স্মরি—
সে নিষেধ না মানিলে ক্ষতি হইবে না।

বাসানিয়ো। গ্রাসিয়ানো, যাও ত্বরা—ছাখো, কোথা গেল
কত দূরে! যাও, ছুটে—লয়ে এ-অঙ্গুরী
দিয়ো তাঁরে—পারো যদি ধরে নিয়ে এসো
আন্তনিয়ো-গৃহে। যাও, ত্বরা পিছে যাও।

[গ্রাসিয়ানোর প্রস্থান

এসো দোঁহে এক সাথে তব গৃহে চলি।
কালিকে প্রত্যূষে পরে দুজনেই যাবো
বেলমণ্টে নব গৃহে। এসো আন্তনিয়ো।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভেনিস—পথ

পোর্শিয়া ও নেরিসার প্রবেশ

পোর্শিয়া। তত্ত্ব লও কোথা সেই ইহুদীর গৃহ।
দিবে তারে দানপত্র—লইবে স্বাক্ষর।
আজ রাত্রে যেতে হবে।—স্বামী পঁহুছিবে,
তার একদিন পূর্ব্বে গৃহে ফেরা চাই।
দানপত্র দেখে খুশী হইবে লরেঞ্জো।

গ্রাসিয়ানোর প্রবেশ

গ্রাসিয়ানো। মশায়, মশায়—আঃ! খুব ধরিয়াছি
বাসানিয়ো বন্ধু মোর—ভালো বুঝে শেষে
পাঠায়েছে অঙ্গুরীয় স্মৃতি-উপহার।
অনুনয় জানায়েছে, একান্ত মিনতি—
রাত্রিভোজ তাঁর সাথে—রাখো নিমন্ত্রণ।

পোর্শিয়া। সম্ভব তা নয়। বলো বন্ধুরে তোমার—
বহু-মানে উপহারে লই হাত পাতি।
ধন্যবাদ তাঁরে! হাঁ, হাঁ, ভালো কথা, যদি
মোর এই অনুচরে দেখাইয়া দেন
শাইলকের গৃহ কোথা!

গ্রাসিয়ানো। এখনি দেখাবো।

নেরিসা। ত্বরায় কহিব কথা।
(পোর্শিয়ার প্রতি) দেখা যাক, আমি
ফন্দীতে কেমনে পাই স্বামীর হাতের
অঙ্গুরীটি—দিছি যাহা। দিবার সময়
শপথ করেছ, তারে করিবে না ত্যাগ,
আঙুলে রাখিবে ধরি যাবৎ জীবন।

পোর্শিয়া। পারিবে—তা মনে হয়। ঘটাবো প্রমাদ।
দু'জনে কহিবে সত্য—মামুলি প্রথায়
করিবে শপথ কত—দেছে পুরুষেরে।
তর্কে মোরা দিব ধাঁধা ; কহিব,—দিয়াছ
যুবতী নারীরে ঠিক—নাহি তায় ভুল।
কিন্তু আর দেরী নয়। ত্বরা কাজ সার্।
জানিস তো—রবো কোথা তোর পথ চেয়ে ?

নেরিসা। আসুন মশায়, মোরে দেখান আপনি
বৃদ্ধ ইহুদীর বাস কোথা কোন্ গৃহে।

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বেলমণ্ট—পোর্শিয়ার গৃহ-সম্মুখস্থ কানন-পথ

লরেঞ্জো ও জেশিকার প্রবেশ

লরেঞ্জো। জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথিনী! এমনি নিশীথে
মৃদু-মন্দ সমীরণ পল্লবে-লতায়
চুমিয়া বহে সে যবে নিঃশব্দ-সঞ্চারে—
মনে হয়, সেই দিন এমনি নিশীথে
ট্রয়লাস লঙ্ঘিয়া সে ট্রোজান-প্রাকার
শ্বাস ফেলে চাহি সেই গ্রীসের শিবিরে—
রাত্রে যথা ঘুম যায় ক্রেশিডা সুন্দরী!

জেশিকা। এমনি নিশীথে আসি হিম-সিক্ত তৃণে
থিশবী সভয়ে দেখে সিংহ-পদ-ছায়া—
কোথায় পীতম তার? ক্ষোভে যায় সরে।

লরেঞ্জো। এমনি নিশীথে করে প্রেমাকুলা দিদো
উইলো-পল্লব হাতে দাঁড়ায় আসিয়া
মত্ত সাগরের কূলে,—তরঙ্গে চাহিয়া
পল্লব দুলায়ে ডাকে তার প্রিয়তমে—
এসো এসো কারথেজে,—এসো, ফিরে এসো!

জেশিকা। মিদিয়া সংগ্রহ করে এমনি নিশীথে
লতা-পাতা, শিকড় সে কত মন্ত্র-পূত—
যার গুণে স্থবির ঈশন পুনঃ তার
ফিরে পেলো নবীন যৌবনে।

লরেঞ্জো। বলি তবে,
এমনি নিশীথে ধনী পিতৃ-গৃহ ছাড়ি
ভেনিস হইতে আসে জেশিকা হেথায়
বেলমণ্টে—দীন প্রেমী পরে নির্ভরিয়া।

জেশিকা। এমনি নিশীথে তার সে-প্রেমী লরেঞ্জো
কত না শপথ করে, ভালোবাসি বলে—
সোহাগের শত ভাষে চিত্ত করে চুরি—
সে ভাষার একটিও হায়, সত্য নয়!
লরেঞ্জো। এমনি নিশীথে সেই রূপসী জেশিকা
প্রেমে ধরে শত ছল; কঠিন ভাষায়
প্রেমে অপমান করে! তবু সে লরেঞ্জো
ক্ষমা করে রূপসীরে—নাহি করে মান।
জেশিকা। যদি কেহ না আসিত—নিশীথের কথা
তুলে তর্কে হারাতাম—কোনো ভুল নাই।
কিন্তু কে আসিছে বুঝি, শুনি পদধ্বনি।

ষ্টীফানোর প্রবেশ

লরেঞ্জো। স্তব্ধ রাতে কে এমন আসে দ্রুত পায়ে?
ষ্টীফানো। বন্ধু-জন।
লরেঞ্জো। বন্ধু-জন! কেমন সে বন্ধু?
কি-বা নাম? তোমার কি নাম, কহ।
ষ্টীফানো। নাম
মোর ষ্টীফানো। শুভ সমাচার আনি।
উষার উদয়-পূর্ব্বে আসিবেন ফিরি
কর্ত্রী মোর বেলমণ্টে! মন্দিরে মন্দিরে
পুণ্য ক্রশে নতজানু জানায় প্রণতি,
পূজা দেয় তীর্থে তীর্থে, বহু শ্রম গণি—
বিবাহ-বাসর হবে কল্যাণের লাগি!
লরেঞ্জো। সঙ্গে তাঁর আসে কে-বা?
ষ্টীফানো। শুনি, এক সাধু—
আর তাঁর সঙ্গিনী নেরিসা। ভালো কথা,
প্রভু মোর এসেছেন ফিরে?
লরেঞ্জো। ফিরে? তাঁর পাই নাই কোনো সমাচার।
এসো গৃহ-মধ্যে যাই, জেশিকা, আমরা
গৃহের কর্ত্রীরে যোগ্য সমাদরে লবো
বরণ করিয়া গৃহে পূর্ণ-আয়োজনে।

ল্যানসিলটের প্রবেশ

ল্যানসিলট। কে গো—কে হেথায়? বলি ওগো—
কে আছ এখানে?
লরেঞ্জো। কি চাই?
ল্যানসিলট। ওগো—বলি, দেখেচো তুমি হুজুর
লরেঞ্জো সাহেবকে আর তাঁর হুজরাইন
ঠাকরুণকে? বলি, শুনচো গা?
লরেঞ্জো। তোমার গো-গো-গা-গা ঘ্যাঙানি ছাড়ো,
ল্যানসিলট! আছি, আমরা এইখানে আছি।
ল্যানসিলট। আছ এখানে! কোথায় গো? কোথায়?
লরেঞ্জো। এইখানে—তোমার সামনে।

ল্যানসিলট। তাহলে তাঁকে বলো, আমার মনিবের
কাছ থেকে চিঠি এসেছে—সে তো চিঠি নয়—
ভালো খপরের একটি বস্তা বললে চলে! খপরের
গাঁটে ঠাশা। আমার হুজুর ভোরের আগেই
এসে পৌঁছুবেন। [প্রস্থান

লরেঞ্জো। এসো প্রিয়ে গৃহে ফিরি। রহিব সেথায়
সাদর-সম্ভাষে দিব মিষ্ট অভ্যর্থনা।
কিন্তু কেন ফিরি গৃহে? কি-বা এসে যাবে?
ষ্টীফানো, এ বার্ত্তা তুমি গৃহমধ্যে দাও—
কর্ত্রী তব ফিরে আসে। ডেকে আনো হেথা
যন্ত্রীদের—তালে গানে ভরুক বাতাস!
[ষ্টীফানোর প্রস্থান

আবেশে ঘুমায় যেন চাঁদিমা-কিরণ
এ কানন-তীরে মায়া-স্বপনে বিবশ!
হেথা মোরা রবো বসি—সঙ্গীতের সুর
তুষিবে শ্রবণ-মন; নাহি কলরব,
স্তব্ধ এ নিশীথ রাত্রি—সুরে সাজে ভালো,
দিকে দিকে চারুতার নব-ছন্দ গাঁথা!
বসো প্রিয়ে—চেয়ে ছাখো, গগন-ললাট
উজল-কনক-টাঁপে সেজেছে কেমন!
লক্ষ লক্ষ স্বর্ণবিন্দু—তার মাঝে যেন
এক-একটি পরী বসি গাহিতেছে গান!
ধরণী-আকাশে গেছে ঘুচে ব্যবধান—
এক-ছন্দে এক সুরে স্বর্গ-মর্ত্ত্য বাঁধা!
অমর যে আত্মা আছে হৃদয়ের মাঝে,
ঐ সুর সে-আত্মায় বাজে চিরদিন;
ধরণীর ধূলা-মাটী, শত পাপ-তাপে
আচ্ছন্ন থাকে এ মন—শুনিতে না পাই
অমর সঙ্গীত তাই শ্রবণে বা মনে!

(গীত-বাদ্য-কারগণের প্রবেশ)

এসো, এসো, তোলো কণ্ঠে সুমধুর তান—
স্তব্ধ রজনীর নিদ্রা দাও ভেঙ্গে দাও!
এ মধুর সুর যেন বাতাসে উচ্ছ্বসি
কর্ত্রীরে শুনায় গৃহ-আগমনী-গান,—
পথ হবে মধুময়—পুলক-ঝঙ্কারে।

(গীত-বাদ্যরব)

জেশিকা। কি পুলকে মুগ্ধ প্রাণ এ সঙ্গীত-সুরে!
লরেঞ্জো। চিত্ত তব অন্তর্মুখী—তাই মুগ্ধ এত!
ছাখো না—দুর্বৃত্ত পশু—সংযম না জানে,
চপল চঞ্চল-মতি লম্ফে-ঝম্পে ফেরে,
প্রমত্ত দুর্বার গতি, অশান্ত-প্রকৃতি—

তোলে উচ্চ রব—দ্বেষ, হিংসা, দুর্ব্বলতা—
তপ্ত শোণিতের ধারা পিয়াসে অধীর—
কভু যদি বংশীধ্বনি স্পর্শে শ্রুতিমূল
চকিতে চাপল্য ঘোচে—বিভল নয়ন!
শোনে মধু বংশী-রব—থমকি দাঁড়ায়
তখনি ভুলিয়া তার বন্য বর্ব্বরতা!
সঙ্গীতে কি গুণ আছে—আবেশ মধুর!
বনের উদ্দাম পশু গানে বশ মানে!
কবি তাই বলেছেন—অরফিয়াস্ যবে
গেয়েছিল—গানে তার বিবশ-বিভল
তরু-নদী, গিরি-শিলা মুগ্ধ মোহে ভরি
রোষ-দ্বেষ-উগ্র বেশ সকল ভুলিয়া
পাশে তার এসে থামে নিস্পন্দ নিথর!
সুরে মুগ্ধ সে-মানব হতে নাহি জানে,
সুরে যদি চিত্তে কারো না জাগে বিভ্রম,
জেনো সে রাক্ষস, ক্রূর, ফন্দীবাজ, শঠ—
পারে সে করিতে হত্যা, সর্ব্ববিধ পাপ—
প্রাণে তার নরকের জ্বলন্ত অনল,
মনে ঘোর অমানিশা—কালো কালিমায়!
স্নেহ-মায়া প্রাণে নাই—এরিবাস সম
হেন জনে করো নাকো বিশ্বাস কখনো।
কিন্তু এই কথা যাক্ এসো গান শুনি

(দূরে পোর্শিয়া ও নেরিসার প্রবেশ)

পোর্শিয়া। আলো-শিখা দেখা যায়। ও আলো জ্বলিছে
আমারি সে গৃহ-কক্ষে! অতি ক্ষুদ্র দীপ—
ক্ষুদ্র শিখা—তবু তায় কতখানি আলো!
দুষ্ট নষ্ট ধরণীতে মহত্ব এমনি
ধরণীর দশদিক করে সমুজ্জ্বল!
নেরিসা। যতক্ষণ ছিল চাঁদ আকাশ উজলি
ক্ষুদ্র দীপ-শিখাটুকু পড়েনি নয়নে।
পোর্শিয়া। বড় যে-গৌরব—রাখে ছোট সে-গৌরবে
এমনি ঢাকিয়া চিরদিন। শোভা পায়
সমুজ্জল রাজাসনে রাজ-প্রতিনিধি
তত দিন, যতদিন রাজা রহে দূরে;
রাজা এলে প্রতিনিধি মিলায় কোথায়—
ক্ষুদ্র নদী লয় যথা পায় জলধিতে!
কিন্তু গান শোনা যাক্।
নেরিসা। গৃহে গান গায়।
পোর্শিয়া। ভালো লাগে সব শুধু সময়ের গুণে।
দিনের সে-গান হতে নিশীথে এ-গান
ঢের ভালো লাগে কানে।

নেরিসা। নীরব নিশীথ—
স্তব্ধতায় এত বেশী মোহ এই গানে!
পোর্শিয়া। পাপিয়ার মত মিষ্ট বায়সেও গায়—
সে গান যখন কেহ কাণে নাহি শোনে।
দিনে যবে ডাকে হাঁস কর্কশ গলায়,
সে সময় গাহে যদি দোয়েল-পাপিয়া—
সে-গান শুনায় যেন সারস-হুঙ্কার!
স্থান ও কালের ফলে ধরণীতে শুধু
খ্যাতিযোগ্য খ্যাতি পায়—সফল গৌরবে।
কিন্তু কথা রাখ—দ্যাখ্, আকাশের চাঁদ
এণ্ডিম্যন সাথে হোথা সুখে নিদ্রা যায়—
এ-ঘুম না ভাঙ্গে তার মুখের ভাষায়!
লরেঞ্জো। কার কণ্ঠস্বর শুনি?
কোনো ভুল নাই।
পোর্শিয়ার স্বর, ঠিক!
পোর্শিয়া। জানে মোর স্বর—
অন্ধ যথা বায়সের কণ্ঠ হেথা জানে
কর্কশ আরাবে তার।
লরেঞ্জো। স্বাগত এ গৃহে!
পোর্শিয়া। স্বামীর কুশল মাগি
ফিরি তীর্থে তীর্থে—
মন্দিরে মন্দিরে। শুভ হোক্ দুজনার!
গৃহে তাঁরা ফিরেছেন?
লরেঞ্জো। আসেনি ফিরিয়া।
কিন্তু পত্র-বাহী আনে শুভ সমাচার—
অচিরে আসিয়া তারা পঁহুছিবে গৃহে।
পোর্শিয়া। যা তবে নেরিসা,
বলে রাখ্ ভৃত্যজনে—
বাহিরে ছিলাম মোরা—এ সংবাদ যেন
প্রকাশ না হয় ঘুণাক্ষরে! লরেঞ্জো দেখো,
জেশিকা, তুমিও দেখো, না হয় প্রকাশ
আমাদের যাত্রা-কথা।

(নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি)

লরেঞ্জো। স্বামী তব দ্বারে।
ওই তার তূর্য্য শুনি! ভয় নাই, ভদ্রে,
বাচাল আমরা নহি। এ কথা প্রকাশ
হবে নাকো কণ্ঠ-ভাষে।
পোর্শিয়া। মনে হয় যেন,
রাত্রি নয়,—এ আলোকে দিবার বিকাশ!
আলো যেন ছায়া-ঢাকা বিমলিন-প্রায়।
যবে ঢাকা পড়ে সূর্য্য মেঘের আড়ালে,
এমনি দিবস যেন—করি অনুভব।

(বাসানিয়ো, আন্তনিয়ো, গ্রাশিয়ানো
ও অনুচরগণের প্রবেশ)

বাসানিয়ো। পাতালে কাটাবো দিন,
নীরন্ধ্র আঁধারে—
রবির বিহনে যদি তুমি ধরো আলো!
পোর্শিয়া। আলো দিই—তার মত লঘু আমি নই;
লঘু পত্নী হলে স্বামী হয়, ভারী বোঝা—
মোর বাসানিয়ো কভু হবে নাকো তাহা—
বিধির বিধানে যোগ্যে মিলে যোগ্যজন!
এসো স্বামী তব গৃহে—অটল আসনে।
বাসানিয়ো। কৃতার্থ হলাম, প্রিয়ে। হেথা
বন্ধু মোর—
এঁরি নাম আন্তনিয়ো—যাঁর স্নেহে বন্দী
আজীবন আছি আমি অমোঘ বন্ধনে।
পোর্শিয়া। অমোঘ বন্ধনে বন্দী—
উচিত তোমার।
শুনেছি, তোমার লাগি যে গুরু বন্ধনে
নিজেরে আবদ্ধ ইনি রাখেন কঠিন!
আন্তনিয়ো। সে বন্ধন হতে মুক্তি মিলেছে আমার।
পোর্শিয়া। এ-কুটীর ধন্য, তব পদরেণু পেয়ে।
স্বাগত এ গৃহে, ভদ্র। বচন-বিন্যাসে
পারিব না প্রকাশিতে কি আনন্দ মনে—
তব আগমনে আজি! ভাষা তুচ্ছ অতি!
গ্রাশিয়ানো। (নেরিসার প্রতি)
চাঁদের শপথ—তুমি মিছা দোষ দাও!
কৌঁশুলী জবর খুব—তাঁর মুহুরিকে
দিছি সেটি! প্রাণে তব হেন শেল বাজে!
নিপাতে সে যাক! নয় সে বস্তু হারাক্!
পোর্শিয়া। এরি মধ্যে বেধে গেছে ঝমাঝম্—এ কি!
হয়েছে কি?
গ্রাশিয়ানো। এতটুকু সোনা—তার কিবা দাম?
তুচ্ছ সেই আংটিটা দিয়েছিল মোরে,
তাতে লেখা ছিল পদ্যে একটি ছত্তর—
ছুরির ফলায় যথা ক্ষোদা থাকে, ত্যাখো—
"ভালোবাসো মোরে—কভু করো না কো ত্যাগ!"
নেরিসা। সোনার বা লেখার সে-দাম কেন তোলো?
শপথ করিয়াছিলে—যবে সেটি দিই,—
যাবৎ জীবন রবে, আঙুলে রাখিবে,—
মৃত্যুকালে দেহসাথে যাবে কবরেতে;
মোর তরে নাহি হোক—সে শপথ লাগি
সমুচিত ছিল সেই আংটিটা রাখা।
দিছি সেই মুহুরিকে! ভারী বাহাদুরি!
আমি জানি, কারে দেছ! সেটি দেছ যারে,
মুখে তার দাড়ি নাই—গোঁফ নাই কণা!
গ্রাশিয়ানো। না থাক্, বয়স হলে গজাইবে দাড়ি।
নেরিসা। গজাইবে দাড়ি-গোঁফ মেয়ে-মানুষের?
গ্রাশিয়ানো। আরে, আমি নিজ-হাতে দিছি মুহুরিকে।
বয়সে বালক—বেঁটে-খাটো ছোকরাটি—
মাথায় তোমার মত—জজের কেরাণী,
যে-জজের বুদ্ধি-বলে মামলায় জিত!
বাচাল বালক কিছু দক্ষিণা চাহিল—
ফী...ফী...কথা বোঝো? চাহিল সেই আংটি—
এতটুকু আংটিটা—'না' বলি কেমনে?
ফিরাতে নারিনু—তাই দিয়ে দিনু সেটি।
পোর্শিয়া। তোমারি এ দোষ—
আমি বলি স্পষ্ট কথা!
পত্নীর প্রথম-দেওয়া প্রীতি-উপহার—
তুচ্ছ ভাবি বিলায়ে তা দেওয়া অন্য জনে!
পণে ও শপথে ধরা অঙ্গুলির'পরে
সরল বিশ্বাসে গাঁথা রক্ত-মাংস-সহ!
আমার স্বামীরে আমি এমনি অঙ্গুরী
দিয়াছি প্রীতির ভরে! করেন শপথ—
কভু সে অঙ্গুরী নাহি করিবেন ত্যাগ!
ঐ তো দাঁড়ায়ে স্বামী—জানি আমি ধ্রুব,
সে-অঙ্গুরী জীবনে না হবে কর-চ্যুত!
ধরণীর সর্বধন বিনিময়ে তিনি
তারে ত্যাগ কখনো না করিবেন, জানি।
সত্যো বন্ধ গ্রাশিয়ানো, পত্নীরে তোমার
অকারণ নিষ্ঠুর এ আচরণে তব
বড় ব্যথা দিলে আজি! হেন দশা মোর
হতো যদি—বেদনায় হতাম উন্মাদ!
বাসানিয়ো। (স্বগত) মনে হয়, আঙুলটা
যদি কাটিতাম,
এ মুখ রক্ষিত; তবে কহিতাম ডাকি,
চোরে লুঠে নেছে,—রক্ষা করিতে অঙ্গুরী
আঙুল কাটিয়া দিছি—পারিনি রাখিতে!
গ্রাশিয়ানো। বন্ধু বাসানিয়ো আগে তাঁর অঙ্গুরীটি
দেছেন সে কৌঁশুলীকে—চেয়ে নিল সেটি।
অঙ্গুরী চাহিতে তাঁর ছিল অধিকার।
তা দেখে মুহুরি তাঁর—এক ফোঁটা ছেলে—
লিখেছে দলিলপত্র—করে মেহনৎ—
সে নিল বায়না, বলে, তুমি দাও ওগো,
তোমার ও-আংটি মোরে। দিতে হলো তাই।
যেমন মনিব, তার তেমনি বাহন,—
আর কিছু নেবে না কো আংটিটে ছাড়া।

পোর্শিয়া। কোন্ অঙ্গুরীয় তাঁরে দেছ, প্রিয়তম ?
আমি যেটি দিছি—সেটি ? নিশ্চয় তা নয় !
বাসানিয়ো। অপরাধ করিয়াছি। সেই অপরাধ
আরো গুরু করিতে না চাহি মিথ্যা-ভাষে।
দেখিছ অঙ্গুলি মম—নাহি সে অঙ্গুরী ;
দিছি তাঁরে।
পোর্শিয়া। অঙ্গুলি অঙ্গুরী-হীন তব,
কপট আদর তব যথা সার-হীন !
যে-অবধি অঙ্গুরী না দেখি অঙ্গুলিতে,
তব শয্যা-ভাগ নাহি করিব গ্রহণ।
নেরিসা। আমিও হবো না তব শয়ন-সঙ্গিনী,
যে-অবধি সে অঙ্গুরী না দেখি আমার।
বাসানিয়ো। প্রেয়সি পোর্শিয়া,—যদি বুঝিতে পারিতে
যাঁরে সে-অঙ্গুরী দিছি—যদি বা বুঝিতে,
কার লাগি দিছি সেটি,—কিসের লাগিয়া—
কত যে অসাধ ছিল সে অঙ্গুরী দিতে—
কিছু আর লবে না সে ও অঙ্গুরী-বিনা—
তাহলে অপ্রীতি হেন হইত না তব।
পোর্শিয়া। তুমি যদি বুঝিতে সে অঙ্গুরীর গুণ—
কিম্বা দাম তার, যেবা দিল সে অঙ্গুরী—
দেয়ার সে দামটুকু,—বুঝিতে বা যদি
অঙ্গুরী-রক্ষায় তব কথার কি দাম,—
তাহলে অঙ্গুরী তুমি কখনো দিতে না !
সে অঙ্গুরী না দিবার গূঢ় হেতু যাহা—
সে কথা বুঝায়ে যদি বলিতে কখনো,
এমন অবুঝ জন পৃথিবীতে নাই,
বুঝিত না সেই হেতু ! মনে যার দাম,
হেন উপহার কাড়ি লইতে লোলুপ
হতে কেহ নাহি পারে ! নেরিসা যা বলে,
প্রত্যয় তা হয় মোর। প্রাণ করি পণ,
নিশ্চয় অঙ্গুরী সেই নেছে কোনো নারী !
বাসানিয়ো। সত্য কহি—মনে-জ্ঞানে,
তোমার শপথ,—
কোনো নারী লয় নাই ! আইনে কুশল
বিচার-নিপুণ যুবা—দিয়াছি তাহারে।
তিন হাজার ডাক্যাট্ দিতে গেনু তারে—
স্পর্শ করিল না তাহা ; চাহিল অঙ্গুরী।
দিব না, বলিনু স্পষ্ট—ক্ষুণ্ণ মনে যায় !
ব্যথা লাগে ! বাঁচালো যে প্রাণের স্বজনে,
প্রিয়তম বান্ধবেরে—তারে তুচ্ছ করি !
কি আর বলিব প্রিয়ে ! দায়ে পড়ি শেষে
পাঠাইতে হলো সেটি। লজ্জায় ঘৃণায়
আচ্ছন্ন রহিনু ! হেন অকৃতজ্ঞ আমি—
যে এত করিল, তারে ক্ষুদ্র দানে হেলা !
অপরাধ ক্ষমা করো—মঙ্গল-প্রদীপ
জ্বলে দেখি, অই পুণ্য-দীপ পানে চাহি
এ কথা বলিতে পারি, থাকিলে সেথায়,
নিজে তুমি মোর পাশে ভিক্ষা চাহি নিতে
সেই অঙ্গুরীয়—তাঁর উপহার লাগি !
পোর্শিয়া। সে-জন কখনো যেন এ গৃহে না আসে !
আমার প্রাণের প্রীতি—প্রেম দিয়া রচা
মণিময় অঙ্গুরীয়—রাখে নিজ পাশে !
এত বড় যেই জন—যার তৃপ্তি হেতু
যে-দ্রব্য রাখিতে তব কত-না শপথ,
সেই দ্রব্য-দানে তুমি এমন উদার—
না, না, হেন মহাজন আসিলে হেথায়
আমি হবো অত্যুদার—মহা-দান লাগি !
তাঁহারে অদেয় মোর কিছু রহিবে না !
দেহ, মন, স্বামি-শয্যা—সব দিয়ে দেবো !
তবু তার পরিচয় লবো—জেনো স্থির।
দিবানিশি থেকো পাশে কাছ-ছাড়া নয়—
আর্গাসের সম মোর প্রহরায় রহ ;
তা যদি না করো—যদি কভু একা রাতি,
আমার ইজ্জৎ-মান, নারীত্ব, সম্ভ্রম,—
যে-সম্ভ্রম, যে-নারীত্ব—আছে অনাঘ্রাত—
সম্পূর্ণ নিজস্ব মোর—সব দিব তারে—
তার সাথে এক শয্যা করিব গ্রহণ !
নেরিশা। মুহুরিটি আমি লবো। কথা শুনে রাখো।
একা যদি রাখো—তার ফল কি সে হবে।
গ্রাশিয়ানো। তাই করো। কিন্তু তারে রেখো হুঁশিয়ার
ধরা যেন নাহি পড়ে ! যদি ধরা পড়ে,
মুচ্‌ড়ে ভেঙ্গে দেবো লেখার কলম।
আন্তনিয়ো। দাম্পত্য-কলহ এই—আমি এর মূল।
পোর্শিয়া। ক্ষোভ করো না কো ভদ্র ! স্বাগত হেথায়
তুমি, জেনো। এ কলহ যতই বাধুক !
বাসানিয়ো। অপরাধ ক্ষমা করো, প্রেয়সী পোর্শিয়া।
দায়ে পড়ে অপরাধ—ইচ্ছাকৃত নয়।
এখন আসীন এই বান্ধব-সভায়
সত্য করি, শপথিয়া কহি—শুন সবে—
তোমার নয়নে এবে আমার নয়ন—
ও নয়নে চেয়ে ছাখো অন্তরে আমার…
পোর্শিয়া। ছাখো, সবে চেয়ে ছাখো—আমার এ চোখে
নিজেরে দ্বিগুণ দেখে—প্রতি চোখে এক ;
দু'চোখে, দু'মনে, শোনো, দু'ভাষায় কহে
আবার শপথ-বাণী—মাগিয়া বিশ্বাস।
বাসানিয়ো। কথা শোনো—যাহা বলি। ক্ষম অপরাধ।

অন্তর ভরিয়া কহি, অন্তরে শপথি—
কভু ভাঙ্গিব না পণ—বাক্য ভাঙ্গিব না।
আন্তনিয়ো। অর্থ লাগি দেহ আমি পণে বদ্ধ করি
এক দিন বন্ধু-তরে,—সে দেহ বাঁচিল
যার গুণে,—তাঁর হাতে প্রদানি অঙ্গুরী
বাক্যের করিল অমর্য্যাদা। পুনরায়
বন্ধু বাসানিয়ো হেথা বাক্যদান করে—
সত্য বাক্য—সে বাক্যের মর্য্যাদা রাখিতে
চিত্ত মোর বদ্ধ রাখি তোমার সকাশে।
বাক্যে বদ্ধ স্বামী তব বাক্য ভাঙ্গিবে না।
পোর্শিয়া। জামিন হলেন ভদ্র! পরিতৃপ্ত আমি
এই অঙ্গুরীটি দিন মিত্রে আপনার—
সেটির মতন যেন এটিরে না দেখে—
সযত্নে এটির মান যেন রক্ষা হয়!
আন্তনিয়ো। লহো এ অঙ্গুরী, বাসানিয়ো। করো সত্য,
অঙ্গুরী করিবে রক্ষা—যাবৎ জীবন!
বাসানিয়ো। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! এ যে সেই অঙ্গুরীয়—
যেটি দিয়াছিনু সেই আইন-জীবীরে!
পোর্শিয়া। তার কাছে পাইয়াছি—লয়েছি চাহিয়া।
ক্ষমা করো প্রিয়তম—অঙ্গুরীর লাগি
মোর শয্যা-অংশ দান করিয়াছি তারে!
নেরিশা। ক্ষমা করো গ্রাশিয়ানো—তাঁর মুহুরিটি—
সেই বেঁটে খাটো লোক! কাল রাত্রি-কালে
আমার শয্যায় তারে যতনে শোয়াই—
শয্যা-ভোগ-হেতু মোরে দিল এ অঙ্গুরী।
এই সে অঙ্গুরী—লহ, ধরো তব হাতে!
গ্রাশিয়ানো। তাজ্জবের কথা এ যে! যেন গ্রীষ্মকালে
ভাঙ্গা পথ মেরামত হয়ে গেল তোফা!
বোকা বনিলাম! এ যে অদ্ভুত রহস্য!
পোর্শিয়া। ভয়ে না, বিস্ময়ে সবে রহিলে স্তম্ভিত!
ছাখো এই পত্র—পড়ো অবসর-মত!
পাছুয়ার বেলারিয়ো—তাঁর পত্র এটি।
এ পত্রে সকল কথা পারিবে জানিতে।
তরুণ কৌশুলী—সে আর অন্য কেহ নয়—
পোর্শিয়া সে ছদ্ম বেশে; মুহুরিটি তার—
যোগ্য কৌশুলীর চর—শ্রীমতী নেরিসা।
লরেঞ্জো রয়েছে সাক্ষী—ক্ষণ-পূর্ব্বে মোরা
গৃহে ফিরিয়াছি আজ। স্বাগত আন্তনি—
আরো শুভ সমাচার আছে তব তরে—
আশার অতীত সেই শুভ সমাচার।
অবিলম্বে করো মুক্ত পত্রের লেফাফা।
সমাচার পাবে,—তব তিন পণ্য-তরী
পণ্যে ভরা নিরাপদে ভিড়েছে বন্দরে;
এ পত্র আমার হাতে আসিল কি করি—
সে বারতা গূঢ় থাক্ রহস্যে আবৃত।
আন্তনিয়ো। মূক আমি, ভাষা-হীন।
বাসানিয়ো। তুমিই কৌশুলী?
চিনিতে না পারিলাম! এ বড় অদ্ভুত!
গ্রাশিয়ানো। আর তুমি মুহুরী সে! হাঁদারাম আমি
বার-বার দেখে তবু নারিনু চিনিতে!
নেরিসা। হাঁদা বোকা বানাইতে পটু সে মুহুরি!
তুমি যে বনিবে হাঁদা—বেশী কথা নয়।
নারী সে পুরুষ হলে তারে চেনা দায়।
বাসানিয়ো। হে কৌশুলী, শয্যা মম করিয়ো গ্রহণ।
আমি হেথা না রহিলে—প্রেয়সী আমার
হবে তব শয্যা-লগ্না!
আন্তনিয়ো। সাধু, সাধু, সাধু!
তুমি মোরে প্রাণ দেছ দিয়াছ সম্পদ।
এ পত্রে সংবাদ পাই, মোর [illegible]
নিরাপদে জল-পথে আসে গৃহ-মুখে।
পোর্শিয়া। কি সংবাদ হে লরেঞ্জো? খুশী করো মন—
আমার মুহুরি-পাশে মিলিবে কুশল।
নেরিসা। বিনা-ফীতে সে কুশল দিইব তোমায়।
তুমি ও জেশিকা—দোঁহে দানপত্র দিই—
বুড়া ইহুদীর সহি মোহর-অঙ্কিত;
বুড়া আর! গেলে তার বিষয়-বিভব
ধন-জন-ভূমি—সব পাবে দুজনায়।
লরেঞ্জো। ক্ষুধার্ত্ত আতুর কণ্ঠে দিলে সুধা ঢালি!
পোর্শিয়া। রজনীর অবসান। প্রভাত-উদয়।
তবু সব ঘটনা এ জানিতে অধীর—
বুঝি আমি। এসো সবে গৃহ-মাঝে যাই।
সেথা যার যত প্রশ্ন—করো তা নিক্ষেপ—
সে প্রশ্নের সদুত্তর করিব জ্ঞাপন।
গ্রাশিয়ানো। তাই হোক্। কিন্তু মোর গোড়াকার প্রশ্ন—
দু'ঘণ্টা এখনো বাকী আজি এ রাত্রির—
নেরিসা কি শুতে যাবে? অথবা রহিবে
জাগি হেথা কালিকার নিশ যতক্ষণ
উদয় না হয়? দিন যদি আসে—যেন
আঁধারে ভরিয়া আসে! সে আঁধারে আমি
মুহুরিরে লয়ে শয্যা করিব গ্রহণ।
যা হবার হবে, মোদা, এক কথা বলি—
যতদিন ধড়ে প্রাণ রহিবে আমার—
আর কিছু ডরিব না—প্রাণে সদা ভয়—
নেরিসার আংটিটা যেন রক্ষা হয়!

যবনিকা।

সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী

রা[illegible] লীয়ার

উইলিয়াম সেক্সপীয়র প্রণীত

যতীন্দ্রমোহন ঘোষ অনূদিত

উৎসর্গ

ইহজগতে সাক্ষাৎ দেবতা পরমারাধ্য পিতৃদেব
[illegible]ক্ত মতিলাল ঘোষ মহোদয়ের
শ্রীচরণ-কমলে
[illegible]ক্তি-পুষ্পাঞ্জলিস্বরূপ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি
অর্পিত হইল

চরিত্র

লীয়ার	…	বৃটেনের অধীশ্বর
ফ্রান্স	…	ফ্রান্সের রাজা
বর্গণ্ডি	…	বর্গণ্ডির ডিউক
কর্ণওয়াল	…	কর্ণওয়ালের ডিউক
এল্‌বেণী	…	এল্‌বেণীর ডিউক
কেণ্ট	…	কেণ্টের আর্ল
গ্লষ্টার	…	গ্লষ্টারের আর্ল
এডগার	…	ঐ পুত্র
এড্‌মণ্ড	…	জারজ পুত্র
কিউরান	…	অমাত[illegible]

বৃহন্ত	…	বিদূষক
অসওয়াল্ড	…	

ডাক্তার, চারণ, ভদ্রলোক, বৃদ্ধ, ভৃত্যগণ,
সভাসদগণ, সৈন্যাধ্যক্ষ, দূতগণ, সৈন্যগণ

গনেরিল		
রীগান	…	লীয়ারের কন্যাত্রয়
কড়িলিয়া		

সংস্থান—বৃটেন

রাজা লীয়ার

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদ—লীয়ারের কক্ষ

(কেণ্ট, গ্লষ্টার ও এডমণ্ড)

কেণ্ট। আমার বিশ্বাস ছিল, কর্ণওয়ালের চেয়ে মহারাজ এলবেণীকেই বেশী ভালোবাসেন।

গ্লষ্টার। আমারও বরাবর তাই মনে হতো। কিন্তু এখন রাজ্যের ভাগ-বাটোয়ারা দেখে কাকে বেশী ভালোবাসেন, বোঝা শক্ত। বিচার নিখুঁৎ হয়েছে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখলেও ইতর-বিশেষ অনুভব করা যায় না।

কেণ্ট। মশায়, এটি না আপনার পুত্র ?

গ্লষ্টার। হাঁ মশায়, আমিই ওকে লালন-পালন করছি। পুত্র বলে একে স্বীকার করতে বহুবার লজ্জা পেতে হয়েছে, কাজেই সে লজ্জা এক-রকম গা-সহা হয়ে গেছে। এডমণ্ড, তুমি এঁকে চেনো ?

এড। না।

গ্লষ্টার। ইনি কেণ্টের মালিক। এখন থেকে এঁকে আমার একজন খুব মান্য বন্ধু বলে জেনে রেখো।

এড। আমি আপনার দাস।

কেণ্ট। তুমি আমার স্নেহের পাত্র,—তোমার সঙ্গে আলাপ আরো ঘনিষ্ঠ করবো।

এড। আমিও আপনার আলাপের যোগ্য হবার চেষ্টা করবো।

গ্লষ্টার। ন বছর উনি বিদেশে ছিলেন, আবার চলে যাবেন। মহারাজ আসছেন। (ভেরী-নাদন)

(লীয়ার, কর্ণওয়াল্, এল্‌বেণী, গনেরিল্, রীগান্, কর্ডিলিয়া এবং ভৃত্যগণের প্রবেশ)

[লীয়]ার। গ্লষ্টার, ফ্রান্স আর বর্গাণ্ডির অধিপতিদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হও :

[গ্লষ্টার।] যথা আজ্ঞা প্রভু।

[গ্লষ্টার] ও এডমণ্ডের প্রস্থান

লীয়ার। ততক্ষণ এসো সবে গূঢ় কার্য্যে হই অগ্রসর ;
মানচিত্র মোরে দাও। শুনহ সকলে,
করেছি বিভাগ তিন অংশে রাজ্য মম।
সংকল্প আমার—
এ বৃদ্ধ বয়সে ত্যজি রাজ্য গুরু-ভার উৎকলিকাকুল,
তরুণ সক্ষম করে সমর্পি সে সব ;
মোরা সবে ভারহীন মৃত্যু-মুখে
ধীরে ধীরে হবো অগ্রসর।
এস পুত্র কর্ণওয়াল,
আর তুমি সর্বপ্রিয় এলবেণী আমার,
স্থির কল্প মম, কন্যাদের যৌতুক করি' নিরূপণ
ভবিষ্য-বিরোধ আমি করিব ভঞ্জন।
ফ্রান্স আর বর্গাণ্ডির রাজপুত্রদ্বয়,
কনিষ্ঠা কন্যার প্রেম-দ্বন্দ্বী দোঁহে—
বহুকাল হতে প্রেম-প্রবাস হেথায়
করেছে উভয়ে—বহু আশা রাখ মনে !
অদ্য দোঁহে দানিব উত্তর।
প্রাণসমা কন্যাগণ, মনস্থ আমার,
প্রদেশ শাসন আর গুরু রাজ্যভার করি পরিহার,
বলো দেখি মোর তরে ভালোবাসা কাহার অধিক ?
প্রচুর দানের পাত্রী হইবে সে জন,
যোগ্য যে-বা প্রকৃতি-বিধানে।
গনেরিল, জ্যেষ্ঠা তুমি—আগে তুমি কহ।

গনে। পিতা, তব লাগি যেই ভালোবাসা—
ভাষে তাহা প্রকাশি কেমনে ?
নয়নযুগল, স্থান, স্বাধীনতা হ'তে
প্রিয় তুমি মোর কাছে ;
অমূল্য দুর্লভে নাহি তুলনায় গণি ;
স্বাস্থ্য আর সৌজন্য, সৌন্দর্য্য-মর্য্যাদা,
সদ্‌গুণনিচয়ে যেই জীবন ভূষিত—
তার চেয়ে সমধিক
সন্তানের ভালোবাসা যত হতে পারে,
পিতা যাহা লভেছেন কভু,
শ্বাসে কিম্বা ভাষে অপ্রকাশ,
পরিমাণহীন এত ভালোবাসা মোর তব প্রতি।

কর্ডি। (স্বগত) কি কহিবে কর্ডিলিয়া ?
নীরবে বাসিবে শুধু ভালো !

লীয়ার। এই সীমা হতে সব প্রান্তস্থ প্রদেশ—
নিবিড় অরণ্য আর শ্যামল প্রান্তর,
বহুপ্রসূ স্রোতস্বতী জলাভূমি আদি,
সে সবার রাণী অদ্য করিনু তোমায়।
তোমার ও এলবেণীর বংশধরগণে
সুখে চিরতরে রাজ্য করিবে নিয়ত।
কহ কথা মধ্যমা তনয়া,
প্রাণসমা রীগান আমার!

রীগান্। সম-উপাদানে গঠিতা দুজনে,
মূল্যে সম দোঁহে।
অন্তরের যত ভালোবাসা কহিয়াছে ভগিনী আমার
জীবনের যত ভোগ,
ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সুখ যে ভোগ-আধার,
তুচ্ছ সব মোর কাছে—ভগ্নী মম ন্যূন হেথা;
একমাত্র সুখ মম—তব ভালোবাসা।

কর্ডি। (স্বগত) অভাগিনী কর্ডিলিয়া তবে?
তাই বা কেমনে? জানি সুনিশ্চিত,
অন্তরে আমার, রসনার অধিক সম্পদ।

লীয়ার। তুমি আর তোমার সর্ব্ব বংশধরগণ,
দ্বিতীয়াংশে রাজ্য মোর করিনু অর্পণ;
মূল্যে সমতুল অংশ গনেরিল-সহ।
হৃদয়-আনন্দ মোর কনিষ্ঠা তনয়া,
ভালোবাসায় ন্যূন তুমি নও—
নবপ্রেম লভিবারে যার প্রতিদ্বন্দ্বী
ফ্রান্স আর বর্গাণ্ডির পতি—
তোমার কি বাণী—লভিবাবে
সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠাংশ আমার? কহ বৎসে

কর্ডি। ভাষা নাই। মৌন আমি তাত!

লীয়ার। মৌন?

কর্ডি। মৌন।

লীয়ার। মৌন মূক রহিবে না! কহ স্পষ্ট ভাবে।

কর্ডি। অভাগিনী আমি, মোর মুখে নাহি সরে
অন্তরের ভাষা, পিতা। ভালোবাসি আমি
সম্বন্ধ-বিচারে। নহে অল্প; নহে তা অধিক।

লীয়ার। এ কি! এ কি! কর্ডিলিয়া! বাক্য তব
কর পরিহার,
নহে হবে সৌভাগ্যের হানি।

কর্ডি। শুন প্রভু,
জনম, পালন, ভালোবাসা,—
সব—সব লভিয়াছি তোমা হতে।
সমভাবে কর্ত্তব্য পালিব,—
মান্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা দানে;
স্বামী প্রতি ভগ্নীদের কোথা ভালোবাসা—
সব যদি তোমারেই করিল অর্পণ?
যে-জনে বরিব আমি—মোর পাণি সহ,
ভক্তি, ভালোবাসা, যত্ন, অর্দ্ধ লবে স্বামী।
সব ভালোবাসা তোমা করিয়ে অর্পণ—
বরিব না তারে প্রভু ভগ্নীদের মত।

লীয়ার। এ তোমার অন্তরের কথা?

কর্ডি। মিথ্যা কভু নাহি জানি, পিতা!

লীয়ার। মায়াহীন এ কচি বয়সে?

কর্ডি। ক্ষুদ্র আমি, ক্ষুদ্র জীব—তবু সত্যাচারী।

লীয়ার। বেশ, তবে সেই মত যৌতুক তোমার
হবে জেনো। তরুণ তপন-তাপ,
ডাকিনীর বৃত্তি আর তামসী ত্রিযামা,
গ্রহচক্রফল, জন্ম-মৃত্যু-সংঘটন যাহে—
সবে সাক্ষ্য করি—পিতৃস্নেহে দিনু জলাঞ্জলি।
শোণিত-সম্পর্ক সব করি পরিহার,
অন্তর আমিত্ব হতে অজানা হইয়ে,
জনমের তরে তোরে দিনু বিসর্জ্জন।
অসভ্য বর্ব্বর শক—
অথবা যাহারা স্বীয় বংশধরগণে
উদরে পূরিয়া করে ক্ষুধানল নির্ব্বাপিত,—
চিত্তে মোর ঠাঁই পাবে তোমা সম সমাদরে।

কেণ্ট। প্রভু!

লীয়ার। থামো কেণ্ট।
দুর্দ্দান্ত দানব আর কোপানলে তার
অন্তরাল হয়ো না কো।
বড় প্রিয় ছিল যে আমার,—বড় সাধ ছিল—
বার্দ্ধক্যের ধাত্রী মম করিব উহারে!
যাও, যাও, দূর হও দৃষ্টিপথ হতে।
কবর আমার হোক শান্তি নিকেতন!
অন্তর হইতে আমি দিনু বিসর্জ্জন
তোমারে নিশ্চিত আজি।
কে হোথায়?—ডাকো ফ্রান্সে, বর্গাণ্ডি-তনয়ে
ডাকো!
কর্ণওয়াল, এলবেণী, মম কন্যাগণ সহ
ভোগ কর রাজত্বের তৃতীয়াংশ দোঁহে,—
হোক পরিণয় ওর গর্ব্বের সহিত—
সরলতা বলি বাখানিছে যায়।
অর্পিনু এ রাজ্য মম উভয়ের করে
সম্মান-ভূষণ সহ।
শত সভাসদ লয়ে প্রতিপক্ষদ্বয়
পর্য্যায়ের ক্রমে
উভয়ের আলয়ে যাপিব।
নামে মাত্র রাজা রবো উপাধি-ভূষিত।

প্রিয় পুত্রগণ, তোমরা দুজনে রাজ্য—
রাজস্ব-গ্রহণ আর কার্য্য-নির্ব্বাহনে
শাসন করহ যথারীতি; বাক্য-অনুযায়ী
লহ—দি মুকুট দোঁহাকার শিরে। (মুকুট-প্রদান)

কেণ্ট। মহারাজ!
নরমণি বলি সদা করেছি সম্মান,—
পিতৃজ্ঞানে করিয়াছি ভক্তিপ্রদর্শন,
প্রভু-বোধে সর্ব্ব-আজ্ঞা সদা পালিয়াছি,
প্রধান সহায় জানি স্মরিয়াছি প্রার্থনার কালে।

লীয়ার। ছুটিয়াছে শল্য নমিত-কার্ম্মুকগুণ ত্যজি—
সরে যাও লক্ষ্যপথ হতে।

কেণ্ট। বজ্রসম পড়ুক মাথায়,
বিদ্ধ হোক ফলকে অন্তর মম।
উন্মত্ত লীয়ার যদি—কেণ্ট—সেও রূঢ়!
এ বৃদ্ধ বয়সে কি করিতে পারো তুমি?
মনে কি বিশ্বাস তব
ভয়ে সত্য রহিবে গোপন,
তোষামোদে ভোলে যবে প্রতাপের মন?
ন্যায় মার্গে ধাইবে সাধুতা—
রাজা যবে কুকর্ম্মেতে মতি দিবে।
অভিশাপ কর প্রত্যাহার। বিবেচক তুমি—
ভেবে সর্ব্ব-কার্য্য রাজা করহ নিশ্চিত।
বিচারেতে যদি ভুল হয়, জীবন করিনু পণ।
কনিষ্ঠা তনয়া তব—
ভালোবাসা—ভয়ে ন্যূন নয়।
বাক্যে ফোটে না কো—সত্য-নিষ্ঠা হৃদয়ে তাহার—
শূন্য প্রাণ সেখানেতে নাই।

লীয়ার। কেণ্ট! জীবনে মমতা যদি থাকে,
স্তব্ধ রহ।

কেণ্ট। আমার জীবন তব শত্রুনাশ-হেতু;
নাহি ডরি হারাতে জীবন,
তোমার কুশল লাগি।

লীয়ার। দূর হও দৃষ্টিপথ হতে।

কেণ্ট। চক্ষু মেলি দেখ মহারাজ,
থাকি তব নয়নের লক্ষ্য হয়ে।

লীয়ার। দোহাই মরীচিমালী!

কেণ্ট। মিথ্যা তুমি দেবতারে ডাকো।

লীয়ার। পাপিষ্ঠ! দুর্জ্জন!
(তরবারি ধারণ করিয়া)

এ-ও-ক। ক্ষান্ত হন প্রভু।

কেণ্ট। কোষমুক্ত কর অসি; বৈদ্যেরে করিয়ে হত
দর্শনী অর্পণ কর দুষ্ট ব্যাধি'পরে!
প্রত্যাহার কর আজ্ঞা। না শুনিলে বাণী,
যে অবধি শক্তি নাহি হয় রোধ, উচ্চস্বরে জানাবো
তোমায়,
"দারুণ অধর্ম্মাচারী তুমি।"

লীয়ার। শুন রে দুর্জ্জন! রাজভক্তির দোহাই তোমার!
যেহেতু প্রয়াস তব রোধিবারে প্রতিজ্ঞা আমার,
লঙ্ঘিতে যা সাহস আমার নাই—
উচ্চ দর্পে মাতি তুমি পশিয়াছ
মোর আজ্ঞা, আর মোর প্রভুত্বের মাঝে—
প্রতিকূল যাহা
মম প্রকৃতি অথবা মম রাজ-পদ হতে—
ক্ষমতার অনুযায়ী তার, লহ যোগ্য পুরস্কার।
পঞ্চদিন দিনু অবসর, উপযুক্ত সঙ্গতির তরে
যাহে সংসারের ক্লেশ হবে উপশম;
ষষ্ঠ দিনে হেয় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করি
মোর রাজ্য পরিত্যাগ করিবে নিশ্চিত;
হেরিবারে যদ্যপি দশম দিনে পাই,
নির্ব্বাসিত দেহ তব রাজত্ব-মাঝারে,
সেই দণ্ডে হারাবে জীবন!
যাও—জানেন ঈশ্বর! দণ্ড কভু হইবে না রোধ।

কেণ্ট। বিদায় এক্ষণে, মহারাজ, যথা ইচ্ছা তব।
স্বাধীনতার স্থান হেথা নাই,
নির্ব্বাসন করিয়াছে পূর্ণ অধিকার।
(কর্ডিলিয়ার প্রতি)
দেবতা করিবে রক্ষা তোমারে কুমারী!
যুক্তিমত বিবেচনা তব, বাক্য তার অনুযায়ী।
(গনেরিল্ ও রীগানের প্রতি)
বচনের পারিপাট্য কার্য্যে যেন হয় পরিণত!
সুফল ফলে সে যেন এহেন বচনে!
বিদায় মাগিছে কেণ্ট সবাকার কাছে,
নব রাজ্যে পূর্ব্বভাবে যাপিবে সে কাল।
[কেণ্টের প্রস্থান

(গ্লষ্টার, ফ্রান্স ও বর্গণ্ডির প্রবেশ)

গ্লষ্টার। ফ্রান্স আর বর্গণ্ডি, রাজন!

লীয়ার। বর্গণ্ডির অধিপতি! অগ্রে আমি সম্ভাষি
তোমায়,
মোর কন্যা বরণের লাগি
প্রতিদ্বন্দ্বী তুমি এই রাজন্যের সহ;
যৌতুক-স্বরূপ শুনি শেষ-কামনা তোমার।

বর্গ। মহারাজ, নিজ-মুখে হয়েছে প্রকাশ,—
ন্যূন তাহে কভু হইবে না।

লীয়ার। সদাশয় বর্গণ্ডি-অধিপ—
প্রিয় যবে ছিল সে আমার
মূল্য তার ছিল অনুরূপ ;
এবে ন্যূন হইয়াছে।
শুন মহাশয়, এই তনয়া আমার,
কন্যা বলি' যদি কিছু থাকে তার দেহে—
আমাদের শাপগ্রস্ত আজি।
তাহে যদি যোগ্য ভাবো,
লহ তুমি এ-কন্যারে—
আজ হতে হোক্ সে তোমার।

বর্গ। ভাষা নাহি সরে মুখে।

লীয়ার। এ-কন্যার কোনো গুণ নাই ;
বান্ধব-বিহীন—
ঘৃণার্হ আমার,—
—যৌতুক সে অভিশাপ !
শপথ করিয়া যারে দূর করিয়াছি,
করহ বরণ তায় ; কিম্বা করো দূর।

বর্গ। ক্ষমা করো প্রভু ! কে চাহে বরিতে—
এমন ব্যাপার যেথা ?

লীয়ার। ত্যাগ করো, যদি সাধ—
শপথ করিয়া আমি যথাযথ বলি।
(ফ্রান্সের প্রতি) শুন হে রাজন্,
তব ভালোবাসা-প্রতিদানে
ইচ্ছা নাহি দিতে পরিণয়
ঘৃণিত স্বজন সহ।
প্রার্থনা আমার, যোগ্য জনে করহ বরণ।
কাজ নাই অভাগীরে সম্পর্ক স্বীকার ;
পরে বহু লজ্জা পাবে।

ফ্রান্স। মানিনু বিস্ময় !
অতি-প্রিয় ছিল তব পূর্বে এ তনয়া,
শুনিয়াছি বহু খ্যাতি, বহু স্তুতি—
বার্দ্ধক্যের আনন্দদায়িনী,
অতুলনা বালা—প্রাণ হতে প্রিয়—
এমন কুকর্ম্মে রত হলো সে কেমনে,
যার লাগি সকলি হারালো ?
কিম্বা অনুমানি, পূর্ব্ব-ভালোবাসা হারায়েছ তুমি
কুকর্ম্মে বা কদাচারে—মনে না জুয়ায়—
হেন অনুমান, শুধু ভৌতিক লীলায়
সম্ভবে সে—মনে হয়।

কর্ডি। প্রার্থনা আমার—শুন মহারাজ,
তোষামোদ, চাটুবাক্যে পটু আমি নই,
অন্য ভাব হৃদয়ে গোপন করি
বচনে প্রকাশি ভিন্ন ভাব !
অন্তরে যা অনুভবি,
বচনে তিলেক তার আন নাহি জানি।
জানাও সবারে পাপ-চিহ্ন নাহি যে আমাতে,
হত্যাদোষ, কুৎসিত আচার, কিম্বা
সতী-নিষ্ঠা লোপ—
সে কলঙ্ক শিরে নাহি ধরি।
যে কারণে হারায়েছি ভালোবাসা তব,
অভাবে যাহার, অনুমানি ভাগ্যবতী আপনায়। *
নয়নের হাবে-ভাবে—রসনায় শুধু
প্রকাশিব ভালোবাসা, অন্তরে আধার বিনা—
হেন ভাব নাহি চাহি প্রভু,
যে-ভাব-অভাবে তব স্নেহ হারায়েছি !

লীয়ার। হতো ভালো—না লভিলে এমন জনম !
জন্ম লভি অসুখী করিলি মোরে।

ফ্রান্স। বুঝেছি সকলি—প্রকৃতির নম্র গতি এই,
লাজশীলা মৌনী বালা—মুখে বাক্য নাই,
মর্ম্ম-কথা করিবে জ্ঞাপন !
বর্গণ্ডির পতি, বালিকারে কি তব উত্তর ?
প্রণয়ের স্থান নাই সেথা
প্রণয় যেথায় সম্পত্তির অনুগামী।
চাহ কি বালারে ? যৌতুক-আধার বালা।

বর্গ। মহারাজ, বাক্য-মত যৌতুক অর্পণ কর—
এখনি উহার পাণি করিব গ্রহণ।

লীয়ার। শপথ করেছি, বাক্য অন্যথা না হবে।

বর্গ। হারায়েছ পিতা তুমি, হারাইবে পতি।

কর্ডি। ক্ষমা করো বর্গণ্ডির পতি !
ভালোবাসা মোর প্রতি সম্পত্তি-বিধানে,—
হেন স্বামী কভু নাহি চাই।

ফ্রান্স। অনুপমা বালা !
সম্পত্তিবিহীন, তুমি সম্পত্তি-শালিনী !
পরিত্যক্তা বালা, সাগ্রহের ধন—
ঘৃণিতা হইয়া তুমি স্নেহেতে ভূষিতা !
সদ্গুণের সহ তোমা লইনু আদরে ;
শাস্ত্রে মোর অধিকার লইতে তাহারে—
অন্যে যারে করেছে বর্জ্জন।
দেব, দেব, বিস্ময় মানিল দাস,
তার'পরে ভালোবাসা উদিল হৃদয়ে—
যারে ত্যাগ করেছে সকলে !
শুন রাজা, যৌতুক-বিহীনা কন্যা তব—
আজ হতে রাণী মোর—ফ্রান্সের অধীশ্বরী।
জলবাসী বর্গণ্ডির অধিপতি মিলি,
এ হেন অমূল্য রত্ন লভিবে না কভু।
বিদায় মাগহ বালা সবাকার কাছে,

যদিও কাহারো মনে নাহি ভালোবাসা ;
হারায়েছ যাহা তুমি ;
অতঃপর পাবে তুমি উচ্চতর প্রীতি।

লীয়ার। লয়ে যাও এরে, ফ্রান্স !
হউক তোমার
আজি হতে এই কন্যা—
এ হেন কন্যায় মোর নাহি প্রয়োজন।
ও বদন কভু হেরিব না আর।
যাও, হেথা হতে যাও, নাহি তব প্রতি
ভালোবাসা, আশীর্ব্বাদ, স্নেহ এক তিল।
এস হে বর্গণ্ডি-রাজ !

[লীয়ার, বর্গণ্ডি, কর্ণওয়াল, এলবেণী,

[গ্লষ্টর ও ভৃত্যগণের প্রস্থান

ফ্রান্স। বিদায় মাগহ বালা ভগ্নীদের পাশে !

কর্ডি। নয়নের মণি সবে পিতার আমার—
ভাসি নয়নের জলে মাগি যে বিদায়।
জানি আমি ভালোমতে তোমাদের রীতি,
ভগ্নী বলি লজ্জা হয়—মুখে ভাষা নাই—
অন্তরের ভাব করে আমারে প্রকাশ।
তবু শোনো, করো দোঁহে পিতার শুশ্রূষা।
ভাষে প্রকাশিত-স্নেহ দেখালে যেরূপ,
রেখে যাই পিতারে সে-স্নেহে তোমাদের।
যত্ন করো, সেবা করো, করো সমাদর।
পূর্ব্বমত দয়া যদি করেন জনক,
ইচ্ছা মতে অবস্থান তাঁর অন্য স্থানে।
এখন বিদায় মাগি তোমাদের কাছে।

রীগান্। না চাহি কর্ত্তব্য-শিক্ষা তোমার নিকটে।

গনে। প্রেম-প্রতিদানে তৃপ্তি করো তব নাথে ;
গ্রহণ করেছে তোমা সৌভাগ্যের দানে।
পিতৃ-বঞ্চতার ঘেরে অভাব তোমার,
নহ তুমি স্নেহপাত্রী-প্রীতিযোগ্য কভু।

কর্ডি। মনের চাতুরী ক্রমে পাইবে প্রকাশ।
নিজ-দোষ আবরণ করে যেই জন,
অবশেষে হয় সেই ঘৃণার ভাজন।
সুখী হও সবে।

ফ্রান্স। এস এস, সুন্দরী আমার।

[ফ্রান্স ও কর্ডিলিয়ার প্রস্থান

গনে। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে বোন। নিজেদের সম্বন্ধে খুব দরকারী কথা। বাবা আজ এখান থেকে যাবেন ?

রীগান। এখন তোমার সঙ্গে যাচ্ছেন। পরের মাসে যাবেন আমার ওখানে।

গনে। বুঝ্‌লে বোন, বুড়ো বয়সে ওঁর মাথার ঠিক নেই, আমরা দুজনে বিশেষ করে তা দেখছি। ছোটকে উনি খুব ভালোবাস্‌তেন। কি-সামান্য কারণে তাকে আজ ত্যাগ করলেন, দেখলে তো ?

রীগান। বুড়ো হলে ভীমরতি হয়। ওঁর মাথার ঠিক্ নেই।

গনে। যখন ভালো ছিলেন, তখনো রাগের বশে কত-কি করেছেন ! অনেক দিনের বদ্ অভ্যাস শুধু নয়, তার উপর আছে বিশ্রী খেয়াল… স্বেচ্ছাচার। মানে, বয়স হলে মানুষের যা ঘটে থাকে।

রীগান। কি রকম বেয়াড়া কাজ করুচেন ! দ্যাখো না, কেণ্টকে তাড়ালেন।

গনে। ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে তাঁর চলে যাবার সময় এটা কি ভালো ব্যবহার করলেন ? আমার কথা শোনো, দুজনে এক-জোট হতে হবে। যদি এই ভাবে চলেন, তাহলে আর আমাদের রাজ্য পেয়ে কি লাভ হলো, বলো ?

রীগান। পরে এ সম্বন্ধে কিছু স্থির করা যাবে।

গনে। বুঝেসুঝে শীগ্‌গির যা হয় একটা কিছু করতে হবে আমাদের।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্লষ্টরের দুর্গ—দর-দালান

এড্‌মণ্ড

এড। হে প্রকৃতি, তুমি আমার আরাধ্যা দেবী, আমি তোমার নিয়মের অধীন। কেন তবে সামাজিক কুৎসিত বিধিতে বদ্ধ হবো ? কেন জাতীয় বিধি-নিয়মের বশে দাদার চেয়ে বয়সে কিছু-দিনের ছোট বলে সব হারাবো ? জারজ ! জারজ কেন নীচ হবে ? সতীর গর্ভজাত পুত্রের মত আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—কোথাও এর অসঙ্গতি নেই। —আমার মনে উদারতা আছে, আমার গড়নে সৌষ্ঠব আছে, কেন ওরা আমাকে জারজ বলে ঘৃণা করবে ? কিসের জারজ ?…জারজ ! এস তুমি ভদ্র সুজাত এডগার,—তোমার দেশ আমি অধিকার করবো। সুজাত এড্‌গারকে

পিতা যেমন ভালোবাসেন, জারজ এড্‌মণ্ডকেও ঠিক তেমনি ভালোবাসেন। সুন্দর কথা 'সুজাত'! খুব ভালো কথা, সুজাত! এই চিঠিতে যদি কাজ হয়—আর আমার মতলব হাসিল হয়—জারজ এড্‌মণ্ড সুজাতকে হারাবে। আমি মাথা তুলে দাঁড়াতে চাই। আমি উঠবো। দাঁড়াবো। হে স্বর্গের দেবতাগণ, এই জারজকে তোমরা কৃপা করো—তার সহায় হও!

(গ্লষ্টরের প্রবেশ)

গ্লষ্টর। কেণ্টকে দেশত্যাগী করা হলো! ফ্রান্সের রাজা রাগ করে চলে গেলেন! আজ রাত্রে মহারাজও চলে গেলেন। তাঁর আধিপত্য দান করেছেন—কৃপার দানে এখন জীবন-ধারণ করবেন! আগাগোড়া খেয়াল! এড্‌মণ্ড যে! কেমন আছ? কি খবর?

এড। আজ্ঞে না—খবর বিশেষ কিছু নেই।

গ্লষ্টর। তাড়াতাড়ি ও চিঠিখানি জেবে রাখলে কেন?

এড। আজ্ঞে, কৈ, না, আমি তো কিছু জানি না।

গ্লষ্টর। কি কাগজ পড়ছিলে?

এড। আজ্ঞে, কৈ—না।

গ্লষ্টর। না! ভয়ে তাড়াতাড়ি জেবে চিঠি রাখলে,—কিছু না হলে লুকোবার কি দরকার ছিল?

এড। জোড় হাত করে বলছি মশায়, আমায় মাপ করবেন। আমার দাদার লেখা চিঠি। সমস্তটা এখনও পড়া হয়নি। যতটুকু পড়েছি, মানে, আপনার দেখবার মত নয়।

গ্লষ্টর। চিঠি দেখি।

এড। রাখলে আমার অপরাধ—দিলেও আমার অপরাধ! চিঠির লেখা যতখানি বুঝতে পেরেছি, মারাত্মক দোষের।

গ্লষ্টর। দোষের! দেখি।

এড। আমার দাদার হয়ে বলছি, তিনি আমায় পরীক্ষা করবার জন্য এ চিঠি লিখেছেন।
(পত্র দান)

গ্লষ্টর। (পত্র পাঠ)
"বৃদ্ধদের মান্য করে, আমাদের জীবনের ভালো সময়টুকু বৃথা কেটে যায়,—আমাদের প্রাপ্য বিষয়-অধিকার পেতে বিলম্ব ঘটে। যখন সে সম্পত্তি পাওয়া যায়, বার্দ্ধক্য-দোষে ভোগ হয় না। বার্দ্ধক্যের অত্যাচার সহ্য করা আমার মতে ভুল—মহা-ভুল। বৃদ্ধেরা ক্ষমতা-বলে আধিপত্য করে না, অন্যের অনুমতিতে করে। আমার কাছে এস। এ বিষয়ে আরও আলোচনা করবো। আমাদের পিতা চিরনিদ্রিত হলে তুমি চিরকাল অর্দ্ধেক বিষয় ভোগ করবে এবং আমার প্রিয় ভ্রাতা বলেই পরিগণিত হবে। ইতি এড্‌গার।" থামো।...এ বিদ্রোহ! "পিতা চিরনিদ্রিত হলে তুমি চিরকাল অর্দ্ধেক বিষয় ভোগ করবে,"—আমার পুত্র এড্‌গার! তার হাত থেকে এ লেখা বেরিয়েছে? তার মনে এমন চিন্তা উদয় হলো! এ চিঠি কখন্ পেয়েচো? কে তোমার কাছে এ চিঠি নিয়ে এলো?

এড। প্রভু, কেউ আমার কাছে আনে নি—ঐটুকুই রহস্য! আমার ঘরের খোলা জানালার মধ্য দিয়ে ফেলে গেছে।

গ্লষ্টর। এ তোমার দাদার হাতের লেখা, দেখে তুমি চিন্‌তে পেরেছ?

এড। প্রভু, লেখার কথাগুলো যদি ভালো হতো—শপথ করে বলতেম, তারি লেখা—কিন্তু যে সব কথা এ চিঠিতে লেখা, আমার ইচ্ছা, বলি,—তার লেখা নয়।

গ্লষ্টর। তারই লেখা।

এড। তার হাতের লেখা বটে। কিন্তু মনে হয়, কথাগুলো তার মনের কথা নয়।

গ্লষ্টর। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে তোমায় সে কিছু বলে নি?

এড। কখনো না। তবে এ কথা বলতেন যে, পুত্র যোগ্য হলে এবং পিতা বৃদ্ধ হলে পুত্রের অধীনে পিতার থা উচিত এবং পুত্রই করবে সমস্ত বিষয়ের উপর আধিপত্য।

গ্লষ্টর। দুরাত্মা! দুরাত্মা! তার মনের ভাব এ পত্রে প্রকাশ পেয়েছে প্রতি ছত্রে। নীচ অস্বাভাবিক ঘৃণিত পশু! না, না, পশুর চেয়েও নীচ! যাও, তার সন্ধান করো। তাকে আমি চাই। এই দণ্ডে!...ঘৃণিত দস্যু! কোথায় সে এখন?

এড। আমি ঠিক জানি না। যদি আপনি অনুগ্রহ করে দাদার উপর এ ঘৃণা রোধ করতে পারেন, অন্ততঃ যতক্ষণ না তার মনোগত অভিপ্রায় জানা যায়, আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। মানে, আপনি তার অভিপ্রায় ভালো রকম না জেনে তার বিরুদ্ধে গুরুতর যদি কিছু করেন, তা হলে আপনার মানের হানি হবে, আর তার বশ্যতারও হানি হবে। আমি আমার জীবন পণ করতে পারি, আপনার উপর আমার ভক্তি-পরীক্ষা

করবার জন্য সে এ পত্র লিখেছে! এতে বিপদের আশঙ্কা করবেন না।

গ্লষ্টর। তুমি তাই বিবেচনা করো?

এড। আপনি যদি বলেন, আমি আপনাকে এমন জায়গায় রাখবো, যেখান থেকে আপনি আমাদের কথাবার্ত্তা সব শুনতে পাবেন এবং শুনে আসল ব্যাপার বুঝতে পারবেন। বেশী দেরী করার প্রয়োজন কি!—আজই সন্ধ্যার সময় আপনি সব জানতে পারেন।

গ্লষ্টর। এতখানি পৈশাচিক বৃত্তি তার হবে!

এড। না, না, মিছে এ-সব কথা ভেবে কেন আপনি মন খারাপ করচেন!

গ্লষ্টর। তার জন্মদাতা পিতা,—যে তাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসে। স্বর্গ আর মর্ত্ত্য! এড্‌মণ্ড, তার সন্ধান কর; তোমার উপর যাতে তার বিশ্বাস খুব বেশী হয়, এমন ব্যবস্থা করে তার কাছ থেকে সব কথা বার করে নাও—বেশ কৌশলে কাজ কর। যা ন্যায়, এমন কাজ করতে আমি সম্বন্ধ বিচার করবো না।

এড। আমি এখনি তার সন্ধান করচি,—সুবিধা-মত কাজ শেষ করে আপনাকে সব জানাবো।

গ্লষ্টর। গত সূর্য্য আর চন্দ্রগ্রহণ আমাদের পক্ষে হানিকর। বিজ্ঞানে এর অন্য অর্থ থাকলেও, মানুষের জীবনে এ গ্রহণ মহা-অশান্তিকর। ভালোবাসা শিথিল করা, বন্ধুত্ব নাশ, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, নগরে-বিদ্রোহ, দেশে অন্তর্বিরোধ, রাজবাড়ীতে রাজবিদ্রোহ, পিতা-পুত্রে সম্পর্ক-ছেদ—সব অমঙ্গল ঘটে এই গ্রহণের ফলে। আমার এই দুষ্ট পুত্রের গ্রহবৈগুণ্য ঘটেছে! পুত্র হয়ে পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায়! রাজা স্বভাবচ্যুত হয়েছেন,—পিতা আজ সন্তানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে! জীবনে সুখের দিন কেটে গেছে! এখন শুধু ষড়যন্ত্র, শত্রুতা, বিশ্বাস-ঘাতকতা! জীবনের শেষ দিনগুলো অশান্তিতে পূর্ণ করে তার পরে কবর! এই দুর্জ্জনের সন্ধান করো! এতে তোমার কোনো ক্ষতি নেই,—কিন্তু খুব সাবধান! উদারচরিত সদাশয় কেণ্ট দেশ থেকে চলে গেছেন! তাঁর অপরাধ? তিনি সত্যবাদী! অদ্ভুত! অদ্ভুত!

[গ্লষ্টরের প্রস্থান]

এড। জগতে এ এক মজার বুজরুকী! আমাদের অদৃষ্ট মন্দ হলে (যা আমাদের কর্ম্মফলে ঘটে) আমাদের দুঃখের জন্য সূর্য্য-চন্দ্র আর নক্ষত্র-গুলোকে করি দায়ী! যেন অদৃষ্ট-দোষে আমরা দুর্জ্জন, দেবতার শাপে নির্ব্বোধ, গ্রহের ফলে জোচ্চোর, চোর, বিশ্বাসঘাতক! গ্রহবৈগুণ্যে আমরা মাতাল, মিথ্যাবাদী, পরদার-রত! ভগবানের লেখার ফলেই আমরা যত কিছু অপরাধ করি—অনাচার করি—শত দোষে দুষী হই। এড্‌গার! বাঃ! সেকেলে নাটকের নটের মত ঠিক সন্ধিস্থলেই

(এড্‌গারের প্রবেশ)

হাজির! ওর আসার পূর্ব্বে আমিও নাগা ফকিরদের মত কাঁদুনি সুরু করি। হায়, হায়, এই গ্রহণই পারিবারিক-বিবাদের সূচনা করে। মা—পা—ধা—গা—

এড্‌গা। কি ভাই এড্‌মণ্ড,—কেমন আছো? গভীর গবেষণায় নিমগ্ন দেখছি যে!

এড্‌। সেদিন একটা ভবিষ্যৎ-গণনা পড়ে ইস্তক গত গ্রহণের ফলের কথা ভাবছিলেম।

এড্‌গা। এ নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ!

এড। যা পড়া গেল, তা যে ঠিক-ঠাক মিলে যাচ্ছে। কি রকম শুনবে? সন্তান আর পিতা-মাতা—দুয়ের মধ্যে অস্বাভাবিক ব্যবহার,—মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, বন্ধুত্ব-নাশ, রাজ্যে বিরোধ-বিচ্ছেদ, রাজা আর সভাসদের মধ্যে আতঙ্ক, মিথ্যা অবিশ্বাস, বন্ধু-নির্ব্বাসন, বিবাহ-বন্ধন-ছেদ—কে জানে, আরও কত কি!

এড্‌গা। কতদিন থেকে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তোমার এমন জ্ঞান হয়েছে?

এড। ও সব কথা যাক্! বাবার সঙ্গে এর মধ্যে দেখা হয়েছিল?

এড্‌গা। কেন? কাল রাত্রে দেখা হয়েছে।

এড। তোমার সঙ্গে কোন কথা হয়েছিল?

এড্‌গা। প্রায় দু ঘণ্টা ধরে…অনেক কথা।

এড। যখন চলে এলে, তখন তাঁর কথায় বা মুখের ভঙ্গীতে কোনোরকম বিশেষ কিছু ভাব লক্ষ্য করেছিলে?

এড্‌গা। কৈ…না।

এড। আমার মনে হয়, তোমার উপর তিনি বিরক্ত হয়েছেন। আমার কথা শোনো, এখন তাঁর সামনে যেয়ো না, অন্ততঃ যতক্ষণ না তাঁর রাগ পড়ে! তাঁর এখন এমন রাগ হয়েছে যে তোমায় দেখতে পেলে কি যে হবে, তার ঠিক নেই।

এড্গা। কোনো বদমায়েস ফন্দীবাজ তাহলে আমার নামে নিশ্চয় কিছু লাগিয়েছে!

এড। আমারও তাই মনে হয়। তবু তোমায় আমি অনুরোধ করছি, যতক্ষণ না তাঁর রাগ পড়ে, ততক্ষণ তাঁর সামনে যেয়ো না। আমার কথা শোনো—এখন আমার ওখানে যাও। সেখানে আমি তোমাকে তাঁর মনের পরিচয় দেবো। আমার কথা রাখো, যাও,—এই নাও আমার চাবি। যদি বাহিরে যাও, সশস্ত্র হয়ে যেয়ো।

এড্গা। সশস্ত্র কেন?

এড। তোমার ভালোর জন্যই বলছি, ভাই। সশস্ত্র হয়ে যেয়ো,—পিতা যদি তোমার উপর রাগ না করে থাকেন, তা'হলে আমায় মিথ্যাবাদী বলে জেনো। যেটুকু আমি দেখেছি আর শুনেছি, তা থেকে বল্ছি,—সেই দেখা-শোনাতেই আমার প্রাণ শুকিয়ে গেছে,—তোমাকে জোড় হাত করে বল্ছি, ভাই, এখন যাও।

এড্গা। তুমি শীঘ্র আস্চো তো?

এড। নিশ্চয়। আমাকে তোমার সহায় বলে জেনো।

[এড্গারের প্রস্থান

কান্-পাৎলা বাপ, আর উদার ভাই! এমন সুন্দর যার স্বভাব, কাকেও যে সন্দেহ বা অবিশ্বাস করে না, যার স্বভাবের উপর নির্ভর করে আমার আজ দিব্যি আরামে দিন কাটছে—আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, জন্ম লাভ করে যা পাই নি, বুদ্ধি-বলে আমি তা আয়ত্ত করবো।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

এলবেনীর গৃহ

(গনেরিল ও ভৃত্যের প্রবেশ)

গনে। বাবা কি তাঁর বয়স্যকে ধম্কাবার জন্য আমার চাকরকে মেরেছেন?

ভৃত্য। হাঁ, রাণী-মা।

গনে। দিন-রাত আমায় জ্বালাতন করচেন! প্রতি-মুহূর্ত্তে একটা না একটা অপরাধ করে আমাদের সব কাজে ঝঞ্চাট বাধিয়ে তোলেন। এ আমি সহ্য করবো না। তাঁর সভাসদদের নিয়ে জটলা করবেন, আর সামান্য ছলছুতো ধরে দেবেন আমাদের দোষ। শীকার থেকে তিনি ফিরে এলে আমি তাঁর সঙ্গে কথা কইবো না। বলো, আমার অসুখ করেছে। আর আগেকার মত যদি…অর্থাৎ তোমার কাজে যদি অবহেলা দেখাও—তাহলে ভালোই হবে। যদি তিনি দোষ ধরেন, আমি তার জবাব দেবো।

ভৃত্য। ঐ তিনি আস্ছেন রাণী-মা। ঐ ভেরী বাজে। (ভেরী-নিনাদ)

গনে। তুমি আর অন্য দাস-দাসীরা তাঁর কাজে খুব ব্যাজার-ভাব দেখিয়ো। তাঁকে আমি জানাতে চাই, এখানে আমার ব্যবস্থা যদি তাঁর পছন্দ না হয়, তিনি যেন মেজো-বোনের কাছে যান। তাঁর মনের ভাব আমি বেশ জানি। আমার কিম্বা মেজ বোনের কাছে তাঁর অত আধিপত্য আর চল্‌বে না। বুড়ো হয়েছেন—বুদ্ধি লোপ পেয়েছে—তবু এখনও সাধ, কর্ত্তৃত্ব করবেন! আমি ঠিক বল্‌তে পারি, বোকা বুড়োরা ঠিক ছোট ছেলেদের মত—যখন বেগড়ায়, তখন ধমকে আর আদরে তাদের বাগে রাখতে হয়। যা বললেম, যেন মনে থাকে।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে রাণী-মা।

গনে। ওঁর সভাসদদের সঙ্গেও ভালো ব্যবহার করবার দরকার নেই। সে জন্য ভয় নেই। তোমার সঙ্গীদের এই কথা বলে দেবে,—এই নিয়েই আমি সব কথা তুলবো,—মেজোকেও এখনি চিঠি লিখে আমার মত এমনি ব্যবহার কর্‌তে পরামর্শ দেবো।…খাওয়ার আয়োজন করো গে।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

দর-দালান

(ছদ্মবেশী কেন্টের প্রবেশ)

কেন্ট। আমার গলার আসল স্বরটুকু যদি বদলাতে পারি, সেই সঙ্গে সাধু-ইচ্ছাটুকু কথার পালিশে গোপন করতে পারি, তবেই ছদ্মবেশ সার্থক হবে। নির্ব্বাসিত কেন্ট! তোমায় নির্ব্বাসিত করেছেন! যদি তাঁর উপকার তুমি কর্‌তে পারো, তা হলেই তোমার প্রাণের প্রভু—যাঁকে তুমি

আন্তরিক ভালোবাস,—তোমার প্রভুভক্ত দাস বলে চিনতে পারবেন।

(ভেরী-ধ্বনি)

(লীয়ার, সভাসদ্‌গণ এবং অনুচরবর্গের প্রবেশ)

লীয়ার। আমি আহারের জন্য এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করবো না,—শীঘ্র সব প্রস্তুত করো।

[একজন ভৃত্যের প্রস্থান

তুমি কে?

কেন্ট। মানুষ।

লীয়ার। তুমি কি করো? এখানে প্রয়োজন?

কেন্ট। আজ্ঞে, বাহিরে আমায় যেমন দেখচেন, কাজেও আমি তাই। অর্থাৎ যিনি আমাকে বিশ্বাস করেন, তাঁর কাজে আমি প্রাণ পণ করি। যিনি সত্যপ্রিয়, তাঁকে আমি ভালোবাসি; যিনি জ্ঞানী, যিনি অল্প কথা কন, তাঁর সঙ্গে শুধু কথাবার্ত্তা কই। শাস্তিকে চিরদিন ভয় করি,—যখন নিরুপায় হই, তখনই শুধু আমি অস্ত্র ধরি।

লীয়ার। কে তুমি?

কেন্ট। সাদাসিধে লোক মশায়—আর মহারাজের মতই গরীব।

লীয়ার। রাজা হয়ে তিনি যেমন গরীব, প্রজা হয়ে তুমি যদি তেমন গরীব হও, তাহলে নিশ্চয় তুমি খুবই গরীব। তা, তুমি কি চাও?

কেন্ট। আজ্ঞে, কাজ করতে চাই।

লীয়ার। কার কাছে কাজ করবে?

কেন্ট। মশায়ের কাছে।

লীয়ার। আমাকে তুমি চেনো?

কেন্ট। না মশায়, তবে আপনার মুখে প্রভুত্বের লক্ষণ দেখছি। আপনাকে প্রভু বলতে ইচ্ছা হচ্ছে।

লীয়ার। কি লক্ষণ দেখচো?

কেন্ট। আজ্ঞে, রাজ-লক্ষণ।

লীয়ার। কি কাজ তুমি জানো?

কেন্ট। আজ্ঞে মশায়, আমি খুব সৎপরামর্শ দিতে পারি,—ঘোড়ায় চড়তে পারি, দৌড়ুতে পারি, অদ্ভুত গল্প বলবার মুখে মাটি করে দিতে পারি,—খবর দিতে হলে এক-রকম করে তাও দিয়ে আসতে পারি। মোট কথা, সবাই যা করতে পারে, আমিও তা পারি। অর্থাৎ খুব খাটতে পারি।

লীয়ার। তোমার বয়স কত?

কেন্ট। আজ্ঞে, তা, বয়স এমন অল্প ভাববেন না যে কোনো সুন্দরীর মধুর স্বরে মোহাচ্ছন্ন হবো! আবার এমন বুড়োও হইনি যে সুন্দরীর প্রতি হাব-ভাবে একেবারে বিভোর হয়ে যাবো! অর্থাৎ আমার পিঠে এখন আটচল্লিশ বছর ভর করেছে।

লীয়ার। বেশ! আমার সঙ্গে তুমি থাকো। আমার কাছে কাজ করতে যদি আহারের পর অনিচ্ছা না হয়, তোমাকে আমি আমার কাছেই রাখবো। খাবার নিয়ে এস। আমার বয়স্য কোথায়? যাও, আমার বয়স্যকে ডেকে আনো।

(অস্‌ওয়াল্ডের প্রবেশ)

কোথায় যাচ্ছ দেওয়ান-মশাই? আমার কন্যা কর্ডিলিয়া কোথায়?

অস্। আজ্ঞে··· [প্রস্থান

লীয়ার। কি বলে,—ও গাধাটাকে ফেরাও তো! আমার বয়স্য কোথায়? সবাই মরেছে না কি? কি রকম! কোথায় সে হতভাগা?

সভা। আজ্ঞে প্রভু, ও বলছে, আপনার কন্যার শরীর অসুস্থ।

লীয়ার। নফর বেটাকে ডাকলেম, তা ফিরে তাকালো না! এর মানে?

সভা। আমাকে পষ্ট জবাব দিলে মশায় যে, 'ও শুনবে না!

লীয়ার। শুনবে না!

সভা। না প্রভু! জানি না, কি হয়েছে,—কিন্তু আমার বিশ্বাস, আগের মত আর মহারাজের আদর-অভ্যর্থনা বা সেবা-পরিচর্য্যা হচ্ছে না! যত্নের খুব ত্রুটি দেখছি। চাকর-বাকর, আপনার জামাই-মেয়ে—সকলেরই দেখছি এক ভাব।

লীয়ার। বলো কি!

সভা। আজ্ঞে, আমার ভুল হলে মাপ করবেন। আমার প্রার্থনা, মহারাজের অমর্য্যাদা দেখলে কর্ত্তব্যানুরোধে সে কথা আমাকে বলতেই হবে।

লীয়ার। তোমার কথা শুনে আমার বিশ্বাস আরও বাড়লো,—ইদানীং আমিও যেন তাচ্ছল্য-ভাব লক্ষ্য করছি,—আমার খুঁৎখুঁতে স্বভাব বলেই মনে করছিলেম! কিন্তু এ কথা ভাবিনি যে এর মধ্যে অভিসন্ধি আছে! হুঁ, বিশেষ করে দেখতে হবে। আমার বয়স্য কোথা গেল? তাকে আমি দুদিন দেখি নি।

সভা। আমাদের ছোট-মা ফ্রান্সে যাওয়া অবধি সে যেন একেবারে শুকিয়ে গেছে।

লীয়ার। সে কথার প্রয়োজন নেই। যা দেখবার, আমিও দেখেছি। যাও, আমার কন্যাকে বলোগে, তার সঙ্গে আমি কথা কইতে চাই। আর আমার বয়স্যকে ডাকো।

(অস্‌ওয়াল্ডের পুনঃপ্রবেশ)

মশায়, মশায়, এ দিকে আসুন। আমাকে চিন্‌তে পারেন ?

অস্। ও! আমাদের রাণী-মার বাবা-মশায় !

লীয়ার। রাণী-মার বাবা! রাজার দাস! বে-জন্মা কুকুর! ক্রীতদাস!

অস্। আজ্ঞে, ও রকম কথা আমায় বল্‌বেন না, মশায়।

লীয়ার। বদমায়েস, আমার সঙ্গে সমানে উত্তর দিস্! (প্রহার)

অস্। আজ্ঞে, আমার গায়ে হাত দেবেন না, মশায়।

কেণ্ট। গায়ে হাত কি! তোর পা ধরে উল্‌টে দেবো। (উল্টাইয়া দিলেন)

লীয়ার। বাঃ! বেশ কাজ করেছ,—বেশ! তোমায় আমি মাথায় করে রাখ্‌বো।

কেণ্ট। উঠে আস্তে আস্তে পালা। চাকরে-মনিবে কত তফাৎ, তোকে হাড়ে হাড়ে সে শিক্ষা দেবো। পালা—পালা! ফের যদি দড়াম করে পড়বার ইচ্ছা না থাকে আর ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে তো পালা!

(ধাক্কা দিয়া অস্‌ওয়াল্ডকে দূরীকরণ)

লীয়ার। বেশ করেছ! তোমার পুরস্কার নাও। (পুরস্কার দান)

(বয়স্যের প্রবেশ)

বয়স্য। একেও দলে নেওয়া যাক্।—পরো বাপধন মাথায় আমার এই গাধার টুপি।

(কেণ্টকে টুপি দিল)

লীয়ার। খবর কি ?

বয়স্য। আজ্ঞে মশায়, আপনার মাথার ঐ টুপিটা দিলেই ভালো হতো।

কেণ্ট। কেন রে বোকা ?

বয়স্য। কেন ? মানে, যার সময় মন্দ, তার সঙ্গে যোগ দিলেই আজকালকার দিনে মানুষ বোকা হয়। জল উঁচু না বল্‌তে পারলেই মুস্কিল,—অমনি বেগ্‌ড়ালেন। আর বাইরে বসে করো তুমি ঠাণ্ডা ভোগ! এই আমার টুপি নাও। এ টুপি তোমার মাথায় সাজবে ভালো। দুটি কন্যাকে তাড়িয়েছেন, আর একটিকে ভুলে আশীর্ব্বাদ করে ফেলেছেন। বললেন, তুমি যদি এঁর সঙ্গে থাকো তোমাকে গাধার টুপি পরতে হবে—কি বলো খুড়ো ? তাই ভাবি, আমার যদি দুটো টুপি থাক্‌তো, আর দুটি কন্যা…

লীয়ার। কেন ? তা হলে কি হতো ?

বয়স্য। দুটি মেয়েকে বিষয়-সম্পত্তি যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে, গাধার টুপি দুটি নিয়ে আমি থাক্‌তেম! এই একটা টুপি আছে। নাও এটি! আর একটি তোমার মেয়ের কাছ থেকে ভিক্ষা মেগে নিয়ো।

লীয়ার। চাবুক ভুলে গেছিস্—না ?

বয়স্য। আজ্ঞে, জগতে সত্য বলে যে একটি জিনিষ আছে, সে হলো কুকুর; তার গর্ত্তে থাকা ভালো! তাকে চাবুকে বার করতে হবে, কিন্তু কুকুর-গৃহিণী মহা আদরে আগুনের কাছে থেকে সারা ভুবন গন্ধে ভরিয়ে তুলবেন।

লীয়ার। ওঃ বিষ! বিষ!

বয়স্য। খুড়ো, আমি তোমাকে বক্তৃতা শোনাবো।

লীয়ার। শোনাও।

বয়স্য। তবে ইয়াদ রাখো খুড়ো—

থাকে যেন বেশী, বাইরে যা দেখাও;
জানো যত, তার চেয়ে কম কথা কও;
আছে যত, তার চেয়ে কম ধার দিও;
হাঁটবার চেয়ে বেশী দূর ঘোড়ায় চেপে যেও;
শেখো বেশী যত বিশ্বাস তার কর আর না কর;
বাজী রেখো কম, তবে বেশী পাশা ছাড়;
বেশী তোমার থাকবে তেমন,
দু'দশ চেয়ে কুড়ি যেমন।

লীয়ার। কিছু হলো না রে বোকা!

বয়স্য। তবে এ মিনি-পয়সায় উকিলের বক্তৃতা হলো! তুমি তো আর ফী দাও নি খুড়ো! কিছু-নয় থেকে, কি কিছু বার কর্‌তে পারো না ?

লীয়ার। না। ফাঁকা আওয়াজে কাজ হয় না, বাপু।

বয়স্য। (কেণ্টের প্রতি) বলে দিন তো মশায়, ওঁর এত জমি-জায়গা আছে, তার কত খাজনা উনি পান ? সব শূন্যি। হুঁঃ, বোকার কথা কে বা বিশ্বাস করে!

লীয়ার। এঁকো বোকা।

বয়স্য। আচ্ছা, বলো দিকি, এঁকো বোকা, আর সরল বোকায় তফাৎ কি ?

লীয়ার। জানি না। বলো।

বয়স্য যে তোমায় শেখালে রাজা রাজত্ব
ছাড়িতে,—
বসাও তারে আমার পাশে,
না হয় তুমিও পারো বসিতে।
নিরেট বোকা আর সরল বোকা—
রাজা এখনি পাবে দেখিতে—
একটি তার বাউল সেজে আছে এখানে,—
আর একটি—এই যে সবাই পাচ্ছেন দেখিতে।

লীয়ার। তুমি আমায় বোকা বলচো?

বয়স্য। বলি রাজা, আর-আর খেতাব সবই তো দান করেছ, এখন বাকী আছে শুধু একটি।

কেণ্ট। প্রভু, এ বোকা নয়।

বয়স্য। কি করে বোকা হবো, বলো? আমীর-ওমরারা কি আমায় বোকা হতে দেবে! যদি একচেটে বোকার ব্যবসা চালাই, অমনি বড় লোকগুলো দোকান খুলে হবেন তার অংশীদার। মেয়ে-জাতটাও ফেলা যায় না মশাই। তারাও ছেড়ে কথা কয় না! যেখানে বোকা, সেইখানেই তাঁরা হাত বাড়াচ্ছেন। খুড়ো, একটি ডিম দাও দিকি বাবা, আমি তোমায় দুটো মুকুট দেবো।

লীয়ার। কি রকম দুটো মুকুট?

বয়স্য। কেন, ডিম দুটির শাঁস খেয়ে ফেলবো আর খোলা দুটি হবে দুই মুকুট যখন তোমার রাজ-মুকুটখানি দু'ভাগ করে দুজনকে দিলে, তোমাকেই কাদার উপর দিয়ে তোমার গাধা বইতে হলো, গাধার পিঠে আর তোমার চড়া হলো না। তোমার ঐ টেকো মাথার খুলিতে কিছু বুদ্ধি নেই বাবা! থাকলে সোনার মাথার খুলি, তোমার সে মুকুটটি দান করতে না! যদি বোকার মত কথা না কয়ে থাকি, তো চাবুক লাগাও।
কখনও বোকার দাম এত কমে নাকো;
বুদ্ধিমান হলে বোকা—বোকা বাঁচে নাকো!
তাদের যা বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে,
কোমর বেঁধে বোকার দলে তারা মিশেছে।

লীয়ার। কতদিন থেকে এমন কবি হয়েছ?

বয়স্য। যে দিন থেকে খুড়ো, তুমি তোমার মেয়েদের মা-ঠাকরুণ বানিয়েছ!
তাদের হাতে দিলে চাবুক
পিঠের কাপড় তুলে,
সুখের চোটে কেঁদে তাদের চক্ষু গেল ফুলে!
দেখে আমি পরাণ-ভয়ে গাইছি তাদের সনে।
রাজা যখন খেলা করে কচি খোকা-রানে,
বোকা তখন কোমর বেঁধে চেচায় আপন-মনে।
খুড়ো, একটা কাজ করো বাবা—
একটা মাষ্টার রাখো,—
তোমার ভাঁড়কে মিথ্যে কথা শেখাবে। মিথ্যে কথা শিখতে আমার বড্ড সাধ হয়েছে।

লীয়ার। মিথ্যা কথা বললে চাবুক লাগাবো।

বয়স্য। বুঝতে পারলেম না বাবা মনের তত্ত্ব। তুমি আর তোমার মেয়েগুলি কি ধাতে তৈরী, বুঝলেম না। সত্য বললে তারা চাবুক লাগাবে—আর মিথ্যে বললে তুমি দেবে চাবুক! চুপ করে থাকলেও নিস্তার নেই। যা হয় একটা কিছু হবে, আর বোকা বনছি না! যাই হই মোদ্দা, তা বলে খুড়ো তোমার মত হবো না। তোমার বুদ্ধি দুভাগে ভাগ করেছো, মাঝে আর কিছু নেই, বাবা। এই নাও, তোমার বুদ্ধির এক ভাগ যিনি পেয়েছেন, তিনি আসছেন।

(গনেরিলের প্রবেশ)

লীয়ার। কি মা? কপালে কাপড় বেঁধেছ কেন? রাগে কুঞ্চিত-কপোল হয়েছিলে?

বয়স্য। তখন তোমার সময় ভালো ছিল খুড়ো, যখন মেয়েদের চোখ-রাঙানির তোয়াক্কা রাখতে না! এখন খুড়ো, তুমি বেবাক শূন্যি—অঙ্কশাস্ত্রের ভুয়ো শূন্যি—নিজের যার কোনো দাম নেই! আমিও তোমার চেয়ে ভালো—আমি তবু বোকা! তুমি কি নও? আচ্ছা, এখন চেপে যাই। (গনেরিলের প্রতি)
কিছু নাই যার,
বড় দরকার তার—
এই দেখ খোলা-সার।

গনে। শুনহ রাজন্, তব বয়স্য বচন নাহি গণি—
বচনে তাহার আছে অধিকার।
আর যত সভাসদ্, দিবারাতি বিবাদে মগন;
সর্ব্ব কার্য্যে ধরে দোষ,
মর্য্যাদা নাশিয়া বাদ-বিসম্বাদে রত;
মনেতে আছিল—জানায়ে তোমারে,
এ সবের প্রতিকার পাইব নিশ্চিত।
কিন্তু তব বাক্য আর কার্য্য হেরি,
সে বিশ্বাস ঘুচিয়াছে।
এ সবের নায়ক সে তুমি,
উৎসাহে মাতাও সবা অনুমতি-দানে;
অন্য ভাব হলে তব

শাস্তি দাঁবে পেতো সমুচিত—ঘুচিত জঞ্জাল।
রাজত্বের শুভাশুভ গণি
প্রতিকার উচিত ইহার।
হই যদি অপরাধী তায়—
রাজ্যরক্ষা-হেতু তাহা করিব নিশ্চিত।
বয়স্য। খুড়ো, এ সব খাপ্পা হচ্ছে, বাবা!
কাকের বাসায় কোকিল বাড়িতে থাকে—
বড় হয়ে সে কোকিল তাড়াইল কাকে।
বিষয়-সম্পত্তি সাথে গেল আশা-ভাষা—
এবারে শুকায়ে তুমি গুঁড়া হও খাশা!
লীয়ার। তুই কি তনয়া মোর?
গনে। স্থির হও। আগে তোমার যেমন বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল, যেমন ভাবে থাকতে, তেমনি থাকো! এ দুর্বুদ্ধি ত্যাগ করো।
বয়স্য। আচ্ছা, গাড়ী যখন ঘোড়া টানে, তখন গাধা কিছু টের পায় না? হেট্-হেট্ বাবা, হেট্।
লীয়ার। বল্‌তে পারো, আমি কে? কেন আমি আর লীয়ার নই? লীয়ারের চলন কি এমনি? তার ভাষা এমনি? লীয়ারের চক্ষু আজ অন্ধ, তার জ্ঞান লোপ পেয়েছে! না হয়, বিবেচনা-শক্তি নষ্ট হয়েছে! আমি জেগে আছি? না, ঘুমোচ্ছি? না, এমন হতে পারে না!—কে? কে? কে আমায় বল্‌তে পারে, আমি কে?
বয়স্য। তুমি রাজা লীয়ারের ছায়া! আর কিছু নও।
লীয়ার। আমি জান্‌তে চাই, আমার রাজ-লক্ষণের বলে—বুদ্ধি কিম্বা জ্ঞানে অনুভূত হয় যে, রাজা লীয়ার আছে; তার কন্যা আছে। সম্প্রতি যে ব্যবহার পেয়েছি, তাতে কিছুই বিশ্বাস হচ্ছে না।
বয়স্য। তারা এখন বাপের ছায়াকে চায়, আজ্ঞা মেনে চলুক।
লীয়ার। ভদ্রে তোমার নাম?
গনে। শুনহ রাজন! হেরি এ বিস্ময় তব
মনে হয়, চতুর চাতুরী খেলা খেলিছ নূতন!
প্রার্থনা আমার, অভিপ্রায় বুঝহ নিশ্চিত,
এ বৃদ্ধ বয়সে জ্ঞান উচিত তোমার।
শত সভাসদ আজি রেখেছ হেথায়,—
অসংযমী, অত্যাচারী, উদ্ধত সকলে;
রাজগৃহ করিয়াছে সুরার বিপণি
হীন ঘৃণ্য অন্ত্যজের আচরণে, দেখি।
কামাচারী বিলাসীর দল
মোর গৃহ
আড্ডা করিয়াছে—যেন নটীর আলয়!

লজ্জা-ভরে এইক্ষণে চাহি প্রতিকার।
কথা রাখ, যাচি আমি—
নহে স্বহস্তে ছেদিব বাধা।
সংখ্যায় করহ ন্যূন দল-বল তব।
রবে যারা, কার্য্য তারা
করিবে বুঝিয়া—তোমার বার্দ্ধক্য-মত।
লীয়ার। কি পাপ! অশ্ব মম কর সুসজ্জিত।
ডাকো মোর সভাসদগণে,
অতি নীচ…কন্যা মোর নোস্ তুই কভু!
আমা হতে ক্লেশ আর হবে না সহিতে—
এখনও রয়েছে অন্য তনয়া আমার।
গনে। ভৃত্যে মোর করেছ প্রহার;
অত্যাচারী সঙ্গীদল তব
প্রভুত্ব খাটায় সবে তাদের উপর!

(এল্‌বেনীর প্রবেশ)

লীয়ার। হতভাগ্য সেই, অনুতাপ করে যে পশ্চাতে।

(এল্‌বেনীর প্রতি)

আসিয়াছ মহাশয়, তব অভিমত প্রস্তাব ইহার,
শুন কথা—অশ্ব কর সুসজ্জিত।
কৃতঘ্নতা!—পিশাচী পাষাণী তুই!
আরো ভয়ঙ্কর কুৎসিত আকার হয়
সন্তানে যখন তুই করিস আশ্রয়!
সামুদ্রিক জন্তু ক্ষুদ্র তোর তুলনায়!
এল্। শান্ত হন্ মহারাজ!
লীয়ার। ঘৃণিতা গৃধিনী তুই!
মিথ্যা-বিষে রসনা পূরিত—
সঙ্গী মোর সবে মানবের অগ্রগণ্য,—
জানে তারা কার্য্য বিধিমতে,
প্রতি কার্য্যে মর্য্যাদা রাখিছে নিতি;
কর্ডিলিয়ার অতি-ক্ষুদ্র অপরাধ
ধরেছিল কুৎসিত আকার,—
যাতনায় স্বভাবের বিচ্যুতি ঘটিল,
ভালোবাসা করি দূর!
লীয়ার! লীয়ার! লীয়ার!
আঘাত হানো রে শিরে,
হেন বিমূঢ়তা স্থান দিল যেবা—

(মস্তকে আঘাত করিয়া)

বিবেচনা করি দূর।
যাও, যাও সবে।
এল্। মহারাজ আমি নির্দ্দোষ, আপনার ক্রোধের কারণ জানি না।

লীয়ার। হতে পারে, জানো না সকলি।
শুন শুন হে প্রকৃতি, পূজ্যা দেবি,
শুন মোর বাণী,
রোধ কর অভিপ্রায় তব—
সন্তানের ভার যদি লিখে থাকো ভালে,
জঠরে বন্ধ্যাত্ব দাও;
শুষ্ক কর উৎপাদিকা-শক্তি সমুদয়!
ঘৃণিত ও-দেহ হতে সন্তান না জনমে কখনো
বাড়াইতে মান ওর জননী বলিয়া!
সন্তান-জনম যদি না পারো রোধিতে,
কুসন্তানে দিক্ স্থান গর্ভেতে উহার,—
জীবিত থাকিতে যেন দিয়ে জলাঞ্জলি
মাতৃস্নেহ, মাতৃভক্তি, মাতৃ-সাধ-আশে—
কাঁদায় উহারে সারা দিবস-রজনী—
তরুণ কপোলে যেন মাখায় কালিমা!
দিবানিশি অশ্রুপাতে
শুষ্ক যেন হয় ওর মুখের লালিমা—
মাতৃ-ক্লেশ, যত্ন-স্নেহ
হেয় ঘৃণ্য হয় যেন সবাকার কাছে!
অনুভব করে যেন ওর আশীবিষ
তীব্রতর দংশনের সম!
দংশিয়ে অন্তরে কৃতঘ্নতা—
হেন হীন সন্তান যাহার!
যাই, যাই!

[প্রস্থান

এল্। হায় ভগবান, কোথা হতে ঘটিল এমন!
গনে। কি কাজ জানিয়া তব কারণ ইহার?
বার্দ্ধক্যের ক্রোধ, আপনিই হবে লীন!

(লীয়ারের পুনঃ-প্রবেশ)

লীয়ার। এক কথায় আমার পঞ্চাশজন সভাসদকে
তাড়ালে! এক পক্ষ সময় কাটলো না!
এল্। কি হয়েছে মহারাজ?
লীয়ার। শুনিবে সকলি,
জীবন-মরণ, লজ্জা হয় চিন্তায় আমার—

(গনেরিলের প্রতি)

মনুষ্যত্ব লজ্জা পায় আচারে তোমার!
তপ্ত অশ্রু মোর এই কপোল বহিয়া
ঝরিতেছে হীনমতি কন্যার কারণে।
কুজ্ঝটিকা ঢাকুক তোমায়!
পিতৃশোক-রাশি যেন বিদ্ধ করে তোরে—
অনুভব-শক্তি তোর
ভস্ম যেন হয় তায়।
বার্দ্ধক্যের নয়ন-যুগল!
শোক তব ইহার কারণে—
উখাড়ি নয়ন তোমা দিব বিসর্জ্জন,
নিক্ষেপ করিব জলে এই দণ্ডে তোরে
কালিমাখা কর্দ্দমেরে সিক্ত করিবারে।
হায়, এই ঘটিল কি শেষে!
ঘটুক! এখনো আছে অপর তনয়া,
মূর্ত্তিমতী করুণা সে শান্তি-প্রদায়িনী;—
শুনিলে কাহিনী তব, নখাঘাতে তোরে
খণ্ড খণ্ড করিবেক বাঘিনীর সম।
দেখিবি তখন, আবার পেয়েছি
ফিরে সে পূর্ব্ব গৌরব;
ভাবিস, যা হারায়েছি—দেখিবি তখন
সব···সব ফিরে পুনঃ পেয়েছি নিশ্চিত।

[লীয়ার, কেণ্ট ও অনুচরবর্গের প্রস্থান

গনে। শুনিলে তো কথা?
এল্। তব প্রতি প্রেম মম সমধিক,
কিন্তু হেন পক্ষপাতী হতে নারি গনেরিল।
গনে। প্রার্থনা আমার,—ক্ষান্ত হও।
অস্‌ওয়াল্ড কোথা?
(বয়স্যের প্রতি) কি মশায়, বোকার চেয়ে পাজী
তুমি বেশী—প্রভুর সঙ্গী বটে।
বয়স্য। লীয়ার খুড়ো, লীয়ার খুড়ো, একটু দাঁড়াও
বাবা, তোমার বয়স্যটিকে সঙ্গে নাও—ফেলে
যেয়ো না।
যখন কেউ শেয়াল ধরে,
আর এমন মেয়ে থাকে ঘরে,
সে যেন ঠিক ফাঁশি-কাঠে চড়ে!
আমার টুপির বদলি নিয়ে ফাঁশ-দড়িটা মিললে
পরে এমনি করে, এমনি করে পড়ো বাবা সরে!

[প্রস্থান

গনে। এ লোকটার বুদ্ধি আছে;—একশো
সভাসদ! তাদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রাখা শুধু
নিরাপদের জন্য! কৌশল! একশো সভাসদ!
হয়তো একটা স্বপ্ন, জনরব, মিথ্যা অনুমান,
সামান্য মনোভঙ্গ—কিছু একটু ঘটলেই অমনি
ওদের জোরে নিজেকে রক্ষা করবেন! আর
আমাদের জীবন নির্ভর করবে ওঁর দয়ার উপর।
অস্‌ওয়াল্ড কোথায়?
এল্। তুমি বড় বেশী ভয় পাচ্ছ।
গনে। এতখানি বিশ্বাসের চেয়ে নিরাপদে থাকা
ভালো। আমি যে ভয় করছি, সে ভয় ঘুচতে
দাও। ভয় আর আমি রাখচিনে। ওঁর মন
আমি খুব ভালো করে জানি। যা বললেন, সব

কথাই মেজো বোনকে লিখে পাঠিয়েছি। যখন সঙ্গত নয় বলেছি, তখন সে কিছুতেই তাঁকে তাঁর শত সভাসদশুদ্ধ তার ওখানে ঠাঁই দেবে না। কৈ, অসওয়াল্ড এখনও এলো না!

(অসওয়াল্ডের প্রবেশ)

সে চিঠি তুমি মেজো বোনকে পাঠিয়েছ?

অস্। হাঁ দেবি।

গনে। কজন লোক নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আমার মেজো বোনের কাছে গিয়ে তাঁকে আমার ভয়ের কথা খুলে বলো। বলে তার সঙ্গে তুমিও যুক্তি-পরামর্শে যা উচিত মনে করবে, বলো—যাতে তার মন আরো খারাপ হয়। যাও। আর শীঘ্র ফিরে এসো।

[প্রস্থান

না, না, প্রভু, যদিও নিন্দা করি না, তবু এমন সৌজন্য আর কোমল আচরণ তোমার সাজে না। মন তোমার নরম—সেজন্য সকলে সুখ্যাতি করে; কিন্তু বুদ্ধিও তোমার এত কম যে সেজন্য তোমার শাসন দরকার।

এল। কতদূর দৃষ্টি তব পারি না বলিতে,—
কুশল বিনাশি মোরা সুফল লভিতে!

গনে। না, তবে···

এল। দেখা যাক, কি হয়।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

এলবেনীর গৃহ—অলিন্দ

(লীয়ার, কেণ্ট ও বয়স্যের প্রবেশ)

লীয়ার। এই পত্রখানি তুমি শীঘ্র গ্লষ্টর-অধিপতির কাছে নিয়ে যাও। আমার কন্যাকে কোন কথা বল্‌বার প্রয়োজন নেই। তবে পত্র পড়ে যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, জবাব দিয়ো। যদি শীঘ্র না যেতে পারো, তোমার আগে আমি গিয়ে পৌঁছুবো।

কেণ্ট। আপনার পত্র যতক্ষণ না যথাস্থানে পৌঁছে দিতে পারি, ততক্ষণ আমার নিদ্রা হবে না প্রভু।

[প্রস্থান

বয়স্য। খুড়ো, কারও মগজ যদি পায়ের গোড়ালিতে থাকতো, তা হলে মগজে ধরতো আগুনে-বাত—হাঁ কি না, বলো দিকি?

লীয়ার। হাঁ।

বয়স্য। ফুর্তি করো, খুড়ো, ফুর্তি করো—তোমার বুদ্ধি ঢাকা পড়েছে।

লীয়ার। হাঃ হাঃ হাঃ।

বয়স্য। তোমার অন্য কন্যাটিও ঠিক এই রকম ব্যবহার করবে। এ মেয়েটি নোনা, সেটি আতা,—যা মুখে আসে, আমি তাই বলে ফেলি—এই আমার মস্ত দোষ।

লীয়ার। কি বলচো?

বয়স্য। বলছি, দুজনেই এক ছাঁচে ঢালা। বলতে পারো খুড়ো, আমাদের মুখের মাঝামাঝি এই নাকটা কেন আছে?

লীয়ার। না।

বয়স্য। নাকের উপরে দুটি চোখ থাকবার জন্য। মানুষ চোখে যা দেখতে পায় না, গন্ধে সেটুকু জেনে নেয়।

লীয়ার। আমি তার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছি।

বয়স্য। আচ্ছা, বল দেখি, ঝিনুক কি করে গায়ের খোলা তৈরি করে?

লীয়ার। জানি না।

বয়স্য। আমিও জানি না। তবে শামুকের খোলা আছে কেন, বলতে পারি।

লীয়ার। কেন?

বয়স্য। মাথা রাখবার জন্য। শামুক এমন বোকা নয় যে, খোলাটি মেয়েদের দিয়ে নিজে শেষে মাথা রাখবার জায়গা পাবে না!

লীয়ার। স্বভাবের বিকৃতি ঘটলো! এমন স্নেহময় পিতা!···আমার ঘোড়া তোয়ের?

বয়স্য। তোমার গাধা-চাকরগুলো ঘোড়ার খোঁজে গেছে। সাতভাই চাপা—সাতটির বেশী নয় কেন—জানো? সে ভারী মজার কথা।

লীয়ার। বটে! আট ভাই নয় বলেই সাত ভাই।

বয়স্য। ঠিক বলেছ। তুমিও একজন পাকা বিদূষক হবে একদিন।

লীয়ার। হুঁ! প্রতিগ্রহ!—কিন্তু বিষম অকৃতজ্ঞতা!

বয়স্য। তুমি যদি আমার বয়স্য হতে খুড়ো, তা হলে এত কম বয়সে বুড়ো হয়েছ বলে তোমাকে আমি চাবুক লাগাতেম।

লীয়ার। কি রকম?

বয়স্য। আক্কেল জন্মাবার আগে তোমার বুড়ো হওয়া উচিত হয় নি!

লীয়ার। ওঃ! আমাকে পাগল করো না, ভগবান!
শান্তি দাও,—শান্তি! আমার স্বভাবকে রক্ষা কর।
উন্মাদ হতে আমার বাসনা নেই।

(জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ)

অশ্ব প্রস্তুত?

ভদ্র। প্রস্তুত, মহারাজ।

লীয়ার। এসো।

বয়স্য। কুমারীরা হাসছো ভারী—যাচ্ছি আমি দেখে,
চিরকুমারী থাকবে না কো কালে যদি রাখে।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গ্লষ্টরের দুর্গ-কক্ষ

(এড্‌মণ্ড ও কিউরানের পরস্পর সাক্ষাৎ)

এড। কল্যাণ হোক!

কিউ। মশায়ের শ্রীবৃদ্ধি হোক! আপনার পিতার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করেছি। কর্ণওয়াল-অধিপতি আর তাঁর পত্নী রীগান্‌, রাত্রে তাঁর বাড়ীতে থাকবেন,—সে কথাও জানিয়েছি।

এড। এত কেন?

কিউ। তা আমি জানি না মশায়। বোধ হয়, খবর সব শুনেছেন। আমি গুজবের কথা বলছি। মানে, প্রকাশ্যে কেউ কোনো কথা কইতে সাহস করছে না।

এড। কৈ, আমি তো কিছুই শুনি নি। কি খবর—বলো দেখি?

কেউ। কর্ণওয়াল আর এলবেনী—দু' রাজায় যুদ্ধ বাধবার জোগাড় হচ্ছে।

এড। আমি কিছুই জানি না।

কিউ। সময়ে জানতে পারবেন। তাহলে আসি।

[প্রস্থান

এড। কর্ণওয়াল-অধিপতি আজ রাত্রে এখানে আসবেন। ভালো! ভালো! আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হবার পথ তাহলে পরিষ্কার হচ্ছে। ভাইকে পাহারা দেবার জন্য পিতা প্রহরী নিযুক্ত করেছেন। আমায় একটা সমস্যার সমাধান করতে হবে। অর্থাৎ ভাগ্যে নির্ভর রেখে কাজ করতে হবে! হঁ্যা, একটা কথা আছে ভাই। একবার এদিকে এসো। শোনো!

(এড্‌গারের প্রবেশ)

রক্ষী আছে পিতার আদেশে।
পরিত্যাগ করো এই স্থান।
গোপন-আবাস তব হয়েছে প্রকাশ।
রজনীর অন্ধকারে কর পলায়ন।
কর্ণওয়াল-প্রতিকূলে কয়েছিলে কথা?
রাত্রে আসিছেন তিনি রীগান-সংহতি।
এলবেনীর সহ তাঁর সমরের কথা
কর নাই আলোচনা? দেখহ বিচারি।

এড। কভু কহি নাই হেন।

এড। পিতাও আসেন, শুনি। ক্ষমা করো মোরে।
চাতুরীর ছলে আমি ধরি তরবারি
তব বক্ষ লক্ষ্য করি! ধরো অস্ত্র তুমি—
আত্মরক্ষা লাগি কর কৌশল তুমিও;
মানো পরাভব। লয়ে যাই পিতৃ-পাশে।
আলো! আলো! আলো!
করো পলায়ন।
আলো—আলো—আলো লয়ে এসো হেথা।

[এড্‌গারের পলায়ন

রক্ত-চিহ্ন চাহি কিছু প্রত্যয়ের লাগি।
(হস্ত বিক্ষত করিয়া)
ক্রীড়াচ্ছলে মত্তপায়ীগণে
এ হতে বিষম কাণ্ড বহু দেখিয়াছি!
পিতা! পিতা! থামো! থামো!
কেহ নাহি রক্ষিতে আমায়?

(গ্লষ্টর এবং আলোক হস্তে ভৃত্যগণের প্রবেশ)

গ্লষ্টর। এড্‌মণ্ড!···কোথা সে দুর্জ্জন?

এড। অন্ধকারে ছিল সে দাঁড়ায়ে,
হাতে তীক্ষ্ণ তরবারি!
ডাকিনীর মন্ত্র করি উচ্চারণ
সহায়-কারণে আহ্বানিয়া চন্দ্রমারে—
ভাগ্য দেবী তার···

গ্লষ্টর। গেল কোথা?

এড। রক্তাক্ত শরীর মম দ্যাখো মহাশয়।

গ্লষ্টর। কোথা গেল পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন?

এড। পলাইয়া গেছে, যবে বিফল বাসনা!

গ্লষ্টর। অনুসর তারে,—ধাও তাহার পিছনে।

[ভৃত্যের প্রস্থান

বিফল বাসনা কিসে?

এড। বিফল বাসনা তার—
প্রভুর নিধনে মোরে প্ররোচিত করা!
কহিনু তাহারে, পিতৃঘাতী-শিরে
বজ্র হানে দেবগণ প্রতিশোধ-তরে।

কহিনু আবার কত স্নেহের বচন—
সন্তান সে থাকে বাঁধা পিতার সহিত!
শুন প্রভু, হেরি মন্দ অভিপ্রায় তার
কর্ণপাত নাহি করি কভু,
ধরি তরবারি করে,—আক্রমিল মোরে,
অরক্ষিত বাহুতে সে করিল আঘাত।
সত্য সে বিরোধ যবে.
সাহসে হৃদয় মোর উঠিল নাচিয়া,
হনু আগুয়ান—
হেরি তাই, কিম্বা হয়ে ভীত,
আশ্রয়ের তরে যবে ডাকিনু সবারে,
গেল পলাইয়া।

গ্লষ্টর। যাক! যাক! দূরে যাক পলায়ে দুর্জ্জন!
হেথায় রহিলে বন্দী হবে সুনিশ্চিত।
বন্দী হলে সর্ব্বনাশ!
প্রভু মোর সমুদার নরপাল
অদ্য রাত্রে আসেন হেথায়।
তাঁহার আদেশে জানাবো সবারে—
যে তাহারে—হত্যাকারী-হীনে
বন্দী করি আনিবে আমার কাছে—
পাবে সাধু-বাদ।

এড। হেরি দৃঢ় সঙ্কল্প তাহার,
অভিপ্রায় রোধিবারে
রূঢ় ভাবে কহিলাম—করিব প্রকাশ
তব দুষ্ট অভিসন্ধি। করিল উত্তর,—
সম্পত্তি-বিহীন তুই নটীর সন্তান,—
মনে তোর এ বিশ্বাস—আমি বাম হলে
তোর বাক্য সত্য বলি করিবে প্রত্যয়?
মূঢ় তুই, তাই তোর এমন ধারণা!
আমি যদি জানাই সবারে (জানাবো, হইলে বাদী)
তোর অভিমত আর সকল কৌশল,
আমার মরণে তোর সমধিক লাভ,
সেই লোভে মোর প্রতি এমন আচার!
এ কথায় প্রত্যয় না করিলে সকলে
নির্ব্বোধ বুঝিব সবাই।

গ্লষ্টর। অতীব দুর্জ্জন!
এ পত্র সে অস্বীকার করিবে কেমনে?
পুত্র মম নহেক কখনো—

(ভেরী-নিনাদ)

ভেরী-নাদ হচ্ছে। জানি না, তাঁর আসবার কারণ কি। সমস্ত বন্দর আমি বন্ধ করে দেবো, বদমায়েস পালাতে পারবে না; কর্ণওয়াল-অধিপতি নিশ্চয় আমার অনুরোধ রক্ষা করবেন। তার প্রতিকৃতি দেশে দেশে পাঠাবো; সকলে তার পরিচয় জানবে। তুমি আমার অনুগত; জারজ হলেও আমার সম্পত্তির অধিকারী। তোমাকে যোগ্য করে তুলতে আমার চেষ্টার ত্রুটি ঘটবে না।

(কর্ণওয়াল, রীগান্ ও ভৃত্যগণের প্রবেশ)

কর্ণ। উদার-চরিত বন্ধু, সংবাদ কি? এখানে এসে আমি বড় অদ্ভুত খবর শুনলেম।

রীগান। যদি সত্য হয়, তার যথোচিত শাস্তি দেওয়া বড় কঠিন। আপনি কেমন আছেন?

গ্লষ্টর। রাজ্ঞি, বৃদ্ধ বয়সে আমার হৃদয় একেবারে ভেঙ্গে গেছে।

রীগান। আমার পিতার ধর্ম্মপুত্র আপনার জীবন-হানি করবার চেষ্টা করেছিল? পিতা যার নাম রেখেছিলেন, আপনার এডগার?

গ্লষ্টর। রাজ্ঞি, লজ্জায় আমার মুখে বাক্য সরচে না।

রীগান্। আমার পিতার অসংযমী পার্শ্বচরদের সঙ্গে সে ছিল না?

গ্লষ্টর। তা জানি না। তবে কাজ খুবই গর্হিত।

এড। হাঁ রাজ্ঞি।

রীগান। তার হৃদয় যে কলুষিত হবে, তাতে আশ্চর্য্য কি! ওরাই তাকে বৃদ্ধের হত্যার জন্য উত্তেজিত করেছে তার বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করবে বলে। আজ ভগ্নীর পত্রে সমস্ত খবর পেয়ে আমি সতর্ক হয়েছি। যদি তারা আসে, আমার দেখা পাবে না।

কর্ণ। আমারও দেখা পাবে না। এডমণ্ড, শুনলেম, তুমি পিতার প্রতি পুত্রের উপযুক্ত কার্য্য করেছ।

এড। আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করেছি মাত্র।

গ্লষ্টর। এ তার দুষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ করে দিয়েছে এবং তাকে ধরতে গিয়ে জখম হয়েছে।

কর্ণ। তার পিছনে লোক গিয়েছে?

গ্লষ্টর। হাঁ প্রভু!

কর্ণ। যদি সে ধরা পড়ে, তাহলে তার কাছে থেকে আর কোনো অনিষ্ট হবার আশঙ্কা নেই। তুমি মনকে স্থির করো—আমার শক্তিতে অচিরে সে সঙ্কল্প সিদ্ধ হবে। এডমণ্ড, তোমার নিজের গুণে তোমার উন্নতি হবে—তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো; তোমার মত বিশ্বাসী লোকের প্রয়োজন আছে। তোমাকে আমরা প্রথমেই গ্রহণ করলেম।

এড। আমি আপনার সেবার ভার গ্রহণ করলেম। আর কিছু না পারি, পরম বিশ্বাসে সেবা করবো।

গ্লষ্টর। সে জন্য আপনাকে বহু ধন্যবাদ।

কর্ণ। তুমি জানো না, কেন আমরা তোমার কাছে এসেছি···

রীগান। এমন অসময়ে অন্ধকার রাত্রে সদাশয় গ্লষ্টর, কোনো প্রয়োজনীয় ব্যাপারে তোমার পরামর্শ নিতে এসেছি। আমাদের পিতা এবং ভগ্নী—উভয়ে পরস্পরের মনোবিবাদের বিষয় পত্রে লিখেছেন। গৃহ ত্যাগ করে এসে আমরা সে পত্রের উত্তর দিচ্ছি। দূতেরা সে সমাচার বহন করবে। আমাদের সদাশয় বৃদ্ধ বন্ধু, হৃদয়ে আনন্দ অনুভব কর। আমাদের পরামর্শ দাও—তোমার পরামর্শ-মত আমরা কাজ করবো।

গ্লষ্টর। আমি আপনাদের সেবায় নিযুক্ত। আপনাদের সাদর-অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্লষ্টর দুর্গ

(কেণ্ট এবং অস্‌ওয়াল্ডের দুই দিক হইতে প্রবেশ)

অস্‌। নমস্কার বন্ধু! তুমি এখানে থাকো?

কেণ্ট। হাঁ।

অস্‌। আমাদের ঘোড়া কোথায় রাখি?

কেণ্ট। কাদায়।

অস্‌। যদি আমার উপর মায়া থাকে, শীঘ্র বলো।

কেণ্ট। তোমার উপর আমার কোন মায়া নেই।

অস্‌। তাহলে আমিও তোমার তোয়াক্কা রাখি না।

কেণ্ট। যদি দারোগার খোঁয়াড়ে পেতেম, আমার তোয়াক্কা তাহলে রাখতে হতো কি না, দেখতেম!

অস্‌। আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করচো কেন? আমি তোমায় চিনি না।

কেণ্ট। আমি তোমায় চিনি।

অস্‌। আমাকে কি বলতে চাও?

কেণ্ট। একটা পাজী, বদ, অম্বল-চাকা, ছোট লোক! দেমাকে, লক্ষ্মীছাড়া, ভাঁড়ে-মা-ভবানী, বহুরূপী, ফোতো নবাব! ট্যানা-পরা, পাজী, ভেতো, মামলা-বাজ, ঝাঁকার কার্ত্তিক! অষ্টধাতু, বার-ফট্টাই, ভেড়ুয়াকা বাচ্ছা, রমণ-দূত! বেটাকে চাবকে লাল করে দেবো, যদি বেটা এর একটি খেতাব অস্বীকার করিস!

অস্‌। কি ভয়ঙ্কর লোক! আমার সঙ্গে চেনা নেই, শোনা নেই—আমাকে গালাগাল দিচ্ছ!

কেণ্ট। বেহায়া গোলাম, আমায় তুই চিনিস না? দুদিন আগে রাজার সামনে পা ধরে তোকে উলটে দিয়েছি, মেরেছি। খোল্ তোর তলোয়ার! খোল্! যদিও রাত্রি-কাল, তবু চাঁদের আলো আছে,—আমি তোকে মেরে পস্তা উড়িয়ে দেবো। বেটা নীচ অসভ্য জারজ! খোল্ তোর তলোয়ার।

অস্‌। যাও, তোমার সঙ্গে আমি লাগতে চাই না।

কেণ্ট। খোল্ পাজী, তোর তলোয়ার খোল্; তুই বেটা রাজার বিরুদ্ধে চিঠি এনেছিস। তুই বেটা উলু-খাগড়া, রাজার বিরুদ্ধে লেগেছিস্! খোল্, তলোয়ার খোল্, তোর পাঁজরায় তলোয়ারের খোঁচা দেবো। খোল্ তলোয়ার! আয় এগিয়ে···

অস্‌। বাবারে,—খুন করলে রে।

কেণ্ট। মার্ না বেটা, মার! দাঁড়া পাজী, দাঁড়া! মার্ মার্, বেটা বাবু-খানসামা, মার্।

অস্‌। কে কোথায় আছ? খুন করলে! আমায় খুন করলে!

(এড্‌মণ্ড, কর্ণওয়াল, রীগান, গ্লষ্টর ও অনুচরবর্গের প্রবেশ)

এড। কি? ব্যাপার কি? সংএর পুতুল যেন!

কেণ্ট। এসো, তোমার সঙ্গে লেগে যাই! ভারী সাহসী ছোকরা তুমি! ইচ্ছে হয়, এসো, দু-এক ঘা খেয়ে যাও! এস ছোকরা-বাবু।

গ্লষ্টর। অস্ত্র! তলোয়ার! ব্যাপার কি?

কর্ণ। থামো! প্রাণদণ্ড হবে! যে চালাবে, তার প্রাণদণ্ড হবে। কি হয়েছে?

রীগান্। আমাদের ভগ্নী আর রাজার কাছ থেকে এই দুটি দূত এসেছে।

কর্ণ। তোমাদের বিবাদের কারণ?

অস্‌। আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে প্রভু!

কেণ্ট। তার আর আশ্চর্য্য কি! তোর সাহসের দৌড় খুব দেখিয়েছিস্! পাজী ভীতু, তুই কখনো সদ্ভাবে জন্মাস্ নি! তোকে দর্জ্জিতে বানিয়েছে।

কর্ণ। তুমি পাগল না কি? দর্জ্জিতে কখনও মানুষের সৃষ্টি করতে পারে?

কেণ্ট। হাঁ মশায়, পারে। নূতন ভাস্কর কিম্বা চিত্রকরও ওকে এতখানি খারাপ বানাতো না।

কর্ণ। বলো তোমাদের বিবাদের কারণ?

অস্‌। পুরোনো পাপী, মশাই। আমি ওর জীবন রক্ষা করেছি।

কেণ্ট। জারজ বেটা! বেটা বাঁয়ে শূন্তি নাম-কাটা সেপাই! প্রভু যদি অনুমতি দেন, এই পাজীটাকে মেরে আমি কাদা করে ফেলি।

কর্ণ। যুবক! তুমি মান-মর্য্যাদা জানো না?

কেণ্ট। খুব জানি মশাই, কিন্তু রাগের সময় অত জ্ঞান থাকে না।

কর্ণ। এত রাগ হলো কেন?

কেণ্ট। হবে না? এই ক্রীতদাস ব্যাটা তলোয়ার ধরেছে,—মনে ভদ্রতাবোধ নেই! এই রকম দন্ত-বাগীশ পাজীগুলোই ধর্ম্ম-রজ্জুর শক্ত বাঁধন কেটে ফেলে; মনিবের রাগের সময় এরা কথা কয়ে তাদের রাগ বাড়িয়ে দেয়, আগুনে তেল ঢালে। তাদের রাগ আরও বাড়িয়ে মনিবদের মনে যখন যে ভাব জাগে, সেই ভাবে ওরা দেয় সায়, যেন কিছু বোঝে না! কুকুরের মত পায়ে পড়া!—তোর ঐ ভেংচানো মুখে মড়ক ধরুক! আমার কথায় হাসছিস্ বেটা! যেন আমি গাধা! না? বেটা পাতিহাঁস থানার ধারে যদি পেতেম, তাহলে প্যাকপ্যাকিয়ে মাঠে তাড়াতেম।

কর্ণ। তুমি কি পাগল হয়েছ বুড়ো? তোমাদের বিবাদের কারণ কি? বলো।

কেণ্ট। ওতে আর আমাতে যেমন বিবাদ, দুটো বিপরীত-স্বভাবেও তেমন হয় না।

কর্ণ। তুমি ওকে পাজী বল্‌চো কেন? ওর অপরাধ?

কেণ্ট। আমি ওর মুখ দেখতে পারি না।

কর্ণ। বোধ হয়, আমারও নয়? এঁরও না? ওঁর না?

কেণ্ট। স্পষ্ট কথা বলা আমার স্বভাব মশাই; আমার সময়ে, আমি এখন যা দেখ্‌ছি, এর চেয়েও ভাল মানুষ দেখেছি।

কর্ণ। এ লোকটা স্পষ্টবাদিতার জন্য সুখ্যাতি পেয়ে ভারী কর্কশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর স্বভাব উল্টো মূর্ত্তি ধরেছে। ও খোসামোদ জানে না,—উদার সরল,—উচিত-বক্তা,—সকলেই তাই বিশ্বাস করে। অন্ততঃ সাদাসিধে বলে ধরে। এ রকম বদ্‌লোক আমি অনেক জানি,—যাদের সরলতায় অনেকখানি প্যাঁচ আছে।

কেণ্ট। মশায়,আমি যথার্থ আন্তরিক সত্য কথা বল্‌ছি, যে, মশায়ের ভীষণ প্রতাপে,—যার প্রভাব দেদীপ্যমান সূর্য্যের পুরোভাগে রক্তবর্ণ চক্রাকারে…

কর্ণ। তোমার এ সব গুরুগম্ভীর কথার অর্থ?

কেণ্ট। বাজে কথা বক্‌ছি। আমার কথা আপনার ভালো লাগে না মশাই, আমি জানি। তবে আমি খোসামুদে নই যে আপনাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করবো। সে-কাজ করে আসল পাজীরা। সে জন্য আপনার রাগ হলেও আমি তা করতে পারবো না।

কর্ণ। তুমি ওর কাছে কি অপরাধ করেছ?

অস্। কোন অপরাধ করিনি। ওঁর প্রভু রাজা মশাই সম্প্রতি ওঁর মুখেই নিন্দাবাদ শুনে আমাকে প্রহার করেছেন, উনিও তাঁর সঙ্গে জুটে তাঁর রাগ আরও বাড়িয়ে, আমাকে উল্টে ফেলে দিয়েছিলেন; ফেলে দিয়ে আমাকে অপমান আর গালিগালাজ করেছেন। নিজে বড় চাল চেলে দেখালেন, উনি একজন মস্ত লোক। রাজা ওঁর সুখ্যাতি করলেন, আমি নিজেই হার মেনে-ছিলেম। আর এখানে, ওঁর জীবনে প্রথম এই তলোয়ার ধরে আমাকে জখম করতে এসেছিলেন।

কেণ্ট। এই পাজী আর ভীতু লোকগুলো এমন লম্বা-চওড়া কথা বলে যে পয়লা নম্বরের বক্‌-লেদেরও হারিয়ে দেয়।

কর্ণ। পায়ের বেড়ীটা নিয়ে এসো তো। পুরোনো বদ্‌মায়েস!—বুড়ো পাজী! আমরা তোমায় শিক্ষা দেবো।

কেণ্ট। বয়স ঢের হয়েছে মশায়। শিক্ষার বয়স কেটে গেছে। আমার জন্য কষ্ট করে আর বেড়ী আন্‌তে হবে না। আমি রাজার চাকর, তাঁরই কাজে আপনার কাছে এসেছি। তাঁর দূতের পায়ে বেড়ী দিলে তাঁকেই অসম্মান আর ঈর্ষা করা হবে।

কর্ণ। বেড়ী নিয়ে এসো! দুপুর পর্য্যন্ত থাকো, নাহলে আমার মান থাকবে না।

রীগান্। দুপুর পর্য্যন্ত কি? রাত্রি পর্য্যন্ত!—সমস্ত রাত।

কেণ্ট। কেন মা? আমি যদি তোমার পিতার কুকুর হতেম, তাহলেও যে এর চেয়ে ভালো ব্যবহার করতে।

রীগান। তাঁর পাজী চাকর বলেই এ রকম করছি।
(বেড়ী আনয়ন)

কর্ণ। এ লোকটা,—আমাদের ভগ্নী—যেমন যা বলেছে, ঠিক সেই ধাতের লোক। নিয়ে এসো বেড়ী।

গ্লষ্টর। আমার বিশেষ অনুরোধ মশায়, এমন কাজ করবেন না। ও অনেক দোষ করেছে—মহারাজ ওর সমুচিত শাস্তি দেবেন। আপনি যে হীন শাস্তির বিধান কর্‌ছেন, তা নীচ লোক, সামান্য চোর, কিম্বা যারা অনধিকার প্রবেশ করে—তাদের যোগ্য। তাঁর দূতকে এ ভাবে আবদ্ধ করে তাঁর উপরেই অসম্মান দেখানো হচ্ছে—মহারাজ এতে ক্রোধ করবেন।

কর্ণ। সে ক্রোধের জবাব আমি দেবো।

রীগান্। আমার ভগ্নীর লোককে অপমান করেছে—তাকে মেরেছে। এর সাজা না হলে সে কি ভাববে! লাগাও পায়ে বেড়ী। (বন্ধন) আসুন প্রভু, আমরা যাই।

[কর্ণওয়াল ও রীগানের প্রস্থান

গ্লষ্টর। বন্ধু, তোমার জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। কর্ণওয়াল-অধিপতির ইচ্ছা, ওঁর স্বভাব সকলে জানে···ওঁকে উত্তেজিত করে বা ওঁর বিরুদ্ধাচারী হবে, এমন সাধ্য কার আছে! আমি তোমার জন্য অনুরোধ করবো।

কেন্ট। না মশাই, অনুরোধে কাজ নাই। আমি অনেকক্ষণ জেগে আছি—দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করেছি, খানিকক্ষণ ঘুমোতে চাই। যেটুকু সময় বাকী থাকে, শীষ দিয়ে কাটাবো। ভালো মানুষের ভাগ্যও মাঝে মাঝে বেগড়ায়, সেজন্য জোড়াতালি দিয়ে মেরামত করা চাই। বিদায়!

গ্লষ্টর। এ অপরাধে কর্ণওয়ালের অনিষ্ট হবে।

[প্রস্থান

কেন্ট। মহারাজ করুণার অবতার,—আপনার ভাগ্যেই পুরাতন প্রবাদ সপ্রমাণ হবে। ডাঙ্গায় উঠলে বাঘ আর জলে থাকলে কুমীরে খাবে। আলো, আলো—একবার পৃথিবীতে উদয় হও, আমি পত্রখানি পড়ে নিই। দুর্দ্দিনেই মানুষের ভাগ্যে অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনা ঘটে। বুঝতে পারছি, এ চিঠি কর্ডিলিয়ার। ভাগ্যবশতঃ তিনি আমার এ ছদ্মবেশের পরিচয় পেয়েছেন; গোলযোগে তিনি আমাদের দুর্ভাগ্যের যোগ্য প্রতিকার করবেন। বড় শান্তি বোধ করছি। আঃ,চোখ জড়িয়ে আসছে। ভালোই হলো! এমন কদর্য্য ব্যবহার দেখতে হবে না। ভাগ্য, বিদায় দাও—একবার, একবার শুধু প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে দেখো···তোমার ঐ চক্রখানিকে সচল করো।

[প্রস্থান

৩য় দৃশ্য

প্রান্তর

(এডগারের প্রবেশ)

এড্। শুনলেম, পলাতক আসামী বলে আমার নাম রটেছে চারিদিকে। গাছের ফোকরে লুকিয়ে একবার বড় রক্ষা পেয়েছি! আমার জন্য সমস্ত বন্দর রুদ্ধ। এমন স্থান নেই, যেখানে আমাকে ধরবার জন্য চরেরা ওৎ পাতেনি! পালানো যতক্ষণ অসম্ভব,ততক্ষণ লুকিয়ে থাকতে হবে। আত্মরক্ষার জন্য দৈন্যের অধম বেশ ধারণ করবো। —যে বেশে পশু লজ্জা পায়, প্রয়োজন হলে সে বেশ-গ্রহণেও ঔদাস্য হবে না। মুখে কাদামাটী মাখবো—কোমর পর্য্যন্ত কম্বল চাপা দেবো—মাথার চুলে জটার রাশ বাঁধবো, বিদ্যুতের অত্যাচার, নগ্ন দেহে বাতাস আর আকাশ-ঝরা বৃষ্টি···দেখেছি, অনেকভিক্ষুক নীরবে সহ্য করা! বজ্রনিনাদে জ্ঞানহীন, নগ্ন বাহুতে লৌহ-শলাকা, কাষ্ঠকীলক, নখ বা শেয়াকুল-কাঁটা বিঁধে তার, চরম দুঃসাহসিকতা প্রকাশ করে। ধানের মরাই, এঁদো পল্লী, যন্ত্রাগার, গোয়াল থেকে কখনও উন্মাদের মত অভিশাপ দেয়—কখনও বা মিনতির জোরে ভিক্ষা সংগ্রহ করে। এখন থেকে আমিও তাই,—আমিও তাই,—আর আমি সে-এডগার নই।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

গ্লষ্টরের দুর্গ-সম্মুখ

গুল্মান্তরালে কেন্ট

(লীয়ার, বয়স্য ও জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ)

লীয়ার। আশ্চর্য্য! বাড়ী থেকে তারা চলে গেল,—আমার দূতকে ফিরে পাঠালো না?

ভদ্র। চলে যাবে বলে কাল রাত্রেও তাদের সঙ্কল্প ছিল না—এ খবর আমি জেনেছি।

কেন্ট। নমস্কার মহারাজ!

লীয়ার। এ কি নির্লজ্জ তোমার কৌতুক!

কেন্ট। কৌতুক নয় মহারাজ!

বয়স্য। হাঃ! হাঃ! দেখুন, দেখুন মহারাজ, পায়ে এঁটেছে কাঠের মোজা! মানুষ ঘোড়া বাঁধে ঘোড়ার মাথায় লাগামের ফেরতা দিয়ে—কুকুর-ভালুক বাঁধতে হলে রশি লাগায় গলায়, বাঁদরকে বাঁধে কোমরে দড়ি আটকে—আর মানুষের পা যখন বড় বেশী সড়সড় করে, তখন তার পায়ে এঁটে দ্যায় কাঠের মোজা।

লীয়ার। তুমি কে না জেনে কে তোমার এমন দশা করেছে?

কেন্ট। দুজনে মিলে মহারাজ—অর্থাৎ আপনার পুত্র আর কন্যা—দুজনে।

বাপ যার ট্যানা পরে—ছেলে তার কাণা ;
বাপের দুর্দ্দশা থাকে ছেলের অজানা।
যে-বাপের থলি ভরা আছে বহু টাকা—
তার ছেলে ভালো—মন দরদেতে ঢাকা।
এখন হয়েছে কি মহারাজ ? মেয়েদের হাতে এত কষ্ট পাবেন যে, সে আর গুণে ফুরোতে পারবেন না !

লীয়ার। আমার বুকের মধ্যে কি যেন ফুলে ফুলে উঠছে ! আমি কি জ্ঞান হারাবো ! আকাশ আর পৃথিবী জুড়ে কেবলি দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ! কোথায় আমার এই কন্যা ?

কেণ্ট। গ্লষ্টরের সঙ্গে এইখানেই আছেন।

লীয়ার। আমার সঙ্গে যেয়ো না। এইখানে অপেক্ষা করো। [প্রস্থান

ভদ্র। তুমি যা বল্‌লে, তার চেয়ে আরো বেশী দোষ করোনি তো ?

কেণ্ট। না। মহারাজ. কিন্তু এত অল্প লোক নিয়ে এলেন কেন ?

বয়স্য। এমনি প্রশ্ন করো বলেই তোমার পায়ে বেড়ী এঁটে দিয়েছে। বেড়ী পর্‌বার যোগ্য লোক বটে তুমি !

কেণ্ট। কেন এ কথা বলচো বয়স্য ?

বয়স্য। তোমায় পিপঁড়েদের পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দেবো, তা হলে শিখ্‌বে, শীতকালে কাজ করতে কতখানি কষ্ট পেতে হয়। যাদের চোখ আছে, তারা নাকে গন্ধ পেলেও চোখে দেখে পথ চলে ; অন্ধের শুধু চোখ চলে না। বিশজনের মধ্যে একজনেরও এমন নাক দেখি না, দুর্দ্দশা-দুর্ভাগ্যের বদ গন্ধ নাকে যে টের পায় ! বড় চাকা যখন পাহাড় বয়ে নীচের দিকে গড়িয়ে নামে, তখন সে চাকা ধরো না, ছেড়ে দিয়ো ; না হলে টানের চোটে তোমার ঘাড় ভাঙ্‌বে ! আর যখন পাহাড়ের উপরে চড়্‌বে, তোমাকে টেনে উপরে উঠবে ! কোনো পণ্ডিত লোক যখন এর চেয়ে ভালো শিক্ষা দিতে আসবে, তখন আমায় শিক্ষাটুকু ফিরিয়ে দিয়ো। যারা বদমায়েস, আমি চাই আমার শিক্ষা শুধু তারাই নিক্। কারণ, এ শিক্ষা দিচ্ছে নিরেট বোকা—শ্রীমান অহং।
যেই জন সেবা করে লাভের আশায়—
আচার-ভঙ্গিমা মেনে ঠিক-ঠাক চলে।
দুর্দ্দিনে ঝরলে বৃষ্টি সে দিবে চম্পট
ফেলিয়া তোমারে জেনো ঝড়ে আর জলে।
আমি রবো। দুর্দ্দিনেতে বোকা শুধু থাকে ;
জ্ঞানীরা পলায় দূরে বিপদের পারে ;
পলায়ে দুর্জ্জন কিন্তু বনে খুব বোকা—
পাজীর সমান তবু বোকা হয় না রে।

কেণ্ট। এ সব তুমি কোথায় শিখেছিলে বয়স্য ?

বয়স্য। আরে বোকা, পায়ে বেড়ী আঁটলে কি আর এ সব শিক্ষা হয় !

(গ্লষ্টর এবং লীয়ারের প্রবেশ)

লীয়ার। আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে চাইলো না ! অসুখ করেছে ! ক্লান্ত ! রাত্রে দীর্ঘ পথ পর্য্যটন করেছে ! এ প্রবঞ্চনা ! বিদ্রোহ ! —গৃহ-ত্যাগ ! না, না—উত্তর আনো।—সদুত্তর।

গ্লষ্টর। মহারাজ, কর্ণওয়াল-অধিপতির উদ্ধত স্বভাব আপনার অজ্ঞাত নয়। নিজের অভি-প্রায়-সাধনে তাঁর দৃঢ়তা কতখানি, তাও আপনি জানেন।

লীয়ার। প্রতিশোধ ! মহামারী ! মৃত্যু !—বিপর্য্যয় ! সে কি বস্তু ?…গ্লষ্টর, গ্লষ্টর,—কর্ণওয়াল—কর্ণওয়াল আর তার স্ত্রীর সঙ্গে আমি কথা কইতে চাই।

গ্লষ্টর। সে কথা তাঁদের আমি জানিয়েছি, মহারাজ।

লীয়ার। জানিয়েছ ! আমার কথা তুমি বুঝতে পারচো ?

গ্লষ্টর। পারছি প্রভু।

লীয়ার। রাজা, রাজা—রাজা চায় বাক্য কহিবারে ;
পিতা চায়, কথা কবে তনয়ার সনে।
করুণ মিনতি নয়—আদেশ আমার।
নিশ্বাস ! শোণিত ! এ কথা বলেছ দোঁহা ?
উদ্ধত ? উদ্ধত সে কর্ণওয়াল ?
বলো গিয়া তপ্ত মত্ত দর্পী সে-ডিউকে—
না, না, রহ ক্ষণকাল, ক্ষণ স্থির রহ—
হয়তো—হয়তো সত্য অসুস্থ শরীর !
সুস্থ দেহে সমুচিত কর্ত্তব্য-সাধন—
অস্বাস্থ্য—সাধনে বিঘ্ন, ঘটায় প্রমাদ ;
অসুস্থ হইলে ঘটে বহু বিপর্য্যয়—
স্বরূপ বিলোপ পায়—স্বভাবে অভাব !
দেহের অস্বাস্থ্যে মন হয় নিপীড়িত !
বেশ বেশ, ধৈর্য্য আমি ধরিব এখন ;
অধীর হয়েছে চিত্ত—তাই দ্বন্দ্ব ঘোর—

স্বাস্থ্যহীন রুগ্ন জনে ভাবি স্বাস্থ্যবান্!
রাজ্য রসাতলে যাক! (কেন্টের প্রতি)
হেথা কেন বসি?
তোমা'পরে রূঢ় এই আচরণ হেরি
মনে হয়, কন্যাসহ জামাতা আমার
মিথ্যাচারে খেলে ঘোর কাপট্য চাতুরী!
দাসে মম মুক্ত করো, যাও,—বলো গিয়া—
আদেশ জানাও মোর দোঁহাকার কাছে—
আসি হেথা, কি বলে তা শুনাও আমায়।
অথবা এ দ্বারে তুলি দামামা-নিনাদ
নিদ্রাঘোরে মৃত্যু আমি ঘটাবো নিশ্চয়!

গ্লষ্টর। নির্ব্বিরোধ শান্তি প্রভু, আমার কামনা!
[প্রস্থান

লীয়ার। ওরে, ওরে, ওরে প্রাণ, অশান্ত হৃদয়,
ক্ষান্ত হ'রে—ক্ষান্ত হ'রে—হোস্‌নে চপল,
আকুল উদ্বেল হেন!

বয়স্য। কেঁদে ফ্যালো খুড়ো, কেঁদে ফ্যালো।
বান-মৎস্য কেঁদেছিল যথা রাঁধুনীর করে,
মাথায় ডাণ্ডা মেরে যখন তাকে ঠাণ্ডা করে
বলে, সুড়-সুড় ক'রে ঢোক রে বাছা
হাঁড়ীর ভিতরে।

(কর্ণওয়াল, রীগান্, গ্লষ্টর ও অনুচরগণের প্রবেশ)

লীয়ার। এসো, এসো। স্বাগত উভয়ে!

কর্ণ। স্বাগত, প্রভু! (কেন্টকে মুক্তি প্রদান)

রীগান্। হরষিত রাজ-দরশনে।

লীয়ার। রীগান্! মনে হয়, সত্য হরষিত তুমি!
কেন হেন মনে হয়—হেতু জানে সবে।
অন্তরে আনন্দ তব না হলে উদয়,
সমাধি-শায়িতা তোর পুণ্যময়ী মাতা—
অসতী বলিয়া তারে করিতাম ত্যাগ!
(কেন্টের প্রতি)
মুক্ত তুমি—পরে এর করিব বিধান।
প্রিয়কন্যা রীগান্ আমার, শোন্ কথা—
ভগ্নী তোর মায়াহীন তীক্ষ্ণ দন্তধার
গৃধিনীর মত মোর বুকে বসায়েছে!
(বক্ষে হস্ত দিয়া)
কি বলিব? কত নীচ প্রকৃতি তাহার,
বর্ণনে বিশ্বাস তোর হবে না কখনো!
রীগান্! রীগান্! কন্যা মোর···

রীগান্। ধৈর্য্য ধরো পিতা, শোনো বচন আমার—
ভগ্নীর যে কত গুণ বুঝিতে না পারো!
কর্ত্তব্যে এমন নিষ্ঠা—আর কারো নাই!
কারো চেয়ে ন্যূন নয় রাজভক্তি তার।

লীয়ার। এ কি কথা! এ কি কথা বলিস মা তুই!

রীগান্। ভগ্নী মোর পিতারে না ভক্তি করে, বাবা,
কর্ত্তব্যে তাহার ত্রুটি—বিশ্বাস না হয়!
নিরুপায়ে হয়তো সে রোধিয়াছে তব
সংযমবিহীন মত্ত অনুচরগণে
রাজ্যের কল্যাণ লাগি—নহে অপরাধী।

লীয়ার। ধিক্ তার কল্যাণ-ইচ্ছায়!

রীগান। বৃদ্ধ তুমি, জরাগ্রস্ত মতি তব আজ।
প্রকৃতিস্থ নহেকো তাই প্রকৃতি-অধীন—
বিবেচক জনে ভালো বুঝিবে, তোমার
ইষ্টানিষ্ট কিসে। এবে উচিত তোমার,
তার অনুবর্ত্তী হওয়া সকল বিষয়ে।
শোনো পিতা এ-মিনতি—যাও, ফিরে যাও
ভগ্নী-পাশে—নিজ-ত্রুটি করহ স্বীকার।

লীয়ার। মার্জ্জনা মাগিতে হবে পায়ে ধরি তার?
ভেবে ছাখ, রাজা আমি, পিতা তার আমি—
এ সাজ সাজিবে ভালো! নতজানু হয়ে
কহিব, হে প্রিয় কন্যা, বার্দ্ধক্যের ভারে
ন্যুব্জ আমি—অকর্ম্মণ্য, অপদার্থ আমি।
(নতজানু হইলেন)
নতজানু হয়ে ভিক্ষা মাগি তোর পায়ে—
দে রে, দে রে অন্ন-বস্ত্র, ঠাঁই দে রে মোরে!

রীগান্। থামো, থামো, চাহি নাই এ হেন বচন।
কি-বা কাজ বচন-কৌশলে এই? কহ।
এ কথা সাজে না—যাও ভগিনীর পাশে।

লীয়ার। যাবো না, যাবো না, (উত্থানানন্তর)
যাবো না রীগান্।
অনুচরদলে তুচ্ছ লঘু হ্রস্ব করে—
ভ্রুকুটি-কুটিল নেত্রে চাহে মোর পানে,
বাক্যে তার আশীবিষ—সর্পের মতন
সে বাক্যে আমার বক্ষ বিঁধেছে পিশাচী!
প্রতিবিধানিব তাহা—ত্রিদিব-সঞ্চিত
হিংসা সে পড়ুক ঝরি কৃতঘ্নের শিরে!
মত্ত বায়ু-বেগে তার অস্থি চূর্ণ হোক্!

কর্ণ। ছি ছি, এ কি কথা! শুনে লজ্জা হয় মনে

লীয়ার। হে তীব্র বিদ্যুৎ-রশ্মি, দৃষ্টি-নাশ-কারী
অগ্নিশিখা হানো তার কুটিল নয়নে;
লাবণ্য-সৌন্দর্য্য তার দাও চূর্ণ করে;
তপন-কিরণাকৃষ্ট কুজ্ঝটিকা বহি
দর্প তার খর্ব্ব করো, গর্ব্ব করো নাশ!

রীগান্। দোহাই দেবতাগণ! হেন অভিশাপে
আমারেও জর-জর করিবে তো তুমি—
মোর পরে হেন রোষ হইবে যখন!
লীয়ার। না, না—না রীগান্, তোরে অভিশাপ নয়!
কোমল অন্তর তোর—নোস্ তুই ক্রূর,
তার আঁখি রোষে রক্ত—তীব্র দাহ চোখে—
তোর ও নয়ন দুটি···ও যে শান্তি-ভরা!
তৃপ্তি পাই! তৃপ্তি, তৃপ্তি—নাহি তাপ-জ্বালা!
স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে মোর ক্লান্তি নাই তোর—
চাহিস্ না প্রিয় মোর সভাসদগণে
বাক্যবাণে বিঁধিতে তো—আপন পিতায়
গৃহে পশিবারে দ্বার না করিস্ রোধ!
জানিস্ যে ভালো মতে প্রকৃতি-নিদেশ,
আশৈশব-মায়া, প্রীতি, স্নেহ, শিষ্টাচার!
কৃতজ্ঞ হৃদয় তোর, ভুলিবি না কভু
অর্দ্ধেক রাজত্ব মোর—দিয়াছি সে তোরে!
রীগান্। কহ পিতা, কি বলিবে,—কি তব বাসনা?

(ভেরী-নিনাদ

লীয়ার। আমার এই ভৃত্যের পায়ে কে বেড়ি
দিয়েছে, আমি জানতে চাই।
কর্ণ। কার ভেরী বাজে ওই?
রীগান। ভগিনীর মোর।
আগমন-বার্ত্তা ঘোষে পত্রে লেখা-মত।

(অস্‌ওয়াল্ডের প্রবেশ)

আসিয়াছে প্রভু-পত্নী তব?
লীয়ার। হেয় দাস! হীন দাম্ভে যার অনুগামী—
স্পর্শে তার নিজ-বক্ষ ভরিয়াছে
সহজ গরবে! দূর হ এখান হতে।
কর্ণ। কি বলচেন, মহারাজ?
লীয়ার। আমার দাসের পায়ে কে বেড়ি দিয়েছে?
রীগান, আশা করি, তুমি জানো না! কে
আসে?

(গনেরিলের প্রবেশ)

স্বর্গের দেবতা—বৃদ্ধে যদি কৃপা করো
সদয় শাসনে তুষ্ট যদি বাধ্য তায়,
প্রাচীন তোমরা যদি, মোর পক্ষ হয়ে—
দূর করো ওরে। হও সহায় আমার।
লজ্জা নাহি হয় হেরি শুভ্র শ্মশ্রু মোর?

(গনেরিলের প্রতি)

হাতে ধরি সাদরে সম্ভাষ করো ভগিনীরে
এ কি উচিত তোমার?

গনে। সম্ভাষণ কেন না করিবে?
অপরাধ করিয়াছি কিবা?
বিচার-বিমূঢ় কিম্বা বৃদ্ধ জন যাহে
দোষ দেখে, স্থির-বুদ্ধি দেখে নাকো তায়
কোনো দোষ, কোনো ত্রুটি, কোনো অপরাধ!
লীয়ার। এ হৃদয় ভাঙ্গিবে না মোর?
এমনি কঠিন হৃদি?
কিন্তু দাসে কে পরালো বেড়ি?
কর্ণ। আমি···আমি···আমি শাস্তি দিয়াছি তাহারে।
দুর্বৃত্ত! অসংযমী! আরো শাস্তি ছিল সমুচিত।
লীয়ার। তুমি? তুমি? তুমি শাস্তি দেছ?
রীগান। শোনো পিতা, বার্দ্ধক্যের ভারে জীর্ণ তুমি—
বিচারে দূষিত তাই, কহ অবিচার!
যাও ফিরে ভগিনীর কাছে—
অর্দ্ধ-সংখ্য অনুচর লয়ে, মাসাবধি
করি বাস এসো পুনঃ আমার সকাশে।
গৃহ ছাড়ি ভ্রমিতেছি—কোথা পাবো হেথা
যোগ্য উপচার—কহ, তুষিতে তোমারে?
লীয়ার। ফিরে যাবো উহার নিকটে! দূর করি
পঞ্চাশৎ জনে? না, না, তা হবে না।
সব আশ্রয় তেয়াগি প্রান্তরে রহিব,—
যুঝি পবনের সনে;
দ্বিপি-উলূকের সহ বন্ধুত্ব করিব, নিরুপায়ে!
তা বলি যাইব পুনঃ উহার সকাশে?
কেন? উত্তপ্ত-শোণিত ফ্রান্স-রাজ আছে,
যৌতুক-বিহীনা কন্যা—বরিয়াছে তায়—
তার সিংহাসন-তলে
দাস-সম নতজানু অন্ন ভিক্ষা মাগি
সে অন্নে রাখিব প্রাণ,—
সেও ভালো! সেও ভালো!
যাবো পুনঃ উহার সকাশে? হইব বরং
ক্রীতদাস,—কিম্বা হবো ভার-বাহী—
হের অশ্বপাল সেবি, সেবা-অন্ন খাবো।

(অস্‌ওয়াল্ডকে নির্দ্দেশ করিয়া)

গনে। যা তোমার ইচ্ছা হয়, করো!
লীয়ার। শোনো, শোনো মিনতি আমার—
উন্মাদ না করিস আমায়!
কোন জ্বালা দিব না কো তোরে।
আর কভু দেখা নাহি হবে!
যাই, যাই, চলে যাই! দেখা আর নাহি হবে
তবু···তবু···মোর রক্তে-মাংসে গড়া—
তবু ওরে, তুই কন্যা মোর!

মোর বিনা কি আর কহিব ?
কিম্বা দুষ্ট ব্যাধি অঙ্গে মোর—
বিষাক্ত-শোণিতে জাত দুষ্ট-ক্ষত বিস্ফোটক তুই !
না, না, তিরস্কার করিব না তোরে ;
ক্ষণে ক্ষণে পাবি মনে—
মোর বাক্যে লজ্জা নয়—নিজে লজ্জা পাবি।
বজ্র···না, না—বজ্রে ডাকিব না—
ডাকিব না আকাশ-বজ্রেরে।
ভগবান ন্যায়-অবতার···
না, না, না, এ কথা কভু জানাবো না তাঁরে !
ভালো হও ! পারো যদি,—শিষ্ট হতে শেখো—
ধৈর্য্য আমি ধরিব নিশ্চিত।
রীগান—রীগানের সাথে বাস করি।

রীগান। অনুচরগণে লয়ে ?
সম্ভব কি হবে তাহা ? এ যে অসময় !
তব যোগ্য অভ্যর্থনা নাহি তো প্রস্তুত !
ভগিনীর কথা শুন—
চাহে যারা রোষে তব যুক্তি প্রদানিতে—
বার্দ্ধক্যের দোষে তারা রুষ্ট হইবে না।
জানে ভগ্নী আপন কর্ত্তব্য ভালোমতে।

লীয়ার। উচিত এ বাক্য তব ?

রীগান। নিশ্চয় বলিতে পারি,—
পঞ্চাশৎ অনুচর—নহে কি পর্য্যাপ্ত তাহা ?
তার বেশী কিবা প্রয়োজন ?
কেনই বা এত লোক ?
বিপদে রক্ষার ভার বৃদ্ধি পায় সংখ্যা-সনে ;
এক গৃহে কেমনেতে বহুর অধীনে
এত জন রহিবে সদ্ভাবে !
অতি সুকঠিন, অসম্ভব ইহা।

গনে। সেবিতে তোমারে পারে না কি প্রভু,
মোর কিম্বা ভগিনীর অনুচরগণ ?
কিবা প্রয়োজন তব অন্য অনুচরে ?

রীগান। কার্য্যে যদি ত্রুটি করে তারা,
আমরা শাসিব।
থাকিতে বাসনা যদি আমার আলয়ে,
(বিপদ-আশঙ্কা করি এবে !)
পঞ্চবিংশ অনুচর সহ এস তুমি ;
তার বেশী অনুচর—স্থান কুলাবে না।

লীয়ার। দিয়াছি সকলি !

রীগান। সময়েতে সমুচিত কার্য্য করিয়াছ।

লীয়ার। ছিল স্থির—শত অনুচর সহ
দোঁহার আলয়ে যথাক্রমে নিবসিব।
পঞ্চবিংশ মাত্র লয়ে তোমার আলয়ে
কি হেতু বা যাইব রীগান ?
কিরূপে কহিলে হেন কথা ?

রীগান। বলি আমি আর বার ;—
অধিক আনিলে স্থান নাহি হবে।

লীয়ার। অপর পাপিষ্ঠে হেরি
শ্রেয় বলি হয় জ্ঞান !
মন্দের চরম সীমা গত নহে বলি,—
বরং প্রশংসা-ভাগী। (গনেরিলের প্রতি)
কহি তবে তোমার নিকটে—
পঞ্চাশৎ যথা পঞ্চ-বিংশতি-দ্বিগুণ—
সেইরূপ তব স্নেহ উহার দ্বিগুণ।

গনে। শুন পিতা, কিবা প্রয়োজন সেথা
পঞ্চবিংশ অথবা দশ-পাঁচ অনুচরে,
সংখ্যায় দ্বিগুণ যেথা তব আজ্ঞাধীন ?

রীগান। একক-জনেতে নাহি কাজ আছে দেখি

লীয়ার। প্রয়োজন যুক্তি নাহি গণে,—
অধম ভিক্ষুক-জনে তুচ্ছ—তাও সুপ্রচুর।
স্বভাবে অভাব মোচন মাত্র হলে,
পশু সম মানবের হইত জীবন।
নারী তুমি,—শীত-নিবারণ যদি উদ্দেশ্য হইত,
কিবা কাজ বস্ত্র-আড়ম্বরে,
নহে যাহে শীত-নিবারণ ?
কিন্তু ন্যায্য প্রয়োজন লাগি
ধৈর্য্য মোরে দাও দেব,
ধৈর্য্য মাগি তব ঠাঁই।
দ্যাখো, আমি নিঃসম্বল অভাগা স্থবির,
দুঃখ আর বয়ঃপূর্ণ মোর,
অবজ্ঞাত উভয়ের হেতু।
বিমুখ করিয়া যদি থাকো তুমি প্রভু
কন্যারে পিতার প্রতি—
শিখায়ো না মোরে তাহা বিনম্র সহিতে !
ন্যায়-ক্রোধ বক্ষে এস !
নারীর সম্বল অশ্রুজল
কলঙ্কিত নাহি করে পুরুষ-কপোল !
না, না, না, বিকটা ডাকিনী তোরা,
প্রতিহিংসা লবো আমি দুজনার পরে,
যাহে ত্রিভুবন—করিব এমন—
কি করিব ? জানি না তা—কিন্তু ভয়ে
এ ধরণী উঠিবে কাঁপিয়া !
ভেবেছ কি করিব ক্রন্দন ?
না, না, কাঁদিব না আর।
অশ্রুর কারণ আছে আরো বহুতর !
শতধা হইবে চিত্ত মোর—

কিম্বা অশ্রু বাহিরিবে।
হায় প্রিয় বয়স্য আমার, বুঝি বা উন্মাদ হই!
[লীয়ার, গ্লষ্টর, কেণ্ট ও বয়স্যের প্রস্থান।

কর্ণ। চলো যাই। ঝড় আস্‌ছে।

(দূরে ঝটিকা-নাদ)

রীগান। ক্ষুদ্র এ প্রাসাদ।
অনুচর-সহ বৃদ্ধ কেমনে রহিবে?
গনে। নিজ-দোষে ঘটিছে সকলি।
স্ব-ইচ্ছায় বিরাম-বর্জ্জিত,
ফল তার ভুঞ্জিবে নিশ্চিত।
রীগান। সাগ্রহে আহ্বানি ওঁরে—
কিন্তু এক অনুচরে স্থান নাহি দিব।
গনে। সেইমত মোর অভিপ্রায়।
গ্লষ্টরের অধিপতি কোথা?
কর্ণ। গিয়াছে সে বৃদ্ধের সহিত। আসে ঐ।

(গ্লষ্টরের পুনঃপ্রবেশ)

গ্লষ্টর। মহারাজ রুষ্ট অতি।
কর্ণ। কোথায় গমন তাঁর?
গ্লষ্টর। আজ্ঞা দেন অশ্ব আনিবারে!
কোথা যান, কেমনে জানিব?
কর্ণ। যথা ইচ্ছা করুন্ গমন।
স্ব-ইচ্ছায় কার্য্য তাঁর!
গনে। রহিবার অনুরোধে নাহি প্রয়োজন।
গ্লষ্টর। আহা, বড় দুঃখ হয়!
নিশীথ-তিমির আবরিল চারিদিক,
শীত-বায়ু বহিছে দুর্জ্জয়—
বহুদূরাবধি দেখি
তৃণচিহ্ন নাহি কোথা আশ্রয়ের তরে।
রীগান। কথার অবাধ্য যারা, স্বেচ্ছা-কৃতফলে
ভালো শিক্ষা পায় তারা।
দ্বার রুদ্ধ রাখো। সঙ্গিগণ ভীষণ দুর্মদ
দিবে কুমন্ত্রণা। কি জানি, কখন্
বৃদ্ধেরে করিবে রুষ্ট;
বুদ্ধি-বিবেচনা লবে হরি।
কর্ণ। আপনি দ্বার বন্ধ করুন মশায়—খুব বেশী
রকম দুর্য্যোগ দেখ্‌চি।
রীগান। ঠিক বলেছ। চলুন, ঝড়ের হাত থেকে
সরে যাই।
[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উষর প্রান্তর

ঝটিকা-নাদ, বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত

(কেণ্ট এবং জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ ;
পরস্পরে সাক্ষাৎ)

কেণ্ট। দুর্য্যোগে কে আর সঙ্গী হতে পারে?
ভদ্র। যার মন ঝড়ের মত অস্থির।
কেণ্ট। মশায়কে চেনা-চেনা বলে মনে হচ্ছে। মহারাজ কোথায়—বল্‌তে পারেন?
ভদ্র। মহারাজ এখন ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করছেন। ঝড়কে হুকুম দিচ্ছেন পৃথিবীকে উড়িয়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দিতে; আর জলকে হুকুম করচেন সারা পৃথিবীকে ডুবিয়ে দিতে! তাঁর ইচ্ছা, প্রলয়ে সমস্ত একেবারে ধ্বংস হয়ে যাক্—নয়তো জল-প্লাবনে ভয়ঙ্কর উলটপালট ঘটে যাক! মাথার শুভ্র কেশ ছিন্ন-ভিন্ন করছেন; সে কেশ নিষ্ফল ক্রোধে বাতাসে যেন উড়ছে—যেন সে-গুলো অতি তুচ্ছ! নিজের দেহকে ভাবচেন প্রকৃতির মত—তাই ভেবে ঝড়-বৃষ্টিকে তুচ্ছ জ্ঞান করছেন। আজ এ দুর্যোগের রাত্রে ভল্লুকী গিয়ে গর্ত্তে সেঁধিয়েছে—ক্ষুধার্ত্ত সিংহ-ব্যাঘ্র গহ্বরে গিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছে। কিন্তু তিনি এ দুর্য্যোগ তাচ্ছল্য করে খালি মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন—জীবনে একেবারে দারুণ হতাশ হয়ে!
কেণ্ট। তাঁর সঙ্গে কে আছে?
ভদ্র। শুধু তাঁর সেই বয়স্যটি। হাস্য-কৌতুকে সে তাঁর মনের কষ্ট নিবারণ করবার চেষ্টা করচে।
কেণ্ট। মশায়, আপনি আমার পরিচিত। আপনার মুখ দেখে বিশ্বাস হয়—তাই গোপনে একটি ব্যাপার আপনাকে জানাতে চাই। এলবেনী আর কর্ণওয়াল-রাজ—দুজনে বেশ মনোমালিন্য ঘটেছে। কিন্তু বাহিরে সে-ভাব মোটে প্রকাশ পাচ্ছে না। ওদের অনুচরেরা (উচ্চপদস্থ ভদ্র-লোকের অনুচরেরা যেমন হয়ে থাকে) ফ্রান্সের গুপ্তচর; তারা এখানকার সব খবর রাখ্‌ছে। যতদূর বোঝা যায়, দু'জনের এই অসৌহার্দ্দ্য আর ষড়যন্ত্র অথবা দয়ালু বৃদ্ধ রাজার উপর নিষ্ঠুর ব্যবহারই এর কারণ। কিম্বা হয়তো অন্য

কোনো গূঢ় কারণ আছে,—এগুলি শুধু বাহিরের কারণ মাত্র। কিন্তু এ কথা সত্য যে, এই বিচ্ছিন্ন রাজ্যে ফ্রান্স থেকে সৈন্য এসে হাজির হবে। এই অসাবধানতায় তারা আমাদের দৃঢ়-সংরক্ষিত বন্দরে জায়গা করে নিয়েচে। শীঘ্রই নিশান উড়বে। আমাকে যদি তোমার বিশ্বাস হয় তো সে বিশ্বাসে নির্ভর করে ডোভারে যাও, সেখানে একজনের দেখা পাবে, তাঁর কাছে এখানে কি ভয়ানক অবস্থা চলেছে—আর কি দুঃখে মহারাজ কতখানি নিগ্রহ ভোগ করছেন, এটুকু জানাতে পারলে সেখানে তুমি খুব খাতির পাবে। আমি উচ্চ বংশে জন্মেছি—ইজ্জৎদার বলে আমায় জেনো। ভিতরকার ব্যাপার সব জানি বলে তোমায় এ কাজের ভার দিচ্ছি।

ভদ্র। এ সম্বন্ধে আর কিছু বলবেন ?

কেন্ট। না ! কথায় আর প্রয়োজন নেই। আমার চেহারা দেখচেন—তার চেয়ে আমি বনেদী—এটুকু বিশ্বাস হবে বলে এই টাকার থলি আপনাকে দিচ্ছি। খুলে দেখুন : এতে যা আছে, নিন। যদি কর্ডিলিয়ার সঙ্গে দেখা হয়, (দেখা হবেই—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই) তা'হলে তাঁকে এই অঙ্গুরিটি দেখাবে। তিনি তোমাকে জিজ্ঞাসা করবেন—তোমার সঙ্গী কে ? যদিও তুমি আমাকে এখনও চেনো না···নাঃ, ঝড় উচ্ছন্ন যাক—আমি মহারাজের সন্ধানে যাচ্ছি।

ভদ্র। আপনার হাত দিন। আর কিছু বলবার নেই ?

কেন্ট। অল্প কথা বাকী : কিন্তু হ্যাঁ, মহারাজের দেখা পেলে—সে জন্য তুমি একটু কষ্ট ক'রে ওদিকে যাও, আর আমি এই দিকে যাই—প্রথমে যে তাঁর দেখা পাবে, চাৎকার করে অপরকে ডেকে সে তখনি খবর জানাবে।

(দুই দিক দিয়া উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

উষর ক্ষেত্রের অপর প্রান্ত

ঝটিকা-প্রবাহ।

(লীয়ার ও বয়স্যের প্রবেশ)

লীয়ার। বহ, বহ প্রভঞ্জন মত্ত বেগে—
রুদ্র রোষে আস্ফালিয়া বহ তীব্র আরো !
জলস্তম্ভ, নির্ঝর-প্রপাত—জল-ধারে
নিঃশেষে শুষিয়া ঢালো ধরণীর গায়ে,
সিক্ত কর মন্দিরের সমুন্নত শির—
সৌধশির-পতাকায় ডুবাও সলিলে !
গন্ধকাগ্নি, পলকে প্রলয় কর তুমি—
ওক-বক্ষ-ভেদ-ক্ষম বজ্রাগ্নির দূত,
এস তুমি ঝলশিতে শুভ্র শির মম !
আর তুমি দেব ইরম্মদ,
কঠিন সুগোল পৃথ্বী—
আঘাতে তোমায় সমতল করি দাও—
প্রান্তরে বিলীন। প্রকৃতির অনুলিপি
খণ্ড খণ্ড করি,
কর নাশ এককালে—
কৃতঘ্ন মানব
সন্তানের বীজ-সহ লুপ্ত হয়ে যাক্ !

বয়স্য। খুড়ো, বাহিরে বৃষ্টির জলে ভেজার চেয়ে ঘরে একটু খোসামোদ ক'রে শুকনো থাকা ভালো ছিল ! বাড়ী গিয়ে খুড়ো, তোমার মেয়েদের কাছে মাপ চাইবে, চলো। এ রাত্রি, জ্ঞানী হও, আর বোকাই হও, কিছুতেই রেত করবে না।

লীয়ার। ভীম নাদে ভরো চারিদিক !
মুহুর্মুহু পড়রে অশনি ! বারি-পাত অহরহ !
হে অনিল, বজ্র, বহ্নি, বারি—কেহ নহ
আমার তনয়া। কেহ নহ তোমরা ;—
প্রকৃতির প্রহরণ ! কঠোর বলিয়া
কেন দোষ দিব তোমাদের ?
দিয়াছি কি রাজ্য সঁপি ? সন্তান বলিয়া
সম্ভাষ করেছি কভু ?
তবে কেন মোরে হায় রক্ষিবে তোমরা ?
ভয়ঙ্করী লীলা এবে করহ প্রকাশ !
ক্রীতদাস সম আমি দাঁড়ায়ে হেথায়
নিঃস্ব, দুঃখী, হীন-বল, ঘৃণিত, স্থবির !
কিন্তু শুন বাণী,—নীচ আজ্ঞাকারী সবে,
হেয় কন্যাগণ সহ মিলি শুভ্র শিরে
হেন তীব্র কর রণ ! লজ্জার এ কথা !

বয়স্য। ঘরে মাথা রাখবার যার জায়গা আছে খুড়ো, তারও একটা মস্তকাবরণ আছে।
মনের যে কাজ, সে কাজ যদি
পায়ের আঙুল করে—
কড়ার জ্বালায় কাঁদবে তবে,
নিদ্রা যাবে মরে !
এমন সুন্দরী স্ত্রীলোক কেউ জন্মায় নি যে আরসির সামনে না মুখ-ভঙ্গী করেছে !

(কেন্টের প্রবেশ)

লীয়ার। না, ধৈর্য্য—আমি ধৈর্য্য ধরবো। আর কোন কথা বলবো না।

কেন্ট। কে ওখানে ?

বয়স্য। এখানে একটা বোকা আর একটি সেয়ানা—দুটি লোক রয়েছে।

কেন্ট। অবস্থান এই স্থানে! হায় মহারাজ!
নিশা-অনুচর যারা, এ-নিশিতে তাদেরো বিরাগ!
এ ঘোর দুর্য্যোগ হেরি পলায় সভয়ে।
রাত্রিচর ভয়ঙ্কর পশু-প্রাণী সবে
পশিয়াছে নিজ-নিজ বিবর-ভিতরে।
বহ্নিরাশি, ভয়ঙ্কর বজ্রনাদ হেন
বৃষ্টি আর ঝটিকার ভীষণ প্রকোপ
জন্মাবধি হেরি নাই, স্মৃতি-বহির্ভূত!
মানব-স্বভাব হেন সহিবে কেমনে!
কম্পিত হয়েছে তারা এ প্রলয় হেরি।

লীয়ার। যে-দেবতা ঘটায়েছে আমাদের শিরে
দুর্য্যোগ; নিপাত করুন তিনি শত্রুদলে!
কম্পিত হ' নরাধম অন্তরে নিহিত
যার হেন পাপ সর্ব্ব সীমা অতিক্রমি;
রাখ্ লুকাইয়া রুধির রঞ্জিত কর তোর,
মিথ্যাবাদী ব্যভিচারী।
খণ্ড খণ্ড দেহ তোর হোক রে চণ্ডাল,
ঢাকি ধর্ম্ম-আবরণে বন্ধুত্বের ভাণে,
হত্যাকারী তুই যে গোপনে!
অন্তরের পাপরাশি,
বক্ষ বিদারিয়া হোক্ সুপ্রকাশ,
যুক্ত করে শাস্তি মাগো তাহাদের পাশে,
বিচারের লাগি মোরে আহ্বানিছে যারা।
পাপের কালিমা-স্পর্শ করে নাই মোরে,
শত অত্যাচার কিন্তু সহিয়াছি শিরে!

কেন্ট। আহা, নগ্নশির নরবর! রহুন কুশলে!
কুটীর আছয়ে এক নিকটে মোদের,
আশ্রয় দানিবে প্রভু ঝটিকা হইতে—
বিশ্রাম লউন সেথা।
যাই পুনঃ নিরদয় গৃহস্বামি-পাশে,
(প্রস্তরে কঠিন গৃহ, তা হতে কঠিন হৃদি!
না দিল আশ্রয় মোরে ক্ষণকাল আগে
আশ্রয় যাচিনু যবে আপনার তরে)
মমতা লভিব বলে—মমতার অভাব যেথায়।

লীয়ার। বিকৃত-মস্তিষ্ক মোর, বুঝি!
এস বৎস! কি দশা তোমার, কহ।
শীতার্ত্ত? আমিও কাতর শীতে।
কোথা হতে শুষ্ক তৃণ করিলে সংগ্রহ?
বড়ই কৌতুকাবহ প্রয়োজন-বিধি,
সামান্য বস্তুও তাহে হয় মূল্যবান।
চল যাই কুটীর-ভিতরে।
শত-ভিন্ন হৃদি এই; তবু এক-অংশ তার
কাতর তোমার লাগি, বয়স্য আমার!

বয়স্য। একটু বুদ্ধি থাকলে রে মন!
দূর ছাই করে বাদল-বাতাস,
যখন যেমন তখন তেমন,
হোক না বৃষ্টি বারোটা মাস।

লীয়ার। ঠিক বলেচো। এখন চলো, কুটীরে নিয়ে চলো।

[লীয়ার ও কেন্টের প্রস্থান।

বয়স্য। যাবার আগে একটা কথা বলে যাই—
যখন ধর্ম্মযাচক কথায় দড়, মদে শুঁড়ি মেশায় জল বড়,
যখন ভদ্র লোকের দর্জ্জি পোড়ো, ধর্ম্ম ছাড়া পড়ে নাকো,
পুড়ে মরে নটীর ভেড়ো,
যখন আইনে ঠিক সব মাম্‌লা, বীরের নেইকো টাকার জ্বালা,
আর পোড়ে নাকো দেনার জ্বালায় তার যত নোকরগুলা,
যখন মুখে মুখে কুৎসা না ফেরে, গাঁট-কাটা না সেঁধোয় ভিড়ে,
দেখবে তোমরা দেশে তখন গোল বাধবে বিলক্ষণ।
দেখবে তখন বাঁচবে যারা পায়ে হবে চলা-ফেরা।
মালিন বলচে এই ভবিষ্যৎবাণী,
কেননা তার আগেই আমি জন্মে গেছি, মানি!

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

দুর্গ-কক্ষ

(গ্লষ্টর ও এডমণ্ডের প্রবেশ)

গ্লষ্টর। বড় দুঃখের বিষয় এডমণ্ড, এমন অস্বাভাবিক দুর্ব্যবহার আমার ভালো লাগে না। ওদের কাছে মিনতি জানালেম, মহারাজের উপর একটু করুণার জন্য তার ফলে আমার বাড়ীখানি আমার কাছ থেকে ওরা কেড়ে নিলে। আর

তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইলে, তাঁর জন্য অনুরোধ করলে, কিম্বা কোনরকমে তাঁর সাহায্য করলে ওঁদের বিরাগ ঘটবে, এ কথাও স্পষ্ট বললে।

এড। বড় নিদারুণ! বড় অস্বাভাবিক!

গ্লষ্টর। নিজের কাজে যাও। কোন কথা বল্‌বার প্রয়োজন নেই। দু-জামায়ে বিবাদ বেধেছে—এর চেয়ে আরও দুঃসংবাদ আছে:—আজ রাত্রে একখানি পত্র পেয়েচি। সে চিঠির কথা প্রকাশ করায় বড় বিপদ। আমার ঘরে সে পত্র লুকিয়ে রেখেছি। মহারাজের উপর যে অত্যাচার হয়েছে, তার শোধ ভালো রকমই হবে। কতক সৈন্য ইংলণ্ডে নেমেছে। আমরা অবশ্য মহারাজের পক্ষ হবো, তাঁর সন্ধান করবো; আর যাতে তাঁর কষ্ট কমে, তা করবো। তুমি যাও, কর্ণওয়াল-রাজের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও গিয়ে। তিনি যেন আমার কাজ না বুঝতে পারেন। যদি আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন, বলো, আমি পীড়িত, শয্যাগত। এতে যদি আমার মৃত্যু হয়, —তারা তো মৃত্যু-ভয় নিত্য দেখাচ্ছে—তো সে মৃত্যুও স্বীকার, তবু আমি মহারাজের উদ্ধার-সাধন করবোই করবো। একটা কোন আশ্চর্য্য ব্যাপার শীঘ্রই ঘটবে। একটু সাবধানে থেকো।

[গ্লষ্টরের প্রস্থান।

এড্। এ সব কথা এখনই কর্ণওয়াল-রাজ শুনবেন। পত্রের কথাও জান্‌তে পার্‌বেন। লাভের মস্ত সুযোগ। পিতা যা হারাবেন, আমি তা পাবো। আর এটাও তো আছে জ্ঞান, বৃদ্ধের পতন হলেই যুবার উত্থান!

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

উষর ক্ষেত্র—পর্ণশালা

(লীয়ার, কেণ্ট ও বয়স্যের প্রবেশ)

কেণ্ট। এই স্থানে আশ্রয় মিলিবে প্রভু'
প্রার্থনা আমার—বিরাম লভহ হেথা।
ভয়ঙ্করী নিশীথিনী; রহিলে বাহিরে,
স্বভাবে সবে না কভু।

(ঝটিকা-প্রবাহ)

লীয়ার। সঙ্গিহীন আছি ভালো।

কেণ্ট। নিবেদন প্রভু—প্রবেশো এখানে।

লীয়ার। হৃদি-ভঙ্গ করিবে আমার?

কেণ্ট। ভেঙ্গে যাক হৃদি মোর একান্ত বাসনা!
আশ্রয় গ্রহণ করুন।

লীয়ার। অনুমান তব, ঝটিকার প্রবল প্রবাহ
আঘাতিছে দেহে যাহা—বড়ই বিষম?
হতে পারে তোমার নিকট!
বুকে যার যাতনা ভীষণ—
ক্ষুদ্র ব্যাধি বুঝে সে কেমনে!
ভীষণ ভল্লুক-ভয়ে পলাইতে গিয়া
উদ্বেলিত সিন্ধু যদি ত্যাখো সমুখেতে,
ইচ্ছা-ভরে ভল্লুকেরে দাও আলিঙ্গন।
অন্তরে পীড়ন যে-বা কভু নাহি জানে,
সেই জন অনুভবে শরীরের ক্লেশ;
বিষম ঝটিকাঘাত হৃদয় হইতে
দূর করিয়াছে মোর সর্ব্ব-অনুভূতি;
আঘাত কেবলমাত্র বাজিছে হৃদয়ে!
সন্তান এমন হয়? এমন কৃতঘ্ন?
আহার্য্য প্রদান তরে উত্তোলিত-কর
খণ্ড খণ্ড হয় যথা দশন-আঘাতে।
প্রতিশোধ লইব নিশ্চিত;
আঁখি-জল আর বহিবে না!
বিতাড়িত গৃহ হতে এ হেন নিশীথে!
ঝর-ঝর ঝরে বৃষ্টি মস্তকে আমার,
শির পাতি সে বৃষ্টি সহিব।
এমন দুর্য্যোগ-রাত্রে—রীগান! গনেরিল!
বৃদ্ধ পিতা—এই ভার কারলি কি শেষে?
সরল অন্তরে যে-বা দিয়াছে তোদের
আপনার সরবস্ব।
না, না—হেন চিন্তা আর দিব না প্রশ্রয়,—
উন্মাদ, উন্মাদ হবো!
দূর হও অন্তর হইতে,
এ-কথার নাহি প্রয়োজন।

কেণ্ট। শুন প্রভু, প্রবেশো হেথায়।

লীয়ার। তুমি যাও, আরাম লভহ নিজে।
বজ্র-ঝঞ্ঝা অবসর দিবে না আমায়
চিন্তিবারে হৃদয়ের দারুণ আঘাত!
বেশ, চলো। যাবো আমি। (বয়স্যের প্রতি)
প্রথমে প্রবেশো তুমি—
গৃহহীন দারিদ্র্যের প্রতিকৃতি,—তুমি যাও।
প্রার্থনা করিয়া আমি নিদ্রা যাবো শেষে।

(বয়স্যের কুটীরে প্রবেশ)

দরিদ্র-সন্তান যে যেথায় নগ্ন-তনু—

নির্দ্দয় ঝটিকাঘাত সহিছ যাহারা,
গৃহ-হীন অনাবৃত মস্তক যাদের—
শীর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল,
সুমলিন চীর-বাস—
রক্ষিবে কেমনে হেন কাল নিশি হতে ?
হয় নাই কভু হেন চিন্তার উদয় !
সম্পদ—এই যে ঔষধ তার !
দারিদ্র্যের তিক্ত স্বাদ অনুভবি আজ,
ভুঞ্জি আবশ্যক-মত, করি অতিরিক্ত দান !
ন্যায়-পর বিভু-রাজ্য করহ প্রচার।

এডগা। (কুটীর হইতে)
সমুদ্রের জল মাপা কাজ পেয়েছি আমি,
দিবারাতি ক্রোশ-যোজন। জানেন অন্তর্য্যামী !
এস বাবা, আবাগে টম।

(কুটীর হইতে বয়স্যের পলায়ন)

বয়স্য। খুড়ো, খুড়ো, এখানে এসো না বাবা।
পালাও।…ভুত ! ভুত ! ওগো আমায় ধরো !
বাঁচাও ! বাঁচাও।

কেণ্ট। ধরো মোর হাত। কে আছ হোথায় ?

বয়স্য। ভুত গো ভুত ! আবার বলে, ওর নাম
অভাগা টম।

কেণ্ট। কে ও ? খড়ের পিছনে গোঁ-গোঁ করে ?
এসো, বেরিয়ে এসো।

(বাতুল-বেশে এডগারের প্রবেশ)

এডগা। পলাও। পলাও। শীঘ্র কর পলায়ন।
ভুত লেগেছে আমার পিছে ;
কাঁটা বনের বিচে বিচে—
যাচ্ছে বাতাস বয়ে, থাকবে কেন সয়ে ?
শোও তুমি বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়ে।

লীয়ার। দিয়াছ কি কন্যাগণে সর্ব্বস্ব তোমার ?
এমন দুর্দ্দশা-ভোগ তাই সে-কারণে ?

এডগা। টমকে কিছু দাও গো তোমরা। ভুত মশাই
সঙ্গ নেছে মোর—
পেত্নীর আলো ঘোরায় সদা, খানায়-ডোবায়
ঘোর !
যেথায় মোরে পায়—ঘোর্ টম, ঘোর্।
বালিসের নীচে আছে ছুরি,
ঠাকুরের ঘরে গলায় দড়ি,
ঝোলের কাছে বিষের হাঁড়ি,
বিষ দিয়ে খেলে প্রাণটা বাঁচে।
দেমাকেতে প্রাণটা ভরা,
সরু সাঁকোয় ঘোড়ায় চড়া,
নিজের ছায়াকে তাড়া করা !
বেঁচে থাকুক মোর পাঁচ বুদ্ধি !
ঠাণ্ডা হলো টম ভায়া,
হিঃ—হিঃ—হিঃ—হিঃ—হিঃ—হিঃ !
ঘুরণ-বাতাস তারা-খশা না আসে কাছে,
গরীব টম ভূতের ভয়ে ভিক্ষা মাগিতেছে।
ঐ তো আছে দাঁড়িয়ে ভুত, ঐখানে, ঐখানে, ঐখানে।

(ঝটিকা-প্রবাহ)

সাবধান, দুষ্ট ভুত ! কথা শোন্ বাপ-মার,
কথার মত কাজ কর্, দিব্যি গেলো না।
চোখ দিয়ো না পরস্ত্রীতে, দেমাকে যেয়ো না ভরে,—
টমের বড় শীত গো, বড় শীত।

লীয়ার। কি আছিলে তুমি ?

এডগা। দাস—কিন্তু দেমাকেতে ভরা।
কেশের বিন্যাস করিতাম কুঞ্চিত করিয়ে ;
কামিনীর হস্তালক পরিতাম শিরস্ত্রাণে ;
পূরাতাম প্রভু-পত্নী-সাধ ;
তার সহ করিতাম তামসীর লীলা।
প্রতি বাক্যে শপথে তৎপর,
স্বর্গ নামে ভগ্ন করিতাম সে সকল।
ঘুমাতাম কাম-লীলা মানস করিয়ে,
জাগি পুনঃ পূর্ণাহুতি দিতাম তাহাতে।
মদিরায় মত্ত মন, সদা দ্যূতক্রীড়াসক্তি,
অভিরুচি কামিনীর কম আলিঙ্গনে
শঠ, খুনে, কান-পাৎলা, আলস্যে শূকর,
চাতুর্য্যে শৃগাল আর লোভী দ্বিপী সম,
বাতুল কুক্কুর প্রায়, সিংহ শিকারেতে।
কামিনীর পাদুকার কোমল ধ্বনিতে,
রেশমী বস্ত্রের মৃদু মর্ম্মরিত তানে
জানায়ো না মন আপনার।
করিও না পদার্পণ নটীর আলয়ে,
হস্তক্ষেপ করিয়ো না আবরণ-মাঝে,
লিখিয়ো না নাম তব উত্তমর্ণ-পাশে,
দুষ্ট ভূতে অবজ্ঞা করিবে।
শীতল বাতাস বয় কাঁটা-বন দিয়া ;
গাও সবে সা—রে—গা—মা,—
ডলফিন ছোকরাটি আমার,
সা-রে-গা-মা…যেতে দাও মোরে।

(ঝটিকা-প্রবাহ)

লীয়ার। আকাশের অত্যাচার এ অনাবৃত দেহে সহ্য করার চেয়ে কবরে গেলে ভালো থাকতে। মানুষ

এই ? এর বেশী আর কিছু নয় ? ভেবে ভাখো, গুটি পোকার রেশম তুমি ধারো না, ভেড়ার পশম ধারো না, বিড়ালের গন্ধ ধারো না। আহা, বেশ! আমরা তিন জনেই এখানে ভুলে পড়ে কষ্ট পাচ্ছি। তুমি পশুর প্রাতিরূপ্ত বস্ত্র-হীন মানব। তোমার মত হতভাগ্য নগ্ন, নখ-ধারী পশু ভিন্ন আর কিছু নয়। যাও, যাও তুমি। এসো, জামা খুলে দাও।

(বস্ত্র ছিন্ন করিয়া)

বয়স্য। মাপ করো খুড়ো, থামো। ভারী সাংঘাতিক রাত্রি! এখন সাঁতার কাটা চলে না। এই ভয়ঙ্কর মাঠের মাঝখানে একটু আগুন, বৃদ্ধ লম্পটের মনের মত প্রাণে যেন একটু সখের আগুন জ্বলছে—আর সমস্ত দেহ ঠাণ্ডা। চেয়ে ভাখো—চলন্ত আগুন আসছে।

এড্‌গা। এটা গলায়-দড়ে মামদো! সাঁঝের বাতি জ্বলা থেকে কুকড়োর ডাক পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়ায়। রোগ জন্মে দেয়, চোখ্‌ টেরা করে দেয়,ফশল নষ্ট করে, আর মাটীর পোকাগুলোকে দেয় যাতনা:

ঠাকুর তিনবার দিয়ে মাঠে পা।
দেখেছেন ডাইনী তার নটা ছা।
ঠাকুর নাম্‌তে বলেছে,
পালাতে বেটী পণ করেছে।
যা যা ডাইনী, শীগ্‌গির যা।

কেণ্ট মহারাজ এখন কেমন বোধ করছেন ?

(আলোক হস্তে গ্লষ্টরের প্রবেশ)

লীয়ার কে ও ?

কেণ্ট। তুমি কে ? কিসের সন্ধান কর্‌চো ?

গ্লষ্টর। তোমরা কে ? তোমাদের নাম ?

এড্‌গা। বেচারা টম,—যে খায় জ্যান্ত ব্যাঙ্‌ আর ডাঙ্গার টিকটিকি, জলের মাকড়।

দুষ্টু, ভূত রাগলে পরে, রাগের চোটে গোবর-চাট্‌ করে;
আর খায় জলের উপর যে ছ্যাংলা পড়ে।
তারে চাব্‌কে তাড়ায় গাঁয়ে গাঁয়ে,
পায়ে বেড়ী দেয় আর পোরে গারদ ঘরে।
পিঠে তার তিন-স্যুট কাপড়—গায়ে তার জামা ছটা,
চড়বার তার আছে ঘোড়া, হাতিয়ার বহুৎ খাড়া খাঁড়া।
ধেড়ে ইঁদুর, নেংটে ইঁদুর আর হরিণের ছানা,
সাত সাত বছর ধরে হয়েছে টমের খানা।

খবর্দ্দার! চুপ কর্ চণ্ড! থাম্ পাজী ভূত!

গ্লষ্টর। মহারাজের কি এর চেয়ে আর ভালো সঙ্গী জোটেনি ?

এড্‌গা। নরকের রাজাও ছিল ভদ্রলোক—তাকে সকলে খবিস বলে, আর বলে, মাম্‌দো!

গ্লষ্টর। আমাদের রক্ত-মাংস এত খারাপ হয়েছে যে, যাতে জন্মেছি, তাকেই ঘৃণা করি।

এড্‌গা। টম ঠাণ্ডা মেরে গেছে।

গ্লষ্টর। আমার সঙ্গে ভিতরে আসুন। কর্ত্তব্যানু-রোধে আপনার কন্যাদের দুঃসহ আজ্ঞা প্রতি-পালনে আমি প্রস্তুত নই। তাদের আজ্ঞা, এই দুর্য্যোগে আপনি কষ্ট পান, আর আমার গৃহদ্বার বন্ধ রেখে আপনাকে যেন সে গৃহে আর প্রবেশ করতে না দি। সে আজ্ঞা অবহেলা ক'রে আপনার সন্ধান করছি। যেখানে আগুন আর খাবার মিলবে, আপনাকে সেইখানে নিয়ে যাবো।

লীয়ার। প্রথমে আমি এই বিজ্ঞানবিদের সঙ্গে আলাপ করি। বলুন দেখি, বজ্রের কারণ কি ?

কেণ্ট। প্রভু, এঁর প্রস্তাবে সম্মত হন,—এঁর বাড়ীতে চলুন।

লীয়ার। আমি এই থিব্‌স-বাসী পণ্ডিতের সঙ্গে একটু বাক্যালাপ করি। তুমি কি করো ?

এড্‌গা। আজ্ঞে, ভূতের রোজাগিরি আর পোকা-মাকড় ধ্বংস।

লীয়ার। নির্জ্জনে তোমার সঙ্গে একটু কথা কইবো।

কেণ্ট। প্রভু, ওঁকে আর-একবার অনুরোধ করুন। ওঁর মস্তিষ্ক বিকৃত হবার লক্ষণ বুঝছি।

গ্লষ্টর। ওঁর আর দোষ কি! মেয়েরা ওঁর মৃত্যু কামনা করছে। আহা, উদার কেণ্ট! পূর্ব্বেই সে বলেছিল,এ ব্যাপার ঘটবে। আহা, নির্ব্বাসিত রাজাকে পাগল বল্‌ছ, তোমায় আর বল্‌বো কি বন্ধু, আমি নিজেই পাগল হয়েছি। আমার একটি পুত্র ছিল। সে এখন…আমি তাকে ত্যাগ করেছি: সে আমার প্রাণ-সংহারে উদ্যত হয়েছিল। বন্ধু, তাকে আমি কি ভালোই বাসতেম! কোনো পিতা পুত্রকে এত ভালোবাসে না। সত্য বলতে কি, ওঃ, (ঝটিকা-প্রবাহ) দুঃখে আমারো মস্তিষ্ক স্থির নেই। কি দারুণ দুর্য্যোগ, মহারাজ! ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি, তিনি আপনাকে রক্ষা করুন!

লীয়ার। পণ্ডিত তুমি আমার সঙ্গে থাকো।

এড্‌গা। টমের বড় শীত গো।

গ্লষ্টর। যাও, তুমি ঐ কুটিরে যাও,—ওখানে নিজেকে গরম করো।

লীয়ার। এসো। সকলে যাই।

কেণ্ট। এই পথে প্রভু।

লীয়ার। ওঁর সঙ্গে যাবো, আমি পণ্ডিতের সঙ্গে থাকবো

কেণ্ট। প্রভু, ওঁকে ঠাণ্ডা করুন। ও লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন।

গ্লষ্টর। ওঁকে সঙ্গে নিন।

কেণ্ট। আসুন মশায়, আমাদের সঙ্গে আসুন।

লীয়ার। এসো জ্ঞানী এথেন্সবাসী।

এড্‌গা। গোল করো না, গোল করো না, চুপ।
শিক্ষানবিস রোলাণ্ড এলো অন্ধকূপ গারদে,
তবু বলে, ছি-ছি-ছি-ছি পড়লেম কি আপদে।
ইংরেজের রক্তের গন্ধ পাচ্ছি নাকে—নাই সন্দ!

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

গ্লষ্টরের দুর্গ-কক্ষ

(কর্ণওয়াল ও এডমণ্ডের প্রবেশ

কর্ণ। এখান থেকে যাবার পূর্ব্বে শোধ দিয়ে যাবো।

এড। পিতৃভক্তির চেয়ে প্রভুর প্রতি রাজভক্তি দেখানোয় আমার মনে সংশয় হয়, লোকে কি ভাববে!

কর্ণ। এখন মনে হচ্ছে, তোমার ভাই যে তার মৃত্যু কামনা করেছিল, সে শুধু তার বদ স্বভাবের দোষে নয়; তোমার গুণে তার বদ স্বভাব আরও জোর পেয়েছিল।

এড্। ভাগ্য আমার উপর বড় অপ্রসন্ন,—ন্যায় পথে থাকতে মনে এত দুঃখ পেতে হয়! এই পত্রেই ফ্রান্সের আসবার কথা প্রকাশ করেছে। ভগবান! এমন রাজদ্রোহ যদি না ঘটতো, কিম্বা যদি ঘটেছিল, এ বিষয় আমি না জানতে পারতেম, বড় ভালো হতো!

কর্ণ। আমার সঙ্গে চলো তুমি আমার স্ত্রীর কাছে।

এড্। পত্রে যা লেখা, সে খবর সত্য হলে আপনাকে অনেক কাজ করতে হবে।

কর্ণ। সত্য হোক আর মিথ্যাই হোক, এই পত্র তোমাকে গ্লষ্টরের অধিপতি করেছে। তোমার পিতার সন্ধান করো, যেন তাঁর গ্রেফতারে কোন গোলযোগ না ওঠে।

এড্ (স্বগত) যদি তাঁকে মহারাজের শুশ্রূষা করতে দেখি, এঁর সন্দেহ আরও বাড়বে। (প্রকাশ্যে) পিতৃভক্তির সঙ্গে বিরোধ ঘটলেও আমি সর্ব্বদা রাজানুবর্ত্তী থাকবো।

কর্ণ। আমিও তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবো। আমার ভালোবাসা—পিতৃ-স্নেহের চেয়ে তুমি ঢের বেশী অনুভব করবে।

[প্রস্থান

দৃশ্য

দুর্গ-সন্নিহিত গোলাবাড়ীর ক্ষুদ্র ঘর

(গ্লষ্টর, লীয়ার, কেণ্ট, বয়স্য ও এড্‌গার)

গ্লষ্টর। খোলা জায়গার চেয়ে এ জায়গা অনেক ভালো। যতখানি সম্ভব, আরাম করুন। অন্য জিনিষপত্র সংগ্রহ করে যতদূর পারি, আপনাকে স্বচ্ছন্দ করবো। বেশীক্ষণ আপনাদের কাছ থেকে দূরে থাকবো না।

কেণ্ট। আর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ওঁর বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। ভগবান আপনার এ কর্ম্মটিকে পুরস্কৃত করুন।

এড্‌গা। গোমড়া-ভূত আমায় ডেকে বলেছে যে, নীরো নরক-দীঘিতে ছিপ ফেলছে! বোকা পাজী ভূতের হাতে সাবধানে থাকিস্।

বয়স্য। খুড়ো, বলো তো বাবা, যারা পাগল, তারা ভদ্রলোক? না, চাষা?

লীয়ার। রাজা! একজন রাজা!

বয়স্য। হলো না, বাবা। ভদ্রলোক যার ছেলে, সে হয় চাষা; কেন না, পাগল-চাষাই বেঁচে থাকতে থাকতে ছেলেকে ভদ্রলোক দেখে।

লীয়ার। লক্ষ লক্ষ অগ্নিকণায় তারা ভস্ম হয়ে যাক!

এড্‌গা। পাজী ভূত আমার পিঠে কামড়াচ্ছে।

বয়স্য। যে পাগল, সেই শুধু বিশ্বাস করে নেকড়ের পোষ-মানায়, ঘোড়ার খুরে, বালকের ভালো-বাসায় আর বেশ্যার শপথে।

লীয়ার। এখনই শেষ করবো। সকলকে রাজার আজ্ঞায় গ্রেফতার করবো। (এডগারের প্রতি) আসুন, এইখানে বসুন। আপনি একজন বিজ্ঞ বিচারক। (বয়স্যের প্রতি) মশায়, আপনিও

একজন জ্ঞানী, আপনি এইখানে বসুন। এইবার আয়, তোরা বাঘিনী!

এড্‌গা। ছাখো, দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে! ভদ্রে, বিচারের সময়ে দৃষ্টি-আকর্ষণের সাধ? (গীত) নদী পেরিয়ে এস প্রাণ আমার কাছেতে।

বয়স্ত। যার নায়ে আছে ছেঁদা—
তার কথা কইতে বাধা,
সে কি আসতে পারে, সাহস করে তোমার কাছেতে?

এডগা। বুলবুলির মত ডেকে পাজী ভূতো গরীব টমের পাছু লেগেছে। টমের পেটের মধ্যে দুটো মাছ খাবার জন্য ভূতো কোঁ-কোঁ করছে। কোঁ-কোঁ করো না কাল-ভূতো! তোমায় আমি কি খাবার দেবো, কিছুই যে নেই বাপধন।

কেণ্ট। কি রকম মনে করছেন, মহারাজ? এমন ভয়ার্ত্ত চোখে চেয়ে রয়েছেন কেন? এই বিছানার শুয়ে আপনি বিশ্রাম করুন।

লীয়ার। না, না। আগে আমি ওদের বিচার দেখবো। প্রমাণ আনো। বিচার-ভূষিত মানব, এইখানে, এই খানে—হ্যাঁ, এইখানে বসো। (এডগার এবং বয়স্তের প্রতি) তুমি ন্যায়ের ভার-বাহী,তুমি ওঁর পাশে বসো। তুমিও একজন বিচারক। (কেণ্টের প্রতি) তুমি এইখানে বসো।

এড্‌গা। এস, আমরা ন্যায়বিচার করি।
ঘুমিয়ে না জেগে ওহে কুর্তিবাজ রাখাল?
তোমার ক্ষেতের মধ্যে মেষ ঢুকছে পালে পাল।
একবারমাত্র ফুঁ দিলে তোমার বাঁশীতে,
কোনো ক্ষতি করবে নাকো মেষের রাশিতে।
মিউ মিউ ডাকছে ঐ কুণো বেরাল।

লীয়ার। প্রথমে এর বিচার হোক। ওর নাম গনেরিল। মাননীয় ভক্তবৃন্দের সামনে শপথ করে বলছি, উনি ওঁর নির্দ্দোষ নিরপরাধ পিতাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেছেন।

বয়স্ত। ভদ্রে, এখানে এসো। তোমার নাম গনেরিল?

লীয়ার। অস্বীকার করতে পারে না।

বয়স্ত। তাই ভালো! রক্ষা পাই! আমি তোমাকে একটা কাঠরার জিনিস মনে করেছিলেম।

লীয়ার। এই আর একজন। এর বক্র দৃষ্টিতে অন্তরের ভাব ফুটে বেরুচ্ছে। ধরো, ওকে ধরো।—অস্ত্র—শস্ত্র! তরবারি! বহ্নি! ঐ স্থান কলুষিত হয়েছে! ভণ্ড বিচারক! ঘুষ খেয়ে কেন ওকে ছেড়ে দিলি?

এড্‌গা। তোমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেন স্বচ্ছন্দে থাকে, এই প্রার্থনা।

কেণ্ট। কি দুঃখ! ধৈর্য্য হারাবেন না মহারাজ। আপনি সর্ব্বদা বলতেন, আপনার ধৈর্য্য অসীম।

এড গা। (স্বগত) আমার চোখের কোণে এত জল জমে রয়েছে যে, ভয় হয়, পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

লীয়ার। আমার ছোট ছোট কুকুরগুলো আমায় চিনতে না পেরে ঘেউ-ঘেউ করে কামড়াতে আসছে।

এডগা। টম দেবে তার মুণ্ডু ফেলে।
দূর দূর খেঁকি কুকুর।
সাদা মুখ নয়, কালো মিষ,
কামড়ালো যার দাঁতে বিষ!
যত রকম কুকুর আছে,
লেজ খাটো কি ঘোরানো প্যাচে,
আমার মুণ্ডু ফেলে দিয়ে
টম তাদের দেবে কাঁদিয়ে;
কেঁউ কেঁউ ক'রে জানলা দিয়ে
পালিয়ে যাবে লেজ গুটিয়ে।
সা-রে-রে-রে-রে।
চুপ! চল্, যাই হাট-বাজারে।
শুকনো সে টমের শিঙ্গে।

লীয়ার। আচ্ছা, রীগানের শরীর ব্যবচ্ছেদ করো, ছাখো, ওর মনে কি ঘটেছে। কি কারণে মানুষের মন এমন কঠিন হয়? (এড্‌গারের প্রতি) তোমাকে আমার শত অনুচর-দল-ভুক্ত করলেম; শুধু তোমার বেশভূষা আমি পছন্দ করি না। তুমি হয়তো বলবে,এটা পারস্য দেশের পরিচ্ছদ। যাই হোক, ওটা বদলাও।

কেণ্ট। এখন এখানে শয়ন করে একটু বিশ্রাম করুন মহারাজ।

লীয়ার। গোল করো না, শব্দ করো না। দাও, মশারি ফেলে দাও, ঐ ঐ ঐ রকম ক'রে। সকালে আমরা সান্ধ্য ভোজন করবো। ঐ ঐ ঐ রকম ক'রে।

বয়স্ত। আর আমি মধ্যাহ্নে নিদ্রা যাবো।

(গ্লষ্টরের পুনঃপ্রবেশ)

গ্লষ্টর। বন্ধু, এদিকে এসো। মহারাজ কোথায়?

কেণ্ট। এইখানে আছেন। ওঁকে বিরক্ত করবেন না। ওঁর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে।

গ্লষ্টর। বন্ধু, ওঁকে কোলে করে তুলে নাও;— ওঁর বিরুদ্ধে মৃত্যুর ষড়যন্ত্র আমি গোপনে শুনেছি

একখানি ডুলি প্রস্তুত আছে, সেই ডুলি ক'রে ওঁকে ডোভরে নিয়ে যাও। সেখানে অভ্যর্থনা আর আশ্রয়—দুই পাবে। তোমার প্রভুকে তোলো; যদি আর আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করো, ওঁর জীবন, তোমার জীবন, আর যাঁরা যাঁরা ওঁকে রক্ষা করছেন, সকলের জীবন নিশ্চয় বিনষ্ট হবে। তোলো, তোলো,—আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো। তোমায় কিছু অর্থ দেবো, সে অর্থের জোরে শীঘ্র শীঘ্র পথ-অতিক্রমের ব্যবস্থা করতে পারবে।

কেণ্ট। শ্রান্ত আর বিক্ষিপ্ত প্রকৃতি নিদ্রায় কাতর।
লভিলে বিরাম হেন—
অসংযত স্নায়ু যত হইত সংযত।
দৈব-বশে বিরামের অভাব হইলে
আরামের আশা যাবে দূরে।
এস, প্রভুকে বহন করতে আমায় সাহায্য করো।
(বয়স্যের প্রতি) তুমি পিছনে থেকো না, এসো।

গ্লষ্টর। এসো, শীঘ্র এসো।

[কেণ্ট, গ্লষ্টর ও বয়স্য রাজাকে বহন করিয়া প্রস্থান।

এড্‌গা। সবে হেরি নিপীড়িত দুঃখের ভারেতে।
উচ্চতর স্থান যারা করেন গ্রহণ,
নাহি গণি শত্রু বলি আমাদের দুর্দৈব সকলে।
দুঃখরাশি বহিবার সাথী নাই যার—
অন্তরে অধিক দুঃখ বহে সে সতত;
সুন্দর সামগ্রী আর আনন্দের ভাব
পরিহার করে সে সকলি;
তুচ্ছজ্ঞানে দুঃখরাশি নিত্য হেলা করে,
দুঃখ-বহনের সাথী পায় সেই জন।
কত তুচ্ছ অনুভবি এই ক্লেশ মোর,
মনে যবে গণি, আমি নত যেই ক্লেশে—
সেই ক্লেশ অভিভূত করেছে রাজারে!
সন্তান পেয়েছে ওই পিতা—যথা আমি!
টম, চল, চল দূরে,
মহাকার্য্যে মন তব করহ নিয়োগ;
পশ্চাতে করিয়ো তুমি আপনা প্রকাশ।
অলীক রটনা যবে—কলঙ্কিত যাহে—
তব গুণে ন্যায়-কার্য্যে হোক্ তাহা দূর।
যা ঘটে ঘটুক রাত্রে মোদের কপালে,
নরপতি নিরাপদে রহুন কুশলে।
লুকাইয়া রবো আমি।

প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

কক্ষ

(কর্ণওয়াল, রীগান, গনেরিল এবং এড্‌মণ্ডের অনুচরসহ প্রবেশ)

কর্ণ। তোমার প্রভু এলবেনী-অধিপতির কাছে এখনি যাও। তাঁকে এই পত্রখানি দিয়ো। ফ্রান্সের সৈন্য ইংলণ্ডে পদার্পণ করেছে। দুর্জ্জন-গ্লষ্টরের সন্ধান করো।

রীগান। ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলাও তাহারে।

গনে। চক্ষু তার কর উৎপাটন।

কর্ণ। সে পাপাত্মাকে শাস্তি দেবার ভার আমার হাতে দাও। এড্‌মণ্ড, আমাদের ভগ্নীর সঙ্গে যাত্রা করো। তোমার বিশ্বাসঘাতক পিতার উপর আমরা যে প্রতিশোধ নেবো, তা তোমার চোখে দেখা সম্ভব হবে না। এলবেনীর কাছে গিয়ে তুমি বলো, কোথায় কি গুরুতর কার্য্যে যাচ্ছ। আমরাও প্রস্তুত থাকবো। দ্রুতগামী অশ্বে আমাদের সংবাদ দেবে। প্রিয় ভগিনী, এখন-গ্লষ্টরের নব-অধিপতি! তোমাদের কাছে বিদায় প্রার্থনা করি।

(অস্‌ওয়াল্ডের প্রবেশ)

কি সংবাদ? রাজা কোথায়?

অস্। গ্লষ্টর-অধিপতি তাঁকে অন্যত্র নিয়ে গেছেন; তাঁর পঁয়ত্রিশ ছাত্রিশ জন অনুচর অনুগামী হয়েছে। তারা গ্লষ্টর-অধিপতির কজন অনুচরের সঙ্গে ডোভরের দিকে যাত্রা করেছে। দম্ভভরে তারা বলেছে, ডোভরে তাদের বন্ধুরা সশস্ত্র সজ্জিত আছে।

কর্ণ। তোমার প্রভু-পত্নীর জন্য অশ্ব সজ্জিত করো।

গনে। প্রিয় অধিপতি, ভগিনি, বিদায়!

কর্ণ। এড্‌মণ্ড, বিদায়!

[গনেরিল ও এড্‌মণ্ডের প্রস্থান

বিশ্বাসঘাতক গ্লষ্টরের সন্ধান করো, তাকে চোরের মত হাত-পা বেঁধে এখানে নিয়ে এসো।

[ভৃত্যগণের প্রস্থান

বিচারের ভাণ না দেখিয়ে ওর প্রাণ নিতে পারবো না। এ ক্রোধের সামনে আমাদের শক্তি নত হবে। তাতে লোকে দোষ দেবে বটে—কিন্তু

বোধ করতে পারবে না। কে আসে? সেই বিশ্বাসঘাতক?

(অনুচর কর্ত্তৃক আনীত গ্লষ্টরের প্রবেশ)

কর্ণ। ওর হাত বাঁধো।

গ্লষ্টর। কিবা অভিপ্রায় তব?
কর কার্য্য বিবেচনা-মত;
অতিথি আমার সবে,—
মোর সনে হেন ব্যবহার—সাজে না কো।

কর্ণ। বদ্ধ করো, বন্দী করো এরে।

(ভৃত্যগণের বন্ধন-করণ)

রীগান। আরো জোরে, আরো জোরে।
বিশ্বাসঘাতক নীচ!

গ্লষ্টর। অকরুণা তুমি ভদ্রে—
নহি আমি বিশ্বাসঘাতক।

কর্ণ। কাষ্ঠাসনে বদ্ধ করো ওরে!
দুর্জ্জন, এখনি জানিবে তুমি—

(রীগান শ্মশ্রু ধরিল)

গ্লষ্টর। দেবগণ, রক্ষা করো।
ধরে শ্মশ্রু মোর,
এ হতে ঘৃণিত কাজ কি-বা?

রীগান। হেন শুভ্র শ্মশ্রু—তবু বিশ্বাসঘাতক!

গ্লষ্টর। দুষ্টে, এই মোর শুভ্র শ্মশ্রুরাশি
হস্ত-দানে কলুষিত করেছিস্ যাহা,
জন্মি পুনঃ আরোপিবে দোষ তোর'পরে;
অতিথি-সৎকার-রত এ আমার মুখ—
দস্যু-সম হস্তে তুই করিস পীড়িত!

কর্ণ। ফ্রান্স থেকে কি পত্র পেয়েছ—বলো?

রীগান। আমরা সব জানি,—তুমি অল্প কথায় বলো।

কর্ণ। যে সব বিশ্বাসঘাতক সম্প্রতি এ রাজ্যে উদয় হয়েছে, তাদের সঙ্গে কি ষড়যন্ত্র করেছো?

রীগান। বাতুল রাজাকে কার কাছে পাঠিয়েছ?

গ্লষ্টর। আমি একখানি পত্র পেয়েছি। পত্রখানি অনুমান করি শত্রুপক্ষের লেখা; অপর কোন পক্ষের লেখা নয়।

কর্ণ। চাতুরী।

রীগান। মিথ্যা কথা!

কর্ণ। রাজাকে কোথায় পাঠিয়েছ?

গ্লষ্টর। ডোভরে।

রীগান। কি জন্য ডোভরে পাঠালে? তোমার উপর আদেশ ছিল না, আজ্ঞা-লঙ্ঘনে শাস্তি পাবে?

কর্ণ। কেন তাকে ডোভরে পাঠালে? এ প্রশ্নের উত্তর দাও আগে।

গ্লষ্টর। দণ্ডসনে বাঁধিয়াছ মোরে,—
পলাবার নাহিক উপায়।
কুক্কুরের আক্রমণ সহিব নিশ্চিত।

রীগান। কেন ডোভরে পাঠালে? বলো।

গ্লষ্টর। সাধ নাই হেরিবারে ক্রূর নখাঘাতে
উখাড়িবে আঁখি-তারা বৃদ্ধ জনকের!
কিম্বা তব ভগ্নী ভয়ঙ্করী
বরাহী-দশনে আঘাতিবে
দিব্য তৈলে একদিন অভিষিক্ত
পিতার যে দেহ—
হেরিব না চোখে তাহা কভু।
নারকীয় তামসী নিশায় ঝঞ্ঝাবাত,—
নগ্নশির তাঁর মূর্ত্তি করেছে বিকল মোরে!
বিশাল বারিধি-বক্ষ হয়ে উদ্বেলিত
নিভাইল তারাদলে তরঙ্গ-আঘাতে।
যাচিল তথাপি বৃদ্ধ অশ্রুরে তাহার
বৃষ্টি হেতু দেবগণে; হেনকালে যদি
কাতর স্বরেতে দ্বিপী ডাকিত দ্বারেতে,
দিত আজ্ঞা দ্বারপালে উদ্ঘাটিতে দ্বার
প্রদানিতে আশ্রয় তাহারে!
নিদারুণ নিষ্ঠুরতা হেরি চারিদিকে
মনে হয়, হেরিব নিশ্চিত
আশু দেব-প্রতিশোধ—
বজ্র হয়ে পড়িবে তোমাদের শিরে।

কর্ণ। হেরিতে না দিব তোরে।
ধরো বলে কাষ্ঠাসন।
এই চক্ষু'পরি পদ করিমু স্থাপন।

(গ্লষ্টরকে বলপূর্ব্বক কাষ্ঠাসনে ধারণ; কর্ণওয়াল কর্ত্তৃক চক্ষু উৎপাটন ও তদুপরি পদ-স্থাপনা)

গ্লষ্টর। রক্ষা কর, রক্ষা কর মোরে
বৃদ্ধ হতে সাধ যার:
নির্দ্দয় হৃদয় তোর! দেবগণ, রক্ষা করো।

রীগান। ওর একটি চোখ অপরটিকে উপহাস করবে,—ওটিও নষ্ট করুন।

কর্ণ। প্রতিশোধ যদি দেখে থাকো—

ভৃত্য। ক্ষান্ত হন প্রভু!
সেবিয়াছি বটে তোমা বাল্যকাল হতে,
এ হতে উত্তম কাজ কভু করি নাই—
কহি তোমা—'ক্ষান্ত হন প্রভু'!

রীগান। কি কহে কুক্কুর?

ভৃত্য। শ্মশ্রু যদি থাকিত ও-বদনে তোমার—
ডাকিতাম যুদ্ধ হেতু।

কর্ণ। আরে আরে ক্রীতদাস!

(তরবারি উন্মোচন করিয়া পশ্চাদ্ধাবন)

ভৃত্য। আয়, তবে রাগের বশে যা করি, তার ফল
ভোগ কর্।

(পরস্পরে যুদ্ধ, কর্ণওয়াল আহত)

রীগান। (অন্য ভৃত্যের প্রতি) দেহ তব তরবারি,
কৃষকে ধরেছে অস্ত্র।

(পশ্চাৎ হইতে আঘাত)

ভৃত্য। প্রাণ যায় প্রভু! এক আঁখি আছে তব
হেরিবারে এদের বিনাশ! ওঃ! (মৃত্যু)

কর্ণ। তবে সেটুকু দেখবার শক্তিও লোপ পাক।
পঙ্কিল জলের ভাণ্ডার—যা, তুই চূর্ণ হয়ে!
কোথায় এখন সেই জ্যোতি?

(গ্লষ্টরের চক্ষু-উৎপাটন ও ভূমিতলে নিক্ষেপ)

গ্লষ্টর। ওঃ! অন্ধকার! সমস্ত অন্ধকার! সুখ-হীন! আমার পুত্র এড্‌মণ্ড কোথায়? এড্‌-মণ্ড? স্বভাবের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে উত্তেজিত হয়ে এর শোধ নিস।

রীগান। দূর হ রে বিশ্বাস-ঘাতক নরাধম।
ডাকিছ যাহারে, ঘৃণা করে সে তোমায়।
প্রকাশ করেছে সে-ই আমাদের কাছে
গুপ্ত এ মন্ত্রণা তোর। সরল অন্তর,
তোর প্রতি দয়া সে-বা কভু না করিবে।

গ্লষ্টর। মূর্খ আমি। মিথ্যা রটনায় এড্‌গারের সর্ব্বনাশ করেছি। হে স্বর্গের দেবতা, আমায় ক্ষমা করো। সুখে রাখো তনয়ে আমার।

রীগান। যাও, যাও, দ্বার হতে করে দাও দূর!
গন্ধে অনুসরি ডোভরের পথ এবে করুক সন্ধান।

[গ্লষ্টরকে লইয়া জনৈক অনুচরের প্রস্থান।

কি প্রভু! কেন হেন ভাব তব?

কর্ণ। পেয়েছি আঘাত! এসো পশ্চাতে আমার;
দূর করো চক্ষুহীন পাপিষ্ঠ গ্লষ্টরে।
মৃত হীন দাসে ফ্যালো গোময়ের স্তূপে।
রীগান, বহিতেছে নিরন্তর শোণিত-প্রবাহ;
অসময়ে পেয়েছি আঘাত অতি। ধরো মোরে!

[কর্ণওয়ালকে লইয়া রীগানের প্রস্থান

১ম ভৃত্য। এ লোক যদি সেরে ওঠে, তাহলে কোন কুকাজ করতে আমি হঠবো না।

২য় ভৃত্য। রীগান যদি কিছুদিন বেঁচে থেকে বুড়ো হয়, তাহলে দুনিয়ার মেয়ে-জাত হবে রাক্ষসী।

১ম ভৃত্য। চলো, বৃদ্ধ রাজার সঙ্গে যাই। পাগলের মত যেখানে উনি যাবেন, ওঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবো। উনি বাতুলের মত হয়তো যা ইচ্ছে তাই করবেন।

২য় ভৃত্য। যাও, আমি কিছু শোণ আর ডিমের লালা নিয়ে আসি—ওঁর রক্ত-মাখা মুখে দিতে হবে। ভগবান ওঁকে রক্ষা করুন!

[প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উষর

(এড্‌গারের প্রবেশ)

এড্‌গা। অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটেছে যেমন,
এ হেন কায়িক ভাব বড়ই উত্তম!
যদিচ মনেতে জ্ঞান ঘৃণিত সবার,
অন্তরেতে ঘৃণ্যভাব পোষণ করিয়ে,
চাটুকারী তোষামোদে কাজ মম নাই।
ভাগ্যহীন দলিত যে সৌভাগ্যের পদে,
নির্ভীক অন্তর তার। আশা তার,
হেরিবারে ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন মুখ।
উত্তম হইতে যবে অধমে পতন,
দুর্ভাগ্যের সীমা কোথা আর?
কিন্তু যবে গ্রহ-আবর্ত্তনে
সৌভাগ্য উদিত হয়। দুর্ভাগ্য নাশিয়ে,
আনন্দের ক্রোড়ে পায় স্থান।
এস তবে সমাদরে আহ্বানি তোমায়
সারহীন-পবন-প্রবাহ, মম দেহ আলিঙ্গিছ যেই!
কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ নহি,
বহু ক্লেশ দিয়াছ আমায়, বহি তাহা নগ্ন বক্ষে।
কে আসে?

(জনৈক বৃদ্ধ-সাহায্যে গ্লষ্টরের প্রবেশ)

পিতা মোর আসে হীন দুর্ভাগার মত!
সংসার! সংসার! হায় রে সংসার!
বিচিত্র আবর্ত্তে তোর ঘৃণা জাগে মনে—
জীবনে বিরাগ ধরে। কে চাহে বাঁচিতে?

। প্রভু, বৃদ্ধ হয়ে আমি আপনার পিতার আর আপনার প্রজা ছিলেম। আমার বয়স হলো এখন আশী বৎসর।

যাও, যাও, আমারে বর্জ্জন করো—
শুন বন্ধু, সঙ্গ পরিহার করো!
প্রবোধ-বচনে তব কি ফল হইবে?

বৃদ্ধ। অহিত হতে পারে প্রভু! আপনি দেখতে পান না।

গ্লষ্টর। পথ-হারা আমি! নয়নেতে কি-বা কাজ?
ছিল যবে আঁখি, পদে পদে ঠেকিয়াছি।
এই শিক্ষা দিন-দিন লভিতেছে জীব,
অভাব না জানে যেবা মানব-জীবনে
অভাবের ক্লেশ সে-বা বুঝিবে কেমনে?
দুঃখ পেয়ে কষ্ট পেয়ে শিখি ভালো মতে
কোথায় কি ছিল ত্রুটি—স্বভাবে অভাব!
হায় প্রিয় পুত্র! হায় এড্‌গার মোর!
ভ্রান্ত পিতা—তার কোপে কত না সহিলে!
প্রাণে বেঁচে যদি পুনঃ বুকের পরশে
পাই তোরে—ফিরে পাবো এ অন্ধ-নয়ন।

বৃদ্ধ। কে? কে ওখানে?

এড্‌গা। (স্বগত) দেবতা! দেবতা!
ভেবেছিনু, দুর্ভাগ্যের চরম আমার!
ভুল, ভুল! আজ বটে, দুর্ভাগ্য চরম।

বৃদ্ধ। পাগ্‌লা টম্‌ রে পাগ্‌লা টম্‌—নেহাৎ অভাগা।

এড্‌গা। (স্বগত) আরও কি ঘটিবে ভাগ্যে—
কে দিবে বলিয়া!
হয়তো চরম আরো—যবে নাহি ঘটে
চরম দুর্ভাগ্য—সে কি, কেমনে বা কহি!

বৃদ্ধ। ওহে, বলি, কোথায় চলেছো?

গ্লষ্টর। ও কি একজন ভিখিরী?

বৃদ্ধ। পাগল বটে, ভিখিরীও বটে।

গ্লষ্টর। আছে জ্ঞান—নহে ভিক্ষা কেমনে মাগিবে?
কাল রাতে দুরন্ত সে ঝড়ের মাতনে
এর মত একজনে দেখিয়াছি।
মানবে ভেবেছি দেখি অতি-তুচ্ছ কীট!
সেইক্ষণে পুত্র-স্মৃতি উদিল মানসে
অপত্য-বিদ্বেষ ছিল অন্তরে তখন;—
তার-পরে শুনিয়াছি আরো কত কথা—
দুরন্ত বালক-হস্তে পতঙ্গ যেমন
খেলা-ছলে হয় নাশ,
দেবতার হাতে মোরা ঠিক সেইরূপ!
একান্ত নির্ম্মম!

এড্‌গা। (স্বগত) কেমনে ঘটিল হেন?
অবস্থা বিষম তার,
ছদ্ম-বেশে দুঃখ-ভার বহিছে যে-জন;
দুঃখ-নীরে ভাসিছে আপনি, ভাসায় সবারে!
(প্রকাশ্যে) প্রভু, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন!

গ্লষ্টর। এই সেই বস্ত্র-হীন জীব?

বৃদ্ধ। হাঁ, প্রভু।

গ্লষ্টর। প্রার্থনা আমার,
যাও এই স্থান ত্যজি,
পূর্ব্বভক্তি থাকে যদি—
অর্দ্ধ কিম্বা এক ক্রোশ দূরে।
ডোভরের পথে পুনঃ হইয়ো মিলিত।
দিয়ো বস্ত্র পরিধান-হেতু বস্ত্রহীন এই জনে;
অনুরোধ করি এরে লয়ে যেতে মোরে।

বৃদ্ধ। হায় প্রভু! ও যে বাতুল।

গ্লষ্টর। কাল-বিড়ম্বনা!
অন্ধজনে বাতুল দেখায় পথ!
করো কার্য্য আজ্ঞামত
কিম্বা যথা অভিরুচি তব!
সব ছাড়ি, অগ্রে করো এই স্থান ত্যাগ।

বৃদ্ধ। আমি ওকে আমার সব-চেয়ে ভালো পোষাক এনে দেবো।

[প্রস্থান

গ্লষ্টর। নগ্ন-জীব, শোনো কথা…

এড্‌গা। টমের বড় শীত গো! (স্বগত) আর ভাণ করতে পারি না।

গ্লষ্টর। এখানে এসো তো হে।

এড্‌গা। (স্বগত) নিশ্চয় যাবো। ভগবান চোখ সারিয়ে দিন! আহা, এখনও রক্ত পড়ছে।

গ্লষ্টর। ডোভরের পথ চেনো?

এড্‌গা। ফটক চিনি। ঘোড়া-চলা পথ, মানুষ-চলা পথ—সবই জানি। বেচারা টমের বুদ্ধি-শুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেছে। পাজী ভূতের হাত থেকে ভগবান আমাকে রক্ষা করুন! বেচারা টমের ঘাড়ে একেবারে পাঁচ-পাঁচটা ভূত চেপেছে গো! সেই লম্পট ভূত—বোবার রাজা ভূত—চোরের সর্দ্দার ভূত—খুনে ভূত—আর সেই দাঁত-খিঁচুনে ভূত, যেটা সোমত্ত দাসী-বাঁদীর ঘাড়ে চাপে। জয় হোক আপনার!

গ্লষ্টর। লহ, এই অর্থ ধর।
দুর্ভাগ্য তোমায় আনত করেছে। আহা,
অকাতরে বহু দুঃখ সহিবার তরে।
মোর দুঃখে নিজ-দুঃখ তবু সে ভাবিবে।
ভগবান! কর পুনঃ এমন বিধান,
ঐশ্বর্য্য-মদেতে মত্ত কামাচারী নর

সদর্পে লঙ্ঘিয়া তব ঐশ্বরিক বিধি,
দুঃখরাশি হেরে চারিভিতে,
নারে বুঝিবারে, অনুভব-শক্তিহীন ;
স্পর্শে না বলিয়ে তায়,
যাহে শীঘ্র পারে বুঝিবারে তোমার শকতি।
একের আধিক্য বহু ভাগে বিভক্ত হইলে,
প্রতিজনে পাইবে প্রচুর।
ডোভর কোথায়—জানো তো ?
এড্‌গা। আজ্ঞে হাঁ।
গ্লষ্টর। অতি-উচ্চ গিরি এক আছয়ে সেথায়,
তুঙ্গ শৃঙ্গ যার ভ্রূভঙ্গে চাহিয়া
বাধা দেয় তল-লগ্ন সাগর-প্রসারে।
প্রান্তে তার লয়ে চল।
দিব অর্থ—যাহা কাছে আছে—
দারিদ্র্য ঘুচিবে তব।
সেই স্থান হতে সাথী রহিয়ো না আর।
এড্‌গা। আপনার হাত দিন। অভাগা টম
আপনাকে নিয়ে যাবে।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

এলবেণীর প্রাসাদ-সম্মুখ

(গনেরিল ও এডমণ্ডের প্রবেশ)

গনে। স্বাগত প্রভু !
বিস্ময় মানিনু, সদা-নম্র স্বামী মোর
করিছে না অভ্যর্থনা আগুসরি হয়ে !

(অপর দিক হইতে অস্‌ওয়াল্ডের প্রবেশ)

কোথা তব প্রভু ?
অস্। দেবি, আছেন ভিতরে।
হেরি নাই মানবে কখনো
হেন ভাব করিতে ধারণ !
সৈন্য-সমাগম-বার্ত্তা জানাইনু তাঁয়,
মৃদু হাসে—কর্ণপাত করিল না তায় ;
আগমন-বার্ত্তা তব জানাইনু ;
কহিলেন—অশুভ সংবাদ অতি।
বিশ্বাসঘাতক গ্লষ্টরের কথা,
রাজভক্ত পুত্রের আচার তার,—
জানানু তাঁহাকে যবে—
মন্দপায়ী বলি করে উপহাস মোরে !

কহেন আবার, মন্দেরে বুঝেছি ভালো,
উপযুক্ত যেই কার্য্যে বিরাগ তাঁহার,
অনুমান, সেই কার্য্যে তাঁর অনুরাগ।
মনোমত হওয়া যাহা উচিত, তাহায়
কু ভাবিয়া পরিত্যাগ করেন সকলি !
গনে। কাজ নাই আগুসরি।

(এডমণ্ডের প্রতি)

বুকে যেই ভীরু-মন,—তাহার প্রভাবে
সাহস না হয় কার্য্য করিতে সমাধা।
অত্যাচারে অনুভব-শক্তিহীন ;
প্রতীকার সমুচিত তথা।
আগমন-কালে যে-বাসনা করেছি প্রকাশ,
কার্য্যে যেন হয় তাহা পরিণত !
এডমণ্ড, যাও ফিরে ভ্রাতার নিকটে,
সম্মিলিত কর সৈন্যগণে,
বাহিনী চালনা কর রণক্ষেত্র পানে।
অস্ত্র আমি ধরিব নিশ্চিত,
তন্ত্র-মন্ত্র-ভার দিয়া স্বামীর উপর।
অনুগত ভৃত্য এই,
পরস্পরে গূঢ় বার্ত্তা বহিবে নিয়ত।
নিজ-সৌভাগ্যের তরে থাকিলে সাহস,
আজ্ঞা মম এখনি পালিবে। ধর ইহা।

(পুরস্কার প্রদান)

বাক্য-ব্যয়ে নাহি কাজ।
নত কর মস্তক তোমার ;
ভাষে প্রকাশিত যদি চুম্বন আমার,—
নাচিত অন্তর তব শুনিয়া সে-ভাষ।
ভেবে দ্যাখো—বুঝ কথা। বিদায় এখন।
এড্। মরণ না হয় যত দিন,
তত দিন রহিব তোমার।
গনে। প্রিয়তম গ্লষ্টর আমার !

[এডমণ্ডের প্রস্থান

মানুষে-মানুষে হায়, কত ভেদ দেখি !
নারী নিজে দিতে চায় সর্ব্বস্ব তাহার
তোমারে যে প্রিয়—হায়, এ আমার দেহ
মূঢ় জনে করে ভোগ !
অস্। আসে প্রভু।

[অস্‌ওয়াল্ডের প্রস্থান

(এলবেণীর প্রবেশ)

গনে। ছিল দিন—যবে মোরে করিতে স্মরণ
সবাকার আগে, জানি।

এল্। গনেরিল—গনেরিল—
বায়ু-বেগে ওড়ে ধূলি। সেই ধূলি সম
মূল্য তব অতি-তুচ্ছ—কোনো মূল্য নাই!
তোমারে হেরিয়া আমি সত্য ভয়ে ভীত—
যাহার প্রকৃতি আপন-আধারে ঘৃণা করে,
অসংযম সীমাহীন তার!
যে সন্তান আপন-ইচ্ছায়
আপনার জনম-আধার হতে
নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে,
শাখা যথা বৃক্ষ হতে,—
অকালে সে মরিবে শুকায়ে—
পরিণাম ভীষণ তাহার!

গনে। বৃথা বাক্য-ব্যয়ে ফল?

এল্। মূঢ় তব বাণী। জ্ঞান বুদ্ধি সাধুতা—সে ভাগ,
মন্দ বলি হয় অনুভব।
আবর্জ্জনা হতে পূতিগন্ধ বাহিরায় সদা।
কি কাজ না করিয়াছ?
বাঘিনী···বাঘিনী···নহ মানব-তনয়া!
মান্য জন—বার্দ্ধক্যের ভারে নত;
যার পাশে নত হয় বদ্ধশির ঋক্ষ—
সে-পিতায়, রে নিষ্ঠুরা, করেছ বাতুল—
পশুর অধম তাঁরে ক্রূর আচরণে!
সদাশয় ভ্রাতা মোর,
তার'পরে এমন নির্ম্মম আচরণ?
মানুষ—তদুপরি অধিষ্ঠিত রাজ-পদে,
যে তোমার শত হিত করেছে সাধন—
সেই পিতা—রাজা—তাঁরে এমন ব্যাভার!
এ পাপের শাস্তি দিতে দেবতারা যদি
অচিরে না নেমে আসে—কিবে তবে বুঝি
মানবে-মানবে বাধে তুরন্ত সংগ্রাম!
কাটাকাটি হানাহানি চলিবে বিষম!
জলচর নক্র সম চলিবে শীকার পরস্পরে!

গনে। ভীরু ক্লীব কাপুরুষ!
কপোল তোমার দেখি আঘাতের তরে—
ধর শির অপমান বহিবারে?
ললাটে ও দুটা চোখ—নির্দ্ধারিতে নারে
ক্লেশ হতে মর্য্যাদা তোমার কত বেশী!
মূঢ় যারা তোমার মতন—তারাই জানায়
প্রীতি-মায়া দুর্জ্জন পিতারে!
পিতা দুঃখ পায় তার নিজ-কর্ম্মদোষে।
কোথা তব রণ-বাদ্য? শান্ত এ ইংলণ্ডে
ফ্রান্স করে পতাকা উড্ডীন!
পরাভবি তোমারে চাহে রাজত্ব-বিস্তার।
আর তুমি! মূঢ়বুদ্ধি! নীতি-জ্ঞানে টলমল
বসে আছ নিশ্চিন্ত হইয়া। মুখে ভাষা,
'হায়, হায়, হেন কার্য্য কেমনে হইল!'

এল। পিশাচি, আপনারে ভাখো ভালো মতে।
নারী-চিত্তে পাশে যবে নারকী বাসনা—
সে যত পিশাচ হয়,—পৈশাচী স্ত্রী লয়ে
পিশাচে না হয় তত!

গনে। মদে মত্ত অতি-মূঢ় তুমি!

এল। সরমের দোহাই তোমার—
স্বভাবের দোষে ভিন্ন ভাব ধরি,
রাক্ষসীরে নাহি দিয়ো ঠাঁই—
ক্রোধ-অনুবর্ত্তী হলে
এই হস্তে খণ্ড খণ্ড করিতাম
তোর ঐই অস্থি-মাংস মেদ-রক্ত!
পিশাচী, পিশাচী তুই রমণীর বেশে!

গনে। দোহাই দেবীর! তোর পুরুষত্ব—

(দূতের প্রবেশ)

এল। কি সংবাদ?

দূত। শুন প্রভু, গতজীব কর্ণওয়াল-রাজ—
ভৃত্য তাঁরে করে হত
গ্লষ্টরের চক্ষু-উৎপাটন-কালে।

এল্। গ্লষ্টরের চোখ!

দূত। তাঁহার পালিত দাস এক
অনুতাপে বিগলিত
বাধা দিল সেই কার্য্যে,
অস্ত্র তোলে দেহ লক্ষ্য করি।
ক্রোধ ভরে আক্রমিল ক্রীতদাসে,
ভূতলে পড়িল দাস;
সে বিরোধে আহত হইল বীর।
গুরু সে আঘাত—জীবনের হলো অবসান।

এল্। ইহাই প্রমাণ!
যথার্থই মাথার উপরে আছেন ঈশ্বর!
ইহলোক কৃত-পাপে নর,
প্রায়শ্চিত্ত করে ভোগ।
অভাগা গ্লষ্টর হায়, হারায়াছে দুটি আঁখি তার?

দূত। দুটি, আঁখি, প্রভু।
দেবি! এই পত্রখানি আপনার ভগ্নীর কাছ
থেকে এসেছে। এখনি এর উত্তর দিতে হবে।

গনে। (স্বগত) কাজ যা হয়েছে, মনের মতন।
কিন্তু ভগিনী বিধবা হয়েছে, আর তার সঙ্গে
আছে আমার এড্মণ্ড। তাহলে আমার শূন্য
জীবনে যে আশার কুঞ্জ রচনা করেছি, তা ভেঙ্গে

যাবে,—দুঃখই সার হবে আমার? যাক্‌ এখন-কার খপর মন্দ নয়। (প্রকাশ্যে) পত্র পড়ে জবাব দেবো।

[প্রস্থান

এল্‌। যখন তাঁর চোখ নষ্ট করলে, তখন তাঁর পুত্র কোথায় ছিল?

দূত। আমার প্রভু-পত্নীর সঙ্গে তিনি এখানে এসে-ছিলেন।

এল্‌। তিনি তো এখানে নেই।

দূত। না প্রভু,--ফিরে যাবার সময় পথে আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে।

এল্‌। এ মর্মান্তিক সংবাদ সে পেয়েছে?

দূত। হাঁ প্রভু, তিনিই গ্লষ্টরের বিরুদ্ধে সংবাদ দিয়ে ছিলেন। যাতে তাঁরা মনোমত শাস্তি দিতে পারেন, সেজন্য স্বেচ্ছায় তিনি সে গৃহ পরিত্যাগ করে আসেন।

এল্‌। গ্লষ্টর! ভাবিত রয়েছি আমি—
সাধু-বাদ দিতে,—হেন রাজভক্ত তুমি!
ও আঁখির ঋণ তব হইবে শুধিতে!
এস বন্ধু! কহ মোরে সকল বারতা।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

ডোভর-সন্নিহিত ফরাসী-শিবির

(কেণ্ট ও জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ)

কেণ্ট। ফ্রান্সের রাজা এত শীঘ্র চলে গেলেন কেন, বল্‌তে পারো?

ভদ্র। কি বুঝি রাজকার্য্য অসম্পূর্ণ ছিল, এখানে আসবার পর সে কথা স্মরণ হয়। রাজ্যে বিষম ভয় আর বিপদের আশঙ্কা। তাই তাঁর শীঘ্র ফেরবার প্রয়োজন হলো।

কেণ্ট। কাকে সৈন্যাধ্যক্ষ রেখে গেলেন?

ভদ্র। ফ্রান্সের রণবীর ফারকে।

কেণ্ট। তোমার পত্র পড়ে রাণী দুঃখ করলেন?

ভদ্র। হাঁ, পত্রখানি তিনি আমার সামনে পড়লেন। পড়তে পড়তে দু'গাল বয়ে টস্‌টস্‌ করে জল পড়তে লাগলো। মন তাঁর বিদ্রোহে ফুঁশে উঠেছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য মনের সংযম! সে বিরাগ-বিদ্রোহ প্রকাশ পেলো না।

কেণ্ট। মনে তাহলে তিনি বিষম আঘাত পেয়েছেন!

ভদ্র। ক্রোধ-ভাব নাহি কিছু।
ধৈর্য্য আর দুঃখ মিলি আরম্ভিল রণ,
স্বরূপ প্রকাশি লভিতে আধার তাহে।
দেখিয়াছ রৌদ্র-বৃষ্টি এককালে?
মুখে হাসি—চোখে অশ্রু? তেমনি সুন্দর!
যেন বিম্বাধরে হাসি মধুর উজ্জল—
জানে না নয়ন ভরে অশ্রুর কণায়—
হীরক হইতে যথা ঝরে মুক্তা-ফল,
অশ্রু তথা—ঝরে তাঁর দু'কপোল বহি।
অর্থাৎ সংক্ষেপে কহি—
দুঃখ মনোরম ভাব করিল ধারণ।

কেণ্ট। শুধালেন কোনো কথা?

ভদ্র। এক⋯না, না—দুইবার
দীর্ঘশ্বাসে 'পিতৃ'-নাম বাহিরিল মুখে।
মনে হলো ব্যথা-ভরে, বুঝি বুক ভাঙ্গে!
কহেন আবার—
'ভগ্নি! ভগ্নি! ভগ্নি! কলঙ্কিনী পিশাচি দোঁহে!
ভগিনী! ভগিনী! কেণ্ট! পিতা! ভগ্নী মোর!'
আঁখি হতে পূতবারি ঝরিল আবার,
ঘৃণারাশি সেই জলে ধুয়ে মুছে গেল।
ত্যজি সেই স্থান,—যান
একাকিনী শোক ভার বহিতে নির্জ্জনে।

কেণ্ট। গ্রহগণ জীবন-আকাশে করে লীলা;
নহে কভু প্রকৃতি-পুরুষ-মিলনেতে,
জনমে সন্তান হেন বিভিন্ন প্রকৃতি?
হ্যাঁ, তার পর আর কোনো কথা হয় নি?

ভদ্র। না।

কেণ্ট। রাজা ফিরে আসবার পূর্ব্বে এ-সব কোনো কথা হয়েছিল?

ভদ্র। আজ্ঞে না। কথা যা হলো, তা তাঁর আসবার পরে।

কেণ্ট। হুঁ। নিপীড়িত শোকার্ত্ত রাজা এই নগরে আছেন। মন যখন ভালো থাকে, আমাদের আসবার হেতু বুঝতে পারেন; কিন্তু কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কোনো মতে স্বীকৃত হন না।

ভদ্র। কেন মশায়?

কেণ্ট। লজ্জায় দেখা করতে পারচেন না। নিজের নির্ম্মমতার জন্যই তো কনিষ্ঠা কন্যাকে রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত করেছেন। বিদেশে আসতে তিনি বাধ্য হন; আর সেই কন্যার প্রাপ্য অধিকার—কুকুরের মত নীচ কন্যাদের দান করেছেন! এ-সব কথা স্মরণ করে তাঁর মনে এমন ধিক্কার জন্মেছে যে, লজ্জায় কর্ডিলিয়ার সঙ্গে দেখা করতে পারচেন না।

ভদ্র। বড় দুঃখের কথা।

কেণ্ট। এলবেণী আর কর্ণওয়ালের সৈন্য-সংখ্যা কত, তুমি জানো?

ভদ্র। না, শুধু এইটুকু জানি যে, তারা যুদ্ধে নেমেছে।

কেণ্ট। দেখুন, মহারাজের সেবা-শুশ্রূষার জন্য আপনাকে তাঁর কাছে রাখবো। কোন বিশেষ কাজের জন্য আমাকে এখন গোপনে থাকতে হবে, —আমি কে, যখন আপনি জানবেন, তখন আমার সঙ্গে আলাপের জন্য ক্ষুব্ধ হবেন না। আমার অনুরোধ, দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

ডোভর-শিবির

(তূর্য্যধ্বনি)

(কর্ডিলিয়া, ডাক্তার ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

কর্ডি। তিনি! তিনি! নিশ্চয় তিনি! এইমাত্র তাঁকে দেখা গেল তরঙ্গায়িত সাগরের মত চঞ্চল! কখনও উচ্চ কণ্ঠে গান গাইছেন, কখনও নানা লতা-পাতা-কাঁটা নিয়ে মুকুট তৈরী করে মাথায় পরছেন। চারিদিকে লোক পাঠাও—শত সহস্র লোক—এখনি। তারা ক্ষেতে-ক্ষেতে বনে-বনে তন্ন তন্ন করে সন্ধান করুক—তাঁকে আমাদের কাছে নিয়ে আসুক।

[জনৈক সৈনিকের প্রস্থান

পারে কি মানব-বুদ্ধি সংযত করিতে
পুনরায় বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়গণে?
আরোগ্য দানিবে যেই,
অদেয় কিছুই নাহি রহিবে তাহারে।

ডাক্তার। ভদ্রে, আরোগ্যের আছয়ে উপায়।
প্রকৃতির ধাত্রী, বিরাম-দায়িনী নিদ্রা—
নিদ্রার অভাব তাঁর!
নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্ন করিতে আছে
বহু লতা-গুল্ম,—
হিত-কারী ওষধি সে-সব,
তার গুণে নাশি মনস্তাপ
নিদ্রা আসি নিমীলিত করিবে নয়ন।

কর্ডি। হিতকারী ওষধি সকল,
অজ্ঞাত জগতে যাহা—
আমার নয়নে সব হউক প্রকাশ—
পিতার হউক তাহা আরাম-দায়িনী!
করো সবে তাঁহার সন্ধান।
অসংযত ক্রোধে যেন
জীবন সংশয় নাহি হয়,—
নিরুপায় জীবন-ধারণে!

(দূতের প্রবেশ)

দূত। শুন ভদ্রে, সংবাদ আমার;
রণ-মুখে আগুয়ান ব্রিটনের সেনা।

কর্ডি। জানি সব। সুসজ্জিত সৈন্য মোর-
প্রতীক্ষায় আছে সবে।
পিতা…পিতা…স্নেহময় পিতা মোর—
তব কার্য্যে আমি আছি ব্রতী!
সদাশয় ফ্রান্স-অধিপতি,
হেরি সকরুণ ভাব, নয়নের ধারা মম,
সদয় অন্তরে হন সহায় মোদের।
রাজ্যলাভ-সাধ মনে তিল-মাত্র নাই।
ভালোবাসা; আর প্রিয়-জনকের লাগি।
সাধ মনে, অতি-শীঘ্র হেরিতে তাঁহায়।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

গ্লষ্টরের দুর্গ-কক্ষ

(রীগান ও অস্‌ওয়াল্ডের প্রবেশ)

রীগান। ভ্রাতার সৈন্য বেরিয়েছে?

অস্‌। হাঁ ভদ্রে।

রীগান। তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আছেন?

অস্‌। অনেক করে তাঁকে নামানো গেছে—আপনার ভগ্নী তাঁর চেয়ে ভালো যোদ্ধা।

রীগান। তোমাদের ওখানে এড্‌মণ্ডের সঙ্গে তোমার প্রভুর কোনো কথাবার্তা হয় নি?

অস্‌। না ভদ্রে!

রীগান। তাঁকে আমার ভগ্নীর পত্র লেখ্‌বার অর্থ জানো?

অস্‌। আমি জানি না।

রীগান। বিশেষ কাজে তিনি এখান থেকে গেছেন। গ্লষ্টরের চোখ যাবার পর, তাকে জীবিত রাখা অন্যায় হয়েছে। যেখানে সে যায়, সেইখানেই সকলের মনে আমাদের বিরুদ্ধে

বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলছে। আমার মনে হয়, এডমণ্ড তার দুঃখে দুঃখিত হয়ে, নিশা-সম তার সুখহীন জীবনের অবসানের জন্য গেছেন। আর বিপক্ষের সৈন্য-সংখ্যা জানবার মতলব আছে।

অস্। পত্র সমেত আমি গিয়ে তাঁর সন্ধান নেবো।

রীগান। আমাদের সৈন্য কাল বেরুবে। আজ এইখানেই থাকুক—পথে বিপদের আশঙ্কা আছে।

অস্। আমি থাকতে পারি না, দেবি! আমার প্রভু-পত্নীর এ কাজ শেষ করতে না পারলে আমার কর্ত্তব্যে ত্রুটি হবে,—তাতে আমার বিশেষ অনিষ্ট-আশঙ্কা আছে।

রীগান। এডমণ্ডকে তাঁর পত্র লেখবার কি প্রয়োজন? তাঁর অভিপ্রায় তুমি মুখের কথায় জানাতে পারতে। আমার অন্য রকম মনে হচ্ছে; ঠিক বলতে পাচ্ছি না।—আমি তোমায় খুব স্নেহ করবো, চিঠিখানি খুলে আমায় দেখতে দাও।

অস্। দেবি, আমি বরং…

রীগান। আমি জানি, তোমার প্রভুপত্নী তাঁর স্বামীকে ভালোবাসেন না; সে বিষয়ে আমার সংশয় নেই। সেবারে যখন এখানে আসেন, এডমণ্ডের পানে যে-চোখে চাইছিলেন—সে অপাঙ্গ-দৃষ্টি আর ভাব-ভঙ্গী—তার অর্থ আছে। আমি জানি, তুমি তাঁর গোপন কথা সব জানো।

অস্। আমি জানি?

রীগান। হাঁ, আমি বেশ ভেবেই বল্‌ছি,—তুমি জানো। আমিও জানি। জানি বলেই তোমায় এ কথা বলছি। নাও, পুরস্কার নাও। আমার স্বামী মারা গেছেন। এডমণ্ড আর আমি পরস্পরে কথাবার্ত্তা কয়েছি—তোমার প্রভু-পত্নীর চেয়ে আমাকে বিবাহ করা তাঁর সাজে। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আরও অনেক কথা জান্‌তে পারবে। এটি তাকে দিয়ো। যখন তোমার প্রভুপত্নী তোমার মুখে কথা শুনবেন,—যেন বুদ্ধি না হারান, এইটুকু বলে দিয়ো। এখন এসো। যদি সেই অন্ধ বিদ্রোহীর সঙ্গে তোমার দেখা হয়, তার শির…বুঝলে, তার শির এনে দিতে পারলে বিশেষভাবে তোমায় পুরস্কার দেবো।

অস্। তার সঙ্গে যদি একবার সাক্ষাৎ হয়, তাহলে দেখাবো, আমি কোন্ পক্ষে।

রীগান। এসো এখন। [প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

ডোভর-সন্নিহিত প্রান্তর

(গ্লষ্টর ও কৃষক-বেশে এডগারের প্রবেশ)

গ্লষ্টর। আমরা কখন্ ঐ পাহাড়ের চূড়ায় উঠবো?

এডগা। এখন আমরা উপরে উঠছি। দেখুন না, কত কষ্ট করে উঠতে হচ্ছে।

গ্লষ্টর। সমতল জায়গা বলে আমার মনে হচ্ছে।

এডগা। ভয়ঙ্কর উঁচু! সমুদ্রের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন?

গ্লষ্টর। কৈ না, পাচ্ছি না তো।

এডগা। চোখের যাতনায় আপনার অপর ইন্দ্রিয়-বোধ লোপ পেয়েছে।

গ্লষ্টর। হতে পারে! আমার মনে হচ্ছে, তোমার কণ্ঠ-স্বরে পরিবর্ত্তন হয়েছে। আগের চেয়ে অনেকখানি পরিষ্কার ভাষায় তুমি কথা কইছ।

এডগা। আজ্ঞে না, আপনি ভুল বুঝছেন! পোষাক ছাড়া আমার আর কিছুর পরিবর্ত্তন হয়নি।

গ্লষ্টর। আমার বোধ হয়, তুমি কথাবার্ত্তা ভালো কইছ।

এডগা। আসুন মশায়, এই সে জায়গা। স্থির হয়ে দাঁড়ান। কি ভয়ঙ্কর! নীচের দিকে চাইতে মাথা ঘুরে যায়! যে সব কাক-চিল আকাশে উড়ে বেড়ায়, তাদের দেখাচ্ছে যেন ঝিঁঝিঁ পোকা। পাহাড়ে যারা লতা-পাতা সংগ্রহ করে—ঐ তাদের দেখা যাচ্ছে—অনেকখানি নীচে। কি ভয়ানক ব্যবসা! লোকটাকে দেখাচ্ছে এতটুকু। সমুদ্রের কূলে জেলেদের দেখাচ্ছে যেন ছোট ছোট ইঁদুর! একটু দূরে মস্ত জাহাজ—সেটাকে মনে হচ্ছে যেন জালিবোট! আর তার সঙ্গে বাঁধা জলিবোটখানাকে দেখা যাচ্ছে না। না, আর দেখবো না। মাথা ঘুরে যায়। চোখ ঝাপসা হয়ে হুড়মুড় করে শেষে পড়ে যাবো!

গ্লষ্টর। আচ্ছা, যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছো, এইখানে আমায় ছেড়ে দাও।

এডগা। দিন আপনার হাত। পাহাড়ের ধার থেকে একটু দূরে আছেন। পৃথিবীর সমস্ত সামগ্রী পেলেও ওখান থেকে—ওঃ, না, আমি লাফাতে পারবো না!

গ্লষ্টর। হাত ছাড়ো, বন্ধু,—আর এই একটা টাকার থলি ধরো! এর মধ্যে একটি রত্ন আছে,—গরীবের পক্ষে তা যথেষ্ট। দেবতারা তোমার সহায় হোন—সৌভাগ্য-সম্পদে তোমায়

তৃপ্ত করুন। তুমি যাও—বিদায় নাও। তোমার পায়ের শব্দে আমি যেন বুঝতে পারি, তুমি চলে গেছ।

এডগা। বেশ, তাহলে আমি চললেম্ মশায়।

গ্লষ্টর। সর্বান্তঃকরণে তোমায় বিদায় দিচ্ছি।

এডগা। (স্বগত) ওঁর নৈরাশ্যে অবজ্ঞা দেখিয়ে এ নৈরাশ্য দূর করবার চেষ্টা করছি!

গ্লষ্টর। (জানু পাতিয়া) শক্তিমান দেবগণ,
জগৎ হইতে আজি নিতেছি বিদায়,—
সমক্ষে সবার
ত্যজিলাম দুখ-ভার ধৈর্য্য-সহকারে।
আরো দুঃখ সহিবার থাকিলে শকতি,
রোধ করি অবিরোধী মহা-ইচ্ছা তব,
হেন শিরে পাপ নাহি আনিতাম কভু!
শুষ্ক জীবাধার মোর পুড়ে ছাই হতো
তৈলহীন বর্ত্তিকার মত!
তারে আশীর্ব্বাদ করো—এডগারে মোর—
জীবিত সে থাকে যদি।…বিদায় ধরণী!
(লম্ফ-দান)

এডগা। উল্লম্ফন প্রাণনাশ-হেতু! বিদায়!
না, না, ত্যাগ করিব না কভু।
কি জানি, কল্পনা-মোহ লুটে লবে প্রাণ-ধনে
এ দেহ-ভাণ্ডার হতে,
সে-জীবন অর্পিত যখন।
মনে জ্ঞান-অবস্থান যথা, যদি তথা রহিতেন,
জ্ঞান-হারা হতো এতক্ষণে!
মৃত? না, জীবিত?
শুন মহাশয়! শুন বন্ধুবর!
বাক্য মম পশিছে শ্রবণে? কহ কথা!
মৃত্যু হতে পারে এইভাবে।
জ্ঞান পুনঃ হতেছে সঞ্চার।
মহাশয় কে আপনি?

গ্লষ্টর। তুমি যাও, আমাকে মরতে দাও।

এডগা। আপনি যদি মাকড়সার সুতো, পালক, কিম্বা বাতাস হতেন, তা হলেও এত উঁচু থেকে পড়লে ডিমের মত ভেঙ্গে যেতেন। আপনার নিশ্বাস বইছে মশায়, রক্ত পড়ছে না,—আপনি কথা কইছেন, শরীর ভালোই রয়েছে। দশটা মাস্তল উপরি-উপরি দাঁড় করিয়ে দিলেও খাড়াই ঠিক হয় না,—তারো ঠিক নীচে এসে পড়েছেন! অদ্ভুত আপনার জীবন, এখনো কথা কইছেন!

গ্লষ্টর। আমি পড়েছি? না, পড়ি নি!

এডগা। এই সাদা খড়ির পাহাড়ের মাথা থেকে পড়েছেন। কতখানি উঁচু…একবার চেয়ে দেখুন। চাতক পাখীকেও এত উঁচুতে দেখা যাচ্ছে না,—কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। দেখুন চেয়ে একবার।

গ্লষ্টর। আমার কি চোখ আছে! মৃত্যুতেও অভাগার অধিকার নেই? অত্যাচারীর কোপাগ্নিকে যদি দুঃখের দাহে পরিহাস করতে পারতেম, তার উচ্চ অহঙ্কারকে নত করতে পারতেম, তা হলেও জীবনে কিছু আশা থাকতো।

এড্‌গা। আপনার হাত দিন। উঠুন। হাঁ, এমনি করে। এ কি! এ কেমন? পায়ের উপর ভর দিচ্ছেন? আপনি দাঁড়ালেন?

গ্লষ্টর। হাঁ, বেশ দাঁড়িয়েছি। বেশ দাঁড়িয়েছি।

এড্‌গা। এ যে ভয়ঙ্কর অদ্ভুত ব্যাপার। যেটা আপনার কাছ থেকে পাহাড়ের চূড়োর দিকে গেল, সেটা কি, বলুন তো।

গ্লষ্টর। কোনো অভাগা ভিক্ষুক।

এড্‌গা। এখান থেকে দাঁড়িয়ে আমি দেখলেম, আমার মনে হলো, যেন তার চোখ দুটি পূর্ণিমার চাঁদের মত—নাক আছে হাজারটা—শিংগুটো সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ঘোরালো—নিশ্চয় কোন অপদেবতা! আপনি বড় ভাগ্যবান মশায় যে দেবতারা জীবকে অসম্ভব কাজ করিয়ে নিজেদের মান রক্ষা করেন, তাঁরাই আপনাকে রক্ষা করেছেন!

গ্লষ্টর। এখন আমার মনে হচ্ছে, আজ থেকে নিজে নিজের এ-দুঃখভার বহন করবো, যতক্ষণ না নিজে ডেকে বলে,—'যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়, এইবার মরো।' তুমি যার কথা বলছ, তাকে আমি মানুষ বলে মনে করেছিলেম। সে প্রায় বলতো 'ঐ ভূত, ঐ ভূত।'

এড্‌গা। শান্ত হন। ধৈর্য্যে চিন্তা-শক্তিকে জাগ্রত করুন। কে আসে?

(বন-কুসুমে বিভূষিত লীয়ারের প্রবেশ)

আপনার জ্ঞানে যতখানি কাজ হবে, প্রভুর দেখবার শক্তি থাকলেও ততখানি কাজ হবে না। ওঁর জ্ঞান থাকলে কখনো এ বেশে সাজতেন না!

লীয়ার। না,—টাকা জাল করেছি বলে কখনো আমায় ওরা ধরতে পারে না! আমি যে রাজা—খোদ রাজা!

এড্‌গা। কি করুণ! বুক ভেঙ্গে যায়!

লীয়ার। সে বিষয়ে শিল্পের চেয়ে স্বভাবই বড়। এই নাও, দাদন নাও। কাক-তাড়ানো খড়ের পুতুলের মত ও লোকটা ধনুক ধরেছে। কাপড়-মাপা গজ-কাঠিটা দাও তো হে। দেখ, দেখ, একটা ছুঁচো! চুপ, চুপ, এই পনিরটা হলেই ব্যাটা ধরা পড়বে। এই নাও, এস, তোমায় আমি যুদ্ধে আহ্বান করছি। যুদ্ধ করতে আমি প্রস্তুত। আমার ভল্লধারী পদাতিকদের নিয়ে এস। বাঃ, বাঃ, বেশ উড়ছে ঐ বাজপাখীটি! মার মার, ঠিক্ মার। বল্, বল্, সঙ্কেত বল্।

এড্‌গা। হা ভগবান!

লীয়ার। সরো!

গ্লষ্টর। ও-স্বর আমি চিনি।

লীয়ার। হাঃ! হাঃ! গনেরিল! শুভ্র শ্মশ্রু। আমার সঙ্গে কুকুরের খেলা খেললে! আমায় বললে, কালো শ্মশ্রু হবার আগেই শুভ্র শ্মশ্রু গজিয়েছে! আমার প্রতি-কথায় 'হাঁ,' 'না,' 'হাঁ,' 'না,'—বড় ভালো লক্ষণ নয়। তাতে বিশ্বাস-অবিশ্বাস টের পাওয়া যায় না। যখন বৃষ্টিতে ভিজছিলেম, শীতে কাঁপছিলেম, আমার হুকুমে আকাশের বাজ যখন থামছিল না, তখন আমি তাদের ঠিক বুঝতে পারলেম! তখন সব টের পেলেম। যাও, ওরা সত্য কথা কয় না। ওরা বললে, আমি সর্ব্বেসর্ব্বা,—এ সবের রাজা! মিথ্যা কথা! আমারও কম্পজ্বর হয়।

গ্লষ্টর। আমার মনে পড়ছে। মহারাজ—না?

লীয়ার। হাঁ, হাঁ। রাজা আমি রাজা। ক্রোধে যখন ভ্রূভঙ্গী করি, দ্যাখোনি আমার প্রজারা কেমন কাঁপে! আচ্ছা, ঐ লোকটার জীবন ভিক্ষা দিলেম। তুমি কি করেছ? পর-দার-গমন? না, তোমার মৃত্যুদণ্ড হবে না। পরদার-গমনে মৃত্যু দণ্ড। হয় না।

গ্লষ্টর। আপনার হাত দিন—চুম্বন করি।

লীয়ার। দাঁড়াও। আগে মুছে ফেলি। এতে মরণের গন্ধ লেগে আছে।

গ্লষ্টর। হায়, প্রকৃতির ধ্বংস-মূর্ত্তি! এত-বড় পৃথিবী এমনি করেই লোপ পাবে!…আমাকে চিনতে পারচেন?

লীয়ার। তোমায়? তোমার ঐ চোখ…হাঁ, আছে, মনে আছে। তুমি আমাকে ভ্রূভঙ্গি দেখাচ্ছ? না, না, যা তোমার সাধ হয়, করো। মদন অন্ধ—আমি ভাল বাসবো না। এই সমর-আহ্বান পত্রখানি পড়ো তো। শুধু লেখাটুকু দ্যাখো।

গ্লষ্টর। এর এক একটী অক্ষর এক একটী সূর্য্য হলেও আমি দেখতে পাবো না।

এড্‌গা। (স্বগত) শুনলেও এ কথা আমি বিশ্বাস করতেম না। আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে।

লীয়ার। পড়।

গ্লষ্টর। কি করে পড়বো? চোখের কোটর দিয়ে?

লীয়ার। ওহো! তুমিও আমার সঙ্গে আছ? তোমার কপালের উপরে চোখ নেই! থলেয় টাকাও নেই? তোমার চোখ আছে! তবে খোলে! পড়ে! টাকা আছে হাল্কা থলিতে! চার দিকে ঘটনা যা ঘটছে, দেখতে পাচ্ছ তো?

গ্লষ্টর। মনশ্চক্ষে দেখছি।

লীয়ার। তুমি পাগল! চক্ষুহীন, তবু পৃথিবীর সব ঘটনা দেখতে পাচ্ছ! কান দিয়ে দ্যাখো বুঝি? ঐ দ্যাখো, বিচার। হাকিমে চোরের কেমন শাস্তি বিধান করছে, শোনো, কান দিয়ে শোনো; বিচারকের জায়গায় চোরকে বসাও, চোরের জায়গায় বিচারককে! বলতে পারবে না, কোনটি বিচারক, কোনটি চোর। আচ্ছা, চাষার কুকুরকে কখনো দেখেছো ভিক্ষুককে তাড়া করতে?

গ্লষ্টর। আজ্ঞে—

লীয়ার। আর কুকুরের কাছ থেকে অভাগা ভিক্ষুক পালাচ্ছে? ওখানে দেখবে প্রভুত্বের বিরাট বিকাশ! নিজের কোটে তুচ্ছ কুকুরটাও মস্ত। ওরে এই বিটলে পাদরি, তোর ঐ রক্ত-মাখা হাত নামা। কেন তুই ঐ বারাঙ্গনাকে চাবুক মারছিস্? নিজের পিঠের কাপড় তোল্। নিজে ঐ কাজ চাস্—আবার তার জন্য লাগাচ্ছিস ওকে চাবুক? সুদখোর চায় ঠককে ফাঁসি দিতে। বটে!

বাহিরায় ক্ষুদ্র দোষ চীর-বাস ভেদি,
বহুমূল্য পরিচ্ছদ আবরে সকলি।
কাঞ্চনের আবরণে ঢাকো পাপরাশি,
ভগ্ন হবে ন্যায়-ভল্ল না দিয়া আঘাত:
চীর-বাসে ঢেকে দাও তায়
বিদ্ধ হবে বামনের তৃণাঘাতে।
দণ্ড-আজ্ঞা প্রদানিতে ক্ষমতা আমার,
তাই কহি বাদি-জিহ্বা করিব নির্ব্বাক;
ন্যায়বান বলি অপরাধী করিব তাহায়;
কেহ যেন পাপ নাহি করে!
চোখে দাও আবরণ,
শঠ রাজনীতিবিদ্ সম ভিন্নভাবে হের সব।

এই—এই—এই—আমার পায়ের জুতো খুলে দাও। জোরে, জোরে…

এড্‌গা। সম্বন্ধ ও অসম্বন্ধ মিশ্রিত-বচন ;
যুক্তি মত্ততায়!

লীয়ার। আমার দুর্ভাগ্য হেরি
নয়নেতে যদি তব ঝরে নীর ;
ধর মোর চক্ষু। জেনেছি তোমায়,
গ্লষ্টর-অধীপ তুমি—
ধৈর্য্য ধর। কাঁদিতে এসেছি হেথা
জান না কি তুমি!
ধরাধামে শ্বাস যবে করেছি গ্রহণ,
ক্রন্দন সেদিন হতে ?
দিব উপদেশ,—শুন মন দিয়া।

গ্লষ্টর। হায়, কি দুর্দ্দিন আজি!

লীয়ার। জনম লভিনু যবে, কাঁদিনু তখন—
বাতুলের রঙ্গস্থলে আগমন-হেতু।
সুন্দর এ শিরস্ত্রাণ। অপূর্ব্ব চাতুরী!
ঘোড়ার খুরে কাপড় বেঁধে দেওয়া! আমি তার পরীক্ষা করবো। যখন চুপি চুপি জামাতা-বাবাজীদের উপর গিয়ে পড়বো, তখন শুধু মার-মার-মার, কাট-কাট-কাট।

(অনুচরগণসহ জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ)

ভদ্র। এই যে, ইনি এখানে। ধর, ধর। মশায়, আপনার প্রিয় কন্যা…

লীয়ার। আমায় রক্ষা করে, এমন আমার কেউ নেই ? আমি বন্দী ? ভাগ্যদেবীর হাতে খেলনা ? আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো। আমার মুক্তির জন্য তুমি মূল্য পাবে। একজন অস্ত্রবৈদ্য ডেকে দাও। আমার মাথায় ক্ষত হয়েছে।

ভদ্র। আপনি সব পাবেন।

লীয়ার। আমায় সাহায্য করতে কেউ নেই ? আমি একা ? এতে যে মানুষকে নুনের মানুষ করে, তার চোখদুটিকে শরৎকালের ধুলো-ধোওয়া বাগানে জল দেবার ঝারি বানিয়ে দেয়।

ভদ্র। মশায়—

লীয়ার। বীরের সাহস নিয়ে আমি মরবো। হ্যাঁ! আমি আমোদ করবো। নাও, নাও। আমি রাজা, সে খবর রাখেন মহাপ্রভুরা ?

ভদ্র। আপনি মহারাজ,—আমরা আপনার আজ্ঞা-বহ দাস।

লীয়ার। তাহলে এখনও আশা আছে। যদি ভালো চাও, দৌড়োও। সাঁ, সাঁ, সাঁ, সাঁ!

(সবেগে প্রস্থান ; অনুচরবর্গের তৎপশ্চাৎ গমন)

ভদ্র। হেন দৃশ্য নীচ জনে মর্ম্মান্তিক—
কিবা কথা সম্রাটের!
যে দুর্দ্দশা হইয়াছে দুই কন্যা-হস্তে—
আছে এক কন্যা তব—
দারুণ দুর্দ্দশা হতে উদ্ধারের লাগি।
যত্নে তাঁর সীমা নাই!

এড্‌গা। স্বাগত হে মহাশয়!

ভদ্র। কুশল সকলি। কিবা তব অভিপ্রায় ?

এড্‌গা। যুদ্ধ-বার্ত্তা শুনেছ কি কিছু ?

ভদ্র। নিশ্চিত। সকলি।
শব্দজ্ঞান আছে যার, সেই শোনে।

এড্‌গা। কিবা অনুমান তব ?
কতদূরে অপর বাহিনী ?

ভদ্র। আগুয়ান প্রায় ; প্রতি পলে মনে হয়,
প্রধান বাহিনী উপনীত দৃষ্টিপথে!

এড্‌গা। ধন্যবাদ! এইটুকু প্রশ্ন মোর।

ভদ্র। যদিও রাণী বিশেষ কারণে এখানে এসেছেন, তাঁর সৈন্য ঠিক অগ্রসর হচ্ছে।

এড্‌গা। ধন্যবাদ মশায়।

[ভদ্রলোকের প্রস্থান

গ্লষ্টর। সুচির-করুণাময় হে অমরগণ,
লহ এ জীবন!
দুষ্ট বুদ্ধি যেন মোরে প্রলুব্ধ না করে
জীবনের অবসানে পুনঃ
ঈপ্সিত সে-কাল পূর্ণ হইবার আগে!

এড্‌গা। তাত, আমারো প্রার্থনা তাই।

গ্লষ্টর। কে তুমি ?

এড্‌গা। অতীব দরিদ্র জন,
উৎপীড়িত ভাগ্যের তাড়নে ;
শিখিয়াছি সদা দুখ-ভার বহি,
হইবারে পর-দুঃখে মলিন কাতর!
দাও হাত—লয়ে যাই আশ্রয়-ভূমিতে!

গ্লষ্টর। অন্তরের ধন্যবাদ লহ। বিধাতার
আশীর্ব্বাদ নিত্য যেন ঝরে তব শিরে!

(অস্‌ওয়াল্ডের প্রবেশ)

অস্। পুরস্কার ঘোষণা হয়েছে। ভারী জবর খবর। তোমার ঐ চোখ-খাওয়া মাথা—আমার ভাগ্যে

খুব উন্নতি ঘটিয়েছে। বলি, ওরে বৃদ্ধ,—হতভাগ্য রাজদ্রোহী, নিজের অতীত জীবনের পাপের জন্য শোক করো—বিলাপ করো—অনুতাপ করো। এই ত্থাখো, তোমায় পার করতে আমি খোলা তলোয়ার উঁচিয়ে ধরেছি।

গ্লষ্টর। আঃ—বন্ধুর কাজ করবে! হাতে তোমার প্রচুর শক্তি সঞ্চারিত হোক্।

(এড্গার বাধা দিল)

অস্। আরে—দেখচি তো চাষা! প্রাণে তোর ভয়-ডর নেই! জানিস, এর নামে রাজার পরোয়ানা বেরিয়েছে? এ রাজদ্রোহী! এর পক্ষ নিচ্ছিস—মরবার সাধ হয়েছে বুঝি! শেষে ওর ভাগ্যের ছোঁয়াচ লেগে তুইও মরবি! ছাড়্, ওর হাত ছাড়্।

এড্গা। নু মুশয়, মু সংজে ছাড়মু না।

অস্। ছাড়, না হলে মর্বি।

এড্গা। মুশয় পথ দেহেন—মোদের যাতি দেন। কি ডর দেহান? ডরের তোয়াক্কা রাহি না। বুরার কাছে আইসন না, খবরদার। এহনি ত্থাখ্বেন মোর লাঠি কি তোর মাথা—কোন্ডা শক্ত! হঃ—সাফ্ কথা মুশয়।

অস্। দূর হ গোবর-গাদা!

এড্গা। দাত গুরায়ে দিমু মুশয়। আস্তো, লরায়ে ডর রাহি না।

(পরস্পরে যুদ্ধ, এড্গার কর্তৃক আহত)

অস্। ক্রীতদাস—তুই আমায় মারলি! পাষণ্ড, নে আমার টাকার থলি—যদি তোর সময় ভালো হয়, দেহখানা মাটী চাপা দিস! হায় রে, অকালে প্রাণটা গেল! (মৃত্যু)

এড্গা। আমি তোকে চিনি। কাজের লোক তুই, পাষণ্ড! তোর প্রভুপত্নীর পাপে সহায়!

গ্লষ্টর। মরে গেছে?

এড্গা। বসুন আর্য্য! বিশ্রাম করুন। এর জেব হাতড়াই। যে পত্রের কথা বলছিল, তাতে আমার উপকার হতে পারে! খোলো তো মোড়কের মোম। সমাজ-রীতি, আমার অপরাধ নিয়ো না। আমাদের শত্রুর মনোভাব জানবার জন্য তাদের বক্ষ বিদীর্ণ করতেও আজ প্রস্তুত আছি। তাদের চিঠি-পত্র খোলায় কোন অপরাধ নেই। (পত্রপাঠ) "আমাদের পরস্পরের শপথ যেন মনে থাকে। তাকে কেটে সাফ করবার প্রচুর সুযোগ পাবে। যদি তোমার অনিচ্ছা না থাকে, সময় আর স্থানের খুব সুবিধা মিলবে। যদি সে জয়ী হয়ে ফিরে আসে, কোন লাভ নাই। তাহলে আমি বন্দী এবং তার শয্যা হবে আমার কারাগার। সেই ঘৃণ্য স্থান থেকে আমায় উদ্ধার কর,—পুরস্কারস্বরূপ সে স্থান তুমি অধিকার কর।

তোমার স্ত্রী—বড় সাধ বলিতে—

"স্নেহের দাসী"

গনেরিল।"

রমণীর কাম—এমনি সে সীমা-হারা!
সুজন স্বামীর প্রাণ নাশিতে মন্ত্রণা—
তার পরিবর্ত্তে চাহে ভ্রাতারে আমার!
বালুকা-রাশিতে
এই তব দেহ আমি করিব নিহিত।
রহ হেথা, হত্যাকারী ব্যভিচারী-সাথী।
যথাকালে লজ্জাহীন এই পত্র লয়ে
এল্‌বেনীর দৃষ্টি আমি দিব ঝলসিয়া।
তব মৃত্যু-গুপ্ত-তত্ত্ব জানা সমুচিত।

গ্লষ্টর। উন্মাদ ভূপাল! নীচ ইন্দ্রিয় আমার
অবরুদ্ধ করে নাই জ্ঞান-ধারা মম!
স্বচ্ছন্দে রয়েছি আমি দুখ-ভার বহি!
ছিল ভালো উন্মাদ হইলে—
দুখ হতে চিন্তা মোর পাইত উদ্ধার,
লীন হতো বিকৃত মস্তিষ্কে মোর।

এড্গা। দেহ মোরে পাণি—

(দূরে রণ-দামামা)

দূরে শুনি, দামামা-নিনাদ।
এস ত্বরা আগুসরি,
বন্ধু-পার্শ্বে রাখিব তোমায়

[প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

ফরাসী-শিবির

শয্যাসীন লীয়ার (সুমধুর বাদ্যধ্বনি)

ভদ্রলোক ও অন্যান্য অনুচর আসীন

(কডিলিয়া, কেণ্ট ও ডাক্তারের প্রবেশ)

কর্ডি। সদাশয় কেণ্ট মহোদয়,
এ জীবনে কেমনে যে শুধি তব ঋণ!

ক্ষণিক জীবন মোর,—
না রবে অধিক কাল,
সব চেষ্টা হইবে বিফল।
কেণ্ট। যোগ্য পুরস্কার—স্বীকারে তা হয় লাভ।
যে কথা বলেছি, তার সত্য সবটুকু—
খর্ব্ব নয়—তিলমাত্র নহে তা রঞ্জিত!
কর্ডি। নব বেশ কর পরিধান—
হেন বেশ পূর্ব্বস্মৃতি জাগায় অন্তরে!
মিনতি আমার রাখো—ত্যজ এই বেশ!
কেণ্ট। ক্ষমা করো মোরে ভদ্রে—
এইক্ষণে আপনা-প্রকাশ
অভীষ্টে ঘটিবে বিঘ্ন।
অনুরোধ মোর,—পরিচয় না হয় প্রকাশ,
যদবধি নাহি হেরি যোগ্য অবসর।
কর্ডি। হবে কার্য্য তব অভিমতে, মহাত্মন্!
কেমন আছেন নর-পতি? (ডাক্তারের প্রতি)
ডা। নিদ্রামগ্ন আছেন এখনো।
কর্ডি। কৃপা করো দেবগণ—রোগে মুক্ত করো!
ক্ষিপ্ত প্রকৃতির ভঙ্গে
অসঙ্গত বিক্ষিপ্ত এ ইন্দ্রিয়-নিচয়
তব কৃপা-বলে পুনঃ হউক সংযত!
শিশু সম এবে চিত্ত পিতার আমার।
ডা। অনুমতি হলে নিদ্রা ভাঙ্গিব রাজার;
বহুক্ষণ নিদ্রাগত।
কর্ডি। নিজ-জ্ঞানে হইবে চালিত;
কর কার্য্য অভিপ্রায়-মত।
দিব্য-বাসে করেছ ভূষিত তাঁরে?
ভদ্র। হাঁ ভদ্রে, নিদ্রা-কালে দিছি নব বাস।
ডা। নিকটে রহুন, করি যবে জাগরিত।
জাগরণে হবে পুনঃ জ্ঞানের সঞ্চার,—
নাহিক সন্দেহ তিল।
কর্ডি। তাই হোক।
ডা। আসুন নিকটে।' উচ্চে কর যন্ত্রধ্বনি।
কর্ডি। পিতা! পিতা! এ মোর জীবন,
সঞ্জীবনী ঔষধির সম
উজ্জীবিত করে যেন তোমার ও-মন!
এ মোর চুম্বনে শোক সম্পূরিত
চরম সে ক্ষাত,—
করিয়াছে যাহা মোর ভগ্নীদ্বয়
তব সম মান্য জন প্রতি।
কেণ্ট। রাজবালা—করুণার অবতার তুমি।
কর্ডি। নাহি যদি হতে তুমি জন্মদাতা পিতা,
শুভ্র এ পলিত কেশ অই তব শিরে
তথাপি এ আচরণে হতো সকরুণ।
এই মুখ—সে কি পারে সহিবারে কভু
হিম-বায়ু-কঠিন আঘাত?
পারে কি রহিতে স্থির ভীমবজ্র-রবে?
তীব্র-গতি চঞ্চলার চপল আলোকে?
আহা, পরিত্যক্ত—শূন্য শির!
হিংস্র সে কুকুর যদি দংশিত আমায়
সে নিশীথে রাখিতাম তারেও আদরে
চুল্লী-পাশে দিয়ে ঠাঁই—প্রচণ্ড দুর্য্যোগে।
তুমি কি আমার পিতা! ছিলে হাসি-মুখে
শূকরের সনে হীন গুহার ভিতরে
অধম ভিক্ষুক সনে, তুচ্ছ তৃণাসনে?
হায়, হায়, মানি যে বিস্ময়—
চেতনা-সহিত প্রাণ কেন যায় নাই!
এই জেগেছেন, দেখি। কহ, কথা কহ।
ডা। হাঁ। এই যোগ্য অবসর।
কর্ডি। কেমন আছেন প্রভু,—কিরূপ রাজন্?
লীয়ার। আঃ, কি করলে? কেন আমায় কবর থেকে তুললে? তুমি দেখ্‌ছি, কোনো সাধুর আত্মা! কিন্তু আমি যে আগুনের চাকায় বাঁধা রয়েছি,—গরম সীসের মত চোখের জল—সেই চোখের জলে জ্বলে যাচ্ছি।
কর্ডি। বলুন মহারাজ, আমি কে?
লীয়ার। তুমি! তুমি একটা মুক্ত-আত্মা! জানি, আমি জানি। কবে তুমি মরেছিলে—বলো দেখি।
কর্ডি। এখনও এখনও মতি চপল বিকল!
ডা। উনি এখনও জাগেন নি! কিছুক্ষণ একা থাক্‌তে দিন।
লীয়ার। আমি কোথায় ছিলেম? এখন কোথায় আছি? দিনের আলো? না, না, প্রতারিত হয়েছি। হাঁ্যা, প্রতারিত। কাকেও আমার মত দেখ্‌লে বোধ হয় করুণায় আমিই গলে যেতেম! কি বলি, বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। শপথ করে বল্‌তে পারি না তো, এ দুটি আমারই হাত। আচ্ছা দেখি, এই যে, এ ছুঁচ-বেঁধা আমি টের পাচ্ছি। হায়, যদি আমার অবস্থা নিশ্চিত জান্‌তে পারতেম!
কর্ডি। আর্য্য, চাও, আমার পানে চাও…না, না, এ কি বল্‌ছ! করো, আমাকে আশীর্ব্বাদ করো।
লীয়ার। এ নহে উচিত তব—পরিহাস মোরে।
মিনতি, মিনতি করি।
অতি মূর্খ, হীনবুদ্ধি, বৃদ্ধ আমি,
বয়স অশীতি-ঊর্দ্ধে—

এক পল উন নয়—নহে কো অধিক।
বলি স্পষ্টভাষে, এখনো সন্দেহ মোর,
স্থির বুঝি নহে মোর মতি!
মনে হয়, জানি তোমা, আর ওই জনে।
তথাপি সংশয় জাগে।
জানি না এ কোন্ স্থান;
স্মৃতিপথে নাহি আসে এ আমার বেশ—
নাহি জানি, গত নিশি কোথায় যাপিনু।
বিদ্রূপ করো না মোরে। জানি সুনিশ্চিত
এ নারী? এ কর্ডিলিয়া···তনয়া আমার!

কর্ডি। আমি, আমি পিতা, তনয়া তোমার।

লীয়ার। চোখে অশ্রু? না, না, শোনো কথা—
করো না রোদন!
থাকে যদি তীব্র হলাহল, দাও, পান করি।
জানি ভালো, তুমি ভালো বাস না আমায়।
মনে পড়ে, অনেক যাতনা দেছে
ভগিনীরা তব—
বিসদৃশ আচরণে বড় ব্যথা পাই।
অনুচিত নয়! তুমি পারো, তুমি পারো—
তোমার কারণ আছে, যাতনার বিষে
জর-জর করিতে আমারে!
তাদের ছিল না হেতু—হয়নি উচিত।

কর্ডি। নাই, নাই, কোনো হেতু নাই মোর, পিতা।

লীয়ার। আমি কি ফ্রান্সে?

কেন্ট। না মহারাজ। আপনি নিজের রাজ্যে আছেন

লীয়ার। বঞ্চনা করো না মোরে।

ডা। শান্ত হোন ভদ্রে!
সে ভীষণ রোষানল দেহে নির্ব্বাপিত।
এখনও বিপদ আছে।
যা কিছু ঘটেছে তাঁর উন্মাদ দশায়—
মহারাজ যেন তার না জানেন কিছু।
কক্ষমাঝে রাখা চাই। যদবধি মতি
শান্ত নাহি হয়, ওঁরে ত্যক্ত করিয়ো না।

কর্ডি। যাবেন কি সমীর-সেবনে?

লীয়ার। তুমি যদি পাশে থাকো।
ধর মোর অনুরোধ, ক্ষমা কর মোরে—
ভুলে যাও সব কথা,
হতভাগ্য বৃদ্ধ আমি।

[কেন্ট ও ভদ্রলোক ব্যতীত সকলের প্রস্থান

ভদ্র। কর্ণওয়াল সত্যই তাহলে ও-ভাবে মারা পড়েছেন?

কেন্ট। সত্য

ভদ্র। এখন তাঁর সেনাদের নেতা কে?

কেন্ট। শুনেছি, গ্লষ্টরের জারজ পুত্র এডমণ্ড।

ভদ্র। হুঁ। সকলে বল্‌ছে, তাঁর পুত্র এডগার কেন্টের সঙ্গে জার্ম্মানিতে আছে।

কেন্ট। জনশ্রুতি কত রকম শোনা যায়। এবারে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। রাজ্যের সৈন্য এখন যুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছে।

ভদ্র। রক্তস্রোত প্রবাহিত হলে তবে এর নিষ্পত্তি হবে। বিদায় মশায়।

[প্রস্থান

কেন্ট। সমর-উদ্দেশ্য মোর নির্ণীত এক্ষণে,
ভাল-মন্দ জ্ঞাত হবো আজিকার রণে।

[প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ডোভর-সন্নিহিত ব্রিটিশ শিবির

(তূর্য্যধ্বনি)

(এডমণ্ড, রীগান, ভদ্রলোক ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

এড। জানা চাই, এলবেনীর মনে পূর্ব্বভাব
এখনো রয়েছে কিম্বা ঘটেছে ব্যত্যয়!
কিম্বা মতি অনিশ্চিত আপনারে গ্লানি—
স্থির অভিপ্রায় কিবা? আসিয়া কহিবে।

[ভদ্রলোকের প্রস্থান

রীগান। ভগ্নী যে লোক পাঠিয়েছিল, নিশ্চয় তার কোন বিপদ ঘটেছে।

এড। তাহাতে সংশয় আছে?

রীগান। জানো তুমি প্রিয়তম, তোমার কুশল,
সাধিতে অন্তর মোর কত না আকুল!
বলো দেখি—বলো সত্য করি
ভালোবাসো কি না তুমি ভগিনীরে মোর?

এড। ভালোবাসি বিপুল সম্ভ্রমে।

রীগান। মনে রেখো, সে জ্বালা সবো না কভু!
মনে হয়, এক তারে বাঁধা দুটি প্রাণ—
বুকে বুকে মুখে-মুখে—দুয়ে এক হয়ে
আছো যেন হয়ে তুমি গনেরিলময়!

এড। না, না, না, শপথ করি—এমন সে নয়!

রীগান। প্রেম যেন নাহি দেখি হৃদয়ে তোমার
তার প্রতি!

এড। সে ভয় করো না তুমি।
আসে ওই ভগ্নী তব—স্বামীর সহিত।

(এলবেনী, গনেরিল ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

গনে। (স্বগত) যুদ্ধে পরাজয়—সহিব তা;
কিন্তু সহিব না—ভগ্নী মোর করিবে
শিথিল এ প্রেম-বন্ধন!

এল্। প্রিয়তমা ভগিনী মোদের! সুলগ্নে সাক্ষাৎ।
মহাশয়, শুনি বার্ত্তা,
মহারাজ সম্মিলিত তনয়ার সনে,
আরো বহু জন সহ—নির্ব্বাসিত যারা
কঠোর শাসন-বলে।
চিত্ত যেথা শুদ্ধ নয়, সাহস হারাই!
ফ্রান্সে বিতাড়িত করা উচিত মোদের,—
যুদ্ধে তারা আগুয়ান,—মোদের বিরুদ্ধে;
কিন্তু দেয় আশ্রয় রাজারে, পক্ষ লয়ে;
নির্ব্বাসিত সর্ব্বজনে দিয়াছে আশ্রয়।
তাই ভাবি, কি উপায় করিব এখন।

এড। বড় সমুচিত বাণী!

রীগান। তর্কের কি প্রয়োজন?

গনে। কর সৈন্য সমাবেশ শত্রুনাশ-হেতু!
গৃহ-বিবাদের এবে নহে অবসর।

এল্। রণদক্ষ বীরপাশে মন্ত্রণার তরে
চলো যাই বিধি লইবারে।

এড। পশিয়ে শিবিরে তব করিব সাক্ষাৎ।

রীগান। ভগিনী কি আসিবে মোদের সাথে?

গনে। না।

রীগান। উচিত গমন তব। প্রার্থনা আমার, এসো।

গনে। (স্বগত) বুঝিয়াছি রহস্য ইহার। যাবো আমি।

(প্রস্থান-কালে ছদ্মবেশে এডগারের প্রবেশ)

এডগা। আমার মত গরিবের সঙ্গে যদি আলাপ করেন, তা হলে একটা কথা শুনুন।

এল্। আমি শীঘ্র আসছি। আচ্ছা, বলো।

এলবেনী ও এডগার ব্যতীত সকলের প্রস্থান

এডগা। যুদ্ধে নামবার পূর্ব্বে এই পত্রখানি পড়বেন। যুদ্ধে যদি জয়ী হন, তা হলে এ পত্র যে এনেছে, তাকে যদি চান তো ভেরী-নিনাদ করবেন। আমার এমন হীন মলিন বেশ হলেও আমি এমন সব যোদ্ধা এনে হাজির করবো যে, এ পত্রে যা যা লেখা আছে, তার প্রমাণ প্রত্যক্ষ করবেন। যুদ্ধে যদি মারা যান, আপনার পার্থিব লীলার সঙ্গে সব ষড়যন্ত্রের শেষ হবে। ভাগ্যদেবী আপনার উপর প্রসন্ন হোন—এই আমার প্রার্থনা।

এল্। দাঁড়াও—আগে পত্র পাঠ করি।

এডগা। তাতে আমার নিষেধ আছে। যথাসময়ে ভেরীধ্বনি শুনলে আমি নিজে এসে উপস্থিত হবো।

এল্। আচ্ছা, বিদায়। আমি তোমার এ পত্র পড়বো।

[এডগারের প্রস্থান

(এডমণ্ডের পুনঃপ্রবেশ)

এড। শত্রু সম্মুখে। সৈন্য সজ্জিত করুন। এই দেখুন অতি সাবধানে,—তাদের সৈন্য-সংখ্যার পরিমাণ বোঝা গেছে। কিন্তু আপনাকে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হতে হবে।

এল্। সময়ে অনুগামী হবো।

[প্রস্থান

এড। দুটি ভগ্নীকেই ভালোবাসা জানিয়েছি। অহি-নকুলের মত তারা পরস্পরে পরস্পরের হিংসা করে। কাকে এখন নিই? দুজনকে? না। একজনকে? না। কাকেও না। দুজনেই যদি বেঁচে থাকে, কেউ ভোগে আসবে না। বিধবাকে যদি গ্রহণ করি, গনেরিল জ্বলে উঠবে! ওর স্বামী বেঁচে থাকতে আমারো মতলব হাসিল হবে না। এখন যুদ্ধের সময় তার সাহায্য নিতে হবে। যুদ্ধ শেষ হলে নিজেই সে ওর মৃত্যুর ব্যবস্থা করবে। ওর মরণ সে চায়। লীয়ার আর কর্ডিলিয়াকে মমতা-ভরে ক্ষমা করবার দারুণ ইচ্ছা,—কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলে যদি তারা আমার হাতে আসে, তাহলে এ ক্ষমা তারা পাবে না।
আমার নিজের রাজ্য, নিজেই রক্ষক—
বৃথা বাদ-বিসম্বাদে কিবা আবশ্যক!

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিবিরদ্বয়মধ্যস্থ প্রান্তর

(নেপথ্যে ভেরীধ্বনি। লীয়ার, কর্ডিলিয়া এবং সৈন্যগণের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ও অপর দিক দিয়া সকলের প্রস্থান)

(এডগার ও গ্লষ্টরের প্রবেশ)

এডগা। আর্য্য, এই গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করুন। প্রার্থনা করুন, যেন ধর্ম্মের জয় হয়! যদি আমি ফিরে আসতে পারি, আপনার সেবা করবো।

গ্লষ্টর। ভগবান তোমার কল্যাণ করুন!

[এড্‌গারের প্রস্থান

(নেপথ্যে ভেরীধ্বনি)

এড্‌গারের পুনঃপ্রবেশ

এড্‌গা। পালান, পালান; এ স্থান ত্যাগ করুন। আমার হাত—নিন,—ধরুন। চলুন। রাজা লীয়ার যুদ্ধে পরাজিত। তিনি আর তাঁর কন্যা বন্দী। আমার হাত ধরে শীঘ্র আসুন।

গ্লষ্টর। আর কোথাও যাবো না। এখানেও একটা মানুষ মরে পড়ে পচতে পারে।

এড্‌গা। আবার সেই দুশ্চিন্তা! জগতে আসবার সময় যেমন, যাবার সময়েও তেমনই মানুষকে অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে! প্রস্তুত থাকা চাই, শুধু। আসুন এখন।

গ্লষ্টর। ঠিক কথা বলেছ। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

ডোভর-সন্নিকত ব্রিটিশ শিবির

(রণজয়ী এড্‌মণ্ড; বন্দিভাবে লীয়ার ও কর্ডিলিয়া; রণাধ্যক্ষ ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

এড্‌। কজন প্রধান সৈনিক এদের নিয়ে যাও। যাঁদের হাতে এদের বিচারের ভার, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাঁদের অনুমতি পাও, ততক্ষণ সতর্ক পাহারা দেবে।

কর্ডি। সাধু অভিপ্রায়ে হেন মন্দ ফল-লাভ
মোদের অদৃষ্টে—সে তো প্রথম এ নয়!
শুধু তব তরে—হীন অবনত আমি।
নিজ-তরে পারিতাম অবহেলা
করিবারে দুর্ভাগ্যের দারুণ ভ্রূকুটি।
হেরিতে বাসনা মম,—তব কন্যাগণে—
মোর ভগ্নীদের।

লীয়ার। না, না, না, না। এস, যাই কারাগারে;
পিঞ্জরে বিহঙ্গ সম গাহিব দুজনে।
আশীর্ব্বাদ মোর কাছে চাহিবে যখন,
জানু পাতি ক্ষমা আমি মাগিব তখন।
এরূপে কাটাবো কাল প্রার্থনা করিয়া,
গাহি গান, পূর্ব্ব-গাথা বর্ণনা করিয়া,
হাস্য করি, নানাবর্ণ প্রজাপতি হেরি,
আর শুনি রাজ্যের সংবাদ
শঠ যত প্রতারক-পাশে—
শুনিব আবার, কে-বা জিনে, হারে কে বা,
কোন্ পক্ষ প্রাধান্য লভিল,—
কোন্ পক্ষ হারাইল তারে;
জানিব এ-ভাবে জীবের রহস্য যত
বিধাতার গুপ্তচর সম।
যাপিব জীবন দোঁহে দুর্ভেদ্য কারায়।
উচ্চ নর-শ্রেণী মাঝে নিয়ত অস্থির
যারা, চন্দ্রতেজে সমুদ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি সম।

এড্‌। লয়ে যাও উহাদের।

লীয়ার। মা কর্ডিলিয়া! এমন আত্ম-বিসর্জ্জনে
দেবতারা সুরভি-পুষ্প বৃষ্টি করেন।
পেয়েছি তোমারে: বিভিন্ন করিবে যেই
আমা-দোঁহে এবে, স্বরগের অনুমতি লভি—
বিবরে প্রদানি বহ্নি
শৃগালের প্রায় তাড়াইবে দোঁহে।
মুছে ফেল অশ্রু নয়নের।
এস মোরা যাই দোঁহে।

[সুরক্ষিত লীয়ার ও কর্ডিলিয়ার প্রস্থান

এড্‌। শুন রণাধ্যক্ষ, এই পত্রখানি
লয়ে যাও কারা-মাঝে। (পত্র প্রদান)
উচ্চতর পদে আমি স্থাপিয়াছি তোমা।
আমার নির্দেশ-মত কার্য্য কর যদি,
সৌভাগ্যের ক্রোড়ে পাবে স্থান।
জানো ভালোমতে, মানব সময়াধীন;
মমতার স্থান নাই অসি-ধারী-হৃদে;
যুক্তি-সিদ্ধান্তের নহে কার্য্য গুরুতর—
হয়, বলো, করিব পালন—
নহে লও অপর-আশ্রয় লভিতে কুশল।

রণাধ্যক্ষ। অবশ্য পালিব প্রভু!

এড্‌। যাও তবে; সাধি কার্য্য শুভ বার্ত্তা দিবে।
এখন এ-কার্য্য করো আমার নিদেশ-মত।
স্বপা। না পারি গাড়ী টান্‌তে, না পারি শুক্‌নো ছোলা খেতে।
মানুষের করবার মত কাজ হলে অবশ্য তা করবো
[প্রস্থান

(এল্‌বেণী, গনেরিল, রীগান, অপর রণাধ্যক্ষ ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

এল্‌। মহোদয়, বংশের মর্য্যাদা-রক্ষা করিয়াছ আজি।
ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন তব প্রতি!
অন্তকার রণে শত্রু বন্দী তব করে।
আনো হেথা তাহাদের;
আমাদেরে নিরাপদ লক্ষ্য করি,
কর্ম্মফল লভিবে তাহারা।
এড্‌। মহাশয়, হেরি যুক্তিযুক্ত, রেখেছি আবদ্ধ;
হীনভাগ্য বৃদ্ধ সম্রাটেরে নিয়োজিয়া রক্ষিগণে।
গুরু বয়োভারে যাঁর, বিশেষতঃ রাজ-উপাধিতে
গুপ্ত-মন্ত্র আছয়ে নিহিত,
যাহে দয়া-ধারে পূর্ণ হবে সাধারণ হৃদি,
ধরিবেক আজ্ঞাবহ সৈন্যগণে যাহে
মোদের প্রদত্ত ভল্ল মোদের বিরুদ্ধে।
আছে রাণী সেই সঙ্গে—
সেই সে কারণে। প্রস্তুত তাহারা।
হবে উপনীত বিচারের স্থলে
কালি কিম্বা নির্দ্ধারিত কালে।
স্বেদসিক্ত কলেবর এবে,
ঝরিছে শোণিত তাহে;
মিত্র হারায়েছে মিত্রে রণে;
ভুঞ্জে যারা রণক্লেশ,
রণমদে ন্যায় যুদ্ধে দেয় অভিশাপ।
কর্ডিলিয়া-লীয়ারের ভাগ্য-নিরূপণ—
তার স্থান নহে ইহা।
এল্‌। ক্ষম মোরে, মহাশয়!
যুদ্ধে তুমি প্রজা-সম অধীন আমার,
সমকক্ষ নহ কদাচন।
রীগান। আমাদের ইচ্ছা'পরে তাহার নির্ভর—
এতদুর বাক্যব্যয় করিবার পূর্ব্বে
সমুচিত ছিল তব, জানো মোর অভিপ্রায়!
ইনি মোর বাহিনী-চালক—
অধিকার আছে এঁর—
সমকক্ষ নহে বা কেমনে তব?
গনে। উত্তেজিত হয়ো না এমন—
উচ্চ উনি আপনার গুণে,
তব বাক্যে বর্ণনার নাহি প্রয়োজন।
রীগান। মম স্বত্বে যবে স্বত্ববান,
উচ্চতম সহ উনি সমকক্ষ।
গনে। হতো ভালো, যদি তব পতি হতো!
রীগান। রহস্যকারীরা প্রায় ত্রিকালজ্ঞ হয়।
গনে। চমৎকার! চমৎকার!
দেখেছিল বক্রভাবে কুটিল নয়নে, কহেছিল যেই
রীগান। ভদ্রে, অসুস্থ শরীর মোর,
নহে দানিতাম যোগ্য প্রত্যুত্তর।
সেনাপতি, লহ তুমি মোর সৈন্যগণে,
বন্দিগণে, আর পিতৃধনে,
মোর স্বত্বে কার্য্য কর যথা-ইচ্ছা তব।
নিজেরে সঁপিনু—সাক্ষ্য রহিয়ো ধরণী—
এইক্ষণে বরিলাম হে বীর তোমারে—
সর্ব্বময় প্রভু মোর—অধীশ্বর-পদে।
গনে। সাধ বুঝি বিলাস-সম্ভোগ!
এল্‌। শুধু তব ইচ্ছামত কার্য্য হইবে না।
এড। নহে তব স্বেচ্ছামত।
এল্‌। হবে রে জারজ, মোর ইচ্ছামতে কাজ।
রীগান। (এডমণ্ডের প্রতি)
ডঙ্কা-নাদে এই বার্ত্তা করহ ঘোষণা—
মোর অধিকারে তব পূর্ণ অধিকার।
এল্‌। ক্ষান্ত হও। যুক্তি মানি শুন মোর বাণী।
এডমণ্ড, বন্দী করি তোমায় এক্ষণে—
রাজদ্রোহ-অপরাধ। আর তব সাথে
সুবর্ণ-সর্পিণী এই সুন্দরী বন্দিনী!
(গনেরিলকে দেখাইয়া)
সুন্দরী ভগিনি মোর, তোমার ইচ্ছায়
বাধা দিই আমি, মোর অর্দ্ধাঙ্গিনী-হেতু।
এই অধিপতি-সহ বিবাহ-প্রস্তাবে
আবদ্ধ আমার জায়া বহুকাল হতে,
তাই আমি স্বামী হয়ে
বাধা দিই তোমার বিবাহে।
বরিবারে যদি তব সাধ,
মোরে বরো মাল্যদানে।
পত্নী মম অপরের নারী।
গনে। ভিন্ন দৃশ্য এ যে দেখি!
এল্‌। এডমণ্ড, অস্ত্রে তুমি সুসজ্জিত।
অতঃপর বাজো ভেরী—
যদি কেহ নাহি আসে করিতে প্রমাণ
ঘৃণাকর নীচ তব এই রাজদ্রোহ—

লহ এই (হস্তাবরণ উন্মোচন) দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে
আহ্বানি তোমারে ;
তোমার হৃদয়ে আমি করিব প্রমাণ
তবে লব অন্ন-জল—
বলেছি যা, নহ কভু তাহা হতে উন।
রীগান। এ আমার কি হলো! অসুখ করছে।
গনে। (স্বগত) নতুবা বিশ্বাস নাহি রাখিব ঔষধে।
এড। এই লও। (উন্মোচন) প্রত্যাহ্বান করিনু
তোমায়।
নাহি হেরি হেন জন এই ধরণীতে
রাজদ্রোহী বলি যেবা সম্বোধিবে মোরে—
পাপাত্মা সে মিথ্যাবাদী—এ কথা যে বলে।
ভেরী-নাদে ডাকি তায়। হৃদয়ে সাহস—
হোক্ সে-বা অগ্রসর
তারে, তোমা, সকলেরে করিব প্রমাণ আমি
সত্যে ও সম্ভ্রমে পূর্ণ এই চিত্ত মোর।
এল্। ডাকো চারণেরে।
এড। চারণ! চারণ!
এল্। একা রণে হও আগুয়ান।
মোর নামে সম্মিলিত তব সৈন্যগণ,
আমার আদেশ-ক্রমে লয়েছে বিদায়।
রীগান। আমার অসুখ বাড়ছে।
এল্। অসুস্থ নেহারি ওরে,
লয়ে যাও আমার শিবিরে।

[রীগানকে লইয়া অনুচরের প্রস্থান
(জনৈক চারণের প্রবেশ)

এস হে চারণ,—কর ভেরী-নাদ,
উচ্চ কণ্ঠে কর ইহা পাঠ।
রণাধ্যক্ষ। কর ভেরীধ্বনি। (ভেরী-নাদ)
চারণ। (পাঠ) "যদি সৈন্যমধ্যে কোন মর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি গ্লষ্টরাধিপতি এডমণ্ডকে বিষম রাজদ্রোহী বলিয়া প্রমাণ করিতে পার, তাহা হইলে তৃতীয় ভেরী-নিনাদে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হও। তিনি আত্ম-সমর্থনে প্রস্তুত।"
এড। বাজাও। (১ম ভেরীধ্বনি)
চারণ। আবার। (২য় ভেরীধ্বনি)
চারণ। আবার। (৩য় ভেরীধ্বনি)

(নেপথ্যে ভেরী-ধ্বনি)

(তৃতীয় ভেরী-অন্তে সশস্ত্র এডগারের প্রবেশ)
এল্। শুধাও ইহারে, কি হেতু তৃতীয় নাদে সমাগত হেথা।
চারণ। কে তুমি? কি নাম? কিবা পদ-অধিকার?
উত্তরিলে কেন এ আহ্বানে?
এডগা। শুন, আমি হারায়েছি নাম মম
রাজদ্রোহী-দংষ্ট্রাঘাতে,
আর দুষ্ট কীটের দংশনে।
তথাপি আমার প্রতিদ্বন্দ্বীসম
উচ্চ পদে আমি অধিষ্ঠিত।
এল্। কে-বা তব প্রতিদ্বন্দ্বী?
এডগা। গ্লষ্টরের অধিপতি। খ্যাত যেবা এডমণ্ড নামে।
এড। আমি সে। কি চাহ বলিতে মোরে?
এডগা। নিষ্কোষিত কর অসি,
মম বাক্য বাজে যদি উদার হৃদয়ে,
বাহু-বলে ন্যায়পক্ষ কর সমর্থন।
এই ধরিলাম অস্ত্র—হের মোর করে,
মর্য্যাদা, শপথ আর কার্য্যের গরিমা।
কর প্রতিবাদ। সামর্থ্য, যৌবন, উচ্চ পদ
যদিচ তোমার—
ধর যদি বিজয়ী কৃপাণ,
দীপ্তিমান নব ভাগ্য প্রসন্ন তোমারে যদি,
থাকে যদি বিচিত্র সাহস বুকে,
বিশ্বাস-ঘাতক—বিশ্বাস-ঘাতক তুমি।
দেবতা, পিতা, ভ্রাতা,—সর্ব্বজনে অবিশ্বাসী!
লিপ্ত ঘোর ষড়যন্ত্রে,
মহান্, উদার এই রাজন্য-বিপক্ষে।
শিরঃশীর্ষ হতে নিম্নতম সীমান্ত অবধি,
পদ-লগ্ন ধূলি তোর—পরিপূর্ণ রাজদ্রোহে,
অহি-গাত্রে কৃষ্ণবিন্দু সম। না করি স্বীকার,
প্রত্যাহারে বাঞ্ছা যদি,
এই বাহু, তরবারি, আর
সুদৃঢ় অন্তর মোর,
প্রমাণিবে তব বক্ষ'পরি, তুই মিথ্যাবাদী।
এড। বিচারেতে তব নাম জিজ্ঞাস্য আমার—
কিন্তু আকার তোমার সুঠাম যোদ্ধার মত—
বাক্যে শিক্ষা সুপ্রকাশ।
নিজ নিরাপদ-হেতু রীতি-অনুসারে
জানিতে মর্য্যাদা তব; বিলম্বনে তুচ্ছ গণি।
দানি আমি তব শিরে সর্ব্ব অপরাধ,
জীর্ণ হোক তব হৃদি নারকীয় হেন মিথ্যা-ভারে।
এ-হেন কুকর্ম্মে বিদ্ধ না হলে হৃদয়,
এই মম তরবারি দ্বিধা করি হৃদি
দিবে স্থান যে সকলে,

লভিবারে চির-আশ্রয় তথায়।
কর ভেরী নাদ, কর ভেরী নাদ। আয়।
(পরস্পরে যুদ্ধ। এডমণ্ডের পতন)

এল্। রক্ষা কর, রক্ষা কর!

গনে। এই রীতি চির-প্রচলিত,—
অজ্ঞাত বিপক্ষ সনে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে বাধ্য নহ কভু,
নহ পরাজিত,—প্রতারিত শঠের কবলে!

এল্। থামো, ভদ্রে! নতুবা এখনি
এই পত্রে নিরুত্তর করিব তোমায়।
ধর পত্র।
দুরাত্মা অধম, ভাষা নাই দিতে নাম তোর।
কর পাঠ আপন-দুষ্কৃতি।
ভদ্রে, ছিঁড়িয়ো না পত্র।
অনুমানি, জানো কি-বা লেখা পত্রে।
(এডমণ্ডকে পত্র দান)

গনে। যদি জানি—তোমার কি এসে যাবে?
ব্যবস্থা আমার,—নহে তব।
কার সাধ্য, আমারে বন্দিনী করে
এই পত্র হেতু!

এল্। পিশাচী! ওহো, জানো তবে পত্র-মর্ম্ম!

গনে। কি-বা জানি—কোনো প্রশ্ন শুধায়ো না।
[প্রস্থান

এল্। উহার পশ্চাতে যাও। সতর্কে করহ রক্ষা।

এড্। যেই অপরাধে অপরাধী করিলে আমারে,
মানি আমি, তা হতে অধিক পাপে
কলুষিত হৃদি মোর,
সময়ে প্রকাশ পাবে সব।
গত এবে সব। আমিও যে গত-প্রায়।
জানিবারে সাধ, কে-বা তুমি—
মোরে ত্যজি ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না যারে?
উচ্চবংশ-জাত যদি—ক্ষমিনু তোমায়।

এড্‌গা। এস, করি পরস্পরে বিবাদের শেষ।
বহে যে শোণিত মোর প্রতি ধমনীতে,
একাংশ তা নহে হীন তোমার হইতে।
এডমণ্ড, শ্রেষ্ঠতর যদি সে শোণিত,—
পেয়েছি তোমার চেয়ে অধিক যাতনা।
এড্‌গার নাম মোর। পুত্র আমি তোমার পিতার।
ন্যায়পর দেবগণ, সুখকর পাপরাশি
মূলীভূত যাতনা-প্রদানে।
কলুষিত তমোময় স্থান সেই,
যেথায় জনম-দান করেন তোমারে—
আঁখি-হীন করিল তাঁহারে।

এড্। সত্য, সত্য, সত্য তব বাণী।
পূর্ণ আবর্ত্তিত এবে ভাগ্যচক্র মোর,
তাই আমি হেথা আজি।

এল্। আকার-ইঙ্গিতে অনুমান করেছিনু,
উচ্চ-বংশে বিকাশ সম্ভব! এস, করি আলিঙ্গন
দুখে হৃদি হউক শতধা
ঘৃণা-নেত্রে কভু যদি হেরে থাকি,
তোমারে বা পিতারে তোমার।

এড্‌গা। হে রাজন্, সব আমি জানি।

এল্। কোথা তুমি আছিলে অজ্ঞাত?
কেমনে জানিলে তুমি পিতার দুর্দ্দশা?

এড্‌গা। তাঁহারে সেবিয়া প্রভু।
শুন মোর কাহিনী সংক্ষেপে—
সে কাহিনী শুনি বিদীর্ণ হইবে হৃদি।
মৃত্যুদণ্ড-আজ্ঞা যবে ধাইল পশ্চাতে,
আত্ম-রক্ষা—বিচিত্র এ জীবনের মোহ,
পলে পলে সহে জীব মৃত্যুর যাতনা,
মরিতে না চায় তবু!
শিখালো আমায়,
আবরিতে দেহ মোর বাতুলের বাসে,
হেন রূপ করিতে ধারণ—
কুক্কুরে যে-বেশে করে ঘৃণা!
হেন বেশে মিলি শেষে পিতার সহিত।
নয়ন-কোটরে হেরি তাঁর
নব তারা-হারা—
অপহৃত মণি যথা কনক-অঙ্গুরী হতে।
সাথী হয়ে গিছে তাঁর চলি সদা,
মাগি ভিক্ষা তাঁর তরে দুই হাত পাতি;
রক্ষিয়াছি নৈরাশ্য হইতে।
কিন্তু হায়, করিনু যে দোষ,
আপনা-প্রকাশ তাঁরে করি নাই কভু!
দণ্ডমাত্র পূর্ব্বে, সুসজ্জিত দেহে,
যুদ্ধে জয় না জানি নিশ্চয়,
আশীর্ব্বাদ মাগিলাম—কহিনু সকল;
ভগ্ন হৃদি তাঁর সহিতে না পারি
সে হর্ষ-বিষাদে দ্বন্দ্ব,
হাস্যমুখে জীবনের হলো অবসান!

এড্। বিষম বাজিল বুকে কাহিনী তোমার,
কুশল সম্ভব তাহে।
কহ, কি হেতু নীরব?
মনে হয়, আরো কিছু বলিবার আছে।

এল্। আরো থাকে, যদি আরো ব্যথা সে কথায়।
ক্ষান্ত হও, মোর মন গলিবে শুনিয়া।

এড্গা। হৃদি যার দুঃখ সনে পরিচিত—
তার তরে, হেথা শেষ হতো কাহিনীর।
অন্য দুঃখ করিলে বর্ণন,
অতিরিক্ত হবে—লঙ্ঘিবে যে সীমা।
পিতৃশোকে উচ্চস্বরে কাঁদিনু যখন,
এলো সেথা একজন; দুর্ভাগ্য এমন,
ঘৃণিত সংসর্গ মোর গেল যে-বা ত্যজি,
অবশেষে জানিয়া বারতা
দৃঢ় ভুজে আলিঙ্গিল মোরে,
দুঃখ-ভরে কহে উচ্চ স্বরে,
মনে হলো ভাঙ্গিল আকাশ!
পতিত হইল মম পিতার উপরে!
মর্ম্মঘাতী লীয়ার-কাহিনী জানাইল মোরে,
কর্ণে যাহা করেনি প্রবেশ কভু!
উথলিল দুঃখরাশি বর্ণনার কালে,
যেন টুটিবে জীবন-তন্ত্রী!
অতঃপর তূর্য্যধ্বনি শুনি দুইবার
মূর্চ্ছিত ত্যজিনু তারে!

এল্। কেবা সেই?

এড্গা। কেণ্ট। নির্ব্বাসিত কেণ্ট, মহোদয়।
ছদ্মবেশে নিজ-শত্রু নৃপতি-সংহতি
ফিরিল সেবিয়া তাঁয়
হেনরূপে—ক্রীতদাসে সে সেবা না করে।

(রক্তাক্ত ছুরিকা হস্তে জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ)

ভদ্র। রক্ষা কর! রক্ষা কর! রক্ষা কর!

এড্গা। কি চাও? কি চাও তুমি?

এল্। বল ত্বরা।

এড্গা। রক্তমাখা ছুরির অর্থ?

ভদ্র। এখনো তপ্ত রয়েছে। তপ্ত রক্তের ধোঁয়া উঠছে! এখনই বুক ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে! টাটকা তাজা রক্ত! সে নেই—নেই! সে মরেছে!

এল্। কে? কে? কে মরেছে? বল—বল!

ভদ্র। আপনার স্ত্রী। আপনার স্ত্রী। তার ভগ্নীকে বিষ খাইয়ে কে মেরে ফেলেছে। মৃত্যু-কালে সব কথা স্বীকার করেছে।

এড। আমার সঙ্গে তাদের দুজনেরই বিবাহ স্থির হয়েছিল। এক মুহূর্ত্তে তিন জনের একসঙ্গে বিবাহ হয়ে গেল!

এড্গা। ঐ কেণ্ট আসছেন।

এল্। তাদের দেহ নিয়ে এসো। মৃত হোক, জীবিত হোক! বিধাতার ভয়ঙ্কর বিচারে আমরা কাঁপছি! মনে করুণার লেশ উদয় হচ্ছে না।

[ভদ্রলোকের প্রস্থান

(কেণ্টের প্রবেশ)

ওঃ! ইনিই তিনি? এ সময়ে যথাবিহিত সম্মান করতে পারছি না।

কেণ্ট। আমার রাজা আর প্রভুর কাছ থেকে আমি বিদায় নিতে এসেছি। এখানে তিনি নেই?

এল্। প্রধান কাজেই আমাদের ভুল হয়েছে। এডমণ্ড, মহারাজ কোথায়? কর্ডিলিয়া কোথায়? এগুলো কি? দেখছ কেণ্ট···

(গনেরিল ও রীগানের মৃতদেহ আনয়ন)

কেণ্ট। হায়! এ কি! কেন এমন হলো?

এড। এডমণ্ডকে কিন্তু দুজনেই ভালো বাসতেন। একজন আমার জন্য অপরকে বিষ খাইয়ে মারলেন; নিজে শেষে আত্মহত্যা করলেন।

এল্। সত্য বটে! দাও, ওদের মুখ ঢেকে দাও।

এড। আমার নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। যদিও আমার স্বভাব তা নয়, তবু এখন সৎকার্য্যে ইচ্ছা হচ্ছে। দুর্গে শীঘ্র লোক পাঠাও। লীয়ার আর কর্ডিলিয়ার মৃত্যু-আজ্ঞা দিয়েছি—আমি। এখনি লোক পাঠাও।

এল্। যাও। যাও, কে আছ, যাও; দৌড়ে যাও,—দৌড়ে যাও।

এড্গা। কার কাছে, প্রভু? কার আদেশ? ক্ষমার মঞ্জুরী এই সঙ্গে পাঠান।

এড। ঠিক বলেছ। যাও, আমার এই তরবারি নিয়ে গিয়ে রণাধ্যক্ষকে দাও।

এল্। শীঘ্র যাও। দোহাই! তোমার জীবনের দোহাই! এডগারের প্রস্থান

এড। কর্ডিলিয়াকে কারাগারে ফাঁসি দেবার হুকুম দিয়েছি আমি আর আপনার স্ত্রী। নৈরাশ্যে আত্মহত্যা করেছে বলে' রটনা হবে, স্থির করেছিলেম।

এল্। দেবগণ তাকে রক্ষা করুন। যাও, এখান থেকে ওকে নিয়ে যাও।

(কর্ডিলিয়ার মৃত দেহ ক্রোড়ে লইয়া লীয়ার, এডগার ও রণাধ্যক্ষের প্রবেশ)

লীয়ার। কাঁদ, কাঁদ, কাঁদ, কাঁদ।
পাষাণে রচিত তোরা মর্ত্ত্যের মানুষ!

তোদের মতন যদি হতো এ-নয়ন—
আমার রসনা হলে তোদের মতন—
করিতাম হেন নিয়োজন—
বিদীর্ণ হইত যাহে গগনমণ্ডল!
গেছে, গেছে, চলে গেছে জনমের মত!
জানি আমি জীবন-মরণ—মৃত্তিকার সম মৃত এই।
দাও তো দর্পণ মোরে।
দেখি, হয় কি না হয় নিশ্বাসে মলিন।
তাহলে জানিব আমি জানিব নিশ্চিত
প্রাণ-বায়ু দেহে বহে এখনো…এখনো।

কেন্ট। এই পরিণাম শেষে লেখা ছিল ভালে!

এডগা। কিম্বা তার প্রতিকৃতি ভীম-ভয়ঙ্করী!

এল্। দেবতার কোপে ধ্বংস পাক্ আজি সব!
আঁখির পল্লব দোলে! এই যে! এই যে!

লীয়ার। বেঁচে আছে। বেঁচে আছে।
বেঁচে আছে, দেখি।
যদি তাই—পাসরিব সব দুঃখ-ক্লেশ—
যত জ্বালা পাইয়াছি—সকলি ভুলিব!
সব ব্যথা যাবে দূরে, এ যদি সম্ভব।

কেন্ট। (জানু পাতিয়া) সদাশয় প্রভু!

লীয়ার। মিনতি! মিনতি মোর—ত্যাগ করো আমায় ত্যাগ করো।

এডগা। তব বন্ধু—কেন্ট মহোদয়।

লীয়ার। হবি তোরা ব্যাধিগ্রস্ত, হত্যাকারী
রাজদ্রোহী সবে।
পারিতাম বাঁচাতে উহায়; চলে গেল জনমের
মত।
কর্ডিলিয়া! কর্ডিলিয়া! রহ, রহ, রহ ক্ষণ-কাল।
হা! হা। কি বলো, কি বলো?
নম্র, ধীর, ক্ষীণ কণ্ঠস্বর—
রমণীর চারুভূষা!
হত্যা! হত্যা করিয়াছি দাসে—
যে-বা গলে রজ্জু টেনে দিল!

রণা। সত্য কথা। উনি তাই করেছেন।

লীয়ার। করি নাই? করি নাই কি রে?
ছিল হেন দিন—যবে তীক্ষ্ণ অসিধারে
করিতাম খণ্ড-খণ্ড বিচূর্ণ সকলি!
বৃদ্ধ এবে, মহা-দুঃখে জর্জরিত আজি।
কে তুমি? কে? নিষ্প্রভ নয়ন মোর—
বলিব…বলিব…এখনি বলিব।

কেন্ট। স্নেহ-অঙ্কে ভাগ্যদেবী একেরে তুলিয়া,
ঘৃণা-নেত্রে নেহারি অপরে আপনি গর্ব্বিতা যদি,
উভয়ের অন্ততমে নেহারি সম্মুখে!

লীয়ার। জ্যোতিহীন আঁখি মোর। তুমি কি কেন্ট?

কেন্ট। কেন্ট, কেন্ট—তব দাস,
কোথায় কিয়স্ প্রভু? তব অনুচর?

লীয়ার। ছিল সে সজ্জন অতি—সত্য কথা।
নাই আজ। মরিয়াছে! গলিত কবরে।

কেন্ট। না প্রভু, আমিই সে।

লীয়ার। সে! এর পরে ভেবে দেখবো'খন।

কেন্ট। আপনার দুর্ভাগ্যের সূচনা থেকে সে
আপনার অনুগামী।

লীয়ার। স্বাগত হেথায় তুমি।

কেন্ট। সে ভিন্ন আমি আর কেউ নই! সব নিরানন্দ, অন্ধকার—মরে গেছে। আপনার বড় দুই কন্যাও আজ বেঁচে নেই। অপঘাতে তাদের মৃত্যু হয়েছে।

লীয়ার। হাঁ. আমিও তাই ভাবছি।

এল্। উনি কি বল্‌ছেন, তা জানেন না। ওঁর কাছে আমাদের পরিচয় দেওয়া মিথ্যা!

এডগা। অনর্থক।

(রণাধ্যক্ষের প্রবেশ)

রণা। প্রভু, এডমণ্ড মারা গেছে।

এল্। সে সংবাদ গুরু নহে।
অমাত্য সম্ভ্রান্ত সবে, শুন মোর অভিপ্রায়।
এই রাজ্যে বিশৃঙ্খলা হবে অতঃপর—
শান্তি স্থিতি। যতখানি শান্তি সে সম্ভব—
রাজকার্য্য হতে এবে সবে অপসৃত—
সব শক্তি অধিকার বর্ত্তে মহারাজে—
যত দিন মহারাজ আছেন বাঁচিয়া।

(এডগার ও কেন্টের প্রতি)

তোমাদের সর্ব্ব শক্তি, সব অধিকার,
সমগ্র ঐশ্বর্য্য আর পূর্ব্বমান্য সহ—
বিপদে সে মান্য হলো আরো ঢের বেশী—
পূর্ব্বপদে পুনরায় স্থাপিনু দোঁহায়।
বন্ধুগণে তুষিব যতনে
যথাযোগ্য পুরস্কার-দানে!
যোগ্য শাস্তি শত্রুদলে। ওঃ! দেখ, দেখ!

লীয়ার। হায়রে, বাছাকে আমার ফাঁসি দিয়েছে।
চাহি না জীবন, চাহি না জীবন আর!
অশ্ব, কুক্কুর, মূষিক—তাদেরো জীবন আছে!
আর তুমি কন্যা মোর—প্রাণহীনা তুমি!
না, না, আসিবে না—কভু আসিবে না ফিরে—
কভু না, কভু না! না, না, না!

করি গো মিনতি—দাও, খুলে দাও !
ধন্যবাদ মহোদয় ! দেখছ কি,
ওর দিকে একবার চেয়ে দেখ,
ওর ওই ঠোঁটছুটি ! দেখ, দেখ, ঐ দেখ !

এডগা। মূর্চ্ছিত ! মহারাজ ! মহারাজ !

কেণ্ট। চূর্ণ-বিচূর্ণিত হবে বক্ষ মোর।

এডগা। দেখুন মহারাজ, চেয়ে দেখুন।

কেণ্ট। উত্ত্যক্ত করো না আর স্বর্গীয় আত্মায়।
যেতে দিন যেতে দিন। বাঞ্ছা যার হেরিবারে,
কঠোর সংসারে জীবিত রহিবে রাজা—
জেনো, মহারাজে তার ঘৃণা সমধিক।

এডগা। সত্যই চলে গেছেন !

কেণ্ট। হেন ক্লেশ সহি কেমনে রহিল প্রাণ—
এই তো বিস্ময় ! বলে যেন রক্ষিল জীবন।

এল্‌। লয়ে যাও হেথা হতে,
উপস্থিত কার্য্য হেরি শোকের প্রবাহ !
অন্তরঙ্গ বন্ধু মোর, তোমরা উভয়ে
এ রাজ্য শাসন কর—
ক্ষত রাজ্য-ভার এবে করহ বহন।

কেণ্ট। শীঘ্র আমি বাহিরিব ভ্রমণের লাগি—
ডাকিছেন প্রভু মোর—'না' বলি কেমনে!

এল্‌। সময়ের দুঃখ-ভার অবশ্য বহিব ;
অনুভবে দি আভাস—উচিত ছাড়িব।
অশেষ সহিল বৃদ্ধ ; মোরা যুবাগণে
হেরিব না এত, লভি সুদীর্ঘ জীবনে।

[সকলের প্রস্থান

যবনিকা

সেক্সপীয়র-গ্রন্থাবলী

দ্বাদশ রজনী

অথবা

যেমন অভিরুচি

Twelfth Night or What You Will.

ডবলিয়াম সেক্সপীয়র প্রণীত

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য অনূদিত

পাত্র-পাত্রী

আর্সিনো	...	ইলিরিয়ার ডিউক
সেবাষ্টিয়ান	...	ভায়োলার ভ্রাতা
আণ্টনিও	...	জাহাজের নাবিক—সেবাষ্টিয়ানের
জনৈক নাবিক	...	ভায়োলার বন্ধু
ভ্যালেণ্টাইন কিউরিও	...	অর্সিনোর সহচর
সার টোবি-বেলচ্	...	অলিভিয়ার পিতৃব্য
সার এণ্ড এগুচীক্	...	... ...
মালভোলিও	...	অলিভিয়ার প্রধান ভৃত্য
ফেবিয়ান ফেষ্টি—বিদূষক	...	অলিভিয়ার ভৃত্য
অলিভিয়া		
ভায়োলা		
মেরিয়া	...	অলিভিয়ার সহচরী

অমাত্যগণ, পুরোহিত, নাবিকগণ, প্রহরিগণ, গায়কগণ ও পরিচারকগণ

দ্বাদশ রজনী

অথবা

যেমন অভিরুচি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ডিউকের প্রাসাদ

[ডিউক, কিউরিও ও অমাত্যগণ আসীন
সঙ্গীত চলিতেছে]

ডিউক। সঙ্গীত যদ্যপি হয় প্রণয়ের সুধা,
মনের উল্লাসে গাহ গান—দাও ভরি
প্রাণ মোর! যেন প্রেম-পিপাসার মত
মূর্চ্ছনায় হয় তার অবসান পুনঃ।
সে সুর-ঝঙ্কার শুনি! সুনিবিড় হয়ে
চিত্ত করে অভিভূত! মনে হয়, যেন
আসিল সে সুর ধীরে ধীরে অতি চুপে
নদী-তীর-জাত ভায়োলেট-গন্ধ বহি'!
ক্ষান্ত করো সঙ্গীত আবার! হলো গত
পূর্ব্ব-মধুরতা! হে অতনু দেব, কত
স্নিগ্ধ, কি চঞ্চল তুমি! সাগরের মত
লহ সকলেরে টানি তব বক্ষপরে—
ভাবনা ক্ষণেক করে ক্ষুদ্রতার দাবী!
তেমতি প্রেমের গতি—দুজ্ঞেয় অদ্ভুত!
কিউরিও। যাবেন শীকারে, প্রভু?
ডিউক। কি শীকার, কিউরিও?
কিউরিও। মৃগের সন্ধান।
ডিউক। ধরণীতে তিলোত্তমা কুরঙ্গ-নয়না,
তাহারি সন্ধানে মোর চিত্ত ফিরে সদা।
অলিভিয়া যবে মোর দৃষ্টি-পথে আসি'
উদয় হইল—যেন স্বর্গ সুষমায়
দশ দিক গেল ভরি! নিমেষে হলাম
আমি যেন সেই মৃগ! সাধ-আশা, মোর
বাসনা-কামনা—যেন শীকারী কুক্কুর
সেই হতে খেদিছে পশ্চাতে।
(ভ্যালেন্টাইনের প্রবেশ) কি সংবাদ?
কহ ত্বরা।
ভ্যালেন্টাইন। সকলি বিফল হলো প্রভু!
দেখা নাহি পাই তাঁর। সহচরী আসি'
কহিল নিদেশ এই, সপ্তবর্ষ কাল
এ বহিঃ-প্রকৃতি তাঁর দেখিবে না মুখ—
বিশ্বজনে তাঁর মুখ দেখিবে না, প্রভু!
তাপসীর মত মুখ ঢাকি আবরণে
রহিবেন নিত্য! ভ্রাতৃ-স্মৃতি লাগি নিজ
কক্ষখানি প্রতিদিন আকুল অন্তরে
করিবেন প্রক্ষালিত নয়নের জলে।
এভাবে জাগ্রত রবে ভ্রাতৃ-স্মৃতি সদা
চিত্ত-পটে তাঁর।
ডিউক। সমগ্র হৃদয় দিয়া
যে জন জাগায়ে রাখে মৃত-ভ্রাতৃ-স্মৃতি,
কত ভালোবাসিবে সে—যবে মদনের
পুষ্পশরে হবে বিদ্ধ হৃদয় তাহার?
প্রেম-সিন্ধু গ্রাসে মগ্ন হবে সারা হৃদি!
কাননে চলিনু এবে পুষ্পদল-মাঝে;
প্রণয় জাগিয়া রহে কুঞ্জ-অন্তরালে।
[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

সমুদ্র-তীর

(ভায়োলা, জনৈক নাবিক ও অন্যান্য নাবিকগণ)

ভায়োলা। বন্ধুগণ, এ কোন্ প্রদেশ?
জনৈক নাবিক। ইলিরিয়া—
দেবি!
ভায়োলা। কি করিব হেথা আমি?

ভাই মোর চলে গেছে স্বরগের দ্বারে !
প্রাণ মোরে বারে-বারে ডেকে কয়,—আছে,
আছে, বেঁচে আছে এই মর্ত্ত্য-ধরণীতে—
ডুবিয়া সে যায় নাই সাগরের জলে !
তোমার কি মনে হয় ?

১ নাবিক। মনে হয় দেবি,
জল ত্যজি তীরে তিনি উঠিতে সক্ষম।

ভায়োলা। তা হলে নিরাশা নয় ! আছে আশা ! বলো,
আমারি মতন ভাই—তীরে উঠিয়াছে ?
প্রাণ তার বাঁচিয়াছে ?

১ নাবিক। সম্ভব, তা দেবি—
বিপত্তি হইতে রক্ষা লভি ভ্রাতা তব
আছেন জীবিত। যবে ভাঙ্গিল তরণী
তরঙ্গে বিচূর্ণ হয়ে—তরী-বক্ষে দেখি
অপরে ভাসিছে ; সাথে তুমি চলো ভাসি—
ক্ষিপ্র মোরা সকলের সাধিনু উদ্ধার ;
তখনি স্বচক্ষে দেখি, বিধাতার লীলা
সুদৃঢ় মাস্তুল-সাথে বদ্ধ করি দেহ—
দুর্জ্জয় সাহস-আশা—তাহাতে নির্ভর,
ভেসে চলে সিন্ধু-বক্ষে—তরঙ্গের সাথে
যেন সে পরম-সখ্যে—চিন্তা-ভয় নাই !
শুশুকের পৃষ্ঠে যথা চলে এরায়েন : *

ভায়োলা। এ শুভ-বার্ত্তার লাগি, লহ মুদ্রা লহ।
আমি রক্ষা পাইয়াছি—সে উদ্ধারে মন
আশা করেনকো ত্যাগ : তোমার কথায়
সে আশা প্রবল হলো। ভালো কথা, তুমি
এ দেশের জানো কিছু ?

১ নাবিক। জানি দেবি ! এই
স্থান-সন্নিকটে জনম আমার।

ভায়োলা। এ রাজ্যের রাজা কে-বা ?

১ নাবিক। ডিউক জনেক।
নামে-যশে কীর্ত্তিমান উদার-হৃদয়।

ভায়োলা। কি নাম তাঁহার ?

১ নাবিক। অর্শিনো তাঁহার নাম।

ভায়োলা। অর্শিনো ! শুনেছি বটে নাম পিতৃ-মুখে !
কোথায় বিবাহ তাঁর যেন···

১ নাবিক। হয় নাই !
কিছুকাল পূর্ব্বে···জানি, হয়নি বিবাহ।
ছিনু হেথা আমি দেবি, মাসেকের আগে ;
মহাজন—তাঁর কথা নিত্য আলোচনা
সকলে তো করে,—তাই শুনি, ভাগো জানি—
অলিভিয়া রূপসীরে করেন কামনা !

ভায়োলা। কে এ রূপসী ?

১ নাবিক। ধর্ম্মে মতি, সুকুমারী, কাউণ্ট-তনয়া !
পিতা স্বর্গগত তাঁর বৎসরেক আগে ;
পুত্র ছিল। ভাই-বোনে কি সে ভালোবাসা !
এমনি নিষ্ঠুর কাল—ভায়ে নিল টানি !
ভ্রাতৃ-শোকে মুহ্যমানা অলিভিয়া তাই
কর্ম্ম-কোলাহল হতে লয়েছে বিরাম,
মানবের দৃষ্টি-পথ রহে পরিহরি।

ভায়োলা। এমন নারীর পায়ে দাসী হতে চাই !
অবসর চাই আমি কোলাহল হতে।
নিজের প্রকাশ হবে সময়-সাপেক্ষ।

১ নাবিক। এ কাজ দুঃসাধ্য, দেবি !
অলিভিয়া—মানব-সান্নিধ্যে তাঁর নাহি
এক তিল রুচি।
ডিউকের কথা কিবা—

ভায়োলা। বড় ভালো তুমি !
সুন্দর প্রকৃতি মাঝে থাকে পঙ্কিলতা,
তোমাতে নাহিক তাহা ; সম মধুমাখা
অন্তর বাহির তব। দিব যথোচিত
পুরস্কার তোমা। অনুরোধ, ছদ্মবেশে
দাও আবরিয়া মোরে ! দাও আনি মোরে
ছদ্মবেশ মনের বাসনা-মত। হবো
আমি ভৃত্য ডিউকের। তুমি শুধু মোরে
লয়ে যাবে ডিউকের পাশে ; প্রকাশিবে,
আজ্ঞাবহ হতে চাই আমি ! দিব বহু
পুরস্কার তোমা ; সঙ্গীতে নিপুণ আমি ;
সঙ্গীত-আলাপে দিব তৃপ্তি তাঁরে আমি ;
ভাগ্যে যাহা আছে, রবে সুচির-গোপন
কালের কন্দরে তাহা—নীরবেতে শুধু
সম্পূরণ করো মোর চিত্ত-অভিলাষ।

১ নাবিক। সাজাবো তোমারে আমি
আজ্ঞাবহ-বেশে—
সত্য পরিচয় কারে কহিব না কভু।
যদি এ রসনা কভু প্রগল্‌ভতা-ভরে
বিশ্বাসঘাতক হয়, আঁখি অন্ধ হবে।

ভায়োলা। ধন্যবাদ ! লয়ে চল যথা ইচ্ছা তব !
[প্রস্থান

* গ্রীস-দেশীয় গায়ক। প্রবাদ আছে, এক সময়ে তিনি সিসিলি হইতে বহু অর্থ সামগ্রী লইয়া করিন্থ নগরে নিজ দেশে তরণীযোগে আসিতেছিলেন। নাবিকেরা তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিলে তিনি জলে ঝাঁপ দেন ; তাঁহার সঙ্গীতে আকৃষ্ট একটি শুশুক তাঁহাকে পৃষ্ঠে বহিয়া তীর-ভূমিতে আনিয়া পৌঁছাইয়া দেয়।

তৃতীয় দৃশ্য

অলিভিয়ার গৃহ

(সার টোবি বেল্‌চ্‌ ও মেরিয়ার প্রবেশ)

সার টোবি। আরে, মেয়েটার ব্যাপার কি, বলো তো ? ভাই না হয় মরেছে। সেজন্যে এত বাড়াবাড়ি কেন বাপু ? মাথায় ভাবনা-চিন্তা জাগলে সব মাটী হয়ে যাবে।

মেরিয়া। শুনুন, সার টোবি! আপনি এবার থেকে সকাল-সকাল বাড়ী ফিরবেন! আপনার ভাই-ঝী আপনার ব্যবহারে ভয়ঙ্কর আপত্তি করেছেন।

সার টোবি। ব্যাপারটা আপত্তিকর, তাতে না হয় আপত্তি জানিয়েছেন! এতে আর বাহাদুরী কি ?

মেরিয়া। যা মানায়—এমনভাবে আপনার থাকা উচিত।

সার টোবি। 'মানায়'! এর চেয়ে মানিয়ে থাকা আমার পোষাবে না বাপু! কেন—আমার কাপড়-চোপড় কি এমন বে-মানান যে তা' পরে' মদ খাওয়া চলে না ? এ জুতো-জোড়া কি অচল ? তা যদি হয়, জুতো না হয় খুলে ঝুলিয়ে রেখে দেবো।

মেরিয়া। এই মদ আর হল্লাতেই আপনার সর্বনাশ হবে দেখছি! দিদিমণি কাল এই কথাই বলছিলেন! আরও বলছিলেন—আপনি না কি কোথাকার এক লড়ায়ে সেপাই এনেছেন—সেই সেপাইয়ের সঙ্গে দিদিমণির বিয়ে দেবেন বলে ?

সার টোবি। কে ? সার এণ্ড্রু এগুচীক ?

মেরিয়া। ঐ নাম বটে!

সার টোবি। আরে, তার মত লম্বা-চওড়া লোক সারা ইলিরিয়ায় খুঁজে পাবে না।

মেরিয়া। লম্বা-চওড়ার সঙ্গে সম্পর্ক কি ?

সার টোবি। সম্পর্ক! সম্পর্ক আছে বৈ কি। তার উপর বিশ হাজার টাকা আয়!

মেরিয়া। সে সম্পত্তি তো এক বছরেই ফুঁকে দেবে। সে হলো একটা গর্দ্দভ আর উড়নচড়ে!

সার টোবি। না, না, এ কথা বলা চলে না। বেহালা বাজাতে সে ভারী ওস্তাদ। বই না দেখে তিন-চারটে ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারে। তার উপর প্রকৃতিদেবী শ্রেষ্ঠ সম্পদে তাঁকে ভূষিত করেছেন।

মেরিয়া। প্রকৃতির সে দান দেখাই যাচ্ছে! সে দানের ফলে সব-চাইতে নিরেট গর্দ্দভ সে আর বিশ্ব-কুঁদুলে। কোঁদলের সখ মেটাতে প্রকৃতি দেবী তাঁকে দান করেছেন, কাপুরুষতা। লোকে বলে, সব দানের সৌভাগ্যই তিনি লাভ করেছেন, বাকী আছে শুধু কবর।—এ দানটুকুও তাঁর শীঘ্র মিলবে।

সার টোবি। যারা এ কুৎসা রটায়, তারা ছুঁচো, তারা পাজী। তাদের নাম বলো তো।

মেরিয়া। তাঁরা আরও বলেন, তাঁর সঙ্গে প্রতি রাত্রে আপনার মদের হল্লা চলে।

সার টোবি। তখন আমরা দুজনে মিলে আমার ভাই-ঝীর স্বাস্থ্য পান করি। যতক্ষণ আমার কণ্ঠনালী না বন্ধ হবে, যতক্ষণ ইলিরিয়ায় মদ থাকবে—ততক্ষণ আমি তার স্বাস্থ্য-পান করবো। আমার ভাই-ঝীর স্বাস্থ্য-পান করে গীর্জ্জার চূড়ার পুতুলের মতন মাথাটা যার বন্‌বন্‌ করে' না ঘুরবে,—সে ভারী কাপুরুষ, সে ভয়ঙ্কর জঘন্য, সে খুব নীচ! ঐ দেখ্‌ ছুঁড়ি! সার এণ্ড্রু এগুচীক আসছেন।

(সার এণ্ড্রু এগুচীকের প্রবেশ)

সার এণ্ড্রু। এই যে সার টোবি বেল্‌চ্‌! খবর কি ?

সার টোবি। কি সৌভাগ্য! আসুন, আসুন সার এণ্ড্রু।

সার এণ্ড্রু। ভালো আছ সুন্দরী ?

মেরিয়া। আপনি ভালো আছেন ?

সার টোবি। আলাপী!

সার এণ্ড্রু। ইনি কে ?

সার টোবি। আমার ভাই-ঝীর সহচরী।

সার এণ্ড্রু। কুমারীটি বেশ সদালাপী! তোমার পরিচয় পেলে কৃতার্থ হবো।

মেরিয়া। আমার নাম মশায়, মেরি।

সার এণ্ড্রু। কুমারী মেরি খুব সদালাপী।

সার টোবি। বীর, তুমি ভুল করেছ! কথাটা ওঁর নামের আগে যাবে। আমি বলচি, ওঁর সঙ্গে আলাপ করো, ভাব করো।

সার এণ্ড্রু। কি মুস্কিল! এ সব গোলমেলে ব্যাপারে আমি নেই। এই কি 'আলাপে'র মানে ?

মেরিয়া। আচ্ছা, আসি তবে।

সার টোবি। সার এণ্ড্রু, এভাবে যদি ওকে বিদায় দাও, তাহ'লে জীবনে তোমার আর হাতিয়ার ধরবার যোগ্যতা থাকবে না।

সার এণ্ড্রু। কুমারী তুমি যদি এ ভাবে চলে যাও,—তা'হলে আমার হাতিয়ার ধরবার যোগ্যতাও চলে যাবে। সুন্দরি, তোমার সন্ধানে কোনো বিদূষক আছে ?

মেরিয়া। আমি মশায়, এখনও আপনার সন্ধান নিইনি।

সার টোবি। তাই না কি ? এই নাও আমার হাত।

মেরিয়া। ইচ্ছা বাধাহীন, মশায়! আপনার হাতটিকে নিয়ে গিয়ে মদ্য ভাণ্ডারে ভিজিয়ে আসুন।

সার এণ্ড্রু। কারণ ? তোমার কথার অর্থ খুলে বলো সুন্দরি !

মেরিয়া। নীরস!

সার এণ্ড্রু। আমারো তাই মনে হয়। আমি এমন গর্দ্দভ নই যে, আমার হাত আমি শুকনো রাখতে পারি না। তবে তোমার হেঁয়ালীটা খুলে বলো তো।

মেরিয়া। নীরস, মশায়।

সার এণ্ড্রু। তুমি নীরসের বেসাতি করো ?

মেরিয়া। নীরসের পশরা আমার হাতেই আছে। আপনার হাতে দিলেম ছেড়ে। এখন আমার ভাণ্ডার শূন্য !

[প্রস্থান

সার টোবি। বীর! তোমার এক পাত্র মদ্য পান করাও। প্রয়োজন হয়েছে। জীবনে তোমায় এমন কাবু হতে আর কখনো দেখিনি !

সার এণ্ড্রু। তা' বটে! তুমি আমায় দেখেছ, খালি মদে কাবু হতে! অনেক সময় আমার মনে হয়, সাধারণ লোকের যে বুদ্ধি আছে, আমার তা নেই। অতিরিক্ত গো-মাংস খাওয়ার ফলে বোধ হয় আমার বুদ্ধি মোটা হয়েছে।

সার টোবি। অনিবার্য্য !

সার এণ্ড্রু। আমারও ঠিক তাই ধারণা। কাল বাড়ী যাবো সার টোবি।

সার টোবি। কথং ? কথং ?

সার এণ্ড্রু। "কথং" মানে—যাবো ? না, যাবো না ? আমার এই বড় দুঃখ যে, হাতিয়ার চালানো, নাচ আর শীকারে যে সময়টা অপব্যয় করেছি, সে সময়টা যদি ভাষা-শিক্ষায় কাটাতেম! আজ তাহলে কলা-বিদ্যায়···

সার টোবি। মাথাটি দিব্যি চুলের কেয়ারিতে ভরে উঠতো !

সার এণ্ড্রু। সত্যি, তা হলে আমার মাথার চুলের বাহার বাড়তো ?

সার টোবি। তা আর বল্তে! বুঝতেই পারচো, শোভা আর সহজে হবে না !

সার এণ্ড্রু। কিন্তু এতে তো আমাকে বেশ মানায়।

সার টোবি। চমৎকার! যেন শোনের নুটী! কোন্ দিন বুঝি কোন্ বুড়ী এসে ওগুলি নিয়ে পাকাতে বসে যাবে!

সার এণ্ড্রু। না, সার টোবি! কাল আমি বাড়ী যাচ্ছি। তোমার ভাই-ঝীর তো দেখা পাওয়া যাবে না—যদি বা পাওয়া যায়, সেখানে আমার আশা নেই। এখানকার কাউন্টই তাঁকে বিয়ে করচেন।

সার টোবি। কাউন্টকে সে বিয়ে করবে না! তার চেয়ে যার পদ-মর্য্যাদা, সম্পত্তি, বয়স আর বুদ্ধি বেশী, তাকে বিবাহ করবে না। এ কথা সে স্পষ্ট প্রকাশ করেছে,—আমি শুনেছি।

সার এণ্ড্রু। বেশ—আর এক মাস না হয় থেকেই যাবো। আমার স্বভাব একটু অদ্ভুত! আমার ভালো লাগে নাচ, গান, হর্‌রা—সব যদি এক-সঙ্গে হয় তো সোনায় সোহাগা!

সার টোবি। এ সবে তো তুমি ওস্তাদ!

সার এণ্ড্রু। নিশ্চয়! ইলিরিয়ার অন্য লোকেরা যেমন যা পারে, আমিও তেমনি পারি। তবে ওস্তাদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতে চাই না!

সার টোবি। কি-নাচে তোমার বাহাদুরী ?

সার এণ্ড্রু। পিছন-নাচের কারসাজীতে ইলিরিয়ার কোন যুবার আমি অসমকক্ষ নই!

সার টোবি। এগুলি চেপে রেখেচো কেন ? এত গুণ তোমার—আর তুমি কি না সে সব পর্দ্দার আড়ালে ঢেকে রেখেচ! কুমারী মলের* ছবির মত এগুলো ধুলোর ভরে থাকবে ? তোমার উচিত, এ নাচ নাচতে নাচতে গীর্জ্জায় যাওয়া—আর অন্য রকমের নাচ নাচতে নাচতে বাড়ী ফেরা। তোমার প্রতি চলন নাচের ছাঁদে লীলায়িত হবে। তুমি ভাবো, পৃথিবীতে এমন সদ্‌গুণ ঢেকে রাখা উচিত? তোমার পায়ের গড়ন দেখলে মনে হয়, কোন নাচিয়ে-বাশির লগ্নে তোমার জন্ম।

সার এণ্ড্রু। হাঁ, পা দুটো বেশ শক্তসমর্থ। আর

* বিদূষক যেমন কাল্পনিক দার্শনিকের নাম উল্লেখ করেছে, এও তেমনি এক কাল্পনিক ব্যক্তি।

এ পায়ে আগুনে রংএর মোজা পরলে আরো দেখায় ভালো। কিছু ফুর্ত্তি-টুর্ত্তি হবে না কি?

সার টোবি। নিশ্চয়। তা'ছাড়া আর করবার কি আছে, বলো? আমাদের লগ্নে টাওরাস গ্রহ। *

সার এণ্ড। টাওরাস! সে তো হৃদয়ের অধীশ্বর!

সার টোবি। না, মশায়, না। তিনি পা আর জঙ্ঘার অধীশ্বর। নাচো, নাচো—দেখি (সার এণ্ডর নৃত্য) আহা! বাঃ! বাঃ! বেশ! চমৎকার।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

ডিউকের প্রাসাদ

[ভ্যালেণ্টাইন ও পুরুষবেশী ভায়োলার প্রবেশ]

ভ্যালেণ্টাইন। জানো, সিজারিও, ডিউক তোমায় এ-ভাবে সুনজরে দেখতে থাকলে তোমার উন্নতি আর আটকায় কে! মোটে তিন দিনের পরিচয়—মনে হয়, যেন কত কালের আলাপ!

ভায়োলা। তোমার কথা শুনে মনে হয়—তুমি ভাবচো, হয় ডিউকের মতি অস্থির, নয় আমার কাজে বেজার ধরে সব ওলট-পালট করে দেবে! উনি কি স্নেহে কৃপণ? ওঁর মতি কি এতই চঞ্চল?

ভ্যালেণ্টাইন। না, তা নয়

ভায়োলা ধন্যবাদ! কাউণ্ট আসছেন

[ডিউক, কিউরিও ও পরিচারকবর্গের প্রবেশ]

ডিউক। ওহে, তোমরা কেউ দেখেছ সিজারিওকে?

ভায়োলা। এই তো আমি, হুজুর!

ডিউক। তোমরা দূরেতে রহ ক্ষণেকের লাগি।
সিজারিও! অবগত আছত সকলি;
হৃদয়ের গূঢ় ব্যথা সব বলিয়াছি।
যাও পুনঃ তাঁর কাছে, সরল যুবক!
রুদ্ধ-দ্বার দেখি সেথা ফিরিয়ো না যেন;
রহিবে দাঁড়ায়ে তুমি তাঁর গৃহ-দ্বারে;
কহিবে ভৃত্যেরে—বৃক্ষ-মত পদতলে
উদ্গত হইবে মূল,—দাঁড়ায়ে রহিব,
যাবৎ দর্শন নাহি পাইব তাঁহার।

ভায়োলা। তাহাই হইবে প্রভু! কিন্তু তিনি এবে
ভ্রাতৃ-শোকে অভিভূত—নিরালা কোণেতে
বিরলে যাপেন কাল—কাতর অন্তরে,
দরশন পাবো তাঁর?

ডিউক। করিবে চীৎকার;—
ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘি—দেখো, তবু যেন
ফিরিতে না হয় মনে ব্যর্থতা বহিয়া!

ভায়োলা। দেখা যদি পাই তাঁর, কি বলিব? কহ

ডিউক। বুঝাবে আমার প্রেমে কত গভীরতা—
বিস্মিত করিয়ো তাঁরে উদ্ঘাটিত করি
মোর হৃদয়ের দ্বার। তুমিই পারিবে
দেখাইতে এ আমার হৃদয়ের ব্যথা,
তোমার এ যৌবনের মাদকতা তাঁরে!
বিহ্বল করিবে তাঁরে; গম্ভীর-প্রকৃতি
কেহ না পারিবে কভু টলাতে তাঁহারে!

ভায়োলা। এ নহে সঠিক প্রভু!

ডিউক। সঠিক! সত্য। যৌবন-অতিথি তুমি
পূর্ণ মানবতা এবে করিয়াছ লাভ
এ কথা যে বলে, সে তো নহে কভু ঠিক!
ডায়ানার ওষ্ঠদুটি নহে তোমা চেয়ে
আরক্তিম, সুমসৃণ! কণ্ঠস্বর তব
কুমারীর কণ্ঠ সম—মিষ্ট মধুমাখা!
নারীর লালিত্য দেখি তোমাতে বিকাশ!
তব তুল্য যোগ্য নহে কেহ যে সাধিতে।
যাও চারি-পাঁচ জনে ইহার সহিত।
ইচ্ছা হয়—সকলে যাইতে পারো। ভালো
থাকি আমি সঙ্গিহীন। ফিরে এসো সবে
সাফল্যে হইয়া তৃপ্ত—তখন রহিবে
তুমি তব প্রভু-সম সুখের সাগরে
তাঁর সুখে নিজ সুখ ভাবি।

ভায়োলা। বাঞ্ছিতায়ে
তব বিচলিতে করিব প্রয়াস। (জনান্তিকে) এ কি
ভীষণতা! যাবো তব বাঞ্ছিতার কাছে!
আমি কিন্তু হব তব প্রিয়া...প্রিয়তমা!

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

অলিভিয়ার গৃহ

(মেরিয়া ও বিদূষকের প্রবেশ)

মেরিয়া। কোথায় ছিলে, এখন বলো। যদি না বলো, ঠোঁট একটু ফাঁক করে একটা কথা বলে' তোমার জন্য কারো কাছে কাঁদুনী গাইতে

* পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতে দ্বাদশটি গ্রহ মানবের দেহের এক একটি অংশের অধীশ্বর বলিয়া খ্যাত।

যাবো না। তুমি এখানে ছিলে না—সে জন্য দিদিমণি তোমায় ঝুলিয়ে রাখবেন, দেখো।

বিদূষক। ঝুলিয়ে রাখুন, ক্ষতি নেই। পৃথিবীতে পরের কাঁধে ভর করে যে ঝুলে আছে, তার আর শত্রু-ভয় কোথায়?

মেরিয়া। ভালো, তাই প্রমাণ করো।

বিদূষক। তার যে ভয় করবার কেউ নেই।

মেরিয়া। এ ঠিক জবাব হলো না। শত্রু-ভয় নেই—এ-কথা কোথা থেকে আসচে, আমি বলে দিতে পারি।

বিদূষক। কোত্থেকে গো, মেরি দেবী?

মেরিয়া। যুদ্ধে! তোমার ভাঁড়ামি দেখাতে তুমি তাই ব্যবহার করে বসলে।

বিদূষক। ভালো, যাদের বুদ্ধি আছে, ভগবান্ তাদের আরও বুদ্ধি দিন! আর যারা বিদূষক ভাঁড়, তাদের ভাঁড়ামি করবার অস্ত্র যেন সব সময় শানানো থাকে!

মেরিয়া। এতক্ষণ না থাকার জন্য তোমার আজ ফাঁশি হবে—নয়তো তোমায় দূর করে দেওয়া হবে। তোমায় দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া যা, আর ফাঁশি-কাঠে ঝুলিয়ে দেওয়াও তাই।

বিদূষক। ভালো করে' ঝুলতে পারে—অনেক সময় একটা যা-তা বিয়ে বন্ধ করে দেওয়া যায়। আর দূর করে তাড়িয়েই যদি দেয়, গ্রীষ্মকালে পথে মন্দ কাটবে না।

মেরিয়া। তা' হলে এই স্থির?

বিদূষক। না, তা ঠিক নয়। আমার কিছু বলবার আছে।

মেরিয়া। অর্থাৎ, যদি একজন ভাঙ্গে, আর একজন লটকে থাকবে; কিন্তু যদি দুজনেই ভেঙ্গে পড়ে তো তোমার কথা মাঠে মারা গেল!

বিদূষক! যা' বলেছো, এ একেবারে হুবহু সত্য! এখন তুমি তোমার কাজে যাও। সার টোবি যদি মদ ছাড়েন, তা'হলে তোমার মত ইভের রক্ত-মাংসে তৈরী নারী সারা ইলিরিয়ার মধ্যে তিনি আর খুঁজে পাবেন না।

মেরিয়া। চোপরাও পাজী! ও সব কথা কখনও আর মুখে আনবে না। ঐ দিদিমণি আসছেন। কোথায় ছিলে, ভালো করে' এখন তার কৈফিয়ৎ দাও। [প্রস্থান

বিদূষক। বুদ্ধি দেবি! দয়া করে' আমার মাথায় ভাঁড়ামির ভালো মশলা জুগিয়ে দাও মা! যে সব প্রাজ্ঞ মনে করেন, তুমি তাঁদের মাথায় আস্তানা পেতে বসে আছ, তাঁদের মত বোকা পৃথিবীতে আর কেউ নেই। আমি জানি যে, আমি মূর্খ। চাই কি বুদ্ধিমান বলে' চলে যেতে পারি। কুইন্‌যাপেলস্ * ঠিক বলেছেন, "নির্বোধ রসিকের চেয়ে রসিক মূর্খ ঢের ভালো।"

[অলিভিয়া ও মালভোলিওর প্রবেশ]

এই যে মা, ভগবান তোমায় দীর্ঘজীবী করুন!

অলিভিয়া। এ ভাঁড়টাকে দূর করে দাও তো!

বিদূষক। ওরে শুনতে পাচ্ছিস্, এঁকে দূর করে দে।

অলিভিয়া। আঃ! তুমি ভারী নীরস! তোমাকে আমার আর প্রয়োজন নেই। তুমি বড় বদ হয়ে পড়েছ!

বিদূষক। মা লক্ষ্মি, এই যে দুটি দোষ দিলে, তা' মদে আর সৎপরামর্শে দূর হবে। নীরস বিদূষককে মদ খাওয়াও, সে নীরস থাকবে না; বদ লোককে ভালো হবার পরামর্শ দাও, সে যদি ভালো হয়, তা'হলে আর বদ থাকবে না। যদি ভালো না হতে পারে, তা'হলে মুচীর তালি তার উপরে আঁটতে হবে। ছেঁড়া জিনিষে তালি দিয়ে ভালো করতে হয়। সদ্‌গুণ যদি পা হড়কে পড়ে, তা'হলেই তাতে দোষের তালি পড়ে গেল! আর পাপ যদি শুধরোয়, তা'হলে তাতে পুণ্যের তালি পড়লো। এই তো সহজ সিদ্ধান্ত! মনে লাগে—ভালো,—না লাগে, নিরুপায়! আপনি বললেন, ভাঁড়টাকে দূর করে' দাও—তাই আমি বললেম আপনাকে দূর করে দিতে।

অলিভিয়া। আমি বলছি, তোমাকে দূর করে দিতে।

বিদূষক। ভুল—মস্ত ভুল! 'জটাভিস্তাপসঃ'! জটা থাকলেই তাপস হয় না। বিদূষকের রং-বেরং-এর পোষাক আমি দেহে ধারণ করেছি, মাথায় সে পোষাক আঁটিনি। মা ঠাকরুণ, আমায় অনুমতি করুন, আমি প্রমাণ করে' দিই, আপনার মোটে বুদ্ধি নেই।

অলিভিয়া। পারবে প্রমাণ করতে?

বিদূষক। একেবারে নিখুঁত রকমে!

অলিভিয়া। বেশ—করো প্রমাণ।

* কাল্পনিক দার্শনিক এরূপ কাল্পনিক ব্যক্তির নাম লওয়া বিদূষকজাতের রীতি।

বিদূষক। কিন্তু ওগো পুঁচকে পুণ্যবতী, তার আগে তোমায় দু'চারটে প্রশ্ন করবো—তুমি তার জবাব দাও।

অলিভিয়া। বেশ, হাতে এখন কোন কাজ নেই—তোমার প্রমাণ দেখা যাক।

বিদূষক। তুমি এমন শোকে আচ্ছন্ন কেন মা?

অলিভিয়া। বিদূষক, আমার ভাই নেই—মারা গেছেন—তার জন্য।

বিদূষক। আপনার ভাইয়ের আত্মা তো নরকে।

অলিভিয়া। কখনো না, আমার ভাইয়ের আত্মা স্বর্গে।

বিদূষক। তা'হলে তোমার মত বোকা তো দুনিয়ায় আর নেই। তোমার ভাইয়ের আত্মা স্বর্গে—তবু তুমি শোক করছ!—কে আছিস্ ওরে, এই মূর্খটাকে দূর করে দে

অলিভিয়া। কি বলো মালভোলিও, বিদূষকটা একটু শুধরেছে বলে' মনে হয় না?

মালভোলিও। হাঁ, যতদিন না মারা যাবে, ততদিন ওর বুদ্ধির শুদ্ধি চলবে। দুর্বলতা হলো জ্ঞানীর শত্রু, কিন্তু মূর্খের সে মিত্র।

বিদূষক। ভগবান তোমায় এমন দুর্বলতা দিন—যাতে তোমার মূর্খতা দিনে দিনে বাড়ে। সার টোবি শপথ করে' বলতে পারেন, আমার মাথায় একটুকু বুদ্ধি নেই—কিন্তু তুমি যে মূর্খ নও, এ কথা বলতে তাঁর একটুকু দ্বিধা হবে না।

অলিভিয়া। এবারে কি বলো, মালভোলিও?

মালভোলিও। আশ্চর্য্য যে, আপনি এর মত একটা ছুঁচোর কথায় আনন্দ পান! এই সেদিন পাথরের মত নীরেট এক বোকার কাছে এর হার হয়েছে। ঐ দেখুন, ওর জারিজুরি সব শেষ হয়ে গেছে—আপনি যদি এখন হেসে ওর রসিকতার মশলা জোগান না দেন, ও এখনই বোবা হয়ে যাবে। আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি, যে সব জ্ঞানী লোক এই সব ভাঁড়ের কথায় আনন্দ পান, তারা এদের চেয়েও অধম!

অলিভিয়া। মালভোলিও, তুমি ভয়ঙ্কর আত্মম্ভরী! অতৃপ্তির ক্ষুধা নিয়ে তুমি খাদ্যের স্বাদ পেতে এসেছ! একটু উদার হও, নির্দোষ হও, মনকে একটু হাল্কা করো—দেখবে, যাকে কামানের গোলা ভেবেছিলে, আসলে তা পাখী-মারা ছর্‌রা। বিদূষকের কাজ, নির্দোষ গালি-গালাজ—তাকে ভাঁড় বলায় পাপ নেই—অথচ সে ভাবে যে ভদ্র ব্যক্তি তিরস্কার ছাড়া আর কিছুই করে না—তাকেও গাল দেওয়া নীতি-বিরুদ্ধ।

বিদূষক। মা, তুমি আজ বিদূষকের প্রশংসা করেছ, সেজন্য মিথ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী তোমার রসনায় আবির্ভূতা হোন।

[মেরিয়ার প্রবেশ]

মেরিয়া। দিদিমণি, একজন ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে বিশেষভাবে দেখা করতে চাইছেন।

অলিভিয়া। কাউন্ট অর্শিনোর কাছ থেকে আসছে বুঝি?

মেরিয়া। তা বলতে পারি না—তবে দিব্যি ফুটফুটে ছোকরা; আরো লোক-জন আছে সঙ্গে।

অলিভিয়া। কে তাকে বসিয়ে রেখেছে?

মেরিয়া। আপনার পিতৃব্য, সার টোবি।

অলিভিয়া। আচ্ছা, তাঁকে একবার ডাকো দেখি,—উনি আজকাল যা' করছেন, তা রীতিমত পাগলামী! (মেরিয়ার প্রস্থান) মালভোলিও, তুমি যাও। যদি কাউন্টের কাছ থেকে কোন লোক এসে থাকে, "আমি অসুস্থ" কিম্বা "আমার সময় নেই" কিম্বা এমনি কিছু বলে' তাকে বিদায় দিয়ো। [মালভোলিওর প্রস্থান] এখন দেখতে পারচো, তোমার রসিকতা কি রকম একঘেয়ে হয়ে পড়ছে—লোকেও পছন্দ করছে না!

বিদূষক। মা লক্ষ্মি, তুমি আজ আমাদের পক্ষ নিয়েছ। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র যদি নির্বোধ হয়, তার মাথার খুলির মধ্যে তিনি যেন একটা মস্তিষ্ক দেন! ঐ দেখ, তোমার আত্মীয় আসছেন। ওঁর মস্তিষ্ক কিছু দুর্বল।

(সার টোবির প্রবেশ)

অলিভিয়া। কি দুর্ভোগ! এর মধ্যে মদ খেতে সুরু করেছ। দরজায় কাকে তুমি বসিয়ে রেখেছ কাকা?

সার টোবি। একটি ভদ্রলোক।

অলিভিয়া। কি রকম ভদ্রলোক?

সার টোবি। ভদ্রলোক,—তার আবার রকম কি? মরুক, তা যাক। কি খবর হয়ার?

বিদূষক। নমস্কার, সার টোবি।

অলিভিয়া। কাকা, তোমার ব্যাপার কি বলো তো? এই সকাল থেকেই তোমার জড়তা হয়েছে

সার টোবি। দরজায় লোক বসে আছে যে।

অলিভিয়া। তাই জিজ্ঞাসা করছি, সে কে?

সার টোবি। সে নরকের প্রেত হোক—তাতে আমার কি এসে যায়? আমার কাছে সবাই সমান। [প্রস্থান

অলিভিয়া। বিদূষক, মাতালকে কি আখ্যা দেওয়া যায়?

বিদূষক। মাতালের তিনটি আখ্যা—জলমগ্ন ব্যক্তি, নির্ব্বোধ আর বাতুল। তৃষ্ণার চেয়ে বেশী এক পাত্র পান করেছ কি তুমি হয়েছ নির্ব্বোধ! দুপাত্র পান করলে হবে বাতুল—আর তৃতীয় পাত্র পানে হবে জলমগ্ন ব্যক্তি।

অলিভিয়া। পিতৃব্য এখন তৃতীয় দশায় অর্থাৎ "জলমগ্ন।" যাও, এখন করোনারকে খুঁজে আনো, এর একটা হেস্তনেস্ত তদন্ত হোক।

বিদূষক। না মা, না। উনি এখনও 'বাতুল' অবস্থায় আছেন; এই "নির্ব্বোধ" এখন ঐ 'বাতুলের' ভার নিতে চল্‌লো। [প্রস্থান

(মালভোলিওর পুনঃপ্রবেশ)

মালভোলিও। সে ছোকরা আপনার সঙ্গে দেখা না করে' যাবে না। বললেম, "আপনি অসুস্থ"। সে বললে, সেই জন্যই সাক্ষাৎ করা তার আরো বেশী প্রয়োজন। আমি বললুম, আপনি ঘুমোচ্ছেন। তাতে বললে, তাই জেনেই তো সে এসেছে, আর সেই জন্যই সে দেখা না করে যাবে না! এখন তাকে কি বলবো, বলুন? সে দেখছি, নাছোড়বান্দা!

অলিভিয়া। বলে' দাও, তার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

মালভোলিও। তাও তাকে বলা হয়েছে,—তাতে সে বল্‌লে, জজের হুকুমদারী পেয়াদার মত সে দরজায় অপেক্ষা করবে; দেখা না করে সে যাবে না।

অলিভিয়া। লোকটাকে দেখতে কি রকম?

মালভোলিও। তা ঠিক লোকের মতনই দেখতে।

অলিভিয়া। বলি, তার ব্যবহার কেমন?

মালভোলিও। ব্যবহার? ভারী কদর্য্য! আপনি ইচ্ছা করুন আর নাই করুন, সে আপনার সঙ্গে দেখা করবেই।

অলিভিয়া। তার বয়স কত? তাকে দেখতে কেমন?

মালভোলিও। এখনও তাকে পরিপূর্ণ যুবা বলা চলে না—ঠিক ঐ আপেল আর জাম যেমন পাকবার আগে ডাঁশিয়ে ওঠে—না কাঁচা, না পাকা—তেমনি এ লোকটিও বালক আর যুবা—দুয়ের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে। দেখতে ভালো, কথা বলে বেশ মিহি সুরে। মনে হয়, যেন মাতৃদুগ্ধ তার গলা থেকে এখনও নামেনি!

অলিভিয়া। আচ্ছা, তাকে আসতে দাও। পরিচারিকাকে ডাকো।

মালভোলিও। পরিচারিকা, কর্ত্রী তোমায় ডাকছেন।

(মেরিয়ার পুনঃ প্রবেশ)

অলিভিয়া। মুখাবরণে আমার মুখ ঢেকে দাও। আর একবার অর্শিনোর কথা শুনতে হবে।

(ভায়োলার প্রবেশ)

ভায়োলা। এ গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কে?

অলিভিয়া। আমায় বলো, আমি তাঁর হয়ে কথা কবো। তুমি কি চাও?

ভায়োলা। নয়ন-মন-ভুলানো অপূর্ব্ব সুন্দরী! কৃপা করে বলুন, এ গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কে? পূর্ব্বে কখনো তাঁর দর্শন লাভের সৌভাগ্য আমার হয়নি। বড় দুঃখ পাবো, যদি অপরকে আমার কথা শোনাতে হয়। আমার যা কথা, তা বেশ সুরচিত! বহু পূর্ব্বেই আমি তা আয়ত্ত করেছি। সুন্দরি, আমায় ঘৃণা করবেন না। আমি ঘৃণা-বিদ্রূপ সইতে পারি না।

অলিভিয়া। কোথা থেকে আপনি আসছেন?

ভায়োলা। আমার যা সাধ্যের বাহিরে, এমন কোন কথা আমি বলতে পারবো না,—আপনি যা জিজ্ঞাসা করলেন, তার জবাব দেবার সাধ্য আমার নেই! বলুন, আপনি কি সেই দেবী? তাহলে আমি আমার কাজ আরম্ভ করতে পারি।

অলিভিয়া। আপনি কি হাস্যরসের অভিনয় করেন?

ভায়োলা। না, তা করি না। তবে এটুকু নিশ্চয় করে বলতে পারিব,—আমি যা অভিনয় করি, তা আমি নই। আপনি এ গৃহের কর্ত্রী?

অলিভিয়া। যদি আত্ম-প্রবঞ্চনা না করি, তাহলে হ্যাঁ, আমিই।

ভায়োলা। যদি আপনি সত্যই তিনি হন—আমি মুক্তকণ্ঠে বলবো, আপনি আত্ম-প্রবঞ্চনা করেছেন। কারণ, আপনার যা দান করা উচিত, তা আপনি

আঁকড়ে নিয়ে বসে আছেন। এ কিন্তু আমার বক্তব্যের বাহিরে। প্রথমে আমি আপনার প্রশংসা করবো, তার পরে আমার বক্তব্যের যা মূল কথা, তা আপনাকে জানাবো।

অলিভিয়া। প্রশংসাটা না হয় নাই শুনলেম! এখন আপনার বক্তব্যের সার মর্ম্মটুকু বলুন দিকি।

ভায়োলা। তা কি হয়? বহু কষ্টে আমি সেগুলি আয়ত্ত করেছি। সে কথায় বেশ একটু কবিত্ব আছে।

অলিভিয়া। তাহলে দেখছি, সে কথা মিথ্যার জাল। আপনাকে অনুরোধ করছি, কবিত্বটুকু বাদ দিন। শুনলেম, দরজার বাহিরে আপনি ভারী অভদ্র ব্যবহার করেছেন—লোকজনদের নাকি খুব তাক্ লাগিয়ে দেছেন! যদি আপনার মাথা খারাপ হয় তো সরে পড়ুন,—আর যদি বিবেচনা-শক্তি থাকে তো ছোট্ট করে বক্তব্য সেরে নিন। লম্বা কথা শোনবার মত সময় আর মেজাজ আমার নেই।

মেরিয়া। নিন মশায়! আপনার সামনে মস্ত রাস্তা পড়ে আছে, আপনি পাল তুলে সরে পড়ুন।

ভায়োলা। না, জাহাজের পাটাতন এখনো পাইনি। আমি এখন কিছুক্ষণ এখানে নোঙ্গর করে থাকবো। ভদ্রে, আপনার রক্ষিণীকে একটু শান্ত হতে বলুন। এইবার আদেশ দিন—আমি দূত মাত্র!

অলিভিয়া। যখন এমন ভীষণ ভূমিকা সুরু করেছেন, তখন নিশ্চয় কোন দুঃসংবাদ আছে। বলুন, যা বলতে চান।

ভায়োলা। সংবাদ শুধু আপনার শোনবার জন্য! তবে আমি কোন বিপদের বার্ত্তা নিয়ে আসিনি। কিম্বা কোন জুলুম করতে আসিনি। আমি এনেছি হাতে বয়ে শান্তির পতাকা, আমার কথার ভিতর-বার শান্তির সুষমা-মাখা।

অলিভিয়া। কিন্তু তবু আপনি বড় রূঢ় ব্যবহার করেছিলেন। আপনি কে? আপনার অভিপ্রায় কি?

ভায়োলা। আমার রূঢ়তার জন্য দায়ী আপনার লোকজন। আমি কে আর আমার অভিপ্রায় কি—তা আপাততঃ গোপন থাকবে। আপনার কাছে তা বেদের সূক্তের মত শ্রবণ-দুর্লভ—অপরের কাছে পাপ।

অলিভিয়া। আচ্ছা, বেশ, এ ঘর থেকে সকলে চলে যাও। আপনার বেদের সূক্ত এবারে শুনি।

[মেরিয়ার প্রস্থান

নিন্ মশায়, এখন বলুন আপনার সূক্ত।

ভায়োলা। মঞ্জুভাষিণি—

অলিভিয়া। তবু ভালো, সান্ত্বনার কথা! যদিও এ সম্বন্ধে মত-ভেদ আছে। এখন বলুন, আপনার সূক্ত কোথায়?

ভায়োলা। অর্শিনোর চিত্ত-গ্রন্থমাঝে!

অলিভিয়া। অর্শিনোর চিত্তমাঝে! তার চিত্ত-গ্রন্থের কোন্ অধ্যায়ে?

ভায়োলা। যে ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, সে ভাবে বল্‌তে গেলে বলতে হয়, তার চিত্ত-গ্রন্থের একেবারে সর্ব্ব-প্রথম অধ্যায়ে!

অলিভিয়া। সে আমি পড়ে দেখেছি—নাস্তিকতায় ভরা! এ ছাড়া আর কিছু বক্তব্য আছে?

ভায়োলা। দেবি, আপনার মুখখানি একবার দেখবো।

অলিভিয়া। আমার মুখকে বলবার মত এমন কোন সংবাদ আপনার প্রভুর কাছ থেকে এনেছ না কি? এবারে দেখছি, তুমি তোমার সূক্তের বাহিরে গিয়ে পড়েছো! ভালো, মুখের পর্দ্দা সরালেম—দেখে নাও মুখছবি। দেখুন মশায়, ঘোমটার আড়ালেও এ মুখ ঠিক এই রকম ছিল। কেমন লাগলো?

ভায়োলা। যদি মুখের মাধুরীর সবটুকুই ভগবানের দান হয়, তাহলে বল্‌তেই হবে, এর চেয়ে ভালো আর হতে পারে না!

অলিভিয়া। যা দেখছেন, স্বাভাবিক মশায়! রৌদ্র, বৃষ্টি—কিছুতেই এ মুখের মাধুরী নষ্ট হবার নয়।

ভায়োলা। মাধুরী মিলেছে বটে অতীব মধুরে!
প্রকৃতি নিপুণ হস্তে মিশায়েছে কিবা
দুগ্ধ সাথে অলক্তক-রাগ! দেবি, তুমি
অতি অকরুণ, যদি তুমি নাহি রাখো
এ রূপের প্রতিচ্ছবি পৃথিবীর বুকে!

অলিভিয়া। ক্ষান্ত হন মশায়! এতখানি অকরুণ আমি হবো না। সে প্রতিজ্ঞা আমার নেই।… আমার রূপের নানা ছবি আমি রেখে যাবো। উইলে এ-সবের প্রতি অংশ—প্রত্যেকটির উপরে লেবেল এঁটে দিয়ে যাবার ব্যবস্থা থাকবে। যেমন ধরুন—এক নম্বর, এ দুটি ঠোঁটের লালিমা! দু নম্বর, দুটি ধূসর আঁখি, তাতে পল্লব আছে।

তার পর এই গ্রীবা, চিবুক—এইভাবেই সব
থাকবে। আপনি কি এখানে আমার স্তুতি
গান করতে এসেছেন ?

ভায়োলা। দেখিতেছি স্বরূপ তোমার—গরবিণী
আপন গরবে তুমি! পিশাচিনী হতে
যদি, তবু আমি কহিতাম, সৌন্দর্য্যের
রাণী তুমি! করেছেন প্রভু মোর তব
পাশে প্রেম-নিবেদন। রূপের প্রতিমা—
তার কাছে সে প্রেমের প্রতিদান আছে,
জেনো সুনিশ্চিত।

অলিভিয়া। প্রকাশিয়া কহ শুনি
প্রণয়ের স্বরূপ তাঁহার।

ভায়োলা। আছে পূজা
প্রণয়েতে তাঁর ; আছে অশ্রু অবিরাম ;
আছে অশনির কাতর গর্জ্জন, আর
আছে আহবের দীর্ঘশ্বাস !

অলিভিয়া। প্রভু তব
আছেন বিদিত মনোভাব মম। পারি
নাকো দিতে তাঁর প্রণয়ের প্রতিদান।
জানি তাঁরে ধর্ম্ম-চূড়ামণি ; জানি তাঁর
উদারতা ; জানি তাঁর ঔদার্য্যের কথা ;
জানি তাঁরে দোষ-লেশহীন, স্নিগ্ধতায়
ভরা ; দ্বিধাহীন মন তাঁর বীরত্বের
খনি ; সুশিক্ষিত ; প্রশংসা-মুখর
লোকে তাঁর গাহে যশ ; অতি অভিরাম
সুজন সে জন ; সুকুমার দেহ-শোভা—
প্রকৃতির দান ; তথাপি না পারি আমি
করিতে গ্রহণ তাঁর প্রেম-উপহার !
এই মর্ম্ম-কথা গ্রহণ—উচিত এ ছিল
পূর্ব্ব হতে তাঁর।

ভায়োলা। প্রভুর হৃদয় দিয়া
যদি ভালো বাসিতাম তোমারে সুন্দরি,
অশেষ যাতনা সহি জীবনেরে করি
বিষময়—বুঝিতে না পারিতাম কভু
এ উপেক্ষা তব।

অলিভিয়া। কি করিতে তুমি—শুনি।

ভায়োলা। তব গৃহদ্বারে পর্ণের কুটীর রচি
রহিতাম সেথা ; উপেক্ষিত প্রণয়ের
প্রেম-গাথা করিয়া রচনা, সম্বোধিয়া
সে গৃহের প্রাণ-প্রতিমারে স্তব্ধ রাতে
উচ্চকণ্ঠে গাহিতাম গান ! পর্ব্বতের
গুপ্ত রন্ধ্র মাঝে সে-সুরের প্রতিধ্বনি
উঠিত উচ্ছুসি ! বাতাসের হা-হা-শ্বাসে
জাগাইয়া তুলিতাম "অলিভিয়া" নাম ;
পৃথিবী ও শূন্যমাঝে পারিতে না তুমি
রহিতে সুস্থির ; করিতে করুণা মোরে।

অলিভিয়া। হইতে সক্ষম তুমি! কহ এবে তব
বংশ-পরিচয়।

ভায়োলা। বর্ত্তমান হতে শ্রেয়ঃ ;
আছয়ে মর্য্যাদা-মান ; ভদ্রবংশ-জাত।

অলিভিয়া। ফিরে যাও তুমি তব প্রভুর সকাশে।
তাঁরে প্রেম নিবেদিতে একান্ত অক্ষম !
আজ্ঞাবহে পাঠাবারে করিয়ো নিষেধ।
এস তুমি বারেকের তরে পুনরায়—
কহিতে প্রভুর তব কিবা দশা হয়
মোর এ উপেক্ষা শুনি। বিদায় এখন।
এই তব শ্রম লাগি বহু ধন্যবাদ !
করহ কৃতার্থ মোরে—লয়ে মোর হাতে
দীন উপহার।

ভায়োলা। অর্থের প্রত্যাশী নহি ;
আজ্ঞাবহ আমি। অর্থের পেটিকা তব
ফিরাইয়া লহ। নহি আমি প্রভু মোর,—
চাবো প্রতিদান ; যাহারে বাসিবে ভালো,
তাহার হৃদয় হোক পাষাণ-কঠিন !
তারে তব প্রেম-নিবেদন মোর প্রভু-মত
উপেক্ষায়—অবজ্ঞায় ভরি' ওঠে যেন !
বিদায় পাষাণী, অয়ি রূপসি নিষ্ঠুরা।

[প্রস্থান

অলিভিয়া। "কিবা বংশ পরিচয় ?" 'বর্ত্তমান হতে
কহে, শ্রেয়ঃ ; আছয়ে মর্য্যাদা-মান ; ভদ্রবংশে
জন্ম মম।' সঠিক কহিতে পারি, উচ্চ
বংশে জাত তুমি ; তব ভাষা, তব মুখ,
প্রতি অঙ্গ, গতি-ভাব-ভঙ্গিমা সকল—
কহিতেছে উচ্চ ভাবে—উচ্চ বংশ-জাত
তুমি ! এ কি, এ কি ! এত দ্রুত ! ধীরে, ধীরে !
ভৃত্যে যদি প্রভু হতে আজি প্রণয়ের
আকর্ষণ এত দ্রুত চলে ! মনে হয়,
যুবকের যতেক সদ্ভাব—অগোচরে
নয়নেতে মোর বাসা নেছে। ভালো ! ভালো !
তাই হোক্। কোথা মালভোলিও ? এস !

মালভোলিও। আদেশ করুন, দেবি।

অলিভিয়া। যাও, দ্রুত যাও
ডিউকের আজ্ঞাবহ যুবকের পিছে ;
সম্মতি না লয়ে মোর রাখিয়া গিয়াছে
অঙ্গুরীয় হেথা ! তাহারে কহিয়ো তুমি,

বৃথা যেন নাহি করে আশ্বাস-প্রদান
প্রভুরে তাহার। অনুরাগী নহে মন
ডিউকের পরে। যদ্যপি যুবক আসে
কল্য পুনঃ হেথা, বুঝায়ে বলিব তারে
সকল কারণ আমি। যাও, দ্রুত যাও:

মালভোলিও। যথা আজ্ঞা তব।

অলিভিয়া। কি কাজ করিতে ছুটি—
বুঝিতে না পারি! আঁখি মোর চাটুবাক্যে
তুষিতেছে মনে! অদৃষ্ট, তোমার হস্তে
আপনারে করিনু অর্পণ। কর—যে বিধান
সমুচিত ভাবো তুমি। আমি বুদ্ধিহারা।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সমুদ্র-তীর

(আণ্টনিও ও সেবাষ্টিয়ানের প্রবেশ)

আণ্টনিও। তুমি তা' হলে সত্যই চলে যাবে? আমি যে তোমার সঙ্গে থাকবো—তাও পছন্দ হচ্ছে না?

সেবাষ্টিয়ান। না, উপায় নেই। আমার উপর অশুভ গ্রহের দৃষ্টি পড়েছে। যদি একসঙ্গে থাকি, আমার অমঙ্গল তোমাকেও স্পর্শ করবে। তাই আমার অনুরোধ, আমার ভাগ্যের সঙ্গে আমাকে একলা সংগ্রাম করতে দাও। তুমি আমার যে উপকার করেছ,—তাতে তোমাকে আমার অমঙ্গলের সঙ্গে জড়াতে পারবো না।

আণ্টনিও। আচ্ছা, বেশ! কোথায় যাচ্ছ, জানতে পারি?

সেবাষ্টিয়ান। প্রয়োজন নেই। সমুদ্র-ভ্রমণে আমার সাধ। তবে তোমার মনে এমন সারল্য আছে, যাতে তুমি আমাকে গোপন কথা-প্রকাশে অনুরোধ করবে না। আর সেই জন্যই তোমাকে সব কথা খুলে বলা আমার উচিত। এতদিন তোমার কাছে আমি রোডেরিগো নামে নিজের পরিচয় দিয়েছি—আজ থেকে জেনে রাখো, আমার নাম সেবাষ্টিয়ান। মেসলিনীর সেবাষ্টিয়ানের নাম শুনে থাকবে—তিনি আমার পিতা। আমাকে আর আমার যমজ ভগ্নীকে রেখে তিনি মারা যান। ভগ্নীটি আমার জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যেই জন্ম-গ্রহণ করে। ভগবান ইচ্ছা করলে তেমনি এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের জীবনের লীলা শেষ হতে পারতো! তুমি অন্য রকম ঘটিয়ে তুললে। সমুদ্র থেকে আমাকে যখন তুমি উদ্ধার করলে, তার কিছু পূর্ব্বে সেই সমুদ্রেই আমার ভগ্নী জীবন হারিয়েছে!

আণ্টনিও। কি দুর্ভাগ্য!

সেবাষ্টিয়ান। আমার মত দেখতে হলে কি হয়—সকলেই আমার ভগ্নীকে সুন্দরী বলতো। আমাদের দুজনের দেহে আশ্চর্য্য মিল ছিল, তা' হলেও স্বীকার করবো যে, অতি-বড় শত্রুও তার মনটিকে নিষ্কল না বলে' থাকতে পারতো না। আজ আমি চোখের লবণাক্ত জলে তার স্মৃতি ডুবিয়ে দেবার প্রয়াস পাচ্ছি।

আণ্টনিও। ক্ষমা করো বন্ধু, তোমার যোগ্য আদরে আমি অভ্যর্থনা করতে পারিনি।

সেবাষ্টিয়ান। বন্ধু আণ্টনিও, তোমার উপকারের জন্য আমি তোমার কাছে চিরঋণী থাকবো।

আণ্টনিও। স্নেহের আতিশয্যে আমায় বিদায় দিয়ো না; আমাকে তোমার সহচর করো, সাথী করো।

সেবাষ্টিয়ান। তোমার কৃত কার্য্যকে যদি পণ্ড করতে না চাও, আমার মৃত্যু কামনা যদি না করো, তাহলে ও-আবদার করো না। এখানেই তোমার কাছে বিদায় নিলেম। করুণায় আমার বুক ভরা। আমার মায়ের স্নেহ আমার মনে রয়েছে। আর কিছু ঘটলে আমার চোখে সব প্রকাশ হয়ে পড়বে। এখন আমি কাউন্ট অর্শিনোর সভায় চল্লুম। বিদায়!

[প্রস্থান

আণ্টনিও। বিধাতার শুভাশিষ হোক তব সাথী!
অর্শিনোর সভাস্থলে বহু শত্রু আছে—
নতুবা সাক্ষাৎ সেথা হতো মোর সনে।
যা' হবার হোক তাই। বিপদের হাতে
আমরা সকলে অতি ক্ষুদ্র ক্রীড়নক!
যাই আমি—অন্তরালে হবো অনুগামী।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

[ভায়োলার প্রবেশ—পশ্চাতে মালভোলিও]

মালভোলিও। এইমাত্র আপনি কাউণ্টেস অলিভিয়ার কাছে ছিলেন না?

ভায়োলা। হাঁ, এইমাত্রই বটে! ধীরে ধীরে এই পথটুকু আসতে যা সময় লেগেছে!

মালভোলিও। শুনুন মশায়, তিনি এই অঙ্গুরীটি ফেরত দিলেন। দয়া করে' যদি আসবার সময় এটি নিয়ে আস্‌তেন, তা'হলে আমায় আর এ কষ্ট ভোগ করতে হতো না। তিনি বলতে বললেন যে, আপনি স্পষ্ট ভাষায় আপনার প্রভুকে বুঝিয়ে দেবেন, তিনি তাঁর অনুরাগিণী নন্। আর-এক কথা, এ-সব কথাবার্ত্তা নিয়ে আপনি আর আনাগোনা করবেন না। আপনার প্রভু এটি নিয়েছেন, এ সংবাদটুকু বরং দিতে আসতে পারেন। এই নিন।

ভায়োলা। এ অঙ্গুরী তিনি আমার কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন—এ আমি ফেরত নেবো কেন?

মালভোলিও। নিন মশায়—এটা আপনি তাঁর প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন। এখন তাঁর ইচ্ছা, আপনি এটি ফেরৎ নেবেন। আপনার চোখের সামনে এই রইলো,—নীচু হয়ে নিতে চান, নিন—না নেন, যে কুড়িয়ে পাবে, আংটি তার হবে।

[প্রস্থান

ভায়োলা। কোনো অঙ্গুরীয় আমি দিই নাই তাঁরে!
তবে এ কি! কি করেছে স্থির নারী নিজ-
মনে-মনে! অদৃষ্টের এ কি পরিহাস!
মুগ্ধ হলো শেষে মোর বাহিরের রূপে?
আবরণ-তলে কি-বা কিছু না বুঝিয়া!
আমারে দেখেছে তীক্ষ্ণ আঁখি-মন দিয়া,
বাক্য শুনিয়াছে। হায়, নয়নে হেরিয়া
ভুলে গেল—রসনার ভাষে লক্ষ্য নাই।
যে কথা কহিল—যেন অভি-ভোলা মন—
প্রেমে মোর মুগ্ধা হলো! হারে অভাগিনী!
প্রেম-ছলে আমন্ত্রণ পাঠায় এ-ভাবে!
অঙ্গুরী এ নয় কভু প্রভুর অঙ্গুরী।
করেন নি তিনি কোনো অঙ্গুরীয় দান।
আমার উদ্দেশে এটি পাঠায় সুন্দরী।
তাই যদি হয়, তবে কি উপায় হবে?
হায় নারি, স্বপনেরে ভালোবাসা ছিল
এর চেয়ে ভালো, ভালো, ঢের ভালো সে যে।
ভালো সত্য আবরণে এই ছদ্মবেশ! ইহা
নিষ্ঠুর নির্ম্মম ক্রূর! এ বেশ-সাহায্যে
শত্রুরূপে দেখা দিই মানবের মনে
কুহকী দানব আমি। অনায়াস প্রেম
কোমলা নারীর—হায়, সহে সে বঞ্চনা!
এ প্রেমের লাগি দায়ী—রমণীর মন;
সহজে দুর্ব্বল অতি—আর কেহ নহে।
আমি যা, তাহাই রবো—আপন-স্বরূপে।
কিন্তু এর পরিণতি? প্রাণ দিয়া প্রভু
তারে ভাল বাসিতেন; রাক্ষসীর ক্ষুধা
মোর বুকে—আমি তাঁর প্রেমেতে বিহ্বল!
নারী অলিভিয়া পুনঃ—আমাতে আসক্তা
ভ্রান্তি-বশে হলো! কিবা পরিণতি এর?
পুরুষ-হিসাবে প্রভুর প্রণয়-বার্ত্তা
বহনের লাগি' যোগ্য মোরে ভাবে প্রভু;
নারী আমি—মোর লাগি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
অলিভিয়া রূপসীর চিত্ত ভেদ করে!
বাতাসে মিলাবে তারে দহি নিরন্তর।
ভাগ্য,—তব করে ন্যস্ত সব শুভাশুভ,
তুমিই খুলিবে পরে এ-গ্রন্থি কঠিন!

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

অলিভিয়ার গৃহ

[সার টোবি ও সার এণ্ড্রু প্রবেশ]

সার টোবি। এগিয়ে আসুন, সার এণ্ড্রু! শেষ রাত্রে জেগে থাকা যা, আর সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠাও তাই। কথায় বলে, সকাল সকাল শয্যা ত্যাগ করলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

সার এণ্ড্রু। অত-শত আমি বুঝি না: শুধু এইটুকু জানি যে, শেষ রাত্রে জেগে থাকার মানে জেগে থাকা।

সার টোবি। ভুল! ভুল! শূন্যপাত্র যেমন আমি অপছন্দ করি, এও সেই রকম। মাঝ রাত্রি পর্য্যন্ত জেগে থেকে তার পর ঘুমোনোর মানে, সকাল-সকাল শোওয়া। কাজে কাজেই মাঝ রাত্রির পর ঘুমোতে যাওয়া ঠিক। আমাদের জীবনে চারটি জিনিষের প্রয়োজন হয়।

সার এণ্ড্রু। লোকে তাই বলে বটে,—তবে আমার ধারণা—পান আর ভোজন ছাড়া জীবনে আর কিছুর প্রয়োজন নেই।

সার টোবি। তুমি মহা পণ্ডিত! তবে এস, আমরা পান-ভোজন সুরু করি। এই মেরিয়া, সরাপ, সরাপ নে আও;

সার এণ্ড্রু। এই যে বিদূষক! এসো।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক। বন্ধুগণ, "আমরা তিনটি ইয়ার"এর ছবি দেখবে?

সার টোবি। স্বাগত হে গর্দ্দভ, স্বাগত! একখানা গান ধরো।

সার এণ্ড্রু। সত্যি বলছি, বিদূষকের গলা ভারী মিষ্টি। আমি পাওয়া-টাকা খরচ করতে রাজী আছি, যদি ওর মত নাচবার পা আর গাইবার গলা পাই। কাল রাতে বেশ মজাদার গল্প সুরু করেছিল, সেই ভেপিয়ানদের পিগো-গ্রমিটস্ কুইবেকের রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে।... ভারী ভালো লেগেছিল; খুশী হয়ে তোমার প্রণয়িনীর জন্য আমি একটা আধুলি বকশিস দিয়েছিলেম।

বিদূষক। আমি সসম্মানে সে আধুলি পকেটস্থ করেছি। তবে সুবিধা এই যে, মালভোলিওর নাসারন্ধ্রে ঘ্রাণ-শক্তি থাকলেও তাতে চাবুকের ভাতল নেই,—গৃহিণীর হাতচুটিও সাদা; আর লোকজন মদের আড্ডার লোক নয়।

সার এণ্ড্রু। চমৎকার বলেছ। রসিকতার মত রসিকতা! এখন সব শেষ। এবার একটা গান হোক্!

সার টোবি। এই নাও একটা আধুলি দিচ্ছি—একখান গান ধরো।

সার এণ্ড্রু। আমিও একটা দিচ্ছি। একজন যদি...

বিদূষক। কি গান চাই? প্রেমের গান? না, ধর্ম্ম-সঙ্গীত?

সার টোবি। প্রেমের গান,—প্রেমের গান।

সার এণ্ড্রু। আরে ছো! ধর্ম্ম-টর্ম্মের ধার আমি ধারি না।

(গান)

বিদূষক। কোথায় ঘুরিছ, সখি!
কাছে বসো এসে, কথা কও হেসে,
গাহিবে প্রাণের পাখী;
মোহিনী আমার যেয়ো না কো চলে,—
চলা শেষ হবে প্রাণ-বঁধু এলে;
এ কথা বুঝিবে না কি?

সার এণ্ড্রু। বাহবা! বেশ!

সার টোবি। চমৎকার!

(গান)

বিদূষক। প্রণয় কিবা সে?—জানো না এখনো?
কেবল ফুর্ত্তি, হাসিটি মাখানো;
দেরী হলে সখি, পাবে না প্রচুরে,
দাও চুমা ত্বরা শতেকের বারে;
যৌবনে নাহি ফাঁকি!

সার এণ্ড্রু। ভারী মিঠে গলা!

সার টোবি। ছোঁয়াচ-ধরা সুর!

সার এণ্ড্রু। ঠিক! মিঠে আর ছোঁয়াচ-ধরা!

সার টোবি। এ গান শুনলে নাচের ছোঁয়াচ লাগে। কি করবো, সারা আকাশকে নাচিয়ে দেবো না কি? এখন একটা দোয়ারকী ধরি, এসো—যাতে করে রাত-পেঁচা যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠে—আর বোকা তাঁতীর বুকের খাঁচা ভেঙ্গে যেন তার আত্মা-পাখী বেরিয়ে এসে সে গান শুনতে বসে!

সার এণ্ড্রু। তাই করি, এসো। আমি দোয়ারকী দিতে খুব মজবুত।

বিদূষক। সে কাজ অনেক কুকুরেও পারে।

সার এণ্ড্রু। নিশ্চয়! "ওরে পাজী" গানটা ধরা যাক।

বিদূষক। "চোপরও, চোপরও। ওরে ছুঁচো পাজী" সেই গানটা? কিন্তু তোমাকে যে তা'হলে পাজী বলতে হবে।

সার এণ্ড্রু। ও কিছু নয়! তুমি সবার আগে আমাকে পাজী বলছ! না? নাও, সুরু করো—"চোপরও, চোপরও!"

বিদূষক। "চোপরও! চোপরও" বলছেন—সুর ধরবো কি করে?

সার এণ্ড্রু। বটে! সে চোপরও নয়। আচ্ছা, সুরু করো।

(গান আরম্ভ ও মেরিয়ার প্রবেশ)

মেরিয়া। কি মাতলামার হল্লা লাগিয়েছ এখানে! দিদিমণি এতক্ষণে মালভোলিওকে ডেকে নিশ্চয় তোমাদের দূর করে দিতে বলছেন।

সার টোবি। আরে ছো! তোর দিদিমণি আবার একটা মানুষ! আমরা হচ্ছি রাজনীতিজ্ঞ! আর মালভোলিও হচ্ছে একটা ছুঁচো নচ্ছার। (সুর করিয়া) "তিনটি সখের ইয়ার আমরা।"

সে কি আমার আত্মীয় নয়? আমাদের শরীরে কি একই রক্ত বইছে না? ওঃ! মহিলা হয়েছেন, বটে! (সুর করিয়া) "মহিলা আছিল এক ব্যাবিলন দেশে।"

বিদূষক। বাঃ! ভারী রগড় তো!

সার এণ্ড্রু। মনে করলে ও বেশ রগড় করতে পারে। আমিও পারি। তবে ওর রগড় হলো মানানসই, আমার রগড় অ-স্বাভাবিক।

মেরিয়া। ভগবানের নাম করে বল্‌ছি—তোমরা থামো।

(মালভোলিওর প্রবেশ)

মালভোলিও। মশায়রা, আপনারা কি পাগল হয়েছেন? এ সব কি হচ্ছে? এত-রাত্রে মাতালের মত চীৎকার করছেন,—আপনাদের কি বুদ্ধি, বিবেচনা কিছুমাত্র নেই? আমার মনিবের বাড়ী কি মাতালের আড্ডা যে, আওয়াজে সামঞ্জস্য না রেখে চামারের মত সকলে চীৎকার করে গান ধরেছে [illegible] আপনাদের কি কাল-পাত্র—কিছুর মাত্রা-জ্ঞান নেই?

সার টোবি। কি বল্‌লে, গানে আমাদের মাত্রা-জ্ঞান নেই? আবে তোঃ!

মালভোলিও। সার টোবি, আপনাকে স্পষ্ট বল্‌ছি, শুনুন। কর্ত্রী বল্‌তে বল্‌লেন যে, আত্মীয়-বিধায় তিনি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন; তা বলে আপনার এ বদ চাল তিনি বরদাস্ত করবেন না। আপনি যদি আপনার বদ চাল ছাড়েন, তাহলে এখানে আদর পাবেন। আর যদি তা' না পারেন, তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। তিনি বিদায় দিতে প্রস্তুত।

সার টোবি। (সুরে) "বিদায়—বিদায় প্রাণ, যেতে হবে চলে।"

মেরিয়া। থামুন সার টোবি!

বিদূষক। "আঁখিতে করুণ ব্যথা, বিদায়ের কালে।"

মালভোলিও। বটে! তাই নাকি?

সার টোবি। "মরিব না আমি সখি!"

বিদূষক। "কথাটা নিছক ফাঁকি!"

মালভোলিও। তোমার সাহস তো খুব দেখছি!

সার টোবি। "দিব কি বিদায় তবে?"

বিদূষক। (সুরে) "রাখিয়া কি ফল হবে?"

সার টোবি। "দিব বিদায়—বিদায় তবে রূঢ় কথা বলে?"

বিদূষক। "দিয়ো না দিয়ো না ব্যথা, কিবা ফল ছলে!"

সার টোবি। মাত্রা-জ্ঞান নেই আমাদের! মিথ্যা কথা! তুমি তো বাপু সরকার ছাড়া আর কিছু নও! তুমি মনে করো, নিজে ধর্ম্ম-পুত্তুর-বলে আর কেউ মদ খাবে না, বা ফুর্ত্তি করবে না?

বিদূষক। আর আদার ঝাল মুখে লাগ্‌বে না?

সার টোবি। ঠিক বলেছ। যাও, যাও, তেঁতুল দিয়ে ছবি সাফ্ করোগে যাও। মেরিয়া, এক পাত্র মদ, বাবা!

মালভোলিও। মেরি! মেরি! যদি কর্ত্রীর বিদ্বেষ না চাও তো' ও-সব অভদ্রতার প্রশ্রয় দিয়ো না। এই মুহূর্ত্তে তাঁকে আমি সব কথা বলছি গিয়ে।

[প্রস্থান

মেরিয়া। [illegible]রে, যাও, কান নাড়োগে যাও!

সার এণ্ড্রু। [illegible] যখন ক্ষুধা থাকে, তখনই খাওয়া উচিত। [illegible] আমার মনে হচ্ছে, ওকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বা[illegible]রি—তারপর ওর সঙ্গে কথা না রেখে ওকে [illegible] বানিয়ে ছেড়ে দি।

সার টো[illegible]। তাই করো বীরবর! তোমার হয়ে [illegible] আহ্বান-পত্র লিখে দিচ্ছি। বলো তোমার আহ্বান ওঁকে গিয়ে জানিয়ে [illegible]

[illegible] সার টোবি, আজ রাত্রের মত ক্ষান্ত [illegible] ডিউকের সেই ছোকরাটি আসা-ইস্তক [illegible] মেজাজ ভালো নেই। মালভোলিওকে আমার [illegible] ছেড়ে দিন্—আমি যদি ওকে সাধারণ [illegible] কাছে হাস্যাস্পদ না করতে পারি তো' জানবেন [illegible] শয্যায় সরলভাবে শয়ন করবার বুদ্ধিটুকু আমার নেই! আমি কি করতে পারি, [illegible] আমি জানি।

[illegible]রে বলো, বলো, একটু তো শোনাও। [illegible]য়, অনেক সময় ও একটু ধর্ম্মভাব দেখায়!

সার এণ্ড্রু। [illegible]রে, তা' জান্‌লে আমি ওকে কুকুর-মারা করতেম।

সার টোবি। কেন, ওর ধার্ম্মিক হওয়ার জন্য? তোমার মনোগ্রাহী যুক্তিটুকু বুঝলেম না বীর!—

সার এণ্ড্রু। আমার যুক্তি মনোগ্রাহী না হোক, সুন্দর বটে।

মেরিয়া। গোঁড়া ধার্ম্মিক বটে! কিন্তু একটা মস্ত-বড় স্বার্থান্বেষী লোক, উদ্ধত গর্দ্দভ! বড় বড় কথা মুখস্থ করে' আউড়ে যেতে ভালোবাসে। নিজেকে এত বড় ভাবে যে, ও মনে করে, ওকে দেখলেই

মেয়েরা ওর প্রেমে পড়বে। ওর ওই দুর্ব্বলতার উপর দিয়েই আমি এ সবের শোধ নেবো।

সার টোবি। কি করবে, শুনি?

মেরিয়া। ওর পথের সামনে আমি একখানি প্রেম-পত্র ফেলে রাখবো। সেই চিঠিতে লেখা থাক্‌বে, ওর চুলের রং, ওর পায়ের গড়ন, ওর চলন-ভঙ্গি, ওর চোখের চাউনি, ওর গায়ের রং…তা' থেকে ও ভাববে, ওকেই উদ্দেশ করে পত্রখানি লেখা। আপনার ভাইঝীর হস্তাক্ষর আমি হুবহু নকল করতে পারি। অনেক সময় সে লেখা দেখায় একেবারে হুবহু এক।

সার টোবি। চমৎকার! এবার বুঝেছি।

সার এণ্ড। আমিও গন্ধ টের পাচ্ছি!

সার টোবি। তোমার চিঠি পড়ে' ও বুঝবে, চিঠিখানি লিখেছেন আমার ভাইঝী! মানে, ভাইঝী ওর প্রেমে পড়ে গেছে—এই আর কি!

মেরিয়া। আমার চালটা ঐ ধরণের—ঘোড়ার চালের মত।

সার এণ্ড। তোমার ঘোড়া ওকে গাধা বানিয়ে ছাড়বে।

মেরিয়া। তাতে সন্দেহ নেই।

সার টোবি। খুব মজার হবে, মোদ্দা।

মেরিয়া। একেবারে সেরা মজা! দেখবেন, আমার এ ওষুধ কথা বলিয়ে ছাড়বে। যেখানে চিঠি ফেলবো, তার এ পাশে ও পাশে আপনাদের দুজনকে আর বিদূষককে লুকিয়ে থাকতে হবে। কি ব্যাপার সে করে, আপনারা নিজেরাই শুনতে পাবেন। আজ রাত্রের মত ঘুমোন কাল যা ঘটবে, সে ঘটনার স্বপ্ন দেখুন! বিদায়!

[প্রস্থান

সার টোবি। আচ্ছা এমাজনদের* রাণী, বিদায়!

সার এণ্ড। ছুঁড়ি বেশ!

সার টোবি। ওস্তাদ শিকারী-কুকুরের মত। আমায় ভারী ভক্তি করে। কিন্তু তাতে কি?

সার এণ্ড। আমার উপরেও এক দিন ভক্তি দেখিয়েছিল।

সার টোবি। শুইগে চলো। বীরবর, তুমি আরও কিছু টাকা আনতে পাঠাও।

সার এণ্ড। তোমার ভাইঝীকে যদি না পাই, তাহলে আমার ইতো ভ্রষ্টঃ ততো নষ্টঃ।

সার টোবি। টাকা আনাও! টাকা। তারপরে যদি না পাও, আমায় নির্ব্বোধ বলো।

সার এণ্ড। তা আমাকে বলতেই হবে—তুমি তাতে যাই মনে করো।

সার টোবি। আরে এস, এস! আর একটু মাল টানা যাক। অনেক রাত হয়ে গেছে, শুতে গিয়ে আর কাজ নেই। এস, এস।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

ডিউকের প্রাসাদ

[ডিউক, ভায়োলা, কিউরিও প্রভৃতির প্রবেশ]

ডিউক। সঙ্গীতের আলাপন চাহি! সুপ্রভাত,
বন্ধুগণ! সিজারিও, শুনিতে বাসনা
পুনঃ অই পুরাতন অভিনব গান,
গত রাত্রে শুনিয়াছি যাহা; মনে হলো,
মুছে গেছে প্রণয়ের ব্যথা। একালের
লঘু সুরে বাঁধা কথা হতে বহু গুণে
শ্রেয়ঃ। সে গানের এক কলি কিউরিও,
শুনাও আবার।

কিউরিও। গায়ক এখানে নেই প্রভু!

ডিউক। কে সে?

কিউরিও। সে একজন বিদূষক। তার নাম ফেষ্টি। লেডি অলিভিয়ার বাবা তার রসিকতা শুনতে বড্ড ভালবাসতেন! সে এ বাড়ীর এ-ধারে-ও ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ডিউক। তাকে খুঁজে আনো। ততক্ষণ সুর ধরো।

[কিউরিওর প্রস্থান, বাদ্য আরম্ভ]

সিজারিও, এসো কাছে যদি ভালোবাসো
কারে তুমি কভু, প্রণয়ের ব্যথা-সাথে
ভাবিয়ো আমার কথা। প্রকৃত প্রণয়ী
যারা মোর মত সবে,—প্রেয়সীর চিন্তা
ছাড়া সকলি বিচ্ছিন্ন, সকলি চঞ্চল।
লাগিছে কেমন এই সুরের আলাপ?

ভায়োলা। প্রণয়ের সিংহাসন-তলে বাজে যেন
প্রতিধ্বনি তার!

ডিউক। বলেছো সুন্দর কথা।
নিশ্চয় কহিতে পারি, বালক হলেও

---

* 'এমাজন'—পুরাণোক্ত এক শ্রেণীর নারী যোদ্ধা। মেরিয়ার ক্ষুদ্র আকারের বিদ্রূপ করিয়া এখানে ইহা বলা হইয়াছে।

তুমি যেন ভালো বাসিয়াছ কারে! সত্য
কি এ কথা?

ভায়োলা। সত্য! প্রভুর করুণা সে যে!

ডিউক। তারে দেখিতে কেমন?

ভায়োলা। আপনার মত!

ডিউক। নহে তব উপযুক্ত? কি তার বয়স?

ভায়োলা। বয়সে প্রভুর সম।

ডিউক। আরে ছি! অতি
বৃদ্ধা তবে! উচিত নারীর, হইবারে
পরিণীতা নিজ হতে বেশী-বয়সীতে!
তাহে তার প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রহিবে
স্বামীর হৃদয়ে সদা। বড়ই চপল
জেনো, আমরা পুরুষ; স্নেহ-ভালোবাসা
আমাদের বুকে জেনো, সকলি চঞ্চল,
সব ধোঁয়া-মাখা! নারীদের নহে তাহা
কভু!

ভায়োলা। মনে হয়, তাই ঠিক।

ডিউক। প্রণয়িনী হবে তব অলপ-বয়সী।
তবেই পাইবে শান্তি জীবনে তোমার।
রমণী গোলাপ ফুল—হলে বিকশিত
ঝরে পড়ে ধীরে ধীরে মাধুরী তাহার।

ভায়োলা। সত্য বুঝি! বড়ই দুঃখের কথা, প্রভু!
ঝরে যায় রূপ তার হলে প্রস্ফুটিত।

(বিদূষকের সহিত কিওরিওর প্রবেশ)

ডিউক। এস, এস, গাও পুনঃ সে চারু সঙ্গীত—
কাল রাত্রে গেয়েছিলে সেই যেই গান,—
অতি-পুরাতন! রৌদ্রে বসি কুমারীরা
জীবনের সাথে গাহিত যে গান; গাহে
সুখে যতেক যুবতী যবে সেই গান—
গাঁথিতে গাঁথিতে মালা। অতি-সাধারণ
সেই গান; বৃদ্ধমত প্রেমের সারল্য
লয়ে খেলা করে সে যে!

বিদূষক। আপনি প্রস্তুত?

ডিউক। হাঁ, গাও।

(গান)

বিদূষক। এসো গো এসো ত্বরায় এসো,
মরণ, আমার মরণ।
তোমার লাগি' করিব আমি
তরুণ-শষ্পে বরণ!
নিশ্বাস মোর বাহিরিয়া যায়;
নিঠুরা আঘাত করেছে আমায়;
শ্বেত-বসনে ঢাকিয়া এ-তনু
লইব তোমার শরণ!

এ তনু আমার সুবাসে-ভরা
দিয়ো না কুসুমে ঢাকিয়া,
আপনার জন যেন নাহি আসে
শ্মশানেতে মোর লাগিয়া!
এ-দেহ রাখিবে এমন চিতায়
ব্যর্থ-প্রণয়ী যেন গো সেথায়
দীরঘ নিশাসে না পারে কাঁপাতে
আমার শেষের শয়ন।

ডিউক। এই নাও তোমার পরিশ্রমের মূল্য!

বিদূষক। এতে আর পরিশ্রম কি! গান গাওয়ায় আমি আনন্দ পাই।

ডিউক। বেশ, তা'হলে মনে করো—তোমার সেই আনন্দের জন্যই দিলেম।

বিদূষক। এ কথা খুব সত্য যে, যখনই হোক্, আনন্দের একটা সার্থকতা আছে।

ডিউক। আচ্ছা, তোমরা এখন আসতে পারো।

বিদূষক। দুঃখের দেবতা আপনার উপর প্রসন্ন হোন্! আপনার মনটি ওপাল-মণির মত স্বচ্ছ—তাতে সব রঙের লীলা দেখি। দেহটিও আপনার তেমনি পরিবর্ত্তনশীল—রেসমের পোষাকে আবৃত হোক্। আপনার মত লোকের কর্মভূমি সর্ব্বত্র—আপনার বাসনা বহুমুখী।

[প্রস্থান

ডিউক। বিদায় লইতে পারো তোমরা সকলে!

[কিউরিও ও সহচরগণের প্রস্থান

সিজারিও যাও পুনঃ বারেকের তরে
সেই নিঠুরার কাছে। কহিয়ো তাহারে
মোর প্রণয়ের বাণী—পৃথিবী হইতে
তাহা বহু উচ্চতর। বিভব, সম্পদ
তার করি না কামনা; অতি তুচ্ছ তাহা!
মোহিনী সে নারী-রত্ন, তারে চায় শুধু
এ মোর হৃদয়—প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান!

ভায়োলা। সে যদি তোমারে প্রভু?

ডিউক। জানিব না।
এ কথা তাহার!

ভায়োলা। শুনিতে হইবে তাহা!
হয়তো বা আছে হেন নারী, ভালোবাসে

তোমারে যে প্রাণ-মন দিয়া,—তুমি
যথা ভালোবাসো অলিভিয়া সুন্দরীরে ;
গ্রহণের যোগ্য নহে প্রণয় তাহার
তব কাছে ; তবু 'না' বলিবে তাহারে ?
ভালো তুমি নাহি বাসো, প্রভু ?

ডিউক। রমণীর
প্রেম কভু হতে নাহি পারে মোর সম
এমন গভীর ! নাহি পারে এত প্রেম
ধরিবারে রমণী-হৃদয় ; ধারণের
শক্তি নাহি রমণীর। রমণীর প্রেম
ক্ষুধার মতন ; আস্বাদনে তৃপ্তি পায়
তারা ; মিটে যায় রসনার সাধ !
প্রচুর পাইলে মনে জাগায় বিরোধ।
আমার এ প্রেম-তৃষা সাগরের মত
বিপুল বিরাট ; তাহা যত দাও মোরে
তৃপ্তি নাই ; আরো চাই ! অলিভিয়া-প্রতি মোর
যত ভালোবাসা, তত ভালোবাসা কোনো
নারী দিতে পারে মোরে, বিশ্বাস না হয় !

ভায়োলা। জানি আমি—হায় !

ডিউক। কি বা জানো ? কহ, শুনি !

ভায়োলা। জানি আমি স্থির, রমণী হৃদয়ে আছে
সুগভীর প্রেম ; নারীও প্রণয় দানে
পুরুষের মত ! আছিল তনয়া এক
পিতার আমার, দিয়াছিল ভালোবাসা
পুরুষে তেমতি, যেমন দিতাম তোমা
হইলে রমণী আমি।

ডিউক। কি-বা হলো তার ?

ভায়োলা। সব ব্যর্থ প্রভু ! প্রকাশ করেনি কভু
তাহার প্রণয়। গোপনে গুমরি উঠি
প্রেম তার কোরকের দুষ্ট কীট সম
লালিম কপোলে তার আঁকিল কালিমা !
চিন্তায় শুকায়ে গেল। নিজ-দুঃখ-ভারে
হইয়া পীড়িতা তবে, বেদী-বক্ষস্থিতা
মূর্ত্তিমতী ধৈর্য্য-দেবী যেন শোক-ভারে
অধরে বহিয়া হাসি রহে তথা বসি—
ইহা কি প্রণয় নয় ? পুরুষ আমরা
বহু ভাবে কহি কথা রঞ্জিত করিয়া।
অনুভব করি যাহা, তাহার অধিক
দেখাতে প্রয়াস পাই ; মুখেতে জানাই
প্রণয়ের যত কথা, হৃদয় জানে না।

ডিউক। মৃতা তবে ভগ্নী তব প্রণয়ের লাগি ?

ভায়োলা। পিতৃ-কুলে জীবিতের সংখ্যা ধরি
জানিয়ো নিশ্চিত—ভ্রাতা-ভগ্নীগণ মাঝে
একাই জীবিত আমি। তথাপি অ-জ্ঞাত !
যাবো না কি অলিভিয়া-পাশে ?

ডিউক। যাও, বৎস !
দিয়ো তারে মণি-উপহার। বলো তারে
প্রেম মোর উপেক্ষা স'বে না তিল।

পঞ্চম দৃশ্য

অলিভিয়ার উদ্যান

(সার টোবি, সার এণ্ড্রু ও ফেবিয়ানের প্রবেশ)

সার টোবি। এসো ফেবিয়ান, এসো।

ফেবিয়ান। আজ্ঞে, আমি নাচবো বলেই এসেছি। যে-মজা চলেছে, তার একটি ফোঁটা পাছে বাদ পড়ে, সেই ভাবনাতেই আমি মারা যাবো।

সার টোবি। ঐ গোমড়া-মুখো, হতচ্ছাড়া পাজীটাকে এমনি ভাবে ঠাণ্ডা করলে তুমি খুশী হবে ?

ফেবিয়ান। আমি তা' হলে নাচবো। একটা কুকুর আর ভাল্লুকের লড়াই * নিয়ে ওই তো দেছে ঠাকরুণের মেজাজ চটিয়ে !

সার টোবি। ওকে ক্ষ্যাপাবার জন্য ওকেই আমরা বানাবো ভাল্লুক। ওকে আমরা গাধা-মাকা দিয়ে তবে ছাড়বো। কি বলো, সার এণ্ড্রু ?

সার এণ্ড্রু। তা' যদি না পারি তো এ দুঃখ জীবনে যাবে না।

সার টোবি। ঐ সেই ক্ষুদে-শয়তান আসছে।

(মেরিয়ার প্রবেশ)

কি খবর গো—ভারতের স্বর্ণ-খনি ?

মেরিয়া। তোমরা তিন জনে ঐ গাছের আড়ালে লুকোও। মালভোলিও এই পথে আসছে। এই আধ ঘণ্টা ধরে রোদে বসে নিজের ছায়া দেখে আদব-কায়দা রপ্ত করছিল। মজা দেখবার জন্য ওর উপরে নজর রেখো। আমি জানি এ চিঠি পেলে নিরেট আহাম্মকের মত কাঠ হয়ে ভাবতে বসে যাবে। ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়াও। এটা এইখানে থাকুক (পত্র স্থাপন)।

* একপ্রকার নিষ্ঠুর ক্রীড়া। ইহাতে একটি জ্যান্ত ভল্লুককে কাষ্ঠে বদ্ধ রাখিয়া তাহার দিকে কুকুর লেলাইয়া দেওয়া হইত। গোঁড়া ধার্ম্মিকদের কাছে ইহা অতীব ঘৃণ্য প্রথা বলিয়া বিবেচিত হইত। সে হিসাবে ইহা মালভোলিওর কাছে বিসদৃশ ছিল।

কাৎলা মাছ আসছে—ওকে খেলিয়ে ডাঙ্গায় তুলতে হবে!

[প্রস্থান

(মালভোলিওর প্রবেশ)

মালভোলিও। সবই ভাগ্যের ফল। মেরিয়া একবার আমায় বলেছিল যে, আমার উপর ওঁর একটু টান আছে। তাঁর কাছে আমি এইটুকু মাত্র শুনেছি, যদি তিনি বিয়ে করেন তো তাঁর সে-স্বামীর গায়ের রং হবে আমার মতন। —তার উপর আর পাঁচজনের সঙ্গে আমাকে একটু তফাৎ করে দেখেন। এরই বা মানে কি?

সার টোবি। আরে খেলে যা! ছুঁচো কোথাকারের!

ফেবিয়ান। আঃ থামুন! ভাবতে ভাবতে কেমন মোরগের মতো হলো—যেন পালক ফুলিয়ে ডাক ছাড়চে!

সার এণ্ড। দি এক চড় কষিয়ে।

সার টোবি। থামো—থামো।

মালভোলিও। কাউণ্ট মালভোলিও হবো—

সার টোবি। ওরে পাজী!

সার এণ্ড। গুলি মারো, গুলি মারো।

সার টোবি। থামো, থামো।

মালভোলিও। তবে এর নজির আছে। ষ্ট্রাচির মহিলা তাঁর সাজ-কামরার পরিচারককে যে বিবাহ করেছিল।

সার এণ্ড। তোর নজিরের কাঁথায় আগুন!

ফেবিয়ান। থামুন! দেখুন, কেমন আঁকড়ে ধরেছে—কল্পনা কেমন ফেঁপে উঠেছে।

মালভোলিও। বিবাহের তিন মাস পরে—তখতের উপর বসে

সার টোবি। একটা গুলতি পেলে পাথরকুঁচি মেরে ওর চোখদুটো দি কাণা করে!

মালভোলিও। নক্সা-কাটা ভেলভেটের পোষাক পরে বান্দাদের ডাকবো অলিভিয়ার কাছ থেকে এসে—

সার টোবি। তোর মাথায় বাজ পড়ুক!

ফেবিয়ান। থামো! থামো।

মালভোলিও। তার পর গদীয়ান হয়ে বসে—কৃপা করে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তাদের বলবো—আমি কে, তা আমি জানি? তাদের উচিত জেনে রাখা—তারা কে! তাদের যোগ্যতা কতখানি! তারপর আমার আত্মীয় টোবিকে ডেকে পাঠাবো।

সার টোবি। তোমার মাথায় বজ্রপাত হোক, উল্কা খশে পড়ুক!

ফেবিয়ান। থামুন, থামুন—দেখুন সবটুকু।

মালভোলিও। আমার সাত জন বিশ্বস্ত সহচর তখনি তাকে আনবার জন্য দৌড়ুবে। আমি তাকে দেখে একটু ভ্রূকুটি করবো। হয়তো বা ঘড়িটায় দম দেবো—না হয় ধরো, আমার কোন মণি-রত্ন নিয়ে একটু খেলা করবো। টোবি আসবে। এসে আমায় অভিবাদন করবে—

সার টোবি। আরে, এটা বাঁচবে তো?

ফেবিয়ান। যদিও চুপ করে' থাকা শক্ত, তবু চুপ করে থাকুন।

মালভোলিও। এই ভাবে তার দিকে আমি আমার হাত দেবো বাড়িয়ে—মুখের হাসি চেপে মুখকে করবো একটু কঠিন—

সার টোবি। আর টোবি তখন তোমার ঠোঁটের উপর একটি ঘুষি বসিয়ে দেবে—না?

মালভোলিও। বলবো, "আত্মীয় টোবি, আমার ভাগ্য তোমার ভাইঝীর ভাগ্যে মিশে এক হওয়ায় এ কথা বলবার আমার অধিকার আছে।"

সার টোবি। কি কথা?

মালভোলিও। "তোমাকে মদ ছাড়তে হবে।"

সার টোবি। ওরে রে হারামজাদা!

ফেবিয়ান। আরে থামুন, নাহলে আমাদের মতলব যাবে ভণ্ডুল হয়ে।

মালভোলিও। "তার উপর একটা গর্দ্দভের সঙ্গে তুমি তোমার মূল্যবান সময় মিশে নষ্ট করছো"—

সার এণ্ডরু। আমায় বলছে, ঠিক।

মালভোলিও। "এণ্ডরু নামে—"

সার এণ্ডরু। আমি জানি, আমার কথা—কেন না, অনেকেই আমাকে নীরেট বলে।

মালভোলিও। এখন কি করা যায়?

(পত্র কুড়াইয়া লইল)

ফেবিয়ান। বাছাধন এবার জালে পড়েছেন।

সার টোবি। থামো, থামো—শয়তানের মোহে পড়ে চেঁচিয়ো না যেন! খবর্দ্দার!

মালভোলিও। আরে এ দেখছি, ঠাকরুণের হাতের লেখা। এই তাঁর "জ"; এই তাঁর "উ"; তাঁর "শ"; এই ভাবে তিনি "শ্র" লিখেন। তাঁরই লেখা—না, কোনো সন্দেহ নেই।

সার এণ্ডরু। তাঁর "জ," তাঁর 'উ,' তাঁর "শ্র"—এর মানে?

মালভোলিও। (পড়িতে লাগিল) "অজানা প্রণয়ীর উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি।" হুবহু তাঁর ভাষা! দেখি। দাঁড়াও,—ধীরে ধীরে। এই যে, কাগজে তাঁর মোহরের ছাপ! তাঁরই লেখা। কাকে উদ্দেশ করে এ কথা তিনি লিখলেন?

ফেবিয়ান। এইবারে প্রেমের জয় হলো!

মালভোলিও (পাঠ) "দেবতা জানেন, তারে ভালো-
বাসি আমি।
কেবা সেই গুণময়—যিনি মোর স্বামী?
ওষ্ঠ, তুমি রহ স্থির—কয়ো না সে কথা;
মানবে জানিবে না কো প্রণয়ের ব্যথা।"

"মানবে জানিবে নাকো প্রণয়ের ব্যথা!"—তার পর ছন্দ আবার বদ্‌লে গেছে। "মানবে জানিবে নাকো" মালভোলিও, এ লোকটি যদি তুমি হও?

সার টোবি। হতভাগাকে ধরে কাঁশিকাঠে লটকে দাও!

মালভোলিও। (পাঠ)

"আদেশ করিব পূজেছি যাহারে,
স্তব্ধ রাখিব গোপন হিয়ারে;
হৃদয়ের ক্ষত হবে রক্তহীন,
ম-ও-ভ-ল মোরে করিবে নবীন।"

ফেবিয়ান। হেঁয়ালির মত হেঁয়ালি!

সার টোবি। ছুঁড়ী খুব কাজের, বটে!

মালভোলিও। "ম-ও-ভ-ল মোরে করিবে নবীন—" না, এটা কি রকম হলো? রোসো, দেখি।

ফেবিয়ান। ওঃ, কি বিষের কালিয়াই ওর জন্যে তৈরী হয়েছে!

সার টোবি। কোন্ ডানা দিয়ে বাজপাখীকে ঘেরিয়ে রাখে, দেখি!

মালভোলিও। "আদেশ করিব পূজেছি যাহারে"—কেন? তিনি তো আমায় আদেশ করতে পারেন! আমি তাঁর আজ্ঞাবহ—তিনি আমার কর্ত্রী। এ খুব স্বাভাবিক ঘটনা—এতে কোন বাধা-বিপত্তি চল্‌তে পারে না। শেষের দিকে বর্ণমালার সমাবেশে কি বোঝাচ্ছে? যদি ওটাকে আমার দিকে ঘোরাতে পারি, দেখি, এ কথার বিচার করে ম-ও-ভ-ল—

সার টোবি। ওটা মিলিয়ে নিতে সব বুঝি বা ঘুলিয়ে যায়!

ফেবিয়ান। যত বড় ধূর্ত্ত হোক, ভাল শিকারী কুকুরকেও এর জন্য মাথা খুঁড়তে হবে

মালভোলিও। "ম"—মালভোলিও "ম"—হাঁ, তাই তো, এ যে আমার নামের আদ্যক্ষর।

ফেবিয়ান। আমি বল্‌লেম, ও ঠিক ধরতে পারবে। কুকুর গন্ধে-গন্ধে ঠিক মালুম করে!

মালভোলিও। 'ম'—কিন্তু তার পরে যে আর মিল্‌ছে না। না, এ ঠিক খাপ খাচ্ছে না। "ও" শেষে হবে। এখানে কেন?

ফেবিয়ান ভয় নেই—শেষেই "ওঃ" হবে!

সার টোবি বেত মেরে ওকে "ও" বলিয়ে তবে আমি ছাড়বো!

মালভোলিও। "ল" আস্‌ছে শেষে।

ফেবিয়ান। লক্ষ্য তোমার পিছনে থাক্‌লে দেখতে পেতে, সামনের এ সৌভাগ্যের চেয়ে শেষের দিকে তোমার জীবনে অশেষ দুর্গতি-ভোগ আছে।

মালভোলিও। ম-ও-ভ-ল! ছদ্মবেশ আগের মত খুলতে পারি না—তবে একটু মুচড়ে দেখলে মনে হয়, যেন আমাকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে! কেন না এ সব অক্ষরগুলো আমার নামেতে আছে। আচ্ছা, দেখি—এবার গদ্য সুরু হলো—(পাঠ) "যদি তোমার হাতে পড়ে, বিবেচনা করে দেখো। গ্রহ-বশে আমি তোমার উচ্চে আছি। তবে মহত্ত্ব দেখে ভয় পেয়ো না। কেউ মহত্ত্ব নিয়ে জন্মায়; কেউ-বা জন্মে মহত্ত্ব লাভ করে; আবার কারো উপরে বা মহত্ত্ব আরোপ করা হয়। তোমার ভাগ্য তোমায় আশ্রয় দিচ্ছে—তোমার প্রাণ আর মন দিয়ে সে আশ্রয় গ্রহণ করো। তুমি যা হতে যাচ্ছ—সে পদের গৌরব রক্ষার জন্য তোমার খোলস ত্যাগ করে তুমি নবীন হও! আত্মীয়ের প্রতিকূল আচরণ করবে, পরিচারকদের কাছে রূঢ় হবে। ভাষায় তোমার মহত্ত্বের ঝঙ্কার থাকবে, তোমার ব্যবহারে থাক্‌বে স্বাতন্ত্র্য। তোমার প্রেমে পাগলিনী আজ তোমায় এই উপদেশ দিচ্ছে। মনে রেখো, কে তোমার ঐ হরিদ্রাবর্ণের মোজার প্রশংসা করেছে; কে তোমায় ক্রুশের মতন ভঙ্গীতে গার্টার বাঁধতে বলেছে। আবার বল্‌ছি, মনে রেখো। তুমি চাও তোমার ভাগ্য ফেরাতে! —না চাও, তুমি থাকবে চিরদিন অন্য পরিচারকদের মত—সেই সরকার—ভাগ্য-দেবীর অঙ্গুলি স্পর্শ করবার যোগ্যতা যার নাই! বিদায় দাও তারে যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক বদল করতে চায়— অসুখী ভাগ্যবতী"

দিনের আলোয় লেখা···এর চেয়ে স্পষ্ট আর কিছু হতে পারে না। এ একেবারে নিশ্চিত, আমি বড় হবো—আমি রাজনৈতিক প্রবন্ধ পড়বো—সার টোবিকে উচ্ছেদ করবো! ছোট লোকের সংস্রব আর রাখবো না। যেমন বলেছে, আমি ঠিক তেমনি হবো। প্রত্যেক ব্যাপারে স্থির দেখা যাচ্ছে কর্ত্রী আমায় ভালোবাসে। সম্প্রতি তিনি আমার হলদে রঙের মোজার প্রশংসা করেছেন! আমার ফুলের মত ভঙ্গীতে গার্টার আঁটা—তাও তাঁর পছন্দ! এই সব বলে আমার উপর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। আর হুকুমও এক রকম করেছেন যে, আমি যেন এই ভাবের পোষাকই পরি। আমার ভাগ্যকে আমি ধন্যবাদ দিই—আজ আমি সুখী। ফুলের মতন করে গার্টার এঁটে, হলদে রঙের মোজা পরে' আমি মহত্ব প্রকাশ করবো। ভগবান, তোমায় ধন্যবাদ! এই যে আবার একটা 'পুনশ্চ' রয়েছে—

(পাঠ) "আমি কে, তা বুঝতেই পারচো। আমার প্রেমের প্রতিদান দিতে যদি চাও—তা হলে হাসিতে সে-ইচ্ছা প্রকাশ করো। হাস্‌লে তোমায় বেশ মানায়। সুতরাং প্রিয় আমার, সব সময় আমার সামনে হাসি-মুখে থাকবে।" ভগবান, তোমায় ধন্যবাদ! হাসবো! আমি হাস্‌বো। আমায় যা' যা' হুকুম করেছে, সব তামিল করবো।

[প্রস্থান

ফেবিয়ান। এ রকম রগড় দেখতে যদি পারস্যের বাদশাহের হাজার টাকা বৃত্তি ত্যাগ করতে হয়—তাতেও আমি রাজী।

সার টোবি। এ মজা দেখানোর জন্য ছুঁড়ীকে আমি বিয়ে করতে রাজী আছি—সত্যি!

সার এণ্ড্রু। আমিও পারি।

সার টোবি। কোন রকম যৌতুক চাই না; শুধু এমনি মজা আর-একটু!

সার এণ্ড্রু। আমিও তাই।

ফেবিয়ান। এই আসছে আমার বাজ-ধরা পাখী!

(মেরিয়ার পুনঃপ্রবেশ)

সার টোবি। আমার গলায় রাখো তোমার ঐ চরণ দুখানি।

সার এণ্ড্রু। আমার গলাতেও!

সার টোবি। পাশা-খেলায় আমার স্বাধীনতা পণ রেখে আমি তোমার ক্রীতদাস হতে প্রস্তুত!

সার এণ্ড্রু। আমিও!

সার টোবি। এমন নেশায় তাকে মজিয়ে তুলেছো যে, নেশা কাটলেও বোধ হয় পাগল হয়ে যাবে।

মেরিয়া। সত্যি বলুন—খুব মজা হয়নি?

সার টোবি। ধাইয়ের কাছে ব্রাণ্ডী যেমন কাজের, এও ঠিক তেমনি।

মেরিয়া। এ মজার যদি শেষ দেখতে চাও, তাহলে দিদিমণির কাছে ও যখন আসবে, তখন ওর রকম-সকমের দিকে নজর রেখো। হলদে মোজা পায়ে এঁটে আসবে'খন—আর দিদিমণি ও রং দুচক্ষে দেখতে পারে না। তার উপর ফুলের ধরণে গার্টার আঁটা—তাও তাঁর দু'চক্ষের বিষ। তাঁর সামনে এসে হাস্‌তে সুরু করবে; দিদিঠাকরুণের মেজাজ এখন যা হয়ে আছে, হাসি একেবারে ভয়ঙ্কর বিশ্রী বেমানান হবে; কাজেই দিদিমণি যাবে চোটে—সে মজা যদি দেখতে চাও এসো।

সার টোবি। তোমার মত রূপসী যদি সঙ্গে থাকে, নরকের ফটক পর্য্যন্ত আমি তাহলে যেতে পারি!

সার এণ্ড্রু। আমিও পারি! সত্যি বল্‌চি।

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(ভায়োলা ও বেহালা-হস্তে বিদূষক আসীন)

ভায়োলা। থামান মশায়, আপনার বাজনা থামান। আপনি কি বেহালা বাজিয়ে দিন গুজরান্ করেন?

বিদূষক। না—আমি গির্জ্জায় দিন কাটাই।

ভায়োলা। আপনি গির্জ্জায় কাজ করেন?

বিদূষক। তা ঠিক নয়—তবে গির্জ্জার দোহাই দিয়ে আমার চলে। আমি থাকি আমার বাড়ীতে, আর সে বাড়ী হলো ঐ গির্জ্জের পাশে।

ভায়োলা। তাহলে এ কথা তুমি বল্‌তে পারো যে, রাজ-প্রাসাদ ভিখারীর বাড়ীর পাশে; অতএব রাজা থাকেন ভিখারীর পাশে! তেমনি গির্জ্জার

পাশে তোমার বেহালা তুমি রাখো বলে
আছে তোমার বেহালার পাশে।

বিদূষক। আপনি ঠিক বলেছেন ভদ্রে। দুনিয়া কি রকম চতুর হয়ে উঠেছে—একবার দেখুন। কতকগুলো কথা মিলে একটি পদ—আবার সেই পদ হচ্ছে রসিকতার সুন্দর শয্যা! কত শীঘ্র মন্দ দিকটা উল্টে দেওয়া যায়, বলুন তো।

ভায়োলা। তা বটে। প্রতি দিন যাঁরা কথা নিয়ে খেলা করেন, ঐ কথা নিয়ে তাঁরা যা-তা করতে পারেন।

বিদূষক। তাই আমার মনে হয় যে, আমার ভগ্নীর যদি কোন নাম না থাকৃতো!

ভায়োলা। তার কারণ?

বিদূষক। কারণ আর কি, ভদ্রে? নাম তো একটা বাক্যমাত্র। বাক্যের আজ-কাল যে রকম অধোগতি হয়েছে, তাকে আর বিশ্বাস নেই।

ভায়োলা। তার মানে?

বিদূষক। মানে দেখাতে গেলেও বাক্যের প্রয়োজন। বাক্য আজ-কাল ভারী বিশ্বাস-ঘাতক হয়েছে; কাজেই তা দিয়ে মানে দেখানো চলে না।

ভায়োলা। দেখছি, বেশ ফুর্ত্তি-বাজ লোক তুমি, কোন-কিছুর তোয়াকা রাখো না!

বিদূষক। তা নয়। কিছু-না-কিছুর তোয়াক্কা নিশ্চয় রাখি। তবে আমার জ্ঞানে আমি আপনার কোনো তোয়াক্কা করি না। তাতে যদি কোন-কিছুর তোয়াকা না করা হয়, তাহলে আপনাকে অদৃশ্য হতে হবে।

ভায়োলা। আপনি কি লেডী অলিভিয়ার বিদূষক?

বিদূষক। না ভদ্রে, না। লেডি অলিভিয়ার এতখানি বোকামি নেই। বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি বিদূষক রাখবেন না। স্বামীগুলো বিদূষকের সামিল কিনা—তফাৎ যা, তা' ঐ বাটামাছে আর পুঁটী মাছে যেমন তফাৎ, তেমনি। স্বামীরা একটু বড়-দরের বিদূষক! আমি তাঁর বিদূষক নই, তবে তাঁর কথায় মার-প্যাঁচ দেখছি।

ভায়োলা। সম্প্রতি কাউণ্ট অর্শিনোর বাড়ীতে তোমাকে দেখেছি—না?

বিদূষক। বিচিত্র নয়। বিদূষক সূর্য্যের মত পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে ভদ্রে,—সর্ব্বত্র সে কিরণ দেয়। কি করবো বলুন, নির্ব্বোধ বিদূষক—আমাকে আমার কর্ত্রীর কাছে থাকতে হয়, আবার আপনার প্রভুর কাছেও যেতে হয়। আপনার বুদ্ধির পরিচয় সেখানে পেয়েছি।

ভায়োলা। বটে, এবার আমায় নিয়ে ভাঁড়ামি সুরু হলো! নাও, সরে পড়ো। এই নাও তোমার বখশিস!

বিদূষক। এর পরের রপ্তানিতে ভগবান যেন আপনাকে এক জোড়া গোঁফ-দাড়ি পাঠিয়ে দেন!

ভায়োলা। এক জোড়া গোঁফ-দাড়ির আমার খুব দরকার হয়েছে। (জনান্তিকে) অবশ্য আমার মুখে দাড়ি গজিয়ে উঠুক, তা আমি চাইছি না। (প্রকাশ্যে) তোমার কর্ত্রী আছেন?

বিদূষক। না, আপনার আর জোড়া নেই, দেখছি!

ভায়োলা। মাথা খাটাতে পারলে মেলে বৈ কি।

বিদূষক। আমি যদি তা হতে পারতেম! ফ্রীজিয়ার লর্ড পাণ্ডারস হয়ে ক্রেশিডাকে ট্রয়লসের কাছে এনে দিতে পারি! *

ভায়োলা। বুঝেছি—তুমি তার উপযুক্ত।

বিদূষক। ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুগম্ভীর নয়—ভিখারীর কাছে ভিক্ষা চাওয়ার মতো। ক্রেশিডা রিক্তা, ভিখারী। হ্যাঁ, কর্ত্রী আছেন। কোথা থেকে আপনার আগমন, তা আমি ওদের বুঝিয়ে দেবো। আপনি কে, আর আপনার মতলব কি, সে আমার জ্ঞানের বাইরে। গণ্ডী বলা উচিত ছিল, তবে কথাটা ব্যবহারে বড্ড পুরোনো হয়ে গেছে।

ভায়োলা। বিদূষক-উপযোগী শক্তি আছে বটে!
কার্য্যকরী শক্তি হয় করিতে নিয়োগ।
মানব-খেয়াল, তথা স্থান-পাত্র-কাল
এ-সবেতে লক্ষ্য রাখা অতি প্রয়োজন
রসিকতা-কালে;—শ্যেন লক্ষ্য রাখে যথা
দৃষ্টি-পথারূঢ় প্রতিপক্ষ'পরে। বহু
আয়াসেতে এতে হয় সিদ্ধিলাভ, যথা
জ্ঞানবান করে শিক্ষা বহুল অভ্যাসে।
বিদূষক-রসিকতা অতি তৃপ্তিকর;
বুদ্ধিহীন শিক্ষিতের কথা হাস্যকর।

(সার টোবি ও সার এণ্ড্রুর প্রবেশ)

সার টোবি। নমস্কার মশায়।

* ক্রেশিডা অবিশ্বাসিনী স্ত্রী—ট্রয়লস্ সতা-প্রণয়ী। ক্রেশিডার পিতৃব্য লর্ড পাণ্ডারস ট্রয়লস্ ও ক্রেশিডার মিলন সম্ভবপর করেছিলেন। এ সম্বন্ধে চসারের (Chaucer) একখানি কাব্য ও সেক্সপীয়রের একটি নাটক আছে।

ভায়োলা। নমস্কার!
সার এণ্ড্রু। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।
ভায়োলা। আমিও আপনাকে সেই শুভ ইচ্ছা জানাচ্ছি—আমি আপনার দীন ভৃত্য।
সার এণ্ড্রু। আমাকেও আপনার ভৃত্য বলে জানবেন।
সার টোবি। এ গৃহে আপনার পায়ের ধুলো পড়বে কি? আপনি আসেন, আমার ভাইঝীর ইচ্ছা—অবশ্য তাঁর কাছে যদি আপনার প্রয়োজন থাকে!
ভায়োলা। তাঁর কাছেই আমি এসেছি। এবং তিনিই আমার আগমনের উদ্দেশ্য।
সার টোবি। আপনার পা-দুটিকে একবার পরীক্ষা করুন—তাদের গতিশীল করুন।
ভায়োলা। পা দুটোকে পরীক্ষা করবার কথা যা বললেন, তা আমি যত না বুঝি—আমার পা দুটো তার চেয়ে ঢের বেশী বোঝে, মশায়।
সার টোবি। আমার বক্তব্য আপনি শুনুন, ভিতরে প্রবেশ করুন।
ভায়োলা। বেশ, চরণদুটিকে গতি দিন গৃহ-প্রবেশ করে। উত্তর দিলেম, কিন্তু যাওয়া হলো না।

(অলিভিয়া ও মেরিয়ার প্রবেশ)

অয়ি গুণবতী দেবি, ভগবান তোমার জীবন সুষমাময় করুন।
সার এণ্ড্রু। ছোকরার কথা বলবার বেশ কায়দা আছে। "সুষমাময়"—হুঁ!
সার এণ্ড্রু। "অধীর", "সুষমা"—কথাগুলো মুখস্থ করতে হবে।
অলিভিয়া। বাগানের ফটক বন্ধ করো—এঁর কথা আমায় শুনতে দাও। (সার টোবি, সার এণ্ড্রু ও মেরিয়ার প্রস্থান) আপনার হাত দিন মশায়।
ভায়োলা। সে আমার কর্তব্য, দেবি, অতি তুচ্ছ কাজ।
অলিভিয়া। আপনার নাম?
ভায়োলা। সৌন্দর্য্যের রাশি, আপনার এ ভৃত্যের নাম সিজারিও।
অলিভিয়া। মম ভৃত্য! মহাশয়, আনন্দ-মুখর
নহে এ পৃথিবী যথা বিনয়ের ভাণ!
যুবা, তুমি অর্শিনোর হও আজ্ঞাবহ।
ভায়োলা। তিনি আপনার; যাহা কিছু আছে তাঁর—
আপনার তাহা। আপনার ভৃত্য তিনি;
তাঁর ভৃত্যরূপে আমি আপনার দাস।
অলিভিয়া। বলো তাঁরে—স্থান তাঁর
নাহি মোর কাছে—
মোর স্মৃতি মুছে যাক তাঁর হৃদি হতে।
ভায়োলা। তাঁর প্রতি তব মতি ফিরাবার লাগি
আসিয়াছি আমি দেবি, তোমার নিকটে।
অলিভিয়া। ক্ষমা কর যুবা, অনুরোধ তব প্রতি—
তাঁর কথা মোর কাছে কহিয়ো না আর।
তুমি যদি নিজ হতে চাহ মোরে আজি—
শুনিব তোমার কথা প্রাণ-মন দিয়া;
চাহিব না আকাশের উদাত্ত সঙ্গীত।
ভায়োলা। দেবি!
অলিভিয়া। অনুরোধ মোর, কথা শোনো তুমি।
সেবারে আসিয়া যাদু করে গেলে কি যে—
পাঠাইনু অঙ্গুরীয় তব তরে আমি।
ভর্ৎসনা করেছি আমি সেদিন সবারে—
তোমারে-আমারে, আর ভৃত্যেরে আমার।
সরম-সঙ্কোচ-ভরে চাতুরী করিয়া
পাঠাই অঙ্গুরী মম, জানিতে সে ভালো,
সে অঙ্গুরী রাখো নাই আমার নিকটে।
হীন তুমি ভাবো মোরে—ক্ষতি তাহে নাই!
জানিনা ভেবেছ কি-বা! অকরুণ হৃদি
তব রমণীর সম্মান-সরম সব
খেদায়ে দিয়াছে অতি অবজ্ঞার ভরে
শিকারী কুক্কুর সম, তব চিন্তা ক্রূর!
বলেছি অনেক কথা—তুমি বুদ্ধিমান।
বক্ষ নহে,—বস্ত্র শুধু হৃদয়েরে মোর
রেখেছে আবৃত। এবে কহ তব কথা।
ভায়োলা। হায় নারি!
অলিভিয়া। শুনি, ইহা প্রেমের লক্ষণ।
ভায়োলা। এ নহে প্রেমের চিহ্ন! সাধারণ ভাবে
শত্রুরেও করি হেন অনুকম্পা আমি।
অলিভিয়া। হয়েছে সময় এবে হাসিবার তরে।
গর্ব্বে কি উদ্ধত হয় দীন-হীন যে-বা?
ভক্ষ্য যদি হতে হয় হিংস্র শ্বাপদের—
ঋক্ষ হতে পশুরাজ—বহুগুণে ভালো।

[ঘড়ি বাজিল

ঘটিকা কহিছে মোরে, বৃথা কালক্ষেপ
করি আমি। ভীত ত্রস্ত হবে তুমি,
নাহি তার হেতু; তোমারে চাহি না আমি।
বুদ্ধি ও যৌবন যবে হবে পরিণত,
পাবে বটে পত্নী তব তোমারে মধুর।
সমুখেতে মুক্ত পথ—যেয়ো পশ্চিমেতে।

ভায়োলা। চলিনু পশ্চিমে তবে। হৃদয়-মাধুরী
শোভা তব পাক্ নিত্য! প্রভুরে আমার
বলিবার কিছু নাই তবে?

অলিভিয়া। অনুরোধ,—
তিষ্ঠ ক্ষণকাল; কিরূপ ভেবেছো মোরে—
কহ তাহা, শুনি।

ভায়োলা। ভাবিতেছি, নহ যাহা—
তাহাই স্বরূপ তব!

অলিভিয়া। তাই যদি
ভাবি আমি—জেনো, তুমিও তা নহ কভু
যে-ভাব দেখালে হেথা।

ভায়োলা। অতি সত্য কথা।
নহি আমি—তুমি মোরে দেখিছ যেমন।

অলিভিয়া। হতে যদি—মোর মন চাহে যেই মতো!

ভায়োলা। হতো কি এতই ভালো?
আমি যাহা আছি,
তাহা হতে অন্য যদি হতে পারিতাম!
বিমূঢ় যুবক আমি এবে তব পাশে।

অলিভিয়া। ওষ্ঠেতে অঙ্কিত রোষ, বিরাগের ভাব,
বিতৃষ্ণায় ভরা তবু মাধুরী মধুর!
হত্যা-অপরাধী রাখে লুক্কায়িত পাপে
সঙ্গোপনে যথা—প্রেম করে সেই মত
গোপন প্রেমিক-জনে। প্রেমের নিশীথ
হয় দিবা-দ্বিপ্রহরে। বসন্ত-গোলাপ,
আমার কৌমার্য্য, মান সম্ভ্রম-নিষ্ঠার—
শপথ লইয়া আমি কহিতেছি তোমা,
এত ভালো বাসি তোমা, বুদ্ধি-বিবেচনা
তব দৃপ্ত ভাবে মোর সকলি বিফল!
পারিনাকো প্রেম মোর করিতে গোপন—
তব কাছ হতে। ভাবিয়ো না কভু ইহা,
তোমারে করেছি বলে' প্রেম-দান মোর,
তুমি নাহি দিতে পারো প্রতিদান মোরে
তোমার প্রেমের। বাধাহীন চিন্তা লয়ে
এ-কথা ভাবিয়ো—চাহিলে পাইবে প্রেম;
অযাচিতা দিতে পারি প্রেম সুমধুর।

ভায়োলা। সারল্য, যৌবন মোর—সবার শপথ—
তোমারে এ-সত্য কহি,—আছে মোর—জেনো,
একটি হৃদয়, এক বক্ষ, এক সত্য;
কোন নারী পায়নিকো তাহা, পাবে না তা
কোন দিন। আমি বিনা অন্যে কেহ কভু
অধিকারী হবে না তাহার। বিদায়,
জানাবো আসিয়া পুনঃ তোমারে হেথায়
প্রভুর হৃদয়-ব্যথা অশ্রু-নিপীড়িত।

অলিভিয়া। তবু এসো। মনে হয়, মনের বিরাগ—
অনুরাগে ভরে' দিতে তুমি যোগ্য জন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অলিভিয়ার গৃহ

(সার টোবি, সার এণ্ড্রু ও ফেবিয়ানের প্রবেশ)

সার এণ্ডরু। না, আর এক মুহূর্ত্ত আমি এখানে থাক্‌বো না।

সার টোবি। কারণ কি যাদু? কারণ শুনি।

ফেবিয়ান। কারণ আপনার দেখানো উচিত সার এণ্ডরু।

সার এণ্ডরু। তোমার ভাইঝী সেই কাউন্টের লোকটাকে এত আদর-যত্ন করতে লাগলো—যে, তেমন যত্ন আমায় কখনো করেননি। বাগানে এ-ব্যাপার আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

সার টোবি। সে তোমায় দেখেছিল?

সার এণ্ডরু। পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিল—আমি যেমন তোমায় দেখছি।

ফেবিয়ান। এ থেকে তো তোমার উপর তাঁর ভালোবাসার প্রমাণ পাচ্ছি।

সার এণ্ডরু। আরে ছো! আমায় গাধা বানাবে না কি?

ফেবিয়ান। বিচারে আমি প্রমাণ করে' দেবো।

সার টোবি। নোয়া নাবিক হবার আগে থেকেই ওরা বিচার-কার্য্য করছে।

ফেবিয়ান। তিনি যে সেই ছোক্‌রাটিকে অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন—তার উদ্দেশ্য,আপনাকে ক্ষেপিয়ে দেওয়া! আপনার সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলা! আর আপনার বুকে সাহসের আগুন ফুটিয়ে রাখা! আপনার উচিত ছিল তখনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করা—আর সদ্য-তৈরী টাঁকশালের আনকোরা টাকার মত তাজা রসিকতায় ছোক্‌রাকে বোকা বানিয়ে দেওয়া! আপনার কাছ থেকে এইটে আশা করা গিয়েছিল—আপনি তা' উপেক্ষা করেছেন। দুদিকে সোনালি রং-করা এমন সুযোগ—আপনি তা হেলায় হারিয়েছেন! আপনার সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা ছিল, তাতে আপনি উত্তুরে হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন। সাহস বা মতলব দেখিয়ে ভারি করবার মত একটা কিছু কাজ যদি এখন না

করতে পারেন তো ওলন্দাজদের দাড়িতে বরফের শুঁড়োর মত আপনি ঝুলতে থাক্‌বেন!

সার এণ্ড্রু। যদি কোন উপায় থাকে তো সাহস। মতলব অত-শত আমি বুঝি না। রাজনীতিক হবার চেয়ে রবার্ট ব্রাউনের দলে মিশে গোঁড়া বক-ধার্ম্মিক হওয়া ভালো।

সার টোবি। তবে আর কি, সাহসের উপর তোমার সৌভাগ্যের সৌধ নিৰ্ম্মাণ করো! কাউন্টের ছোকরার কাছে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের আহ্বান-লিপি পাঠাও। তাকে সাত জায়গায় আঘাত করবে। আমার ভাইঝী সেগুলো খুঁটে-খুঁটে দেখবে। পুরুষের প্রশংসায় নারীর চিত্ত-হরণ করতে হলে তার শৌর্য্য-বীর্য্যের কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে সব চাইতে পাকা রকমের ঘট্‌কালী!

ফেবিয়ান। সার এণ্ড্রু, এ ছাড়া আর অন্য রাস্তা নেই।

সার এণ্ড্রু। তোমরা কেউ আমার সে আহ্বান তার কাছে পৌঁছে দেবে?

সার টোবি। যাও—বেশ বড় বড় অক্ষরে লিখে আনো। ভাষা হবে খুব সাদাসিধে আর ধারালো! তাতে রসিকতা থাক্‌ আর নাই থাক্‌, তাতে থাকা চাই নবীনতা। কালীর আঁচড় দিয়ে যত পারো খোঁচা দিয়ো, যদি তিন বার তুই-তোকারি করতে পারো, খুব ভালো। যদি * ওয়্যার-এর শয্যার মত কাগজখানা লম্বা-চওড়া হয়, তাতে যত পারো মিথ্যা কথা ভরিয়ে দেবে।—যাও, তৈরী হও। পালকের কলমে লিখলেও তাতে যেন বেশ ধার থাকে! নাও, ওঠো।

সার এণ্ড্রু। তোমাদের পাবো কোথায়?

সার টোবি। তোমার ঘরেই আবার তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করছি।

[সার এণ্ড্রুর প্রস্থান

ফেবিয়ান। বেশ প্রাণের লোকটি পেয়েছেন তো!

সার টোবি। দুটি হাজার টাকা খশিয়ে তবে প্রাণের জন করেছি।

ফেবিয়ান। একখান মজার চিঠি মোদ্দা দেখা যাবে। চিঠি পাঠাবে তো?

সার টোবি। নিশ্চয়। তবে ছোক্‌রার কাছ থেকে একটা জবাব আদায় করতে হবে। আমার মনে হয়, বলদ আর দড়ি ওদের দুজনকে টেনে তুল্‌তে পারবে না। এণ্ড্রুকে কেটে ফেলে যদি দেখতে পাও যে, মৌমাছির পা আটকে যায় এমন এত-টুকু রক্ত ওর দেহে আছে, তবে তার বাকী দেহতত্ত্বটুকু আমি গুলে খেয়ে ফেল্‌তে পারি।

ফেবিয়ান। ওর প্রতিদ্বন্দ্বী ছোকরার চেহারায় নিষ্ঠুরতার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।

সার টোবি। ঐ দেখ, রেণ-পাখীর * ন'টা বাচ্চার ছোটটি এই পথে আস্‌ছে।

(মেরিয়ার প্রবেশ)

মেরিয়া। যদি মূর্চ্ছা যেতে আর হেসে ফেটে যেতে চান তো আমার সঙ্গে আসুন। ছুঁচো মালভোলিও একেবারে বিধর্ম্মী হয়ে গেছে। সরল-বিশ্বাসী এমন কোন খ্রীষ্টান নেই যে সহজে বিশ্বাস করবে, মালভোলিও এমন নীরেট বোকা! সে হলদে রঙের মোজা পায়ে দেছে।

সার টোবি। ফুলের প্যাটার্নের গার্ডার এঁটেছে?

মেরিয়া। একেবারে ছুঁচোর মত—ঠিক যেন গীর্জ্জার পাঠশালার গুরুমশায়টি! খুনের মত আমি তার পিছু পিছু ঘুরেছি। আমার সেই চিঠির কথা বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে। হাসির চোটে মুখে এমন দাগ করেছে যে, ভারতবর্ষের নূতন মানচিত্রেও † অত দাগ নেই। এমনটি আর কখনও দেখেন নি! আমার তো তাকে দেখলে তার দিকে কোন জিনিষ ছুঁড়ে তাকে মারতে ইচ্ছা করছে। দিদিমণি নির্ঘাত মেরে বসবেন। মারেন যদি, ও হাসতে আরম্ভ করবে। ভাববে, মার খেয়ে মস্ত অনুগ্রহ-লাভ করছে!

সার টোবি। চল, চল, নিয়ে চল,—কোথায় সে?

[প্রস্থান

---

* বিখ্যাত ওক-কাঠের পালঙ্ক। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১১ ফুট এবং উচ্চতায় ৭।০ ফুট। বারো জন লোক এই পালঙ্কে আরামে শয়ন করিতে পারিত। হার্টফোর্ডশায়ারে Ware নামক স্থানে Sarocen's Head নামক সরাইয়ে ইহা বহুকাল অবস্থিত ছিল। এখনও ইহা সংরক্ষিত আছে।

* Wren (রেণ) পক্ষী সাধারণতঃ নয় দশটি ডিম্ব প্রসব করে। সর্ব্বশেষে যে শাবকটি ডিম্ব হইতে নির্গত হয়, সেটি সব চেয়ে ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল হয়। মেরিয়ার ক্ষুদ্র আকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইয়াছে।

† সম্ভবতঃ Mollineux নামক জনৈক ইংরাজ যুবকের ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত মানচিত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। Hakluyt's Voyages নামক গ্রন্থে কোন কোন স্থলে ইহা সন্নিবিষ্ট আছে। ইহাতে ভারতবর্ষ, লঙ্কাদ্বীপ ও সাধারণতঃ পূর্ব্ব দেশগুলির সন্নিবেশ সুচারুরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অভিনব রেখাপাতের জন্য এই মানচিত্র বিখ্যাত।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ

(সেবাষ্টিয়ান ও আণ্টনিওর প্রবেশ)

সেবাষ্টিয়ান। বাঞ্ছা করি নাই, তুমি ভুঞ্জিবে দুর্ভোগ।
দেখিতেছি, দুর্ভোগেরে করেছ সুন্দর
আনন্দের ঝারি দিয়া। রূঢ় বাক্য আর
বলিতে না পারিব তোমায়।

আণ্টনিও। তব পিছে
নারিনু রহিতে; দুর্দম বাসনা মোর
চুম্বক-মণির মতো আনি দিল মোরে
সম্মুখে তোমার। শুধু ভালোবাসা নয়—
যদিও তাহার তরে যেতে পারি দূর-
দূরান্তরে। মনেতে উদিল চিন্তা, একা
তুমি কি করিবে হেথা! জানো না এ দেশ!
অজ্ঞাত পথিকে হেথা পেলে বন্ধুহীন
হয় না কো অধিবাসী অতিথি-বৎসল।
অমঙ্গল-চিন্তা ভাবি, শুধু স্নেহ-বশে,
আসিয়াছি তোমার সন্ধানে।

সেবাষ্টিয়ান। আণ্টনিও
সহৃদয় বন্ধু মোর, ধন্যবাদ বিনা
কিছু না প্রদেয় আছে; বহু ধন্যবাদ
তোমারে জানাই আমি। সুকার্য্যের দেখি
পরিণতি হয় হীন! বৈভব আমার
থাকে যদি, বিবেকের বশে যথোচিত
ব্যবহার পাবে তুমি মোর কাছে, জেনো।
এবে কি করিব? যাবো নগরেতে না কি—
দেখিতে কি আছে দর্শনীয়?

আণ্টনিও। কাল হবে
সে সকল। তার পূর্ব্বে বাসস্থান লাগি
করহ সন্ধান, ভালো।

সেবাষ্টিয়ান। নহি ক্লান্ত আমি—
সন্ধ্যার বিলম্ব আছে। নয়নেরে তৃপ্ত
করো দেখায়ে আমারে স্মৃতি-স্তম্ভ আর
প্রখ্যাত যত যা-কিছু—যাহার কারণে
এ দেশের এত খ্যাতি সমগ্র ভুবনে।

আণ্টনিও। ক্ষমা কর মোরে, রাজপথ ভ্রমণিতে
বিপদ আশঙ্কা করি। পূর্ব্বে আমি এক
সমুদ্র-সংগ্রামে কাউন্টের বিরোধিতা
করেছি সাধন; তাহার কারণে, ধৃত
যদি হই হেথা আমি, পাবো না নিষ্কৃতি।

সেবাষ্টিয়ান। বহু লোক-হত্যা বুঝি করেছো সাধন?

আণ্টনিও। রক্তের সম্পর্ক নাহি সে বিচ্যুতি-মাঝে।
কলহের বিশিষ্টতা এনেছিল তবু
বাদ-প্রতিবাদ আর বৃথা-রক্তপাত।
সে অবধি মোরা সব দিয়াছি ফিরায়ে
যাহা কিছু লয়েছিনু বাণিজ্যের তরে।
করিল এ কাজ অন্যে—আমি শুধু শির
নত করিলাম মোর। ভুঞ্জিব যাতনা,
যদি হেথা ধরা পড়ি।

সেবাষ্টিয়ান। ভ্রমিবে না তবে?

আণ্টনিও। সাজে না কো তাহা। তব কাছে
রাখো বন্ধু,
অর্থের পেটিকা মোর। পাবে উপযুক্ত
বাসস্থান দক্ষিণ-সহরে; আছে সেথা
চটী এক এলিফ্যাণ্ট নামে। আমি যাই
আহার্য্য-সন্ধানে! এবে নগর-দর্শনে
জ্ঞান-ক্ষুধা তব বন্ধু মিটাও তোমার।
সেথা তুমি পাইবে আমারে।

সেবাষ্টিয়ান। কেন আমি
অর্থের পেটিকা তব রাখি নিজ কাছে?

আণ্টনিও। নয়নে পড়িলে পরে সখের সামগ্রী
কিনিতে হইবে সাধ; তোমার ভাণ্ডারে
অর্থ যাহা আছে, সখ মিটাবার তরে
প্রচুর তা নয়।

সেবাষ্টিয়ান। হইব তোমার আমি পেটিকা-বাহক।
ঘটিকার তরে লই বিদায় এখন।

আণ্টনিও। মনে রেখো, এলিফ্যাণ্ট চটী।

সেবাষ্টিয়ান। মনে রবে।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

অলিভিয়ার উদ্যান

(অলিভিয়া ও মেরিয়ার প্রবেশ)

অলিভিয়া। আসিতে বলেছি তারে; বলেছে,
আসিব।
কি দিয়া তুষিব তারে? মূল্য বিনা নাহি
মিলে যৌবনের দান; ভিক্ষা আর ঋণ
মিলাতে না পারে তাহা। কথা আমি কহি
বড় উচ্চ রবে। কোথায় মালভোলিও?
গম্ভীর প্রকৃতি তার, অথচ বিনয়ী;
তার মত আজ্ঞাবহে প্রয়োজন মোর।

মেরিয়া। সে আসছে দিদিমণি! কিন্তু সে ভারী বেয়াড়া রকমের পোষাক পরেছে। বোধ হয়, তাকে ভূতে পেয়েছে।

অলিভিয়া। কেন, ব্যাপার কি? যা-তা বকছে না কি?

মেরিয়া। না, দিদিমণি, খালি হাসছে! আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। তার মাথায় নিশ্চয় কিছু গোল হয়েছে।

অলিভিয়া। কহ তারে আসিবারে আমার নিকটে।
বাতুলতা অধিকার করেছে আমায় ;
সুখ-দুঃখ-মাখা বুঝি ব্যাধি হয় কিছু!

(মালভোলিওর প্রবেশ)

কি খবর মালভোলিও?

মালভোলিও। সুধাময়ী দেবী! হাঃ হাঃ হাঃ!

অলিভিয়া। তুমি হাসচো? দুঃখে আমার মেজাজ বড্ড খারাপ। তোমায় ডেকে পাঠালেম—

মালভোলিও। দুঃখ! তুমি দুঃখ পেয়েছ! বিষাদিনী, আমিও দুঃখিত হবো। এই ফুলের মত করে গার্টার বাঁধার জন্য রক্ত-চলাচলে একটু বাধা ঘটছে। ঘটুক! তাতে যদি একজনের নয়নের তৃপ্তি হয়, আমার কাছে তাহলে সেই গানের কথা সত্য হবে, "একে যদি তৃপ্ত হয়, সবে তৃপ্ত তবে।"

অলিভিয়া। বলো কি! তোমার কি হয়েছে?

মালভোলিও। পায়ে আমার হলদে রং থাকলেও মনে এতটুকু কালি নেই! ঠিক-হাতেই সেটা পড়েছে। সুতরাং হুকুম তামিল করতে হবে। সেই মধুমাখা লেখা—সে লেখা আমি চিনি।

অলিভিয়া। তুমি শোবে, মালভোলিও?

মালভোলিও। শোবো?

অলিভিয়া। ভগবান তোমায় শান্তি দিন। তুমি এত হাসচো কেন? আর এত ঘন-ঘন নিজের হস্ত চুম্বনই বা করছো কেন?

মেরিয়া। এ কি এ মালভোলিও?

মালভোলিও। তোমার আদেশ! একটা পাখী ডাকলে আর-একটা পাখী তার জবাব দেয়।

মেরিয়া। এমন অদ্ভুত সাহস নিয়ে দিদিমণির সামনে তুমি এলে কি বলে?

মালভোলিও। "মহত্ত্ব দেখে ভয় পেয়ো না"—কি সুন্দর লেখা।

অলিভিয়া। কি বকছো, মালভোলিও?

মালভোলিও। "কেউ মহত্ত্ব নিয়ে জন্মায়—"

অলিভিয়া। এ্যাঁ!

মালভোলিও। "কেউ বা জন্মে মহত্ত্ব লাভ করে!"

অলিভিয়া। কি বলছো?

মালভোলিও। "আবার কারো উপরে বা মহত্ত্ব আরোপ করে' দেওয়া হয়"।

অলিভিয়া। ভগবান তোমায় নিরাময় করুন!

মালভোলিও। "মনে রেখো, কে তোমার হলদে রঙের মোজার প্রশংসা করেছে।"

অলিভিয়া। তোমার হলদে রঙের মোজা!

মালভোলিও। "কে তোমায় ফুলের মত করে' গার্টার বাঁধতে বলেছে।"

অলিভিয়া। গার্টার বাঁধা!

মালভোলিও। "মনে রেখো, তুমি চাও তোমার ভাগ্য তোমার করায়ত্ত করতে!"

অলিভিয়া। আমার ভাগ্য!

মালভোলিও। "না চাও, তুমি থাকবে অন্য পরিচারকদের মত—সেই সরকার!"

অলিভিয়া। এ দেখছি ভোর-গরমের বাতুলতা!

(পরিচারকের প্রবেশ)

পরিচারক। মা, কাউন্ট অর্শিনোর সেই ছোকরা ভদ্রলোকটি ফিরে এসেছেন। অনেক কষ্টে তাঁকে ফিরিয়ে এনেছি। তিনি অপেক্ষা করেছেন।

অলিভিয়া। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

[পরিচারকের প্রস্থান

মেরিয়া এটাকে একটু স্তাখ তো। পিতৃব্য কোথায়? লোকজনদের বল,—এধারে এর উপর একটু বিশেষ নজর রাখতে। একে প্রকৃতিস্থ করবার জন্য আমি আমার অর্দ্ধেক যৌতুক ব্যয় করতে দ্বিধা করবো না।

[অলিভিয়া ও মেরিয়ার প্রস্থান

মালভোলিও। ওঃ! এতক্ষণে আমায় বুঝতে পেরেছে। টোবি ছাড়া আবার অন্য কার উপর আমার অভ্যর্থনার ভার পড়বে? চিঠির সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য নিয়েই ওকে আমার কাছে পাঠাচ্ছে—আমি যেন তাকে দেখে কঠিন হই। চিঠিতেও আমাকে এই বলে উৎসাহ দিয়েছে—"তোমার খোলশ ত্যাগ করে' নবীন হও"। আর কি ভাবে তা করবো,—তাও

খুলে বলেছে—"আত্মীয়ের প্রতিকূলতাচরণ করবে, পরিচারকদের কাছে রূঢ় হবে ; ভাষায় তোমার মহত্ত্বের ঝঙ্কার থাকবে—ব্যবহারে থাকবে স্বাতন্ত্র্য" করতে হবে আমায় গোমড়া-মুখ, দেখাতে হবে সম্মান-সুলভ ভাব, ভাঙ্গতে হবে আমার জিভের আড়ষ্টতা, আর বজায় রাখতে হবে একটু মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক হাব-ভাব—এই সব। আমি ঠিক ধরেছি। ভগবানের খেলা! এ জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যাবার সময় বলে গেলেন—"এটাকে একটু দেখা-শুনা কর্।" "এটা!" মালভোলিও নয়! 'এটা' বললে,—সব মিলে যাচ্ছে। এক ফোঁটা গরমিল নেই। কোন বাধা নেই, কোথাও অসঙ্গল বা গোলমেলে কিছু নেই। কি বলতে চায়? আমি আর আমার আশার পরিণতি—এ দুয়ের মাঝে কোনো বাধা থাকতে পারে না। ভগবানের দান! আমি কে? তাঁকে ধন্যবাদ দিই।

(সার টোবি ও ফেবিয়ানের সহিত মেরিয়ার পুনঃপ্রবেশ)

সার টোবি। ভগবানের নাম নিয়ে বলো,—সে কোথায়? নরকের সমস্ত পিশাচ যদি এক রত্তি জায়গায় এসে জড়ো হয়ে ওর উপর ভর করে, তবু আমি তার সঙ্গে কথা কইবো।

ফেবিয়ান। এই যে,—এই যে,—তোমার কি হয়েছে হে?

মালভোলিও। ভাগো! তোমরা আলাপের যোগ্য নও। আমাকে একটু একা থাকতে দাও—নিরালায়। যাও, ভাগো।

মেরিয়া। ঐ ছাখো, ভূতে ওকে দিয়ে এই সব কথা বলাচ্ছে। আমি আপনাকে বললেম, সার টোবি, দিদিমণি বলেছেন যে আপনি ওর খবরদারি করবেন।

মালভোলিও। অ্যাঁ! বলেছে না কি?

সার টোবি। সরে যাও, সরে যাও। চুপ করো —দ। ওর সঙ্গে খুব শান্ত ব্যবহার করতে হবে। ওকে একলা থাকতে দাও। কেমন আছ—মালভোলিও? তোমার হয়েছে কি? ভূতের তোয়াক্কা করো না! মনে রেখো, ভূত হচ্ছে মানুষের শত্রু।

মালভোলিও। তুমি কি বলছো, জানো?

মেরিয়া। ঐ দেখুন, আপনি ভূতকে গাল দিলেন বলে মনে ও' ব্যথা পেয়েছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ওকে সত্যি সত্যি যেন ভূতে না পায়! দিদিমণি সহজে ওকে ছাড়তে পারবেন না।

মালভোলিও। কি খবর সহচরি?

মেরিয়া। ও-মা! কোথায় যাবো গো?

সার টোবি। নাও, থামো! ও-ভাবে হবে না। দেখচো না, তোমার কথায় ও বিচলিত হচ্ছে! ওকে একলা থাকতে দাও।

ফেবিয়ান। ভারী নরম ভারী মিহি গোছ! খুব হুঁশিয়ার! কড়া হওয়া নয়! পাজী—বেশী কড়াকড় চলবে না।

সার টোবি। ওহে লক্কা-পায়রা, বকম্-বকম করছো কেন?

মালভোলিও। মশায়!

সার টোবি। আয়—এদিকে আয়! শয়তানের সঙ্গে ডাণ্ডাগুলি খেলা ঠিক নয়। ফেলে ভূত-টাকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে নামা!

মেরিয়া। ওকে দিয়ে ভগবানের নাম বলান।

মালভোলিও। ভগবানের নাম? কি বলিস্ ছুঁড়ি?

মেরিয়া। না! ও দেখছি ধর্ম্ম-কথা শুনবে না।

মালভোলিও। যাও—আমার সামনে থেকে তোমরা যাও বলছি। তোমরা ভারী জঘন্য লোক! তোমাদের সঙ্গে আমি এক ধাতে গড়া নই। ক্রমশঃ সবই জানতে পারবে।

[প্রস্থান

সার টোবি। এত বড় স্পর্দ্ধা!

ফেবিয়ান। এ ব্যাপার যদি কোন ষ্টেজের অভি-নয়ে দেখতেম, তাহলেও সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করতেম না!

সার টোবি। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে আমাদের এ মিথ্যাটাকে ও আঁকড়ে ধরেছে!

মেরিয়া। চলুন, ওর সঙ্গে সঙ্গে যাই—নাহলে এ মিথ্যা প্রকাশ পেলে, সব ভেস্তে যাবে।

ফেবিয়ান। ওকে আমরা সত্যিকারের পাগল বানিয়ে তবে ছাড়বো।

মেরিয়া। তাহলে বাড়ীটাও ঠাণ্ডা হবে।

সার টোবি। চল, ওকে একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে ওর হাত-পা বেঁধে সেখানে ওকে ফেলে রাখি। ভাইঝী বেশ বুঝতে পেরেছে যে, ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাই করি, এসো—

তাতে আমাদের বেশ খানিকটা ফূর্ত্তি হবে—ওরও প্রায়শ্চিত্ত হবে। তারপর যখন আর ভালো লাগবে না, তখন ওকে দেবো ছেড়ে, আর তুমি আদালতের রায় পাবে এই বলে' যে পাগল ধরতে তুমি ওস্তাদ! ঐ ছাখো…

ফেবিয়ান। এ যেন দেখছি ছুটীর দিনের মজা!

(সার এণ্ড্রুর প্রবেশ)

সার এণ্ড্রু। এই নাও আহ্বান-পত্র, পড়ে দেখ। এতে ঝাল আর মিষ্টি—দুটো রসই আছে।

ফেবিয়ান। খুব রসালো না কি?

সার এণ্ড্রু। নিশ্চয়। পড়ে ছাখো।

সার টোবি। দাও (পাঠ) "যুবক, তুমি যেই হও, তুমি একজন পাজী নচ্ছার।"

ফেবিয়ান। বাঃ, বীরত্ব-ব্যঞ্জক!

সার টোবি। (পাঠ) "কেন তোমায় এ-কথা বললাম, ভেবে বিস্মিত হয়ো না বা মনে মনে স্তম্ভিত হয়ো না! আমি তোমায় কারণ বুঝিয়ে দেবো।"

ফেবিয়ান। বেশ চিঠি! বাঃ! আইনের ছোঁয়াচ লাগবে না!

সার টোবি। (পাঠ) "লেডি অলিভিয়ার কাছে তুমি আসছ, আর আমি দেখছি তিনি তোমাকে আদর-যত্ন করছেন। তবে সে জন্য তোমায় আহ্বান কচ্ছি না।"

ফেবিয়ান। বেশ! চমৎকার হয়েছে! খুব ছোট্ট! (জনান্তিকে) যদিও কোনো মানে নেই।

সার টোবি। (পাঠ) "তোমার বাড়ী যাবার পথে আমি থাকবো, পথে আমায় হত্যা করো।"

ফেবিয়ান। কেমন আইনের প্যাঁচ্ বাঁচিয়ে চলেছে! বাঃ!

সার টোবি। (পাঠ) "বিদায় তবে। আমাদের উভয়ের মধ্যে একজনের আত্মাকে ভগবান করুণা করুন। আমাকেও তিনি করুণা করতে পারেন, তবে আমার আশা আরো বেশী। নিজের দিকে লক্ষ্য রেখো। তোমার অভিরুচি-মতে তোমার বন্ধু অথবা চিরশত্রু—এণ্ড্রু এগুচীক্।" এ জিদ যদি তাকে নড়াতে পারে তো তার পা পারবে না। আমি তাকে এ চিঠি দেবো।

মেরিয়া। তার উপযুক্ত সময় হয়েছে। এখন দিদিমণির সঙ্গে কথা কইছেন, একটু পরেই চলে যাবেন।

সার টোবি। যাও সার এণ্ড্রু, বাগানের মধ্যে গিয়ে শেরিফের পেয়াদার মত তার দিকে একটু নজর রাখো। আর তাকে দেখলেই তলোয়ার খুলবে। আর তলোয়ার খোলার সঙ্গে সঙ্গে খুব ভয়ানক রকমের একটা শপথ করবে। এ রকম সময় আত্মম্ভরিতার সঙ্গে শপথ করায় বুকে বেশ খানিকটা জোর পাওয়া যায়।

সার এণ্ড্রু। আচ্ছা, সে কাজ আমি একলাই করবো।

[প্রস্থান

সার টোবি। চিঠিখানা এখন দেওয়া হবে না। ছোকরার আচার-ব্যবহারে মনে হয় বনেদী ঘরের ছেলে। ডিউক আর আমার ভাইঝীর মধ্যে সালিশি করায় সেটা আরও সমীচীন বলে মনে হয়। এ রকম একখানা বাজে-তাই চিঠি পেলে ছোকরা ভয় তো পাবেই না—মনে করবে, চিঠির লেখক একটা নিরেট গর্দ্দভ! তবে এ আহ্বান আমি তাকে মুখেই জানাবো। তাকে বুঝিয়ে দেবো যে, এগুচীক একজন দুর্জ্জয় বীর। এ-কথা শুনলে ছোকরার রাগ, বিরাগ, অস্থিরতা, অধৈর্য্য একেবারে টগবগ করে একসঙ্গে ফুটে উঠবে। তাতে দুজনের মনে এমন একটা আতঙ্ক জাগবে যে, কর্কেট্রিশ * সাপের মত দৃষ্টিপাত মাত্র দুজনে দুজনকে মেরে ফেলবে।

ফেবিয়ান। আপনার ভাইঝী আসছেন। একটু সরে দাঁড়াই আসুন! আগে ওঁদের ছাড়াছাড়ি হোক—তারপর আমরা ছোকরার পাছু নেবো।

[সার টোবি, ফেবিয়ান ও মেরিয়ার প্রস্থান

(ভায়োলার সহিত অলিভিয়ার পুনঃপ্রবেশ)

অলিভিয়া। পাষাণ হৃদয়ে তব কয়েছি অনেক;
করিয়াছি আপনারে অতীব সুলভ।
নারীত্বের গর্ব্ব এবে দেখিছে আমায়;
এতই প্রবল প্রেম, বাধা মানিছে না।

ভায়োলা। ব্যর্থ প্রেম তব কাছে যত-বা গভীর,
তত সুগভীর জেনো হৃদয়ের গ্লানি
প্রভুর আমার।

* Cockatrice [...] এক প্রকার পৌরাণিক সর্প। ইহাদের কেহ কেহ ...silsk ও বলেন। ইহাদের চোখের দৃষ্টিতেই জীবের প্রাণ ...শ হয়, এইরূপ জনশ্রুতি।

অলিভিয়া। লহ এই চিত্র মম—
মণি সম অঙ্গে তব করিয়ো ধারণ।
দিয়ো না ফিরায়ে। বিরক্ত করিতে তোমা
নাহিক রসনা। সম্মান অটুট রাখি
সব দিতে পারি তোমা, যাহা তুমি চাহো।

ভায়োলা। চাহি ভিক্ষা তব প্রেম প্রভুর লাগিয়া।

অলিভিয়া। তোমারে দিয়াছি প্রেম : কোন্ মুখে পুনঃ
সে প্রেম আবার দিব প্রভুরে তোমার ?

ভায়োলা। তব প্রেম কাঁর প্রত্যাখ্যান।

অলিভিয়া। বারেকের
তরে পুনঃ কাল এসো। বড় দুষ্ট তুমি ;
আত্মায় আমার পারো নিরয়ে লইতে।

[প্রস্থান

(সার টোবি ও ফেবিয়ানের পুনঃপ্রবেশ)

সার টোবি। এই যে মশায়, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

ভায়োলা। আমিও সেই ইচ্ছা জ্ঞাপন করি।

সার টোবি। আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করো। তোমার কি অপরাধ, তা আমি জানি না ; তবে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হিংসা-বিষে জর্জ্জরিত হয়ে ভীষণ শীকারীর মত বাগানের কোণে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। খোলো তোমার তলোয়ার—খোলো, আত্মরক্ষায় প্রয়াসী হও। কারণ তোমায় যে আক্রমণ করবে, তার গতি খুব ক্ষিপ্র। সে যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি ওস্তাদ !

ভায়োলা। ভুল করছেন, মশায়। কোন লোকের সঙ্গে আমার বিবাদ নাই। স্মৃতি আমার প্রখর, আমি কখনও কারো কোনো অনিষ্ট করি নি।

সার টোবি। কিন্তু দেখবে অন্য রকম। জীবনে যদি মায়া থাকে, সাবধান হও। কারণ যৌবন, শক্তি, নৈপুণ্য আর ক্রোধ মানুষকে যা' কিছু দিতে পারে—তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর তা' সব আছে।

ভায়োলা। তিনি কি করেন ?

সার টোবি। তিনি ? তিনি বীর—লড়ায়ে নন্,—খেতাবী ; কিন্তু ঘরোয়া-বিবাদে একেবারে শয়তান। তিনটী দেহ-পিঞ্জর থেকে আত্মাপাখী-দের তিনি বিমুক্ত করেছেন। তাঁর রাগ এত বেশী যে, মৃত্যু-যাতনা আর চির-সমাধি ছাড়া সে-রাগের নিবৃত্তি হয় না। হয় মরো, না হয় মারো—এই তাঁর মূল-মন্ত্র !

ভায়োলা। দেখছি, আমায় আবার বাড়ীর মধ্যে গিয়ে লোক-জন সঙ্গে করে' আনতে হবে। আমি যোদ্ধা নই। কতকগুলো লোক আছে, শুনেছি, যারা গায়ে পড়ে' ঝগড়া করে—নিজেদের দেহের শক্তি পরীক্ষা করবার জন্য। ইনি বোধ হয় সেই ধরণের মানুষ ?

সার টোবি। তা' নয় মশায়। যথেষ্ট কারণ ছাড়া এঁর ক্রোধ হয় না। সুতরাং অগ্রসর হও, আর তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করো,—বাড়ীর ভিতরে যাওয়া আর হবে না। আমার সঙ্গে নিরাপদে চলো—তাকে জবাব দাও। হও, অগ্রসর হও, তলোয়ার খোলো। কিছু তোমাকে করতেই হবে—না হয় শপথ করো, জীবনে কখনও আর অস্ত্র ধারণ করবে না।

ভায়োলা। এ তো ভারী অভদ্র আর অস্বাভাবিক ব্যবহার দেখছি। আচ্ছা, আমার একটি প্রার্থনা আছে। দয়া করে জেনে আসুন, তাঁর কাছে আমি কি অপরাধ করেছি। হয়তো বা অনিচ্ছাকৃত কোনো অপরাধ করেছি।

সার টোবি। আচ্ছা, যাচ্ছি। শিনর্ ফেবিয়ান, যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি, তুমি এঁর কাছে থাকো।

[প্রস্থান

ভায়োলা। আপনি এ ব্যাপারের কিছু জানেন ?

ফেবিয়ান। এইটুকু জানি যে, তিনি একটা হেস্তনেস্ত করবার জন্য আপনার উপরে একেবারে মারাত্মক রকম রেগে আছেন। এ ছাড়া আর কিছু আমি জানি না।

ভায়োলা। তিনি কি ধরণের লোক ?

ফেবিয়ান। চেহারা দেখলেই বুঝবেন, ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক। তবে তাঁর মত রণদক্ষ, রক্ত-প্রিয় প্রতিদ্বন্দ্বী সারা ইলিরিয়ায় জুটি আর আপনি খুঁজে পাবেন না! চলুন না, এগিয়ে যাই—দেখি, যদি আপনার সঙ্গে সন্ধি করিয়ে দিতে পারি।

ভায়োলা। তা' যদি পারেন, আমি আপনার কাছে বাধিত থাকবো।—আমি যে-ধাতের লোক, তাতে আমার উচিত যোদ্ধার কাছে না গিয়ে পুরোহিতের কাছে যাওয়া। আমার সাহস নেই—লোকে এ-কথা জানলেও আমি তাতে ক্ষতি বোধ করবো না।

[প্রস্থান

(সার এণ্ড্রুর সহিত সার টোবির পুনঃপ্রবেশ)

সার টোবি। আরে এসো,—দেখচো না—ও একেবারে শয়তানের ধাড়ী! ও-রকম বদমেজাজী লোক আমি কখনও দেখিনি। আমার সঙ্গে এক হাত তলোয়ার খেলা হলো, এমন একটা চাল দেখিয়ে দিলে, যে প্রায় অক্কা পাবার সামিল!—জবাবে তোমায় এমন ধাক্কা দেবে যে, যে-জমীতে পা দিয়ে চল্‌ছ, সেইখানেই তুমি হুমড়ি খেয়ে পড়বে। লোকে বলে, নাকি পারস্যের শা'কে ও তলোয়ার খেলা শেখাতো।

সার এণ্ড্রু। থাক্‌, ওর সঙ্গে আর বিবাদ করে' কাজ নেই।

সার টোবি। ও কিছুতেই শান্ত হতে চায় না। ফেবিয়ান ওকে ধরে রাখতে পাচ্ছে না।

সার এণ্ড। আরে খেলে যা। আমি যদি জানতেম যে, তলোয়ার খেলায় এমন ওস্তাদ, তা হলে কি ওকে আহ্বান করে মরতে যাই? যাক—গণ্ডগোল থামিয়ে দাও। আমি আমার ধূসর রংএর সেই ক্যাপলেট ঘোড়া— সই ঘোড়াটা ওকে দান কর্‌ছি।

সার টোবি। দেখি, যাই। তুমি এখানে অপেক্ষা করো। বাইরেও অন্ততঃ একটু আস্ফালন দেখাও। যাতে রক্তপাত না হয়, তাই করতে হবে। (জনান্তিকে) তোমার মুখে যেমন লাগাম লাগিয়েছি—তোমার ঘোড়াব মুখেও তেম্‌নি লাগাম লাগাবো।

(ফেবিয়ান ও ভায়োলার পুনঃপ্রবেশ)

(ফেবিয়ানের প্রতি) এ বিবাদ মেটাবার জন্য ও ঘোড়া দিতে প্রস্তুত। ওকে বুঝিয়ে দিয়েছি, ছোঁড়া পাকা শয়তান!

ফেবিয়ান। এ ধারে এত ভয় পেয়েছে যে, হাফাতে সুরু করেছে—আর মুখ গেছে শুকিয়ে। ওকে যেন পিছন থেকে ভাল্লুকে তাড়া করেছে! তেমনি ভাব।

সার টোবি। (ভায়োলার প্রতি) কোন উপায় নেই, মশায়। যখন বলেছে, তখন তোমার সঙ্গে লড়বেই। বিবাদের পূর্ব্বে ভাবা উচিত ছিল। এখন নিরুপায়, অন্ততঃ কথা রাখার জন্যও লড়তে হবে। তবে ও বলেছে, তোমায় আঘাত করবে না।

ভায়োলা। ভগবান রক্ষা করুন! আর একটু হলেই ওদের আমি বলে' ফেল্‌বো, কেন আমার ভাব পুরুষের মত নয়!

ফেবিয়ান। যদি ওকে ভয়ঙ্কর মনে করো তো হার মানো।

সার টোবি। এসো সার এণ্ড—না, উপায় নেই। ভদ্রলোককে নিজের রীতের খাতিরে তোমার সঙ্গে এক হাত খেল্‌তেই হবে। দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিয়ম—করতেই হবে। তবে উনি স্বীকার করেছেন, ভদ্রলোক আর বীর-হিসাবে উনি তোমায় আঘাত করবেন না। এস, এগিয়ে এস।

সার এণ্ড্রু। ভগবান করুন, এ কথা যেন সে রাখে!

(তরবারি উন্মোচন)

ভায়োলা। আমি বল্‌ছি—যা বল্‌ছি, সম্পূর্ণ আমার মতের বিরুদ্ধে।

(তরবারি উন্মোচন)

(আণ্টনিওর প্রবেশ)

আণ্টনিও। তরবারি তব এবে কর সম্বরণ,
ভদ্র যুবা অপরাধী যদি তব পাশে।
ক্ষম মোরে! তবু যদি করহ আঘাত,
দিব তার শাস্তি সমুচিত।

সার টোবি। তুমি কে গো মহাশয়?

আণ্টনিও। আমি সেই জন,—স্নেহ লাগি পারে যে সাধিতে, মুখে যে-কথা সে বলে।

সার টোবি। হও যদি শব-দাহ-কারী, তব তরে আছি আমি।

(অসি নিষ্কাশন)

ফেবিয়ান। শান্ত হও সার টোবি এবে, আসিছে প্রহরী।

সার টোবি। (আণ্টনিওর প্রতি)
মিলিব তোমার সাথে।
রহ ক্ষণকাল।

ভায়োলা। (সার এণ্ড র প্রতি) কর অসি সম্বরণ।

সার এণ্ড্রু। নিশ্চয় মশায়। এর জন্য আমার কথা যা', কাজও তাই। ও তোমাকে নিয়ে যাবে—ও বেশ শিক্ষিত।

১ম প্রহরী। এই সেই লোক। ওকে ধরো।

২য় প্রহরী। অর্সিনোর নামে আণ্টনিও, করি আমি তোমারে গ্রেফতার।

আণ্টনিও। ভ্রান্তি-বশে ধরিছ আমারে।

প্রথম প্রহরী। নহে ভ্রান্তি।

চিনি আমি তোমা ; যদিও না শোভে শিরে
নাবিকের টুপি। লয়ে যাও ত্বরা করি ;
জ্ঞাত আছি,—ভালোরূপে জানি আমি ওরে।

আণ্টনিও। চল তবে।
(ভায়োলার প্রতি) তব অন্বেষণে আসি এই
হলো মোর ! আত্মরক্ষা করিব নিশ্চয়।
প্রয়োজন-বশে আমি চাহিতেছি এবে
অর্থের পেটিকা মোর। দাও তাহা মোরে।
হইয়াছি ধৃত—তাহে কোন দুঃখ নাই ;
দুঃখ শুধু, অসমর্থ তব উপকার
করিতে সাধন। কেন বিস্ময়ের দৃষ্টি ?
শান্ত হও বন্ধু !

২য় প্রহরী। আসুন চলিয়া তবে।

আণ্টনিও। সেই অর্থ হতে কিছু অর্থ দাও মোরে।

ভায়োলা। প্রলাপ কি বকিতেছ অর্থ-অর্থ করি ?
অনুগ্রহ দেখাইয়া মোরে এই স্থানে
পড়েছ বিপদে পুনঃ ; সে কারণে দিব
তোমারে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় হইতে।
অধিক নাহিক মোর ; যাহা আছে, তার
কিঞ্চিৎ তোমারে দিব। লহ এই অর্দ্ধ
অর্থ মোর।

আণ্টনিও। দিতে নাহি পারিবে আমারে ?
প্রয়োজন নাহি দেখি—করিবারে তোমা
দীন অনুরোধ—তব তরে যাহা করিয়াছি !
করিয়ো না হীন মোরে ; তা হলে আমারে
হীন মানবের মত হবে প্রকাশিতে
যত-কিছু উপকার করেছি তোমার।

ভায়োলা। নাহি হেন উপকার আমার স্মরণে !
আকারে স্বরেতে তব—হয় নাই মোর
পরিচয় কভু। মনে জানি, মানবের
মাঝে অকৃতজ্ঞ-জন যত হীন হয়,
নহে তত হীন, মিথ্যা আর প্রগল্‌ভতা,
অথবা মত্ততা, অথবা পাপের চিহ্ন
ক্ষীণ রুধিরেরে যাহা করয়ে দূষিত।

আণ্টনিও। হায় ভগবান !

২য় প্রহরী। চলুন এবার তবে।

আণ্টনিও। রহ ক্ষণকাল, আর দুটো কথা বলি।
মৃত্যুর কবল হতে এই যুবকেরে
রক্ষা করিয়াছি—স্নেহে বাঁচায়েছি এরে।
আকৃতি দেখিয়া এর ভেবেছিনু আমি
অতি সুমহৎ,—করেছি ইহারে পূজা।

১ম প্রহরী। আমাদের কিবা তায় ? বৃথা বিলম্বের
প্রয়োজন নাহি ! চল, ত্বরা করি এবে।

আণ্টনিও। জঘন্য পুত্তলি হলো দেবতা আমার !
সেবাষ্টিয়ান, লজ্জায় ঢাকিবে মুখ
জেনো সুন্দর আকার তব তরে। দেহে
কভু দোষ নাহি পশে, মন হয় কত
দোষের আকর ! অকরুণ, অসুন্দর
বলিব এবার। সদ্‌গুণ সৌন্দর্য্য শুধু।
সৌন্দর্য্য-বিলোপে হয় সে শূন্য আধার,
অঙ্কিত করেছে যাতে বহু চিত্রাবলী।

১ম প্রহরী। বাতুল হইল নাকি ? লয়ে যাও এরে।
এস, এস।

আণ্টনিও। লয়ে চলো ত্বরা করি মোরে।

ভায়োলা। বলিল সকলি যেন হৃদয়-আবেগে !
মনে হয়, সত্য কথা ! বিশ্বাসের যোগ্য !
কল্পনা, ইহারে আজি করহ প্রমাণ
সত্য বলি। ভ্রাতা বলি মনে লাগে যেন !

সার টোবি। চল, বীর, চল ফেবিয়ান বিজ্ঞের মতন
চল—দু একটা প্রবাদ আওড়াইগে।

ভায়োলা। ডাকিল সেবাষ্টিয়ান মোর নাম লয়ে !
দর্পণেতে হেরি প্রতিদিন, ভ্রাতা মোর আছয়ে
জীবিত। মোর মত ছিল মোর ভ্রাতার আকৃতি।
ভ্রাতা সম পরিচ্ছদে রেখেছি ভূষিত মোরে।
যদি সত্য হয় ? ঝটিকারে দেবো কত আশীর্ব্বাদ !
প্রীতিময় হবে তবে লবণ-সলিল।

[প্রস্থান

সার টোবি। ছোকরা ভারী জোচ্চোর ! স্বভাবে
খরগোসের চেয়ে ভীরু। জোচ্চোর যে, তা তো
বুঝতেই পারলে—বন্ধুকে বিপদে সাহায্য করলো
না ! আর ভীরুতার কথা ফেবিয়ানকে জিজ্ঞাসা
করো।

ফেবিয়ান। ভীরু বলে ভীরু ! তার উপরে আবার
ধর্ম্ম-ভাব দেখানো আছে।

সার এণ্ড। তবে রে, দাঁড়াও, ওকে আমি আজ
মারবোই।

সার টোবি। যাও, খুব কষে ঘুসি মারো—তলোয়ার
খুলো না।

সার এণ্ড। যদি নাই খুলি ?

[প্রস্থান

ফেবিয়ান। চলুন, ব্যাপারখানা দেখা যাক্।

সার টোবি। আমি টাকা বাজী রাখতে পারি—
কিছুই হবে না। দেখে নিয়ে।

[প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অলিভিয়ার গৃহের সম্মুখ

(সেবাষ্টিয়ান ও বিদূষক)

বিদূষক। আপনি বলতে চান, আপনাকে ডাক্‌বার জন্য আমায় পাঠান নি ?

সেবাষ্টিয়ান। আরে যাও, একটা বোকা বিদূষক কোথাকারের ! সরে যাও সামনে থেকে।

বিদূষক। খুব চালাচ্ছেন যোদ্ধা। আমি যেন আপনাকে চিনি না—আমাদের কর্ত্রী ঠাকরুণ যেন আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য আপনাকে ডেকে পাঠাননি! আপনার নাম সিজারিও নয়! আর এটা আমার নাক নয়! সব বাজে ভুয়ো—বটে !

সেবাষ্টিয়ান। দয়া করে অন্যত্র গিয়ে ভাঁড়ামি করো বাপু! আমায় তুমি চেনো না।

বিদূষক। 'ভাঁড়ামি করো"—কোন্ বড়লোকের কাছে কথাটা শুনেছিলে? আজ বিদূষকের উপর চালিয়ে দিলে। ভাঁড়ামি করো! দুনিয়াটা দেখছি ন্যাকামিতে ভরে যাবে। দয়া করে' এখন অপরিচিতের ভঙ্গী ত্যাগ করে বলুন—কর্ত্রীর কাছে গিয়ে আমি কি জবাব দেবো? আপনি আসছেন, এ কথা তাঁকে বলতে পারি গিয়ে ?

সেবাষ্টিয়ান। ভাবী তো নির্ব্বোধ—অবুঝ! সরে পড়ো। কিছু আশা করে থাকো তো, এই নাও—আর বেশীক্ষণ যদি অপেক্ষা করো, তা হলে উত্তম-মধ্যম দেবো।

বিদূষক। আপনার হাত খুব দরাজ দেখছি। বুদ্ধিমান লোক—বিদূষককে টাকা দিয়ে চৌদ্দ বৎসরের মেয়াদে সুনাম কেনে।

(সার এণ্ড্রু, সার টোবি ও ফেবিয়ানের প্রবেশ)

সার এণ্ড। এই যে পেয়েছি—এবার কোথায় যাবে? (আঘাত)

সেবাষ্টিয়ান। বটে, এস! আসবে আর? (সার এণ্ড্রুকে প্রহার) লোকগুলো ক্ষেপেছে না কি ?

সার টোবি। থামুন মশায়—না হলে আপনার ছুরিখানি কেড়ে নিয়ে বাড়ীর ওধারে ফেলে দেবো।

বিদূষক। যাই, গিয়ে সিধে কর্ত্রীকে সংবাদ দিই। আমি বাবা, পয়সা পেলেও এসব ব্যাপারে যাচ্ছি না।

[প্রস্থান

সার টোবি। নিন্ মশায়, ধরুন।

সার এণ্ড্রু। না, ওকে ছেড়ে দাও—ওকে অন্য রকমেই আমি জব্দ করে দিচ্ছি। ইলিরিয়ায় যদি আইন থাকে তো ওর নামে আদালতে মারপিটের নালিশ করবো। ওকে আমি প্রথমে প্রহার করেছি বটে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না।

সেবাষ্টিয়ান। যাও, ছেড়ে দিলেম।

সার টোবি। আমি কিন্তু তোমায় ছাড়ছি না! এস নবীন যোদ্ধা—তলোয়ার ধরো। এখন রক্তের স্বাদ পেয়েছ তো—এসো।

সেবাষ্টিয়ান। এই আমি মুক্ত। (নিজেকে মুক্ত করিল) কি তুমি করিবে এবে?
সমরে বাসনা যদি, খোল তরবারি।

(তরবারি উন্মোচন)

সার টোবি। আরে, আরে—দাঁড়াও তোমার শরীর থেকে দু' এক কাঁচ্চা গাঢ়া তরল রক্ত দিচ্ছি ঝরিয়ে! (তরবারি উন্মোচন)

(অলিভিয়ার প্রবেশ)

অলিভিয়া। অনুজ্ঞা করিনু তোমা—স্থির হও
টোবি।

সার টোবি। মা লক্ষ্মী!

অলিভিয়া। এখনো কি প্রচলিত রবে ঘৃণ্য প্রথা?
অকৃতজ্ঞ জীব, সভ্যতা অভাব যথা,
তথায় সম্ভবে ইহা, পর্ব্বতে অথবা
বন্য মানবের কাছে প্রিয় সিজারিও,
ক্রোধ কর সম্বরণ। যাও সবে এবে।

[সার টোবি, সার এণ্ড ও ফেবিয়ানের প্রস্থান

বন্ধু মোর! বুদ্ধি তব, নহে তব ক্রোধ,
সান্ত্বনা তোমারে দিবে। নহে শোভনীয়
এই আক্রমণ কভু। এস মম গৃহে;
কহিব তোমারে তথা কত-শত আছে
এই দুষ্টের খেয়াল। হাসিতে ভাসিবে
তবে। দিয়ো না কো কোন বাধা। চল ত্বরা।
ক্ষম তার অপরাধ; আনিয়া আমারে
তব কাছে সেই দিন মিলাইয়া আজি।

সেবাষ্টিয়ান। এ কি সুধা! কোথা হ'তে
এই স্রোত বহে?
বাতুল হয়েছি না কি! অথবা স্বপন!

রাখ মোরে তব স্বপ্নে আচ্ছন্ন করিয়া !
এ যদি স্বপন—যেন স্বপনেই রহি !

অলিভিয়া। চল, পালিতে হইবে আদেশ আমার।

সেবাষ্টিয়ান। তাই হবে।

অলিভিয়া। তাই বলো, তাই হোক এবে।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

অলিভিয়ার গৃহ

(মেরিয়া ও বিদূষকের প্রবেশ)

মেরিয়া। নাও, এই আলখাল্লাটা গায়ে জড়িয়ে নাও—আর এই দাড়িটা মুখে আঁটো। তুমি তাকে বুঝিয়ে দেবে, তুমি যেন সার টোপাস্—পুরোহিত। নাও, চট্ করে' পরে ফ্যালো—এর মধ্যে সার টোবিকে আমি গিয়ে ডেকে আনছি। [প্রস্থান

বিদূষক। আচ্ছা, পরা যাক। এর দ্বারা নিজেকে বঞ্চিত করবো। আমিই বোধ হয় সব-আগে এ আলখাল্লা পরে' ঠকিয়ে বেড়ালেম। আমি লম্বা নই যে ও-কাজ আমার সাজবে! রোগা নই যে আমায় দেখে লোকে সত্যি পুরোহিত বলবে। তবে ভালো লোক আর অতিথি-বৎসল বলা যা', চিন্তাশীল মহাপণ্ডিত বলাও তাই! ঐ যে খেলোয়াড়রা আসছেন।

(সার টোবি ও মেরিয়ার প্রবেশ)

সার টোবি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, পুরোহিত ঠাকুর।

বিদূষক। কল্যাণমস্তু। প্রেগের খুড়ো সন্ন্যাসী—তার সঙ্গে কালী-কলমের সম্পর্ক ছিল না—একবার রাজা গর্ডোবকের ভাগনীকে রহস্য করে বলেছিলেন, "যা আছে, তা আছেই"—তেমনি আমিও বলছি যে, আমি পুরোহিত হয়ে পুরোহিতই হয়েছি। কারণ তথা···তা এই—আর ও যা, তা ওই বটে।

সার টোবি। ওকে বলুন সার টোপাস।

বিদূষক। আমি বলছি, শোনো—এই কয়েদ-ঘরে শান্তি আসুক।

সার টোবি। পাজীটা খাশা ভাণ করছে তো!

মালভোলিও। (ভিতর হইতে) কে কথা কয়?

বিদূষক। ধর্ম্মযাজক সার টোপাস! তিনি এসেছেন পাগল মালভোলিওকে দেখতে।

মালভোলিও। সার টোপাস! সার টোপাস! ও! আমাদের কর্ত্রীকে একবার খবর দিন।

বিদূষক। বেরোও এখান থেকে পাজী-পিশাচ—কেন লোকটিকে তুমি এমন ভাবে জ্বালাতন করচো? স্ত্রীলোক ছাড়া কি তোমার আর অন্য কথা নেই?

সার টোবি। বেশ বলেছেন পুরুত-ঠাকুর।

মালভোলিও। সার টোপাস, কোন মানুষের উপর কখনও এত অত্যাচার হয় নি! সার টোপাস, আমাকে পাগল ভাববেন না—ওরা আমাকে এই অন্ধকারে ফেলে গিয়েছে।

বিদূষক। বেরো পাজী শয়তান! আমি খুব মোলায়েম ভাষায় তোকে ডাকছি। কারণ আমার স্বভাব এত নরম যে, পিশাচকেও আমি মোলায়েম কথা বলি কি বললে তুমি—ঘরটা অন্ধকার?

মালভোলিও। নরকের মত অন্ধকার, সার টোপাস।

বিদূষক। সে কি! কোণে কোণে জানালা রয়েছে! উত্তর-দক্ষিণে আঁকা ছবি আবলুশ-কাঠের মত ঝকঝক করছে! তবু বলচো—অন্ধকার?

মালভোলিও। সার টোপাস—আমি পাগল হইনি, সত্যি, এ ঘরে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

বিদূষক। পাগল! ভুল বকচো। আমি বলছি যে, মূর্খতা ছাড়া অন্য অন্ধকার নাই। মিশরবাসীদের যেমন কুয়াশায় মাথা ঘুরে যায়—মূর্খতাতে তোমার মাথা তেমনি গুলিয়ে গেছে

মালভোলিও। আমি বলছি, মূর্খতা যদি নরকের মত অন্ধকার হয়—তা হলে এ ঘর সেই মূর্খতার মত অন্ধকার। আমি বলছি যে, মানুষের উপর এত অন্যায় কখনো হয়নি। আমি পাগল নই। আমাকে যে-কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।

বিদূষক। বুনো হাঁসের সম্বন্ধে পিথাগোরাসের অভিমত কি?

মালভোলিও। আমাদের দিদিমায়ের দল মারা গেলে তাঁদের আত্মায় ভর করে।

বিদূষক। এ সম্বন্ধে তোমার অভিমত?

মালভোলিও। আত্মার সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব ভালো—আমি ও-মতের সমর্থন করি না।

বিদূষক। আচ্ছা, তাহলে বিদায়। এখন অন্ধকারেই ও থাকুক। পিথাগোরাসের সঙ্গে এক-মত হলে বুঝবো, তুমি পাগল নও! দিদিমার আত্মা

স্থানান্তরে যাবে বলে' বুনো হাঁস মারতে ভয় পাও! আসি তবে।

মালভোলিও। সার টোপাস্! সার টোপাস!

সার টোবি। ও আমার মনোমোহন সার টোপাস!

বিদূষক। আরে, আমি গোল-আলু—সব তরকারি-তেই মানিয়ে যাই!

মেরিয়া। দাড়ী আর আলখাল্লা না হলেও তোমার চলতো—তোমাকে দেখতে পায় নি।

সার টোবি। এবার নিজের গলা নিয়ে ওর সঙ্গে কথা কয়ে এস। ওর কেমন লাগছে, একবার জানতে চাই। এ সব হাঙ্গাম চুকলে বাঁচি। ওকে এখন ভালো রকমে বার করে' আনতে পারলে তবেই নিস্কৃতি। আমার ভাই-ঝী ওর উপর এমন চটে আছে যে, এ-কথা বলবার আর সাহস নেই। এর পরে আমার ঘরে এস!

[সার টোবি ও মেরিয়ার প্রস্থান

বিদূষক। (গান গাহিল)

"ওরে রবিন্ স্ফূর্তি মারিস!
প্রিয়ার খবর আন্ দেখি।"

মালভোলিও। বিদূষক!

বিদূষক। "চুলোয় সে যাক খবর তারি
নয়কো করুণ আর আঁখি।"

মালভোলিও। বিদূষক!

বিদূষক। "কেমন করে' এমন হলো?—
সেই কথাটি খুলে বলো।"

মালভোলিও। ওহে বিদূষক!

বিদূষক। "পরের সাথে প্রিয়ার তোমার
মনে-মনে মাখামাখি!"

কে ডাকে?

মালভোলিও। আমার কাছে যদি ভালো বখশিসের প্রত্যাশা রাখো, আমায় একটা আলো, একটা কলম, একটু কালী আর কিছু কাগজ এনে দাও। আমি ভদ্রলোক—সারা জীবন এর জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

বিদূষক। কে? মালভোলিও?

মালভোলিও। হাঁ বিদূষক, আমি।

বিদূষক। হায়, হায়! তোমার পঞ্চেন্দ্রিয় হারালে কি করে?

মালভোলিও। বিদূষক, মানুষের উপর কখনও এমন অত্যাচার হয় না। তোমার মত আমারও মাথা ঠিক আছে।

বিদূষক। আমার মত? একটা সামান্য বিদূষকের বুদ্ধির মত যদি তোমার বুদ্ধি হয়—তা হলে লোকে তোমাকে পাগল বলবেই তো!

মালভোলিও। লোকে যেমন ভাঁড়ারে জিনিষপত্র রাখে, ওরা তেমনি আমাকে এই ঘরে আটকে রেখেছে। অন্ধকারের মধ্যে গাধারা আমার কাছে পুরুত পাঠাচ্ছে! আর এমন সব কাণ্ড করছে—যাতে আমি সত্যি-সত্যি পাগল হতে বসেছি!

বিদূষক। সাবধানে কথা কয়ো, পুরুত ঠাকুর এখনো এখানে রয়েছেন।—মালভোলিও, মালভোলিও, পরমেশ্বর তোমার এ-বাতুলতা নিরাময় করে দিন। ঘুমোবার চেষ্টা করো। বাজে কথা কয়ো না আর।

মালভোলিও। সার টোপাস!

বিদূষক। বৎস, ওঁর সঙ্গে তুমি কথা কয়ো না। না প্রভু, আমি কথা কবো না। ভগবান আপনাকে শান্তি দেবেন, সার টোপাস—শান্তি! শান্তি শান্তি দাও, প্রভু!

মালভোলিও। বিদূষক—বিদূষক!

বিদূষক। ধৈর্য্য ধর। কি বলতে চাও? তোমার সঙ্গে কথা কবার জন্য আমি বকুনি খেয়েছি।

মালভোলিও। লক্ষ্মী বিদূষক, একটা আলো আর কিছু কাগজ আমাকে দাও। ইলিরিয়ার অন্য পাঁচজন লোকের মত আমার মাথা ভালোই আছে।

বিদূষক। ভালো থাকলেই ভালো!

মালভোলিও। লক্ষ্মী বিদূষক, একটু কালী, কিছু কাগজ আর একটি আলো। যা লিখে দেবো—তা নিয়ে তুমি কর্ত্রীর কাছে যাও। সাধারণের চিঠি নিয়ে যাবার চেয়ে তুমি ঢের বেশী উপকার পাবে।

বিদূষক। আচ্ছা, এনে দিচ্ছি। সত্যি বলো, তুমি পাগল নও? না, ভাণ করছ?

মালভোলিও। বিশ্বাস করো—আমি পাগল নই—সত্যি বলছি।

বিদূষক। পাগলের মাথা না দেখলে আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আচ্ছা, তোমায় কালী-কাগজ আর আলো এনে দিচ্ছি।

মালভোলিও। বিদূষক, এর জন্য আমি তোমাকে কি রকম পুরস্কার দেবো, দেখো—আচ্ছা, এস।

বিদূষক। (গান)

চলিনু চলিনু এবার,
ফিরব এখনি আবার।

পাপ-বুড়ো মত* করিব নিহত
পিশাচ বংশ দেদার ॥
কাঠের ছুরিকা হাতে লয়ে
দ্বেষ ক্রোধ আর হাঃ হাঃ হাঃ করে
বাতুল বালক খশাও পালক—
কহিব পিশাচে সেবার ॥

তৃতীয় দৃশ্য

অলিভিয়ার উদ্যান

(সেবাষ্টিয়ানের প্রবেশ)

সেবাষ্টিয়ান। এই তো বাতাস! সূর্য্যের কিরণ এই!
এই মুক্তা সে দিয়াছে মোরে উপহার!
অনুভব করিতেছি আমি—নয়নেতে সব
হয় প্রতিভাত। বিস্ময়েতে অভিভূত
আমি, নহিক বাতুল। আণ্টনিও বন্ধু,
কোথা এবে? এলিফ্যাণ্ট-চটী অন্বেষিয়া
আসিনু ফিরিয়া আমি; নাহিক সেথায়।
কিছু পূর্ব্বে ছিল সেথা, পাইনু সংবাদ;
মোর অন্বেষণ লাগি সহরেতে একা
করেছে গমন। উপদেশ তার এবে
হলো স্বর্ণ-প্রসূ। মন মোর বুদ্ধি সাথে
করিছে বিরোধ! হতে পারে ভ্রান্তি ইহা,
নহে বাতুলতা। এরূপ ঘটনা আর,
সৌভাগ্য-উদয়-পূর্ব্বে সংঘটিত কভু
হয় নাই। নয়নেরে অবিশ্বাস আমি
করিতে প্রস্তুত; বিবেকের সাথে আমি
করেছি কলহ। কহিছে সে বারে-বারে—
বাতুল নহকো তুমি। অন্যে কর কিছু
বিশ্বাস-স্থাপন। তুমি হতে পারে নারী
বিকল প্রজ্ঞায়। বিশ্বাসের প্রতিকূল
নহে তাহা; করিছে সে হাসি-মুখে নিজ
গৃহ-কাজ, ভৃত্যবর্গে করিছে আদেশ,
এমন নিপুণভাবে করিছে আপন
কার্য্য—মনে হয়, আছে তার বিবেচনা,
আছে বুদ্ধি, আছয়ে প্রভূত শক্তি
সুশৃঙ্খলে সর্ব্ব কর্ম্ম করিতে সাধন।
মনে হয়, দেখি সব মহাভ্রান্তি ঘটিয়াছে
হেথা। আসিতেছে পুনঃ সে মোহিনী নারী।

(পুরোহিতের সঙ্গে অলিভিয়ার প্রবেশ)

অলিভিয়া। এত ত্বরা আসিয়াছি—লইয়ো না ত্রুটি।
উদ্দেশ্য সে যদি শুভ, এসো তবে দোঁহে
পুরোহিত সাথে যাই অদূর মন্দিরে,
সেথা পুণ্য-মন্ত্র-পূত আচ্ছাদন-তলে
সাক্ষ্য রাখি পুরোহিতে করহ সার্থক
গভীর প্রণয়ে তব—শান্তি-সুখ
পাবে তবে ঈর্ষা-ক্লিষ্ট সন্দেহের মোহে
আমার হৃদয় এই। পুরোহিত সব
কথা রাখিবে গোপন, যদি ইচ্ছা করো।
জন্মদিনে প্রকাশিব পরিণয়-কথা।
সেবাষ্টিয়ান কহ তুমি প্রকাশিয়া বক্তব্য তোমার।
যাইতে প্রস্তুত আমি পুরোহিত সাথে
লয়ে তোমা—সত্য বলি করিব বিশ্বাস
সব কথা—অবিশ্বাসী নাহি মোরে পাবে
অলিভিয়া। চল দোঁহে;
মাগি পুরোহিত-দেব আশীর্ব্বাদ
হউক সফল শুভ এই পরিণয়!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অলিভিয়ার গৃহের সম্মুখ

(বিদূষক ও ফেবিয়ানের প্রবেশ)

ফেবিয়ান। আমার ভালোবাসো তো—চিঠিখানা আমায় দেখতে দাও।
বিদূষক। লক্ষ্মী ফেবিয়ান—আমার একটি অনুরোধ।
ফেবিয়ান। বলো,—কি অনুরোধ?
বিদূষক। এ চিঠি দেখতে চেয়ো না।
ফেবিয়ান। এ যেন আমার কুকুর নিয়ে তোমার কুকুরটা তুমি আমায় দিলে!

---

* সকল রকম দুষ্টামির প্রতীক হিসাবে পাপ বুড়ো ও শয়তান প্রাচীন নীতি-নাটকে প্রচুর হাস্যরসের আমদানী করিত। উভয়ের সাজ-সজ্জায় স্বাতন্ত্র্য ছিল; পাপ বুড়োর অঙ্গে থাকিত লম্বা কোট, মুখে আবরণ, মাথায় গর্দ্দভের কর্ণ-সম্বলিত টুপী এবং হাতে কাঠের ছুরি। শয়তান ভাল্লুকের মত পোষাক পরিত; তার উপর থাকিত পাগনা, হাতে লাঠি। পাপ-বুড়ো নাটকে ছুরিকা দ্বারা আঘাত করিয়া শয়তানের পাগনা কাটিবার প্রয়াস পাইত। পরিশেষে শয়তান পাপ-বুড়োকে নিজের পিঠে বহিয়া পাতালে প্রবেশ করিত। সেক্সপীয়রের নাটকে বিদূষকের উপর পাপ-বুড়োর ছায়াপাত হইয়াছে।

(ডিউক, ভায়োলা, কিউরিও ও সামন্তগণের প্রবেশ)

ডিউক। তোমরা কি লেডি অলিভিয়ার লোক ?

বিদূষক। আজ্ঞে হাঁ—আমরা তাঁর এষ্টেট-পত্তর !

ডিউক। তোমায় চিনি বটে। কেমন আছ ?

বিদূষক। আজ্ঞে, শত্রুদের সুবিধার জন্য আর মিত্রদের অসুবিধার জন্য আমি ভালোই আছি।

ডিউক। ভুল বল্‌ছো ! মিত্রদের সুবিধার জন্য, বলো।

বিদূষক। না মশায়, অসুবিধা।

ডিউক। কি করে ?

বিদূষক। বন্ধুরা আমার প্রশংসা করে আমায় গাধা বানিয়ে দেয়—আর শত্রুর দল মুখের উপর স্পষ্ট ভাষায় বলে, আমি গাধা ! কাজেই শত্রুদের কাছ থেকে নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ করি—আর বন্ধুরা করে আমায় প্রবঞ্চনা। চুম্বন যেমন এক মুখে হয় না—দুটি মুখের দরকার—তেমনি এই দুটো কথা মিলিয়ে সিদ্ধান্ত হলো এই যে, চারটে 'না'তে দুটো "হাঁ" হয়। সুতরাং আমি ঠিক বলেছি, শত্রুর সুবিধা আর বন্ধুর অসুবিধা।

ডিউক। বাঃ, বেশ তো !

বিদূষক। না, ওটা ঠিক বলা হলো না ! কেন না, আমি আপনাকে বন্ধু বলে মনে করি।

ডিউক। সে জন্য আমার অসুবিধা হবে না। এই নাও (স্বর্ণ প্রদান)।

বিদূষক। সেটা যে দুনো ভার হয়ে যাবে, মশায় ! তার চেয়ে আপনি এটাকে দুনো করে দিন্‌ !

ডিউক। না, আমাকে তুমি অসৎ পরামর্শ দিচ্ছ।

বিদূষক। এর জন্য পকেটে হাতটি পুরুন্‌ আর আপনার রক্ত-মাংস আপনার আদেশ মান্য করুক !

ডিউক। দুনো-ভাবের পাপ দেখছি আমাতে বর্ত্তালো ! আচ্ছা, আর একটা নাও।

বিদূষক। এক, দুই, তিন—খুব ভালো খেলা। কথায় বলে, বার বার তিনবার। তিনের জয় সর্ব্বত্র। তালের মাত্রা হিসাবে তিন খুব কাজে লাগে। সেণ্ট বেনেটের* ঘণ্টার আওয়াজ আপনার মনে পড়ছে বোধ হয়—এক দুই তিন !

ডিউক। বোকা বানিয়ে আর টাকা আদায় হবে না ! তবে যদি তোমার কর্ত্রীকে গিয়ে বলো যে, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—আর সে-কথা যদি বলে তাঁকে আনতে পারো, তাহলে আমার দয়া হতে পারে।

বিদূষক। বহুৎ আচ্ছা, মশায় ! যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি, আপনারা নিদ্রা-সুখ উপভোগ করুন। আমি যাচ্ছি, মশায় ! তা বলে ভাববেন না যে, প্রাপ্তির আশাতেই আমার এতখানি আগ্রহ ! আপনার কথা-মত আপনার দয়া একটু ঘুমিয়ে নিক্‌—তাকে আমি শীঘ্রই জাগিয়ে তুলবো। [প্রস্থান

ভায়োলা। আসিছে সে জন হেথা—করেছে উদ্ধার মোরে যে-বা।

ডিউক। মুখ ওর পরিচিত যেন !
শেষ যবে দেখেছিনু মুখ, রণ-ধূমে
ভল্‌ক্যানের মত ছিল মসী-লিপ্ত। ক্ষুদ্র
এক তরী ছিল ওর, অগভীর জলে
তুচ্ছ দ্রব্যে করিত বেসাতি। সেই তরী
লয়ে করিল সংগ্রাম যবে বিনাশিয়া
আমাদের দৃঢ় পোতে কবি বহু ক্ষতি—
পরাভব করি ওর শিরে দিয়াছিনু
খ্যাতি আর মানের মুকুট।
কহ, কি সংবাদ ?

প্রথম প্রহরী। এই সেই আণ্টনিও,
লয়েছিল যেবা ক্যাণ্ডি হতে আহরিত
পণ্যের সামগ্রী সহ ফিনিক্স তরণী,
আক্রমিয়া টাইগার তরী—খঞ্জ-পদ
করেছিল ভ্রাতুষ্পুত্রে তব। রাজপথে
লজ্জাহীন কলহে আছিল মত্ত—
সে সময় মোরা তারে বন্দী করিয়াছি।

ভায়োলা। দেখায়েছে অনুগ্রহ মোরে ! মোর পক্ষ
লয়ে করেছিল নিষ্কাশিত নিজ-অসি।
পরক্ষণে কহিল সে আর যত কথা,
প্রলাপ ব্যতীত তারে কি আর বলিব !

ডিউক। রে দুরন্ত জলদস্যু, সমুদ্র-তস্কর !
কোন্‌ নির্ব্বুদ্ধিতা-বশে আসিলি হেথায়
তাদের কবলে—করেছ যাদেরে শত্রু
হিংসা আর রক্তমাখা দুষ্কৃতে তোমার ?

আণ্টনিও। অর্শিনো তুমি মহৎ ! মোর প্রাপ্য নহে
এ দস্যু-তস্কর-খ্যাতি, তুমি যাহা কহ।
করিনু স্বীকার আমি—শত্রু তব ; নহে
তাহা হীন-বৃত্তি-প্রণোদিত। যাদু-মায়া
আনিল আমারে। তব পার্শ্বে অবস্থিত
অকৃতজ্ঞ যুবকেরে করেছি উদ্ধার,

* লণ্ডনের পল্‌স্‌ হোয়ার্প (Pauls Wharp) নামক স্থানের বিখ্যাত গির্জ্জা। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে যে অগ্নিকাণ্ড হয়—তাহাতে ইহার ধ্বংস ঘটে।

গ্রাসিবারে যারে ক্ষুব্ধ সিন্ধু করেছিল
ক্রোধোন্মত্ত ফেনময় আনন বিস্তার।
জীবনের আশা নাহি ছিল; প্রাণ-দান
করিনু তাহারে! দিনু পুনঃ স্নেহ মোর
উন্মুক্ত উদার—যেন পূজ্য জন! ওর
প'রে স্নেহে অন্ধ শত্রু-পুরী-মাঝে
বিপদেরে করিনু বরণ; করিলাম
অসি নিষ্কাশিত অরি-দল যবে এরে
দাঁড়ালো ঘিরিয়া; তথা ধৃত হনু, যবে
ভীত হলো মোর সাথে রাখিতে সংস্রব,
বিপন্ন হেরিয়া মোরে! পরিচয়
মোর তবে হায় না করে স্বীকার!
পলক না যেতে দেখালো এমন ভাব—
যেন মোর সাথে ওর পরিচয় কভু
ছিল না কো। ফিরে দিল অর্থের পেটিকা
মোর—দিয়াছিনু ব্যবহার লাগি যাহা।

ভায়োলা। অসম্ভব কথা!

ডিউক। আগমন হলো কবে
নগরে ইহার?

আণ্টনিও। এই দিন মাত্র প্রভু!
মাস-ত্রয় ধরি আছি মোরা এক সাথে।
কিবা রাত্রি-দিন, অবিচ্ছিন্ন কভু নহি
ক্ষণেকের লাগি।

ডিউক। আসিছেন হেথা এবে
কাউণ্ট-তনয়া! স্বর্গ যেন ধরণীতে
আসিল নামিয়া! প্রলাপ করহ স্তব্ধ।
মাসত্রয় মোর কাছে আছে এই যুবা।
করিব বিচার পরে; লয়ে যাও এরে।

(অনুচরবৃন্দ সাথে অলিভিয়ার প্রবেশ)

অলিভিয়া। কিবা প্রয়োজন এবে, কহ হে মহান্,
সাধনে অশক্ত যাহা অলিভিয়া লাগি!
সিজারিও, রাখো নাই তব প্রতিশ্রুতি?

ভায়োলা। কি কহিব দেবি?

ডিউক। মহীয়সী অলিভিয়া!

অলিভিয়া। এ কি কথা বলো, সিজারিও?
কি বলো, মহান্?

ভায়োলা। বাক্যালাপ শোভেনাকো প্রভুর সম্মুখে।

অলিভিয়া। চাহ যদি কহিবারে পুরাতন সেই
প্রণয়ের কথা, অতীব অপ্রিয় হবে—
শ্রবণে আমার সঙ্গীতের মাঝে যথা
উচ্চ কলরব।

ডিউক। এখনো নিদয় তুমি!

অলিভিয়া। অতি স্থির মতি। নহিক নিদয়।

ডিউক। সেই চির-তেজ। হৃদয়-বিহীনা নারী
অকৃতজ্ঞ অশোভন বেদী'পরে তব
সাজায়ে দিয়াছি আমি হৃদয়ের যত
শ্রেষ্ঠ পূজা-উপচার—যে হৃদয় শুধু
পাইয়াছে পূজা। কি করিব আমি এবে?

অলিভিয়া। যথা অভিরুচি। মোর কোন কথা নাই।

ডিউক। * মিসরী তস্কর সম ছুরিকা-আঘাতে
কেন না করিব তার হত্যা-সংসাধন
প্রণয়ের শ্রেষ্ঠ দান দিয়াছি যাহারে?
অশোভন ঈর্ষা হতে কভু বিচ্ছুরিত
হয় গন্ধ মধুমাখা সুবিমল। শুন,
উপেক্ষা করেছ মোর প্রণয়ের দান!
জানি, তারে অধিকার করিয়াছে কেবা—
ও তব হৃদয়-পুষ্প প্রাপ্য ছিল মোর।
রহ সুখে মর্ম্মরের হিম-ভার বুকে—
জানি এই যুবকেরে ভালো মতে আমি,
ভালো যারে বাসিয়াছ তুমি, অতি-প্রিয়
যদিও সে-জন মম—লইব ছিনায়ে
তারে শোভিছে যে তব আঁখি'পরে
বহি নিজ শিরে তার প্রভুর বিদ্বেষ।
প্রিয় মেষ-শাবকেরে করিব নিহত
তুষিবারে মসীকৃষ্ণ বায়সের মন—
আছে যাহা ঘুঘুপক্ষী-বক্ষেতে গোপন।

ভায়োলা। শাস্তি প্রদানিতে তোমা, হাসি-মুখে আমি
দ্বিধাহীন মনে সহস্র প্রকারে মৃত্যু
করিব বরণ।

অলিভিয়া। কোথা যাও সিজারিও?

ভায়োলা। তার কাছে—যারে ভালো আমি বাসি।
এত ভালো বাসি নাই কভু নীল নয়নেরে
তব! ইহা হতে নহে প্রিয়তর মোর
সুন্দরী রমণী কোনো। হও মম সাক্ষ্য
অন্তরীক্ষবাসিগণ! যদি মিথ্যা কহি
প্রণয়ের ছল-ভরে, শাস্তি দাও মোরে।

অলিভিয়া। ধিক্ মোরে! লভিনু বঞ্চনা।

ভায়োলা। কেবা তোমা
বঞ্চনা করিল হায়, হেন দুঃখ দিয়ে?

অলিভিয়া। সকলি ভুলিয়া গেলে? বহুক্ষণ তবু
হয়নি অতীত! ডাকি আনো পুরোহিতে।

ডিউক। (ভায়োলার প্রতি) এস মোর সাথে।

অলিভিয়া। কোথা এরে লয়ে যাবে?
সিজারিও, স্বামী মোর,—রহ ক্ষণকাল।

* মিসরী তস্কর। নাম—থীয়ামীস। বিখ্যাত দস্যু-নায়ক

ডিউক। স্বামী!
ভায়োলা। পতিত্বে বরণ আমি করেছি ইহারে।
ডিউক। আরে হীন দাস! তুই এর পতি বটে!
ভায়োলা। সত্য নহে প্রভু!
অলিভিয়া। ভয়-হেতু এ নীচতা!
আপনার মনুষ্যত্বে এমন করিয়া
বলি দাও! কিসের এ ভয়? শুনি।
অসঙ্কোচে হেন কথা বলো কোন্ মুখে?
ভাগ্য তব শিরে অই করিয়া বরণ
স্বরূপ প্রকাশ তব কর এই ক্ষণে—
যাবে ভীতি—সমুজ্জ্বল ভাতিবে মধুর
মহত্ত্ব তোমার।

(পুরোহিতের প্রবেশ)

আসিয়াছ পুরোহিত!
ধর্ম্মে তব মতি আছে। কহ সত্য করি
সকল বারতা তুমি; প্রয়োজন এবে
প্রকাশ করিতে। সংগোপনে যাহা
বক্ষে রাখিবারে মোর ছিল অনুরোধ।
যুবকের সাথে মম যাহা ঘটিয়াছে—
প্রকাশি তা কহ সব।
পুরোহিত। চিরতরে এরা
হয়েছে মিলিত আজি প্রেমের বন্ধনে।
সে মিলন উভয়ের পাণি লয়ে আমি
করেছি গ্রথিত;—উভয়ের ওষ্ঠপুট
হলো সম্মিলিত প্রকাশিতে উভয়ের
পবিত্র প্রণয়—অঙ্গুরীয়-বিনিময়
হইল তখন। আমার সম্মুখে ইহা
হলো সুসাধিত। তথা হতে মৃত্যু-পথে
দুই ঘণ্টা করেছি ভ্রমণ।
ডিউক। আরে, আরে
চাতুরীতে ভরা তুই কুক্কুর-শাবক!
বয়োবৃদ্ধি-সাথে কি-বা হবে তব গতি,
নাহি তাহা জানি। অথবা এমন হবে,
চতুরতা হবে তব মৃত্যুর কারণ!
বিদায় লইনু—যাও ওর সাথে এবে।
দেখাবারে ওই মুখ আসিয়ো না আর
আমার সম্মুখে কভু!
ভায়োলা। প্রতিবাদ প্রভু,
করিতেছি আমি!
অলিভিয়া। মিথ্যা প্রতিবাদে নাহি
কোনো ফল; ভগবানে রাখিয়ো বিশ্বাস!
ভীত হইয়াছ তুমি—হইল প্রকাশ।

(সার এণ্ড্রুর প্রবেশ)

সার এণ্ড্রু। ভগবানের দোহাই—ডাক্তার! শীঘ্র সার টোবির কাছে একজন ডাক্তার পাঠিয়ে দিন।
অলিভিয়া। কেন, কি হয়েছে?
সার এণ্ড্রু। আমার মাথা ভেঙ্গে দিয়েছে আর সার টোবির মাথা ফেটে রক্ত-গঙ্গা। ভগবানের দোহাই—দেখুন আপনারা! বাড়ীতে থাকতে দিলে আমি পঞ্চাশ টাকা দিতে পারি।
অলিভিয়া। কে এ কাজ করলে সার এণ্ড্রু?
সার এণ্ড্রু। সিজারিও। কাউন্টের লোক। আমরা তাকে ভীরু ভেবেছিলেম, কিন্তু সে মূর্ত্তিমান শয়তান।
ডিউক। আমার লোক? সিজারিও?
সার এণ্ড্রু। হা ভগবান, এই যে সে এখানে! আপনি অনর্থক আমার মাথা ভেঙ্গে দিলেন—আমি যা কিছু করেছি, তা ঐ সার টোবির কথায়।
ভায়োলা। কেন মোরে কহ এই কথা? করি নাই
তোমারে আঘাত; অকারণে অসি তুমি
নিষ্কাশিত করেছিলে! তবু আমি কত
মিষ্ট বাক্যে তুষিয়াছি! করিনি আঘাত।
সার এণ্ড্রু। মাথা ফেটে রক্তগঙ্গা হলে যদি আঘাত করা না হয়, তা'হলে আপনি আমায় আঘাত করেন নি! মনে হচ্ছে, রক্তমাখা মাথার তুমি খেয়ালই করো না! ঐ সার টোবি ঝুঁকে হুয়ে এইদিকে আসছেন। ওঁর কাছে আপনারা সব কথা শুনবেন! তবে উনি মাতাল না হলে আপনাকে দুরন্ত করে' দিতেন!

(সার টোবি ও বিদূষকের প্রবেশ)

ডিউক। কি মশায়, ব্যাপার কি? কি হলো আপনার?
সার টোবি। কিছু না। ও আমাকে আঘাত করেছে, এই পর্য্যন্ত। তা সে সব মিটে-মাটে গেছে; ওহে, ডাক্তার ডিক্‌কে পেলে?
বিদূষক। সার টোবি—ঘণ্টা-খানেক আগে থেকে সে মাতাল হয়ে পড়েছে। সকাল আটটা থেকেই তার চক্ষু-স্থির!
সার টোবি। সে ছুঁচো! সে বেল্লিক! পেঁচি মাতালকে আমি ভয়ঙ্কর ঘৃণা করি।
অলিভিয়া। একে নিয়ে যাও। কে এ-সব কাণ্ড করলে?

সার এণ্ড্রু। সার টোবি, আমি তোমায় নিয়ে যাচ্ছি, চলো—তোমার সঙ্গে আমার মাথাতেও ব্যাণ্ডেজ লাগাতে হবে।

সার টোবি। তুমিও আসবে না কি? গর্দ্দভ, বলদ আর পাজী—এই তিনে মিলে একটি ছুঁচোগো পাজীর মুখ হবে!

অলিভিয়া। ওঁকে শুইয়ে দাও—আর ওঁর ক্ষত কতটা গভীর, ছাখো।

[বিদুষক, ফেবিয়ান, সার টোবি ও সার এণ্ড্রুর
[প্রস্থান

(সেবাষ্টিয়ানের প্রবেশ)

সেবাষ্টিয়ান। অনুতপ্ত আমি শুভে, করেছি আঘাত
আত্মীয়েরে তব। ভ্রাতা যদি হতো মোর—
দিতাম এমন শাস্তি উপযুক্ত বুঝি!
বিস্ময়ের দৃষ্টি কেন চোখে? মনে হয়,
ক্রুদ্ধ হইয়াছ তুমি! ক্ষমা কর মোরে,
করিয়া স্মরণ এবে সম্পর্ক মোদের।

ডিউক। এক মুখ, এক কণ্ঠস্বর! সমভাবে
উভয়ে সজ্জিত! হেরি তবু দুই জন!
দর্পণেতে প্রতিবিম্ব যেন! কে কহিবে
কোন্ জন কেবা!

সেবাষ্টিয়ান। আণ্টনিও, বন্ধু আণ্টনিও,
তব অদর্শন-হেতু সহিয়াছি কত—
কত ক্লেশ!

আণ্টনিও। তুমিই এবে সেবাষ্টিয়ান?

সেবাষ্টিয়ান। আছে কি সন্দেহ তায়?

আণ্টনিও। কেমনে করেছ
তুমি দ্বিধা-ভিন্ন আপনারে—কহ। নাহি
হেরি আকারে পৃথক এই দু'জনারে!
দ্বিধা-ভিন্ন আপেলের মত। কহ এবে
কোন্‌টি সেবাষ্টিয়ান?

অলিভিয়া। অতীব অদ্ভুত!

সেবাষ্টিয়ান। আমি কি উহাতে আছি?
ছিল নাকো ভ্রাতা মোর;
নাহি হেন শক্তি মোর করিবারে
দ্বিধা আপনারে। আছিল ভগিনী এক,
ক্ষুব্ধ সিন্ধু তারে হায় করেছ গ্রহণ।
(ভায়োলার প্রতি) কৃপা করি কহ—
কেবা তুমি হও মম?
কোন্ দেশ হতে তব হেথা আগমন?
কহ কিবা নাম তব? জন্ম কোন্ বংশে?

ভায়োলা। মেসালিনা মম জন্মভূমি। পিতা মোর
সেবাষ্টিয়ান; সেবাষ্টিয়ান নাম-ধারী
ছিল মোর ভ্রাতা; এইরূপ পরিধেয়
করিয়া ধারণ অতল সাগর-তলে
হয়েছে শয়ান। আত্মা যদি বস্ত্র পরি'
শরীরী হইতে পারে, তোমা হতে আছে
মোর ভয়ের কারণ!

সেবাষ্টিয়ান। আত্মা বটে আমি!
জন্ম হতে এইভাবে পরিধেয় আমি
অঙ্গে মোর করেছি ধারণ। দেখিতেছি,
সব অনুকূল! নারী যদি হও তুমি,
তোমার কপোলে অশ্রু ঝরায়ে কহিব,
উচ্চকণ্ঠে "স্বাগত, স্বাগত আজি
ভগিনী ভায়োলা!"

ভায়োলা। জড়ুলের চিহ্ন ছিল
পিতার কপোলে।

সেবাষ্টিয়ান। সেই মত ছিল চিহ্ন
আমার পিতার।

ভায়োলা। মৃত্যু তাঁরে নিল ক্রোড়ে,
ত্রয়োদশ বর্ষ যবে ভায়োলা কুমারী।

সেবাষ্টিয়ান। সে দিন আজিও আছে স্মরণেতে লেখা,
ভায়োলার ত্রয়োদশ জন্মদিনে, তাঁরে
মৃত্যু নিল নিজ বক্ষে।

ভায়োলা। পুরুষের এই
পরিধেয় বিনা নাহি অন্য কিছু এবে—
করিতে নারিবে তাহা অসুখী মোদেরে!
আলিঙ্গন করিয়ো না মোরে, যদবধি
স্থান, কাল, ভাগ্য মিলি না করে প্রমাণ
আমিই ভায়োলা সেই! প্রমাণিতে তাহা
লয়ে যাবো তোমা সবা এই নগরীতে
এক নাবিকের কাছে। আছে তথা মম
কুমারীর বেশ; সহায় লভিয়া তারে
উচ্চমতি কাউণ্টের পাইনু আশ্রয়।
তদবধি করিয়াছি যাহা-কিছু আমি,
অবগত আছে এই মহীয়সী নারী,
সুজন্ ডিউক আর।

সেবাষ্টিয়ান। (অলিভিয়ার প্রতি) প্রমাণিত এবে
হলো শুভে! মহা ভ্রান্তি হয়েছিল তব।
স্বাভাবিক আকর্ষণে হয়েছিলে হায়,
প্রণয়ে আকৃষ্টা তুমি ভায়োলার প্রতি।
কুমারীর সাথে তব হইত সাধিত
শুভ পরিণয়, প্রবঞ্চিতা হতে নারি,
এক-সাথে কুমারী ও কুমারের পরে
মনের আসক্তি তব!

ডিউক। হয়ো না বিস্মিত!
উচ্চবংশ-সম্ভূত যুবক। সত্য যদি
হয় এ সকল, দর্শনেতে মনে হয়,
সকলি সুন্দর। লাভবান হবো আমি
তরণীর নিমজ্জন লাগি।
(ভায়োলার প্রতি) বহুবার
কহিয়াছ মোরে, আমা হতে নহে প্রিয়তর
তব কাছে সুন্দরী রমণী!

ভায়োলা। কহিতেছি
পুনঃ সেই কথা। দিবা আর রাত্রিভাগে
করিয়া পৃথক সমুজ্জ্বল সূর্য্য যথা
রহে ধরণীর যথা, তেমতি রহিবে
সর্ব্ব-কথা সত্য সম আমার হৃদয়ে!

ডিউক। দাও তব পাণি—কুমারীর বেশে এবে
দেখিবারে বাসনা আমার।

ভায়োলা। উদ্ধারিল
যে-নাবিক মোরে, তার কাছে আছে মোর
কুমারীর বেশ। বন্দী এবে সে নাবিক—
করেছে মালভোলিও অভিযুক্ত তারে।

অলিভিয়া। সত্বর পাইবে মুক্তি তোমার নাবিক—
আনহ মালভোলিওরে। হায়, মনে হলো,
হইয়াছে এবে তার মস্তিষ্ক বিকার।

(ফেবিয়ান ও পত্র লইয়া বিদূষকের প্রবেশ)

আপনার ভাবে আমি আপনি বিভোর!
ভুলে গেছি তার কথা! কি সংবাদ তার?

বিদূষক। সত্যি মা, যতখানি সম্ভব শক্তি নিয়ে সব ঠেকিয়ে রেখেছো! আপনাকে সে চিঠি লিখে পাঠিয়েছে। এ চিঠি আমার সকালেই দেওয়া উচিত ছিল। তবে কি না বাতুলের বাক্য বেদবাক্য নয়—কাজেই যখনই দিই, তাতে কিছু যায় আসে না!

অলিভিয়া। পড় চিঠি।

বিদূষক। অবধান করুন। বিদূষক বাতুলের ভাষায় বলছে, "ভগবানের শপথ, সুন্দরি—"

অলিভিয়া। সে কি? তুমি পাগল হলে না কি?

বিদূষক। না মা, পাগল নই—তবে পাগলের ভাষা পাঠ করছি বটে। যেমন আছে, তেমনিটি যদি শুনতে চান, তাহ'লে বাধা দেবেন না।

অলিভিয়া। আচ্ছা, পড়ো।

বিদূষক। তাই পড়ছি মা। তার বুদ্ধির দৌড় বুঝতে হলে এই ভাবেই পড়তে হবে। অতএব রাণীমা, অবধান করুন।

অলিভিয়া। (ফেবিয়ানকে) পড়ো।

ফেবিয়ান। (পাঠ) "ভগবানের দোহাই সুন্দরী—তুমি আমার উপর অত্যাচার করেছ—পৃথিবী আজ তা' জানুক। অন্ধকারে আমাকে বন্দী করে রেখেছ আর তোমার মাতাল-আত্মীয়কে আমার উপর কর্তৃত্ব করবার ভার দেছ! তা' সত্ত্বেও আমি বাতুল নই—তোমার মতন আমার মাথা বেশ পরিষ্কার। তোমার পত্রের নির্দ্দেশ মত যা' যা' বলেছ, আমি সব করেছি। তাতে তোমার লজ্জা, না, আমার মঙ্গল হয়েছে, বুঝতে পারলাম না। আমাকে যা কিছু মনে করতে পারো, আমার কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ না করে, আমার প্রতি অন্যায়টাকেই বড় করে ধরলাম।
বাতুলের মত আচরিত মালভোলিও।"

অলিভিয়া। সে নিজে লিখেছে?

বিদূষক। হাঁ, মা।

ডিউক। বাতুলতার লক্ষণ বলে' মনে হচ্ছে না তো?

অলিভিয়া। ফেবিয়ান, তাকে মুক্ত করে এখানে নিয়ে এস।
এই সব কথা এবে করিয়া স্মরণ
ভগ্নী-ভাবে ভাখো মোরে, পত্নী-ভাবে নয়।
এক দিনে এ-সকল হলো সংঘটিত,
গৃহে মোর দাও দেব, তব পদধূলি।

ডিউক। স্বীকার করিনু শুভে, আতিথ্য তোমার।
(ভায়োলার প্রতি)
প্রভু তব মুক্তি দিল তোমা; তুষিয়াছ
প্রভুরে তোমার করি কর্ম্ম সম্পাদন
রমণীরে যাহা কভু শোভা নাহি পায়!
লালিতা পরম যত্নে! ও কোমল দেহে
অশোভন ছিল সেই কর্ম্ম সমুদায়।
বহু দিন ধরি প্রভু বলি সম্বোধন
করিয়াছ মোরে! আজি সে কারণে কহি,
আজ হতে হলে তুমি তোমার প্রভুর
প্রেয়সী! প্রেয়সী-প্রিয়া!

অলিভিয়া। আজ হতে তুমি
হলে প্রাণ-প্রিয়তমা ভগিনী আমার।

(মালভোলিওকে লইয়া ফেবিয়ানের প্রবেশ)

ডিউক। এই কি বাতুল সেই?

ফেবিয়ান। এই সেই লোক।

অলিভিয়া। কি হলো মালভোলিও?

মালভোলিও। দেবি, অত্যাচারে
জর্জ্জরিত করেছ আমারে। ভীষণ সে অত্যাচার!

অলিভিয়া। আমি নই। কহ সব প্রকাশিয়া।
মালভোলিও। তব কৃত-কর্ম্ম অত্যাচার। অনুরোধি,
পাঠ কর এই লিপিখানি। তব হস্তে
লেখা ইহা। অস্বীকার করিবার শক্তি
নাহি তব। করো যদি, পাইবে প্রয়াস
ভিন্নভাবে লিখিবারে! এ লিপি নহে কি
লেখা তব? কহ সত্য করি, নামাঙ্কিত
মুদ্রা এই নহে কি তোমার? কহ এবে
কেন বৃথা দেখাইলে প্রণয়ের ভাণ?
কেন মোরে আদেশিলে বৃথা হাসি-মুখে
আসিবারে তব পাশে? কেন বা কহিলে
মোরে দেখাতে ভ্রূকুটি সার টোবি আর
যত পরিজনে? আশার ছলনে তুমি
ভুলায়ে আমারে কেন অন্ধকার-গৃহে
আবদ্ধ রাখিলে? কেন বা পাঠালে তথা
ধর্ম্ম-যাজকেরে? কিবা তব প্রয়োজন
সিদ্ধ হলো এ অপূর্ব্ব প্রবঞ্চনা করি?
অলিভিয়া। হায় বৎস! নহে ইহা মোর লেখা কভু!
করিনু স্বীকার, মম হস্তলিপি প্রায়।
হতেছে প্রতীতি, নিঃসন্দেহে কহিবারে
পারি, মেরিয়ার লেখা পত্র। মনে পড়ে,
সেই মোরে কহিল প্রথমে, হইয়াছে
মস্তিষ্ক বিকার তব! তার পরে তুমি
লিপির আদেশ-মত হাসে আর ভাবে
ভঙ্গিমায় এলে মোর কাছে। হয়ো নাকো
দুঃখিত ইহাতে! খেলাচ্ছলে ভুলায়েছে
তোমা—জ্ঞাত এবে তুমি, কর্ম্মকর্ত্তা কে-বা।
বিচারক-পদে বসি করহ বিচার।
ফেবিয়ান। দয়াময়ী দেবি, বক্তব্য আছয়ে মোর।
এই শুভ লগ্নটুকু আজি কলহের
মসী-লিপ্ত করি আমি চাহি না দূষিতে!
করিতেছি সকলি স্বীকার—টোবি আর
আমি, দুজনায় মিলি করেছি এ
ছলের রচনা মালভোলিওর 'পরে—
হয়েছিনু ক্ষুব্ধ মোরা ভদ্রতা-বিহীন
তার আচরণে। লিপিকা লিখিল মেরি,
সানুনয়ে অনুরোধ করেছিল টোবি;
সে কারণে মেরিয়ারে করেছে বিবাহ
টোবি। দ্বেষ-পূর্ণ এই খেলা খেলিয়াছি
মোরা। এতে শুধু হাসি আছে, নাহি তিল
বিদ্বেষ-হিংসার বিষ! তুলাদণ্ডে ধর
যদি সব অত্যাচার—উভয়ের অংশ
হবে সম—সুনিশ্চিত।
অলিভিয়া। করুণার পাত্র
তুমি! সাজায়েছে তোমা অতি-মূর্খ এরা।
বিদূষক। সে কি! "কেউ মহত্ত্ব নিয়ে জন্মায়; কেউ বা জন্মে মহত্ত্ব লাভ করে; আর কারো উপর বা মহত্ত্ব আরোপ করে' দেওয়া হয়"! আমিও এ আখ্যানে অংশ নিয়েছি সার টোপাস্। ভগবানের নাম নিয়ে বল্‌ছি—আমি পাগল নই, বিদূষক। আশ্চর্য্য! আপনি এর মত একটা ছুঁচোর কথায় আনন্দ পান! আপনি যদি হেসে এখন ওর রসিকতার মশলা না জোগান, এখনই ও বোবা হয়ে যাবে।—এ সবের জন্য প্রতিহিংসার সাধ জেগেছিল।
মালভোলিও। লবো আমি প্রতিশোধ সবার উপরে।
[প্রস্থান

অলিভিয়া। অত্যাচার হইয়াছে সত্য ওর প্রতি।
ডিউক। যাও ওর পাছে-পাছে অনুরোধ মোর,
করহ সান্ত্বনা: নাবিকের কথা নাহি
করিনু শ্রবণ। সকলি হইব জ্ঞাত
সুবর্ণ সুযোগে আত্মায়-আত্মায় মোরা
হবো সম্মিলিত! আদরিণী ভগ্নী মম
সবে মোরা অবিচ্ছিন্ন হইব এখন।
সিজারিও এস এবে। পুরুষের বেশে
সিজারিও খ্যাতি রবে তব! কিন্তু অন্য
বেশে দাঁড়ালে সম্মুখে, তুমি হবে
অর্সিনোর প্রাণাপ্রিয়া স্বপনের রাণী।
[বিদূষক ব্যতীত সকলের প্রস্থান

বিদূষক। (গান)

বালক ছিলেম যখন রে ভাই, রৌদ্র-বাদল ভরপুরে;
খেল্‌না তখন ছিল মধুর, ঝরতো বাদল ঝুর-ঝুরে॥
যুবক হলেম যখন রে ভাই, রৌদ্র-বাদল ভরপুরে;
চোরকে দেখে হতেম সামাল, ঝরতো বাদল ঝুরঝুরে॥
প্রেয়সী মোর এলেন যখন, রৌদ্র-বাদল ভরপুরে;
মদের নেশায় কাট্‌তো না দিন, ঝরতো বাদল ঝুরঝুরে॥
শয়ন-বিরাম নিতেম যখন,—রৌদ্র-বাদল ভরপুরে;
ছট্‌ফটে ভাব কাট্‌তো না ভাই ঝরতো বাদল ঝুরঝুরে॥
এই তো সেদিন পেলেম জনম, রৌদ্র-বাদল ভরপুরে;
যাক্ রে চুলোয়, নাটক তো শেষ,
আস্‌বো আবার তুষবো রে॥

যবনিকা

সেক্সপীয়র-গ্রন্থাবলী

রীতিমত

Measure for Measure

উইলিয়াম সেক্সপীয়র প্রণীত

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় অনূদিত

চরিত্র

ভিন্‌সেন্সিয়ো	...	ডিউক
এঞ্জেলো	...	ঐ প্রতিনিধি
এস্‌কেলাশ	...	প্রবীণ অমাত্য
ক্লডিয়ো	...	তরুণ ভদ্র
লুশিয়ো	...	ভাঁড়
নম-প্রকৃতির দু'জন ভদ্র ব্যক্তি	...	...
কোতোয়াল-সর্দ্দার	...	...
টমাশ, পীটার	...	দু'জন সন্ন্যাসী
বিচারক		
এল্‌বো	...	সাধারণ প্রহরী
ফ্রথ	...	নির্ব্বোধ ভদ্র ব্যক্তি
পম্পি	...	শ্রীমতী ওভারডনের ভৃত্য
আভর্ষণ	...	ঘাতক
বার্ণার্ডিন	...	চরিত্রহীন বন্দী
ইশাবেলা	...	ক্লডিয়োর ভগিনী
মারিয়ানা	...	এঞ্জেলোর বাগ্‌দত্তা
জুলিয়েত্‌	...	ক্লডিয়োর বাগ্‌দত্তা
ফ্রান্‌সিশ্‌কা	...	মঠের সন্ন্যাসিনী
শ্রীমতী ওভারডন্‌	...	প্রৌঢ়া গণিকা

অমাত্যগণ, ভদ্রলোকগণ, প্রহরিগণ, কর্ম্মচারিগণ ও অপর অনুচরবর্গ

সংস্থান—ভিয়েনা-নগরী

রীতিমত

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ডিউকের প্রাসাদ-কক্ষ

ডিউক, এশকেলাশ, অমাত্যগণ ও
অনুচরবর্গের প্রবেশ

ডিউক। এশকেলাশ!
এশকেলাশ। প্রভু!
ডিউক। শাসন-নিয়ম,
রাজবিধি—ব্যাখ্যা তার করিতে চাহিলে
বাক্য নাহি! জানি, তায় বাক্য না জুয়ায়।
তাহা লয়ে কিছু বলা—বৃথা বাক্যব্যয়!
আমার যে-শক্তি আছে, সে শক্তির পাশে
তোমার বিজ্ঞান-বুদ্ধি মানে পরাজয়।
নিষ্ঠাভরে বিধি-রক্ষা দারুণ কঠিন।
শাসন-পালনে হেন সুকঠিন বিধি—
সে বিধি-লঙ্ঘনে দণ্ড—একান্ত নির্ম্মম—
এ বিধানে রাজকার্য্য—শক্তি নাই মোর।
সে সকল বিধি আজি নির্জ্জীবের প্রায়,
মূর্চ্ছিত অলস আছে তাহারি কারণ।
প্রজাদের মনোবৃত্তি, আচার-ব্যাভার
শিথিল হয়েছে—সেই গ্রন্থির বাঁধন
হইবে সুদৃঢ় কিসে? উপায় না দেখি।
এই মোর নিয়োগ-পত্রিকা। (পত্রিকা দান)
সর্ব্ব বিধি,
সকল অনুজ্ঞা—ইহাতে লিখিত আছে।
ব্যতিক্রম হবে না কো এক-তিল এর।
এখন, হাঁ, ভালো কথা,—কোথায় এঞ্জেলো?
বার্ত্তা দাও—হেথা আসি করিবে সাক্ষাৎ।
[জনৈক অনুচরের প্রস্থান

কোন্ বেশে আমাদের প্রতিনিধি হয়ে
সাধিবে মোদের কাজ—পালিবে কর্ত্তব্য?
জানেন আপনি, মোদের অনুপস্থিতে—
রাজ্যের সকল ভার রবে তার পরে।
আমাদের যাহা কিছু আছয়ে ক্ষমতা—
মোদের সকল শক্তি—আদেশে-নিদেশে
সর্ব্বজনে করে ভয়; আদেশ পালন,
যে-মান-মর্য্যাদা দেয়—সে-সবে তাহার
পূর্ণ অধিকার রবে। আচারে-ব্যাভারে
রাজ-প্রতিনিধি হবে—সর্ব্ব অধিকারে।
আমাদের প্রীতি-স্নেহ প্রদানিবে তারে
হৃদয়ে বিপুল শক্তি, কর্ত্তব্যে উদ্যম—
যোগ্য প্রতিনিধি হবে। কি বলেন ইথে?
এশকেলাশ। সমগ্র ভিয়েনা-রাজ্যে যোগ্যতর জন
নাহি আর—এই ভার করিতে বহন।
শিক্ষায়, চরিত্র-গর্ব্বে এঞ্জেলো অতুল।
এই হেথা আসে দেখি অমাত্য এঞ্জেলো।
ডিউক। আসিছে এঞ্জেলো।

এঞ্জেলোর প্রবেশ

এঞ্জেলো। তব চির-আজ্ঞাবহ
অধীন এ দাস। কহ, কি আদেশ আজি
করিব পালন, প্রভু?
ডিউক। সুভদ্র এঞ্জেলো,
তব চিত্ত—যে-বা তার জানে পরিচয়—
সে-ই জানে,—কি বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ চিত্ত তব।
পুণ্যময়, জ্ঞানময়, ধীর শান্ত মন।
নিজেরে, নিজের যা-কিছু আছয়ে জগতে—
নহে নিজ-স্বার্থ-সেবী—পরার্থে প্রয়োগ
সকলি করেছ তুমি! আদর্শ জীবন!
তোমার হৃদয়-বৃত্তি বিধাতার ধ্বনি!
আলোক-বর্ত্তিকা যেন জগতের পথে!
অপূর্ব্ব কিরণ-রশ্মি করে বিকিরণ—
সে আলোকে পান্থ পায় পথের নির্দ্দেশ।
চিত্ত তব মধুময়—নাহিক গরল।
বিধাতা যে-গুণরাশি দিয়াছে তোমারে—
স্নেহ মায়া দয়া বিদ্যা—মুক্তহস্তে তাহা
বিতরণ করো তুমি বিশ্বের মানবে।
আত্ম-ভোলা স্বার্থহারা—হে স্নেহ-বৎসল!
কিন্তু বৃথা বাক্যব্যয়—যেন বিজ্ঞাপন!

পবিত্র মহিমা তাহে খর্ব্ব করিব না।
শোনো কথা—জানো তুমি, যাবো দেশান্তরে
পর্য্যটন লাগি; দীর্ঘ করিব যাপনা
দেশত্যাগী, বিদেশের পথে ও পর্ব্বতে,
বনে বা নদীর বক্ষে; সেই কালটুকু
রহিবে হেথায় তুমি মোর প্রতিনিধি—
আমার কর্ত্তব্য সব করিবে পালন।
ভিয়েনার শুভাশুভ—সে-দায় তোমার!
আমার সকল শক্তি, স্বার্থ, অধিকার—
সে-সবার অধিকারী তুমি হেথা রবে।
প্রবীণ অমাত্যবর এই এশকেলাশ
তোমার অধীন রবে। তুমিই প্রধান।
লহ এ নিয়োগ-পত্র। (নিয়োগ-পত্রিকা দান)

এঞ্জেলো। বড় শঙ্কা গণি!
মোর চিত্ত-ধাতু—তার কতখানি খাঁটী—
নিকষে কষিলে ভালো হতো, মানি, প্রভু।
এ-গুরু দায়িত্ব-ভার বহিতে যোগ্যতা
সত্য কি আমার আছে? লাগিছে সংশয়।

ডিউক। বাক্য-জালে নিরস্ত করো না তুমি মোরে।
বহু যুক্তি-পরামর্শ-শেষে—এ সিদ্ধান্ত!
এ পদ-মর্য্যাদা রাখে, হেন জন নাই
তোমা বিনা এ বিপুল ভিয়েনা-সাম্রাজ্যে।
কি তোমার শক্তি—আমি সবিশেষ জানি।
কতকাল দূরে রবো, নাহি তার স্থির।
যেখানেই রহি, দিব সমাচার তোমা—
কুশল জানাবো বন্ধু! এখন বিদায়।
কর্ত্তব্য-পালনে তুমি রহো অচপল,
দৃঢ় নিরপেক্ষ সদা কলুষ-বিহীন।

এঞ্জেলো। ভালো হতো—পার্শ্বে রহি সে শিক্ষা লভিলে
দুদিন অন্ততঃ—যাত্রা করিবার আগে।

ডিউক। অবসর নাহি তার। কিসের সঙ্কোচ?
শোনো কথা, আমার মর্য্যাদা নাহি টোটে—
তোমার বিবেক-বুদ্ধি না হয় সংহত,—
হেন কার্য্যে তিলমাত্র দ্বিধা করিয়ো না।
আমার যা অধিকার—তোমারো তা, জেনো।
প্রয়োজন হলে—বিধি, নূতন অনুজ্ঞা—
রাজ্যের মঙ্গল তরে করিয়ো প্রচার।
দাও বন্ধু, হাতে মোর দাও তব হাত,
গোপনে বিদায় লবো। প্রজাদের আমি
প্রাণে-প্রাণে ভালোবাসি—চাহিনাকো তাই,
প্রকাশ্য বিদায়—সবা' সকরুণ আঁখি
বিদায়ের বেদনায় দেখিতে মলিন!
চাহি না মিলিত কণ্ঠে জয়-রব; অশ্রু
আর্ত্ত বেদনায়! আসি হে বন্ধু, বিদায়।

এঞ্জেলো। শিব হোক তব পথ, শুভ হোক প্রভু!
যাত্রা হোক নিরাপদ, অম্লান হৃদয়!

এশকেলাশ। রাজ্যে তব শুভ হোক পুনরাগমন।

ডিউক। ধন্যবাদ লহ দোঁহে। এখন বিদায়।

[প্রস্থান

এশকেলাশ। আমার মিনতি প্রভু, অবসর চাই—
নিরালায় দুটো কথা শুধাবার আছে।
আমার কর্ত্তব্য কিবা—জানিতে আকুল।
কি করিতে হবে মোরে—কোন্ অধিকার—
তাহার নির্দেশ মাগি প্রভুর চরণে।
সে নির্দেশ-তত্ত্ব আমি কিছুই জানি না।

এঞ্জেলো। একান্ত বিমূঢ় আমি—আমিও জানি না।
দোঁহে মিলি যুক্তি করি; ভাবিয়া-চিন্তিয়া
কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ পরে হবে।

এশকেলাশ। যথা আজ্ঞা।
আদেশের প্রার্থী আমি রবো প্রতীক্ষায়।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

লুশিয়ো ও দুই জন ভদ্র ব্যক্তির প্রবেশ

লুশিয়ো। আমাদের ডিউক বাহাদুর যদি অন্য ডিউকদের সঙ্গে মিলে হাঙ্গারি-রাজের সঙ্গে একটা খোশ-আপোষ করতে না পারেন, তাহলে—কি আর হবে? হাঙ্গারি-রাজ ভয়ঙ্কর চাপ দেবে।

১ম ভদ্র। হাঙ্গারি-রাজের চাপ কে চায়, বাবা? আমরা চাই আরাম!

২ ভদ্র। নিশ্চয়—তাতে আর সন্দ আছে!

লুশিয়ো। তোমার কথায় সেই বোম্বেটের কথা মনে পড়চে। জাহাজে বেরুবার সময় প্রভুর দশটি আদেশ মাথায় করে সে বেরিয়েছিল—শুধু একটি আদেশ দিয়েছিল মুছে!

২ ভদ্র। 'চুরি করো না'—আদেশটা বুঝি?

লুশিয়ো। তাই। সে লেখাগুলি মুছে দিয়েছিল!

১ ভদ্র। বুঝেচি—জাহাজের কাপ্তেন, মাঝি-মাল্লা—সবাই ও-লেখা পড়ে চুপচাপ থাকতো—তা আর হলো না। তারা ধরলো চুরি! এই যে

ফৌজের যত গোরা-সেপাই—উপাসনায় যখন শান্তির প্রার্থনা জানানো হয় ভগবানের কাছে, তারা তখন কি খুশী-মনে না তাতে যোগ দেয় !

২ ভদ্র। এমন সেপাই আজ পর্য্যন্ত দেখলেম না যে শান্তি চায় না !

লুশিয়ো। এ কথা আমিও বিশ্বাস করি। তুমি সেপাই নও বলে এ-উপাসনায় কখনো যোগ দাও নি—নিশ্চয় ?

২ ভদ্র। নিশ্চয় নয়।

লুশিয়ো। চুপ, চুপ। কে আসচে, ভাখো ! শ্রীমতী ঠাকরুণ ! আমাদের বিচিত্র-বিহারিণী দেবী।

১ম ভদ্র। ওঁর মন্দিরে গিয়ে কত ব্যাধিই যে আমি গায়ে মেখেছি...

২য় ভদ্র। অর্থাৎ ?

১ ভদ্র। কত লোকের সঙ্গেই সেখানে জানাশুনা হয়েচে।

লুশিয়ো। তাদের মধ্যে বিচারক মশায় হলেন একের নম্বর।

২ ভদ্র। বছরে তিন হাজার ডলার তলবানা।

১ ভদ্র। তারো বেশী...

লুশিয়ো। ফরাসী ক্রাউন ফাও !

২ ভদ্র। আমার মাথা খারাপ, ভাবচো ? বেভুল বকচি ? না। মাথা আমার খাশা আছে। তোমার ভুল। আমি খাশা আছি।

লুশিয়ো। যাকে খুশী বলে, তা নও কিন্তু ! ও খাশা যেন সেই খালি কলসীর মত ! ফোঁপরা ! তোমার হাড়ে মাষ নেই—সব ফোঁপরা :

শ্রীমতী ওভারডনের প্রবেশ

১ ভদ্র। কি গো ঠাকরুণ—কোন্ পাছাটায় বাতের ব্যথা বেশী চাগাড় দিচ্ছে যে, মুখ অমন বেঁকিয়ে আছ !

শ্রীমতী। হুঁ—খপর রাখো...এক জন ধরা পড়ে শ্রীঘরে গেল ? তার দাম তোমাদের পাঁচ হাজার জনকে একত্তর করলে যা হয়, তার চেয়ে ঢের বেশী।

২ ভদ্র। কে গো ? কে সে ?

শ্রীমতী। ক্লডিয়ো—ক্লডিয়ো হুজুর-জী ! বুঝলে ?

১ ভদ্র। ক্লডিয়ো চলেছে শ্রীঘরে ! অসম্ভব !

শ্রীমতী। অসম্ভব আজ সম্ভব হয়েছে। আমি নিজের চোখে দেখে আসছি, চৌকিদার তাকে নিয়ে চলেছে। শুধু এই নয়—তিন দিন পরে হবে তাঁর ফাঁশি—মুণ্ডচ্ছেদ !

লুশিয়ো। তামাসা নয়। সত্যি ?

শ্রীমতী। এ-রকম মিছে তামাসায় আমার লাভ ? আর এটি ঘটেছে ঐ জুলিয়েতের ব্যাপারে...

লুশিয়ো। হতে পারে। কেন না, আমাকে কথা দিয়ে ছিল, দু'ঘণ্টার মধ্যে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। আর কথার নড়-চড় সে জীবনে কখনো করেনি...

২ ভদ্র। তাহলে আমি যে কথা বলছিলেম, এ দেখচি তার রগ ঘেঁষে গেছে !

১ ভদ্র। ইস্তাহার-জারির সঙ্গে সঙ্গে ভারী জবর ব্যাপার, মোদ্দা !

লুশিয়ো। এখনি এ ব্যাপার জানতে হচ্ছে। সত্যিই কি...

[ভদ্রদ্বয়ের সহিত লুশিয়োর প্রস্থান

শ্রীমতী। আমার বরাতে ছাই—শুধু ছাই ! ওদিকে লড়াই—তাতে খাটুনি ! এদিকে এই ফাঁশি-কাঠ ! না খেতে পেয়ে দশা যা হবে, আমার হাত-পা যেন পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে !

(পম্পির প্রবেশ)

কি খপর, পম্পি ?

পম্পি। সে লোকটাকে জালে নে গ্যালো।

শ্রীমতী। সে কি করেছে ?

পম্পি। ম্যায়ে-মানুষ !

শ্রীমতী। তাতে এমন দোষ হলো...

পম্পি। নদীতে কচ্ছপ ধরতি গ্যালি তার কামড় খাতি হবা না ?

শ্রীমতী। সত্যি রে—যা শুনেছিলেম ? আইবুড়ো মেয়ে—তার নাকি ছেলে হবে ? আর সে ছেলে ঐ লোকটার জন্মি ?

পম্পি। না—তার সঙ্গে ছ্যালো ঐ ম্যায়ে-নোকটা —আর একটা দাসী। দরবারী ইস্তাহার শোনোনি ?

শ্রীমতী। কিসের ইস্তাহার ?

পম্পি। সহরতলীর যত বাড়ী—সব ভেঙ্গে দেওয়া হবে।

শ্রীমতী। আর সহরের বাড়ীগুলোর কি হবে ?

পম্পি। তারা অমনি খাড়া দাঁড়িয়ে থাকবে চির-জন্ম ! ওগুলোও যাতো; কিন্তু ভারী এক ফিচেল চোর সেগুলাকে ভারী সামলিয়ে দ্যাছে।

শ্রীমতী। মানে, আমাদের বাড়ী—লোকে যেখানে আমোদ-আহ্লাদ করতে আসে, সেগুলো সব ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া হবে ?

পম্পি। মাটীতে মিশিয়ে ধুলো! একেবারে ধুলো!

শ্রীমতী। এ আবার কি মন্বন্তর এলো দেশে! এ্যাঁ!
তাহলে আমার দশা কি হবে? কোথায় যাবো?

পম্পি। ভয় নেই ঠাকরুণ! আপনি এসো না আমার সঙ্গে। ভালো উকিলের কি কোনো কালে মক্কেলের অভাব হয় ঠাকরুণ? আস্তানা বদলে ফ্যালো। আস্তানা বদলাবে বলে পেশা তো আর বদলাচ্ছো না! আমি আছি, তোমার তরিবৎ নকর, দুত⋯যা বলো! মনে ভরসা রাখো। তোমার উপর লোকের দরদ আছে। বলে, এ্যাদ্দিন বসে কি কর্ণাটাই না করেচো পাঁচ জনের আমোদের জন্যে! তোমার কথা তারা ভাববে বৈ কি—নিশ্চয়!

শ্রীমতী। চ বাপু এখান থেকে। পথে দাঁড়িয়ে এ-সব কথা কয়ে শেষে কি বিপত্তি বাধাবো?

পম্পি। ঐ যে ক্লডিয়ো হুজুর আসচে এদিক-পানে—সঙ্গে দেখচি সর্দ্দার-পাহারা। আরে, জুলিয়েত ঠাকরুণকেও সঙ্গে দেখচি!

(উভয়ের প্রস্থান

(কোতোয়াল-সর্দ্দার, ক্লডিয়ো, জুলিয়েৎ ও কর্ম্মচারিগণের প্রবেশ)

ক্লডিয়ো। শোনো ভদ্র, বৃথা কেন বিশ্বের সম্মুখে
হেন হীন হতভাগ্য সম লয়ে মোরে
পথে-পথে ফিরিতেছ! বন্দী আমি যবে,
লয়ে চলো কারাগারে—যেথা মোর স্থান।

কোতোয়াল-সর্দ্দার। দুষ্ট অভিসন্ধি-বশে এই কৃত্য নহে।
পূজ্য প্রতিনিধি-প্রভু এঞ্জেলো দেছেন
বিশেষ আদেশ—তাই পথে লয়ে ঘুরি!

ক্লডিয়ো। দুর্মদ প্রভুত্ব—তার প্রমত্ত বিক্রম
দেবতারে পরাভব করে স্পর্দ্ধা-ভরে!
অপরাধে দণ্ড দেয় ওজন বুঝিয়া!
যেন বিধাতার খড়্গ—যারে লক্ষ্য আছে,
তার শিরে পড়িবে নিশ্চিত! লক্ষ্য নাহি
যারে, নির্ভয় সে! বিচার—হাঁ, নিরপেক্ষ!

(লুশিয়ো ও সঙ্গী ভদ্রদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

লুশিয়ো। কি ব্যাপার ক্লডিয়ো? এ বাঁধনের হেতু?

ক্লডিয়ো। অতিরিক্ত স্বাধীনতা—বাধাহীন মুক্তি—
তার ফলে, হে লুশিয়ো, আজি এ বন্ধন।
জানো তো, অতির ভাগ্যে কি বা পরিণাম!
যেথা যত আতিশয্য—সেথায় বঞ্চনা!
অতি-ভোজে পরিণাম দীর্ঘ উপবাস।
যাহা চাই, পেতে চাই সীমাহীন ভাবে—
মানব প্রকৃতি ঠিক মূষিকের মত—
অতি-লোভে পিপাসায় সে যে করে পান
সম্মুখে যা পায়, তাই বিষে প্রাণ যায়।

লুশিয়ো। চৌকিদারের বাঁধন—এর ওপর এমন বচন! আমার যদি এ শক্তি থাকতো, তাহলে আমার পাওনাদারের দলকে ডাকিয়ে পাঠাতেম! তবু সত্যি বলতে কি, তোমার বাঁধন বলো, আর মুক্তি বলো, দুয়ে আমার সমান তোয়াক্কা! ⋯তা যাক, অপরাধটা তুমি কি করেছ! শুনি।

ক্লডিয়ো। সে কথায় শুধু ব্যথা খুঁচিয়ে তুলবে।

লুশিয়ো। খুন করেছো না কি?

ক্লডিয়ো। না।

লুশিয়ো। অতি-লোভ?

ক্লডিয়ো। তাই এক রকম।

কোতোয়াল-সর্দ্দার। আপনি যান মশায়।

ক্লডিয়ো। একটা কথা ভাই⋯লুশিয়ো, শোনো⋯

(তাহাকে একান্তে ডাকিল)

লুশিয়ো। এক কেন? শত কথা শুনিতে প্রস্তুত,
কাঁদিতে প্রস্তুত—যদি শুভ হয় তাহে।
ভালো কথা, অতি-লোভ অর্থাৎ কি বলি,
রমণীর প্রতি লিপ্সা—তারো 'পরে শেষে
কোটালের লেগেছে প্রহরা? বেশ! বেশ!

ক্লডিয়ো। মোর ভাগ্যে তাই ঘটিয়াছে দেখি, বন্ধু।
বাক্যদান-সর্ত্তমতে—জুলিয়েত-সনে
এক-শয্যা করেছি গ্রহণ—জানো তারে,
অন্তরে আমার পত্নী, আমি তার স্বামী।
শুধু সমাজের দুটা আচার-মন্তর—
সবারে ডাকিয়া বলা হয় নাই! শোনো⋯
তার আত্মজনে শুধু যৌতুক তাহার
গোপন করিয়া রাখে নীচ স্বার্থ হেতু—
আচারে-মন্তরে তাই সমাজের চোখে
এ বিবাহ-কথা আজো আছিল গোপন!
কিন্তু কি দুর্দ্দৈব—হায়, এ প্রেম-মিলন
বিরুদ্ধ ঘটনা-বশে করিল প্রচার,
জুলিয়েতে দিল লেপি কলঙ্ক-কালিমা!
দারুণ লজ্জার কথা! ঘৃণ্য অপবাদ!
পুণ্য নামে পূতিপঙ্ক মাখায় হাসিয়া!

লুশিয়ো। সন্তান-সম্ভবা বালা?

ক্লডিয়ো। তাই। কি দুর্ভাগ্য

এ পুলকে কলঙ্ক হানিল তীব্র শর!
ডিউকের প্রতিনিধি-পদের গৌরবে
নব শক্তি-অধিকার দেখাবার লাগি,
অথবা ভাবেন অশ্ব যত প্রজাগণে—
তাহাদের পৃষ্ঠে চড়ি চাহেন বুঝাতে,
রশ্মি টানি যথা-ইচ্ছা পারেন চালাতে—
আদেশের অধিকার সকলে বুঝুক—
আরোহীর কশাঘাত সহুক মরমে!
কিম্বা অধিকার-গর্ব্বে এই নিষ্ঠুরতা!
কিসের লাগিয়া তাঁর এই নির্য্যাতন,
বুঝি না তা আমি। পুরানো আইন-বিধি
দীর্ঘ দীর্ঘ যুগ ধরি ব্যাভার-অভাবে
জীর্ণ পচা পড়েছিল কেতাবের পাতে
নির্জীব মৃতের প্রায়—খোঁচায়ে সে-সবে
তীক্ষ্ণ শরগুচ্ছ সম জীর্ণতা-খোলশ
ছিঁড়িয়া বিঁধিল মোরে তীব্র অকস্মাৎ!
হেতু এর বুঝি,—কীর্ত্তি! শুধু নাম কেনা!

লুশিয়ো। যা বলেচো! এ ছাড়া অন্য কারণ তো দেখতে পাচ্ছি না! তোমার মাথাটা দেখচি, ঘাড়ের উপর পলকা-ভাবে বসানো—এমন পলকা যে কোনো গোয়ালিনী-বঁধু যদি প্রেমে পড়ে তোমার মাথার পানে চায় তো বুক-ভরা নিশ্বাস ছাড়বে! আহা, তা এক কাজ করো! ডিউক বাহাদুর কোথায় আছেন, সন্ধান নিয়ে তাঁর পায়ে গিয়ে মিনতি জানাও, আপীল করো।

ক্লডিয়ো। লয়েছি সন্ধান তাঁর—মেলেনি নির্দ্দেশ।
লুশিয়ো, তোমার সাথে দেখা হলো যবে—
একান্ত মিনতি মোর—রাখো মোর কথা—
ইশাবেলা ভগ্নী মম আজি মঠে যাবে—
সেথা তার ঠাঁই হবে—মিলেছে অনুজ্ঞা।
তারে গিয়ে বলো এ সংবাদ—মোর কথা।
মোর হয়ে বলো তারে, সজল মিনতি—
প্রতিনিধি-সনে যেন করে সে সাক্ষাৎ,
মোর রক্ষা-হেতু যেন জানায় কাকুতি!
তার সে কাকুতি'পরে আছে মোর আশা।
তরুণী সে! রূপে তার দিব্য কান্তি-বিভা,—
বাক্‌হীন ছবি তার—উপজিবে মায়া!
তরুণীর সাশ্রু-আঁখি—চিতে দিবে দোলা।
জানে সে অনেক রীতি—যুক্তিতে-বচনে
নিষ্ঠুর এঞ্জেলো—সে'ও হবে বিচলিত,
এ দণ্ড করিবে প্রত্যাহার। বলো তারে—
প্রাণ মোর—রক্ষার উপায় তার হাতে!
সে যেন প্রয়াস পায়—বাঁচাতে আমারে।

লুশিয়ো। তা পারে—হ্যাঁ, পারে। তার সঙ্গে আমি গিয়ে এখনি দেখা করবো। চেষ্টা সে করবে বৈ কি। নাহলে খামোকা যা-তা একটা নেশার জন্যে তোমার প্রাণটা যাবে! না, আমি এখনি গিয়ে তাকে সব কথা বলচি।

ক্লডিয়ো। মৃতবৎ রহি আমি। বহু ধন্যবাদ।

লুশিয়ো। দু'ঘণ্টার মধ্যে ছাখো, সব ওলট-পালট হয়ে যাবে।

ক্লডিয়ো। কোথায় প্রহরী? চলো, কোথা লয়ে যাবে!

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির-সংলগ্ন মঠ

ডিউক ও সন্ন্যাসী টমাশের প্রবেশ

ডিউক। না, না, আর্য্য, এ চিন্তা করহ পরিহার।
প্রেম-শরে সারা বক্ষ বিঁধি জর-জর
করিবে, এমন কথা করো না প্রত্যয়।
আমার হেথায় আসা—নহে প্রেম-হেতু!
কেন আসি? মাগি হেথা গোপন-আশ্রয়?
তাহার উদ্দেশ্য আছে—গভীর উদ্দেশ্য—
অতি-গুরু! তীব্র বহ্নি সম হৃদয়ের
তরুণ উদ্দাম-বৃত্তি-বশে আসি নাই।
প্রেমার্ত্ত আদৌ নহি—প্রণয়ের জ্বালা
এ হৃদয়ে শেল সম বাজে নাই কভু।

টমাস। কি উদ্দেশ্য—কহিবে কি?

ডিউক। তুমি ভালো জানো আর্য্য, এ বিজন-বাস
সংসারের কলরব-ঝঞ্ঝা-অন্তরালে
আমার প্রাণের প্রিয় কত! কিবা শান্তি,
কিবা সুখ এ বিজন-বাসে—বুঝি আমি।
রাজপুরী মাঝে সেথা নিত্য চাটু-বাণী!
স্বার্থ শুধু ইষ্ট খোঁজে—অভীষ্ট-বিলাস!
যৌবনের মত্ত দর্প, শৌর্য্যের ব্যাখ্যান—
কিবা তার প্রয়োজন বুঝি না জীবনে।
বিবেক-বিচারে দৃঢ় সংযমী নির্লোভ
এঞ্জেলোর হাতে তাই সঁপি রাজ্য-ভার,
আমার সকল শক্তি, সব অধিকার,
আমার আসনে তারে প্রতিনিধি রাখি
আসিয়াছি তীর্থ-বাসে। এঞ্জেলো জানেন,
পোলাণ্ডে করেছি যাত্রা সুদূর দুর্গমে।
গোপনে বিদায় নিছি ছদ্ম দীনবেশে—

সকলে জেনেছে, আমি গিয়াছি পোলাণ্ডে!
হয়তো আমারে প্রশ্ন করিবে আচার্য্য,
বিচিত্র এমন কেন হেন অভিলাষ?

টমাশ। জানিতে অধীর বৎস। কেন এই সাধ?

ডিউক। রাজ্যে বহু বিধি আছে কঠিন নির্ম্মম—
দুরন্ত অশ্বের সম আঘাত-উদ্যত;
সে বিধি-পালনে মহা উদ্দাম ঝঞ্ঝার
হবে সমাবেশ। চৌদ্দ বর্ষ ধরি আজ
সে-বিধি ঘুমায় যেন নিবিড় গুহায়
দুরন্ত সিংহের মত ক্রূর হিংসা ভুলি।
জানো আর্য্য, স্নেহময় পিতৃগণ যথা
ঝুলায়ে পল্লব-শাখা রোষের ছলনে
বালক-পুত্রের প্রাণে সঞ্চারিয়া ভয়—
শাখা-বেত্র আস্ফালনে, করে না আঘাত—
পুত্রগণ পিতার সে-আস্ফালন হেরি
ভয়-হারা নেত্রে করে একান্ত উপেক্ষা;
তেমতি এ বিধি আর শাসন-আচার
দীর্ঘ অব্যবহারে সে উপেক্ষা লভিছে।
মুক্তি তাই বাধা-বন্ধ মানে না কো আর—
দুর্ম্মদ, দুর্নীতি-ঘোরে মগ্ন জনে-জনে।
বেত্রে উপেক্ষিয়া যথা বালকের দল
ধাত্রীরে প্রহার করে সঙ্কোচ-বিহীন—
রাজ্যে তথা অনাচার-দুর্নীতিতে মাতি
বহু প্রজা ভয়-হীন মত্ত স্বেচ্ছাচারী।

টমাশ। তাই যদি—সে প্রাচীন শাসনের বিধি
ঘুমায়ে যে আছে, তারে জাগাতে পারিতে
নিজে তুমি! রাজ্য তব—বিধি সে তোমার।
সে বিধি-প্রয়োগ হতো না কো তব হস্তে
ভয়াল কঠিন রূঢ়! হতে পারে বিধি
প্রচণ্ড নির্ম্মম জেনো, নূতন এ-জনে,
দুদণ্ডের প্রতিনিধি এঞ্জেলোর হাতে!

ডিউক। সে বিধি-বিধান—মোরে বাজে সুকঠিন।
সে বিধি আমার হাতে হয়েছে লঙ্ঘন—
সে আমার অপরাধে, মোর ঔদাসীন্যে!
প্রজাদলে কেহ কেহ অনাচারী আজ—
মোর অপরাধে পাপ! সে পাপের দণ্ড
আমি দিব নিজ হাতে? বড় অশোভন!
প্রশ্রয় সে আমি দিছি, আমার প্রশ্রয়ে
ক্রূর অনাচার-সর্প তুলিয়াছে ফণা!
সে সর্পে পুষেছি আমি মায়া-দুগ্ধ দানে—
এখন মারিতে তারে বড়ই সঙ্কোচ!
পাপে-অনাচারে আমি বাড়ায়ে প্রশ্রয়ে
আজি শাস্তি দিতে চাই, সে নহে উচিত!
তাই প্রভু, এঞ্জেলোরে দিয়াছি এ ভার—
মোর প্রতিনিধি-রূপে এ পাপ নাশিবে।
রাজ্য ছাড়ি তাই আমি করিব ভ্রমণ
দেশে দেশে সন্ন্যাসীর সাধু-সঙ্গ-কামী;
সাধারণ প্রজা সনে করিব মিতালি।
রাজা-প্রজা সম-বন্ধু আজিকে আমার।
তাই প্রভু চরণে মিনতি আজি মম—
সন্ন্যাসীর বেশ-ভূষা প্রদানো আমারে—
শিক্ষা দাও দেহে-মনে পুণ্য আচরণ!
কেন এই সাধ, পরে কহিব বিশেষ।
তবে ইহা জানি বেশ, এঞ্জেলো সুজন—
খাঁটী সোনা, কর্ত্তব্যে অচল নিষ্ঠা তার;
ধমনীতে রক্তস্রোত বহিতেছে—তবু
সকলি সহিতে পারে! ক্ষুধা-পিপাসায়
বিকল দেখিনি কভু! বিধি যেন তারে
গড়েছেন কঠোর কর্ত্তব্য করি! দেখি,
গুরু-কার্য্য-ভারে তার সে চিত্ত কেমন—
পদ-গর্ব্বে অবিচল অথবা চঞ্চল!

চতুর্থ দৃশ্য

নারী-মঠ

ইশাবেলা ও ফ্রান্সিশ্কার প্রবেশ

ইশাবেলা। আর কি-বা আছে অধিকার?

ফ্রান্সিশকা। কহিনু যা,
সুপ্রচুর নয় তাহা?

ইশাবেলা। মানি, সুপ্রচুর।
ইহার অধিক আমি চাই—তা বলি না।
দেবীর চরণে যারা সঁপে কায়-মন—
আচারে-ব্যাভারে চাই নিয়ম-সংযম।
বুঝি তাহা ভালোমতে, স্বেচ্ছাচার নয়।

লুশিয়ো। (নেপথ্য হইতে) মঙ্গল হোক্!
কে আছো?

ইশাবেলা। কে যেন ডাকিছে!

ফ্রান্সিশকা। পুরুষের কণ্ঠ—মানি।
ইশাবেলা, লহ চাবি—খোলো গিয়া দ্বার।
দ্যাখো কে-বা—কেন হেথা—কোন্ প্রয়োজনে?
তুমি যেতে পারো। গিয়া করহ সাক্ষাৎ।
সাক্ষাতে আমার আজি নাহি অধিকার।

দীক্ষা লভি মঠধারী হবে যে-রমণী—
পুরুষের সনে দেখা—নিষেধ তাহার।
মঠাধিকারিণী দেবী—তাঁহার সাক্ষাতে
পুরুষের সনে দেখা—বাক্যালাপ শুধু।
এখনো তোমার দীক্ষা হয় নাই! তুমি
দেখা কর—কথা কহ। দেখায়ো না মুখ,—
গুণ্ঠনের আবরণে রাখিয়ো ঢাকিয়া।
কিম্বা মুখে আবরণ না রাখিতে চাহো,
কথা কহিয়ো না। জেনো, মঠের নিয়ম।
ডাকে পুনঃ। কহ কথা। কিবা প্রয়োজন?

[প্রস্থান

ইশাবেলা। মঙ্গল,—মঙ্গল হোক! কে করে আহ্বান?

লুশিয়োর প্রবেশ

লুশিয়ো। নতি লহ হে সুন্দরী। মনে লাগে মোর
গোলাপী কপোল হেরি—কুমারীই বটে!
হেথা আমি আগন্তুক—আসিনি কখনো—
জানি নে কো কোনো বার্ত্তা! এই মঠ-গৃহে
কোথা দেখা হতে পারে ইশাবেলা-সাথে?
দুর্ভাগা ক্লডিয়ো বন্ধু—তিনি ভগ্নী তার:
ইশাবেলা। দুর্ভাগা ক্লডিয়ো! কেন হেন কথা বলো?
কি হয়েছে? ভাগ্য কেন কারল ছলনা?
এ প্রশ্নে বিস্ময় মানো? নাহিক বিস্ময়!
আমি সেই ইশাবেলা—ক্লডিয়ো-ভগিনী।
লুশিয়ো। শোনো ভদ্রে, ভ্রাতা তব বার্ত্তা পাঠায়েছে।
বৃথা বাক্য-জাল রচা নাহি প্রয়োজন।
ভ্রাতা তব ভাগ্যদোষে কারাবাসী আজ।
ইশাবেলা। কারাবাসী! হায় ভাগ্য!
কোন্ অপরাধে?
লুশিয়ো। অপরাধ!...আমি যদি হই বিচারক—
বলি তবে—কারাবাস লঘু দণ্ড তার।
সরলা-কিশোরী বন্ধু—সহবাস-পাপে
অন্তর্বত্নী! কুমারীরে করে কলঙ্কিনী!
ইশাবেলা। গল্প-কথা শুনায়ো না মোরে, মহাশয়।
লুশিয়ো। গল্প নয়—সত্য কথা। গল্পে কোন্ কাজ?
যদিও প্রকৃতি মোর একান্ত চপল—
কুমারী কিশোরী-দলে হাস্য-পরিহাস,
মিথ্যা গল্পে কার নিত্য কৌতুকের খেলা
রঙ্গ-ভরে—নারী লয়ে চিত্ত-হীন লীলা!
তবু ভদ্রে, সত্য কহি: হেরি রূপ তব
চটুল খেলার নয়; মর্য্যাদা-সম্ভ্রমে
সত্যই মহিমাময়—না করি কৌতুক!
সংসারের মলিনতা করি পরিহার—
কি স্বর্গীয় জ্যোতিঃপুঞ্জে গরিমা-কিরণ
দিব্য বিভা-দীপ্তি হেরি! মিথ্যা কহিব না—
দেবী তুমি—রহস্যের যোগ্য নারী নহ!
ইশাবেলা। এ ব্যঙ্গে দিতেছ কালি সুচরিতা-জনে
লুশিয়ো। নহে, নহে, নহে ইহা পরিহাস-বাণী।
অধিক কথায় ভদ্রে, নাহি প্রয়োজন।
সরল সত্য যা, কহি অতীব সংক্ষেপে।
ভ্রাতা তব—প্রণয়িনী-কিশোরী-মিলনে
পুলক লভিল ঘোর—বসন্ত-বাতাসে
পল্লবিনী-মিলনেতে যথা পুষ্প জাগে—
পল্লব-গৌরব-সুখ! ভ্রাতা তব তথা
কিশোরী প্রেমিকা সনে মিলনের বশে
পুষ্পিতা করেছে তায়। গর্ভে তার আজি
শিশু-পুষ্প-মুকুলের উদয় সম্ভব!
ইশাবেলা। পুত্রবতী প্রণয়িনী! নাম জুলিয়েৎ?
ভগ্নী মোর দূর-সম্পর্কিতা।
লুশিয়ো। সম্পর্কে ভগিনী?
ইশাবেলা। বিদ্যা-পীঠে সহতীর্থা বান্ধবী আমার।
স্নেহে ভগ্নী, ইহাই সম্পর্ক আমাদের।
লুশিয়ো। সেই বটে! জুলিয়েৎ নাম।
ইশাবেলা। ভ্রাতা তারে করুক বিবাহ।
লুশিয়ো। ঠিক কথা!
ডিউক এ রাজ্যে নাই, গেছেন বাহিরে
দীর্ঘ-পর্য্যটনে! কোথা, জানে না তা কেহ।
লোক-মুখে শুনি, নাকি বহু দূর দেশে।
কি উদ্দেশ্যে [illegible] জানেন। তাই তাঁর স্থানে
প্রতিনিধি আজি হেথা শাসন-আসনে
এঞ্জেলো: হৃদয় তার পাষাণের মত—
শিরায় শোণিত যেন তুহিনের ধারা!
চিত্তের পুলক-ব্যথা কিছু নাহি বোঝে।
শুধু পাঠ, শাস্ত্রচর্চ্চা, দারুণ সংযম—
কঠোর তপস্বী সম আচার-ব্যাভার।
হাসি নাই, অশ্রু নাই, পাষাণ-মুরতি!
ছিল যাহে সকলের মুক্ত স্বাধীনতা—
অবাধ-প্রসারে তারে চায় খণ্ডিবারে
আইন-নখর-চাপে! সিংহ যথা ধরে
ক্ষুদ্র মূষিকেরে দেখি আপন কবলে,
তেমনি প্রাচীন এক জীর্ণ বিধি টানি
ধূলির জঞ্জাল হতে করেছে বাহির।
সে বিধির ভরে আজি সহোদর তব
দলিত পেষিত দেখি, বন্দী শৃঙ্খলিত!
তারেই দৃষ্টান্ত করে বিধি-ভঙ্গ-পাপে:

কোন আশা নাই, সেই নিষ্ঠুর বর্ব্বর—
তাহার কবল হতে উদ্ধারের, দেখি।
কাকুতি-মিনতি সব একান্ত নিষ্ফল!
তাই দেবি, সকরুণ প্রার্থনা ভ্রাতার—
তোমারে যাইতে হবে এঞ্জেলোর কাছে
করুণা জাগাতে তার। মিনতিতে তব
যদি আদ্র হয় চিত্ত—সে তোমার গুণে!
সেই হেতু তব পার্শ্বে আসিয়াছি আমি
ভ্রাতার করুণ দীন প্রার্থনা বহিয়া।

ইশাবেলা। প্রাণ দিতে হবে তারে আইনের বলে?

লুশিয়ো। এমনি তো শুনিলাম কোটালের পাশে।
পরোয়ানা দেখিয়াছি কারাবাস-হেতু।
আরো লেখা আছে—মৃত্যু-দণ্ড সমুচিত।

ইশাবেলা। হায়, কি শকতি মোর আছে হেন, যাতে
প্রাণ তার রক্ষা পাবে?

লুশিয়ো। আছে সে শকতি।

ইশাবেলা। আমার শকতি! দারুণ সংশয় হেরি।

লুশিয়ো। এ সংশয় মিথ্যা জেনো, নাহি ভিত্তি তার।
মিথ্যা সংশয়ের ভারে বহু ক্ষেত্রে মোরা
অলস রহিয়া যাই—না করি প্রয়াস—
অদৃষ্টে ব্যর্থতা ঘটে! না রাখি সংশয়
চলো এঞ্জেলোর পাশে—জানাও মিনতি।
বুঝুক সে, নারী যদি মিনতি জানায়,
দেবতা রহিতে নারে তাহে অবিচল—
সে তো অতি ছার, তুচ্ছ! অশ্রুমুখী নারী
নত-জানু পদপ্রান্তে করুণ নয়না—
তাহার প্রার্থনা কভু না হয় নিষ্ফল
এ ভুবনে! পুরুষের কঠিন দুর্জ্জয়
শত পণ ভেঙ্গে গেছে নারী-আঁখি-জলে।

ইশাবেলা। দেখি, কি করিতে পারি।

লুশিয়ো। ত্বরা করা চাই।

ইশাবেলা। এখনি করিব দেখা—হবে না বিলম্ব।
শুধু মঠ-ঠাকুরাণী পাশে কথা কহি
তাঁর অনুমতি লবো যাইতে বাহিরে।
ধন্যবাদ মহাশয়! বলো সহোদরে,
প্রাণ দিয়া তার প্রাণ করিব রক্ষণ।
বার্ত্তা পাবে আজি রাত্রে।

লুশিয়ো। আসি আমি, দেবি।

ইশাবেলা। এসো ভদ্র—মাগি তবে বিদায় এখন।

[বিভিন্ন দিকে প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

এঞ্জেলোর গৃহ-সংলগ্ন অলিন্দ

এঞ্জেলো, এশকেলাশ, একজন বিচারক, কোতয়াল-সর্দ্দার, কর্ম্মচারিগণ ও অন্য অনুচরগণের প্রবেশ

এঞ্জেলো। এই বিধি! ইহারে না করিব আমরা
বিভীষিকা-শকুনের প্রায়—জাগাইতে
শীকারী পক্ষীর চিত্তে অলীক আশঙ্কা—
মূর্চ্ছাতুর রবে পড়ে নিতান্ত নির্জ্জীব—
অক্ষম, অশক্ত অতি অলীক, অলস—
সব্ব শঙ্কা পরিহরি আসিয়া সকলে
আশ্রয় করিবে এরে নীড়ের মতন!

এশকেলাশ। তবু এরে হেন রুদ্র দীপ্ত তীব্র তেজে
মারণ-উন্মুখ করা—উচিত কি হবে?
মৃদুল শাণিত করো—হোক অল্প জ্বালা,
সূচী সম বিদ্ধ হোক! খড়্গের মতন
দ্বিখণ্ড করিয়া মৃত্যু হানা—নির্ম্মমতা!
এই যে তরুণ ভদ্র—পিতা এর ছিল
সম্ভ্রান্ত সম্মানী উচ্চ! পারিতাম যদি
বাঁচাতে ইহারে,—আমি বাঁচাতেম ধ্রুব।
তবু এক কথা আছে—বলা সমীচীন।
জানি, তুমি সত্য পথে নিষ্ঠায় সুদৃঢ়—
বয়স, ঘটনা-চক্র—সে মর্ম্ম জানিলে
বুঝিতে, যে-কার্য্য লাগি অপরাধী-এরে
বিচারে দিয়েছ দণ্ড—সে কি গুরু পাপ?
তরুণ বয়সে অতি-অনায়াস মোহে
নিমেষে উপজে ভ্রান্তি—বিশেষ যখন
কারো ক্ষতি, অনিষ্ট ঘটেনি ইথে—
হেন কর্ম্মচক্র মাঝে পড়িলে আপনি
কি হইত—ভাব এরে করিতে মার্জ্জনা!
কঠিন বিধির বশে প্রাণ লইতে না!

এঞ্জেলো। প্রলুব্ধ? সে এক কথা, প্রিয় এশকেলাশ—
পতন আবেক কথা! স্বীকার তা করি।
যেই জুরি-দল দেছে মৃত্যুদণ্ড এরে,
সে দ্বাদশ-জন মাঝে কেহ নাহি চোর
অথবা বঞ্চক? কিম্বা হীনতর পাপী?
আছে, আছে! তবু যবে বিচারের তৌল
পরিমাপ করে কারে—দোষীর বিচার
সমুচিত;—তাহার উপেক্ষা অপরাধ!

চোর কত বিধি রচে চোরের সমাজে—
কে তার সংবাদ রাখে ? পথে চলে যেতে
যে-মণি নয়নে পড়ে, কুড়াইয়া লই ;
যে-মণি চোখে না দেখি, পায়ে চূর্ণ হয় ।
না-দেখা মণির কথা জাগে না এ-মনে,
করি না তাহার চিন্তা । দোষ আছে মোর—
তা বলিয়া অপরের সে-দোষে মার্জ্জনা—
এই যুক্তি নাহি মানি । তাহে দোষ তার
লঘু নয় তিলমাত্র ! স্পষ্ট বলি তবে,—
এ-দোষে আমার চিত্ত যদি দোষী ছাখো,
আমারে বিচার-মতে প্রাণদণ্ড দিয়ো ।
পক্ষপাতহীন আমি বিচার-ধরমে ।
মিনতি-কাকুতি কারো নারিব শুনিতে ।
অপরাধী এ তরুণ— মরিবে নিশ্চয় ।

এশকেলাশ । তব জ্ঞান-বুদ্ধি-মতে তাই হোক তবে !

এঞ্জেলো । কোথায় কোটাল ?

কোতোয়াল-সর্দ্দার । হেথা আছি প্রভু ।

এঞ্জেলো । তব পরে দিনু ভার । কালিকে প্রভাতে
নবম-ঘটিকা-ঘাতে মরিবে ক্লডিয়ো
ফাঁশি-কাঠে । যথাকালে আচার্য্যে ডাকিয়ো—
মরণের পূর্ব্বে কিছু বলিতে সে চায়—
বলি প্রায়শ্চিত্ত তার করিবে দুর্ভাগা ।
পরলোক-যাত্রা তার হবে নিরাপদ !

[কোতোয়াল-সর্দ্দারের প্রস্থান

এশকেলাশ । ভগবান, ভগবান, ক্ষমা করো মূঢ়ে !
ক্ষমা করো আমাদের সব-অপরাধ !
পাপে ভর করি' হেথা কেহ তোলে শির—
পুণ্যেরে করিয়া ভর কাহারো পতন !
বহু-পাপে মুক্তি হেথা পায় কত জন—
কেহ লঘু ক্রটি-বশে গুরুদণ্ড পায় !

ক্রথ এবং পম্পির সহিত এলবো ও
কর্ম্মচারিগণের প্রবেশ

এলবো । এসো—এখানে ওদের আনো । অভদ্র জায়গায় চেঁচামেচি করা যাদের কাজ, তারা যদি ভালো মানুষ হয়, তা হলে মিছে আমি আইনের নোকরি করে মরচি ! আনো ওদের এইখানে ।

এঞ্জেলো । ব্যাপার কি ? কে তুমি ? তোমার নাম ? কি হয়েছে ?

এলবো । শুনুন তবে ধর্ম্মাবতার—আমি হলুম গাঁয়ের চৌকিদার । আমার নাম এলবো । আমি হুজুর, আইনের চাকর । হুজুরের পায়ে এনে হাজির করেছি দুটো ভীষণ উপকারীকে ।

এঞ্জেলো । উপকারী ! কোথায় কাদের উপকার করে বেড়াচ্ছে ?···অপকারী বদমায়েস বলো···

এলবো । হুজুর যদি বলেন, তবে তাই । আমি মুখ্যু মানুষ, কি করে জানবো এরা কি রীতের মানুষ, হুজুর ? তবে এরা যে ভয়ঙ্কর পাজী,কোনো পাপকে পাপ বলে ডরায় না, সে কথা হুজুর, আমি হলফ করে বলতে পারি । খ্রীষ্টানরা যে সব অপকর্ম্ম করে বেড়ায়, এরা তার কিছু করে না হুজুর !

এশকেলাশ । এবারে ঠিক কথা বলেছো বাপু ! তোমার কথা শুনে মনে হয়, তোমার বুদ্ধি আছে ।

এঞ্জেলো । যাক, ব্যাপার কি, বলো ? তোমার নাম বললে, এলবো ! না ?···কথা কইচো না কেন এলবো ?

পম্পি । ওর বাক্যি লোপ পেয়েচে হুজুর ! কি করে আর কথা কইবে ?

এঞ্জেলো । তুমি কে ?

এলবো । ও ? হুজুর, ও হলো বাউণ্ডুলে বেশ্যাসক্ত । একটা বদ মেয়েমানুষের কাছে চাকরি করে । সম্প্রতি তার বাড়ী ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে হুজুর, আইনের জোরে । এখন সে মাগী এক দোকান খুলেচে । সে দোকান হুজুর, তার সেই বাড়ীর মত বিশ্রী নোঙরা···

এশকেলাশ । তুমি কি করে জানলে ?

এলবো । আমার পরিবার হুজুর,—তাকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না—তাকে আমি ভয়ঙ্কর ঘেন্না করি···

এশকেলাশ । পরিবার ! তোমার স্ত্রী ?

এলবো । ইস্তিরী হুজুর । মনে-জ্ঞানে তাকে আমি খুব ভালো বলে জানি, হুজুর···

এশকেলাশ । সে ভালো বলে তাকে ঘেন্না করো ? দু'চক্ষে দেখতে পারো না ?

এলবো । তাকে আমি ঘেন্না করি হুজুর, নিজেকেও ঘেন্না করি । ঐ বাড়ী···হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া বাড়ী ! ওটা বেশ্যা-বাড়ী হুজুর—ভারী বিশ্রী কত্থিয্যি বাড়ী ।

এশকেলাশ । তুমি কি করে জানলে ?

এলবো । আমার পরিবারের জন্যে জানতে হয়েছে. হুজুর । পুরুত যদি মন্তর পড়ে ওর সঙ্গে আমার বিয়ে না দিত হুজুর, তাহলে কি কত্থিয্যি ব্যাপারই না ঘটতো ! ওঃ ! রাহাজানির মামলায় পড়তে হতো !

এশকেলাশ। পরিবার নালিশ করতো ?

এলবো। ঐ ওভারডন বলে' মাগী—সে ঘটাতো যত অনর্থ। কিন্তু এর মুখে সে খুৎকড়ি দিলে—এ'ও দিলে তাকে রদ্দা।

পম্পি। মিথ্যা কথা বলচে, হুজুর।

এলবো। তোর সাক্ষী ডেকে সাবুদ কর্ পাজী যে, আমার কথা মিথ্যা! তুই যে ভারী মানী লোক, তা সাবুদ কর্।

এশকেলাশ। দেখচো—কি থেকে কি কাণ্ড গড়ে তুলেচে!

পম্পি। হুজুর, সে এলো—তার পেটে ছেলে—কিছু খাবার চাই বলে'। আমাদের ওখানে ছিল দু'-টুকরো মোরব্বা। ফলের রেকাবীতে ছিল। কম-দামী রেকাবি। সে-রকম রেকাবি হুজুর ঢের দেখেছেন—চীনে-মাটীর তৈরী নয়। না হলেও রেকাবি ভালো...

এশকেলাশ। রেকাবির কথা রেখে আসল কথা বলো।

পম্পি। ঠিক বলেচেন হুজুর। রেকাবি রেখে আসল কথা আমি বলি। এই এলবো, হুজুর—পোয়াতি মেয়েমানুষ—এত-বড় ডাগর পেট—এসে বললে, ঐ মোরব্বা চাই। আমি বললেম, দুটি মাত্তর পড়ে আছে—এই ফ্রথ বাকী মোরব্বা খেয়ে ফেলেছে—খেয়ে দাম দিচ্ছে। তুমি তো জানো ফ্রথ, বলো না, তোমার পাওনা ছিল তিন পেনি। নগদ পেনি দিতে পারলেম না।

ফ্রথ। না।

পম্পি। মনে আছে, তুমি সেই ফলগুলোর বীচি ছাড়ালে মাটীতে আছড়ে...?

ফ্রথ। খুব মনে আছে।

পম্পি। আমি বললেম, এ ফলে ভারী ক্ষিদে হয়... কি বলো? নয়?

ফ্রথ। হ্যাঁ, হুজুর।

পম্পি। তার পর...

এশকেলাশ। থাম্ হতভাগা! আসল কথা যা বলছিলি, বল্। পরিবার এলো, বলছিলি—তার কি হলো? তাকে মেরেছিলি? না, কি করেছিলি?

পম্পি। না হুজুর—এখনি ও কথা কি! তার আগে...

এশকেলাশ। বলো—কি হয়েছিল?

পম্পি। সেই কথাই বলচি, হুজুর। চেয়ে দেখুন ঐ ফ্রথের দিকে। বয়স হয়েছে চার-কুড়ি। ওর বাপ মারা যায় হ্যালোমাসের দিনে। না ফ্রথ?

ফ্রথ। হ্যালোমাসের আগের দিন, হুজুর।

পম্পি। তাই, তাই। মিছে' কথা বলবো না হুজুর—যা সত্যি, তাই বলবো। একটা কেদারায় বসেছিল—নীচু কেদারা, হুজুর—আঙুর-বনের ধারে। তেমন জায়গায় কে না বসে? হুজুররাও অমন কত বসেচেন।

ফ্রথ। ঘরের মধ্যে হুজুর, চার দিক খোলা—তখন আবার শীতকাল।

পম্পি। ঠিক, ঠিক। মিছে কথা পাবেন না হুজুর—সব সত্যি বলচি।

এঞ্জেলো। যে ভাবে কাহিনী সুরু—সারা রাত্রি যাবে,
তবু শেষ হবে না কো! রুশেও তা নয়—
সেখানে রাত্রিটা হয় অতি দীর্ঘ, শুনি।
বহু কথা বলিয়াছ—অবসর নাই
আর বেশী শুনিবার। চলিনু এখন।
তোমরা এ মামলা শুনি করহ বিচার।
পারো, কষে চাবকায়ে দিয়ো ক'জনায়।

এশকেলাশ। আমারো তাহাই মত! বিদায় এখন।

[এঞ্জেলোর প্রস্থান

এসো, গল্প বলো তব। করো তার শেষ।
কি করেছ এলবোর পত্নীরে ব্যাভার?
আর-বার অবসর দিনু বলিবারে।

পম্পি। কথা বেশী নয়, হুজুর, কথা একটুখানি। সে কথা হচ্ছে এই যে, তাকে কিছুই করা হয়নি।

এলবো। দোহাই হুজুর! ওকে বলুন, সত্যি কথা বলতে! আমার পরিবারের সঙ্গে কি ব্যাভার করেছে এ পাজী, ও বলুক।

পম্পি। সত্যি হুজুর—দোহাই, আমায় জিজ্ঞাসা করুন।

এশকেলাশ। বলো—কি হয়েছিল?

পম্পি। হাত জোড় করে আর্জী জানাচ্ছি হুজুর—এ ভদ্দর লোকটির মুখের পানে একবার চেয়ে দেখুন। ফ্রথ—চাও তো একবার হুজুরের দিকে। ভয় নেই! দেখচেন হুজুর, এর মুখ?

এশকেলাশ। দেখচি—বেশ ভালো করেই দেখচি।

পম্পি। না হুজুর—দোহাই, একটু মন দিয়ে দেখুন।

এশকেলাশ। মন দিয়ে দেখচি বাপু!

পম্পি। দেখচেন হুজুর—মুখে দাগ?

এশকেলাস। কৈ—দেখচি না তো!

পম্পি। বলেন কি হুজুর! মুখে ভরপুর চোট!... বেশ তো হুজুর, মুখে যখন এত চোট—তখন

বুঝচেন, ও মেরেচে এলবোর বৌকে—এ কথা বিশ্বাস হয়? বলুন হুজুর।

এশকেলাশ। ও তো দিব্যি আছে।…শুনলে তো চৌকিদার! তোমার কি বলবার আছে?

এলবো। কি আর বলবো, হুজুর? আপনি যদি বলেন হুজুর, তাহলে বেশ, আমি বলচি—ও বাড়ীটি খুব ভদ্দর-গেরস্ত বাড়ী—এ লোকটিও খুব মানী ভদ্দর লোক—আর ওর মনিব-মাগী খুব ভদ্দর মেয়েমানুষ।

পম্পি। সত্যি কথা বলবো হুজুর—এর পরিবার আমাদের সকলের চেয়ে ঢের বেশী ভদ্দর লোক।

এলবো। ফের মিছে কথা বলচিস! পাজী মিথ্যেবাদী কোথাকারের। সে দিন এখনো দেখলেম না—কখনো দেখিনি, যেদিন আমার পরিবারকে সকলে ভদ্দর বলে মানবে!

পম্পি। আজ্ঞে হুজুর, এর সঙ্গে বিয়ের আগে এর পরিবারকে সকলে ভারী মান্য করতো।

এশকেলাশ। ভালো বিপদে পড়া গেছে! কাকে বড় বলি? বিচার-বুদ্ধিকে? না, শয়তানীকে? হ্যাঁ রে, এ-কথা সত্যি?

এলবো। ওরে পাজী, ওরে হতভাগা, ওরে ছুঁচো—আমার চেয়ে আমার পরিবার ছিল ভদ্দর—বিয়ের আগে? না, আমার বিয়ে করে আজ সে ভদ্দর হয়েচে? আমি যদি ভদ্দর না হবো হুজুর, তাহলে কি সরকারী চাকরিতে বাহাল হতে পারতেম?…ওরে লক্ষ্মীছাড়া, তুই দিব্যি কর্ যে, বিয়ের আগে সে ভদ্দর লোক ছিল।

এশকেলাশ। ও যদি তোমার কাছে কান-মলা খায়, তাহলে তোমার নালিশ তুলে নিতে রাজী আছ?

এলবো। হুজুরের তাঁবেদার গোলাম আমি।…তাহলে হুকুম দিন হুজুর, আমি কি করবো?

এশকেলাশ। শোনো চৌকিদার, তুমি যখন ওর দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছ—দোষ এখনো ধরতে পারছো না, তখন আমি বলি, ওকে ছেড়ে দি। তুমি ওর ওপর নজর রাখো। যখন দেখবে, দোষ করেছে, তখন এসে নালিশ রুজু করো।

এলবো। চমৎকার বলেচেন, হুজুর। তাই হবে। দেখলি শয়তান—কি রকম সাজা হলো! কর্… যা করেচিস, কর্ ফের! বুঝলি তো, হুজুর বলছেন,—যা করেচিস্, আবার তাই কর্!

এশকেলাশ। (ফ্রথের প্রতি) কোথায় তোমার জন্ম?

ফ্রথ। এই ভিয়েনা সহরে, হুজুর।

এশকেলাশ। বয়স হলো কত? আশী বছর? মানে, চার কুড়ি?

ফ্রথ। হুজুরের যা মর্জ্জি!

এশকেলাশ। (পম্পির প্রতি) তোমার পেশা?

পম্পি। চাকরি। এক বিধবার কাছে চাকরি করি, হুজুর।

এশকেলাশ। তোমার মনিবের নাম?

পম্পি। ওভারডন্ ঠাক্রুণ।

এশকেলাশ। তাঁর স্বামী ছিল একটি? না, অনেক?

পম্পি। ন'টি হুজুর। শেষেরটি ছিল ওভারডন্!

এশকেলাশ। ন'টি স্বামী!…শোনো হে বাপু ফ্রথ… এই বেচারী বিধবা মেয়ে-মানুষের চাকরের সঙ্গে তোমার দোস্তি আমি ভালো মনে করি না; এরা তোমায় দড়ি দিয়ে টানবে—আর শেষে তুমি দেবে ওদের গলায় ফাঁশ!…যাও তুমি… এখানে আর যেন তোমায় আসতে না দেখি।

ফ্রথ। নমস্কার হুজুর! আমি নিজে থেকে আসিনি হুজুর…এ আমায় নিয়ে এলো!

এশকেলাশ। বেশ…আর কখনো এসো না। যাও। [ফ্রথের প্রস্থান] তুমি তো বাপু, বেচারী বিধবার চাকর—তোমার নাম?

পম্পি। পম্পি।

এশকেলাশ। আরো নাম আছে?

পম্পি। বাম।

এশকেলাশ। শোনো বাপু পম্পি-বাম! শয়তানীতে তুমি হচ্ছ মহাত্মা পম্পি। তোমার চেহারা দেখে বুঝচি, তুমি সিধে মানুষ নও। এখন যদি ভালো চাও, সত্য কথা বলো…কি করে তোমার দিন চলে? কি কাজ করো?

পম্পি। আমি ভারী দুঃখী মানুষ হুজুর—বড় গরীব। আমি বাঁচতে চাই হুজুর…

এশকেলাশ। কিন্তু এ চাকরি করে তো বাঁচা যাবে না, বাপু! এ পেশা সাধু পেশা নয়! আইন এ-পেশা চালাতে দেবে না। এ পেশায় আইনে সাজা হবে।

পম্পি। আইন যদি দয়া করে হুজুর…

এশকেলাশ। না—সে দয়া আইন করবে না। ভিয়েনায় এ পেশা চল্‌বে না।

পম্পি। হুজুর কি তবে ভিয়েনা সহরে ছোকরা-বয়সীদের আর আমোদ-আহ্লাদ করতে দেবেন না? ফুর্ত্তি এখানে বন্ধ রাখবেন?

এশকেলাশ। তা নয় পম্পি।

পম্পি। এরা কারো ক্ষতি করে না হুজুর। এরা

চোর নয়, ডাকাত নয়। চোর-ডাকাতদের যে-আইন—ফুর্ত্তিবাজদের জন্যে সে আইন ঠিক নয়, হুজুর!

এশকেলাশ। এ আইন বেশ ভালো। এ-রকম আমোদে ফাঁশির ব্যবস্থা আছে আইনে। জান্‌লে বাপু?

পম্পি। ফাঁশি!…যদি অভয় দেন হুজুর, তা'হলে একটি কথা নিবেদন করি শ্রীচরণে।

এশকেলাশ। বলো…

পম্পি। ঠিক্ বাছতে কত গাঁ উজোড় করবেন হুজুর? মাপ করবেন। অভয় দেছেন বলেই বল্‌চি—এই ফুর্ত্তিবাজী—এ বন্ধ করবেন ফাঁশি দিয়ে? দশ বছর ধরে যদি এ আইন চালান হুজুর, খুব কড়াক্কড় রকমে, তবু দেখবেন হুজুর, ভালো-ভালো বাড়ীতে ফুর্ত্তির রোশনি জ্বলচে! তা যদি না হয় তো পম্পির এই মুণ্ডু নিয়ে আপনি বল খেল্‌বেন হুজুর!

এশকেলাশ। তাই হবে, পম্পি। তোমার এ অভয়-বাণীর জন্যে তোমায় জানাচ্ছি—শোনো পম্পি, এ-পেশা এ-সহরে চালানো তোমার চল্‌বে না। এ মুল্লুক ছেড়ে সরে পড়ো…বাড়ীতে নয়। এ-সহরে যদি কোথাও তোমার দেখা মেলে, তা'হলে গ্রেফতার হয়ে চাবুক খাবে। এবারের মত মাপ পেলে। সরে পড়ো। বুঝলে?

পম্পি। খুব বুঝেছি হুজুর। সরেই পড়বো। মাপ যে করলেন, তার জন্যে দণ্ডবৎ জানাচ্ছি হুজুর। (স্বগত) এ পেশা ছাড়বো? জগতে এত পয়সা আর কোন্ পেশায় রোজগার হবে, বাবা! হুঁঃ…

চাবুক? হাঃ হাঃ—ভেটো ঘোড়া
খাচ্ছে; টানছে গাড়ী;
চাবুক খেয়ে ছাড়বো পেশা—
নই এমন আনাড়ী!

এশকেলাশ। শোনো বাপু এল্‌বো—কদ্দিন তুমি চৌকিদারী করচো?

এল্‌বো। আজ্ঞে, সাত বচ্ছর ছ'মাস হুজুর।

এশকেলাশ। যেমন করিৎকর্ম্মা তোমায় দেখছি, তাতে মনে হয়, অনেক কাল এ চাকরিতে আছো! কত বললে—সাত বছর?

এল্‌বো। তার উপর আর ছ'মাস বেশী, হুজুর।

এশকেলাশ। এত বছর ধরে! বড্ড খাটুনি হচ্ছে তোমার। সরকারের অন্যায়…এ চাকরিতে এত কষ্টে তোমায় বাহাল রাখা। আর কি মানুষ নেই, এ কাজে যাদের তোমার মহল্লায় বাহাল করে?

এল্‌বো। তেমন তাকৎওয়ালা মানুষের অভাব, হুজুর। চৌকিদার বাছতে সরকার আমায় বেছে নেছে! এর জন্যে মাইনে কিছু পাই, হুজুর…কাজেই আমার চলে যাচ্ছে বেশ এক রকম।

এশকেলাশ। শোনো, তোমার মহল্লায় থাকে এমন ছ'সাত জন লোকের নাম আমায় দিয়ে যেয়ো—বুঝলে?

এল্‌বো। হুজুরের বাড়ী গিয়ে নাম দিয়ে আসবো?

এশকেলাশ। আমার বাড়ীতেই এসো। বুঝলে! এখন যাও।

[এল্‌বোর প্রস্থান

এশকেলাশ। কটা বাজলো?

বিচারক। এগারোটা।

এশকেলাশ। আমার ওখানেই চলুন—খাওয়া-দাওয়া সেইখানে করবেন।

বিচারক। ধন্যবাদ।

এশকেলাশ। ক্লডিয়োর জন্য সত্যই আমার মন বড় কাতর।…অথচ উপায় কি?

বিচারক। লর্ড এঞ্জেলো বড় কঠিন হয়ে দণ্ড দিয়েচেন!

এশকেলাশ। কাঠিন্যের আছে প্রয়োজন—তাও বুঝি
করুণা—মার্জ্জনা করা বড় সুকঠিন!
মার্জ্জনায় সুখ কোথা? ব্যথার জননী!
তবু…হতভাগা ক্লডিয়ো সে! কিন্তু নিরুপায়!
মিছা ভাবি। এসো ভদ্র, এসো, যাই সবে।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

এঞ্জেলোর গৃহ; কক্ষান্তর

(কোতোয়াল সদ্দার ও একজন ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। বিচারে নিবিষ্ট প্রভু। কার্য্য শেষ হলে
এইখানে আসিবেন। নিবেদিব তাঁরে
আপনার আগমন-কথা।

কোতোয়াল। বলো তাই।

[ভৃত্যের প্রস্থান

কি উদ্দেশ্য—তাহাই জানিতে চাহি এবে !
হয়তো করুণা মনে জাগিয়েছে এবে ।
স্বপ্নে যেন করিয়াছে—ছায়া-অপরাধ !
সর্ব্বজাতি, সর্ব্বজনে সকল বয়সে
এই অপরাধ নিত্য করিছে হেথায়—
অথচ ইহার লাগি মৃত্যু ক্লডিয়োর !

(এঞ্জেলোর প্রবেশ)

এঞ্জেলো । কি তব সংবাদ ?
কোতোয়াল । কাল প্রাতে সত্যই কি
ক্লডিয়ো হারাবে প্রাণ প্রভুর আদেশে ?
ফিরিবে না সেই আজ্ঞা ?
এঞ্জেলো । কোনো হেতু নাই !
আদেশ দিয়াছি আমি—করিবে পালন ।
পাইয়াছ আদেশ-পত্রিকা । বুঝি না, তা লয়ে
বিমূঢ় প্রশ্নের এই হেতু অকারণ !
কোতোয়াল । আদেশ-পালনে পাছে অতি-ব্যস্ত হই,
সেই ভয়ে আসিয়াছে দীন নিবেদক ।
দেখিয়াছি বহু ক্ষেত্রে, আদেশ-পালন
হয়ে গেছে অক্ষরে-অক্ষরে ; তার পরে
ধীর-বিতর্কের ফলে মধুর মার্জ্জনা ।
এঞ্জেলো । সে ভার আমারে সঁপি রহো দ্বিধাহীন ।
তোমার কর্ত্তব্য যাহা—কর তা পালন ।
করুণা-মমতা যদি জাগে বেশী প্রাণে—
এ কর্ম্ম করহ ত্যাগ—কোনো ক্ষতি নাই ।
যোগ্য ব্যক্তি এই পদে মিলিবে প্রচুর ।
কোতোয়াল । স্পর্দ্ধা-হেতু প্রভু-পদে মাগি সে মার্জ্জনা ।
কিন্তু কি আদেশ প্রভু, অশ্রুমুখী বালা
জুলিয়েতে ? বুঝি, তার আসন্ন মরণ !
এঞ্জেলো । যোগ্যতর স্থানে রক্ষা করহ তাহারে,
যত ত্বরা পারো । বৃথা সময়-হরণ ।

(ভৃত্যের পুনঃ-প্রবেশ)

ভৃত্য । প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত যে অপরাধী জন,
ভগ্নী তার আসিয়াছে—দরশন মাগে ।
এঞ্জেলো । তাহার ভগিনী আছে ?
কোতোয়াল । আছে ভগ্নী, প্রভু ।
পুণ্যময়ী—ধর্ম্মে চিত্ত-নিমগ্না কুমারী ।
লইয়া সন্ন্যাস-ব্রত মঠ-বাস—তার
জীবনে পরম লক্ষ্য—আকাঙ্ক্ষা-বিহীনা ।
এঞ্জেলো । লয়ে এসো তারে ।

[ভৃত্যের প্রস্থান

শোনো কোতোয়াল,
অনাচারী জুলিয়েতে করে দাও দূর—
খাদ্য বা পানীয় দিয়ো প্রয়োজন-মত ;
প্রচুর দিয়ো না যেন !…মিলিবে আদেশ
যথাবিধি—ভাবিয়া জানাবো তাহা ।

ইশাবেলা ও লুশিয়োর প্রবেশ

কোতোয়াল । প্রণাম চরণে প্রভু ।

(গমনোদ্যত)

এঞ্জেলো । রহ আর কিছুকাল । (ইশাবেলার প্রতি)
এসো সুচরিতে ।
কি লাগিয়া আসিয়াছ ? করহ প্রকাশ ।
ইশাবেলা । দুঃখিনী প্রার্থিনী আমি প্রভুর চরণে ।
কৃপা করি নিবেদন শুনিবে কি প্রভু ?
এঞ্জেলো । বলো, কি তোমার নিবেদন ?
ইশাবেলা । আছে মহা-অনাচার—সমগ্র অন্তরে
সেই পাপ-অনাচারে বড় ঘৃণা করি ।
সে পাপের সমূল উচ্ছেদ চাহি আমি—
বিচারে হৌক দণ্ড সমুচিত তার ।
সে পাপ প্রশ্রয় পায় দীন প্রার্থনায়,
জানি আমি ভালো মতে । সে পাপে না চাহি
তুচ্ছ করি মার্জ্জনার চোখে কেহ দেখে !
তার লাগি নিবেদন কভু করিব না ।
কিন্তু প্রভু, দ্বিধা-ভরে কাতর এ প্রাণ !
চাহি যাহা—অন্তরের নহে সে প্রার্থনা !
তবুও চাহিতে আসি—ভাগ্য অকরুণ !
এঞ্জেলো । কি হয়েছে ? প্রকাশিয়া বলো তা নির্ভয়ে !
ইশাবেলা । আছে মোর সহোদর । বিচারে তাহার
প্রাণদণ্ড হবে, শুনি । হয়েছে আদেশ !
তাই আসিয়াছি প্রভু, যাচিতে চরণে
প্রাণ তার । অপরাধে চাহি না মার্জ্জনা ।
কোতোয়াল । (স্বগত) হে ঈশ্বর,
মমতা জাগাও এঁর প্রাণে !
এঞ্জেলো । পাপে দণ্ড দিতে চাও !
চাহো না পাপীরে !
আচরণ-পূর্ব্বে পাপ—চির-দণ্ড-যোগ্য—
সে-পাপে আশ্রয় যার, দণ্ড ন্যায্য তার ।
আমি উপলক্ষ মাত্র—বিধি-শৃঙ্খলিত !
কারো পাপ-অপরাধ হলে প্রমাণিত,
বিচার যন্ত্রের মত করে দণ্ড দান !
বিধির অধীন হায়, নাহি স্বাধীনতা,
নাহি প্রাণ, নাহি মন—নির্ম্মম বিধান !

ইশাবেলা। ন্যায় বিধি! কিন্তু প্রভু, কি কঠিন!
সহোদর বাঁচিবে না? হায় ভগবান!

(গমনোদ্যত)

লুশিয়ো। (জনান্তিকে) এখনি নিরাশ হলে!
চলে যাবে ফিরে?
না, না, এসো! জানাও মিনতি আর্ত্ত স্বরে!
জানু পাতি রাজবেশ ধরি রহ পড়ি!
তুহিনের মত কেন এমন শীতল?
এমন উদাস কেন? তুচ্ছ সূচী যদি
চাহো কভু, তারো লাগি সাধন-ভজন
কত প্রয়োজন হয়! জানাও মিনতি—
কম্পিত করুণ কণ্ঠে জীবন্ত আবেগে!

ইশাবেলা। মরণ নিশ্চিত তার?

এঞ্জেলো। নিরুপায়, বালা!

ইশাবেলা। ইচ্ছা হলে মার্জ্জনা করিতে পারো, প্রভু।
মার্জ্জনায় দেব-নর দিবে না কো দোষ।

এঞ্জেলো। মার্জ্জনা করিব না।

ইশাবেলা। আছে বাধা মার্জ্জনায়?
যদি ইচ্ছা হয় প্রভু···মমতা জাগিলে?

এঞ্জেলো। সাধ্য যাহা নয় তাহা করিতে পারি না।

ইশাবেলা। মার্জ্জনা করিলে তাহে হইবে না দোষ!
জগতে কাহারো বিন্দু ক্ষতি হইবে না!
তার প্রতি মমতায় বিগলিত যথা
মোর প্রাণ, সে মমতা তব প্রাণে যদি
জাগে—মার্জ্জনা কঠিন তবু?

এঞ্জেলো। সাধ্য নাই।
বিচার হয়েছে শেষ; পরে দণ্ডাদেশ।
মার্জ্জনার অবসর কোথা বলো, আর?

লুশিয়ো। (ইশাবেলার প্রতি) তুমি যেন জড়!
কোথায় নয়নে অশ্রু?

ইশাবেলা। বিলম্ব হইয়া গেছে! নাহি অবসর?
না, না! প্রাণ নিয়ে কথা—প্রাণ আছে যবে,
তখন বিলম্ব কোথা? আছে অবসর।
ইচ্ছার উদয় শুধু! যে-জন মহৎ,
মহৎ কার্য্যের লাগি অবসর তার
চিরস্থায়ী—অবিচল; এই আমি জানি।
রাজার মুকুট বলো, কিম্বা তরবারি—
প্রহরীর দণ্ড—বিচারক-পরিচ্ছদ—
সব অশোভন, জানি—করুণা-বিহনে!
ভাবো মনে একবার—ক্লডিয়ো যদ্যপি
হতো তুমি—তুমি যদি হইতে ক্লডিয়ো—
এমনি করিতে ভুল জীবনের পথে—
তোমার বিচারে আমি ধ্রুব বাক্য কহি,
ক্লডিয়ো হতো না কভু এমন নির্ম্মম,
তোমার মতন রুদ্র কঠোর, কঠিন!

এঞ্জেলো। ফিরে যাও নিজ-বাসে—আশা নাই বালা।

ইশাবেলা। বিধি সে আমারে যদি তব শক্তি দিত,
তুমি যদি হতে আজ আমি-ইশাবেল!
এমনি ঘটনাচক্র? ভেবে দ্যাখো মনে,—
বিচারক কোন্ বস্তু—বন্দী সে কেমন—
ভালো করে বুঝাতাম—সংশয়-বিহীন।

লুশিয়ো। (জনান্তিকে) চিত্ত স্পর্শ করা চাই—
বচনে ধমনী!

এঞ্জেলো। আইনের চক্ষে তব ভ্রাতা অপরাধী।
এ তোমার বাক্যব্যয়—বৃথা এ, নিষ্ফল!

ইশাবেলা। হায় ভাগ্য! সর্ব্ব মানবের আত্মা যদি
পাপের কলুষ লাগি এমন বিচারে
আজিকে তুলিত হতো—বিশ্বের বিধাতা
সবারে কি দণ্ড দিত এমন নিষ্ঠুর?
মমতায় মার্জ্জনা না করিতেন তিনি?
মার্জ্জনার সদুপায় না হতো বাহির?
ভেবে দ্যাখো একবার—তুমি বিচারক—
মানুষের দোষ-গুণ করিছ বিচার
বিচার-আসনে বসি—তুমিও মানুষ!
বিশ্বের বিধাতা যিনি সবার উপরে
বিচারের করেন বিচার—শ্রেষ্ঠ বিচারক—
মনের গোচরে তব কিম্বা অগোচরে
যে-যে কাজ করিয়াছ—যে চিন্তা রয়েছে—
তাহার বিচার হয়? তখন কি হবে?
কোনো ত্রুটি,—কোনো ভুল করোনি জীবনে—
যার লাগি দণ্ড নিতে রহিবে উন্মুখ?
মার্জ্জনা কি চাহিবে না মিনতি-বচনে?
সেই কথা ভাবি প্রভু, কৃপা করো আজি
ভ্রান্ত-জনে—ত্রুটি তার করহ মার্জ্জনা!
এ কৃপা-পরশে পাপী নূতন জীবন
লভিবে—দেখিয়ো তুমি, কলুষ-বিহীন!

এঞ্জেলো। শোনো গো সুন্দরী—আমি সত্য কহি
তোমা—
আমি নহি—রাজ-বিধি দণ্ড দেছে তারে,
হতভাগ্য তব সহোদরে। সে যদি বা হতো
আমার আত্মীয়, বন্ধু, ভ্রাতা, কিম্বা পুত্র—
তবু বিচারের ফলে প্রাণদণ্ড তার।
রাজবিধি-বশে ভ্রাতা প্রাণ দিবে কাল।

ইশাবেলা। কাল!···হেন অতর্কিতে! হেন অকস্মাৎ!
না, না, ওগো, রক্ষা করো—রক্ষা করো তারে।

মরণের লাগি সে যে নহেকো প্রস্তুত !
ভোজ্য-লাগি যে-বিহঙ্গে নিত্য মোরা মারি—
তাদেরে জীয়ায়ে রাখি গৃহে কিছুকাল—
জীবনের রসাস্বাদ তাদেরে পীয়াই।
তাদেরে যে-আচরণ—সেই আচরণে
বিধাতার কি অভীষ্ট করিছ সাধন ?
ভেবে ছাখো—আর-বার ভেবে ছাখো প্রভু,
হেন-অপরাধে পূর্ব্বে কোনো জন হেথা
এমন বিচারে কভু প্রাণ দেয় নাই !
বহু জন হেন কার্য্য সাধিয়াছে হেথা।

লুশিয়ো। (জনান্তিকে) ভালো—ভালো—ভালো
কথা বলিয়াছ বটে !

এঞ্জেলো। রাজবিধি মরে নাই ; ঘুমাইয়া ছিল !
বহু জন করিয়াছে হেন আচরণ—
মানি বালা, কিন্তু এর হতো আজি রোধ—
প্রথম যে-জন হেন করিল আচার,
তারে যদি বিধি-বশে দণ্ড দেয়া হতো !
সে-বিধি নিদ্রিত ছিল—আজ জাগিয়াছে।
জাগিয়া নাশিতে পাপ খড়্গ তুলিয়াছে।
সমুচিত এই খড়্গ। তব ভ্রাতা বলি
ভাগ্যদোষে। তার পাপ পড়িয়াছে ধরা।
যখন জেগেছে বিধি, আর ঘুমাবে না !
হেন পাপে যে-বা পাপী—সেই দণ্ড পাবে।

ইশাবেলা। দয়া—দয়া—দয়া করো প্রভু !

এঞ্জেলো। আছে দয়া।
বিচার-আসনে বসি দুষ্ট জনে যবে
বিচার সে করি—প্রাণে কি মমতা জাগে—
কি যে ব্যথা—সত্য কহি—অজ্ঞাত পাপীরে !
পাপের উচ্ছেদ লাগি—অন্য পাপী-জনে
শায়েস্তা করিতে বিচারের আয়োজন।
শোনো বালা, ঘরে যাও। নাহিক উপায়।
ভ্রাতা তব প্রাণ দেবে বিচারের ফলে—
রাজ্যের বিধান-বশে : আর কথা নাহি।

ইশাবেলা। তুমি তবে এই সুপ্ত বিধিরে জাগায়ে
মারণের মহা-যজ্ঞ করিবে প্রথম !
ভ্রাতা মোর সেই যজ্ঞে সর্ব্ব-অগ্র বলি !
বেশ, বেশ, বড় ভালো—হেন শক্তি-লাভ—
দুরন্ত দুর্জ্জয় এই শক্তি রাক্ষসের !
অপরের প্রাণ নিয়ে দুরন্ত এ খেলা !
শক্তি রাক্ষসের হোক—সে শক্তি-ব্যাভার
রাক্ষস হতেও রাক্ষসী সে, অতি দুষ্ট !

লুশিয়ো। (জনান্তিকে) ভালো ভালো—
আরো ভালো বলিয়াছ !

ইশাবেলা। শক্তি-ধর মহাজন—মানুষ হইয়া
ইন্দ্রের মতন যদি করে বজ্রক্ষেপ,
ইন্দ্র বা কেমনে রবে স্থির অচঞ্চল ?
প্রতি ক্ষুদ্র প্রতিহারী বজ্রধর হলে
নিক্ষেপিবে বজ্র শুধু, আর কিছু নাই ?
ওগো দেব বজ্রপাণি, কৃপা-অবতার,
অগ্নিময় বজ্র তুমি হানো দেখি শুধু
সুবিশাল ওক্-বৃক্ষে ! মালতী-লতায়
বজ্র-নিক্ষেপ করো না ! ক্ষুদ্র নর হায়,
শক্তির গরবে গর্ব্বী, মিথ্যা আস্ফালনে
তুচ্ছ শক্তি-ভূষা আঁটি আপনার মনে
নিজের স্বরূপ কভু না করি বিচার
হিংস্র ক্রুদ্ধ বানরের মতন হেলায়
মূঢ় ক্রীড়াছলে করে এ কি ক্রূর খেলা !
এ খেলা হেরিয়া চোখে স্বর্গের দেবতা
শিহরে বেদনা-ভরে, অশ্রুময় আঁখি !
সে-দেবতা মানবের শক্তি-আস্ফালনে
হাসিয়া লুটায় হায়, বিদ্রূপের ভরে !

লুশিয়ো। (জনান্তিকে) বলো, বলো, আর বার
শুনাও উহারে !
বুঝি, প্রাণে জাগিছে মমতা ! এই দেখি,
আসে হেথা ! বলো, বলো। রয়ো না নীরব।

কোতোয়াল। (স্বগত) হে ঈশ্বর ! কিশোরীর কণ্ঠে
করো ভর—
বচনে মমতা যেন জাগে এ-পাষাণে !

ইশাবেলা। উচ্চ রাজাসনে তুমি—ভ্রাতা দীনহীন—
উভয়ে তুলনা নাহি হয়, বেশ জানি।
বড় যারা, রঙ্গ তারা করে সাধু সনে,
ছোটদেরে তুচ্ছ করে, চাহে না ফিরিয়া।
এ তাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, এই অবহেলা—
ছোটরা করিলে হেলা—হবে তাহা পাপ।

লুশিয়ো। (জনান্তিকে) সত্য কথা বলিয়াছ…
ভারী খাটি কথা !
এই মত বহু কথা আরো বলে যাও।

ইশাবেলা। সেনাধ্যক্ষে যেই কাজ রঙ্গ লীলা-খেলা—
তুচ্ছ পদাতিকে…তাহা অনাচার, পাপ ?

লুশিয়ো। (জনান্তিকে) বলো, বলো, হেন কথা
বলো আর বার।

এঞ্জেলো। বুঝি না—এ সব কথা আমার উদ্দেশে
কেন তুমি বলো, বালা ? কি অর্থ ইহার ?

ইশাবেলা। কেন বলি ? হেতু তার,
শক্তি-অধিকারী,
তারাও নির্ভুল নয়…করে ভুল-চুক !

তবু তার ভুল যেন ভুল নয় কভু !
শক্তি-অধিকার হতে যেই পাপ-ক্রটি—
সে যেন দেহেই থাকে, পশে না অন্তরে !
শুধাই, অন্তরে তব করহ প্রবেশ,
সেখানে সন্ধান লহ, কোনো কোণে তার
যেই পাপ-অনাচারে মোর সহোদর
অপরাধী হলো স্থির, সে পাপের কণা
সত্যই কি মিলিবে না ? মিথ্যাচার নয়,
নিজ-মনে সে ক্রটির করিয়ো বিচার,
যদি সে শকতি থাকে,—রসনায় তব
ভ্রাতৃ-প্রাণ-দণ্ড-কথা তবে সে আনিয়ো !

এঞ্জেলো। (স্বগত) বুদ্ধিমতী এ কিশোরী !
বচনে যুকতি !
অন্তর দিতেছে সায়। (ইশাবেলার প্রতি)
ফিরে যাও, বালা…

ইশাবেলা। শোনো প্রভু, আর বার।

এঞ্জেলো। এ-কথা ভাবিব।
কাল পুনঃ ভেটিয়ো আমারে। (ফিরিলেন)

ইশাবেলা। শোনো প্রভু, উৎকোচে করিব
তোমা বশ।

এঞ্জেলো। উৎকোচ ! আমারে !

ইশাবেলা। দিব ধন—দেবতা ঈপ্সিবে ; অংশ লবে

লুশিয়ো। (জনান্তিকে) সাবাস্ ! সাবাস্ !
এ কথা কথার টেক্কা !

ইশাবেলা। তুচ্ছ সোনা-রূপা নয় আমার উৎকোচ ;
পাথরের কুচি আনি ধরি না সম্মুখে—
যে কুচির দামে মত্ত ধনী ও নির্ধন !
আমার উৎকোচ প্রভু, দেবতার পায়ে
কুশল প্রার্থনা তব ! সে মোর প্রার্থনা
সূর্য্যের উদয়-পূর্ব্বে পশিবে স্বরগে
পূত শুভ্র মানসের অন্তরের বাণী—
উপবাস-রতা পুণ্যকামী কুমারীর
দেবতা-চরণ-লগ্ন মনের আকুতি !
ধরণীর ধূলি-স্পর্শে হয় নি কলুষ
কুমারীর যেই-চিত্ত—সে চিত্ত-প্রার্থনা !

এঞ্জেলো। কাল তুমি পুনরায় এসো মোর পাশে।

লুশিয়ো। (জনান্তিকে) যেতে পারো। যাও এবে !
সুফল মিলিবে—
মনে হেন লাগে বটে ! যাও এবে ফিরে।

ইশাবেলা। বিধাতা করুন প্রভু, তোমার মঙ্গল।

এঞ্জেলো। (স্বগত) তাই হোক ! ভগবান—
করুন মঙ্গল !
এমন প্রার্থনা ! মোর মনে লোভ জাগে !

ইশাবেলা। কাল কোন্ ক্ষণে পুনঃ পাবো দরশন ?

এঞ্জেলো। অপরাহ্ণ-পূর্ব্ব-ভাগে।

ইশাবেলা। বিধাতা করুন রক্ষা !

[ইশাবেলা, লুশিয়ো ও কোতোয়াল-সর্দ্দারের প্রস্থান।

এঞ্জেলো। তোমা হতে ! তোমার ও পুণ্য হতে রক্ষা !
এ কি ! এ কি ! কার দোষ ? আমার ?
না,—ওর ?
লোভে যে প্রলুব্ধ করে, অথবা যে লুব্ধ—
দোঁহাকার মাঝে কার অপরাধ বেশী ?
ওর দোষ নয়। ও তো প্রলুব্ধ করেনি
মোহে। আসে নাই বিথারিতে মোহ-জাল !
এ আমার অপরাধ ! আমি !
আমি ! আমি !
রবির সুনীল রশ্মি কুসুমে যেমন
নির্জীব বিশুষ্ক করে—তেমতি ও-মন
আমার এ-মনে করে মুগ্ধ-ছায়া-পাত !
যে-নারী কৌতুক-রঙ্গে লঘু,সুচটুল,
নিতান্ত তরল—কোথা, বিভ্রম তাহাতে ?
লজ্জাবতী ব্রীড়াময়ী রূপসী কামিনী
চিত্ত করে পরাভূত কি-মন্ত্রে নিমেষে—
চরণে বিকাতে পেলে ধন্য হয় প্রাণ !
বিশাল প্রান্তর যাহা উন্মুক্ত অবাধ—
মন্দির ভাঙ্গিয়া সেথা পাপে দিব ঠাঁই ?
চিন্তা কেন ? ভাই ওর রহুক বাঁচিয়া !
চোরে যদি চুরি করে,—চুরির বিচার
বিচারক করিবে সে। বিচারক যদি
আপনারে করে চুরি—তাহার বিচার
কে করিবে ? এ যে দেখি রহস্য বিপুল !
এ কি চিন্তা ! এরে আমি ভালো বাসিয়াছি !
মনে হয়, শুনি বসে ও-মুখের বাণী—
রূঢ় সে ভর্ৎসনা হোক—তবু ভালো লাগে !
সম্মুখে রহুক, ওরে দেখি প্রাণ ভরে !
এ কি স্বপ্ন দেখা দিল আজি চিত্তে মোর !
ওরে ধূর্ত্ত অরি, তুই সাধুরে ধরিতে
সাধুরে করিলি টোপ ? এ যে ভয়ঙ্কর !
এই দুষ্ট লোলুপতা, পুণ্যে আদরিয়া
পাপ পথে লয়ে যেতে উদ্দাম বাসনা !
রূপসী গণিকা তার ছলা-কলা লয়ে
অঙ্গের লাবণ্য-রাশি নগ্ন কালিমায়
জয়ের আকাঙ্ক্ষা তীব্র জাগায়ে পরাণে
লাস্যে ভাষ্যে হাস্যে কভু পারেনি করিতে
আমার এ চিত্ত জয়, জাগাতে বিভ্রম !

আজ এই পুণ্যময়ী তেজোদীপ্তিমতী,
সরলা কুমারী মোরে করিল বিস্ময় !
অনায়াসে তার লাগি অধীর উন্মাদ !
কয় দণ্ড পূর্ব্বাবধি হাসিয়াছি আমি,
শুনেছি যখনি কারো প্রেম-উন্মাদনা—
বিস্ময় মেনেছি, ভাবি, হায়, কি করিয়া
তুচ্ছ প্রেম-মোহে এরা হয় রে উন্মাদ !

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কারা-কক্ষ

(স্বতন্ত্রভাবে সন্ন্যাসী বেশে ডিউক ; এবং কোতোয়াল সর্দ্দারের প্রবেশ)

ডিউক। এসো হে কোটাল ! বেশে অনুমানি, তুমি
সহর-কোটাল হও।

কোতোয়াল। তাই বটে, ঠিক !
কি উদ্দেশ্যে হেথা আসা হে সাধু-প্রবর ?

ডিউক। আপন কর্ত্তব্য-বশে। আমি ব্রতচারী।
ব্রত মোর, ভাগ্যহত অপরাধী সনে
দেখা করা, আর্ত্ত চিত্তে সান্ত্বনার লাগি
ভগবৎ-বাণী বলা ! পাপের বিলোপ।
এই কার্য্যে সন্ন্যাসীর চির-অধিকার।
সে সুযোগ দাও ভদ্র, এ দীন সেবকে।
পাপে-অপরাধে কে-বা হতভাগ্য আছে
কারা-মাঝে কোন্ পাপে কি দণ্ড কে পায়—
কহ মোরে বিবরণ। যথাযোগ্য বাণী
বিধাতার কৃপা-বশে যতটুকু জানি,
তাই দিয়া পাপ-ভার করিব লাঘব।

কোতোয়াল। আরো বেশী কার্য্য আছে।
করিতে প্রস্তুত ?
ছ্যাখো, ওই আসে এক কুলবালা হেথা,
যৌবন-অনলকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া হায়,
জীবনে করেছে দগ্ধ ! কিশোরী কুমারী—
পরিচয় সমাজেতে—হায়, গর্ভে ধরে
কলঙ্কের পরিচয়, উদ্দাম বৃত্তির !
যে-পুরুষ দিল এই কলঙ্ক-কালিমা—
কারাবাসী সেই জন—বয়সে তরুণ।
বিচারে হয়েছে শাস্তি—প্রাণদণ্ড তার।
দুঃখ হয়, এ-বয়স মরিবার নয় !
ভাগ্য-দোষ— কর্ম্মফলে তাই এ দুর্ভোগ।

(জুলিয়েতের প্রবেশ)

ডিউক। প্রাণদণ্ড কবে হবে ?

কোতোয়াল। কাল হবে, হেন বার্ত্তা
হয়েছে প্রচার।
(জুলিয়েতের প্রতি) ব্যবস্থা হয়েছে, বালা।
আরো কিছু কাল
হেথায় রহিবে তুমি—পরে লয়ে যাবো।

ডিউক। যে-পাপের ভার তুমি করিছ বহন
আপনার এই দেহে, সে পাপের লাগি
অনুতাপ জাগিয়াছে অন্তরে তোমার ?

জুলিয়েৎ। এ যদি কলঙ্ক, লজ্জা—বহিব তা আমি
ধীর শান্ত চিত্তে, জেনো—কোনো গ্লানি নাই !

ডিউক। শিখাবো তোমারে বালা,—
কেন লজ্জা এতে।
সুপ্ত-বিবেকেরে তব জাগাইব আমি।
এ গ্লানির লাগি তব হবে অনুতাপ।
অনুতাপ বিনা পাপে মুক্তি নাই, জেনো।

জুলিয়েৎ। কি বলিবে ? কিবা তুমি শিখাইবে মোরে ?

ডিউক। যাহার দুষ্কৃতি লাগি এ দুর্দ্দশা তব,
তাহারে কি ভালো বাসো ?

জুলিয়েৎ। ভালো বাসি তারে—
যে-নারীর লাগি তার চরম লাঞ্ছনা,
দুর্গতি, সে-নারীকেও আমি ভালোবাসি।

ডিউক। অনাচারে দুজনার যোগ আছে তবে ?

জুলিয়েৎ। তাই।

ডিউক। তার পাপ হতে তব পাপ গুরু।

জুলিয়েৎ। তাই সাধু। কহি সত্য অকপটে—
তার লাগি সহি গ্লানি—এই অনুতাপ।

ডিউক। ভালো কথা। শোনো বৎসে,—গ্লানি-অনুতাপ
সমুচিত পাপের লাগিয়া,—নহে সমুচিত
কর্ম্মফলে দুর্গতির লাগি ! আপনার
কৃত কর্ম্ম,—তার লাগি সহি যে যাতনা,
সেই যাতনার তরে মোরা করি খেদ !
বিধাতার বিধি-উল্লঙ্ঘন—তায় খেদ কোথা ?
নিজের মতন চাই বিধাতারে প্রীতি—
মনে শঙ্কা চাই,—পাছে কভু লঙ্ঘি তাঁরে !

জুলিয়েৎ। সত্য, অনুতাপ হৃদে ! নিজের লাগিয়া
কোথা পাপ ? পাপাচার করি নাই আমি
তাই এ গ্লানি বা লজ্জা—তাহে কি-বা দুঃখ ?

ডিউক। তাই হোক ! কিন্তু বৎসে, শুনেছ সংবাদ—
তব প্রিয়-জন—প্রাণ দিবে ঘাতকের করে
কাল ? তার পাশে আমি চলেছি এখন,

শুনাইতে হিত-কথা,—দানিতো সান্ত্বনা।
কল্যাণ হউক তব—বিধি-আশীর্বাদ!

[প্রস্থান

জুলিয়েৎ। প্রাণ দিবে ঘাতকের করে! কাল!···ওরে
মৃত্যুরূপী ভালোবাসা—এ-কি তোর লীলা!
মোর বক্ষে জাগাইলি আর একটি প্রাণ—
যে-প্রাণের লাগি মোর আনন্দ-বিষাদ—
সেই ভালোবাসা, তুই প্রাণ-বলি নিবি!
কোতোয়াল। মর্মঘাতী—কি করুণ এই দৃশ্য!

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

এঞ্জেলোর গৃহ-কক্ষ

এঞ্জেলোর প্রবেশ

এঞ্জেলো। প্রার্থনা! প্রার্থনা-সাথে
কত চিন্তা জাগে!
চিন্তায় প্রার্থনা পুনঃ! এ কি দায় হলো!
বিধাতারে বারে বারে জানাই মিনতি—
নাম তাঁর জাগে শুধু অগ্রে রসনার—
প্রাণ কিন্তু মুগ্ধ রহে কল্পনা-বিভোর!
তার মুখ, তার চোখ, তার সেই মুখ,
স্ফুরিত অধর ভাষা—চোখেতে ভর্ৎসনা
অশ্রুর কুহেলি-ভরা—শ্রাবণের মেঘে
অশনি-ঝলক যেন! চিত্তে বিপর্যয়!
জ্ঞানের গাম্ভীর্য মোর, যুক্তির গরিমা—
কিছুতে না ফিরাইতে পারে এ-আবেগে!
ওরে কাল! ওরে স্থান! ওরে পাত্র! তোরা
মূঢ়-জনে দিস্ জ্ঞান—জ্ঞানীরে করিস্
বিকল বিমূঢ় কত! শক্তি নিদারুণ!
রক্ত সে রক্তই—তার রক্তের ধরম!
পাপের মাথায়—যত লেখো পুণ্য নাম—
পাপ পাপ—মোহ মোহ—নাহি ব্যতিক্রম।

ভৃত্যের প্রবেশ

কে তুই? কি চাস হেথা?
ভৃত্য। কিশোরী তাপসী—
নাম তাঁর ইশাবেলা—মাগে দরশন।
এঞ্জেলো। লয়ে এসো সসম্মানে।

[ভৃত্যের প্রস্থান

হে বিশ্ব-বিধাতা—
এ কি! এ কি! রক্ত মোর ধমনী বাহিয়া
পুঞ্জিত হতেছে হৃদে বিপুল ধারায়—
যা কিছু হৃদয়ে আছে, সরায়ে সকলি!
মূর্চ্ছাতুর সারা চিত্ত কিসের মায়ায়?
অশরীরি শক্তি, ওগো, কে আছ কোথায়—
এ মায়া করো বিচূর্ণ—রক্ষা করো মোরে।
আমার দায়িত্ব গুরু! রাজ-প্রতিনিধি—
একান্ত বিশ্বাসে কার কর্তব্য পালন;
সে বিশ্বাস টোটে বুঝি—শক্তি পায় লোপ!
এ আবেগ—এর নাম? এ যে মোহ-মায়া!
এ মায়ায় বড় পাপ—গুরু অপরাধ।

ইশাবেলার প্রবেশ

এসো বালা চারুমুখী! কহ কি বারতা?
ইশাবেলা। আসিয়াছি অভিলাষ জানিতে প্রভুর!
এঞ্জেলো। জানিতে বাসনা তব! হতো ভালো, যদি
সাধ তব পূর্ণ হতো! কিন্তু অসম্ভব,
অসম্ভব! ভ্রাতা তব পাবে না বাঁচিতে!
ইশাবেলা। তাই হোক! আপনার হউক্ মঙ্গল!

(গমনোদ্যতা)

এঞ্জেলো। তবু সে বাঁচিবে ক্ষণকাল! হয়তো বা
যত কাল তুমি আমি রহিব বাঁচিয়া!
তবু তারে হইবে মরিতে!···নিরুপায়!
ইশাবেলা। তবাদেশে মৃত্যু তার? তোমার বিচারে?
এঞ্জেলো। তাই।
ইশাবেলা। কোন্ ক্ষণে? কোন্ দণ্ডে?
শুধাই সেটুকু—
বুঝিবারে শুধু, এই দাহ, গ্লানি, জ্বালা
দীর্ঘ বা ক্ষণেক কালে ঘুচিবে তাহার—
চিত্ত তার মুক্তি পাবে এ যাতনা হতে!
এঞ্জেলো। এই পাপ! অনাচার! ধিক্!
শত ধিক্!
বিধাতার সৃষ্টি নর—তারে হত্যা করা—
সে যেমন গুরু-অপরাধ,—তেমনি এ পাপ
গুরু··বিধিহীন নিষিদ্ধ মিলন, জেনো,
অরি এক নব-প্রাণ-লিপ্সার উন্মেষ!
সজীব মানব—তারে হত্যা অনায়াসে—
কলঙ্কের ছাপ দিয়া নব জন্ম-দান
অনুরূপ অনাচার! হত্যা-অভিচার।
ইশাবেলা। দেবলোকে যদি হয় কভু এ সম্ভব—
মর্ত্যলোকে কভু নয়। বিধাতা নিষ্পাপ!
মোহ—ভ্রম—সুকঠিন বিচার তাঁহার।

যে-মানবে শত ত্রুটি—পরের ত্রুটির
কঠিন বিচার করে—নহে সমুচিত !
এঞ্জেলো। হেন কথা বলো তুমি ! বুঝাবো এখনি।
কিবা চাও ? সুকঠিন আইনের পাশে
বদ্ধ-কণ্ঠ ভ্রাতা তব ত্যজিবে পরাণ ?
অথবা বাঁচাতে—তার প্রাণ-পরিবর্ত্তে,—
ভ্রাতার জীবন যে-বা করে কলুষিত—
তার মত দেহ তব করিবে গো দান ?
ইশাবেলা। মহাশয়,
করহ বিশ্বাস তবে,—দেহ তুচ্ছ অতি।
এ দেহে আমার নাহি তিলমাত্র মায়া !
মন—যারে আত্মা বলো—পারি নাকো শুধু
সে-মনে, আত্মায় বলি দিতে হেলা-ভরে !
এঞ্জেলো। মন বা আত্মার কথা আমি বলি নাই :
দায়ে নিত্য কত পাপ করিছে মানব—
সংখ্যা লয়ে কে-বা করে হিসাব-নিকাশ ?
অনাচারে যেই পাপ—তাতে ঘৃণা জাগে।
ইশাবেলা। এ কথা কেমনে বলো ? কি অর্থ ইহার ?
এঞ্জেলো। সর্ব্ববাদী হয়তো নয়, মোর বিশ্বাস।
ভালো কথা—চাহো যদি সহোদর-প্রাণ—
এক প্রশ্ন করি তোমা—দেহ সদুত্তর।
রাজ্যের যা বিধি আছে—মোর কণ্ঠ বহি
ভাষায় সে-বিধি করে আপনা প্রকাশ,—
ভ্রাতা তব প্রাণ দেবে ঘাতকের করে !
পাপে পাপ-বিনিময়—দাতব্যের মত—
ভ্রাতৃ-প্রাণ-রক্ষা তরে সম্ভব কি হবে ?
ইশাবেলা। বলো, বলো—বিনিময়ে কি করিব আমি ?
আত্মা মোর যদি তাহে হীন হয়, তবু
ভ্রাতৃপ্রাণ লাগি তারে ভাবিব না পাপ।
এঞ্জেলো। যে-পাপে দানের পুণ্য—তাহার সাধনে
চিত্ত যদি হীন হয়—তবুও প্রস্তুত ?
ইশাবেলা। তার প্রাণ ভিক্ষা চাই—যদি পাপ হয়—
ভগবান, সেই পাপ লবো অকাতরে।
মোর ভ্রাতৃ-প্রাণ লাগি এ মোর প্রার্থনা,
পূরণ করিলে তুমি, যে-পাপ ঘটিবে,—
প্রভাতী-বন্দনা-স্তুতি গাহিতে প্রাণের
জানাবো বিধিরে—পাপ সে তোমার নয় !
মোর বহু-পাপে হবে সে পাপের যোগ !
এঞ্জেলো। সে কথা বলি নি আমি। আমি যা বলেছি...
বোঝোনিকো মর্ম্ম তার—বলি আর-বার—
বোঝোনিকো, হয় তব বুদ্ধির স্বল্পতা—
নয় তো চাতুরী-ছল ! এ নহে উচিত।
ইশাবেলা। মূর্খ বা নির্ব্বোধ হই—ভালো নাহি হই-
তবু জানি, আমি যাহা, তার বেশী নই !
এঞ্জেলো। যে-বুদ্ধি নিজেরে দেখে এত ছোট করে'
সে বুদ্ধির দীপ্তি বড় ; কৃষ্ণ আবরণ—
তার তলে রূপপ্রভা যেমন উজল,
আবরণ-মুক্ত রূপে দীপ্তি নাই তথা !
কিন্তু শোনো—বৃথা রচি বচনের জাল—
সরল সহজ স্পষ্ট এ আমার ভাষা—
শেষ কথা, ভ্রাতা তব হারাবে জীবন !
ইশাবেলা। তাই হোক তবে !
এঞ্জেলো। বিচার হয়েছে শেষ !
এ-পাপে রাজ্যের বিধি লেখা—প্রাণদণ্ড।
ইশাবেলা। জানি তাহা।
এঞ্জেলো। তার প্রাণ-রক্ষা-হেতু তুমি
বহু কথা বলিয়াছ—করেছ মিনতি,—
ভগ্নী তুমি—ভ্রাতার জীবন চাহো—
আমি তারে দণ্ড দিছি বিচার করিয়া,—
আমারে মিনতি করো—আমি অবিচল !
আইনের নাগ-পাশে আজি যে-বন্ধন,
সে বন্ধন-মোচনের অধিকার কোথা ?
কাহার বা অধিকার—বিচারক-বিনা ?
এ মর্ত্ত্যে যা মণি-রত্ন, যত শক্তি আছে,
তার বিনিময়ে প্রাণ রক্ষা পাইবে না।
শোনো বলি,—যৌবনের মণি-মুক্তা-ভারে
তোমার দেহেতে দেখি অপরূপ বিভা—
ভ্রাতৃপ্রাণ চাহো যদি,—মুকুল-যৌবন
ওই দেহ কর দান : নহে ভ্রাতৃ-প্রাণ—
রক্ষা নাই। বলো এবে, কি-বা অভিপ্রায় ?
ইশাবেলা। সহোদর কিম্বা আমি—একই উত্তর।
আমার জীবন যদি যায় কশাঘাতে,
সে কশা মণির মত ধরিব এ দেহে—
হাসি-মুখে সে মরণে করিব বরণ।
পাপ-শয্যা'পরে এই দেহ সঁপে দেয়া—
সে-চিন্তা মনেও কভু পাবে নাকো ঠাঁই !
দেহ দিয়ে দেহ রাখা—ধিক্ সেই দেহে !
ধিক্ সে দেহের গেহে সজীব পরাণ !
এঞ্জেলো। ভ্রাতা তব মরিবে নিশ্চয়—জেনো স্থির
ইশাবেলা। ক্ষতি তাহে বহু অল্প, জানি, মহাশয়,
এই দণ্ডে মরে ভ্রাতা ঘাতক-কৃপাণে—
ভালো, ভালো, শতগুণে ভালো তাহা মানি—
সে ভ্রাতার প্রাণ-রক্ষা-আশে ভগ্নী তার
দেহে-মনে চির-মৃত্যু ভুঞ্জিবার চেয়ে।
এঞ্জেলো। যে বিধি-আইনে তুমি কত কটু বাণী—

সে-বিধি—সে দণ্ড চেয়ে এবে দেখি, তুমি
ঢের বেশী সুকঠিন, নির্ম্মম, কঠোর!
ইশাবেলা। পাপ-মূল্যে মুক্তি কেনা—
সহজ মার্জ্জনা—
উভয়ে প্রভেদ বহু! বিধি-বদ্ধ ক্ষমা—
লজ্জা-ধর্ম্ম-ত্যাগ সহ তুল্য-মূল্য নহে।
এঞ্জেলো। কিছু পূর্ব্বে বলিয়াছ—এ-বিধি রাক্ষসী!
ভ্রাতার এ মহাত্রুটি—ভ্রান্ত পথ-যাত্রা
পাপ নহে—হৃদয়ের আনন্দ-কৌতুক!
ইশাবেলা। ক্ষমা করো সে প্রগল্ভ বাণী মোর প্রভু
বহু বাক্য অধরেতে এমনি সে ঝরে—
অর্থ বুঝি বাক্য মোরা করি না প্রয়োগ
সর্ব্ব কালে; হেন বাক্য বলিয়াছি বুঝি,
ভালোবাসি সহোদরে—তার শুভ-আশে।
এঞ্জেলো। মানুষ দুর্ব্বল। মতিভ্রম কার নাহি?
ইশাবেলা। এই মতিভ্রম লাগি ভ্রাতা দেয় প্রাণ!
দুর্ব্বল সে একা যদি মানব-সমাজে—
আর কেহ মতিভ্রম করে নি কখনো,
তার প্রাণ লও তবে; নহে, যে-দৌর্ব্বল্য
সকল নরের ব্যাধি—তার মূল্য একা
কেন দিবে সহোদর?
এঞ্জেলো। নারীও দুর্ব্বল!
নহে কি গো চিত্ত তার এমনি ভঙ্গুর?
ইশাবেলা। যে-দর্পণে দেখে নারী নিজ-মুখ—ঠিক
তারি মত নারী-চিত্ত, তেমনি ভঙ্গুর!
দর্পণে সহজে যথা নানা মূর্ত্তি জাগে—
তেমনি সহজে ভাঙ্গে! শুধু ভাঙ্গা-গড়া!
হায় নারী, ভগবান, রক্ষা করো তারে!
নারী-বক্ষ হতে যত সুধা লয়ে নর
পূর্ণ-তৃপ্ত—নিত্য তত ভাঙ্গিছে নারীরে!
বলো, বলো শতবার, বলো লক্ষবার—
দুর্ব্বল ভঙ্গুর-চিত্ত রমণী হেথায়—
স্বভাব-কোমল মন, সরল বিশ্বাস,
সারল্যে গরল-জ্বালা ভুঞ্জে সবিশেষ!
এঞ্জেলো। তব বাক্যে বহু চিন্তা করিয়াছি আমি।
তব বাক্যে নারীর যে-পরিচয় পাই,
নর-নারী দুজনায় সমান দুর্ব্বল…
দুজনারি হয় হেথা ত্রুটি ও বিচ্যুতি।
সে ত্রুটির বশে দোলা ওঠে দেহে-মনে।
স্পষ্ট তবে কহি, শুন, বুঝেছি, যা বলো।
তুমি যাহা, তাই তুমি, অর্থাৎ রমণী!
তার বেশী হতে চাও, কিছুই রবে না!
আকারে-প্রকারে নারী, দেখে মনে হয়,
অন্তরে রমণী যদি—হও দেহে-মনে
নারী শুধু—দেখি শুধু রমণী তোমারে!
ইশাবেলা। আমি মূর্খ নারী প্রভু, এই তর্ক-কথা
হেঁয়ালির ছন্দে রচা, অর্থ নাহি বুঝি!
স্পষ্টভাষে কহ, যাহা বলিবার আছে—
সরল সহজ বাক্য পূর্ব্বেকার মত!
এঞ্জেলো। সরল ভাষায় বলি, সহজে বুঝিবে—
ভালোবাসিয়াছি আমি তোমারে, সুন্দরী!
ইশাবেলা। ভাই মোর জুলিয়েতে বেসেছিল ভালো।
তুমি বলিয়াছ, সেই ভালোবাসা হেতু
ভ্রাতার চরম পাপ, প্রাণ যাবে তার!
এঞ্জেলো। যাবে নাকো—তুমি যদি ভালবাসো মোরে!
ইশাবেলা। যে-আসনে আজ তুমি—জানি ভালোমতে
সে আসন-অধিকার লয়ে পর-প্রাণ
পরখ করিতে চাও!
এঞ্জেলো। এ নহে পরীক্ষা।
বিশ্বাস করহ নারী, বলি সত্য কথা,
অকপট সত্য এই প্রাণের প্রকাশ।
ইশাবেলা। ধিক্! ধিক্! এ কথায় করিব প্রত্যয়?
এ কি পাপ, এ কি হীন পরীক্ষা ইতর!
বুঝিয়াছি, থাক্, থাক্—শোনো বিচারক,
তোমার গুণের বহু স্তুতি-গান গাবো।
আদেশ-লিখন দাও স্বাক্ষর করিয়া
ভ্রাতারে করেছ ক্ষমা! নহে জেনো স্থির,
উচ্চ কণ্ঠে নিখিলের জনে-জনে ডাকি
কহিব, অন্ত্যজ নীচ তোমার ও মন!
এঞ্জেলো। সে কথায় ইশাবেল, কে করে প্রত্যয়?
অকলঙ্ক নাম মম, অকলুষ খ্যাতি,
তপস্বীর মত নিষ্ঠা—আমার জীবনে।
সে বাণীরে মিথ্যা বলি ঘোষিবে সকলে।
এ রাজ্যে আসন মম দৃঢ় অবিচল—
তোমার এ অপযশে বিন্দু টলিবে না!
তোমারি কুখ্যাতি সবে করিবে রটনা।
যাক্…বৃথা বাক্যব্যয়ে নাহি প্রয়োজন!
বাসনা-তুরগ রশ্মি দিয়াছে ছাড়িয়া—
কামনা পূরাও মোর সুবুদ্ধির বশে,
সাজো অভিসারিকার মোহময় বেশে
নয়নে কটাক্ষ হানি, অধরের কোণে
যা-কিছু মাধুরী করো দীপ্ত অঙ্গে তব,
পিয়াও যৌবন-সুরা—সব দুঃখ যাবে,
ভ্রাতা তব পাবে মুক্তি। কর দেহ-দান,
ইচ্ছামত করি ভোগ বাসনা মিটায়ে।
অকরুণ হয়ে কেন মৃত্যু দিবে তারে?

সু-কঠিন ব্রত এই, আনন্দ-বিভ্রম!
সদুত্তর যদি দিতে আজ নাহি পারো,
ভালো করে ভাবি, কাল ভেটিয়ো আমারে।
নহে তব প্রতি এই আমার যে প্রীতি,
তোমার আঘাতে হবে দ্বন্দ্ব বৈরতা—
নির্ম্মম হত্যায় লবে অবজ্ঞার শোধ!
চাহো যদি মোর নামে কলঙ্ক রটাতে,
রটাইয়ো যথা ইচ্ছা! সুনামের বর্ম্মে
সে কলঙ্ক-অপযশ চূর্ণ হয়ে যাবে!
[প্রস্থান

ইশাবেলা। কার কাছে যাবো? কারে করি অভিযোগ?
এ কথা কাহারে কহি? কে করে প্রত্যয়?
ওরে মানবের কণ্ঠ—একটি রসনা
বহে নিন্দা কিম্বা কভু স্তুতি-ভাষা-গান!
বিচার করে না কিছু, যাহা-ইচ্ছা বলে—
ভালো-মন্দ বুঝিবে যে, নাহি অবসর!
যাবো এবে ভ্রাতৃ পাশে—প্রাণ যাবে চলে'—
তবু জানি, মর্য্যাদা-সম্ভ্রম-বোধ আছে।
স্কন্ধে তার এক শির; শত শির যদি
ঘাতকের খড়্গে যায় শতেক আঘাতে
শত বার—শির দিতে হাসি মুখে ভাই
ভগ্নীর দেহের মূল্যে চাবে না রাখিতে,
কলঙ্ক-কালিমা লিপ্ত করি ভগিনীরে!
পুণ্যে ধর্ম্মে ইশাবেলা রহিবে বাঁচিয়া।
হায় ভ্রাতা, মৃত্যু তব! নাহিক উপায়!
ভ্রাতৃপ্রাণ হতে মূল্য ঢের বেশী মানি
রমণীর সতীত্বের। তথাপি ভ্রাতারে
কহিব, এঞ্জেলো দুষ্ট—কিবা সর্ত্ত তার!
মরণে প্রস্তুত হোক্। চিত্তের যাতনা—
বিরাম মিলিবে তার নিষ্ঠুর মরণে!
[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কারা-কক্ষ

(ক্লডিয়ো, সন্ন্যাসি-বেশে ডিউকের প্রবেশ; সঙ্গে কারাধ্যক্ষ)

ডিউক। এঞ্জেলো করিবে ক্ষমা—সেই আশা রাখো?
ক্লডিয়ো। আর্ত্ত অসহায় যে-বা, কি তাহার আছে
সম্বল আশ্রয়, কহ, এই আশা বিনা?
জীবনেতে রাখি আশা…মরণে প্রস্তুত।
ডিউক। মৃত্যুরে বরিতে চিত্তে করো অবিচল।
জীবন-মরণ—হবে তুল্য সুমধুর।
জীবনে বুঝাও এবে এই যুক্তি দিয়া,
তোমারে হারাই যদি—হারাইব কিছু
মূঢ়ে যা রাখিতে চায়! কি স্বরূপ তব?
একটি নিশ্বাস শুধু! শত শক্তি তার
বিনীত দাসের সম দেহে করে বাস!
যে-দেহে নিবাস তার, করে জর-জর
ব্যথাতুর রোগে নিত্য মৃত্যুর নফর!
মৃত্যু হতে এ জীবন রক্ষিতে আয়াস—
মৃত্যু হতে যে-জনের দূরে পলায়ন,
পুনঃ ফিরে আসা তার কাছে…নিরুপায়!
মর্য্যাদার বিন্দুমাত্র নাহি চিত্তে তব,
নীচ উপায়েরে চাহো করিতে আশ্রয়!
বীর নহ—ক্ষুদ্র কীট! দংশনের ভয়ে
কম্পিত কাতর এত! নিদ্রারে জানিয়ো
বিরামের স্ফূর্ত্তি মাত্র। তবু ক্ষিপ্ত তুমি!
মৃত্যু—তারে কেন শঙ্কা? তুমি আত্মহারা!
বিশাল প্রাণের মাঝে তুমি পরমাণু!
আপনারে ভুল চাহো নহে যা আপন!
স্থির লক্ষ্য নহে মন, নিয়ত-চঞ্চল!
ধন যদি থাকে তব, তবুও দরিদ্র!
চিনির বলদ সম চিত্ত-ধন তুমি
শুধুই বহিয়া মরো,—সে তোমার নয়!
স্নেহ নাই, মায়া নাই, মান নাই তব—
বহিছ জীবন যেন দুর্ব্বিষহ ভার!
এত মায়া এ জীবনে? গেলে কি-বা ক্ষতি?
আমাদের এ জীবনে মৃত্যু শত শত—
তবুও মরণে শঙ্কা! বিমূঢ় আমরা!
ক্লডিয়ো। সাধু! সাধুবাদ দিই তোমার বচনে।
প্রাণ চাহি, সত্য মোরা চাহি যে মরণে—
মরণে চাহিলে পাই সত্যই জীবন।
তাই হবে, তাই হবে, হে বন্ধু তাপস।
ইশাবেলা। (নেপথ্য হইতে) কে আছো এ শান্তিময় পবিত্র আবাসে?
কারাধ্যক্ষ। কে? ভিতরে এসো। তোমার কথাগুলি মধুমাখা মনে হচ্ছে!
ডিউক। আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে, মশায়।
ক্লডিয়ো। পুণ্য-ব্রত হে সন্ন্যাসী, লহ মোর নতি।

(ইশাবেলার প্রবেশ)

ইশাবেলা। দু'একটি কথা আছে ক্লডিয়োর সনে।
কারাধ্যক্ষ। স্বাগত! ঘাখো হে ভদ্র, ভগ্নী তব
আসে।
ডিউক। কারাধ্যক্ষ, তব সাথে কথা আছে মোর।
কারাধ্যক্ষ। বহু কথা হয় যদি, আনন্দে শুনিব।
ডিউক। হেথা হতে অন্তরালে চাহি থাকিবারে
কি কথা ইহারা কয়, চাহি শুনিবারে।

[ডিউক ও কারাধ্যক্ষের প্রস্থান

ক্লডিয়ো। বল বোন, সমাচার? শুভ তো সকলি?
ইশাবেলা। আনন্দ-সংবাদ শুভ হয় চিরদিন।
আনিয়াছি সত্য ভাই, শুভ সমাচার···
অতি-শুভ! অমাত্য-প্রধান এঞ্জেলো—
বুঝি স্বর্গে আছে তার বহুবিধ কাজ—
সেখানে পাঠাতে দূত তোমারে সে চায়!
সেথা হতে ফিরিবে না; করিবে বসতি।
ত্বরা করি সাজো যাত্রা। ত্বরিতে সে চায়।
কালিকে প্রভাতে তব মহাযাত্রা শুন!
ক্লডিয়ো। বাঁচিবার নাহি হায়, কোনোই উপায়?
ইশাবেলা। কিছু নাই তাই কেন? আছে—
আছে এক
এক মুণ্ড বাঁচাইতে অন্য হৃদি-বলি।
ক্লডিয়ো। কি সে উপায়, ভগ্নী?
ইশাবেলা। বাঁচিতে বাসনা?
পারো বাঁচিবারে—রক্ষা পাবে তব প্রাণ···
তোমার যে-বিচারক, তাহার করুণা
দানবীয়, তার বলে প্রাণ রক্ষা পাবে;
কিন্তু রবে শৃঙ্খলিত—যতদিন প্রাণ!
ক্লডিয়ো। যাবজ্জীবন বন্দী?
ইশাবেলা। তাই ভাই, তাই।
দৃঢ় বদ্ধ প্রাচীরেতে! যদিও ধরণী
রবে মুক্ত অবাধ প্রসারে, তবু সীমা
সুনির্দিষ্ট—অতি সে সঙ্কীর্ণ, জেনো।
ক্লডিয়ো। সে হায়, কিরূপ মুক্তি?
ইশাবেলা। এক সর্ত্ত আছে
সে সর্ত্তে সম্মত হলে, মান যাবে! খশি'
রক্ষা-আবরণ—তরুর বাকল-সম
নগ্ন তরু-সম রবে দারুণ নগ্নতা!
ক্লডিয়ো। স্পষ্ট ভাবে বলো ভগ্নী!
ইশাবেলা। বলিতে আশঙ্কা
জাগে। ভয়ে কাঁপে সর্ব্ব দেহ-মন।
অমর সম্মান ত্যজি' পাছে তুমি চাও
ছয়-সাত বর্ষ-ব্যাপি জীবন-মেয়াদ!
মরণে এমন শঙ্কা জাগে চিত্তে তব?
শঙ্কা যত—আসন্ন সে মরণ-ছায়ায়;
মরণে যাতনা নাই! ক্ষুদ্র যেই কীট
আমাদের পদতলে নিত্য পিষে মরে—
মরণ যাতনা সহে মরণের ক্ষণে;
অতিকায় রক্ষ পায় সেই সে যাতনা
আপন মরণ-কালে! কোনো ভেদ নাই।
ক্লডিয়ো। এ কথা বলিয়া কেন লজ্জা দাও মোরে!
কুসুম-কোমল মন—ভাবো তুমি, তাহে
সুকঠিন লৌহ সম পণ নাহি মোর?
মৃত্যু যদি নিতে হয়—নেবো আমি তারে
প্রেয়সী বধূর মত বাহু-আলিঙ্গনে,
সাদরে পরম-যত্নে—জানিয়ো ভগিনি!
ইশাবেলা। এই তো তোমার যোগ্য কথা ভাই,
শুনি।
স্বর্গগত পিতৃমুখ-নিঃসারিত বাণী
যেন কর্ণে শুনিলাম—মরণ মধুর!
করো ভাই মৃত্যুরে বরণ—শ্লাঘ্য মৃত্যু।
হীনতা বরণ করে দেহে প্রাণ রাখা—
মত্তক বাঁধিবে তব। ভণ্ড প্রতিনিধি,
সাধুবেশী দুষ্ট পাপী—বিচারের নামে
চরিত্র-মহিমাদীপ্তি করে যে ঘোষণা—
তরুণ জীবনে দেয় বিনা-দোষে বলি,
দুষ্ট বজ্র মারে যথা ক্ষুদ্র বিহঙ্গেরে—
কত যে কি দুরাচার,—কেহ নাহি জানে!
তার মনে যত পাপ-অভিসন্ধি আছে—
নরক-গহ্বর যেন অতল গভীর!
ক্লডিয়ো। সকলের শ্রদ্ধাভাক্ এঞ্জেলো—এমন?
ইশাবেলা। নরকের ধূর্ত্ত ভাব—অতি-ঘৃণ্য মন!
বাহিরে পুণ্যের বেশ—কাপট্য আধার!
কি সর্ত্ত করেছে, জানো? কি সে পাপ কথা?
আমার কৌমার্য্য ডালি দিলে তার পায়—
পাপ-ইচ্ছা পূর্ণ যদি করি দেহ-দানে,
তোমারে করিবে ক্ষমা—মুক্তি সেই দণ্ডে!
ক্লডিয়ো। ভগবান! ভগবান! না, না,—
মুক্তি নয়!
ইশাবেলা। যে কলঙ্ক লেপিয়াছে পাপ-অনাচারে,
সে পাপে আপন দুষ্ট করিবে বরণ!
আজ রাত্রে—বলিয়াছে সেই পাপ কথা—
রসনা ভাষিতে নারে—শিহরে পরাণ—
না হলে কালকে তব মৃত্যু সুনিশ্চিত।
ক্লডিয়ো। না, না, হেন পাপ কার্য্য তুমি করিবে না!

ইশাবেলা। তব প্রাণ-পরিবর্ত্তে চাহিত সে যদি
আমার এ প্রাণ-বায়ু—দিতাম হেলায়!
তোমার জীবন লাগি এ মোর জীবন—
তুচ্ছ তৃণসম ভাবি!

ক্লডিয়ো। জানি স্নেহ তব।

ইশাবেলা। কালি মৃত্যু-তরে ভাই দৃঢ় করো মনে!

ক্লডিয়ো। করিব তা। কিন্তু হেন ভাণ! মিথ্যাচারী
এমন কপট! যেই বিধি পালিবারে
অটল কঠিন—লঙ্ঘিবে আপনি তারে—
এমনি তা তুচ্ছ করি! তবে পাপ নহে,—
অনাচার নহে এই রমণীর মোহ!
উগ্র ষড়্‌রিপু মাঝে নিরীহ এ রিপু!

ইশাবেলা। কোন্ রিপু কহিছ নিরীহ?

ক্লডিয়ো। উগ্র যদি,
নিন্দার, ঘৃণার যদি,—অভিজ্ঞ এঞ্জেলো
জ্ঞানী-জন—মোহে তার ভ্রান্তি নাহি হতো!
নিমেষের মোহ লাগি বরিবে নরক?
সম্ভব সে নয়, ভগ্নী।

ইশাবেলা। এ কথার অর্থ?

ক্লডিয়ো। মৃত্যু—সে ভীষণ অতি।

ইশাবেলা। কলুষিত প্রাণ—
সে আরো ভীষণ, জেনো!

ক্লডিয়ো। কিন্তু মৃত্যু-লোক!
অজানা সে পথ—কোথা যাবো, নাহি স্থির।
হিমে জর্জ্জরিত বন্দী—শুধু পড়ে' পচা!
জীবনের তাপে-ঘেরা এ স্বচ্ছন্দ গতি
হিমানীতে হবে রুদ্ধ! জীবন্ত এ-মন—
কে জানে, অনল-হ্রদে জ্বলে সারা হবে,
অথবা তুষার-বক্ষে নিস্পন্দ অসাড়!
মায়াময়ী ধরণীর স্নেহস্পর্শ-হারা,
উতল পবনে ভাষা অন্তরীক্ষ-পথে
চঞ্চল পল্লব সম—বিরাম-বিহীন!
কিম্বা দুষ্ট বাসনার প্রমত্ত তাড়নে
অশুভ হইতে আরো অশুভে পতন!
সে যে বড় ভয়ঙ্কর—নহে সহিবার!
জীর্ণ দীর্ণ শত দুঃখ অভাব সহিয়া
শ্রান্ত দেহে জরা-ব্যাধি দারুণ পীড়ন—
সহজ-মরণ শেষে—তাহে সুখ আছে
ভয়াল মরণ হতে।

ইশাবেলা। হায় ভাই, হায়!

ক্লডিয়ো। মরিতে চাহি না বোন—বাঁচিতে অধীর!
আমায় বাঁচিতে দাও! জীবনে কি সুখ!
ভ্রাতার জীবন লাগি করিবে যে-পাপ—
সে পাপে হবে না পাপ। প্রসন্ন বিধাতা
সে-পাপে পরশ দিয়া পুণ্য করিবেন!

ইশাবেলা। এত নীচ, নরাধম, পশুর সমান!
কাপুরুষ! হেয় জীব! ওরে হতভাগা—
আমার পাপের ধ্বজা হইয়া বাঁচিবে!
ভগ্নীর কলঙ্ক-লজ্জা—তার বিনিময়ে
এ জীবন রক্ষা করা—সে কি পাপ নয়?
সতীর সতীত্ব নিজে দিবে সে বিলায়ে?
কি বলিব? কি বলিব? লাজে নত শির!
ভগবান! ভগবান! এই মোর ভাই—
পিতার শোণিত তার শিরায়-শিরায়!
স্বার্থ-মূঢ় লজ্জাহীন জন্মিয়াছে কুলে!
শোনো কথা—মরো তুমি—যাক তব প্রাণ—
জানু পাতি দেবতারে মাগিব এখন,
মৃত্যু হোক—মৃত্যু হোক—মৃত্যু হোক তব!
তোমার মরণ চাহি দিকে-দিকে আমি—
সবারে প্রার্থনা করি! বাঁচিবে না তুমি!
তব প্রাণ-রক্ষা-হেতু কহিব না কথা!

ক্লডিয়ো। শোনো বোন, শোনো।

ইশাবেলা। ধিক্, শত ধিক্ মোরে!
এ তোমার রূপ-লিপ্সা—এ তোমার মোহ—
নহে নিমেষের ভ্রান্তি—এ তব ব্যবসা!
তোমারে করুণা-কৃপা—অতি অনুচিত।
পাপের প্রশ্রয় তাহে—মহা অকল্যাণ!
যত শীঘ্র যায় প্রাণ—বিশ্বের মঙ্গল!

(গমনোদ্যতা)

ক্লডিয়ো। ইশাবেলা—ইশাবেলা—কথা শোনো
বোন!

(ডিউকের পুনঃপ্রবেশ; পিছনে কারাধ্যক্ষ)

ডিউক। কথা আছে। এক কথা, অয়ি পুণ্যময়ী,
নিবেদিতে চাহি। তুমি শুনিবে কৃপায়?

ইশাবেলা। কি কথা?

ডিউক। একটু শান্ত হও। বলবো। এখন তোমার অবসর হবে? সে কথায় তোমার মঙ্গল, জেনো।

ইশাবেলা। আমার অবসরের অভাব। বাইরে আর বেশীক্ষণ আমি থাকতে পারবো না। বেশ, একটু পরে আমাকে আপনার কথা বলবেন।

ডিউক। (ক্লডিয়োর প্রতি জনান্তিকে) আমি শুনেছি বৎস, তোমার ভগ্নীকে তুমি যে কথা বলছিলে! তোমার ভগ্নীকে কলঙ্কিনী করবার বাসনা এঞ্জেলোর ছিল না। তিনি শুধু ওঁর নিষ্ঠা

পরীক্ষা করছিলেন—নারী-চরিত্র জানবার জন্য। তোমার ভগ্নী পুণ্যময়ী সতী। এঞ্জেলোর প্রস্তাব তাই তিনি ঘৃণা-ভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সে প্রত্যাখ্যানে এঞ্জেলো খুশী হয়েছেন। আমি এঞ্জেলোর গুরু। আমার কাছে তাঁর কোনো কথা গোপন নেই। সব-কথা তিনি প্রকাশ করে বলেন। এ-কথা তাই আমি সত্য বলে জানি। মৃত্যুর জন্য তুমি প্রস্তুত হও। মিথ্যা আশায় মনে আকাশ-কুসুম রচনা করো না। কাল তোমার মৃত্যু নিশ্চিত, জেনো। নতজানু হয়ে বিধাতার পায়ে তোমার অন্তিম প্রার্থনা নিবেদন করো—করে' মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

ক্লডিয়ো। ভগ্নীর কাছে মার্জ্জনা চাই। জীবনে সত্যই আমার আর স্পৃহা নেই। এ জীবন ত্যাগ করতে পারলে আমি তৃপ্ত হবো।

ডিউক। এ উত্তম সঙ্কল্প। তোমার এ-সঙ্কল্প সুদৃঢ় হোক। এসো এখন।

[ক্লডিয়োর প্রস্থান

প্রহরী, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

কারাধ্যক্ষ। বলুন পিতা।

ডিউক। তুমি অন্যত্র যাও। এই বালিকার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আমার বেশ দেখচো? আমি সন্ন্যাসী। আমার কাছে বালিকার কোন অনিষ্ট হবে না।

কারাধ্যক্ষ। এখনি আমি স্থানান্তরে যাচ্ছি, পিতা!

[কারাধ্যক্ষের প্রস্থান

ডিউক। যে-বিধাতা তোমার দেহে অপরূপ সৌন্দর্য্য ঢেলে দিয়েছেন, সেই বিধাতাই তোমার মনকে সুন্দর পবিত্র করে' গড়েচেন। যে রূপসীর পুণ্য ভঙ্গুর, রূপ তার বড় নিমেষের! তোমার মন পবিত্র—সে পবিত্র মনের বলে তোমার দেহে রূপ শ্রী থাকবে চিরোজ্জ্বল হয়ে। এঞ্জেলো তোমাকে যে পাপ কথা বলেছেন, ভাগ্যক্রমে আমি তার অর্থ আর উদ্দেশ্য বুঝেচি। কিন্তু মানুষ বড় দুর্ব্বল! এঞ্জেলোর মনে যদি দৌর্ব্বল্য ঘটে থাকে, তাহলে বিস্ময়ের সীমা থাকবে না। হ্যাঁ, একটা কথা ছিল···তোমার ভাইয়ের প্রাণ রক্ষা করতে যদি কোনো রকম পরিবর্ত্তে স্বীকৃত থাকো, আমায় তা প্রকাশ করে বলো।

ইশাবেলা। তার কাছে গিয়ে আমি আমার স্থির সঙ্কল্পের কথা জানাবো। আইনের বিচারে ভাইয়ের যদি মৃত্যু ঘটে, সে দুঃখ আমার সহ্য হবে। কিন্তু পাপ-অভিসারে জারজ-সন্তানের জন্ম-দান—সে আমি সহ্য করবো না! ভাবি তাই, সুজন ডিউক এঞ্জেলোকে 'কি ভুল বুঝেচেন! তিনি কতখানি প্রতারিত হয়েছেন! ডিউক যদি আবার কখনো রাজ্যে ফিরে আসেন —তখন যদি তাঁকে এ কথা বলি,—হয়তো সে বলা নিষ্ফল হবে! প্রতিনিধির এ রাজ্য-শাসন-ব্যাপার স্বচক্ষে তিনি দেখতে পাবেন না।

ডিউক। সে সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না! তবে যা মর্ম্মার্থ অর্থাৎ তোমার যা অভিযোগ—এঞ্জেলো তোমার নিষ্ঠার পরীক্ষা করছিলেন মাত্র! আমার পরামর্শ শুনে তুমি দেখতে পারো। কুশল-চিন্তা আমার ব্রত—তাই একটা উপায় আমি স্থির করেছি। আমার মনে হচ্ছে, আমার পরামর্শ শুনলে এক অভাগিনী নারীর তুমি পরম উপকার-সাধন করবে—সেই সঙ্গে এই দুষ্ট রাজ-বিধির গ্রাস থেকে তোমার ভাইয়ের উদ্ধার ঘটবে—তোমার নিজের নামেও কলঙ্ক স্পর্শ করবে না। ডিউক এখন রাজ্যে অনুপস্থিত। ভাগ্যক্রমে যদি কখনো তিনি রাজ্যে ফেরেন, তাহলে এ সংবাদ শুনে তিনিও খুব খুশী হবেন!

ইশাবেলা। বলুন আপনি। আমার দেহে-মনে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করবে না, এমন যে-কোনো কাজ করতে আমি প্রস্তুত আছি।

ডিউক। পুণ্য চিরদিন সাহসী। নিষ্ঠা-ধর্ম্ম কখনো ভীরু হতে পারে না। তুমি মারিয়ানার নাম শুনেচো? ফ্রেডরিক বলে যে বীর-যোদ্ধা সমুদ্রে ডুবে মারা গেছেন,—তাঁর বোন মারিয়ানা?

ইশাবেলা। তাঁর নাম শুনেছি। সকলে তাঁর সুখ্যাতি করে।

ডিউক। তিনি ছিলেন এই এঞ্জেলোর বাগ্‌দত্তা বধূ। বিবাহের দিন-ক্ষণ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু সে তারিখের পূর্ব্বেই ফ্রেডরিক বেচারা মারা গেল সপুত্র জাহাজ-ডুবি হয়ে—সেই সঙ্গে বিবাহের যৌতুক গেল নষ্ট হয়ে। এ দুর্ঘটনায় বেচারী মারিয়ানার দুঃখের আর সীমা রইলো না। অত-বড় ভাই—যেমন স্বভাব, তেমনি খ্যাতি—সে ভাইকে হারানো জন্মের মতন—ভাইয়ের সঙ্গে গেল ধন-সম্পদ যথা-সর্ব্বস্ব—এই যথা-সর্ব্বস্বের মধ্যে ছিল বিয়ের যৌতুক। যৌতুক যেতে এই ভদ্র-সাধু এঞ্জেলোর সঙ্গে তার বিবাহের আশাও নির্ম্মূল হলো!

ইশাবেলা। এ কথা সত্য? এ অবস্থায় এঞ্জেলো তার মুখের পানে চাইলে না? ত্যাগ করলে?

ডিউক। অশ্রুর বন্যায় মারিয়ানাকে সে ত্যাগ করলে! সে চোখের জল মুছে দেবার কথা তার মনে জাগলো না! বাক্য দান করেছিল ধর্মের নামে—সে বাক্য তুলে নিলে! তাও নিল তার নামে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়ে! বেচারী মারিয়ানা দুঃখে মলিন হয়ে নিরালা কোণে পড়ে আছে—শোকে জর-জর, কাতর! বেচারী এখনো এই দুর্বৃত্ত এঞ্জেলোর ধ্যানে তন্ময়—আর এঞ্জেলো পাষাণে বুক বেঁধে, অটল হয়ে সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে আছে!

ইশাবেলা। এ দুঃখ সহ্য করবার চেয়ে তার মৃত্যু ভালো ছিল। এত পাপে, এমন অনাচার করেও এঞ্জেলো বেঁচে আছে! আশ্চর্য!...কিন্তু আমি বুঝচি না, এ ব্যাপারে মারিয়ানার কি মঙ্গল আমি সাধন করতে পারি?

ডিউক। এ ব্যাধির প্রতিকার করতে পারো শুধু তুমি। আর তার ফলে নিজেকে অসম্ভ্রম, কলঙ্ক থেকে মুক্ত রেখে তোমার ভাইয়ের জীবনও তুমি রক্ষা করতে পারবে!

ইশাবেলা। কি করে? আপনি বলুন।

ডিউক। বলছি। মারিয়ানা এখনো এঞ্জেলোকে ভোলে নি। এঞ্জেলোর এই বিরাগ, ইতর প্রত্যাখ্যান, আর নিষ্ঠুর ব্যবহারে তার মনের সে ভালোবাসার দীপ নেবে নি—বিমুখতার ঝড়ে আরো তা জ্বলে উঠলো! তুমি যাও এঞ্জেলোর কাছে—তাকে জানাও, তার প্রস্তাবে তুমি রাজী আছ। যা তার কামনা, তাকে বুঝিয়ো, সে কামনা পূরণ হবে। শুধু এইটুকু মনে রেখো, তাকে বলো,—বেশীক্ষণ তার কাছে তুমি থাকবে না—যে-ঘরে দেখা হবে, সে ঘরে আলো জ্বলবে না—ঘর থাকবে অন্ধকার; এবং স্থান হবে লোকালয় থেকে দূরে—নির্জনে! এ কথায় সে রাজী হলে বেচারী মারিয়ানাকে আমরা পাঠাবো সেইখানে, তোমার পরিবর্তে। এ মিলনের কথা প্রকাশ পেলে এঞ্জেলো বাধ্য হবে মারিয়ানাকে বিবাহ করতে। এতে তোমার ভাই পাবে মুক্তি—তোমার নামেও একতিল কলঙ্ক স্পর্শ করবে না। বেচারী মারিয়ানার দুঃখ ঘুচবে এবং এই দুর্জ্জনের যোগ্য শাস্তি হবে। আমার এ প্রস্তাবে যদি তোমার মত থাকে, তাহলে সব দিক দিয়ে আমাদের অভীষ্ট-সাধন হয়! কি বলো তুমি?

ইশাবেলা। এ কথায় সত্যই আমি প্রীত হয়েছি। এর ফলে মঙ্গলই হবে।

ডিউক। সে ফল নির্ভর করবে তোমার কলাকৌশলের উপর। তুমি বিলম্ব করো না—এখনি এঞ্জেলোর কাছে যাও। সে যদি বলে, আজ রাত্রে তার শয্যায় সে তোমাকে চায় সঙ্গিনী, তাতে তুমি সম্মত হয়ো। আমি চললেম সেই লুকের মন্দিরে। মারিয়ানা সেইখানে আছে। সেখানে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। এঞ্জেলোর সঙ্গে যা কিছু ব্যবস্থা তা শীঘ্র শেষ করে ফ্যালো।

ইশাবেলা। আপনার ব্যবহারে কি আরাম যে পেলেম! তা'হলে আসি, প্রভু!

[দুই দিক দিয়া দুই জনের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কারা-গৃহের সম্মুখস্থ পথ

এক দিক দিয়া ছদ্মবেশী ডিউকের প্রবেশ; অপর দিক দিয়া এল্‌বো এবং পম্পিকে লইয়া কর্মচারিগণের প্রবেশ

এল্‌বো। এর যদি ব্যবস্থা না হয় বাপু—জানোয়ারের মত তোমরা এমনি মানুষ বেচাকেনা করো, তা'হলে সারা পৃথিবীতে সাদায়-কালোয় দো-আঁশলা জীবের সৃষ্টি হবে।

ডিউক। এখানে আবার এ কি ব্যাপার?

পম্পি। বেঁচে আর কোনো সুখ নেই! যে-ইস্তক ফুর্ত্তির গলা আইনের দড়িতে কষে মারা হয়েছে, বেঁচে লাভ? কি নিয়ে বাঁচবো? ফুর্ত্তির গরমে মানুষ তাজা থাকতো আপনা-আপনি! এখন ফুর্ত্তির অভাবে ভেড়ার লোম গায়ে দিয়ে নিজেদের গরম রাখতে হবে। পোষাকের ছটায় নিজের আসল রূপ ঢেকে তোফা চালিয়ে যাওয়া যায়—যদি বুদ্ধি খরচ করবার তাকৎ থাকে!

এল্‌বো। চল্, চল্।...এ কি, সাধু-বাবা! প্রণাম, ঠাকুর।

ডিউক। মঙ্গল হোক। এ লোকটি কি অপরাধ করেছে?

এলূবো। এ লোকটি আইন ভেঙ্গেছে, বাবা! তার উপর এ চোর। এর কাছে পাওয়া গেছে তালা-চাবি। সেটি পাঠিয়েছি রাজ-প্রতিনিধির কাছে।

ডিউক। ছি ছি লজ্জা হয়···গণিকার চর তুমি!
বিষে করো বিষময় মানব-সমাজ!
সে বিষ প্রসারি করো জীবিকা-অর্জ্জন।
এই নীচ ব্যবসায়ে যেই অর্থ পাও,
সে-অর্থে উদর-পূর্ত্তি—বসন-ভূষণ!
ভেবে ছাখো,—কি কলুষ আচার তোমার!
নিজ-মনে কহ শুনি—কলুষ পরশ
খাদ্য-বস্ত্র-পানায়েতে—এ হীন উপায়—
তাহাতে জীবন বহা—ইহা কি জীবন?
যদ্যপি মানুষ হও—এই বৃত্তি ত্যজ।
হেন অধীনতা কভু সাজে না মানবে,
অন্ত্যজ এ দাস্যবৃত্তি—ঘৃণিত অধম!

পম্পি। যে কথা বলিলে—সত্য,—এই বৃত্তি বটে
কৃষ্ণ-পক্ষ সম যেন—পূতিগন্ধময়!
তাহার প্রমাণ দিতে পারি···

ডিউক। থাক্, থাক্—
পাপের প্রমাণ বহু দিয়াছে দানবে;
সে-প্রমাণ আছে ভব। নে যাও প্রহরী
কারাগারে নরাধমে। শিক্ষায় শোধন
চলিবে সেথায়—যদি পরে কোনদিন
দুর্বৃত্ত এ পশু-চিত্তে ইষ্টলাভ ঘটে!

এলূবো। আগে রাজ-প্রতিনিধির কাছে নিয়ে যাবো, সাধু-বাবা। সে দিন তিনি একে মাপ করেছেন—সাবধান হতে বলেছেন। বেশ্যার দালাল হয়ে সহরে থাকতে পাবে না; এ পেশা যদি ছাড়তে না পারে, ছেলে-মেয়ে ফেলে সহর ছেড়ে চলে যেতে হবে, বলেছেন। প্রতিনিধির কাছে দুদণ্ড থাকলে স্বভাব খুব ঢিট হয়ে যাবে'খন!

ডিউক। আকারে নির্দোষ বহু আচারে দুর্জ্জন
ধরণীতে করে বাস! দেখিলে তাদেরে
কে বলিবে, নহে সাধু! সমস্যা অপার!
কে ভালো, কে মন্দ—হেথা, বাছা সুকঠিন!
কার সঙ্গ—কি প্রকার কে পারে বলিতে!

এলূবো। এর···দেখে নেবেন হুজুর—মাথাটি খসে কোমরের কাছাকাছি নেমে আসবে'খন।

পম্পি। হা-হা! বাঁধন কাটো। আমার জমিদার··· জমিদার আসছে। ঐ যে ভদ্রলোকটিকে দেখচো, আমার বন্ধু।

(লুশিয়োর প্রবেশ)

লুশিয়ো। পম্পি! ব্যাপার কি? ইস্—আশে-পাশে শাস্ত্রী-পাহারা! ধুমধামে মিছিল করে কোথায় চলেছ? তাইতো—পুরুষের জটলা শুধু! কোথাও একটি চাকণ-চিকণ মেয়ে-মানুষ দেখছি না! তোমার এমন দুর্দ্দশা তো কখনো দেখিনি! তোমার মেয়ে-ফৌজের দল গেল কোথায়? বাণের জলে ভেসে গেছে না কি? এ্যাঁ! বলি, পৃথিবী যেমন ছিল, তেমনি আছে? না, তার ভোল বদলে গেছে? আরে, কথা কও! অভিমান করলে নাকি? একটি কথা কবে না? বলো না—ব্যাপার কি? এ সব শাস্ত্রী-পাহারার মানে?

ডিউক। এও দেখতে হলো!···আঃ, এ ভারী কদর্য্য!

লুশিয়ো। আমার চাচী কেমন আছে? দুধের চাছি···তোমার-মনিব ঠাকরুণ গো? দুধটুকু মরে যেন চাছি! এখনো লোকজনকে ঠিক-ঠাক রূপসী জোগাচ্ছেন তিনি?

পম্পি। তাঁর এখন খুব দুর্দ্দশা। দিন চলা ভার হয়ে উঠেচে!

লুশিয়ো। বটে! বটে! তা হবেই তো! নতুন পেশাদার বলো, আর এ পথের পণিকের কথা বলো,—শেষ দশা এমনি সবার হবে—বিশেষ এখন! তা তুমি কি জেলে চলেছ, পম্পি?

পম্পি। তাই!

লুশিয়ো। আন্দাজে তাহলে ভুল হয়নি, বলো! মোদ্দা আমার নাম কোরো। জেনো, আমিই তোমায় জেল খাটাচ্ছি!···তা জেলে যাবার হেতু? ধারটার করেছ খুব? না, আর কোন হেতু আছে?

এলূবো। বেশ্যার লোক জুটিয়ে দেয়—তাই জেলে যাচ্ছে।

লুশিয়ো। বটে! তাহলে বেশ করে মনকে সামলে নিয়ো! কি শীকারই না করে বেড়াতো! ও'আবার এ কাজে চুল পাকিয়েছে! জন্মাবধি এই কাজ করে বেড়াচ্ছে! এখন জেলেই থাকো। জেলের ফটকে আমার নাম করো—খাতির পাবে। এবারে নতুন মানুষ হয়ে যায় —বৌয়ের পয়ে তোমার ভোল ফিরলে তারো মঙ্গল!

পম্পি। আপনি আমার জামিন দাঁড়াবেন?

লুশিয়ো। নিশ্চয় নয়! তা তো রীতি নয়, বাপু! বরং জেলে যাতে আরো বেশী দিন বাস করতে পারো, সে চেষ্টা করবো। থাকবে ভালো! তাহলে এসো পম্পি।…এই যে সাধুজী! নমস্কার!

ডিউক। নমস্কার।

লুশিয়ো। তোমার ব্রিজেট কি এখনো মুখে রঙ মাখে পম্পি?

এলবো। এসো গো বাপু—এসো।

পম্পি। আপনি তাহলে আমার জামিন দাঁড়াবেন না? খালাশ মিলবে না তাহলে?

লুশিয়ো। এখন দাঁড়াবো না। পরে ঠিক করে দেখা যাবে।…তার পর, সাধুজী, খপর কি? দেশ-বিদেশে ঘোরেন—আমাদের ডিউক বাহাদুরের খপর জানেন? কিন্তু এ-কথা যাক!…আপনি বলতে পারেন সাধু-বাবা, এই যে ক্লডিয়োর ফাঁশির হুকুম হয়েচে—ক্লডিয়োকে কি সত্যই কাল মরতে হবে?

ডিউক। কেন ফাঁশি হচ্ছে? তার অপরাধ?

লুশিয়ো। অপরাধ আর কি! প্রেমের বোতল বেশী ভরতি হয়েছিল বলে'! হুঁঃ! তাই ভাবচি, ডিউক বাহাদুর যদি এ সময়ে এসে পড়তেন! আজ যিনি তাঁর জায়গায় বসেচেন…ডিউক বাহাদুর এই বেলা না এলে, পরে এসে দেখবেন, তাঁর কৃপায় রাজ্যে আর মানুষ নেই! সে-ভাবে উনি হাতে মাথা কাটতে সুরু করেচেন…আর যে-রকম আইন-জারির ধূম-ধড়াক্কা পড়েছে, এর পর বাড়ীর আনাচে কানাচে চড়ুই-পাখী আর বাসা বাঁধবে না কখনো! কারণ, চড়ুইয়ের মত লম্পট জীব আর দুনিয়ায় নেই! এ-সব কাজ এমন চুপি-সাড়ে তিনি সারচেন, আগে থেকে কিছু-টের পাবার জো নেই! কবে যে ডিউক-বাহাদুর রাজ্যে ফিরবেন!…দেখুন না, এই ক্লডিয়ো…এর প্রাণ যাবে কেন? না, সে বেচারা বাঁধন খুলতে পারে নি! যাই হোক… আসি সাধুজী! আমার জন্য ভগবানের কাছে একটু প্রার্থনা জানাবেন! আসি তাহলে।

[প্রস্থান

ডিউক। শক্তি বলো, গুণ বা মহত্ত্ব বলো…মুক্তি
নাহি পায় কিছু নিন্দা-তিরস্কার হতে।
শুভ্র পুণ্য, সেও সহে কঠিন আঘাত!
নিন্দাঘোষী রসনারে নিবৃত্ত করিতে
শক্তি ধরে, নাহি হেন রাজ্যেশ্বর রাজা!
কিন্তু কে হেথায় আসে?

(গণিকা ওভারডনকে লইয়া এশকেলাশ, প্রহরী ও কর্ম্মচারীগণের প্রবেশ)

এশকেলাশ। লয়ে যাও কারাগারে!

ওভারডান্। দয়া করো বাবা—হেই গো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। শুনেছি বাবা, তোমার দয়ার শরীর! দোহাই বাবা…দোহাই তোমার!

এশকেলাশ। বার-বার তিনবার তোমায় শাসিত করা হয়েছে—তবু সেই পাপ-কাজে তোমার মতি! মানুষের দয়া-মায়া এতে শক্ত পাথর হয়ে ওঠে।

প্রহরী। এগারো বছর ধরে মাগী বেশ্যাবৃত্তি করচে …রাজ্যের ছেলে-মেয়ের মাথা খাবার যম!

ওভারডন। লুশিয়ো মিছে করে' লাগিয়েচে আমার নামে। যখন ডিউক বাহাদুর এখানে ছিলেন, তখন ঐ কেট কীপডাউনের পেটে লুশিয়োর এক ছেলে হয়। লুশিয়ো বলে, কেটকে বিয়ে করবে! ছেলের বয়স পনেরো মাস হতে চল্‌লো এখন…ও জেকব বল্ না, তোরা যা জানিস! ও বাবা, সেই ছেলে আমার ঘরে আছে, বাবা! আমি তাকে মানুষ করচি! ও এত বড় বেইমান—আমার নামে মিছে করে অপবাদ দেয়! লাগায়!

এশাকেলাশ। সে লোকটি খুব বেপরোয়া—তাকে আনো আমার কাছে। একে নিয়ে যাও কারাগারে। না, তোমার কোনো কথা শুনবো না।

[ওভারডনকে লইয়া কর্ম্মচারিগণের প্রস্থান

শোনো প্রহরী, এঞ্জেলোর সঙ্কল্প অটল। কাল সকালেই প্রাণদণ্ড হবে। ক্লডিয়োর কাছে পুরোহিত পাঠাও। অন্তিম-কৃত্য যা আছে, সেরে নিক। এ-সবে কোনো ত্রুটি না হয়—দেখো।

প্রহরী। এই যে সাধু-মহারাজ এখানে আছেন। ইনি গিয়েছিলেন ক্লডিয়োর কাছে। আর এক-বার যদি যান এখন…

এশাকেলাশ। নমস্কার সাধু-জী।

ডিউক। তোমাদের মঙ্গল হোক!

এশাকেলাশ। কোথা থেকে আপনি আসচেন?

ডিউক। এ দেশের নহি আমি। ভাগ্যদোষে আজি
এ দেশে পেতেছি বাস। আমি গৃহত্যাগী,
ব্রতচারী। জন-সেবা ধর্ম্ম মোর, বৎস!

গুরুর আদেশে আসি শ্রীমন্দির হতে
গুরুর আদেশ হেথা করিতে পালন।

এশকেলাশ। বিদেশের বার্ত্তা কি-বা? কুশল সবার?

। কুশল! দেশে-দেশে মস্ত অভিযান চলেছে—সাধুতার বিরুদ্ধে যেন দারুণ চক্রান্ত! সাধুতা বিসর্জ্জন দেওয়া ছাড়া এ রোগের প্রতিকার দেখি না। মানুষ শুধু নূতনের কাঙাল—নূতনের নেশায় উন্মাদ হয়েছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে যেমন বিপত্তির ভয়—তেমনি কোনো কাজে, কোনো ব্যাপারে নিষ্ঠা আজ বিপত্তির কারণ হয়ে উঠেচে। সমাজকে নিরাপদ রাখবার উপায় আজ নেই। মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলে-মিশে বাস করায় আজ বহু অনর্থ ঘটচে। কথাগুলো হেঁয়ালির মত শোনাচ্চে?...জগতে আজ এই গতি! খপর পুরোনো। তবে এ ছাড়া অন্য কোনো খপর? ভালো কথা, আপনাদের ডিউকের ভাব-গতিক ছিল কি রকম, বলতে পারেন?

এশকেলাশ। শত চিন্তা, শত কর্ত্তব্যের মধ্যেও তাঁর লক্ষ্য ছিল—আত্মচেতনাকে জাগিয়ে তোলা!

ডিউক। আমোদ-আহ্লাদে কি রকম রুচি ছিল?

এশকেলাশ। পরকে খুশী দেখলে তিনি খুশী হতেন—এমন ধৈর্য্য, এমন গুণ কোনো মানুষের কখনো দেখিনি! কিন্তু তাঁর কথা এখন থাক্...ভগবান তাঁকে কুশলে রাখুন, তাঁর কল্যাণ করুন, এই আমাদের প্রার্থনা!... আমি জানতে চাই, আপনি তো ক্লডিয়োর সঙ্গে কারাগারে গিয়ে দেখা করেন—তাকে কেমন দেখলেন? নিজেকে তৈরী করেচে মৃত্যু-বরণের জন্য?

ডিউক। বিচারের দোষ-গুণ নিয়ে কোনো তর্ক বা দ্বিধা তার মনে আছে বলে আমার মনে হলো না। বিচারকের আদেশ সে শিরোধার্য্য করেছে। তবে দুর্ব্বল মন...সেই মনের প্ররোচনায় জীবনের সম্বন্ধে কতকগুলো তার ধারণা ছিল...আমার কথায় সে ধারণা ভ্রান্ত বলে বুঝেছে; বুঝে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত হয়েচে।

এশকেলাশ। আপনার ব্রত আপনি পালন করেচেন...আপনার উপদেশে তার উপকার হয়েচে। বেচারার জন্য আমি বহু মিনতি জানিয়েছি...বহু প্রার্থনা জানিয়েছি, কিন্তু আমাদের প্রতিনিধি-প্রভু অবিচল কঠিন...শুধু বলেন, বিচার চিরদিন কঠিন। কাজেই তিনি সে মিনতিতে বিচলিত হলেন না—দণ্ড বাহাল রাখলেন।

ডিউক। তাঁর নিজের জীবন যদি অমলিন অকলঙ্ক হয়, তাহলে এ কাঠিন্য তাঁর পক্ষে অনুচিত হবে না। তাহলে বুঝবো, বিচারে মর্য্যাদা-বোধ তাঁর আছে তিনি যদি এমন অচঞ্চল-মনে নিজের বিচার করতে পারেন!

এশকেলাশ। আমি যাচ্ছি বন্দীর সঙ্গে দেখা করতে। বিদায় সাধু-জী!

ডিউক শান্তি হোক বৎস!

[এশকেলাশ প্রহরীর প্রস্থান

বিধাতার বিচারের খড়্গ যে বহিবে—
শুভ্র পুণ্যময় চিত্ত হইবে সে নিজে!
নিজেরে জানিবে সে-বা, লবে পরিচয়—
হীন স্বার্থ মুছে যাবে পুণ্যের প্রভাবে।
অপরের দোষে হবে সুদৃঢ় শাসন—
নিজের সে-দোষে ক্ষমা না করে পোষণ!
আপনার ইচ্ছামত ত্রুটি যে-বা ধরে—
সুকঠিন শাস্তি দেয়—শত ধিক্ তারে!
মোর পাপে খড়্গ—আর নিজ-পাপে হেলা—
হেন মতি এঞ্জেলোর?
বাহিরে পরম সাধু—সমুজ্জ্বল বেশ—
মানুষ অন্তরে ধরে এ-উগ্র গরল!
সমতুল কত পাপ—কত অনাচার
কালের অতীত-গর্ভে—না হবে বিচার?
ঊর্ণনাভ বদ্ধ তার জালের সূতায়—
দুনিয়ার সার বস্তু—দেখিব তা, হায়!
পাপেতে চাতুরী করি শঠে শাঠ্য-রীতি:
এঞ্জেলো জাগাবে আজ পুরাতন প্রীতি—
উপেক্ষিতা অভাগির সনে রাত্রি তার
কাটিবে—দেখিব তার আসল আচার।
ছদ্মবেশে ছদ্মভাব আজি ধরা পড়ে।
বিলম্ব উচিত নয়! ত্বরা কার্য্য সাধি।
চিত্ত কত মিথ্যাময়—মিথ্যা মরীচিকা—
তাহার ললাটে আজি দিবে জয়-টীকা!

[প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মারিয়ানার কক্ষ

মারিয়ানা বসিয়া আছে ; বালক অনুচর গান গাহিতেছে

বালক। (গান)

অধর সরায়ে লহ গো—
লহ অধরের মধু-বাণী !
মধু-বাণীতে শুধু সে ছলনা—
আমি জানি তা, ভালো জানি !
নয়নের আলো প্রভাতে
ঝলমল আশা-আভাতে !
চকিতে সে আলো লুকালো
ছায়া-গুণ্ঠন টানি !

মারিয়ানা। বন্ধ কর্ গান—ত্বরা চলে যা রে তুই !
শান্তিময় মূর্ত্তি হেরি, আসিছেন হেথা—
নয়নে বিমল দীপ্তি—কণ্ঠে মধু-বাণী !
এ তপ্ত পরাণে বুঝি অমৃত-প্রবাহ
পাইব বাণীতে ওঁর—জুড়াইবে হিয়া !

[অনুচরের প্রস্থান

(পূর্ব্ববৎ ছদ্মবেশে ডিউকের প্রবেশ)

এসো প্রভু, দয়াময়, দীনার আলয়ে।
সঙ্গীত-শ্রবণে যদি মোরে না হেরিতে
মোরে, বড় তৃপ্তি পাইতাম প্রাণে আমি !
যদি তাহে অপরাধ করে থাকি প্রভু,
ক্ষমা মাগি—করুন প্রত্যয় সাধুবর,
এ-সঙ্গীতে তৃপ্তি নাই—কেবলি বেদনা।

ডিউক। ভালো ভালো ! সঙ্গীতের আছে শক্তি হেন—
মন্দেরে সে করে ভালো—শুভ সে অশুভে !
কিন্তু ও কথা থাক ! বলো তো, এখানে কেউ আমার সন্ধানে এসেছিল ? এ-সময় আমার এখানে আসবার কথা ছিল—তাই এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করচি।

মারিয়ানা। না বাবা, কেউ এখানে আপনার সন্ধানে আসে নি। সারাদিন আমি এইখানে বসে আছি।

ডিউক। বুঝেছি মা, তা হলে কেউ আসেনি এখনো। সময় হয়েছে বটে ! তুমি মা, একটু অন্তরালে যাও। এর পরে তোমায় ডেকে পাঠাবো। তোমার মঙ্গলের জন্যই এ কথা বলচি।

মারিয়ানা। আপনার কথা আমার শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান

(ইশাবেলার প্রবেশ)

এসো, এসো—সুসময়ে স্বাগত সম্ভাষি !
ভদ্র প্রতিনিধি—তার সমাচার কিবা ?

ইশাবেলা। প্রাচীরে বেষ্টিত আছে কানন তাহার—
পিছনে পশ্চিম প্রান্তে দ্রাক্ষাকুঞ্জ ঘন—
সেই কুঞ্জ-অন্তরালে ক্ষুদ্র দ্বার-পথ—
সেই দ্বারে তালা আঁটা—সুবৃহৎ তালা।
কুঞ্জিকায় খুলি দ্বার ভিতরে পশিলে
মিলিবে আরেক দ্বার—সেই দ্বার পরে
কাননের পথ গেছে তৃণগুল্মে ভরা ;
স্থির হয়ে গেছে, নিশি মধ্যম প্রহরে
একা আমি সেই পথে যাবো সে-কাননে—
মোর পথ চাহি সেথা রহিবে এঞ্জেলো
কাননের কুঞ্জ-গৃহে মিলন-প্রত্যাশী।

ডিউক। কিন্তু একা ! রাত্রি-কালে কাননের পথ—
সে পথে পারিবে যেতে তৃণ-গুল্ম-ঘন
অজানা কানন-গৃহে ? অজানা সে দ্বারে ?

ইশাবেলা। পত্রিকায় লেখা আছে পথের হদিশ
রেখা ছত্রে। গোপনে সতর্ক পদে নিজে
সাথে আসি সেই পথ দিয়াছে দেখায়ে—
কম্প্র-মৃদু ভাষে মোরে কহেছে বুঝায়ে
সে পথের বিবরণ—পত্রে দেছে লিখে
রেখা আঁকি কোথা পথ, কোথা কোন্ দ্বার।

ডিউক। সে পথ দেখিয়া তুমি বুঝিবে তো ঠিক ?
সে পথের পাইবে নির্দ্দেশ—যথোচিত ?
আর কোনো নাহিক নির্দ্দেশ—স্পষ্টতর ?

ইশাবেলা। কিছু নাই। আঁধারে ইহাই রশ্মি-রেখা !
তবে তারে বুঝায়েছি—একা আমি নারী
সহজে আকুল ভয়ে ! নিস্তব্ধ নিশীথে
পথ চলা—কাঁপে বুক বিভীষিকা-বশে !
সাথে লয়ে যেতে চাই বিশ্বাসী নফরে—
তাহলে কাটিবে ভয় ! বুঝায়ে দিয়াছি—
নফর জানিবে, আসি ভ্রাতার কল্যাণে,
মাগিবারে মুক্তি তার—প্রাণের প্রার্থনা !

ডিউক। ভালো ! ভালো ! ভালো বুদ্ধি ! উত্তম কৌশল !

মারিয়ানা-পাশে আমি কহি নাই কিছু—

ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে আমি দিইনি আভাস
আমাদের বাসনার।...কিছু নাহি জানে।
মারিয়ানা, মারিয়ানা, এসো এইবার!

(মারিয়ানার পুনঃপ্রবেশ)

এই কিশোরীর সনে করো পরিচয়।
তোমার কল্যাণ-কল্পে এসেছে হেথায়।

ইশাবেলা। কায়ে-মনে আমি তব কল্যাণ-কামিনী।

ডিউক। শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম করি তোমারে—তা বোঝো?
সে শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমে তব আছে কি বিশ্বাস?

মারিয়ানা। জানি তুমি শুভ-কামী—জানি ভালোমতে;
শুভ কামনার তব বহু পরিচয়
পাইয়াছি আমি, দেব, কহি অকপটে।

ডিউক। তবে এই কিশোরীর হাতে দাও হাত—
এর পরে নির্ভর রাখিয়ো অবিচল!
যে-কথা বলিবে বালা—তাহে শুভ হবে।
সে কথা অন্তরে বুঝি করিয়ো শ্রবণ!
আসি আমি। দেখা হবে যোগ্য অবসরে!
কিন্তু ত্বরা করো—কাল-বিলম্ব না হয়!
আসে ছায়াময়ী নিশি তিমির-বসনা।

মারিয়ানা। অন্তরালে আসিবে কি এই ঠাঁই ছাড়ি?

[মারিয়ানা ও ইশাবেলার প্রস্থান

ডিউক। উচ্চ পদ! হায়, তার গৌরব-গরিমা!
অলীক মায়ার বশে কত মুগ্ধ মন
তোমারে কামনা করে! তোমারে ঘিরিয়া
মিথ্যা গল্প, জল্পনা কি ঘুরিছে-ফিরিছে
রচিয়া অদ্ভুত চক্র—মিথ্যা মোহ-ঘোরে
কি স্বপ্ন দেখিছে লোকে—আকাশ-কুসুম
কত বা রচিছে নিত্য! শেষে মরীচিকা!

(মারিয়ানা ও ইশাবেলার পুনঃপ্রবেশ)

এসো দোঁহে। এ-কাজে স্বীকার আছো? কহ!

ইশাবেলা। তব অনুমতি পেলে অস্বীকার নহে—
এ কার্য্য-সাধনে বালা হবে অগ্রসর।

ডিউক। অনুমতি নহে বৎসে—এ মোর মিনতি।

ইশাবেলা। বলিবার করিবার নাহি সবিশেষ।
যখন আসিবে চলি—নম্র মৃদু ভাষে
তাহারে বলিয়ো শুধু, ভ্রাতার জীবন—
মনে রেখো তুমি, যেন না যায় হেলায়!

মারিয়ানা। ভয় নাই—ভুলিব না। বলিব এ কথা।

ডিউক। কোনো শঙ্কা নাই বৎসে! বাক্য-দত্ত স্বামী
সে তোমার! তোমাদের দু'জনারে যদি
কাছাকাছি পাশাপাশি পারি মিলাবারে,
কোনো পাপ নাহি তাহে; নহে অনাচার।
তার উপেক্ষার লাগি বিচারের ভার
তোমার আপন-হাতে! হীন প্রতারণা,
নীচ শাঠ্য—যে দুষ্কৃত আচরণ তার—
নিষ্ঠা তব তাহারে করিবে পরাভব!
এসো, এবে যাই মোরা! যে শস্য বপন
করিয়াছি—কাটি তায় লবো লভ্য তার।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কারা-কক্ষ

প্রহরী ও পম্পির প্রবেশ

প্রহরী। বলি, শুনচো? এক জন মানুষের মাথা কাটতে পারবে?

পম্পি। যদি তার বিয়ে না হয়ে গিয়ে থাকে—পারবো।...বিয়ে হয়ে থাকলে মুস্কিল! কেননা, তা'হলে তার ঘাড়ে তার মাথা আর থাকবে না—তখন তার ঘাড়ে চড়বে তার বৌয়ের মাথা! মেয়ে মানুষের মাথা কি বলে কাটি, বলো?

প্রহরী। ও সব ছেঁদো হেঁয়ালি রেখে পষ্টাপষ্টি জবাব দাও। কাল সকালে জল্লাদের হাতে মাথা যাবে ক্লডিয়োর আর বার্ণার্ডিনের। যে সরকারী জল্লাদ আছে—তার এক জন দোসর চাই এ কাজে সাহায্য করতে! তুমি যদি এ কাজ করো, তাহলে চাই কি, তোমার কশুর মাপ হয়ে যাবে—সঙ্গে সঙ্গে সাজা রেহাই! যদি এ কাজ না পারো, তা'হলে পুরোপুরি জেল খাটা! খালাসের দিন পিঠে দস্তরমত চাবুক! বুঝচো তো, তুমি হলে পাকা বদমায়েস!

পম্পি। বদমায়েসী ঢের করেচি, তা মানি, বাপু, সরকারী জল্লাদ হতে রাজী আছি।...কিন্তু সে কাজের হদিশ তো কিছু চাই!

প্রহরী। এই চর্ষণ...ওখানে দাঁড়িয়ে করচো কি?

আভর্ষণের প্রবেশ

আভর্ষণ। ডাকচেন?

হুয়া। এই লোকটিকে পেয়েচি—তোমায় সাহায্য করবে। চাও, এর সঙ্গে এক-বছরের সর্ত্ত করে নাও। না চাও, এ কাজের জন্যেই ব্যবস্থা হোক্! একে নিয়ে বেগ পেতে হবে না। এর হাড়ে হাড়ে পেজোমির ভেল্‌কি খেলে। যাকে বলে, পাজীর পা-ঝাড়া! মেয়ে-মানুষের দালালী করতো।

আভর্ষণ। মেয়ে-মানুষের দালাল! ছো! ব্যাটা ইতরের একশেষ! এ লোক নিয়ে কাজ চল্‌বে না! ভিতরের ঘাঁৎঘোঁত পাঁচ জনের কাছে বলে বেড়াবে।

প্রহরী। তোমার যা পেশা, তাতে মিশ খাবে'খন। ওজনে এক তিল ফারাক নেই দু'জনের পেশায়!

পম্পি। শুনচেন মশাই—ঃ:...মশাইকে দেখলে বুক কেঁপে ওঠে! চোখ দুটি—যেন যমের চোখের মত—ড্যাব-ড্যাব করচে!...তোমার পেশায় তা'হলে ঘোঁৎঘাঁৎ আছে?

আভর্ষণ। আছে বৈ কি!

পম্পি। রঙ-ঢঙের কাজ যারা করে, শুনি, তাদের কাজেও আছে ঘোঁৎঘাঁত। যে মেয়েমানুষ পেশা করে—তারা খুব রঙটঙ মাখে—তাদের রঙ-মাখাতেও ঘোঁৎঘাঁত আছে!...তাদের সে ঘোঁৎঘাঁতের মানে বুঝি। কিন্তু মশাই তো মানুষ মারেন গলায় ফাঁশ টেনে! মশাইয়ের কাজটায় কি ঘোঁৎঘাঁত আছে, বুঝলেম না।

আভর্ষণ। আছে ঘোঁতঘাঁত।

পম্পি। প্রমাণ?

আভর্ষণ। যার যা পেশা—সে পেশায় তার ঘোঁৎঘাঁত থাকে। পাহারাওলার থাকে উর্দ্দি—রাজার থাকে মটুক। পোষাক যেমন, সব কাজেও তেমনি ঘোঁতঘাঁৎ! বুঝলে?

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। কি গো তোমাদের কথা হলো? রাজী?

পম্পি। রাজী। আমি এর তাঁবে কাজ করবো। দেখচি, মেয়ে-মানুষের দালালী করা কাজের চেয়ে ফাঁশি দেওয়ার কাজে ইজ্জৎ আছে। ফাঁশির দড়ি টানবার আগে এ মাপ চায়—বলে, দড়ির ফাঁশে যদি ব্যথা লাগে, তো মাপ করো!

প্রহরী। তা'হলে হাড়কাঠ, খাড়া—এ-সবের জোগাড় রেখো, কাল সকালের কাজের জন্যে।

আভর্ষণ। এসো দালালচাঁদ, তোমার হাত পাকাবার ব্যবস্থা করি। এতে তাকৎ আছে—সে তাকৎ শিখতে হয়।

পম্পি। শিখবো বৈ কি মশায়। এমন শেখা শিখবো যে, যদি পরে কখনো তোমার এমন ভাগ্যি হয় ফাঁশি-কাঠে প্রাণ দেবার—তা'হলে দড়িতে এমন মোলায়েম টান দেবো যে, বুঝতেই পারবে না—গলার দড়িতে ফাঁশ আট্‌কে মরে গেছ!... কষ্ট করে শেখাবে—এটুকু যদি না করি, আমার বেইমানী হবে যে!

প্রহরী। যাও—গিয়ে ক্লডিয়ো আর বার্ণাডিনকে এখানে নিয়ে এসো।

[পম্পি ও আভর্ষণের প্রস্থান

একজনে জাগে মায়া—অন্যজনে নয়।
খুনী যে—হলেও ভাই—মায়া নাহি হয়!

(ক্লডিয়োর প্রবেশ)

দ্যাখো এ হুকুম-নামা তোমার মৃত্যুর।
গভীর নিশীথ এবে। কালিকে প্রভাতে
অষ্ট ঘটিকায়—যাইবে অমর ধামে।
কোথা বার্ণাডিন?

ক্লডিয়ো। নিরীহ নির্দ্দোষ যথা
শ্রমীদল শ্রান্তি-ঘোরে ঘুমে অচেতন—
ঘুমায় তাদের মত নিশ্চিন্ত আরামে!
গাঢ় ঘুম—যেন আর জাগিবে না কভু!

প্রহরী। কে তাহারে দেবে বার্ত্তা?...ভালো,
তুমি যাও।
মরণে প্রস্তুত হও।

(বাহিরে দ্বারে করাঘাত)

কে ডাকিছে? কে গো?
মধ্য রাত্রি! ভগবান করুন মঙ্গল!

[ক্লডিয়োর প্রস্থান

তাই? তবে তাই?...হয়তো বা আসে হেথা
ক্লডিয়োর লাগি মার্জ্জনা-আদেশ? কিম্বা
আরো রুদ্রতর কিছু ক্লডিয়োর লাগি?

(ছদ্মবেশী ডিউকের প্রবেশ)

এসো সাধু-বাবা—পেন্নাম হই।

ডিউক। রাত্রি-চর দেব-দেবী করুন মঙ্গল,
নিরাপদ স্নেহ-ছায়ে রাখুন তোমারে!
এত রাত্রে আর কে-বা আসিল হেথায়?

প্রহরী। প্রহর বাজার পরে কেহ আসে নাই।

ডিউক। ইশাবেলা আসে নাই?
প্রহরী। আসে নাই, প্রভু।
ডিউক। অচিরে আসিবে তবে।
প্রহরী। ক্লডিয়োর লাগি
আছে শুভ সমাচার? মিলেছে মার্জ্জনা?
ডিউক। অবশ্যই আছে।
প্রহরী। প্রতিনিধি যম যেন!
ডিউক। না—না, ভ্রান্ত তুমি! বিচার কঠিন
কাজ। স্নেহ, দয়া, মায়া—এ সকলে দলি'
অসহ্য যাতনা সহি—দেয় যে আদেশ!
শক্তি সে অমোঘ, মানি। এই শক্তি যে-বা
পরের পীড়ন লাগি,—মিথ্যা মায়া-বশে,—
কিম্বা খ্যাতি-লোভে করে অপব্যবহার—
অমানুষ সেই জন। শক্তি-দম্ভ নাই,—
মায়া আছে, সাথে তার সত্য-ন্যায়-জ্ঞান—
এ তিনে মিশায়ে ধরে বিচারের তৌল,—
সেই ধীর বিচারক! বিচারের ভ্রান্তি-
স্খালনেতে নাহি দ্বিধা—সে ন্যায়-বিচারে।

(নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত)

ওই বুঝি আসে তারা।

[প্রহরীর প্রস্থান

প্রহরীটি ভালো। সজ্জন, মমতা আছে প্রাণে।
বন্দী-জনে করে স্নেহ! নাহি দেখি এরে
কারার প্রহরী—ভীম-কুলিশ-পরাণ,
বর্ব্বর পাষাণ, যেন বন্দীদের যম।

(নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত)

কেবা আসে? করাঘাত-শব্দে মনে হয়,
আসিয়াছে গুরু কার্য্যে; ক্ষিপ্র সমাধান
চাহে। বার-বার করিছে আঘাত।
[নেপথ্যে প্রহরী দ্বারপ্রান্তে কাহাকে উদ্দেশ
করিয়া কহিল,—
ঐ স্থানে রহিবে দাঁড়ায়ে—যতক্ষণ নাহি
প্রহরী-অধ্যক্ষ জাগে! বাস্তা দেও তাঁরে]

(প্রহরীর পুনঃপ্রবেশ)

ডিউক। ক্লডিয়োর প্রাণদণ্ড নির্মম আদেশ—
প্রত্যাহার-সমাদেশ পাওনি তাহার?
কালিকে মরিবে সত্য ঘাতকের হাতে?
প্রহরী। প্রত্যাহার-সমাদেশ পাই নাই প্রভু।
ডিউক। রাত্রি শেষ হয়ে আসে—জাগিবে প্রভাত।
হয়তো প্রত্যূষে পাবে মার্জ্জনা-আদেশ।

প্রহরী। কথা শুনি মনে হয়—জানেন রহস্য
কিছু! তবু হায়, কোথা প্রত্যাহার?
তেমন লক্ষণ কিছু নাহি পাই প্রভু!
তদুপরি বিচারের আসনে বসিয়া
সর্ব্বজনে বারে-বারে শুনায়ে বলেছে
এঞ্জেলো ধর্ম্মের অবতার—নাই, নাই,
ক্ষমা নাই—এই অপরাধে!

(দূতের প্রবেশ)

এঞ্জেলো-প্রভুর দূত—তাঁর বার্ত্তাবহ।
ডিউক। আনে বুঝি ক্লডিয়োর ক্ষমার আদেশ।
দূত। তোমার নামে প্রভু এই পত্রে আদেশ জানিয়েছেন; তা ছাড়া আমায় বলেছেন তোমাকে জানাতে—তোমার উপর যে-আদেশ আছে, সে আদেশ-পালনে যেন এক তিল ব্যতিক্রম না ঘটে! আমি আসি। ভোর হয়ে এলো।
প্রহরী। তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে আমি পালন করবো।

[দূতের প্রস্থান

ডিউক। (স্বগত) মার্জ্জনা আসিল তবে! পাপ
মূল্যে কেনা!
মার্জ্জনা করিল যে-বা তুল্য পাপে পাপী!
উচ্চপদ-মহাশক্তি ধরে অপরাধী—
যে-পাপে দিতেছে দণ্ড, সে পাপ করিতে
দ্বিধা নাহি, নাহি কুণ্ঠা—অম্লান অটল!
পাপের প্রসার বিশ্বে তাই সীমাহীন!
মোহ-পাপে পাপী নিজে—তুল্য পাপী তাই
প্রাণের বান্ধব আজি! বিচার উত্তম!
কি সংবাদ এলো পত্র-মুখে? কহ ভদ্র।
প্রহরী। যা বলেছি, বাবা। পাছে আমি মমতায় গলে পাঁচজনের কথা শুনে একটু দেরী করি, তাই আমাকে হুঁশিয়ার করেছেন! না,—এমন কাণ্ড আমি কখনো দেখিনি— এতদিন এই চাকরি করচি···
ডিউক। কি লিখেছে,—শুনি।
প্রহরী। (পত্রপাঠ) "যে কথা যার মুখেই তুমি শোনো, ক্লডিয়োর প্রাণদণ্ড আমি চাই। ভোর রাত্রেই হবে—যেমন হুকুম দিয়েছি। বিকেলে প্রাণ্ড দেবে বার্ণাডিন। আমার তৃপ্তির জন্য আমার কাছে পাঠাবে তাদের ছিন্ন শির। ভোর পাঁচটার মধ্যে ক্লডিয়োর মুণ্ড আমি দেখতে চাই।

এ হুকুম অতি অবশ্য তামিল করবে। এ কাজের উপর রাজ্যের মস্ত কর্ত্তব্য নিবদ্ধ, জেনো। এ হুকুমে একটু দেরী হলে তোমার জান যাবে! মনে রেখো।"

হুকুম শুনলেন?…কি ভাবচেন?

ডিউক। এই বার্ণাডিনটি কে—বিকেলে যার ফাঁশি হবার কথা?

প্রহরী। সে একটা বদমায়েস। এই দেশে জন্ম—এই দেশেই মানুষ। আজ ন'বছর ধরে জেল খাটছে।

ডিউক। আশ্চর্য্য কথা! ন'বৎসর জেলে আছে! ডিউক বাহাদুর তাকে খালাশ দেননি? কিম্বা ফাঁশি? যাদের মেয়াদ দীর্ঘ হতো—শুনেছি, তাদের সম্বন্ধে তাঁর এমনি ব্যবস্থা ছিল।

প্রহরী। এর জন্য লোকে কত কথাই না বলেছে। এখন ন'বৎসর পরে বার্ণার্ডিনের সব দোষের প্রমাণ মিলে গেছে—তাই এঞ্জেলোর বিচারে তার হয়েছে ফাঁশির হুকুম।

ডিউক। প্রমাণ মিলেছে?

প্রহরী। হাতে হাতে প্রমাণ। তার উপর বার্ণার্ডিন নিজেও সব দোষ কবুল করেছে।

ডিউক। এতকাল জেলে বাস করলো চুপচাপ? হঠাৎ এমন অনুতাপ হলো—দোষ স্বীকার করে বসলো এত দিন পরে?

প্রহরী। এতকাল জেলের বদ্ধ বাতাসে থেকে থেকে তার আর ভয় নেই। সে বলে, মরণ-ঘুমের সামিল যে ঘুম, সে ঘুমে মানুষ স্বপ্ন দেখে—আবার এমনিতেও স্বপ্ন দেখে—তফাৎ শুধু এই। আজ তার কোন-কিছুতে ভয় নেই, লজ্জা নেই, ঘৃণা নেই। সে একেবারে নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার!

ডিউক। কিছু যুক্তি চায়।

প্রহরী। কারো কোনো কথা সে শুনতে চায় না। জেলে থাকলেও সে বন্দী'র মত নেই। যা চাইছে, পাচ্ছে। মদ খায়—খেয়ে নেশায় বুঁদ্ হয়ে থাকে। তাকে কতবার বলেছি—ফাঁশি-কাঠে মরতে চলেছো, এখনো এমন নেশার ঝোঁক! সে হাসে। সে কথায় তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

ডিউক। তার কথা পরে আরো শুনবো। তোমায় যত দেখছি, তত আমার ভালো লাগচে। তোমার কপালে লেখা আছে—সাধুতা, নিষ্ঠা, মমতা, বুদ্ধি! আমার মাথায় একটা মতলব জাগছে—যদি শোনো, সব দিকে ভালো হবে। তোমার কাছে ক্লডিয়োর পরোয়ানা আছে; অথচ ক্লডিয়োর যা-অপরাধ—তার বিচার করেচেন যে-এঞ্জেলো, তাঁর অপরাধ ক্লডিয়োর অপরাধের চেয়ে এক তিল কম নয়। ব্যাপার-খানা তোমায় খুলে বলি, শোনো! শুধু চারটে দিন যদি সময় পাই,—তাহলে ক্লডিয়ো এ নিষ্ঠুর অবিচার থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু এ কাজে তোমার সাহায্য চাই।

প্রহরী। কি করতে হবে, শুনি।

ডিউক। ক্লডিয়োর মৃত্যু—এ কাজটিকে কোনমতে পিছিয়ে রাখতে হবে।

প্রহরী। কি করে তা সম্ভব হবে, বাবা? সময় ঠিক করে ধরে দেওয়া আছে পরোয়ানায়। শুনেচেন তো বিধি—তার মাথা নিয়ে এঞ্জেলো-হুজুরের কাছে পাঠাতে হবে ভোর পাঁচটায়।…কি করে দেরী করবো?

ডিউক। এক কাজ করো। ভোরে ঐ বার্ণার্ডিনের ফাঁশি হোক—তারপর এই বার্ণার্ডিনের ছিন্ন শির পাঠাও এঞ্জেলোর কাছে।

প্রহরী। কিন্তু এঞ্জেলো যে দুজনকেই দেখেচেন, চেনেন। শেষে ধরা পড়ে যাবো!

ডিউক। মরণ বহুরূপী, কে না জানে! মরণের পর মানুষের চেহারা অনেকখানি বদলে যায়। এক কাজ করো—ওর মাথা দাও কামিয়ে, দাড়িগুলো দাও কাপড় দিয়ে বেঁধে! বলো, মরবার আগে এই ছিল তার মিনতি—লোকে যেন তার কলঙ্কী মুখ না দেখে!…এ কথায় তার অবিশ্বাস হবে না। কাজও সহজে হাসিল হয়ে যাবে। তবু যদি বেকাঁশ হয়, তুমি ধরা পড়ো, তোমার গর্দ্দানা নেবার হুকুম হবে—এই তো ভয়? আমি তোমায় বলচি, বিশ্বাস করো, আমি ভগবানের নাম নিয়ে বলচি, তোমার প্রাণের জন্য আমি করবো প্রার্থনা। আমার সে প্রার্থনা নিষ্ফল হবে না।

প্রহরী। মাপ করো বাবা—এত বড় বিশ্বাস-ঘাতকের কাজ আমি করতে পারবো না।

ডিউক। কার বিশ্বাস তুমি ভঙ্গ করবে? এঞ্জেলোর? না, তোমার ডিউকের?

প্রহরী। ডিউকের। উনি যখন তাঁর প্রতিনিধি, তখন ওঁরও।

ডিউক। ডিউক যদি তোমার এ-অপরাধের বিচার করেন, তিনি তোমায় কখনো দোষী সাব্যস্ত করবেন না।…

প্রহরী। তা হবার উপায় নেই, বাবা।

ডিউক। হবে না কি বলো? নিশ্চয় হবে, তুমি জেনো। কিন্তু এতেও যখন তোমার ভয় যাচ্ছে না—আমি সাধু-সন্ন্যাসী, আমার কথায় তোমার ভয় থাকা উচিত নয়। এই ছাখো—এ কার পাঞ্জা, জানো? ডিউকের তো? চেনো তুমি এই শীলমোহর?

প্রহরী। ইস্, জানি বৈ কি! এ ডিউকের পাঞ্জা! তাঁর শীলমোহর।

ডিউক। এই থেকে বুঝে নাও—ডিউক আসচেন। দু'দিনের মধ্যে তিনি রাজ্যে ফিরবেন নিশ্চয়। এ-কথা এঞ্জেলো জানে না। তা ছাড়া আজ সে এক অদ্ভুত চিঠি পাবে। সে চিঠিতে লেখা থাকবে…ডিউক মারা গেছেন—কোথাকার মঠে! সে কথা অবশ্য মিথ্যা।…ঐ ছাখো, আকাশে ভোরের শুকতারা! মনে সাহস আনো, ভদ্র…কোনো ভয় নেই—সব বাধা কেটে যাবে। ডাকো তোমার জল্লাদকে—সে বার্ণার্ডিনের মুণ্ডচ্ছেদ করুক! আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো—না হয়, অন্য জায়গায় চলে যাবে—ভালো চাকরি পাবে! অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে!…এতে অবাক্ হবার কিছু নেই। সব সমস্যা কেটে যাবে। মনকে চাঙ্গা করো। ভোর হয়ে এলো। যা বলি, শোনো,—সব দিকে মঙ্গল হবে।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কারাগৃহ—কক্ষান্তর

পম্পির প্রবেশ

পম্পি। এখানকার আনাচ-কানাচ আমার খুব জানা হয়ে গেছে। যে বাড়ীতে বাস করেচি এত কাল—ওভারডন্ ঠাকরুণের বাড়ী—তারি মত এখানকার হাড়-হদ্দও আমার আর জানতে বাকী নেই! এমন জানা জেনেছি যে,—মনে হচ্ছে, আমার সেই ঠাকরুণের বাড়ীতেই রয়েছি! তা ছাড়া পুরোনো খদ্দেরদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে এখানে! ঐ তো একের নম্বর—আমাদের ছোকরা নবাব র‍্যাশ সাহেব। টাকা ধার করেচেন ফুর্ত্তির খরচ জোগাতে; সে টাকা আর ওগরাতে পারেন নি! খৎ লিখে দিয়েছিলেন দিলদরিয়া মেজাজে টাকা ধার করবার সময়—হুঁঃ! কতই বা? লিখেছিলেন একশো সাতানব্বই পাউণ্ড! নগদ হাতে পেয়েছিলেন শ'খানেক! মদ চাই—ফুর্ত্তি চাই—পকেট খালি! দে বাবা, সই—যা পাই! বুড়ো দাগী মেয়ে-মানুষ…তার ফাঁদে পড়েছিলেন! সে আঠা-কাঠির ফাঁদ! এখন সে ফাঁদের ঠ্যালায় শ্রীমন্দির ছেড়ে আস্তানা মিলেচে এই শ্রীঘরে! তারপর ঐ কেপার সাহেব—মেয়ে-মানুষের মন জোগাতে পীচ-ফল-রংয়ের সাটিন কাপড় কিনে তাতে দিলেন বানিয়ে চার প্রস্থ পোষাক। থীপাইলের দর্জী—নাছোড়বন্দা লোক—ব্যাটা ছিনে-জোঁক! সায়েবের পকেটে পয়সা তো কখনো থিতুতে পায় নি—ফুর্ত্তির টানে থীপাইলের নালিশের খোঁচায় সায়েবকে তাই আমার সঙ্গে লোকালয় ছেড়ে এখানে এসে বাস করতে হয়েচে! তার পর এখানে দেখচি সৌখীন ছোকরা ডিজি সাহেবকে, ভীপভাইকে, কপার-স্পারকে—পালোয়ান-চাঁদ ষ্টার্ভেলাকিকে! আরো দেখচি ড্রাফিয়ার সাহেবকে—মেয়ে-মানুষ নিয়ে রেষারেষি মারামারিতে হতভাগা পুডিং সাহেবকে মেরে কুপোকাৎ করে দিলে! ফ্রথ আছে, শোটী সাহেব আছেন! পটশ্‌কে মেরে হাফক্যান্ সায়েবও এখানে মৌরুশী পাট্টা নিয়ে বাস করচেন। আরো প্রায় জন চল্লিশ আছেন—সব জানা ভদ্দর লোক। কে নেই? ফুর্ত্তির নেশায় আমাদের হাতায় যিনি-যিনি পা দিয়েছিলেন, সবাইয়ের দেখচি শেষ-গতি আর আশ্রয়—এই শ্রীঘর!

আভর্ষণের প্রবেশ

আভর্ষণ। বন্ধু, বার্ণার্ডিনকে বার করে আনো তার ঘর থেকে।

পম্পি। বার্ণার্ডিন! ওগো বার্ণার্ডিন, ওঠো, জাগো—ফাঁশি-কাঠে চড়ে তোমার যাত্রা করবার লগ্ন এসেচে! শুনচো?

বার্ণার্ডিন। (নেপথ্যান্তরাল হইতে) কে রে লক্ষ্মী-ছাড়া চেঁচাচ্ছিস? গলাবাজীর আর জায়গা পেলিনে? কে তুই?

পম্পি। তোমার প্রাণের বঁধু গো!—যে তোমায় ফাঁশিতে লটকাবে! সেই মহা-পথের বঁধু—তোমার ভব-সাগর পাড়ি দেবার নেয়ে! দয়া

করে বিছানা ছেড়ে এসো। তোমার গলায় দড়ি টেনে কাজ শেষ করে দম ফেলি!

বার্ণার্ডিন। বেরো—ফ্যাচ-ফ্যাচ করিস নে! আমার চোখে এখনো ঘুম রয়েছে। আমি ঘুমোতে চাই।

আভর্ষণ। ওকে বলো, ঘুমোলে চলবে না—উঠতে হবে এখনি!

পম্পি। ও মশায়—শুনচেন? দয়া করে উঠুন—ফাঁশির কাজ চটপট সেরে নি। তার পর ফাঁশি হয়ে গেলে মনের আশ মিটিয়ে ঘুমোবেন—যত পারেন! এখন এরা ডাকাডাকি করচে।

আভর্ষণ। তুমি যাও। ওর খোপ থেকে হিঁচড়ে ওকে বার করে আনো।

পম্পি। আসচে—ঐ আসচে। বড় গোল! ঘড়-ঘড় শব্দ হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি।

আভর্ষণ। তোমার খাঁড়া তোয়ের?

পম্পি। ভয়ঙ্কর তোয়ের। শাণ দিয়ে নিয়েচি আর একবার।

বার্ণার্ডিনের প্রবেশ

বার্ণার্ডিন। কি, আভর্ষণ যে! খপর কি?

আভর্ষণ। ভগবানকে ডাকতে-ডুকতে যদি হয় তো সেটা সেরে নিন, মশায়। আপনার গর্দ্দানার পরোয়ানা এসে গেছে।

বার্ণার্ডিন। তবে রে পাজী—তোর সময়-অসময় নেই! কাল সারা-রাত পেট ভরে মদ গিলেছি। এখন আমার মরবার ফুরসৎ হবে না।

পম্পি। এই তাহলে ঠিক সময়, মশায়: সারা রাত মদ খাবার পর ভোরে যদি ফাঁশিতে চড়া যায়—তাহলে পরের দিনটে ঘুম হয় ভারী আরামে!

আভর্ষণ। ঐ দ্যাখো মশায়—সাধু বাবাজী আসচেন। এ কি আমাদের তামাসা—এই মরণ নিয়ে? তাহলে উনি এ সময় আসবেন কেন?

ছদ্মবেশী ডিউকের প্রবেশ

ডিউক। শুনলেম, আপনাকে এখনি এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। তাই আমি এসেছি আপনাকে ধর্ম্ম-কথা শোনাতে—আপনার হয়ে ভগবানকে প্রার্থনা নিবেদন করতে!

বার্ণার্ডিন। এ মাথা-ব্যথার দরকার নেই, সাধুজী। কাল সারা-রাত পড়ে মদ গিলেচি—একটু অবসর চাই মরণে তৈরী হবার জন্যে। না হলে মাথা ভোঁ-ভোঁ করবে। আজ আমি মরতে রাজী নই—এটুকু জেনে রেখো।

ডিউক। নিরুপায়! মরণ নিশ্চিত তব, জেনো। কহি তাই যাত্রা-পথে চাহো সমুখেতে!

বার্ণার্ডিন। যতই মিনতি করো বাবা, আজ আমি মরবো না...কিছুতেই না! এ আমি দিব্যি গেলে বলচি।

ডিউক। কিন্তু শোনো...

বার্ণার্ডিন। একটি কথা শুনবো না। আমায় যদি কিছু বলতে চাও তো এসো আমার ঘরে। সে ঘর থেকে আজ আমি এক-পা নড়বো না!

[প্রস্থান

ডিউক। বাঁচা-মরা সমতুল! দুয়ের অযোগ্য!
পাথর হয়েছে বুক...নাহিক চেতনা।
যাও ওর পাশে দোঁহে। আনিয়া উহারে
আদেশ পালন করো—বিলম্ব করো না।

[পম্পি ও আভর্ষণের প্রস্থান

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। কয়েদীকে কেমন দেখলে বাবাজী?

ডিউক। মরণের যোগ্য নহে—মরিবার লাগি
প্রস্তুত নহেক মোটে; নির্জীব চেতনা!
হেন হতভাগ্য জীব দেখে নাই কেহ!

প্রহরী। বন্দিশালে আজ প্রাতে জ্বর-রোগে পিতা,
দুষ্ট জলদস্যু এক—নাম রাগোজিন
মারা গেছে—ক্লডিয়োর বয়স তাহার।
মুখ-চোখ শ্মশ্রু ঠিক ক্লডিয়োর মত!
এ মণ্ডপ ছুটে রাখি—লভুক চেতনা।
মৃত্যু কি, বুঝুক ভালো! নেশা ছুটে গেলে
তখন মরিবে এটা,—এর পরিবর্ত্তে
রাগোজিন ছিন্ন-মুণ্ড লয়ে যাই যদি
এঞ্জেলোর তৃপ্তি-তরে—হবে না সে ভালো?

ডিউক। বটে! বটে! এ যে দেখি দৈবের ইঙ্গিত!
এখনি ব্যবস্থা করো—কাল বহে যায়।
এঞ্জেলো আদেশ দেছে—পঞ্চম ঘটিকা!
ত্বরায় বিহিত করো—দাও পাঠাইয়া
তার ছিন্ন শির তুমি এঞ্জেলোর পাশে।
দেখি আমি, এ মণ্ডপে বুঝাই সকল—
চেতনা ইহার যদি পারি জাগাইতে।

প্রহরী। এ আদেশ শিরোধার্য্য—করিব পালন
চক্ষের নিমেষে, পিতা! রহো দ্বিধাহীন।
কিন্তু এই বার্ণার্ডিন অপরাহ্ণে আজ
প্রাণ দিবে! তার পরে ক্লডিয়োরে...কহ,
কেমনে হেথায় রোখি? বাঁচিয়া সে আছে—
এ বার্ত্তা রটিলে মোর প্রাণ রাখা দায়!

ডিউক। করো—যা বলিনু। রাখো এই দুজনায়—
ক্লডিয়ো ও বার্ণার্ডিনে—গোপন কক্ষেতে!
দুটো দিন—সূর্য্যের দুবার পর্য্যটন
উদয়াস্ত-গিরি-পথে—তার মাঝে স্থির
জেনো তব প্রাণ কেহ নারিবে স্পর্শিতে!
প্রহরী। তব শ্রীচরণে আমি আজ্ঞাবহ দাস।
ডিউক। ত্বরা করো—ত্বরা ছিন্ন-শির সে মৃতের—
ক্লডিয়োর শির বলি এঞ্জেলোর কাছে
পাঠাও। বিলম্ব নয়!

[প্রহরীর প্রস্থান

লিপিকা লিখিয়া

পাঠাই এঞ্জেলো-পাশে—নব বার্ত্তা দিয়া।
সে লিপি লইয়া যাবে এ শিষ্ট প্রহরী।
লিখিব রাজ্যের অতি-সন্নিকটে আমি
আসিয়া পৌঁছেছি; করো আয়োজন মোর
রাজ্যে-আগমন লাগি বিরাট উৎসব!
তাহারে অনুজ্ঞা দিব—নগর-নির্ঝর—
তাহারি সম্মুখে আসি ভেটিবে আমারে!
সেথা হতে জনগণ-বাহিনী-সমেত
সমারোহে রাজ্যে আমি করিব প্রবেশ।
এঞ্জেলো রহিবে সাথী পার্শ্বেতে আমার।

(রাগোজিনের ছিন্ন শির লইয়া প্রহরীর পুনঃপ্রবেশ)

প্রহরী। এই তার ছিন্ন শির। আমি লয়ে যাবো।
ডিউক। হবে তাহা সমুচিত। ফিরিয়ো ত্বরায়।
তার পরে পরামর্শ আছে গূঢ়, জেনো—
তোমারে কহিতে চাহি—সর্ব্ব-অগোচরে।
প্রহরী। এখনি ফিরিব পিতা।

[প্রস্থান

ইশাবেলা। (নেপথ্য হইতে) শান্তি! শান্তি!
কে আছ?
ডিউক। ইশাবেলা! তার কণ্ঠ! আসে আশা লয়ে।
ভ্রাতারে তাহার বুঝি মিলেছে মার্জ্জনা!
কিন্তু তারে কোন কথা বলিব না এবে—
সুগোপন রাখি এই শুভ সমাচার!
গভীর নিরাশে যবে বেদনা-কাতর—
প্রকাশ করিব তবে; আনন্দ তাহার
বহু গুণ হবে আহা,—নিরাশে পুলক!

(ইশাবেলার প্রবেশ)

ইশাবেলা আসিয়াছি।
ডিউক। সুপ্রভাত! স্বাগত, কুমারি!
ইশাবেলা। সাধু-বাক্য নিষ্ফল না হবে ভাগ্যে মোর!
রাজ-প্রতিনিধি ক্ষমা করিয়াছে তা'য়ে?
ডিউক। মুক্তি দেছে ইশাবেলা, ধরা-ধাম হতে!
ছিন্ন শির গেছে তার এঞ্জেলো-সকাশে।
ইশাবেলা। না—না—না—না! বলো, সত্য নহে
এই বাণী!
ডিউক। কঠিন নির্ম্মম সত্য! হয়ো না চপল,
শোকে ধৈর্য্য ধর, সুকল্যাণি!
ইশাবেলা। ধৈর্য্য! ধৈর্য্য!
যাই···যাই, আমি যাই, চোখ দুটো তার
এ-নখে উপাড়ি লবো—উপাড়ি এখনি!
ডিউক। তার কাছে কেহ তোমা দিবে না পশিতে।
ইশাবেলা। দুর্ভাগা ক্লডিয়ো ভাই! আমি দুর্ভাগিনী!
নিষ্ঠুর পৃথিবী! দুষ্ট এঞ্জেলো দুর্ম্মতি!
ডিউক। এ বিলাপে ফল কি-বা? তার নাহি ক্ষতি,
তোমারো মঙ্গল নাই! ধৈর্য্য ধরো, বালা!
মনোব্যথা নিবেদন করো ভগবানে।
শোনো মোর বাক্য, যাহা বলিব তোমায়—
প্রতি বর্ণ সত্য তার অক্ষরে অক্ষরে।
ডিউক আসেন রাজ্যে কালিকে প্রভাতে;
মোছো নয়নের জল! সত্য এ সংবাদ।
মঠ-বাসী পুরোহিত মোর পরিচিত—
দিয়াছে এ বার্ত্তা মোরে···জানে সবিশেষ
ডিউকের গতি-বিধি। আসিয়াছে লিপি
এঞ্জেলো ও এশকেলাশ, দোঁহার সকাশে।
নগর-তোরণে তাঁর অভ্যর্থনা লাগি
উৎসবের আয়োজন চলিছে, দেখিবে।
সেথায় পুনর্ন্যস্ত সর্ব্ব-অধিকার
এঞ্জেলো করিবে জেনো, ডিউকের হাতে।
পারো যদি, মতি তব অবিচল রাখি
অবিষাদে, তোরণেতে রয়ো সে সময়,
তোমার যা অভিযোগ, কহিয়ো ডিউকে—
অন্যায়ের প্রতিশোধ লয়ো তুমি বালা!
তোমার সম্ভ্রম-মানে ইতর পীড়ন—
তোমার এ অপমান—তার শোধ হবে!
ইশাবেলা। এ আদেশ শিরোধার্য্য আমার, জানিবে।
ডিউক। এই পত্রখানি দিয়ো আচার্য্য পীটারে।
ডিউকের আগমন-বার্ত্তা এতে লেখা!
এ পত্র তাঁহারে দিয়ো, জানায়ো মিনতি—
মারিয়ানা-গৃহে রাত্রে মাগি দরশন।
তার কথা, তব কথা বলিব তাঁহারে।
হবেন তোমার সাথী ডিউক-সকাশে
তিনিই—জানিয়ো, ভদ্রে! এঞ্জেলো-সমুখে

স্পষ্ট ভাষে অভিযোগ কহিয়ো তোমার।
পণে আমি বদ্ধ, তাই নারিব রহিতে
সে সময় এ নগরে : তাঁরে পত্র দিয়ো।
শক্তি আনো প্রাণে, অশ্রুজলে করো রোধ
কঠিন নিদেশে, বালা। মিথ্যা নহে বাণী।
কথা মোর সত্য যদি নাহি হয়, কভু
সন্ন্যাসীর বেশে আর করো না প্রত্যয়।
কে-বা আসে ?

(লুশিয়োর প্রবেশ)

লুশিয়ো। সাধু বাবা ! প্রহরী কোথায় ?

ডিউক। কারাগৃহে নাই !

লুশিয়ো। এ কি···তুমি কাঁদচো ইশাবেলা ! তোমার চোখ রাঙা হয়েছে দেখে আমার বুক ব্যথায় ফেটে যাচ্ছে ! ধৈর্য্য ধরো, অধীর হয়ো না। আমি মস্ত খপর পেয়েছি : সে খপরে ক্ষিধে-তেষ্টা ভুলে গেছি। কাল রাত্রে ফিরে আসচেন আমাদের ডিউক বাহাদুর। শোনো ইশাবেলা, তোমার ভাইকে আমি বড় ভালো বাসতেম ! আমাদের এই খেয়ালী ডিউক বাহাদুর যদি রাজ্যে থাকতেন, তাহলে তোমার ভাই এ ভাবে কখনো প্রাণ দিত না—সে বেঁচে থাকতো।

[ইশাবেলার প্রস্থান

ডিউক। আপনাদের কথাবার্ত্তা শুনে মনে হয়, আপনাদের ডিউক একজন আশ্চর্য্য রকমের মানুষ ! কিন্তু দুঃখ এই, আপনাদের কল্পনার মানুষটির সঙ্গে সে আসল-মানুষটির কোনো মিল নেই।

লুশিয়ো। তুমি তাঁকে জানো না সাধুজী, তাই এ কথা বলচো ! তোমাদের দেবতার চেয়েও বড় দেবতা তিনি !

ডিউক। আচ্ছা, তিনি তো আসচেন ! এলে এক সময় দেখে বুঝবো, তিনি কেমন···

লুশিয়ো। চললেন ! না, চলুন—আমিও আপনার সঙ্গে যাবো। যেতে যেতে ডিউক বাহাদুরের গল্প শোনাবো আপনাকে।

ডিউক। অনেক গল্পই তো বলেচেন আমাকে। সে সব গল্প যদি সত্য হয়, তাহলে অবশ্য আর কথা নেই ! যদি তা না হয়, তাহলে গল্প শোনবার দরকার এখনো আছে বটে !

লুশিয়ো। আমি একবার তাঁর কাছে গিয়েছিলেম, একটি সবৎস মেয়েমানুষ নিয়ে···

ডিউক। বটে। তুমি ?

লুশিয়ো। হ্যাঁ। না গিয়ে উড়িয়ে দিতে পারতেম ; ধরে বিয়ে দিয়ে দিত—কাজেই স্বীকার করলেম, আমার দোষ ! স্বীকার না করলে বেশী আর কি হতো ? কিছু না।

ডিউক। সত্যি তোমাকে আমার খুব ভালো লাগচে ···তোমার মধ্যে কাপট্য নেই।

লুশিয়ো। চলো—ঐ মোড় পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে যাই। যদি এ সব বদ গল্পে রাগ করো, তাহলে থাক্, বলবো না। কি জানো সাধুজী, আমি যেন চোর-কাটা—কাছাকাছি কাকেও পেলে তার গায়ে সেঁটে থাকি !

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

এঞ্জেলোর কক্ষ

(এঞ্জেলো ও এশকেলাশের প্রবেশ)

এশকেলাশ। যে চিঠি আসচে, সে চিঠিতে আগের চিঠি নাকচ হয়ে যাচ্ছে।

এঞ্জেলো। কুল-কিনারা পাওয়া যায় না ! খেয়ালী ধরণের চিঠি। চিঠি পড়লে মনে হয়, ওঁর মতি-বিভ্রম ঘটেচে ! ভগবান না করুন—তেমন দুর্ভাগ্য যেন না ঘটে ! তা ছাড়া এর মর্ম্ম তো বুঝচি না—নগরের তোরণে গিয়ে দেখা করা চাই ! সেইখানে তাঁর হাতে রাজ্য-ভার প্রত্যর্পণ করতে হবে !

এশকেলাশ। কিছু বুঝচি নে !

এঞ্জেলো। তা ছাড়া এ ইস্তাহারের মানে বুঝচি না। তাঁর নগর-প্রবেশের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে রাজ্যে ঘোষণা দেওয়া হবে, কারো যদি কোনো নালিশ-টালিশ থাকে তো সেইখানে যেন সে-নালিশের আর্জি তারা পেশ করে !

এশকেলাশ। এর মানে কতক বুঝচি। মানে, কারো যদি নালিশ থাকে তো চট-পট করে তা বলো ; পরে শলা-পরামর্শ করে যদি কেউ মিথ্যা নালিশ দায়ের করে, তার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না।

এঞ্জেলো। শুন কথা—ঘোষণা করিয়া দাও তুমি
এই বার্ত্তা—প্রভাতে ভেটিব তব গৃহে—
বার্ত্তা দাও—যার যাহা আছে অভিযোগ,
জ্ঞাপন করে তা যেন নির্দ্দেশ-মতন।

এশকেলাশ। তাই হবে। আসি তবে।

এঞ্জেলো। বিদায় শ্রীমান।

[এশকেলাশের প্রস্থান

এঞ্জেলো। বুঝিতে না পারি মর্ম্ম! সত্যই অক্ষম!
এ অপূর্ব্ব ব্যবস্থার কিবা প্রয়োজন?
কুমারী কুসুম-কলি—আস্বাদিত-মধু!
কে নিয়েছে স্বাদ? শক্তিধর প্রধান যে
এই রাজ্যে—রাজ-বিধি বিধান যাহার!
কুমারীর ধর্ম্ম-লোপ! কলঙ্ক-কাহিনী
কুমারী কেমনে কবে? লজ্জার কাহিনী!
বুদ্ধি, যুক্তি—হেন মূঢ় আচরণ কভু
প্রকৃতি দিবে না তারে—নিবৃত্ত করিবে!
তদুপরি খ্যাতি মোর—বিচার-মর্য্যাদা—
সেই দোষে রূঢ় চিত্তে করিয়া বিচার
মায়াহীন প্রাণদণ্ড—আমার বিধান!
কে আমারে দিবে দোষ! কে করে বিশ্বাস?
হতো ভালো—যদি তার না হতো মরণ—
বাঁচিয়া রহিত যদি! সংযম-বিহীন
চপল যৌবন কাল—কে জানে, কখন্
এই গ্লানি-অপযশ, অপমান স'হি
কখন্ হিংসায় মাতি দিত এর শোধ!
তবু মনে হয়, যদি রহিত বাঁচিয়া—
হতো ভালো···হতো ভালো! ক্ষতি নাহি ছিল!
এই বড় দুঃখ, হায়, সত্য পথ হতে
তিল ভ্রষ্ট হলে—অতি-ছোট ক্রটি-বশে
কোন্ রসাতলে যাই, কিছু ঠিক নাই।
সে পতন রুধিব যে—সাধ্য নাহি থাকে!
মনে হয়, সত্য পথে যাই পুনঃ ফিরে—
ফিরিবার কিন্তু হায়, থাকে না উপায়!

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

নগর-বাহিরে মুক্ত প্রান্তর

(রাজবেশে ডিউকের প্রবেশ : সঙ্গে সাধু পীটার)

ডিউক। উপযুক্ত অবসরে এই পত্রগুলি
দিয়ো মোরে!

(বহু পত্র প্রদান)

কারার প্রহরী জানে সব—
কি উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি কি কার্য্য-সাধনে!
যে কাজ লয়েছি হাতে—রাখিয়ো স্মরণ—
যথা রীতি আচরণ করিয়ো সাধক!
কার্য্য-কালে প্রয়োজন-মত আচরণে
ভেদাভেদ করো বুঝে—কি আর বলিব!
ফ্রেবিয়াস-গৃহে যাও সকলের আগে,
বলো মোর অবস্থান, বার্ত্তা দিয়ো তারে
ভ্যালেন্টীনাশ-রোলাণ্ড-ক্র্যাশাসে অমনি—
ভেরী লয়ে আসে যেন নগর-তোরণে।
ফ্রেবিয়াসে সর্ব্ব-অগ্রে করিবে প্রেরণ।
পীটার। পাঠাইব তারে প্রভু, যত ত্বরা পারি।

[প্রস্থান

(ভেরিয়াসের প্রবেশ)

ডিউক। সাধুবাদ লহ ভেরি, আসিয়াছ ত্বরা।
এসো, দোঁহে যাই একসাথে! আছে জেনো,
বহু বন্ধু—অচিরে হেথায় আসি তারা
মিলিবে মোদের সনে, হে বন্ধু সুজন।

[উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

নগর-তোরণ-পার্শ্ব-স্থিত পথ

(ঈশাবেলা ও মারিয়ানার প্রবেশ)

ঈশাবেলা। এমন অস্পষ্ট ভাষ, আভাস-ইঙ্গিত
ভালো নাহি লাগে মোর! সত্য কথা বলি,
তার নামে অভিযোগ—এ তোমার কাজ!
তথাপি নিদেশ, মোরে জানাইতে হবে
অভিযোগ—কহে সাধু, অভীষ্ট মিলিবে।
মারিয়ানা। সাধু-বাক্য শোনো, নাহি করিয়ো লঙ্ঘন।
ঈশাবেলা। সাধুর নিদেশ পুনঃ, যদি দৈব-বশে
আমারে নিন্দায় তীব্র কটু বাক্য দহে,
বিস্ময় না মানি যেন সয়ে থাকি আমি!
সহনে মিলিবে না কি অশেষ কল্যাণ।
মারিয়ানা। আচার্য্য পীটার যদি···
ঈশাবেলা। কি আশ্চর্য্য! দেখি
স্মরণে উদয় সাধু!

(সাধু পীটারের প্রবেশ)

পীটার। এসো দোঁহে। পাইয়াছি যোগ্য পীঠ আমি—
সেখানে বসিলে পাবে ডিউকের দেখা—
পথ বাহি রাজ্যে যবে পশিবেন তিনি।
ভেরী-রব নিনাদিত দুই-দুইবার—
রাজ্যের সজ্জন, সাধু, বিজ্ঞ সুধী যত
তোরণে আগত সবে। সমাগত ক্ষণ—
ডিউকের রাজপুরে প্রবেশের লাগি!
ত্বরা করো, এসো দোঁহে আমার সহিত।

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নগর-তোরণের সম্মুখে মুক্ত অঙ্গন

[কিছু দূরে অবগুণ্ঠিতা মারিয়ানা, ইশাবেলা ও আচার্য্য পীটার। এক দিক দিয়া ডিউক, ভেরিয়াস ও অমাত্যবর্গের প্রবেশ; অপর দিক দিয়া এঞ্জেলো, এশকেলাশ, লুশিয়ো, প্রহরী, কর্ম্মচারিগণ ও নাগরিকগণের প্রবেশ]

ডিউক। হে সুযোগ্য ভ্রাতৃবর, শুভক্ষণে দেখা।
বিশ্বাসী পুরানো বন্ধু, তৃপ্ত দরশনে।

এঞ্জেলো ও এশকেলাশ। স্বাগত রাজন্ আজি! ধন্য রাজপুরী!

ডিউক। দোঁহারে অন্তর হতে করি সাধু-বাদ।
দোঁহার কুশল-কর্ম্ম—পেয়েছি বারতা।
দিকে দিকে স্তুতি-বাদ! শুনি সর্ব্ব-মুখে
ন্যায়-নিষ্ঠা, সুবিচার, প্রীতি-মমতার
শত কথা! সর্ব্বজনগণ-পক্ষে তাই
শত সাধুবাদ করি, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে!

এঞ্জেলো। কর্ত্তব্য-বন্ধন প্রভু হলো দৃঢ়তর।

ডিউক। মহৎ অন্তর তব—কর্ত্তব্য-পালনে
নিষ্ঠা দৃঢ়তর···স্মরি আজ ধন্য আমি।
এ কর্ত্তব্য পালনের স্তুতি করি আজি,
মনের গোপন তলে চাহি না রাখিতে—
বিস্মৃতি কখন তাহা ফেলিবে মুছিয়া!
দাও বন্ধু হাতে হাত—দেখুক সকলে
যে ব্রত পালন তুমি করো নিষ্ঠা-ভরে
শুষ্ক স্তুতি-বচনেতে মূল্য নহে শোধ!
অন্তরের বন্ধু তুমি, নহ আজ্ঞাবহ—
অন্তরে অন্তর দিয়া মাগি হে মেলানি!
গুণের মর্য্যাদা জানি, বুঝিবে সকলে।
এশকেলাশ, এসো বন্ধু এই পথে তুমি—
এ রাজ্যের দুই স্তম্ভ—তাহে ভর করি
রাজপুরে পশি আজি উল্লসিত মনে।

[আচার্য্য পীটার ও ইশাবেলা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল]

পীটার। যোগ্য অবসর তব। উচ্চকণ্ঠে কহ—
জানু পাতি লহ ঠাঁই রাজার চরণে।

ইশাবেলা। বিচার! বিচার চাহি আজিকে রাজন্!
যে হীন আচার—যেই ক্রূর অপরাধ
কুমারীর 'পরে হয়—চাহি সুবিচার!
এ রাজ্যের রাজা তুমি—যোগ্য মহারাজা—
রাজ্যে করি পদার্পণ—আঁখিরে করো না
কলুষের ভারে কালো আর-কিছু দেখি,
আমার এ মর্ম্ম-ছেঁড়া অভিযোগ আছে—
তাহা শুনিবার পূর্ব্বে! সুবিচার চাহি।
সুবিচার—সর্ব্ব-কার্য্য-অগ্রে সুবিচার!

ডিউক। কিবা তব অভিযোগ, কহ প্রকাশিয়া,
কি অন্যায়-ভারে তব হেন মর্ম্ম-ব্যথা?
কে করেছে অপরাধ? কি-বা অপরাধ?
সংক্ষেপে প্রকাশ করো। আছেন হেথায়
ন্যায়-নিষ্ঠ বিচারক এঞ্জেলো মহান্।
বিচার নিশ্চয় পাবে—বলো তাঁর কাছে।

ইশাবেলা। যে-চোর করিল চুরি—তার কাছে বলো,
হে রাজন্, সে চুরির হইবে বিচার?
অত্যাচারী অত্যাচার-প্রতিকার করে?
একান্ত মিনতি, প্রভু—নিজ কর্ণে শোনো
এ আমার অভিযোগ! অবিশ্বাস যদি,—
যেই শাস্তি অভিরুচি, তাই দিয়ো মোরে!
প্রতিকার চাহি আমি তোমার নিকটে—
তুমি শোনো প্রভু, মোর মর্ম্ম-অভিযোগ!

এঞ্জেলো। মনে হয়, নারী বুঝি জ্ঞানবুদ্ধি-হতা!
ইহার ভ্রাতারে আমি প্রমাণের 'পরে
প্রাণদণ্ড দিয়াছিনু; সেই দণ্ড-বলে
অভাগা সে প্রাণ দেছে। তাহার লাগিয়া
মার্জ্জনা চাহিয়া নারী আসি মোর পাশে
নিরাশে ফিরিয়া গেছে—মেলেনি মার্জ্জনা!
বিচারে হইল দণ্ড—মোর দেয়া দণ্ড!

ইশাবেলা। বিচারে হয়েছে দণ্ড! সে কি হে বিচার?

এঞ্জেলো। রূঢ় ভাষে বহু কথা বলিবে এ নারী—
অদ্ভুত বিচিত্র বহু বিস্ময়-পূরিত!

ইশাবেলা। বিস্ময়-পূরিত! ঠিক! অপূর্ব্ব বিস্ময়!
প্রকাণ্ড বিস্ময়ে ভরা—কল্পনা অতীত!
তবু অতি-সত্য তাহা—বলিব সে কথা।
এঞ্জেলো বিশ্বাস-হন্তা—অদ্ভুত এ বাণী?
এঞ্জেলো মানুষ-ঘাতী—অদ্ভুত এ বাণী?
এঞ্জেলো এ অনাচারী—কামুক-লম্পট,
ভণ্ড সে—কুমারী-ধর্ম্ম-নাশক, বর্ব্বর—
এ বাণী অদ্ভুত না কি? বিরাট আশ্চর্য্য!

ডিউক। অদ্ভুত—অদ্ভুত কথা লক্ষ কোটি বার!

ইশাবেলা। এ-জন এঞ্জেলো—যথা মহাসত্য এই—
তারো চেয়ে বেশী সত্য—এ আমার বাণী!
অতীব কঠিন সত্য! তেমনি অদ্ভুত!

লক্ষ কোটি বার বলি এই মহা-সত্য—
সত্য, এর সব সত্য—সত্য পরিমাপ
কখনো হয়নি, তাহা হবে না কখনো!
ডিউক। লয়ে যাও বালিকারে! অতি দুর্ভাগিনী!
যে কথা কহিল, কহে উন্মাদনা-বশে!
ইশাবেলা। হে রাজন্‌, শ্রীচরণে একান্ত মিনতি—
এ কথা প্রত্যয় করো—নহি উন্মাদিনী!
ইহলোক সব নয়—আছে পরলোক—
সেথায় পুণ্য ও প্রীতি করিছে বিরাজ!
আমারে করো না হেলা—দিয়ো না ফিরায়ে—
উন্মাদ-ধারণা-বশে! যে কথা বলিনু—
অদ্ভুত লাগিল কর্ণে—অসম্ভব বলি
তুচ্ছ তারে করিয়ো না! নহে অসম্ভব!
কপট দুর্জ্জন বহু দুষ্কৃতি করিয়া
গম্ভীর সলাজ মূর্ত্তি পারে না ধরিতে—
এঞ্জেলোর মত হেন! এই যে এঞ্জেলো—
পদ আছে, ভূষা আছে, মর্য্যাদা সে আছে,
গৌরব-গরিমা আছে—তবু মহাপাপী!
ভ্রষ্ট অনাচারী দুষ্ট—তিল আন নহে।
প্রত্যয় করহ প্রভু—এঞ্জেলোর মত
দুরাচারী পাপী কেহ নাহি ধরা-তলে।
ডিউক। শুনিয়া বিস্ময় লাগে! উন্মাদিনী যদি—
অপূর্ব্ব অদ্ভুত মানি এর উন্মাদনা!
যে কথা বলিছে—তাহে যুক্তির সংযোগ!
বচনে শৃঙ্খলা দেখি—অভেদ অম্লান!
হেন উন্মাদনা কভু প্রত্যক্ষ করিনি।
ইশাবেলা। হে করুণাময় রাজা—
বারে-বারে আর
উন্মাদ বলিয়া মোরে করো না ধারণা।
এঞ্জেলো সে গৌরবের উচ্চ-মঞ্চাসীন—
আমি পথচারী নারী—নিতান্তই হীন।
পদ-অসমতা ভাবি, চিত্তে নহে রোধ!
বুদ্ধি আছে, আছে জ্ঞান। সে বুদ্ধির বলে
রহস্য-কুহেলি হতে সত্যের সন্ধান
করো তুমি সত্যনিষ্ঠ, সংশয় নাশিয়া।
ডিউক। বিকল তো নয়, দেখি—নহেকো উন্মাদ।
অল্প-বুদ্ধি—যুক্তি হায়, পারে না বুঝিতে!
হয়তো এমন কিছু! ···বলো, কি বলিবে?
ইশাবেলা। ক্লডিয়োর ভগ্নী আমি। কুমারী-গমনে
রাজ-বিধি-বশে ভ্রাতা অপরাধ করি
বিচারে দিয়াছে প্রাণ—শির দেছে বলি
এঞ্জেলোর সুবিচারে। দণ্ডাদেশ শুনি
ভগ্নী আমি মঠ-বাসী সন্ন্যাসেতে ব্রতী—
ভ্রাতার ইচ্ছায় যাই মার্জ্জনা-প্রার্থিনী;—
লুশিয়ো সে ভদ্র জন ছিল মোর সাথী···
লুশিয়ো। আমি সে লুশিয়ো, প্রভু। ক্লডিয়ো-নিদেশে
ভগিনীরে ভেটি আমি তার মঠ-বাসে—
এঞ্জেলোর পায়ে ধরি মাগিতে মার্জ্জনা—
অভাগার প্রাণ-রক্ষা হেতু।
ইশাবেলা। লুশিয়ো এ।
ডিউক। স্থির হও তুমি যুবা।
লুশিয়ো। কিন্তু প্রভু, জানি যাহা—কহিতে উৎসুক।
পারি নাই স্থির তাই রহিতে রাজন্‌।
ডিউক। আমার আদেশ—তুমি বলিবে না কথা।
তোমার নিজের যদি কোনো সাধ থাকে—
প্রার্থনা, মিনতি কিছু—তবে কথা কবে।
এখন নীরব রহ।
লুশিয়ো। রাজাদেশ শিরোধার্য্য।
ডিউক। মনে রেখো রাজাদেশ! কোনো কথা নয়।
ইশাবেলা। লুশিয়ো আমারে দিল পরিচয়।
লুশিয়ো। ঠিক।
ডিউক। হোক ঠিক! কথা বলা তোমার বেঠিক।
আদেশ-বিহনে তুমি কহিবে না কথা।···
বলো নারী···
ইশাবেলা। আসি আমি এই দুষ্ট পাশে।
রাজ-প্রতিনিধি দুষ্ট—গরবে অধীর!
ডিউক। বিশেষণ যোগ করা—উন্মাদ-লক্ষণ!
ইশাবেলা। ক্ষমা করো এই স্পর্দ্ধা! যাতনা-বিবশ
এ চিত্ত রাখিতে নারে বচনে সংযম।
ডিউক। তৃপ্ত হবো! বল পুনঃ তোমার কাহিনী।
ইশাবেলা। সংক্ষেপে করিব শেষ! কাজ নাই বলি—
কি মিনতি করিলাম—প্রার্থনা-আকুল
নতজানু হয়ে পায়ে; কি করুণ-ভাষে
পাষাণে হৃদয় বাঁধি করিল উপেক্ষা;
সকাতর সে মিনতি—তাহে কি বলিনু—
সে কথা সুদীর্ঘ বড়। পরিণামে পাপ—
যে কথা বলিল দুষ্ট—সে-কথা স্মরণে
শিহরি উঠিছে অঙ্গ! লজ্জায় আমার
ভূমে নুয়ে পড়ে শির—সে কথা রাজন্‌,
এ মুখে বলিতে নারি; মার্জ্জনা করিয়া,
কহিল দুর্জ্জন—যদি লালসা-অনলে,
তার কাম-হুতাশনে এ দেহ আমার
বলি আমি দিতে পারি—ভ্রাতার মার্জ্জনা,
তবেই মিলিবে মুক্তি! অসহ্য যাতনা!
মর্ম্মে মর্ম্মে অগ্নি-শিখা—কি সুতীব্র দাহ,
কি জ্বালা যে—মহারাজ, পারি না কহিতে!

অবশেষে ভ্রাতৃ-মুখ স্মরিয়া কাতর—
নারীর সর্ব্বস্ব-দানে তুষ্টে তুষিলাম ;
তবু দুষ্ট শুনিল না—মানিল না, প্রভু—
কি মূল্য যে দিল নারী—সে কিসের লোভে !
ভণ্ড পাপী হীন ঘৃণ্য প্রতারণা বশে
নারীর সর্ব্বস্ব নিল ! প্রভাত-বেলায়
গোপনে আদেশ দিল রাজ-ঘাতকেরে—
ভ্রাতৃমুণ্ড ছিন্ন করো ! ওঃ, কি ভীষণ !

ডিউক। এমনি ভাবিয়া ছিনু কাহিনীর শেষ।

ইশাবেলা। সত্য বলিয়াছি প্রভু—তিল মিথ্যা নয়।

ডিউক। হায় নারী, প্রগল্ভ রসনা তব অতি !
জানো নাকো, বোঝো নাকো—
কি কথা বলিছ !
ক্রূর নীচ হিংসা-বশে ন্যায়-নিষ্ঠ জনে
হেন পাপ-অপবাদ দিতে বাধিল না !
জানো তুমি, এঞ্জেলোর নিষ্ঠা, ধর্ম্ম, চিত্ত—
নিষ্কলঙ্ক অকলুষ কতখানি তাহা—
তার পরে তব বাক্য কত যুক্তিহীন !
ক্ষণেকের মোহ-বশে তোমারে সম্ভোগ
যদি বা করিয়া থাকে, কেন রূঢ় চিত্তে
ভ্রাতার প্রাণের'পরে কেন এ আক্রোশ ?
যেই মোহ-বশে তারে প্রাণদণ্ড দিল—
সে মোহে আপনি পড়ি—প্রাণ লবে কেন ?
মার্জ্জনা করিলে তায়—কেবা বন্দী হতো ?
বুঝিয়াছি—চক্রান্ত এর পিছনে তোমার
আছে সে চক্রান্তী কোনো ! বলো সত্য কথা—
কার পরামর্শে এই মিথ্যা অভিযোগ ?

ইশাবেলা। এই কি বিচার, রাজা ?
বেশ, তাই হোক !
স্বর্গবাসী দেবগণ—ধৈর্য্য করো দান—
সহিব—সহিব সব। শুধু মনে রেখো,
পীড়িতা রমণী ফেরে অতি নিরুপায়ে
বিচার চাহিয়া লভি উপেক্ষা কঠিন !
যে-পীড়ন সহিয়াছি—যেই নির্য্যাতন—
আমারে বহুক তাহা ! চলিলাম আমি।

ডিউক। যেতে পেলে খুশী হবে—জানি তাহা, নারি !
কে আছ ? করহ বন্দী এই রমণীরে—
লয়ে যাও কারাগৃহে ! হেন অপবাদ দেয় !
হেন হীন অভিযোগ সম্ভ্রান্ত জনেরে—
প্রধান পদস্থ রাজ্যে ! গুরু অপরাধ !
বিনাদণ্ডে পরিত্রাণ—হবে নাকো তাহা !
অন্তরালে কি রহস্য—চাহি জানিবারে।
কে তোমারে নিয়ে এলো হেথায় আজকে ?

ইশাবেলা। সাধু মহাজন এক—নাম লোডোইক।

ডিউক। কে-বা এই লোডোইক ?
কে তাহার জানো ?

লুশিয়ো। আমি জানি, মহারাজ। কথা কয় বেশী-
সকলের গায়ে পড়া—বিষম বাচাল !
দু'চোখে দেখিতে নারি ! না হলে সন্ন্যাসী,
দেখাতাম তারে আমি ! হেন স্পর্দ্ধা তার—
মহারাজে নিন্দা করে কুকথা বলিয়া !
সে কথা শুনিয়া তার ঘাড়ে হাত দিয়া
শিক্ষা কিছু দিইয়াছি—ছাড়ি নাই আমি।

ডিউক। আমারে কুকথা কয় ! মোর নিন্দা করে !
সাধু জন ! সাধুর মতন বেশ ! বুঝিয়াছি এবে
অভাগিনী উন্মাদিনী এই রমণীরে
নিন্দার বাহন করি—মোর পাশে দুষ্ট
হেথায় পাঠায়ে দেছে !...চাহি সে সাধুরে।

লুশিয়ো। কালি রাত্রে সে সাধুরে দেখিয়াছি আমি
এই রমণীর সাথে কারাগৃহ-মাঝে।
বিষম বাচাল—মুখে কিছু নাহি বাধে—
যেন সে রাজার রাজা ! বেজায় দুর্মুখ !

পীটার। রাজন্, মঙ্গল হোক ! দাঁড়ায়ে শুনিনু
বহু কটু ভাষা—নিন্দা—শ্রুতির কলুষ—
রাজার শ্রুতির যোগ্য নহে, হেন ভাষা :
এ নারীর অপরাধ—নহে লঘু, গুরু।
স্পর্দ্ধা ঘোর—রাজ-প্রতিনিধি মানী জনে
হেন পাপ-অভিযোগে করে কলুষিত—
এ কলুষ পরশিতে নারিবে রাজন্,
মানী-প্রতিনিধি বরে—মিছা সে ভাবনা !

ডিউক। এ কথায় তিলমাত্র করি না প্রত্যয় !
জানো তুমি লোডোইকে ? কেবা এই সাধু ?

পীটার। জানি, অতি মহাজন, পুণ্যচিত্ত সাধু।
বাচাল আদৌ নন— নন কটু-ভাষী।
এ-জন যে কথা বলে,—মানে না কো আমি।
জানি তাঁরে, চিনি তাঁরে—সুভদ্র সুজন
দয়ারূপী, কৃপাময়, মমতার খনি !
তাঁরে বলে, কটুভাষী ! অপ্রত্যয় বাণী !

লুশিয়ো। সত্য কহিয়াছ প্রভু : কি দুষ্ট রসনা !
মিষ্ট শিষ্ট কথা—তার কিছু নাই জানা।

পীটার। থাক তর্ক ! হয়তো সে
আসিবে হেথায়
নিজের চরিত্র-তত্ত্ব বুঝাবার লাগি !
স্বাস্থ্য তার ভালো নয়—করে ব্যাধি-ভোগ।
সে বড় অপূর্ব্ব ব্যাধি। তাঁর বাক্য মানি—
শুনিয়া এঞ্জেলো'পরে আছে অভিযোগ—

আমি আসিয়াছি হেথা তাঁর প্রতিনিধি,
তাঁর বাক্য বহিয়া অধরে। সত্য-মিথ্যা—
জানি নাকো আমি। বলেছেন নিজে তিনি—
সত্য প্রমাণের যদি হয় প্রয়োজন,
নিজে তিনি আসিবেন জানাইতে তাহা;
তাঁর কর্ণে এই নারী বলিয়াছে বাণী।
এঞ্জেলোরে বহু দুষি, বহু অভিযোগ!
এরি মুখে শোনো সব—করহ বিচার।
এঞ্জেলো আছেন হেথা; নারীর বচন
মিথ্যা প্রমাণিত হোক—ঘুচুক কলঙ্ক—
সাধু প্রতিনিধি হোন্ কলুষ-বিহীন!

ডিউক। সাধু-বাক্য-লঙ্ঘন—সে নহে সমুচিত।
কোথা নারী? শুনি তার কি-বা অভিযোগ?

[প্রহরী-পরিবৃতা ইশাবেলার প্রস্থান;
মারিয়ানা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল]

এ-কথায় হাসি নাই তোমার অধরে!
এঞ্জেলো কহ তো দশা—ভালো অভিনয়!
ভগবান, মূঢ় জনে কত স্পর্ধা করে!
মোদেরে আসন দাও। এসো ভ্রাতুবর,
অমাত্য-প্রধান বীর এঞ্জেলো সুজন!
নিরপেক্ষ রবো আমি এবার বিচারে।
তোমা পরে অভিযোগ—করহ বিচার
এঞ্জেলো, তুমিই করো।....এই সেই নারী,
হে আচার্য? গুণ্ঠন মোচন করো নারী,—
দেখি মুখ। পরিচয় আগে; পরে কথা।

মারিয়ানা। ক্ষমা করো প্রভু। আমি দেখাবে
পতির আদেশ বিনা।

ডিউক। বিবাহিতা তুমি?

মারিয়ানা। নহি বিবাহিতা নারী।

ডিউক। কুমারী কি তবে?

মারিয়ানা। তাও নহি।

ডিউক। স্বামিহীনা? বিধবা রমণী?

মারিয়ানা। তাও নহি প্রভু।

ডিউক। এ বড় অদ্ভুত কথা!
নারী তুমি—অথচ কুমারী, বিবাহিতা
সধবা, বিধবা—কিছু নও! কি-বা তুমি?

লুশিয়ো। বার-নারী হবে, প্রভু! নারী-মাঝে আছে
শুধু এই এক জাত—নহে বিবাহিতা—
কুমারী, বিধবা কিম্বা। কিছু নয় তারা!

ডিউক। চুপ করো! বাচালতা সাজে না হেথায়!
এর চেয়ে—আপনার অভিযোগ যদি
রহিত তোমার, তবে চলিত বকুনি
অনর্গল—বাধাহীন স্রোতের মতন!

লুশিয়ো। রবো চুপ! কহিব না কোনো
কথা আর।

মারিয়ানা। রাজন্, কহিব সত্য—হই নি বিবাহ
এও সত্য হে রাজন্, নহিক কুমারী;
আছে স্বামী—জানি তারে। কিন্তু মোর স্বামী
আমারে জানিতে কিম্বা মানিতে না চাহে!

লুশিয়ো। তাহলে সে ব্যাটা মাতাল না হয়ে যায়
না হুজুর! মাতাল না হলে এমন ভোলা মন!

ডিউক। রবে চুপ? অথবা তোমার প্রগল্ভ
বচন হবে এই অস্ত্রে চুপ?

লুশিয়ো। করিলাম চুপ।

ডিউক। এঞ্জেলোর পরে এর অভিযোগ নাই!

মারিয়ানা। বলি তবে সেই কথা। এই মাত্র হেথা
যে-নারী এখনি দিল স্বামীর বিরুদ্ধে
ধর্ম-নাশ-অভিযোগ নিশীথ প্রহরে—
সে সময় স্বামী মোর বাহুর বন্ধনে
গাঢ় প্রীতি-অনুরাগে ছিলেন বিভোর

এঞ্জেলো। মোর নামে অভিযোগ?

মারিয়ানা।

ডিউক। তুমি যে বলিলে—স্বামী তব?

মারিয়ানা। স্বামী মোর—
এঞ্জেলো আমার স্বামী দাঁড়ায়ে সম্মুখে।
আমার এ দেহ হায়, না করি স্বীকার—
সে দেহ সম্ভোগ করে কাল নিশাযোগে—
জানেন সে-দেহ ছিল এ ইশাবেলার!

এঞ্জেলো। এ বড় অদ্ভুত অভিযোগ। দেখি মুখ তব।

মারিয়ানা। অনুমতি দেছে পতি। খুলিব গুণ্ঠন!

(অবগুণ্ঠন মোচন করিল)

এই…এই…সেই মুখ! যে-মুখ নিষ্ঠুর
এঞ্জেলো, একদা তুমি মুগ্ধ যেই মুখে
শত বার শপথিয়া বলেছ—সুন্দর!
এই সে কপোল—যাহা ধরি করপুটে
সত্যে বদ্ধ হয়েছিলে, করিবে গ্রহণ!
এই সেই অঙ্গ মোর—যে অঙ্গ-পরশে
পেয়েছ সরস তৃপ্তি কানন-গৃহেতে—
ভাবি এই অঙ্গ—ইশাবেলার অঙ্গ—
বাসনার তৃপ্ত-সুখে হয়েছ বিভোর!

ডিউক। চেনো এ নারীরে?

লুশিয়ো। বিলাস-সম্ভোগ—কহে নারী!

ডিউক। শঙ্কা তব মুহুর্মুহু!

লুশিয়ো। এই শেষ বার!

এঞ্জেলো। সত্য কহি প্রভু, আমি জানি এ নারীরে
পঞ্চ-বর্ষ পূর্ব্বেকার কথা…স্থির ছিল
দোঁহার বিবাহ হবে। ভেঙ্গে গেছে কথা
প্রতিশ্রুত যৌতুকের অনাটন-হেতু;
প্রধান কারণ কিন্তু তাহা নয়, প্রভু।
বহু মুখে নিন্দা শুনি—চপলা রমণী,
লঘু চিত্ত, বিলাসিনী, সংযম বিহীনা—
যারে-তারে দেহ দেয় লালসা-লীলায়!
সে অবধি পঞ্চ বর্ষ হয়েছে অতীত…
ইহারে দেখিনি চক্ষে, কহি নাই কথা,
শুনি নাই বার্ত্তা কভু এই রমণীর।
এ কথা পরম সত্য…তিল মিথ্যা নয়!

মারিয়ানা। হে রাজন্, কৃপাময় দেব-অবতার,
স্বর্গ হতে ঝরে যথা আলোক-কিরণ,
নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে যথা ঝরে হে বচন,
সত্যে যথা যুক্তি, ধর্ম্মে নিষ্ঠা যথা রয়…
তেমনি কহি এ সত্য, আমি পত্নী এঁর—
সত্য প্রতিশ্রুতি যথা—তথা পত্নী আমি।
সেদিন মঙ্গলবার—নিশীথ-শয়নে
আপন কানন-গৃহে এই মোর স্বামী
পত্নীত্বে গ্রহণ, মোরে করেছে স্বীকার!
এ যদি হে মিথ্যা হয়—তবে এই জানু
নত যা হয়েছে প্রভু, তোমার চরণে—
সে জানু অটল হোক, পাষাণে রচিত—
গতি মোর রুদ্ধ হোক, পাষাণের মত!

এঞ্জেলো। এ-অবধি চিত্তে মোর কৌতুকের হাসি
পরিপূর্ণ ছিল, প্রভু—এবে যাহা শুনি…
হে রাজন্, প্রভু তুমি—সুবিচার চাহি,
ধৈর্য্য মোর গেছে ভেঙ্গে। বুঝিয়াছি স্থির,
এই দুই নারী কার ক্রীড়ার পুত্তলি—
তাহারি চক্রান্তে আনে হীন অভিযোগ;
মোরে ভার দাও প্রভু—সন্ধানি বাহির
করিব এ চক্রান্তের মূলে কোন্ জন।

ডিউক। সর্ব্ব-অন্তরেতে দিই এই ভার তোমা।
শুধুই সন্ধান নয়—যোগ্য শাস্তি-দানে
স্পর্দ্ধিতের সর্ব্ব গর্ব্ব চূর্ণ করে দাও!
সেই মূঢ় সাধু—আর প্রগলভা রমণী
যোগাযোগে আনিয়াছে মিথ্যা অভিযোগ।
সর্ব্ব শপথেরে এরা আনে রসনায়,
ভাবে,—সে শপথে মোর টুটিবে বিশ্বাস
তব পরে—যারে আমি জানি সবিশেষ,
যার পরে রাজ্যভার নিশ্চিন্তে অর্পিয়া
তীর্থ-পর্য্যটন লাগি হলাম বাহির।
স্পর্দ্ধা বটে! রাজকার্য্য এমনি সহজ—
রসনার ভাষা-স্পর্শে টুটিবে বাঁধন,
সকল শৃঙ্খলা,—হায়, হেন অর্ব্বাচীন!
যার পরে যে-কাজের রহিয়াছে ভার—
বিশ্বাসে নিষ্ঠায়, যদি তাহার মর্য্যাদা
সে নাহি রাখিত হায়, জলবিম্ব সম
রাজ্য কবে মিলাইত ছায়া-রূপ ধরি!
শোনো তুমি এশকেলাশ, এঞ্জেলোর সহ
একান্তে যুকতি করো। মিথ্যা অভিযোগ—
মূলে কে-বা, চাহি আমি তাহার সন্ধান:
রাজ-গর্ব্ব কারো দম্ভ সহিবে না, জেনো।
প্রহরী পাঠাও। বন্দী চাহি তারে আমি।

পীটার। এখনি সে আসে যদি, বড় ভালো হয়।
এ দুই নারীরে সেই পরামর্শ দেছে।
তাহারি চক্রান্ত—এতে কোনো ভুল নাই।
ভালো কথা—কারার প্রহরী এই জানে,
কোথায় নিবাস তাঁর, কোথা মিলে দেখা।
যোগ্য লোক সে প্রহরী আনিতে সাধুরে।

ডিউক। জানো তুমি? ত্বরা তারে নিয়ে এসো হেথা।

[প্রহরীর প্রস্থান

আর তুমি স্নেহাস্পদ ভ্রাতৃবর, শোনো,
এই অভিযোগে তুমি পাইয়াছ মনে
রূঢ় ব্যথা—সে ব্যথার কর প্রতিকার,
দুর্জ্জনের যোগ্য শাস্তি করিয়া বিধান।
ক্ষণেক বিদায় চাহি। রহ সবে হেথা—
আর কোথা যেয়ো নাকো—হোক সুবিচার
দুর্জ্জনের রসনার প্রগলভতার!

এশকেলাশ। দুর্জ্জনের এ অপরাধের চূড়ান্ত শাস্তি
দেওয়া উচিত, মহারাজ!

[ডিউকের প্রস্থান

লুশিয়ো, আপনি না বলছিলেন, এই সন্ন্যাসী
লোডোইক ভয়ঙ্কর বদমায়েস লোক?

লুশিয়ো। বেশে সাধু হলে কি হবে—আমাদের
ডিউক বাহাদুরের নামে কি নিন্দাই না
রটিয়ে বেড়াচ্ছিল!

এশকেলাশ। আপনি এখান থেকে যাবেন না।
সে আসুক—তার সামনে এ কথা বলবেন।
এ কেমন সাধু—আসামী করে একবার তাকে
দেখতে চাই।

লুশিয়ো। সাধু আবার কেমন। ভিয়েনার সাধুর মত
যেমন হয়ে থাকে।

এশকেলাশ। সেই ইশাবেলাকেও এখানে আনতে পাঠাও—তার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

[জনৈক অনুচরের প্রস্থান

আমাকে অনুমতি দাও এঞ্জেলো,—আমি ওকে দু'চারটে জেরা করবো। ছাখো, সে জেরায় তার কি হাল হয়!

লুশিয়ো। সে যা বলে গেছে—তাতে এঞ্জেলো-হুজুরের যে হাল দেখচি, এর চেয়ে বেশী আর কি হাল আপনি দেখাবেন?

এশকেলাশ। এমন কথা আপনি বলেন!

লুশিয়ো। আড়ালে গিয়ে যদি তাকে জেরা করেন, তাহলে হয়তো সত্য কথা কবুল করবে; সকলের সামনে কি গোঁ ছাড়বে? তাতে তার অপমান হবে—লজ্জা পাবে।

এশকেলাশ। তাহলে আড়ালেই জিজ্ঞাসা করবো'খন।

লুশিয়ো। তাই করবেন। মেয়ে-জাতটাকে রাত্রেই শুধু বাগে পাওয়া যায়!

(ইশাবেলাকে লইয়া কর্মচারীগণের পুনঃপ্রবেশ)

এশকেলাশ। (ইশাবেলার প্রতি) এসো তো বাছা! এখানে এই যে মেয়েটিকে দেখচো, এ তো তোমার কথা সব পাল্টে দিলে!

লুশিয়ো। ঐ…ঐ সে পাজী আসচে যার কথা বলছিলেম। ঐ…ঐ…প্রহরীর সঙ্গে।

এশকেলাশ। ঠিক সময় এসেচে! তা খবর্দার, আমরা না বললে আপনি ওর সঙ্গে কোনো কথা কবেন না।

লুশিয়ো। বেশ—চোখ বুজে আমি এই চুপ করে রইলেম।

(সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ডিউক এবং তাঁহার সঙ্গে প্রহরীর পুনঃপ্রবেশ)

এশকেলাশ। আসুন মশায়! আপনি এই মেয়েমানুষ দুটিকে লেলিয়ে দেছেন—অমাত্য-প্রধান এঞ্জেলোর নামে মিথ্যাপবাদ দিয়ে অভিযোগ আনতে!…এ কথা তারা স্বীকার করেচে।

ডিউক। মিথ্যা কথা।

এশকেলাশ। মিথ্যা কথা! আপনি জানেন, আপনি কোথায় এসেচেন?

ডিউক। স্থান-গৌরবেরে আমি জানাই প্রণতি!
সেও যে সম্মান পায় আসন-গৌরবে!
কিন্তু কোথা মহারাজ? কারে কথা কবো?

এশকেলাশ। মোরা রাজ-প্রতিনিধি—শক্তির প্রতিভূ
কি বলিতে চাহো, বলো! সত্য কথা চাই!

ডিউক। নির্ভয়ে কহিব! কিন্তু ওরে অভাগিনী,
মেষ-শিশু চাহো তুমি শৃগালের পাশে
পীড়নের প্রতিকার! কোথা আশা তার?
ডিউক এখানে নাই, গেছেন চলিয়া।
বিচারের আশা তবে দেখি তো নির্মূল!
অন্যায়, অন্যায় তাঁর! না করি বিচার
এ অভিযোগের তব—দিয়াছে দোঁহারে
বিচারের ভার—তাও নিজ-অভিযোগে!
রাক্ষসের মুখে ফেন! নাহি বিবেচনা—
যার নামে অভিযোগ—সে করে বিচার!

লুশিয়ো। এই সেই দুষ্ট সাধু! বলিয়াছি যাহা,
বর্ণে বর্ণে সত্য কি না—দেখুন সকলে।

এশকেলাশ। শ্রদ্ধাহীন, পুণ্যহীন সাধুবেশ দেখি!
ইহা কি প্রচুর নয়? দুই নারী-মুখে
গুণী মানী সুধী এই অমাত্য-প্রধানে
হীন কটু অভিযোগে কর নিন্দাবাদ,
অপবাদ-পঙ্কে নাম করিয়া কলুষ—
তবু তৃপ্ত মানো নাই? তাহারে ত্যজিয়া
রাজ্যেশ্বর মহারাজ—অকলঙ্ক-চিত—
অবিচারী-অপবাদে তাঁরে কহ কটু!
যাও, এরে লয়ে যাও! নিষ্পীড়ন-যন্ত্রে
ফেলি এরে হাড়ে হাড়ে বুঝাইতে চাই
রাজ্যেশ্বরে কটু বলা, কিবা তার ফল!
কিন্তু কি উদ্দেশ্য এর? কিবা অভিপ্রায়
এ কটু নিন্দায়? এর গূঢ় চক্রান্তের?
জানা সমুচিত! কি? রাজা অবিচারী?

ডিউক। রোষে এত তীব্র দাহ! ক্ষণ ধৈর্য্য ধরো—
আমার কেশাগ্র স্পর্শ করিবে ডিউক,
হেন শক্তি নাহি তার! নিজেরে যেমন
নিষ্পীড়ন যন্ত্রে ফেলি যাতনা সহিতে
অক্ষম ডিউক এবে—তেমনি অক্ষম!
আমি তাঁর প্রজা নাই—নাহি গ্রাম্যজন।
ভেনিসে কর্ত্তব্য আছে—আসিয়াছি তাই।
আসিয়া দেখিতে পাই, পাপ-অনাচার—
দিকে দিকে উষ্ণ বাষ্পে তাহার নিঃস্রাব!
বিধি আছে—দুষ্ট বিধি! সে বিধির চেয়ে
বিধির পালন-ভার ন্যস্ত যার 'পরে,
আরো দুষ্ট সেই জন! হায়, লজ্জা পাই!

এশকেলাশ। হেন স্পর্দ্ধা! রাজ্যে হেন কটু বাণী
কহে!
রাজদ্রোহী! কারাগৃহে লয়ে যাও এরে।

এঞ্জেলো। লুশিয়ো মশায়—তুমি করেছ শপথ—
এই সেই দুষ্ট-জন—যার কথা তুমি
ক্ষণপূর্ব্বে কহিয়াছ মোদের গোচর—
কটুভাষী—নিন্দাবাদী—করে অপমান!

লুশিয়ো। এই সে লোক, অমাত্যপ্রধান। কি গো সাধুজী, আমায় চিনতে পারো?

ডিউক। মনে পড়ে আপনাকে—আপনার গলার আওয়াজে। ডিউক বাহাদুর তখন রাজ্যে ছিলেন না—আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কারাগারে।

লুশিয়ো। মনে পড়েছে তবে! আরো মনে পড়ে—ডিউক বাহাদুরের নিন্দা-ছলে কি সব কথা তুমি বলেছিলে?

ডিউক। খুব মনে আছে মশায়।

লুশিয়ো। তা হলে স্বীকার করচো! আমাদের ডিউক বাহাদুর মেছুনী—মেছোহাটায় বাস করেন? বটে! তিনি নির্ব্বোধ? ভীরু? কাপুরুষ? এই সব কথা তুমি বলেছিলে—মনে আছে!

ডিউক। তা যদি বলেন, তাহলে আপনার সঙ্গে আমার অদল-বদলের দরকার আছে মশায়। এ সব কথা আপনিও বলেছিলেন। শুধু এ কথা নয়—আরো অনেক কথা। সে সব কথা এর চেয়েও নোংরা!

লুশিয়ো। ওরে—এ কি শয়তান রে বাবা! এঁ্যা! ওরে ও হতভাগা—ওরে ও বাচাল—আমি না এ সব কথা শুনে তোর নাক ধরে নেড়ে দিয়েছিলেম?

ডিউক। মিথ্যা কথা! ডিউককে আমি ভালোবাসি—নিজেকে যেমন ভালোবাসি, ঠিক সেই রকম।

এঞ্জেলো। এ লোকটার এত বড় রাজদ্রোহিতা আমরা সহ্য করবো?

এশকেলাশ। পথে-ঘাটে এর সঙ্গে বাদানুবাদ উচিত হবে না। ওকে কারাগারে পাঠানো হোক। প্রহরী কোথায়? একে কারাগারে নিয়ে যাও। কারাদ্বারে শক্ত তালা আঁটো—কড়া পাহারা রাখো। কারো সঙ্গে যেন কথা কইতে না পারে ...এ দুটো মেয়েকেও কারাগারে নিয়ে যাও। শয়তানীতে ত্রেস্পর্শ যোগ হয়েছে এ তিন জনের কৃপায়, দেখ্‌চি।

(ডিউকের অঙ্গে প্রহরীর হস্তার্পণ-উদ্যোগ)

ডিউক। একটু বিলম্ব করো...একটু!

এঞ্জেলো। কি! প্রহরীকে বাধা দিচ্ছে! লুশিয়ো, প্রহরীকে সাহায্য করো।

লুশিয়ো। এসো হে সাধু—গুড়-গুড় করে চলে এসো! হতভাগা বিট্‌লে সন্ন্যাসী! তোমার গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নিলে তবে আমার রাগ যায়! ছাল ছাড়ালে তোমার স্বরূপ মূর্ত্তি বেরিয়ে পড়বে'খন...ফাঁশি কাঠ হলো তোমার ঠিক জায়গা।... ঐ মুখ...যে মুখে ডিউক বাহাদুরের নিন্দা করেছ, ঐ মুখখানা...

(মুখের ও মাথার আবরণ টানিয়া মুক্ত করিয়া দিল; ডিউকের ছদ্ম-আবরণ মুক্ত হইল; স্বমূর্ত্তি প্রকাশ)

ডিউক। সেরা দুষ্ট তুমি করো ডিউকে প্রকাশ!
তিন জনে আজ্ঞা আছে—প্রহরী, এদের
যাত্রাপথ রোধ করো...যেয়ো না চলিয়া!
(লুশিয়োর প্রতি) সাধু সনে আছে
তব বিতর্ক! প্রহরী,
বন্দী করো।

লুশিয়ো। ফাঁশির উপর টেক্কা দেবে।

ডিউক। (এশকেলাশের প্রতি)
তুমি যাহা বলিয়াছ—করিনু মার্জ্জনা।
বসো ধীর! (এঞ্জেলোর প্রতি)
অপরাধ হইয়ো না তুমি!
কোনো যুক্তি—কোনো কথা আছে কি তোমার,
অপরাধ যাহে তব হইবে লাঘব?
থাকে যদি হেন যুক্তি, বল এমন—
এখনি প্রকাশ করো—বন্দিত্ব তোমার
নিমেষে মোচন হবে!

এঞ্জেলো। রাজ-অধিরাজ,
অপরাধ আরো গুরু হইবে আমার
হেন অনুমান যদি করি এই মনে—
আমার গোপন-পাপ রবে অগোপন—
নিজে তুমি মহারাজ, দেবতার মত
সর্ব্বভিতে আঁখি রাখি করেছ প্রত্যক্ষ
আমার সকল ক্রটি অপরাধ যবে।
লজ্জা আর দিয়ো নাকো রাজ-অধিরাজ,
বিচারের সমারোহে। করি হে স্বীকার
নিজ-অপরাধ মম, সকল দুষ্কৃতি।
দণ্ড দাও—দণ্ড দাও এই দণ্ডে রাজা—
মৃত্যুদণ্ড সুকঠিন—সে হবে প্রসাদ!
চরণে মিনতি প্রভু, দণ্ড দাও মোরে!

পাপ-অপরাধ আমি করিছে স্বীকার।
দণ্ড দাও—প্রাণদণ্ড! করো না বিলম্ব
ডিউক। হেথা এস মারিয়ানা।...এঞ্জেলো, চাহিয়া
ছাখো—এই নারী—বাগ্‌দত্তা বধূ তব?
এঞ্জেলো। বিবাহের বাক্যদান হয়েছিল, প্রভু।
ডিউক। গৃহে এঁরে লয়ে যাও, সম্মানে সম্ভ্রমে—
এখনি বিবাহ করো। আচার্য্য পীটার,
এ শুভ বিবাহে তুমি হবে পুরোহিত।
বিবাহ-বাঁধনে বাঁধি লয়ে এসো হেথা
এঞ্জেলো অমাত্যে পুনঃ। রক্ষী, যাও সাথে।

[এঞ্জেলো, মারিয়ানা, আচার্য্য পীটার ও
প্রহরীর প্রস্থান]

এশকেলাশ। সত্য প্রভু, আচরণ বড়ই অদ্ভুত।
বিস্ময় তাহাতে নাই, যতেক বিস্ময়
অমাত্যের এই হীন ইতর আচারে!
ডিউক। হেথা এসো ইশাবেল। সে সাধু তোমার
এ রাজ্যের রাজা এবে। সাধুবেশে যথা
ছিনু আমি তোমার মঙ্গল-ব্রতী, জেনো,
সে বেশ বর্জ্জিয়া এই রাজবেশে তথা
তোমার সেবায় ব্রতী তেমনি সে আছি।
ইশাবেলা। ক্ষমা করো অধীনীর স্পর্দ্ধা মহারাজ।
অতি দীন প্রজা আমি,—কত ব্যথা দিছি,
না বুঝিয়া হে রাজন্, সম্ভ্রম-গৌরব।
ডিউক। মার্জ্জনা করেছি ইশাবেল। ভয় নাই!
পরম স্বচ্ছন্দ মনে কহ যথা-খুশী।
ভ্রাতার মরণ-স্মৃতি বাজিতেছে বুকে,
জানি আমি!...কিন্তু তুমি বুঝিতে কি পারো
কেন মোর ছদ্মবেশ? এত গোপনতা?
তার প্রাণ-রক্ষা হেতু—সতর্ক এমন?
নহে রূঢ় তিরস্কারে—কঠিন আদেশে
শক্তি মোর সুপ্রকাশ—অসাধ্য ছিল না!
পাছে তাতে হানি হয়—ভীষণ অনিষ্ট—
তাই এত সন্তর্পণে—ছদ্ম বেশ মোর!
স্নেহময়ি মায়াময়ি, মমতার খনি—
তার মৃত্যু—ক্ষিপ্র পদে অগ্রসর দেখি
এতেক কৌশল-যুক্তি হয়েছে করিতে!
কিন্তু বিধাতার শুভ আশীর্ব্বাদ-বশে
জীবিত তোমার ভ্রাতা। মধুর জীবন,
মৃত্যুভয়-লেশহীন সন্তাপ-রহিত।
পরম আরামে আছে তব সহোদর—
কোনো দুঃখ নাহি তার, সর্ব্ব-সুখে সুখী।
ইশাবেল। মহারাজ! মহারাজ!

(এঞ্জেলো, মারিয়ানা, আচার্য্য পীটার ও
প্রহরীর পুনঃপ্রবেশ)

ডিউক। নব-বিবাহিত এই আসিছে দম্পতী...
বিভ্রমের বশে সেবা করে অপরাধ—
তোমার সম্মান-নাশ! ক্ষমা করো তারে
মারিয়ানা-মুখ চাহি। বিচারে ভ্রাতারে
যে-দোষে করিল দোষী, তাহার দ্বিগুণ—
রমণীর ধর্ম্মনাশ দোষ লালসায়
করে ভ্রান্ত এই মূঢ়; যেই অপমান—
বাগ্‌দত্তা বধূ—তারে বাক্য ভঙ্গ করে।
বলেছিল স্পষ্টভাবে—পরিবর্ত্ত চাহে—
ক্লডিয়োর পরিবর্ত্তে অমাত্য এঞ্জেলো—
মৃত্যু-পরিবর্ত্তে মৃত্যু! থাক সেই কথা।
শঠে শাঠ্য—চিরদিন ধরণীর বিধি!
ক্লডিয়ো বেঁচেছে যদি, বাঁচুক এঞ্জেলো!
তোমার মার্জ্জনা 'পরে ইহার জীবন।
এঞ্জেলো তোমার দোষ হয়েছে প্রমাণ—
ক্লডিয়ো 'পরে যে শাস্তি দিয়াছ,
সে শাস্তি তোমার হবে। ফাঁসি-কাঠে
প্রাণ দিবে—অপরাধে নাহি অন্য গতি।
মারিয়ানা। হে দেব করুণাময়—স্বামী দিয়া মোরে
তাহারে কাড়িয়া লবে রূঢ় পরিহাস
ডিউক। স্বামী স্বামিত্বে করিল পরিহাস!
তোমার সম্মান-হেতু বিবাহে সম্মতি
আমি দিইয়াছি ভদ্রে! নিশীথ শয়ন
পুরুষের সাথে! নহে কলঙ্ক সে দিত
তব পুণ্য-নামে—তাই বিবাহ-নির্দ্দেশ।
যা কিছু সম্পত্তি আছে এই এঞ্জেলোর—
রাজবিধি-বশে তাহা যাবে রাজকোষে।
তোমার দুর্ভাগ্য স্মরি, সে সব সম্পত্তি
তোমারে করিব দান। সম্পত্তির বলে
যোগ্য সে নবীন পতি তুমি লবে বাছি।
মারিয়ানা। না, না প্রভু, অন্য পতি—তাহে
নাহি রুচি।
ইনি মোর স্বামী! মোর অন্য স্বামী নাই!
ডিউক। এ স্বামীরে ফিরে পাওয়া! চাহিয়ো না নারী,
ইহারে ফিরায়ে দিব, হেন সাধ্য নাই!
বদ্ধ আমি বিধি-বশে—অতি-নিরুপায়!
মারিয়ানা। (জানু পাতিয়া) দয়া কর, দয়া কর
রাজ-অধিরাজ।
ডিউক। বৃথা এ মিনতি বালা! আদেশ অমোঘ—
টলিবে না। নিয়ে যাও বন্দী কারাগারে।

প্রাণ দণ্ড—অপরাধ হয়েছে প্রমাণ।
লুশিয়ো এ-বার তোমার পালা।

মারিয়ানা। প্রভু! প্রভু! ঈশাবেলা,তুমি রক্ষা করো
জানু পাতি তব পায়ে মিনতি আমার—
যত দিন রবো বাঁচি—রবো দাসী পায়ে—
সর্ব্ব-কার্য্যে আজ্ঞাবহ—সেবিকা তোমার।

ডিউক। এ নহে উচিত তব—নহে সমীচীন।
ঈশাবেলা আজ যদি নত জানু হয়ে
তোমারে মিনতি করে—ফিরে দাও ভায়ে।
ঈশাবেলা মোরে তুমি জানালে মিনতি,
ভ্রাতার প্রেতাত্মা তব উঠিবে শিহরি—
লাঞ্ছনায় জর্জ্জরিত করিবে সবারে।

মারিয়ানা। ঈশাবেল, ঈশাবেল, নতজানু হয়ে
কৃতাঞ্জলি রহ শুধু মোর পার্শ্বে আসি!
কোনো কথা বলিয়ো না—কোনো কথা নয়—
বলিতে যা হয়, আমি সে-কথা বলিব।
শুনি, সুধীজন কহে—মুনিজনে করে
মতিভ্রম—আমার স্বামীর হলো তাই।
ক্ষমা মহতের ধর্ম্ম—মিলিবে না, হায়!
ঈশাবেল, ঈশাবেল—পাতিবে না জানু?

ডিউক। ক্লডিয়োর প্রাণ লাগি এঞ্জেলোর প্রাণ।

ঈশাবেলা। দয়াময় তুমি প্রভু, হয়ো না বিরূপ।
দণ্ডিত এ অভাগার পানে ছাখো চেয়ে—
এ যেন আমার ভাই—মরণের মুখে!
ভায়ের বিচার যবে করিল এঞ্জেলো—
নিষ্ঠা ছিল অবিচল! আমারে দেখিয়া
বিভ্রম জাগিল মনে—তাই এ বিভ্রাট!
নিমেষের দুষ্ট মোহ—করুন মার্জ্জনা!
প্রাণে মারিয়ো না দেব, দাও বাঁচিবারে।
বিচারে আমার ভ্রাতা হারায়েছে প্রাণ!
এঞ্জেলো প্রধান—তার এই আচরণ—
যুক্তি-বুদ্ধিহারা সে যে নিমেষের ভ্রম!
সে ভ্রম ভুলিয়া যাও, কর হে মার্জ্জনা।
দুষ্ট এ বাসনা—তার উদয়ের সাথে
মিলায়ে গিয়াছে পুনঃ; চিন্তার খেয়াল!
কারো ক্ষতি করে নাই সে দুষ্ট বাসনা।

মারিয়ানা। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর!

ডিউক। ক্ষমা-যোগ্য নহে
তার এই অপরাধ। ওঠো তুমি নারী!
আর এক কথা মোর পড়িয়াছে মনে।
প্রহরী, উত্তর দাও! ক্লডিয়োর দণ্ড
যে-ক্ষণে নির্দ্দিষ্ট ছিল—পূর্ব্বাহ্ণে তাহার
কেন তার দণ্ড হলো? কি তার উত্তর?

প্রহরী। এমনি আদেশ ছিল।

ডিউক। বিশেষ আদেশ?

প্রহরী। বিধি-শিষ্ট নহে সে আদেশ প্রভু, কহি।
অমাত্যের অনুচর দিল সে আদেশ
ক্ষুদ্র পত্রিকায় লেখা।

ডিউক। সে আদেশ পালি'
করিয়াছ অপরাধ! পদচ্যুত তুমি!
কারা-কুঞ্জি রাখো হেথা।

প্রহরী। ক্ষমা করো, প্রভু!
মনে ছিল অপরাধ, বুঝি নাই তাহা।
সে গ্লানি অন্তরে বহি—অনুতপ্ত আমি।
মনে দ্বিধা জাগে প্রভু, আর-এক পাপ
করি নাই—পালি নাই আর-এক আদেশ—
প্রাণদণ্ড লেখা ভাগ্যে, মারি নাই তারে!
কারা-গৃহে বাঁচিয়া সে আছে, প্রভু।

ডিউক। কি নাম তাহার?

প্রহরী। বার্ণাডিন।

ডিউক। তারে না রাখিয়া যদি ক্লডিয়োর প্রাণ
রাখিতে প্রহরি, তুমি! যাও, আনো তারে
—তারে চাহি…স্বচক্ষে দেখিব তারে।

[প্রহরীর প্রস্থান

এস্কেলাস। দুঃখ হয়…বিচক্ষণ জ্ঞানী মতিমান
এঞ্জেলো, তাহার চিত্তে হেন মোহ জাগে!
বিচার-আসনে বসি প্রাণ লয়ে খেলা
নির্ব্বিচারে খেলিয়াছে! এমন পতন!

এঞ্জেলো। সে পাপের গ্লানি-দাহে দহিছে অন্তর,
অনুতাপে জীর্ণ মন—একান্ত কাতর
ক্ষমা নয়!—মৃত্যু চাই—মৃত্যু আমি চাই;
মরণে জুড়াবে গ্লানি। মরণ বান্ধব।
হেন পাপ-আবরণে বাঁচিতে চাহি না।
বাঁচিতে অক্ষম আমি—অসহ্য যাতনা!

(বার্ণাডিন, বস্ত্রাবরণে মণ্ডিত ক্লডিয়ো ও জুলিয়েতকে
লইয়া প্রহরীর পুনঃ-প্রবেশ)

ডিউক। কে বা সেই বার্ণাডিন?

প্রহরী। এই বার্ণাডিন, প্রভু!

ডিউক। সাধু এক—এর কথা বলেছেন মোরে।
শোনো তুমি,—এ জীবনে শঙ্কা তব নাই,
সাধ নাই! সমতুল জীবন-মরণ!
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত সে, তুমি তাহা জানো!
পূর্ব্ব সে দুষ্কৃত তব করিনু মার্জ্জনা।
ভালো হয়ো। ভ্রান্ত-পথে চলিয়ো না আর,
শুভ হবে। সুখী হবে! আচার্য্য কোথায়?

হিত-উপদেশে চিত্ত পূর্ণ কর এর!
তোমারে করিনু দান, এ দুর্ভাগা জীবে!
কোন্ জন দেখি হেথা? বস্ত্র-আবরণে
আপনারে রেখেছে গোপন হেন! নাম?

প্রহরী। বন্দী! এর প্রাণদণ্ড হয়েছে নির্দেশ।
ইহারেও বাঁচায়েছি—সেই ক্ষণে প্রভু,
ক্লডিয়োর মৃত্যুক্ষণ ছিল নিরূপিত—
না বাঁচালে হতভাগ্য হারাইত প্রাণ
ক্লডিয়োর অনুরূপ।

(ক্লডিয়োর আবরণ উন্মোচন করিল)

ডিউক। (ইশাবেলার প্রতি)
যদি এরে ভ্রাতৃসম হয় তব জ্ঞান—
তার পরিবর্তে এরে করিনু মার্জ্জনা।
ভালো তুমি, বড় ভালো! হাতে দাও হাত—
বলো শুধু চারু ভাষে হইবে আমার!
ক্লডিয়ো আমার ভাই—বলি সুলগনে!
কিন্তু পরে এই কথা—আরো কাজ আছে!
ক্লডিয়ো বাঁচিয়া আছে—মরে নাই যদি
এঞ্জেলো পরাণ পাবে সুনিশ্চিত জেনো।
মনে হয়, দেখি চোখে নবীন কিরণ!
এঞ্জেলো, তোমার দুষ্ট অভিলাষ-বশে
মিলন মধুর হলো—দিব্য রমণীয়!
এ তোমার প্রিয়তমা—সুখে রেখো এরে!
তার সুখে তব সুখ—জীবনে জীবন।
সকল অতীত গ্লানি—হলো তার শেষ!

(লুশিয়োর প্রতি)

শুধু এই মূঢ়জন! কি বলিতে চাহো?
আমারে কহেছ মূঢ়, ভীরু, কাপুরুষ!
কি এমন আচরণ করিয়াছি, কহো—
যার লাগি তোমরা মোরে হেন মিষ্ট ভাবে?

লুশিয়ো। মাথায় ফন্দী জেগেছিল, মহারাজ, তাই ও কথা বলেছিলেম। এর জন্য ফাঁশি দিতে হয়, দিন। কিন্তু মনে হয়—ঘা-কতক চাবুক আমার পিঠে বসালে অখুশী হবেন না।

ডিউক। বিচার সে পরে—এখন ফাঁশি-কাঠে চড়ো।
প্রহরী, ঘোষণা করো সমগ্র নগরে—
কোনো নারী এর কাছে যদি অবহেলা
কখনো সহিয়া থাকে নির্মম আচার—
শুনিয়াছি—অনূঢ়া কিশোরী এক আছে,
গর্ভে তার পুত্র এক হয়েছে ইহার—
তাহারে আসিতে বলো—করিবে বিবাহ
বিবাহ হইয়া গেলে—শাস্তি পাবে দুষ্ট—
পৃষ্ঠে শত কশাঘাত—পরে হবে ফাঁশি।

লুশিয়ো। দোহাই মহারাজ, একটা বেশ্যার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন না। এখনি বলেছেন আপনি—আমি আপনাকে রাজা করে দিয়েছি। তার শোধ এমন ভাবে দেবেন না মহারাজ! দোহাই আপনার!

ডিউক। বিবাহ করিতে হবে সেই রমণীরে।
সর্ব্ব নিন্দা-বাদ তব করিব মার্জ্জনা।
যা কিছু দিয়াছি দণ্ড, সব ফিরে লবো।
লয়ে যাও কারাগারে এই দুষ্ট জনে;
আদেশ পালন করো এবে সর্ব্ব ভিতে।

লুশিয়ো। বেশ্যার সঙ্গে বিয়ে, মহারাজ!

ডিউক। রাজারে কাটব্য-কটু—যোগ্য প্রতিফল।

[লুশিয়োর সহিত কর্ম্মচারিগণের প্রস্থান

(ক্লডিয়োর প্রতি) কুমারীর অপমান করিয়াছ তুমি,
কুমারীর পাণি এবে করহ গ্রহণ।
কুমারীরে তব করে করিনু অর্পণ।
মারিয়ানা হাসো, করো আনন্দ, বালিকা!
এঞ্জেলো, বাসিয়ো ভালো—মারিয়ানা তব।
আমি ভালো জানি এরে—পুণ্যময়ী সতী।
এশকেলাশ প্রিয় বন্ধু, বহু ধন্যবাদ—
তোমার সাধুতা-নিষ্ঠা—সে মোর গৌরব।
একান্ত কৃতজ্ঞ আমি; তবু তার পিছে
যা আছে, অন্তরে থাক—অন্তরের তাহা!
রক্ষী, লহ সাধুবাদ—সুযোগ্য প্রহরী—
সংবাদ-গোপনে নিষ্ঠা—নাহিক তুলনা।
উচ্চতর পদে তব হইবে নিয়োগ।
এঞ্জেলো, মার্জ্জনা করো সেই অভাগারে—
ক্লডিয়োর ছিন্ন শির বলি যে আনিল
রাগোজিন-ছিন্ন-শির তোমার সকাশে!
সকলের অপরাধ করিয়ো মার্জ্জনা!
ইশাবেলা চারুশীলা—মনে সাধ আছে—
তোমার মঙ্গলে জেনো, আমার মঙ্গল!
যদি তব অনুমতি মিলে সেই সাথে—
যদি না আপত্তি তব থাকে মোর হতে—
আমার যা কিছু আছে—সে তোমার হোক!
তোমার যা কিছু, সব হউক আমার!
চলো রাজপুরী-মাঝে—দেখিবে সকলে
মঙ্গলে মঙ্গল আজ কিবা রমণীয়!

[সকলের প্রস্থান

যবনিকা

সিম্বেলিন্

উইলিয়াম সেক্সপীয়র প্রণীত

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় অনূদিত

চরিত্র

সিম্বেলিন্ ·· ব্রিটেন-রাজ
ক্লোটেন ··· রাণীর প্রথম-স্বামীর ঔরসজাত পুত্র
লিওনেটাস্ পশ্‌থামাস্ ··· ইমোজেনের স্বামী
বেলারিয়াস ·· নির্ব্বাসিত অমাত্য ; এখন ছদ্মনাম—মর্গান
গিদেরিয়াস্, আরভিরেগাস্ ··· সিম্বেলিনের পুত্রদ্বয়—পালিডোর ও কডওয়েল নামে বেলারিয়াসের পুত্র বলিয়া পরিচিত
ফিলারিয়ো ··· পশ্‌থামাসের বন্ধু, ইতালীয়ান্
আয়াকিমো ··· ফিলারিয়োর বন্ধু, ইতালীয়ান্
ফরাশী ভদ্রলোক ··· ফিলারিয়োর বন্ধু
কেয়াশ্ লুশিয়াস ··· রোমান্ সেনাদলের অধ্যক্ষ
জনৈক রোমান্ কাপ্তেন ; দুজন ব্রিটিশ কাপ্তেন ;
পিশানিয়ো ··· পশ্‌থামাসের ভৃত্য
কর্নেলিয়াস ·· বৈদ্য
দুজন ভদ্রলোক দুজন কারাধ্যক্ষ ;
রাণী ·· সিম্বেলিনের দ্বিতীয়া পত্নী
ইমোজেন ·· সিম্বেলিনের প্রথমা রাজ্ঞীর গর্ভজাতা কন্যা
হেলেন্ ·· ইমোজেনের সখী

অমাত্যগণ, পুরনারীগণ, রোমান অমাত্যগণ, ছায়-মূর্ত্তি, গণক, ডচ্ ভদ্রলোক, স্পেনিশ্ ভদ্রলোক, বাদ্যকরগণ, কর্ম্মচারিগণ, কাপ্তেনগণ, সৈন্যগণ, দূতগণ ও অপর অনুচরবর্গ।

দৃশ্য-সংস্থান—ব্রিটেন ; এবং ইতালী।

সিম্বেলিন্

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বৃটেন। সিম্বেলিনের প্রাসাদ-কানন

দু'জন ভদ্রলোকের প্রবেশ

১ ভদ্র। যার সাথে দেখা হয়, ফিরায় নয়ন!
তপ্ত রক্তধারা! যেন দেবতারে আজি
বিদ্রোহে ফুঁশিয়া চায়—না জানে সম্ভ্রম!
রাজ-সভাসদ বলো,—কিম্বা রাজা নিজে—
কারো 'পরে নাহি আজ এতটুকু প্রীতি!
২ ভদ্র। হয়েছে কি?
১ ভদ্র। কন্যা তাঁর—এ রাজ্যের ভাবী মহারাণী,—
চাহেন বিবাহ দিতে পুত্র সাথে রাজ্ঞী—
বিধবা সে এ-রাজ্যের মহারাণী আজি।
বিধবা নারীরে রাজা বিবাহ করিয়া
রাজাসনে ঠাঁই দেন, করি মহারাণী।
রাজকন্যা মানে নাই, শোনে নাই কথা;
আপনারে সমর্পণ করেছেন তিনি
দরিদ্র কিশোর হস্তে; যোগ্য পাত্র বটে,
মানুষ হিসাবে যদি করহ বিচার!
জামাতারে নির্ব্বাসিত করেছেন রাজা,—
কন্যারে বন্দিনী কারা-কক্ষে! ম্লান মুখে
ছেয়ে আছে সারা রাজ্য! রাজা নন্ সুখী।
২ ভদ্র। সুখী নন?
১ ভদ্র। কন্যা বিবাহিতা। ক্রুদ্ধা রাজ-রাণী—
প্রথম পক্ষের পুত্র—রাজকন্যা সাথে
বিবাহে বাসনা তাঁর! বিষণ্ণ কাতর
সভাসদ; মুখে কিছু করে না প্রকাশ
রাজ-অসন্তোষ-ভয়ে; সতত ব্যাকুল
রাজার নয়নে হেরি ভাব-অভিনয়।
২ ভদ্র। কেন, শুনি।
১ ভদ্র। রাজকন্যা-হারা যেই জন
তার সে দুর্ভাগ্য, জেনো। পাইয়াছে যে-বা
(বিবাহে যে লভিয়াছে—শিষ্ট সেই জন—
বিবাহের ফলে কিন্তু নির্ব্বাসিত আজি)
এ-তিন ভুবনে তার সমযোগ্য বর
মিলে কি না—আছয়ে সংশয় ঘোর, কহি।
বাহিরে দীনের বেশ—তবু মনে হয়,
সামান্য সে জন নয়!
২ ভদ্র। অত্যুক্তি বচন।
১ ভদ্র। অত্যুক্তি এ নয়, বন্ধু! সবিস্তারে যদি
তাঁর কথা বলিবারে পারিতাম আমি,
তবু সে-কথায় তাঁরে নারিব বুঝাতে।
২ ভদ্র। কি নাম? জনম তাঁর কোন্ বংশে, জানো?
১ ভদ্র। সঠিক জানি না কিছু। শুনিয়াছি তবে,
রোমানের সনে যেই যুদ্ধ হয়েছিল,
সে যুদ্ধে রোমানগণে তীব্র হানা দিয়া
লভিল গৌরব সেই—নাম সিশিলাশ—
তাঁহারি তনয় যুবা। যুদ্ধ হলে শেষ
সিশিলাশ পেলো নব উপাধি-ভূষণ—
'লিওনেটাশ'! শুনি, ছিল আরো পুত্র দুটি—
সমরে দিয়াছে প্রাণ—হাতে তরবারি।
পুত্রশোক বৃদ্ধ পিতা নারিল সহিতে—
পুত্র, পত্নী, গৃহ—সব গেল পরিহরি!
এ-যুবা অনাথ হলো। তাই মহারাজ
তাহারে আনিয়া হেথা করিল পালন
পুত্রস্নেহে; নাম তার দিল পশথামাস্।
কাছে কাছে রাখি তাঁরে ভালো শিক্ষা দেন।
সে যুবা—তেমনি বুদ্ধি—শিখিল বিস্তর।
সভায় বসিল যুবা যেন শশধর—
লভিল সবার স্নেহ, শ্রদ্ধা, সমাদর।
কিশোর-দলের শ্রেষ্ঠ—দিব্য নিদর্শন,
বৃদ্ধের গৌরব, জ্ঞান-গম্ভীর-জনের
স্নেহের দুলাল যেন! রাজ্ঞীও তাঁহার
কোনো অপরাধ কভু দেখে নাই চোখে!
তবু আজ নির্ব্বাসিত হতভাগ্য যুবা
রাণীর খেয়াল-বশে। অতি-দুষ্ট রাণী!
২ ভদ্র। আমারো জাগিছে শ্রদ্ধা শুনিয়া কাহিনী!
কিন্তু এক প্রশ্ন আছে, রাজার তনয়া—
রাজার তিনিই না হে একক সন্তান?
১ ভদ্র। তাই বটে! রাজপুত্র ছিল দুই জন।
সে কথা শুনিতে চাও? শোনো, তবে বলি—

জ্যেষ্ঠের বয়স তিন—কনিষ্ঠ সে শিশু—
শয়ন-মন্দির হতে করে কে হরণ।
আজো দুজনার হায় মেলেনি সন্ধান—
হরণ করিল কেবা? কোথা আছে? কিম্বা
বেঁচে আছে কি না, তা'ও কেহ নাহি জানে!
২ ভদ্র। কতকাল হলো?
১ ভদ্র। বিশ বর্ষ গত-প্রায়!
২ ভদ্র। রাজার প্রাসাদ হতে রাজপুত্র চুরি!
শিথিল প্রহরা হেন! এতেক সন্ধানে
রাজপুত্রে পাওয়া নাহি যায়!
১ ভদ্র। অদ্ভুত!
অতীব এ হাস্যকর—তবু সত্য কথা!
২ ভদ্র। অপ্রত্যয় করি নাকো।
২ ভদ্র। চুপ করে আছি।
আসে ওই রাজকন্যা, রাণী, পশথামাস।

[উভয়ের প্রস্থান

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

পূর্ব দৃশ্য

(রাণী, ইমোজেন ও পশথামাসের প্রবেশ)

রাণী। না, না, সত্য কহি,—মোরে ভাবিয়ো না তুমি
অন্য বিমাতার মত বিষ-দৃষ্টি খরা
সপত্নী-কন্যারে! বন্দী তুমি কারাগারে—
কারা-চাবি জেনো কিন্তু দিবে হাতে তুলি
কারাধ্যক্ষ তব কারা-গৃহ-কক্ষটির।
আর তুমি পশথামাস্, স্থির জেনো মনে,
বিরক্ত রাজার চিত্ত প্রশান্ত করিব
বুঝায়ে বিচার-তর্কে! এ নহে সময়!
এখনো রোষের বহ্নি জ্বলে তাঁর বুকে!
তাই বলি,—কিছুকাল দূরে রহো তুমি
রাজদণ্ড নির্ব্বাসন বহি নিজে শিরে—
অবিচল রহো ধৈর্য্যে!
পশথামাস। তাই হবে মাতা।
আজ আমি যাবো রাজ্য ছাড়ি।
রাণী। বিপদ বোঝো না তুমি!
দুজনে কাননে করো নিভৃত-আলাপ।
রাজা দিয়াছেন দণ্ড নির্ম্মম কঠিন—
তবু আমি স্নেহ-বশে পারি না সহিতে
দুজনার এই দুঃখ—চোখে জল আসে!

[প্রস্থান

ইমোজেন। ভাণময়ী নারী—মুখে মধুর বচন!
ক্ষত যথা—আরো তথা বিপুল আঘাত
এ দুষ্টা কৌশলে করে! হে আমার স্বামি,
পিতৃরোষে শঙ্কা মানি; কিন্তু সেই রোষ
আমার কর্ত্তব্য কভু নারিবে ভুলাতে।
কি করিতে পারে মোর? তবু যাও তুমি—
আমি হেথা রবো ঐ নয়নাগ্নি সহি,
সুখে থাকিব না, জানি—তবু মরিব না।
যে-মণি পেয়েছি—তাহা নারিব হারাতে।
পশথামাস। ওগো রাণী—দেবী তুমি,
সর্ব্বস্ব আমার!
মোছো অশ্রু—নহে আমি হইব বিকল,
পুরুষ-পৌরুষ কিছু রহিবে না চিতে।
চিরকাল রবো আমি প্রেমে মুগ্ধ তব,
তোমার প্রেমেতে রাখি' অটল নির্ভর।
তুমিও নির্ভর রেখো এমনি বিশ্বাসে!
রোমে আছে পিতৃ-বন্ধু নাম ফিলারিয়ো—
তাঁর পাশে তাঁর গৃহে কাটাইব দিন।
পত্রে মাত্র পরিচয়—আর নাহি জানি।
আমারে সেথায় তুমি পত্র লিখো রাণী।
তোমার সে লেখা হবে নন্দনের সুধা—
আমার নয়ন-মনে—পাইব আরাম।

(রাণীর পুনঃপ্রবেশ)

রাণী। ত্বরা করো! কথা শোনো! বিলম্ব সবে না।
রাজা যদি আসে,—হবে কত অসন্তোষ,
জানি না তা! (স্বগত) তাঁরে আমি সুনিশ্চিত আনি
এই খানে! কভু কারো মন্দ করি নাই—
তবু যদি আচরণ মোর ব্যথা দেয়—
সে ব্যথার মূল্য আমি দিব ভালোমতে!

[প্রস্থান

পশথামাস। দীর্ঘ দীর্ঘ দিন মোরা চাহি বাঁচিবারে।
সে দীর্ঘতা মাপি যদি বিদায়ের ক্ষণে
দীর্ঘ করি—বিদায় কেমনে লবো তবে!
ইমোজেন। ক্ষণকাল! ক্ষণেক অপেক্ষা করো আর।
বায়ু-ভরে দূরে যদি চলে যাও তুমি,
এ বিদায়-ক্ষণ তবু অতি ক্ষণেকের!
শোনো নাথ,—এ অঙ্গুরী হীরক-খচিত
ছিল মার; হাতে রাখো যতদিন বাঁচি!
ইমোজেন মরে গেছে, কভু যদি শোনো,
বিবাহ করিবে পুনঃ যারে—তারে দিয়ো।
তার পূর্ব্বে এ অঙ্গুরী করিয়ো না ত্যাগ!

পশথামাস। এ কি কথা কহ প্রিয়ে, বিবাহ আবার
অন্য এক রমণীরে! জানেন দেবতা
এই চিত্ত!...এই অঙ্গুরীয় ধরি হাতে
তোমার পরশ-মাখা—কি মাধুরীময়!
(অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় ধারণ)
রহো হেথা—প্রাণ মোর রহে যত দিন।
এখন প্রেয়সি, অয়ি অমৃতরূপিণি,
এ অঙ্গুরীয়—মনে যথা মন-বিনিময়—
তেমনি এ অঙ্গুরীর বিনিময়ে লহো
এ-কঙ্কণ—প্রণয়ের হেম উপহার!
মর্ম্মর-বাহুতে ধরো—এ আমার স্মৃতি!
না, না—মণি-বন্ধে আমি আপনি পরাই।
(ইমোজেনের মণিবন্ধে কঙ্কণ পরাইল)
ইমোজেন। হায় বিধি, কবে দেখা পাইব আবার!

(সিম্বেলিন ও অমাত্যগণের প্রবেশ)

পশথামাস। এ কি! আসে মহারাজ!
সিম্বেলিন। আরে দুষ্ট জীব,
যা রে, যা রে, চলে যা রে দৃষ্টি-পথ হতে!
এ আদেশ না মানিয়া রহিলে হেথায়
প্রাণ দিবি। চলে যা রে—হৃদয়ের বিষ!
পশথামাস্। দেবতা করুন রক্ষা তোমারে রাজন্!
রাজ-সভাসদ সবা হউক্ কল্যাণ!
আসি আমি। [প্রস্থান
ইমোজেন। এর চেয়ে নহে তীব্রতর
মরণ-যাতনা!
সিম্বেলিন। বিশ্বাস-ঘাতিনী কন্যা!
তুমি আনিয়াছ জরা এ আমার শিরে—
আমারে করেছো তুমি আরো জীর্ণ, বৃদ্ধ!
ইমোজেন। বৃথা এ ভর্ৎসনা, পিতা—
বিঁধিবে না মোরে।
তব রোষ-বহ্নিস্পর্শ লাগে না আমায়।
যে-পরশ পাইয়াছি আমি সারা মনে,
সে-পরশ সব দুঃখ-যাতনা ভুলায়,
সকল উদ্বেগ-ভয়!
সিম্বেলিন। সকল ভুলায়!
জনকের স্নেহ-প্রীতি?
ইমোজেন। নাহি প্রয়োজন।
সিম্বেলিন। রাজ্ঞীর তনয় সাথে হইলে বিবাহ
সর্ব্ব-সুখে হইতিস সুখী।
ইমোজেন। সে দুর্ভাগ্য
ঘটে নাই—সে আমার সুখ। স্বামী মোর
নহে অমানুষ—মানুষ সে।
সিম্বেলিন। অতি দীন
ভিখারী সে। মোর এই পুণ্য-রাজাসনে
নাহি তার স্থান।
ইমোজেন। হলে—দীপ্ত হতো রাজাসন।
সিম্বেলিন। নির্লজ্জা প্রগল্‌ভা তুই!
ইমোজেন। শোনো পিতা,
পশথামাসে বরিয়াছি—সে তোমার গুণে!
শৈশব হইতে তারে করে দেছ সাথী—
খেলা-ধূলা হাসি-গল্প—সব তার সনে।
কিশোর। কিশোরী আমি গুণ-মুগ্ধ তার!
সিম্বেলিন। উন্মাদ হইলি, দেখি!
ইমোজেন। উন্মাদ নিশ্চয়!
ভগবান, ভগবান, রাজগৃহে মোরে
রাজকন্যা করে' হায় কেন যে পাঠালে!
দরিদ্র রাখাল যদি হতো পিতা মোর—
পশথামাস হতো যদি রাখাল-তনয়,
আমাদের প্রতিবাসী!
সিম্বেলিন। নির্ব্বোধ বিমূঢ় বালা!

(রাণীর পুনঃপ্রবেশ)

(রাণীর প্রতি) এক সাথে—
এক সাথে ছিল দুই জনে
আমার নিষেধ ঠেলি এখানে আবার!
হেলা করিয়াছ রাণী আমার আদেশ!
যাও, এরে নিয়ে যাও—রাখো বন্দী করি।
রাণী। ধৈর্য্য ধরো মহারাজ—মিনতি আমার!
আদরিণী কন্যা মোর, হয়ো না চঞ্চল!
মহারাজ, যাও তুমি। বুঝাবো কন্যারে।
ভয় নাই! বুদ্ধি আছে—এখনি বুঝিবে।
সিম্বেলিন। কি বলিব! যেই জ্বালা
আমার অন্তরে,
সে জ্বালা উহার হোক! সারাটা জীবন
এই মূঢ় কর্ম্মফল করুক সম্ভোগ।

[সিম্বেলিন ও অমাত্যগণের প্রবেশ]

পিশানিয়োর প্রবেশ

রাণী। স্থির হও! শোনো কথা।
হেথা ভৃত্য তব।
কি সংবাদ?
পিশানিয়ো। পুত্র তব প্রভুরে আমার
করেছিল আক্রমণ।
রাণী। তার পরে? বলো।
পিশানিয়ো। আপনার তনয়ের সমূহ বিপদ—

পাইয়াছে খুব রক্ষা! আমার মনিব
হেলা-ভরে খেলা-ছলে করে তাহা রোধ।
তবু তব তনয়ের কত সে হুঙ্কার—
পাঁচ জনে আসি কষ্টে সরায় তাহারে।
রাণী। কিছু হয় নাই তবে! বাঁচিলাম শুনি।
ইমোজেন। পুত্র তব আমার পিতার বন্ধু, জানি—
সর্ব্বকার্য্যে পিতৃপক্ষ লইয়া সে আছে!
অস্ত্র হানে! প্রাণে দেখি প্রচণ্ড সাহস!
ইচ্ছা হয়, এ বিরোধ ঘটিলে সমুখে
নিজে নখ দিয়া দুষ্টে আমি বিঁধিতাম!
তোমার প্রভুরে ছাড়ি কেন তুমি এলে?
পিশানিয়ো। তাঁহার আদেশে, দেবি!
বলিলেন তিনি,
তাঁর সাথে যাইবার নাহি প্রয়োজন।
এখানে রহিব আমি আপনার কাছে:
যেমন আদেশ দিবে, করিব পালন।
রাণী। বিশ্বাসী এ-জন। এরে কাছে রাখো বৎসে,
পরম বিশ্বাসে তব আদেশ পালিবে।
পিশানিয়ো। মহারাণি, দীন ভৃত্য করিছে প্রণাম।
রাণী। দূরে যাও ক্ষণ-তরে।
ইমোজেন। পরে এসো, কথা হবে। প্রভুর নিকটে
বার্ত্তা আছে: লয়ে যাবে। অন্তরালে রও।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

প্রান্তর

ক্লোটেন ও দুই জন অনুচরের প্রবেশ

১ম অনু। জামাটা বদলান্ হুজুর। যে রকম তোড়ে যুদ্ধ চলেছিল—মনে হলো, বুঝি বা, বলিদান হয়ে গেলেন! কি জানেন—বাতাস যেমন বাইরে যায়, তেমনি আবার ভিতরেও সে আসে। অর্থাৎ আপনি যা করেছিলেন, তা—হেঁ হেঁ হেঁ…

ক্লোটেন্। জামায় যদি খোঁচা লাগতো, কিম্বা রক্ত লাগতো—তাহলে জামা বদলাতেম!—চোটটা ওকে খুব দিয়েছিলেম…না?

২য় অনু। (স্বগত) হুঁ, খুব চোট!…তিনি এক তিল টলেননি।

১ম অনু। চোট? সে-চোটে যদি সে না মরে থাকে তো জানবেন হুজুর, চোট্ খাবার আগেই সে ভয়ে মরে ভূত হয়ে ছিল! না হয়, তার গা ইস্পাতে তৈরী!

২য় অনু। (স্বগত) সে-ইস্পাতে ধার ভারী!

ক্লোটেন। আমার সঙ্গে সে পাল্লা দিতে পারবে কেন?

২য় অনু। (স্বগত) নাঃ!—তাই তোমার দিকে মুখ করে সে তেড়ে পালিয়ে এলো!

১ম অনু। আপনার সঙ্গে পাল্লা! আপনার পায়ের নীচে দেবার জমি—সরে সে আরো খানিক জায়গা করে দিলে—আপনার খুশী হয়, শুতে পারবেন বলে!

২য় অনু। (স্বগত) ঠিক কথা!…ব্যাটা কুত্তা!

ক্লোটেন। কেন যে পাঁচ জন লোক এসে দাঁড়ালো মাঝখানে! হুঁঃ! সব দিলে মাটী করে।

২য় অনু। (স্বগত) ভাগ্যে এসেছিল! নাহলে তুমি সেই মাটীতে পড়ে জমি মাপতে!

ক্লোটেন। অথচ রাজকন্যা চান্ ওঁকে—আমায় ছেড়ে!

২য় অনু। (স্বগত) ঠিক লোকটিকে বেছে নেওয়া যদি পাপ হয়, তাহলে রাজকন্যার কপালে নরক আছে, নিশ্চয়!

১ম অনু। বলেছি তো হুজুর—রাজকন্যার আছে শুধু ঐ রূপ—ঘটে বুদ্ধি এক তিল নেই। দেখতে বেশ খাশা—কিন্তু ঐ যা বললেম, বুদ্ধি নেই এক ছটাক!

২য় অনু। (স্বগত) শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর!

ক্লোটেন। আমি এখন চললেম বিশ্রাম করতে! হায়রে, বেশ খানিকটা যদি চোট লাগতো!

২য় অনু। (স্বগত) ভাগ্যে লাগেনি। লাগলেই বা কি হতো—একটা নিরেট আহাম্মক কেটে মরতো! নিরেটের চোটে লাভ কি! লোকসানই বা কি!

ক্লোটেন। আসবে আমার সঙ্গে?

১ম অনু। নিশ্চয় আসবো, হুজুর!

ক্লোটেন। এসো। তিন জনে একসঙ্গে যাই।

২য় অনু। বহুৎ আচ্ছা!

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাসাদ-কক্ষ

ইমোজেন ও পিশানিয়োর প্রবেশ

ইমোজেন। সাগর-পারের হাওয়া কেন নাহি হলে ?
তরণীর পালে পালে কত কথা তাঁর
নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে মিশি' ওঠে উৎসরিয়া—
জানিতে সকলি তবে ! প্রতি বাক্য লাগি
প্রাণ মোর কি আকুল, কেমনে বুঝিবে !
…বলো, বলো শেষ কথা তোমার প্রভুর।
পিশানিয়ো। কণ্ঠে শুধু এক বাণী—"রাণী",
"মোর রাণী" !
ইমোজেন। তার পরে নাড়িল রুমাল ?
পিশানিয়ো। চুম্বি সে-রুমালে।
ইমোজেন। জ্ঞানহারা অচেতন রুমাল-বসন—
মোর চেযে তার ভাগ্য বড !…তার পরে ?
পিশানিয়ো। জাহাজ ভাসিয়া যায়—
তীরে আমি স্থির—
তার পানে দু'চোখের দৃষ্টি—চিত্রে আঁকা !
জাহাজে কত সে লোক তাহাদের মাঝে
প্রভুরে যতেক কাল দেখিনু আভাসে—
দাঁড়ায়ে পুতলি-প্রায় থির অবিচল—
কভু হাতে টুপি নাড়ে, কখনো রুমাল—
কভু গতিহীন ! বেশ বুঝিলাম তায়—
মন-প্রাণ কিছু নাই—রেখে গেছে হেথা—
শুধু দেহখানা যায় তরণীর 'পরে।
ইমোজেন। যতক্ষণ দেখা যায়—ছিলেন এমনি ?
পিশানিয়ো তাই, দেবি।
ইমোজেন। হায়, ক্ষুদ্র-দৃষ্টি নর, হায় !
দূরত্বের ব্যবধানে আপনা হারায় !
চির-প্রীতিময় জন, চির-পরিচিত
কোথা চলে যায়—চোখে রাখিয়া শূন্যতা !
কিন্তু ভালো কথা,—কবে পত্র তাঁর পাবো ?
পিশানিয়ো। যখনি সুবিধা হবে, লিখিবেন লিপি ;
তাহাতে নিশ্চিন্ত থাকো।
ইমোজেন। বিদায় মাগিয়া
বিদায়ের বেলা হায় বিদায়-সম্ভাষ
কোথা হলো ! মনে মোর কত কথা ছিল—
একটি হলো না বলা ! কত কথা মনে।
ভেবেছিনু, দূরে গেলে কি কথা ভাবিব,
সে কথা শুনাবো তাঁরে ! তাঁর চিন্তা-ধ্যানে
আমার প্রহর-দিন কেমনে কাটিবে !
ভয় হয়—ইতালী-রূপসী যদি রূপে
বিমুগ্ধ করিতে চায় ! যেন ভোলে নাকো !
ভেবেছিনু, বলে রাখি, সকালে-সন্ধ্যায়,
দ্বিবা দ্বিপ্রহরে—কিম্বা সকল সময়ে
আমারে স্মরিয়া যেন আকাশেতে চায়—
আমি চেয়ে রবো ওই আকাশের পানে
জাগ্রত কালের মোর পল-অনুপল !
ভেবেছিনু—অধরের দুটি মাত্র বাণী
চুম্বন-অমৃতে ভরি ঢালিব অধরে !
সে আশা বিফল হলো—দুর্ভাগিনী আমি !
পিতা আসি দিল দেখা। শীতের বাতাস—
তার সম তীব্র রূঢ় পরুষ পরশে
ঝরে গেল হায়, মোর আশার কুসুম !

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। রাজকন্যা, মহারাণী দর্শন চান্।
ইমোজেন। পাঠাতে বলেছি যাহা, দাও পাঠাইয়া।
শোনো পিশানিয়ো, চলো, শুনি কি বলেন।
পিশানিয়ো। চলো মহারাণী, এখনি পালিব আজ্ঞা।

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

রোম—ফিলারিয়োর গৃহ-কক্ষ

(ফিলারিয়ো, আয়াকিমো, জনৈক ফরাসী, ডচ্ ও স্পানিয়ার্ডের প্রবেশ)

আয়াকিমো। বিশ্বাস করো, তাকে আমি ব্রিটেনে দেখেছি। খাঁটী মাল। তাতে অনেক কিছু গড়া যেতে পারে, ভাবতেম। তারিফও করেছি—তাও আগাগোড়া তার পরিচয় না জেনে।
ফিলারিয়ো। তখন তবু কি-বা সে ছিল ! অবশ্য এখনকার তুলনায় !
ফরাসী। ফ্রান্সে আমি দেখেছি। তার পানে চেয়ে থাকতেম আমরা—সূর্য্যের পানে মানুষ যেমন চেয়ে দেখে, তেমনি ভাবে। চোখ ঝল্‌সে যেতো।
আয়াকিমো। কিন্তু এই রাজ-কন্যার সঙ্গে বিয়ে' রাজকন্যার মনের দাম আছে খুব নিশ্চয়—তাই। নাহলে…
ফরাসী। তার ফলে তো এই নির্ব্বাসন !
আয়াকিমো। মোদ্দা, এখানে আসচে যে ! তোমার সঙ্গে বাস করতে ?…তোমাদের আলাপ হলো কোথায় ?

ফিলারিয়ো। ওর বাবা আর আমি—দুজনে এক-সঙ্গে এককালে ফৌজে লড়েছি। দুজনে খুব ভাব ছিল। ঐ সে আসছে। তোমরা বেশ ভদ্র ব্যবহার করো ওর সঙ্গে।

(পশথামাসের প্রবেশ)

এঁর সঙ্গে আলাপ করো সকলে। বড় ঘরের ছেলে। নিজেও খুব উঁচু দরের লোক। ও কত ভালো, কত বড়, তা আমি কথায় বলতে চাইনে—আলাপে তোমরা সে পরিচয় পাবে।

ফরাশী। আপনার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় অর্লিন্সে।

পশথামাস্। আপনার প্রীতির ঋণে আমি ঋণী আছি সেই অবধি!

ফরাশী। এ আপনার অত্যুক্তি! আমি যা করেছিলেম, মানুষ মাত্রেরই তা করা কর্ত্তব্য।

পশথামাস্। আমি তখন সামান্য একজন পথিক—অল্প বয়স…লোকে তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করে।…কিন্তু বিবাদ যা বাধলো, তার হেতু নেহাৎ তুচ্ছ ছিল না।

ফরাশী। সে তর্কের মীমাংসা তা বলে তলোয়ারের ডগায়! দু'জনের মধ্যে একজন চোট খেতেমই—কিম্বা দুজনেই হয়তো প্রাণে মারা যেতেম।

আয়াকিমো। জিজ্ঞাসা করতে পারি—কি নিয়ে এমন তর্ক উঠেছিল?

ফরাশী। নিশ্চয়। তর্ক এমন কিছু কথা নিয়ে নয়! খুব মামুলি—তা অগ্রাহ্য করা চলে! কাল রাত্রে যে তর্ক চলেছিল, ঠিক তার জুড়ি! মেয়েদের কথা হচ্ছিল না? সেখানেও তাই। ইনি বলছিলেন, নারী-জাতটা স্বভাবতই ভালো… তার উপর উনি বললেন,—ওঁর স্ত্রী যিনি—তাঁর গুণের তুলনা নেই—তিনি সকলের উর্দ্ধে! যেমন সতী, তেমনি সুন্দরী; তেমনি পুণ্যবতী; তেমনি রূপবতী! কারো সাধ্য নেই, তাঁকে কোনো প্রলোভনে প্রলুব্ধ করতে পারে। ফরাশী মেয়েরা তাঁর পায়ের-নখের যোগ্য নয়!

আয়াকিমো। সে ভদ্রমহিলা নিশ্চয় আজ বেঁচে নেই—থাকলে উনি এমন কথা বলতেন না।

পশথামাস। বেঁচে আছেন এবং তাঁর প্রেম, পুণ্য, ধর্ম্ম—আমার চিত্ত-নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ।

আয়াকিমো। ইতালীর মেয়েদের চেয়ে তিনি ভালো, এমন কথা বলবেন না।

পশথামাস। তুলনার কথা আমি তুলবো না।—আমি তাঁকে পূজা করি।

আয়াকিমো। তাঁকে দেখিনি—তাঁকে জানি না—তবু আপনার আংটিতে ঐ হীরের যে জেল্লা দেখচি—আপনি যদি বলেন, এমন জেল্লাদার হীরে দুনিয়ায় আর নেই—সে কথা আমি স্বীকার করতে পারবো না। কারণ, দুনিয়ার খুব জেল্লা-দার হীরে চোখে দেখিনি। তেমনি আপনার প্রেয়সীকে যখন আমি দেখিনি, তখন তাঁর সম্বন্ধে আপনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা গ্রহণ করতে পারছি না।

পশথামাস্। আমার এ আংটির হীরে—আমি বলবো, এ হীরের তুলনা নেই। দুনিয়ার সব হীরের সেরা হীরে যেমন এখানি, তেমনি আমার প্রিয়াও নারী-রত্ন।

আয়াকিমো। দুনিয়ার সেরা নারী?

পশথামাস্। নিশ্চয়।

আয়াকিমো। সে নারী বেঁচে নেই—যিনি এমন অতুলনা! নয় তাঁর নিষ্ঠা কিনতে হলে একটু চড়া দাম দিতে হয়।

পশথামাস্। দাম দিয়ে এ রত্ন কেনা যায় না! এ রত্ন বিধাতার প্রসাদ।

আয়াকিমো। সে প্রসাদ দেবতার কাছে পেয়েছেন আপনি?

পশথামাস্। তাই। এবং এ প্রসাদ আমি শিরোধার্য্য করে রাখবো সারা জীবন-ভরে।

আয়াকিমো। মাথায় রাখুন বা যেখানেই রাখুন—ক্ষেতে কোথা থেকে পঙ্গপাল এসে পড়ে, কেউ জানতে পারে না। আপনার ঐ আংটি—ও আংটি যেমন যে-সে চুরি করতে পারে, তেমনি আপনার প্রিয়ার দেহ-মনও চুরি যেতে পারে। চতুর চোর দুটি জিনিষই অনায়াসে চুরি করতে পারে।

পশথামাস্। আপনাদের ইতালীতে এমন শক্তি কারো নেই যে আমার প্রিয়ার চিত্ত হরণ করবে! এ মুল্লুকে চোর আছে বিস্তর—মানি। কিন্তু আমার প্রিয়া কিম্বা এই আংটি—এ দুটি জিনিষ হরণ করবে, এমন শক্তি এখানকার কোনো চোরের নেই।

ফিলারিয়ো। এ আলোচনা এইখানে বন্ধ থাক্।

পশথামাস্। থাক্!…ইনি কথা তুললেন, তাই। এঁর সঙ্গে কোথায় যেন পরিচয় হয়েছিল—অচেনা নন।

আয়াকিমো। কথার মিঠে কথা বলছি, আপনার প্রেয়সীর চিত্ত—এই আমিই জয় করতে পারি—যদি কথা কবার তেমন সুযোগ কখনো মেলে!

পশথামাস্। অসম্ভব!

আয়াকিমো। ক্ষমা করবেন! আমি বাজি রাখতে রাজি—আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি! শুধু আপনার প্রিয়া কেন—দুনিয়ার সকল প্রিয়ার মন হরণ করবার বিদ্যা-বুদ্ধি আমার জানা আছে—এ কথা জোর-গলায় বলতে পারি।

পশথামাস্। নারীর মনের কোনো তত্ত্বই আপনি জানেন না।

আয়াকিমো। নারীর মন!

পশথামাশ। তাই। এ-দর্পে আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত। নারীর উপর এত বড় অসম্ভ্রম—শাস্তির যোগ্য!

ফিলারিয়ো। বাদানুবাদ যথেষ্ট হয়েচে। হঠাৎ এত বড় তর্ক! যেখানে এ তর্কের জন্ম—সেই-খানেই এর সমাধি হোক। অন্য কথাবার্ত্তা কও।

আয়াকিমো। মানে, আমি যা বলেচি, তা সত্য। এ যদি প্রমাণ করতে না পারি, আমার সমস্ত সম্পত্তি আমি পণে হারবো—বাজি!

পশথামাস্। কোন্ নারীকে দিয়ে এ তত্ত্ব প্রমাণ করতে চান্ আপনি?

আয়াকিমো। আপনার প্রিয়াকে দিয়ে! যাঁর নিষ্ঠা আপনি বলচেন দুর্ভেদ্য, নিরাপদ! শুধু তাঁর কাছে পৌঁছুতে পারি, এমন ব্যবস্থা আপনি করে দিন। প্রমাণ আপনার চোখের সামনে এনে ধরে দেবো।

পশথামাস্। এ আংটি আমি হারবো। বেশ, বাজি! এই আংটি আপনাকে দেবো। এটি দেখালে আমার প্রিয়া অসঙ্কোচে বন্ধুভাবে আপনাকে গ্রহণ করবেন।

আয়াকিমো। আমিও প্রমাণ আনবো। আপনি শুধু ব্যবস্থা করে দিন—অসঙ্কোচে আমার সঙ্গে যেন তিনি আলাপ করেন।

পশথামাস্। তাই হবে। যদি প্রমাণ দিতে পারেন, আমায় আপনার বন্ধু বলে জানবেন। যদি না পারেন, তাহলে জানবেন, আমি আপনার পরম শত্রু এবং এই অসম্ভ্রমের জন্য তলোয়ারের আঘাতে আপনাকে শাস্তি নিতে হবে।

আয়াকিমো। হাতে হাত দিন—চুক্তি হলো। কথাবার্ত্তা কয়ে আমি বৃটেনে যাবো। লেখাপড়া করবো—দু'জনের যা সর্ত্ত, তাতে সহি করা চাই।

পশথামাস্। এ সর্ত্তে রাজী আছি।

[পশথামাস্ ও আয়াকিমোর প্রস্থান

ফরাশী। এ পণ সত্যই ওরা শিরোধার্য্য করবে না কি?

ফিলারিয়ো। আয়াকিমোর পণ টলবার নয়। এসো, দেখি, কি হয়।

[উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

বৃটেন। সিম্বেলিনের প্রাসাদ-কক্ষ

রাণী, পরিচারিকাগণ ও কর্ণেলিয়াসের প্রবেশ

রাণী। শিশিরে থাকিতে সিক্ত তোলো ফুলদলে।
করো ত্বরা। নির্দেশ দিয়াছি কারে?

১ পরি। দেবি

রাণী। যাও তবে। (পরিচারিকার প্রস্থান) ওষধি এনেছো তুমি বৈদ্য?

কর্ণেলিয়াস। আনিয়াছি দেবি! অভীষ্ট ওষধি এই
(ক্ষুদ্র পেটিকা দিল)
কিন্তু এ মিনতি মোর—কর্ত্তব্য! দারুণ
উগ্র এই বিষ,—নিশ্চিত মরণ এতে।
কালকূট আদেশিলে কোন্ প্রয়োজনে?

রাণী। এ প্রশ্নে বিস্ময় মোর লাগে বৈদ্যরাজ।
এ বিদ্যা সাধনা করি দীর্ঘ-কাল ধরি।
জানো নাকি গন্ধ-বারি করি যে রচনা!
কত ক্রিয়া,—শোধন, গলন আদি ইথে।
নিজে মহারাজা—আনন্দ ইহাতে পান্!
ভেষির গুণাগুণ—করি সে নিরিখ।
উগ্র এ বিষের ক্রিয়া নীচ পশু'পরে
পরীক্ষা করিব—তায় কিবা ফল ঘটে!
অপর ওষধি জানি—দেখিব তা লয়ে
নষ্ট জীবে প্রাণ পুনঃ দিতে পারি কি না!
এমনি করিয়া নিত্য নব-নব জ্ঞানে
হয়তো মরণ ক্রমে হবে বিদূরিত!

কর্ণেলিয়াস। কিন্তু দেবি, স্বভাব-কোমল তব মন।
উগ্র বিষ-ফলে নীচ পশুর যাতনা
মর্ম্মান্তিক হবে। তাহা সহ্য হইবে না।

ও-বিষে দেবীর যেন অনিষ্ট না ঘটে !
বড় সাবধানে বিষ করিবে ব্যাভার।
রাণী। ভয় নাই ! রহো বৈদ্য ভাবনা-বিহীন !

পিশানিয়োর প্রবেশ

(স্বগত) মুখে মধু—তুষ্ট করে ! আসে দুষ্ট জন।
এরি'পরে এ বিষের প্রথম পরীক্ষা !
বড় প্রভু-ভক্ত দুষ্ট—পুত্রের অরাতি !
...কি সংবাদ পিশানিয়ো ? এসো বৈদ্যরাজ,
প্রয়োজন নাহি আর। যাও, যথা ইচ্ছা।
কর্ণেলিয়াস। (স্বগতঃ) সংশয় জাগিল মনে !
তাই এই বিষ
দিয়াছি এমন—প্রাণ হবে না কো নাশ।
রাণী। (পিশানিয়োর প্রতি) কথা শোনো...
কর্ণেলিয়াস। (স্বগত) দুষ্টা নারী চোখের বালাই !
বিষ লয়ে এই খেলা—এ তো ভালো নয় !
জানি যে রাণীর মন স্বার্থ-বিষে ভরা—
কি খল, কপট কত। হাতে বিষ দিয়া
তোমারে বিশ্বাস নারী, করি না কখনো।
এ বিষে নিস্তেজ আঁখি, কণ্ঠ বাণী-হারা—
চেতনা ক্ষণেক লুপ্ত—এই শুধু হবে ;
তার বেশী কিছু নয়। কুক্কুর-মার্জ্জারে
প্রথমে পরীক্ষা করি হইবে প্রত্যয়—
তার পরে উচ্চ প্রাণী—চালাবে মানবে !
বুঝেছি বাসনা তব। কিন্তু ভয় নাই।
মৃত্যু-ঘন নীলিমায় ঘিরিবে শরীর !
প্রাণহীন দেহ মনে হইবে ধারণা—
চেতনা ক্ষণেক বন্দী বিভ্রম-বন্ধনে।
তোমারে বঞ্চনা করি—দুষ্টা নারী তুমি—
বাসনা সে যাই থাক্, হবে তা নিষ্ফল।
রাণী। যাও বৈদ্য, আপাততঃ নাহি প্রয়োজন।
প্রয়োজনে ডাকিব আবার।
কর্ণেলিয়াস। আসি দেবি।

[প্রস্থান

রাণী। এখনো নয়নে অশ্রু—বলিছ না তুমি !
কালে অশ্রু শুকাবে না—বুঝিবে না তবে
এ মূঢ়তা ! কি তব ধারণা ? বলো মোরে।
কন্যারে বুঝাও তুমি ! মোর পুত্র 'পরে
কন্যার মানস হলে রাগমুগ্ধ, প্রীত—
ভৃত্য তুমি রহিবে না। তোমার প্রভুর
সমতুল্য জন হবে—সম্মানে সম্পদে।
কিম্বা তার চেয়ে বড়। নির্ব্বাসিত প্রভু
এ রাজ্যে কখনো জেনো, ফিরিবে না আর
দাস্য যাবে, দৈন্য যাবে—মনে রেখো কথা।
আমার আদেশ শোনো, হইবে মঙ্গল।
প্রভু তব নির্ব্বাসিত—কি দিবে তোমায় ?
বন্ধুহীন বিপন্ন সে, অদৃষ্ট-লাঞ্ছিত।
তার 'পরে কিসের নির্ভর রাখো আর ?
বলো, কি করিবে সে-বা ? কি করিতে পারে ?

(রাণীর হাত হইতে পেটিকা পড়িয়া গেল ;
পিশানিয়ো কুড়াইয়া লইল)

এ বস্তু—জানো না কি-বা ! বেশ, লহ তুমি।
অপূর্ব্ব ওষধি এক করেছি রচনা
নিজ-হস্তে। এর গুণে জানো, পঞ্চ বার
দারুণ পীড়ায় রাজা ফিরে পেলো প্রাণ।
অতুল অমৃত, যেন নন্দনের সুধা !
লহো তুমি, কাছে রাখো। হইবে কুশল।
কন্যারে বুঝায়ে বলো, যে-দশা তাহার—
এ তার স্বকৃত-কর্ম্মে ! বুঝে দ্যাখো নিজে,
কি তোমার লাভ হবে, কি মহা সম্পদ,
তোমার প্রভুর 'পরে হতে চিত্ত তার
মোর পুত্র'পরে যদি করো অনুরাগী—
সম্মান সম্পদ পাবে—দাস্য যাবে ঘুচে।
মোর পুত্র—তোমারে সে করিবে বান্ধব !
দাস তুমি, রাজ-জামাতার বন্ধু হবে !
মনে রেখো ! ভেবে দেখো ! দুর্লভ সম্পদ !
রাজারে কহিব আমি—যাহা তুমি চাও,
এ তোমার সাধনায় যেই পুরস্কার—
মিলাবো নিশ্চিত তাহা, কহি অকপটে।
যাও এবে। ডেকে দাও পরিচারিকারে।
বাক্য মোর বুঝে দেখো—ভালো করে বুঝো !

[পিশানিয়োর প্রস্থান

দুষ্ট ভৃত্য ! বড় ধূর্ত্ত, শঠ-শিরোমণি !
অবিচল—যত লোভ যে-ভাবে দেখাই !
প্রভুভক্ত নীচ দাস—প্রভুর বাহন।
রাজকন্যা সমাদর করে স্মৃতি-সম
প্রণয়-পাগল দীন স্বামীর তাহার !
যে সামগ্রী দিছি আজ, যে কথা বলিয়া—
প্রভুর পত্নীরে তাহা দিবে সুনিশ্চিত।
—শ্রান্ত চিত্ত, দুঃখ-ভার ঘুচাবারে তার—
নব স্বাস্থ্যে ভরিবারে প্রভু-রমণীরে !

(পিশানিয়ো ও পরিচারিকাগণের পুনঃপ্রবেশ)

এই যে—অনেক ফুল ! কি চমৎকার !
ভায়োলেট, কৌশলিপ, তাজা প্রিমরোজ—

নিয়ে যা আমার কক্ষে।—এসো পিশানিয়ো,
বলেছি যা, ভেবে দেখো।

[রাণী ও পরিচারিকাগণের প্রস্থান

পিশানিয়ো। ভাবিব নিশ্চয়।
প্রভুর বিশ্বাস-ভঙ্গ-কল্পনা-উদয়ে
যেন মোর হয় মৃত্যু! এ ছাড়া বুঝি না,
কি মোর বাসনা আছে, ওগো রাজরাণি।

[প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

প্রাসাদের অপর কক্ষ

(ইমোজেনের প্রবেশ)

ইমোজেন। নির্ম্মম জনক—বিমাতা কাপট্যময়ী!
বিবাহিতা কামিনীরে মূর্খে করে স্তুতি!
নির্ব্বাসিত স্বামী! ওগো, ওগো প্রিয় স্বামী—
আমার চরম দুঃখ,—অসহ্য বচন
বেদনার কাঁটা দিয়া চিত্ত বিদ্ধ করে!
এর চেয়ে দস্যু যদি করিত হরণ
সোদর-দ্বয়ের সম—সে যে ভালো ছিল!
এর চেয়ে কত সুখে তারা আজ সুখী,
অতি দীন, পত্র-জীর্ণ কুটীরেতে বাস!
নাহি দ্বন্দ্ব, কোলাহল, বিরোধ-বিদ্বেষ!
কে আসে এ? ভালো জালা!

(পিশানিয়ো ও আয়াকিমোর প্রবেশ)

পিশানিয়ো। রোম হতে এই
আসিয়াছে হেথা ভদ্র, প্রভুর বান্ধব।
পত্র আনিয়াছে; তাহে প্রভুর বারতা।

আয়াকিমো। করুণ-কাতর মুখ!
কোনো চিন্তা নাই!
স্বামীর কুশল, জেনো। এই তাঁর পত্র।

(পত্র দান)

ইমোজেন। স্বাগত বান্ধব! লহ মোর নমস্কার।

আয়াকিমো। অপূর্ব্ব সুন্দরী বটে! মানস-মোহিনী!
চিত্ত হলে এমন সুন্দর,—মানি ভয়,
তর্কে হবে পরাজয়। কিন্তু না, সাহস!
ওরে মন, নৈরাশ্যে আকুল নাহি হোস্—
চিত্তে মোর দৃঢ় হোক অকুণ্ঠা, সাহস!
নহে পরাজয়-কালি মাখিবার আগে
হেথা হতে পলায়ন শ্রেয়।

ইমোজেন। (পত্রপাঠ) "ইনি খুব সম্ভ্রান্ত সুহৃদ। এঁর স্নেহ-ঋণে আমি আবদ্ধ আছি। এঁর সম্মান-মর্য্যাদা তুমি রক্ষা করিবে; কোনরূপ অমর্য্যাদা না হয়। এঁর সম্মানে আমার সম্মান জানিবে। লিওনেটাশ।"

উচ্চকণ্ঠ নয়।
যে-লেখা বহিয়া আনে এই ক্ষুদ্র লিপি—
সমগ্র হৃদয় তাহে ছাপাইয়া ওঠে।
এত কৃপা! এত স্নেহ! এ মোর সম্পদ!
হে প্রিয়! হে প্রিয় মোর!…স্বাগত সুজন!
কি বলিয়া সম্ভাষিব, বাক্য নাহি জানি।
সেবায় নেহারো যদি কোনো ত্রুটি মোর—
জানিয়ো, সে ত্রুটি নয়—উচ্ছ্বাসে ভুলিয়া
তাহা করিয়াছি; মোর ইচ্ছাকৃত নয়!

আয়াকিমো। কৃতার্থ হলেম আমি, জানিয়ো সুন্দরি!
পুরুষ উন্মাদ সত্য। বিধি-দত্ত আঁখি—
সেই আঁখি দিয়া না কি প্রত্যক্ষ সে করে
কি সবুজ তৃণে ছাওয়া বিশাল পৃথিবী—
কত স্নিগ্ধ, প্রাণারাম! কত গিরি-বন—
বিশাল সাগর কত—বসন্ত-মাধুরী—
ও-দেহ ভরিয়া আছে চারু-সুষমায়!
হেন দৃশ্য নাহি জানি, কোথা আছে আর!

ইমোজেন। এ কথার অর্থ নাহি বুঝি হে সুজন!

আয়াকিমো। শুধু ও নয়ন নয়! কপোল—তা নয়!
রক্ত প্রবালের মত ও দুটি অধর—
মুক্তা-দন্ত, কেশরাশি চিকণ-কোমল—
অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্যের উছলিত স্রোত—
যৌবন-নিটোল ছাঁদ—তাও নয়, বুঝি!
এ মাধুরী—এ সুষমা—কিসের লাগিয়া
চিত্তে হেন মুগ্ধ করে এমন বিভল!

ইমোজেন। বাক্য তব বুঝি না কো!
কুশল তো?

আয়াকিমো। সম্পূর্ণ কুশল।
(পিশানিয়োর প্রতি)
অনুরোধ আছে,
আমার যে সাথী-ভৃত্য—তারে দাও ঠাঁই।
শ্রান্ত বড় পথশ্রমে—মনে তার ঝাঁজ।

পিশানিয়ো। যাই, তার বিশ্রামের করি আয়োজন।

[প্রস্থান

ইমোজেন। কুশলে আছেন স্বামী?

আয়াকিমো। সম্পূর্ণ কুশল।

ইমোজেন। কাতর মলিন মুখ? কিম্বা দ্যাখো, বেশ
হাসি-মুখে বন্ধু-সহ করেন আলাপ?

আয়াকিমো। খুব হাসি-খুশী—খুব আরামেই আছে।
আরো সেথা আছে কত জন ; এঁর মত
হাসি-খেলা কেহ আর জানে না করিতে।
'ফুর্ত্তিবাজ বৃটন'—এ পরিচয় তাঁর।
ইমোজেন। হেথায় মলিন মুখ বিষণ্ণ কাতর—
সতত দেখেছি তাঁরে। কভু অকারণে!
আয়াকিমো। আমি কভু দেখি নাই সকাতর মুখ।
ফরাসী বান্ধব এক আছে—নিত্য সাথী।
প্রিয়ার বিরহে ম্লান, ফেলে দীর্ঘশ্বাস,—
কাতর বচন কহে ; তাহে স্বামী তব
অজস্র কৌতুকে সিক্ত করি তারে কয়,—
বিরহে আমোদ করো—মিছা দীর্ঘশ্বাস!
রমণীরে চেনো নাকো! বিরহের কালে
বেদনা তিলেক নাহি জানে কভু তারা—
নারী লাগি মূঢ় জন বিষাদে কাতর।
নারীর পিছনে থাকা—সে তো দাস্য শুধু!
বিরহে দাসত্ব-হারা—মুক্তির পুলক!
ইমোজেন। এ মোর স্বামীর বাক্য?
আয়াকিমো। নিশ্চয়, সুন্দরি!
এ বাক্য যখন বলে, দুই চোখে তার
কৌতুকের হাস্য বহে তুফান তুলিয়া!
এ বাক্যে ফরাসী-চিত্ত হাস্যে বিদ্ধ করে—
অজস্র ...ুকে-ব্যঙ্গে বন্যা বহে যায়!
কিন্তু এও সত্য মানি, এমন পুরুষ
আছে বটে—বিরহেতে বুদ্ধিহারা যে-বা।
ইমোজেন। স্বামী মোর মূঢ় নয়।
আয়াকিমো। সে কথা মানিব।
তবু মনে হয়, এই বন্ধু পশ্চাম্যাস
বিরহে কৌতুক—তার সাজে না সুন্দরি!
তোমারে দেখিয়া তাই অঙ্গ মোর জ্বলে—
দুটি প্রাণী'পরে জাগে অনুকম্পা ঘোর।
ইমোজেন। সে প্রাণীর এক জন
আমি—বুঝি? হায়,
এমন করুণ দৃষ্টি তাই মোর' পরে!
কিন্তু কিসে ছাখো মোরে হেন দুর্ভাগিনী—
যাহে অনুকম্পা হেন?
আয়াকিমো। দুর্ভাগ্য অপার!
সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হলে খর দীপ্তি তার
ম্লান, বিমলিন হয়, দেখে সর্ব্বলোকে।
সূর্য্য কি করিতে পারে ম্লানিমা গোপন?
ইমোজেন। মিনতি রাখো হে ভদ্র,—বাক্যের হেঁয়ালি
তার জালে বদ্ধ নয়—কহো স্পষ্ট ভাবে,—
কি মোর দুর্ভাগ্য—যাহে এ তব করুণা?
আয়াকিমো। সে নিষ্ঠুর বাক্য যেন শেল সম বাজে!
তোমারে দেখিয়া আমি···থাক্ সেই কথা—
না, না, মোর মুখে সেই বাক্য সরিবে না।
ইমোজেন। সে বাক্য আমার লাগি—
মোর ভাগ্য তায়!
হে ভদ্র, শুনিব আমি। হোক্ সে কঠিন,
পাষাণের মত রুক্ষ—নির্ম্মম-পরুষ!
অনিশ্চিত সংশয়ের এ ভার-যাতনা—
তার চেয়ে ঢের ভালো নিশ্চিত বিপদ!
আয়াকিমো। ও-অধর-সুধা যদি করিতাম পান
আমার অধরে কভু! এই বাহু দিয়া
ও তনু-দেহের যদি পেতাম পরশ!
ও আঁখির দৃষ্টি যদি এই দৃষ্টি দিয়া
কখনো ধরিতে হায়, পারিতাম আমি!
ও মুখ-কমল হতে না ফিরে নয়ন!
এ কথা বলিতে পারি, তোমারে ছাড়িয়া
দূরে নাহি যাইতাম—পারিতাম না কো!
তোমা-ছাড়া মনে মোর হাসি-খেলা-সাধ
কখনো জাগিত না কো! স্মরিলে বিরহ
সারা চিত্ত কি বিরূপ উঠিত ফুঁশিয়া!
ইমোজেন। স্বামী মোর ভুলেছে স্বদেশ?
আয়াকিমো। নিজেরে। তোমারে।
হতভাগ্য মূঢ়! আজ তোমারে হেরিয়া
তার প্রতি-আচরণ কণ্টকের মত
এ মনে উদিয়া চিত্ত করে জর্জ্জরিত।
সহস্র রসনা মেলি আচরণ-কথা
অগ্নিসম তীব্র হয়—বাহিরিবে বলি'···
ইমোজেন। শুনিতে চাহি না আর।
আয়াকিমো। হায় রূপময়ি,
করুণা আমার চিত্তে করিছে বিকল!
এমন রূপসা হায়, বয়সে কিশোরী,
রাজপুত্রী,—হেন শঠ দীন নীচাত্মারে
চিত্ত দান করিয়াছ! এ কি অভিশাপ!
দ্যূত-ক্রীড়া,—বিলাসের হেয় ঘৃণ্য লীলা—
লজ্জাহীন অভি-হীন নীচ অভিসার!
প্রতিকার করো। লহ তীব্র প্রতিশোধ।
না হলে এ নারী-জন্ম মিথ্যা সে তোমার!
ইমোজেন। প্রতিশোধ! কি করিয়া লব প্রতিশোধ?
এ কথা যদি হে সত্য—(কর্ণে যাহা শুনি,
চিত্ত তাহে এক তিল না মানে প্রত্যয়)—
যদি সত্য হয়—তবু কিসে লব শোধ?
আয়াকিমো। রূপসীর চিত্ত হেন করিয়া হরণ,
সেই চিত্তে রাখি নিজ-আসন অটল—

দুষ্টা নারী সহবাসে নির্লজ্জ প্রমোদে
মত্ত হয়ে এ-চিত্তের অপমান যদি
করে সে এমন—তবে ধিক্, শত ধিক্ !
একমাত্র প্রতিশোধ—যারে তুমি পাও,
শয্যা-সাথী করে মাতো নির্লজ্জ-প্রমোদে !
বঞ্চনা করো না তব এই দেহ-মনে
বাসনার পরিতৃপ্তি—সম্ভোগ-বিলাসে !
আর কারে নাহি পাও, আমি আছি পাশে !
ইমোজেন। পিশানিয়ো···
আয়াকিমো। ···ঢল-ঢল যৌবন বিহ্বল—
ও-অধরসুধা-দানে তোষো লো সুন্দরি !
ইমোজেন। দূর হও ! শ্রুতি মোর করো না কলুষ !
তব সনে বাক্যালাপে চিত্ত কলুষিত !
এ তোমার নিন্দা-বাণী অলীক,—এ ঘৃণ্য—'
আপনার পাপ-চিত্ত-পরিতৃপ্তি হেতু !
এ যে পাপ ! এর চেয়ে ঢের বড় পাপ—
নির্ম্মল-নিষ্পাপ জনে হেন অপবাদ !
শোনো নীচ, ঘৃণ্য···আমি ঘৃণা
করি তোমা'।
কোথা গেল পিশানিয়ো ? পিশানিয়ো ? শোনো,
পিতারে জানাবো আমি এই অপমান।
তোমার পাপের তরে যোগ্য শাস্তি হবে,
সে শাস্তি গ্রহণে তুমি রহিয়ো প্রস্তুত !
স্নেহহীন যত হোন—আমি কন্যা তাঁর—
কন্যার মর্য্যাদা পিতা রক্ষা করিবেন।
পিশানিয়ো···পিশানিয়ো···
আয়াকিমো। সুখী পশথামাস্।
যে-নারীর প্রেম তুমি ভাগ্যে লভিয়াছ—
সে নারী অতুল বটে—সাধ্বী—প্রেমময়ী !
ধন্য মিত্র, ধন্য তব সফল জীবন !···
ক্ষমা করো মোরে দেবি ! এ শুধু পরীক্ষা—
এ তোমার ভালোবাসা—এ তোমার প্রেম—
দুর্ভাগা দীনের 'পরে কত সুগভীর—
তাহারি পরখ শুধু করিবারে ছিনু।
দেবী তুমি, সতী তুমি, মহীয়সী নারী।
জেনো, স্বামী তব প্রেমে বিভোর তন্ময় !
তোমার এ ভালোবাসা—এ তার গৌরব !'
ইমোজেন। ক্ষমা করিয়াছি আমি তব অপরাধ।
আয়াকিমো। স্বামী তব—মর্ত্ত্যে যেন দেব-অবতার !
হৃদয়ের গুণে সে যে পুরুষ-উত্তম !
রোষ করিয়ো না দেবি,—অয়ি তেজস্বিনি,'
অয়ি রাজপুত্রি—আমি মিথ্যা বলিয়াছি।
এ তব প্রচণ্ড রোষ—এ তব ভর্ৎসনা
চিত্তে মোর জাগায়েছে শ্রদ্ধা-ভক্তি কত—
বুঝাতে নারিব তাহা ! ধন্য মিত্র মোর !
আমি তারে ভালোবাসি—তাই হেন বাণী
দুর্বিনীত,—কহিয়াছি সঙ্কোচ-বিহীন !
দেবতা বিরলে বসি গড়েছেন তোমা
মহত্বে গৌরবে ভরি। পুনঃ মাগি ক্ষমা।
ইমোজেন। সুখী হনু। রহো হেথা অতিথি সুজন
আয়াকিমো। কৃতার্থ, কৃতার্থ আমি। নিবেদন আছে
কথায় কথায় তাহা গিয়াছিনু ভুলি।
সে এক অভীষ্ট—তাহে বন্ধুগণ মম
দিয়াছে সহর্ষ যোগ—মাগি সহায়তা।
ইমোজেন। কি সে কথা ?
আয়াকিমো। রোম-বাসী যত বন্ধু মিলি
যুক্তি করেছিনু সবে, রোমের সম্রাটে—
রোমে ফিরি দিব ভেট—মণি-রত্ন-খচা
বহু উপহার। তাই সাথে আনিয়াছি।
বিদেশী হেথায়—পাছে চুরি যায়, ভাবি,
সেগুলা রাখিতে চাই দিব্য নিরাপদে !
তাহার ব্যবস্থা লাগি চাহি সহায়তা।
ইমোজেন। ভালো কথা। রবে তাহা দিব্য নিরাপদ
রাখিব আমার নিজ-শয়নের গৃহে।
আয়াকিমো। সুবৃহৎ পেটিকায় আছে—
প্রহরা রেখেছি তায়; পাইলে আদেশ,
তব শয্যা-গৃহে তাহা এখনি পাঠাই;
আজিকার রাত্রিটুকু নিরাপদে রাখ—
কাল প্রাতে লয়ে যাবো।
ইমোজেন। কাল প্রাতে যাবে ?
আয়াকিমো। ক্ষমা মাগি দেবি ! কাল
যেতে হবে মোরে।
বড় লজ্জা পাবো নহে এ বাক্য-লঙ্ঘনে।
সাগর হইয়া পার গ্যালিয়ো হইতে
হেথা এসেছিনু শুধু দেবীর দর্শনে !
ইমোজেন। ধন্য তায় ! কিন্তু কাল যাওয়া হইবে না
আয়াকিমো। যেতে হবে। নিরুপায় ! একান্ত মিনতি
পত্র যদি দিতে চাও স্বামীরে তোমার—
রাত্রে তাহা লিখে রেখো—দিয়ো কাল প্রাতে;
পথে বহু বিলম্ব ঘটেছে। অনুমতি দাও।
সম্রাটের উপহার যথাকালে চাই
রোমে পঁহুছানো ! নয় সব পণ্ড হবে।
ইমোজেন। দিব পত্র। পেটি তব দাও পাঠাইয়া
নিরাপদ রবে পেটি—লয়ো কাল প্রাতে।
সত্য কহি হে বান্ধব, সুস্বাগত তুমি !
[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদ-সম্মুখস্থ অলিন্দ

(ক্লোটেন ও দুইজন অনুচরের প্রবেশ)

ক্লোটেন। এমন বরাতও মানুষের হয়! বাজি রাখলেম—দিব্যি গাললেম—তবু আমার কথা মানলো না! আমার সে দিব্যি মিথ্যা হলো!

১ অনু। তাতে তার কি লাভ হলো, শুনি? হুঁঃ!

২ অনু। (স্বগত) যেমন কবি কালিদাস, তেমনি জুটেচেন তাঁর মল্লিনাথ!

ক্লোটেন। আরে, একজন ভদ্দর লোক যখন দিব্যি গালচে, তখন চুপ করে তা মেনে নিতে পারিস না?

২ অনু। না! পারে না। (স্বগত) না! হয় কাণদুটো কেটে নে, যদি চুপ করে না থাকতে পারিস্!

ক্লোটেন: বাঁদীর বাচ্চা! দেখিয়ে দিতেম মজা—যদি সে আমার সমবুগি৷ লোক হতো!

২ অনু। (স্বগত) গায়ে বুঝি তার বোটকা গন্ধ নেই?

ক্লোটেন। ঐতেই তো সব চেয়ে আমি চটে যাই। আরে খেলে যা! ইচ্ছে হয়, তখন ভদ্রতার খোলশ ছিঁড়ে ফেলি! জানি তো, আমার গায়ে হাত তুলতে পারবে না—আমি হলেম মহারাণী-মার ছেলে! যত বেট পালোয়ান আছে···বুঝলে কি না—সবার গায়ে পড়ে ধাক্কা দিতে পারি দুধারি—ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত। কারো সাহস হবে না যে, আমার কিছু করে!

২ অনু। (স্বগত) লড়ায়ে মেড়া!

ক্লোটেন। বিড়-বিড় করে বকছো কি?

২য় অনু। তাই বলছিলেম হুজুর, তার সঙ্গে লড়াই কি আপনার সাজে!

ক্লোটেন। তা তো জানি। কিন্তু অবস্থা এরা এমন করে তোলে যে, মনে হয়, দি দু'ঘা বসিয়ে ঐ ছোট লোকগুলোকে!

২য় অনু। তা যদি কেউ পারে তো হুজুরই শুধ্ তা পারবেন।

ক্লোটেন। কেন, বলো তো···

১ অনু। শুনেচেন হুজুর, এক বিদেশী এসেছে আজ রাত্রে রাজ-বাড়ীতে?

ক্লোটেন। বিদেশী এসেছে! সে কথা আমি জানি না!

২য় অনু। (স্বগত) নিজেকে নিয়েই ভোঁ—জানবে কি করে!

১ম অনু। ইতালী থেকে এসেছে। শুনচি, সে লিওনেটাসের বন্ধু।

ক্লোটেন। লিওনেটাস। সেই খেদানো কুকুরটা! ইনিও তাঁর জুড়ি···তা যিনিই হোন্!···এ বিদেশীর কথা কে বললে?

১ম অনু। আপনার এক নফর।

ক্লোটেন। আমার এখন কি উচিত? গিয়ে দেখা করবো? তাতে আমার অপমান হবে না?

১ম অনু। আপনার অপমান, হুজুর!

ক্লোটেন। সে খুব সহজে হয়, জানি।

২য় অনু। (স্বগত) মস্ত মানী লোক কি না!

ক্লোটেন। চলো—একবার দেখে, যাক সে ইতালীয়ানকে! ওখানে যে-হার হেরেছি—এর কাছে দেখো, সে-সব নির্ঘাৎ জিতে নেবো! এসো···এসো···

২য় অনু। হুজুরের তাঁবেদার হুজুরের পিছনে পিছনে যাচ্ছে।

[ক্লোটেন ও প্রথম অনুচরের প্রস্থান

এমন প্রখর-বুদ্ধি—দর্পময়ী মাতা!
তার গর্ভে জন্মে হেন অকালকুষ্মাণ্ড!
বুদ্ধি-বলে সর্ব্ব নরে করে পরাভূত!
আর তার মূঢ় পুত্র—বিশ হতে দুই
বাদ দিলে কত থাকে—তাহাও জানে না!
অভাগিনী রাজপুত্রী! দেবী! নাহি জানি,
কত নির্যাতন তুমি সহিছ নীরবে!
ক্রূর বিমাতার চক্রে আজ্ঞাবহ পিতা;
পলকে বিমাতা রচে অভিসন্ধি নব—
তার কর্ণে তোলে পুত্র হীন প্রেম-কথা—
স্বামী দূরে নির্ব্বাসিত বিনা-অপরাধে!
স্বর্গের দেবতা সবে রাখুন কুশলে!
ও মন-মন্দির থাক্ দৃঢ় অবিচল!
সে মন্দিরে স্বামী তব দেবতার মত—
তাহার পূজায় প্রাণ থাক্ সঞ্জীবিত!
এ-রাজ্য-সম্পদ ভোগ—সে হোক্ তোমার!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

ইমোজেনের শয়ন-কক্ষ

এক পার্শ্বে সুবৃহৎ পেটিকা সংরক্ষিত।

[শয্যায় শায়িতা ইমোজেন পাঠ-রতা—
পার্শ্বে আসীনা জনৈক দাসী]

ইমোজেন। কে আছ? হেলেন হোথা?
দাসী। আমি আছি, দেবি।
ইমোজেন। রাত্রি কত?
দাসী। মধ্য রাত্রি।
ইমোজেন। তিন ঘণ্টা কাল
পাঠে রত! দু'নয়ন বড় ক্লান্ত তাই।
গ্রন্থ রাখো পৃষ্ঠা ভাঁজি। পড়েছি যেটুক—
নিশানা সে রবে তবে। করিব শয়ন।
না, না, দীপ নিবায়ো না—জ্বলুক অমনি।
ভোরে চারি-ঘটিকায় নিদ্রা যদি ভাঙ্গে,
আমারে জাগায়ে দিয়ো। বড় ঘুম চোখে।
[দাসীর প্রস্থান
হে দেবতা, আপনারে সঁপি তব পায়ে।
তুমি রক্ষা করো মোরে নিশীথ-নিদ্রায়!
পরী-নিশাচরী কিম্বা দুঃস্বপন হতে,
সর্ব্ব প্রলোভনে রক্ষা করো হে দেবতা!
নিরাময়, নিরাপদ রাখিয়ো, প্রার্থনা!
[নিদ্রাগতা হইলেন; আয়াকিমো পেটিকা-
মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল]
আয়াকিমো। ঝিল্লী গায়; মানবের কর্ম্মশ্রান্ত মন
সকল চেতনা সাথে বিরামে ঘুমায়।
এমনি সময়ে সেই—এমনি নীরবে
তৃণ-গুল্ম-ছাওয়া পথে টার্কিন আসিয়া
বাসনা মিটায়—করে সতী-ধর্ম্ম লোপ।
মরি মরি ভুবনমোহিনী শয্যাসীনা!
শয্যায় মাধুরী ঢালা! শুভ্র শয্যাখানি
শ্বেত অমলিন পদ্মে করিয়াছে ম্লান!
পরশ···পরশ মাগি। বিমুগ্ধ নয়ন!
চুম্বন—চুম্বন মৃদু ওই রক্তাধরে—
প্রবাল জিনিয়া যার রক্তিম গৌরব!
নিশ্বাস-বায়ুর স্পর্শে সুরভিত গৃহ!
ওই মৃদু দীপশিখা নুয়ে নুয়ে পড়ে—
ও রূপ-মাধুরী—তারে জানাইতে নতি!
দুটি নিমীলিত নয়ন-পরশে
আঁখি-বাতায়ন মোদা—সুধীরে তুলিয়া
অন্তর-সৌন্দর্য্যে চায় লভিতে আভাসে!
কিন্তু মোহ নয়—আমি যে-কাজে এসেছি!
গৃহ, দ্বার, বাতায়ন, দেউল নিরখি'
লিখে রাখি তিল-তিল যাহা কিছু আছে!
ওই চারু-চিত্র আঁকা—কত বর্ণ-ছাঁদে
কত নব নব গাথা—কত দৃশ্যাবলী!
ওই বাতায়ন—ওই শয়নের সাজ—
মর্ম্মরে-পিতলে রচা কত না পুতলি—
পালঙ্কের কারু-চিত্র,—ওই, ওই সব!
তার পরে কম-তনু—এই রেখা, তিল—
গৃহ-সজ্জা চেয়ে বেশী অকাট্য প্রমাণ!
ওরে নিদ্রা, ঘন ছায়ে রাখ্ আবরিয়া
ভুবন-মানস-হরা সুর-সুন্দরীরে—
চেতনা হরিয়া রাখ্ নিশ্চল পাষাণ!···
ভালো করে দেখি আমি অঙ্গের মাধুরী!
এই, এই সে কঙ্কণ!
(সন্তর্পণে কঙ্কণ গ্রহণ করিল)
বিজয়-ভূষণ
এ আমার···হাঃ হাঃ—এ যে দীপ্ত জয়-টীকা!
এই অভিযানে মোর জয়-নিদর্শন!
এ কঙ্কণ দেখি' মিত্র হইবে উন্মাদ!
···মরি, মরি, কি রূপ-মাধুরী। পদ্ম-কলি
সম বক্ষ—ফোট-ফোট রক্ত-সুষমায়!
বাম-বক্ষে কালো তিল···পাপড়ির 'পরে
কুসুম-পরাগ-বিন্দু যেন মনে হয়!
এ বড় গোপন-কথা—নহে জানিবার!
এ তিলের পরিচয়ে রবে না সংশয়।
এ কথায় বুঝাইব, কিশোরীর দেহ
পূর্ণ-অভিসারে আমি করেছি সম্ভোগ—
সতীত্ব অমূল্য নিধি মোরে দেছে তুলি!
কিন্তু না, না, আর নয়! কেন লিখে রাখা
এ গৃহের সজ্জা-কথা? ওই কালো তিল
অজস্র কথার ঝড় রুধিবে নিমেষে!
শয়নের পূর্ব্বে ছিল গ্রন্থ পড়িবারে—
তেরিয়াস-কাব্য-গাথা! আধখানি বাকী—
ফিলোমেল চলে যায়—শেষ পড়ে নাই।
পৃষ্ঠা ভাঁজা। যাই এবে···না, না! হাঁ, হাঁ, যাই
পেটিকার মধ্যে পুনঃ রহিব গোপন।
পোহাও, পোহাও নিশা—এসো হে প্রত্যূষ।
নিশীথে সভয়ে রবো পেটিকার মাঝে।
দেবী···দেবী! জানি! কিন্তু এ-বুকে নরক!
তাই মন বিচলিত ভয়ে এতখানি!
(ঘটিকা-যন্ত্র বাজিল)
এক, দুই, তিন···রাত কতটুকু বাকী!
(পেটিকা-মধ্যে গমন)

তৃতীয় দৃশ্য

ইমোজেনের কক্ষ-সংলগ্ন কক্ষ

(ক্লোটেন ও অনুচরগণের প্রবেশ)

১ অনু। হুজুরের মত ধৈর্য্য আর সহ্য কারো আর দেখলেম না! তা সত্যি কথা বলবো। কি ঠাণ্ডা মেজাজ! যত তাতাও—গরম হতে জানে না!

ক্লোটেন। আরে, মেজাজ তাতলেই তো গিয়েছি!

১ অনু। তা বলে এমন ঠাণ্ডা মেজাজ! তবে হ্যাঁ, খেলায় জিতলে ভয়ঙ্কর তেতে ওঠেন! তা সত্যি কথা বলবো।

ক্লোটেন। আরে বাপু, খেলায় জিত হলে ছাতি ফুলে ওঠে কতখানি! এই যে ইমোজেন! ওকে যদি পাই—সেই সঙ্গে যৌতুক পাবো—থালা থালা মোহর—সোনার মোহর!···ভোর হয়ে এলো না?

১ অনু। ভোরের পরে দিন···দিন হয়েছে আবার, হুজুর।

ক্লোটেন। গান-বাজনার ব্যবস্থা কৈ? আমার মা বলে দেছে, ভোরে উঠে ইমোজেনকে গানে ঘুম ভাঙ্গাবার ব্যবস্থা করতে!···অর্থাৎ ঘুম ভাঙ্গবামাত্র তার কাণে সুর বাজবে—সেই সঙ্গে প্রাণে···বুঝলে কি না!

১ অনু। খুব বুঝেছি, হুজুর।

(বাদ্যকরগণের প্রবেশ)

ক্লোটেন। এসো হে বাপু, এসো। তান ধরো—গান ধরো—গান ধরো! যদি এই বাদ্যি-বাজনায় রাজকন্যার প্রাণে বাজনা জাগাতে পারো, বুঝলে কি না—তা হলে মার দিস্ কেল্লা! বেশ ভালো বাজনা—সেই সঙ্গে চাই খাশা একখানি গান! তার বোল হবে খাশা—সুর হবে আরো খাশা! বোলে ভাষায় যত গরম-মশলা দিতে পারবে, তত ভালো! বুঝলে কি না—উনি হলেন রাজার কন্যে···

গান

আকাশ ভরে উঠলো পাখীর গানে-গানে—
শোনো, শোনো, শোনো কাণে!
ভাঙ্গলো গো ঘুম ঘুমের দেশে—
ভোরের বাতাস এলো ভেসে
কোন্ সাগরের পার হতে সে
সুরের মালা দুলিয়ে বাণে!
জাগলো কুসুম ফুলের বনে
মাধুরী-বাস সমীরণে।
চাও রূপসি নয়ন মেলি—
এই সুষমা জাগাও প্রাণে!

ক্লোটেন। তোমরা এখন যাও, যাও! এ-গান শুনে যদি রাজকন্যা চোখ মেলে না চান, তাহলে তোমাদের তাড়িয়া দেবো। না হয় বলবো, রাজকন্যার কাণে হয়েছে ব্যাধি; সে ব্যাধি কিছুতে সারবার নয়।

[বাদ্যকরগণের প্রস্থান

২ অনু। মহারাজ আসচেন।

ক্লোটেন। ঘুম ভেঙ্গে খুব উঠেছি, বাবা! এই জন্যেই তো অত ভোরে উঠি। তাঁর যে-কাজ আজ করলেম—হ্যাঁ, বলবে, বাহাদুর ছেলে বটে!

(সিম্বেলিন ও রাণীর প্রবেশ)

নমস্কার মহারাজ! নমস্কার মা!

সিম্বেলিন। পাষাণী-কন্যার দ্বারে রয়েছ দাঁড়ায়ে! জাগিল না?

ক্লোটেন। গান-বাজনায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছি, মহারাজ। কিন্তু এদিকে ওঁর হুঁশ নেই!

সিম্বেলিন। স্বামি-নির্ব্বাসন-ব্যথা বাজিছে এখনো!
পারে নাই ভুলিবারে! আরো কিছু কাল
প্রতীক্ষা করিতে হবে—তবে বিস্মরণ!
তখন তোমার হবে, বর-মাল্য দিয়া।

রাণী। রাজ-আজ্ঞাবহ তুমি, রাজভক্ত, জানি।
রাজা তার মূল্য জানে—পাবে পুরস্কার—
পাবে রাজ-কন্যা বধূ। ধীর, নম্র ভাষে
কন্যার মানস-সেবা করা তব ব্রত!
সখা-সম পাশে রহো—তৃপ্ত করো তারে।
সেবায় কন্যার মন পাইবে নিশ্চিত।
বোঝে যেন—এ তোমার স্নেহ প্রীতি তারে—
স্বতঃ-উৎসারিত হয় হৃদয়-নির্ঝরে!
কন্যার আদেশ সব্ব করিবে পালন—
কোনো দ্বন্দ্ব, কোন তর্ক কভু তুলিবে না।
দূরে যেতে বলে যদি— শুনো না সে-কথা—
চিত্ত-জয়ে হতে হবে চেতনা-বিহীন!

ক্লোটেন। চেতনা-বিহীন! তার মানে? সে কি তবে অজ্ঞান-অচৈতন্য! তাই হবো? কি বলো?

(দূতের প্রবেশ)

দূত। রোম হতে রাজদূত এসেছে, রাজন্—
কেয়াস লুস্তাস নাম।

সিম্বেলিন। সুস্বাগত হেথা।
ভদ্র সে—যদিও জানি, উদ্দেশ্য বিরোধ।
অপরাধ তার নয় : লবো সমাদরে ;
মান্য জন—সম্মানের নাহি হবে ত্রুটি।
পরিচর্য্যা হবে। ভদ্র, বরেণ্য অতিথি।
হে বৎস ক্লোটেন—বন্দী তনয়ার সনে
দেখা করো। গুরু প্রয়োজন আছে মোর,
রোমানের সেবা-ভার দিব তোমা 'পরে।
এসো রাণী।

[ক্লোটেন ব্যতীত সকলের প্রস্থান

ক্লোটেন। এখনো ঘুমায় মোর প্রিয়া ?
যদি ঘুম ভেঙ্গে থাকে, কবো দুটো কথা।
না ভাঙ্গিলে শুয়ে শুয়ে দেখুক স্বপন।
বলি, বলি, শুনছো গা ?

(দ্বারে করাঘাত)

ঘুম ভাঙ্গলো কি ?
ঠিক ! ঠিক ! দাসীরা নিশ্চয় কাছে আছে !
একটাকে ডাকি। তার হাতে তুলে দিই
সোনার মোহর ! জানি, সোনা হাতে পেলে
ঘরে যেতে মোরে আর দেবে নাকো বাধা !
মোহর সামান্য নয়—বাধা সাফ করে !
সতী-রাণী ডায়ানার সহচরীদল
এ-মোহর পেলে, পাপ-পুণ্য ঠেলে ফেলে
ডায়ানারে এনে পারে হাতে সঁপে দিতে !
মোহরের গুণে ভদ্র হারায় জীবন,
চোর মুক্তি পায়। বাবা—কত গুণ এর !
সাধু-চোর দুজনারে দিতে ফাঁশি-কাঠে
মোহরের তুল্য শক্তি কারো আর নাই !
হয়কে এ করে নয়—নয়ে করে হয় !
একটা দাসীরে আমি বানাবো উকিল—
মোর সাথে ওকালতি করিবে প্রিয়ারে।
যেহেতু জানি না ঠিক—দেখা হলে পরে
কি কথা বলিব—তার কিছু বুঝিনাকো !

(দ্বারে করাঘাত)

(একজন দাসীর প্রবেশ)

দাসী। দ্বারে কে আঘাত করে ?
ক্লোটেন। হেঁ-হেঁ, ভদ্র এক অতিথি সুজন।
দাসী। এই পরিচয় ?
ক্লোটেন। আর—আর ভদ্রার তনয়।
দাসী। বড় বেশী পরিচয়। বহু লোক আছে-
দর্জীর পোষাকে তারা ভদ্র সেজে থাকে,—
তাহাদের চেয়ে দেখি উচ্চ পরিচয় !
প্রয়োজন ? যুবরাজ !

ক্লোটেন। হেঁ—হেঁ—রাজকন্যা…
ঘুম তাঁর ভাঙ্গিল না ? এখনো ওঠে নি ?
দাসী। নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু রবে গৃহমাঝে।
ক্লোটেন। শোনো বাপু, হাত পেতে
লও দেখি এটা।
সোনার মোহর—এর ভারী চড়া দাম !
বিনিময়ে দাও মোরে ভালো বিবরণ।
দাসী। ভালো বিবরণ ! সে কি আমার খবর ?
কিম্বা আপনার ? যার চেয়ে নাই ভালো !
রাজকন্যা… [প্রস্থান

(ইমোজেনের প্রবেশ)

ক্লোটেন। হেঁ-হেঁ…নতি লহ লো রূপসি !
ভগ্নী—দাও হাতখানি…
ইমোজেন। হে ভদ্র, প্রণাম।
এত ক্লেশ কেন করো ? শুধু ব্যথা দাও।
ধন্যবাদ দিব, মোর হেন ভাষা নাই—
ভাষা মোর হয়েছে বিলুপ্ত। আছে যাহা,
অপব্যয় করি তাহা—হেন সাধ্য নাই !
ক্লোটেন। তবু…তবু…ভালো বাসি—
ভালোবাসি তোমা।
শপথ করিয়া বলি।
ইমোজেন। নিরুপায় আমি।
যতই শপথ করো, শুনে লাভ নাই।
ক্লোটেন। কি উত্তর ?
ইমোজেন। যদি রহি মৌন নিরুত্তর,
তাহে বোঝ, সম্মতি লক্ষণ ! তাই বুঝো।
কৃপা করো, মোর আশা রাখিয়ো না মনে।
মুক্তি দাও, মুক্তি দাও মোরে হে, দোহাই !
তব ভদ্র আচরণ—অকপটে বলি,—
এক কথা জেনে রাখো—বলি সত্য কথা—
শেখো ধৈর্য্য—শেখে ভ্রান্তি।
ক্লোটেন। এমনি উন্মাদ রবে !
এ দেখিয়া যদি সরে থাকি—পাপ হবে।
কেমনে রহিব চুপ ?
ইমোজেন। মূঢ় সে উন্মাদ নয়।
ক্লোটেন। আমারে কহিলে—মূঢ় !
ইমোজেন। আমি যে উন্মাদ !
তাই বলি, মূঢ় ! যদি স্থির থাকো তুমি,
উন্মাদ হবো না আমি। সুস্থ দুই জনে।
সত্য, মনে দুঃখ পাই, জেনো মহাশয়,
তব আচরণে ভুলি নারীর আচার—
নম্রতা, বিনয় সব—রূঢ় ভাষা বলি।

শোনো পুনঃ বলি সার অকপট বাণী—
আমার এ-মন আমি জানি ভালো মতে।
ভালো মোরে বাসো, কিম্বা নাহি বাসো তুমি,
তাহাতে আমার কিছু এসে যাবে নাকো!
তোমারে অগ্রাহ্য করি, তুচ্ছ করি আমি।
আরো বেশী শুনিবারে চাও যদি, শোনো,
ঘৃণা•• ঘৃণা•••ঘৃণা করি অন্তরের সনে!
বুঝিতে পারিতে যদি তোমা 'পরে ঘৃণা
এ আমার হৃদয়েতে কতখানি আছে!

ক্লোটেন। পিতৃবাক্য-লঙ্ঘনের ফলে করো পাপ!
যার কণ্ঠে বরমাল্য দিয়াছ সুন্দরি—
দিয়া ভাবো, পরিণয় হলো তার সনে—
(দীন-হীন পথের ভিখারী, ভিক্ষাজীবী,
ভিক্ষা-অন্নে পুষ্ট দেহ, জীর্ণ চীর-বাস!)
বিবাহ বলে না তারে! বিবাহের ভাণ!
শুনি নীচ-জনে হয়—নর নারী দোঁহে
নিজে নিজে আত্মদানে বিবাহের ঘটা—
(যার ফলে ভরে পৃথ্বী ভিখারী-জঞ্জালে!)
ভদ্র-ঘরে সে রকম আত্মদান-রীতি
প্রচলিত নাহি—যারে বলিবে বিবাহ!
দাসী-পুত্র—যার কোন পরিচয় নাই—
তার পুত্র—ভাবো, হবে এ-রাজ্যের রাজা?
রাজাসনে বসিবে সে সম্মান-গৌরবে!
সিংহাসনে শৃগাল বসিতে পারে?

ইমোজেন। নীচ,
ইতর, অভদ্র, পশু—এত দর্প কিসে!
হতে যদি দেব-পুত্র সর্ব্বগুণময়—
যাহা আছ, তাহা নয়—সম্ভ্রম-গরবী—
তবু তাঁর ভৃত্য হবে—সে যোগ্যতা নাই!
উচ্চ বংশে হতো জন্ম,—হৃদয় উদার,
শিক্ষাদীপ্ত হতো মন—নম্র শান্ত মতি—
তবু তার পাদুকার যোগ্য নাহি হতে!

ক্লোটেন। পা-পা-পা-পাদুকা! মোরে এত অপমান!
সর্ব্বনাশ হবে তার—আমি রুষ্ট হলে।

ইমোজেন। তব রোষে টলিবে না কেশাগ্র তাহার!
তোমার মাথার চেয়ে তার জীর্ণ চীর—
মোর কাছে মণিতুল্য মহামূল্য, জেনো।
কি সংবাদ পিশানিয়ো?

পিশানিয়োর প্রবেশ

ক্লোটেন। জী-জী-জী-জীর্ণ চীর! সে-সে-সে শয়তান!

ইমোজেন। দাসী মোর রয়েছে ডরোথি—
বলো তারে গিয়া।

ক্লোটেন। জীর্ণ চীর?

ইমোজেন। মূঢ় মূর্খ ইতরের সনে
হেন তর্ক—ঘৃণা হয়! ছি ছি, ক্ষোভ, রোষ!
অপমান মানি! যাও পিশানিয়ো তুমি,
আমার দাসীরে কহো, বাহুর কঙ্কণ
বাহুতে না দেখি! বুঝি, আছে শয্যা 'পরে!
তোমার প্রভুর দান—প্রীতি-উপহার।
রাজার রাজত্ব হতে তা'র মূল্য বেশী;
রাজ্য-বিনিময়ে তাহা দিতে নাহি পারি।
প্রভাতে দেখেছি যেন! ঠিক মনে আছে,
কাল রাত্রে ছিল মোর দুই বাহু ঘেরি—
শিরে ধরিয়াছি তার অমৃত পরশ।
ভয় হয়, সে কঙ্কণ গেল নাকি চলি
তোমার প্রভুর কাছে মোর স্পর্শ লয়ে।

পিশানিয়ো। না, না, হারাবে না।

ইমোজেন। আমারো বিশ্বাস, তাই।
যাও, করো এখনি সন্ধান।

[পিশানিয়োর প্রস্থান

ক্লোটেন। মোরে গালি দাও,
জীর্ণ চীর আমি?

ইমোজেন। বলিয়াছি, অতি সত্য কথা।
তা লয়ে তুলিতে যদি চাহো অভিযোগ,
ডাকো তব জননীরে।

ক্লোটেন। তোমার পিতারে কবো।

ইমোজেন। পারো যদি কয়ো তব মাতার শ্রবণে।
বড় ভালো রাণী-মাতা—করিবে শাসন।
আসি আমি। রোষে করো দন্ত-কিড়িমিড়ি।

[প্রস্থান

ক্লোটেন। শোধ, শোধ, শোধ চাই। এর প্রতিশোধ।
সে-লক্ষ্মীছাড়ার আমি জীর্ণ চীর—বটে!

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

রোম—ফিলারিয়োর গৃহ-কক্ষ

পশথামাস্ ও ফিলারিয়োর প্রবেশ

পশথামাস। কোনো ভয় নাই মহাশয়। জানি স্থির,
সম্রাটের স্নেহ-লাভ যেমন নিশ্চিত—
তেমতি নিশ্চিত মোর প্রেয়সীর মন।

ফিলারিয়ো। সম্রাটের প্রীতি-লাভ হলো কি উপায়ে?

পশথামাস্। কিছু নয়। কাল, কাল—
কাল বলবান!
শীত আসে ধরণীতে কাঁপন তুলিয়া—
সহি তাহা,—অনাগত বসন্তে স্মরিয়া!
এমনি আশায়—তব স্নেহে শোধ দিব, ভাবি।
নৈরাশ্য যদি বা ঘটে—ঋণী সে মরিব।
ফিলারিয়ো। আমার স্নেহের ঋণ?
চিন্তা করো নাকো!
তব সঙ্গ, শিষ্টালাপ—তাহে হবে শোধ।
ভালো কথা, সম্রাট শুনেছে নাম, জানো—
সুমহান্ অগষ্টাশ! সেথা গেছে দূত
কেয়াস লুস্যাশ তাই, রাজবার্ত্তা লয়ে।
মনে হয়—দিবে কর সন্ধি-সর্ত্ত মানি—
অহেতুক এ বিরোধ ঘটাবে বৃটেন?
অমান্য করিলে কথা, বাধিবে সমর:
সে-সমর-স্মৃতি ভাবি—সুস্থ রহিবে না।
পশথামাস। মনে হয়, অদৃষ্ট মানি না বটে আমি—
বাধিবে সমর। সংবাদ মিলিবে ত্বরা,—
রোম-চমূ দলে দলে নামিছে বৃটেনে।
এক ক্রান্তি কর দিবে—মনে নাহি লয়।
মোর দেশবাসী আজি সমর-কুশল।
অভিযানে গেল যবে জুলিয়াশ বীর,
সমরে নিপুণ তবে ছিল না এমন!
জুলিয়াস হেসেছিল রণে অকুশল
দেখি, বাখানিয়া ছিল শৌর্য্য-সাহসেরে।
আজি রণে সুকুশল, একতায় গাঁথা—
অরাতি বুঝিবে কত বৃটেন-বিক্রম।

আয়াকিমোর প্রবেশ

ফিলারিয়ো। আয়াকিমো আসে হেথা।
পশথামাস্। মৃগ-গতি-বশে
স্থলপথে দ্রুত তোমা এনেছে বহিয়া;
সর্ব্ব দিক-বাহী বায়ু পালে দেছে বেগ—
তরী তব এত ত্বরা এনেছে ফিরায়ে!
ফিলারিয়ো। স্বাগত বান্ধব।
পশথামাস্। সংক্ষেপ উত্তর তব—তাই ফেরো
ত্বরা।
আয়াকিমো। দেখিনু প্রিয়ারে তব—
সত্য কথা বটে!
এমন রূপসী আমি কভু দেখি নাই।
পশথামাস্। রূপসীর শিরোমণি! সে রাতুল রূপে
লালসা-লোলুপ-আঁখি পুড়ে ছাই হয়।
আয়াকিমো। পত্র আছে তব তরে।
পশথামাস্। শুভ বার্ত্তা, মানি।
আয়াকিমো। সম্ভব।
ফিলারিয়ো। রোমান দূতে দেখিলে সেথায়?
তুমি যবে ছিলে রাজপুরে?
আয়াকিমো। পৌঁছে নাই।
আসিবে, সংবাদ শুনি লয়েছি বিদায়।
পশথামাস্। সুমঙ্গল সমাচার। অঙ্গুরীর মণি
উজ্জ্বল দেখিছ তুমি? অথবা মলিন?
অঙ্গুলি-ভূষণ তুমি ভাবো না ইহারে?
আয়াকিমো। হারি যদি—তবে বটে দেখিব মলিন!
হারিলে আমার সব হারাবো, তা জানি।
কিন্তু ভালো কথা, আহা, যে যামিনী যাপি
ব্রিটেনে—সংক্ষেপ হোক—অপূর্ব্ব-মধুর!
আর এক রাত্রি যদি পারি যাপিবারে
বিলাস-সম্ভোগে হেন—আরো দীর্ঘ পথ
ফুল্ল চিত্তে পাড়ি দিতে হবো না কাতর।
শোনো বন্ধু, জয় মোর! অঙ্গুরী আমার!
পশথামাস্। আমার অঙ্গুলি তাই দেখি যে শিথিল—
অঙ্গুরী খশিয়া পড়ে!
আয়াকিমো। নারী তব সুখলভ্যা সহজ-সাধনে।
পশথামাস। বাক্য-চাতুরীর নাহি কোন প্রয়োজন!
চাতুরী জানায় তব পরাভব-কথা!
কিন্তু আর রঙ্গ নয়! জানো তুমি ভালো,
এর পরে সখ্য আর রহিবার নয়।
আয়াকিমো। তাই হোক! শোনো মোর
বিজয়-কাহিনী।
সর্ত্ত যদি রাখো, তবে বলি অকপটে।
তোমার প্রিয়ার সাথে হয়েছিল দেখা—
তাহার প্রমাণ, ওই পত্র আনিয়াছি।
কিন্তু শুধু পত্র নয়! নারীত্ব তাহার,
যৌবন-মাধুরী-সুধা—তারো স্বাদ জানি।
পশথামাস্। প্রমাণ! প্রমাণ চাই!
বাক্য তুলে রাখো।
এক-শয্যা'পরে—তার বক্ষে বক্ষ রাখি
যৌবন-পুষ্পিত দেহ করেছ সম্ভোগ—
তাহার প্রমাণ চাই! এই অঙ্গুরীয়—
তোমার এ হবে জেনো—নত মোর শির।
প্রমাণ না দিতে পারো, যে-মুখের ভাষে
তারে অপমান করো কদর্য্য ইঙ্গিতে—
তুচ্ছ তব ভু-সম্পদ—প্রাণ লবো তব।
চাহো যদি, অসি-মুখে ভেটিব তোমায়—
হয় তুমি, নয় আমি—একের বিনাশ।
আয়াকিমো। আমার প্রমাণ সত্য—দৃঢ় সত্য তাহা।

বচন-চাতুরী 'পরে করি না নির্ভর।
কি কথায় প্রত্যয় তা হবে নাহি বুঝি।
কতটুকু বলি, আর কতখানি রাখি!
তবু বেশ, চাহো যদি, করিনু শপথ,—
সত্য ভিন্ন মিথ্যা কভু বলিব না আমি।
যা বলিব—তাহে তব তিল অপ্রত্যয়
রহিবে না, জানি বেশ।
পশথামাস্। বলো, বলো ত্বরা!
আয়াকিমো। সর্ব্বাগ্রে শয়ন-গৃহ—তার কথা বলি।
(সত্য কথা—শয্যা'পরে রাখি নাই দেহ;
তবু সে ঘরের মত ঘর বটে, মানি!
সজ্জিত অপূর্ব্ব সাজে—আঁকা স্মৃতি-পটে)
রেশমে রূপার কাজ—চারু শিল্প-রেখা—
পটবাস দ্বারে-বাতায়নে,—বাসে আঁকা
মিশরের রূপময়ী ক্লিওপেট্রা-মূর্ত্তি—
রোমানের সাথে দেখা প্রথম-নয়নে!
নদী বহে ছুঁয়ে কূল—বুকে আঁকা তরী।
শিল্পীর মোহন তুলি বর্ণ-সুষমায়
আঁকিয়াছে, মনে হয়—চিত্র অপরূপ!
দেখিয়া বিমুগ্ধ হয়ে চাহি তার পানে!
পশথামাস্। সত্য। কিন্তু সর্ব্বজন এই কথা জানে।
হয়তো হেথায় তুমি শুনিয়া গিয়াছ
মোর কাছে!
আয়াকিমো। আরো কথা আছে, বলি, শোনো।
তাহলে বুঝিবে সব।
পশথামাস্। কোনো কথা লুকোয়ো না। বলো সব।
আয়াকিমো। ধূম-নালী আছে
কক্ষের দক্ষিণ প্রান্তে। সে নালীর গায়ে
স্নান-রতা মূর্ত্তি রচা ডায়ানা সতীর।
অপরূপ সেই মূর্ত্তি! ধন্য শিল্পী বটে!
কক্ষমাঝে হেথা-সেথা বহু মূর্ত্তি আরো—
মর্ম্মর, অপর ধাতু দিয়া তাহা রচা—
সে মূর্ত্তি জীবন্ত যেন—দেখি আত্মহারা
বিমুগ্ধ বিস্ময়ে আমি!
পশথামাস্। মূর্ত্তি-বিবরণ
বৃটেনে অজ্ঞাত কারো নয়। সবে জানে।
আয়াকিমো। কক্ষ-ছাদ-তলে আঁকা সোনার রেখায়
অপ্সর-অপ্সরী মূর্ত্তি! দুটো মূর্ত্তি তার
দুই পার্শ্বে—পুষ্পধনু কুপিড দেবের।
তাহার রূপালি বাস—দাঁড়াবার ভঙ্গী;
পুষ্পশর ধনু'পরে টানিতে উদ্যত!
পশথামাস্। ইহাতে সম্মান গেছে আমার প্রিয়ার?
ওরে মূঢ়, বৃথা বাক্যে ভুলাইবি কত!
এই গল্পে চিত্ত মোর কভু টলিবে না—
এ কক্ষের সজ্জা-কথা কে-বা নাহি জানে!
চলিত গল্পের মত ঘরে ঘরে রটে!
আয়াকিমো। শোনো তবে—সত্য—
অতি প্রচণ্ড নির্ম্মম—
শেল সম বক্ষে তাহা বাজিবে বিষম।
বিমূঢ় প্রেমিক, নারী-প্রেমে আত্মহারা,
পারিবে রহিতে স্থির? কাঁপিবে না?
ত্যাখো
এ মণি-কঙ্কণ—ছিল মণিবন্ধে তার!

(কঙ্কণ বাহির করিয়া দেখাইল)

ত্যাখো তো কঙ্কণ এই! তার হাতে ছিল?
না, এ গড়িয়াছি? জাল?
পশথামাস। দেখি, দেখি, দেখি!
না—না…দেখিব না! না, না, দেখি আর-বার।
এই তো! এই তো! ঠিক। এ দুই কাঁকণ
পরাইয়াছিনু হাতে বিদায়ের কালে।
আয়াকিমো। আঃ! শুনে বাঁচিলাম। ধন্যবাদ!
সুঠাম সুগোল দুই মণিবন্ধ হতে
এ কঙ্কণ নিজে খুলি দিয়াছে আমায়!
এখনো নেহারি আহা, নয়ন-সম্মুখে
তনুর তনিমা—মুক্ত সর্ব্ব-আবরণ—
রূপের লহরে যেন ঝলিছে বিদ্যুৎ!
অধরে মধুর হাসি—চাহনি বিলোল!
হাতের কাঁকণ খুলি দিল মোর হাতে;
কহিল—লহো হে প্রিয়! ছিল এককালে
এ কঙ্কণ বড় আদরের মোর।
পশথামাস। বুঝি,
আমারে পাঠায়ে দেছে—যাচায়ে পরখ?
আয়াকিমো। পত্রে বুঝি লিখিয়াছে সেই সমাচার?
পশথামাস। না—না—তা তো লেখে নাই—
লেখে নাই হেন!
লহো তবে, লহো অঙ্গুরীয়। (অঙ্গুরীয় দান)
চক্ষুশূল!
কণ্টকের মত বিঁধে আছে অঙ্গুলিতে!
এর 'পরে দৃষ্টি পড়ে—প্রাণ জ্বলে যায়।
না—না—না—না! নারী—নারী—
নারী পিশাচিনী!
সম্মান সম্ভ্রম কোথা? কোথা নিষ্ঠা? প্রেম?
রূপ যেথা—নিষ্ঠা নাই! বিশ্বাস সে নাই!
প্রেম নাই! লজ্জা নাই! কিছু নাই সেথা!
ভালোবাসা ভাণ সেথা—কি করিয়া রবে?

একটি পুরুষ নয়—যেথা দুই জন—
সেথায় রমণী হায়, হবে দ্বিচারিণী !'
একে তুষ্টা কভু নয়—চাহে অন্য জনে !
শত-সহস্রেরে বিনা তৃপ্তি নাই তার !
নারীর বেদনা, মান, প্রেম-কম্প্র বাণী,
পুণ্য, ধর্ম্ম—সব মিথ্যা ! কিছু সত্য নয় !

ফিলারিয়ো। শান্ত হও ! ধৈর্য্য ধরো !
হয়ো না চঞ্চল।
অঙ্গুরী ফিরায়ে লও। কোথা পরাজয় ?
হয়তো কঙ্কণ এই হারাইয়া ছিল !
কিম্বা কে বলিতে পারে—কোনো দাসী তার
উৎকোচের বশে তাহা করেনি হরণ ?

পশথামাস্। তাই ! তাই ! তাই বটে !
সত্য বলিয়াছ !
অপহৃত এ কঙ্কণ—পেয়েছ কৌশলে।
দাও, দাও ফিরায়ে অঙ্গুরী ! কি প্রমাণ আছে
এর চেয়ে আরো সত্য ? অকাট্য কঠিন ?
এ কঙ্কণ—হরণের ধন।

আয়াকিমো। সত্য কহি,
তার সে মৃণাল ভুজ হতে পাইয়াছি।

পশথামাস। সত্য কহ ! ওরে মিথ্যাভাষী,
সত্য কি, তা
জানো কি কখনো ?…না, না, সত্য হবে ! সত্য !
নহো অঙ্গুরীয় ! সত্য, মোর এ কঙ্কণ
হারাতে পারে না কভু। দাসী যারা তার,
ভালোবাসে তারে—খুব সরল-বিশ্বাসী ;
উৎকোচের বশ হবে—সম্ভব তা নয় !
বিদেশীর বাক্যে তারা এ কাজ করিবে ?
না—না। এযে প্রত্যয় না হয় ! বুঝি, সত্য কয়—
তাহারে পেয়েছে ঠিক বাহুর বাঁধনে—
নিলাজ শয্যার রঙ্গে অভিসার-লীলা।
নারীত্ব-হীনার হায়, নারীত্ব-বর্জ্জন—
এ কঙ্কণ—তার পরিচয় ! কেন মিথ্যা কবে ?
চুরি নয় ! চুরি নয় ! স্বহস্তে দিয়াছে—
কামনার বাহ্ন-ধারে সব দগ্ধ করি !

ফিলারিয়ো। অধীর হয়ো না বৎস ! এ কথা আমার
বিশ্বাসের যোগ্য বলি হয় না প্রতীত।

পশথামাস। যাক ! আর চাহি না শুনিতে।
বুঝিয়াছি,
নারীর সর্ব্বস্ব নারী দেছে বিসর্জ্জন !

আয়াকিমো। আরো যদি চাহো তুমি অকাট্য
প্রমাণ—
তাও দিতে পারি, বন্ধু ! মধু বক্ষে তার
যুগল কমল-কলি—ফোটো-ফোটো দেখি !
বাম-বক্ষে কালো তিল—পরাগের গুঁড়া !
চুম্বনে চুম্বনে আমি সেই তিলটুকু
ছিনায়ে অধরে নিতে করেছি প্রয়াস।
ব্যর্থ সাধ—সে-আসন ছাড়িল না তিল।
সে তিল—প্রত্যক্ষ তাহা করেছো নিশ্চয়
নিশীথ-মিলনে তুমি ! মনে নাই ?

পশথামাস। চুপ !
সে তিল কলঙ্ক-রেখা—কালিমায় মাখা !
এত কালি নাই বুঝি নরকের হ্রদে !
শুনিতে চাহি না আর।

আয়াকিমো। চাও, আরো বলি !
এ কথা কত যে দীর্ঘ— তার শেষ নাই !

পশথামাস। থামো—থামো—দীর্ঘ কথা কে চায়
শুনিতে ?
একে লক্ষ শুনা হয় !

আয়াকিমো। মিথ্যা নাহি বলি।
শপথ করিতে পারি।

পশথামাস। কে চাহে শপথ ?
এ কথায় শপথিলে—মিথ্যা এ জানিব।
মিথ্যা যদি বুঝি, তবে এখনি বধিব।
সত্য কথা—তাই তো বাঁচিলে প্রাণে, জেনো !

আয়াকিমো। মিথ্যা কথা কেন-বা বলিব ?
লাভ তায় ?

পশথামাস। আমি—আমি—আমি তারে
পাইলে হেথায়
এ মোর নয়ন-পাশে—হাতের নাগালে—
চূর্ণ করিতাম তার যৌবন-গরিমা—
সদর্প সে-দেহ তার রাখিতাম নাকো !
তাই—তাই—তাই আমি করিব এখন।
যাবো সেথা। যাবো তার পিতার নিকটে।
তার পরে…করিব কি ?…কিছু করা চাই !
কিছু…কিছু…
[প্রস্থান

ফিলারিয়ো। মানিবে না কোনো কথা আর !
তোমার বিজয় বটে ! কিন্তু আমি যাই।
নিজের উপরে রোষ—তীব্র অভিমান !
ভয় হয়, কি করিবে ! কি যে না করিবে !
[প্রস্থান

আয়াকিমো। আমি ! আমি ! কেন ?
কি আমার অপরাধ ?
[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

কক্ষান্তর

পশথামাসের প্রবেশ

পশথামাস। এ ধরায় পুরুষের অন্য গতি নাই !
নারী-পাশে লবে ঠাঁই—করমে সঙ্গিনী।
জন্ম কারো শিষ্ট নয়— সকলে জারজ।
মোর পিতা—হৃদয়ের শ্রদ্ধা-ভরে যাঁরে
নিত্য পূজা করিতাম—কে জানে, সে-পিতা
আমার জনক কি না! যে-নাম প্রকাশ
আমার জনক বলি—সে কেবল ফাঁকি !
অথচ জননী মোর গণ্যা সাধ্বী সতী
সমাজে সবার কাছে! হয়তো সে মিথ্যা !
চক্ষে দেখি—পত্নী মোর বিশ্বাস-ঘাতিনী !
কুণ্ঠাহীনা, পরে করে নিজ-দেহ দান !
ইহার তুলনা নাই! শোধ! প্রতিশোধ
চাহি আমি! নহে এ-জ্বালার নাহি শেষ।
অত প্রেম—সকরুণ বেদনার বাণী—
সেই আঁখি ছল-ছল—এমন কপট ?
ছলনার এত বড় ফাঁদ পাতা শুধু ?
তাহারে ভাবিয়াছিনু নিষ্পাপ নির্ম্মল—
তুষারের মত চিত্ত শুভ্র-সুকুমার !
ওরে, ওরে—দৈত্য-দানা নারকীয় চমূ—
এ পামর আয়াকিমো—নিমেষ-আলাপে—
সত্য ? এ কি সত্য ?···হাঁ, হাঁ, সত্য এ নির্ম্মম—
অতি-ক্রূর সত্য ইহা—ক্রূর মিথ্যা চেয়ে !
রমণীর কাছে হেথা কি চাহে পুরুষ ?
কি-বা পায় ? মিথ্যাময়ী নারী—ছল-ভরা !
চাটু-বাক্য জানে নারী। স্তুতি-প্রবঞ্চনা—
লালসা, প্রমত্ত চিন্তা—নারী শুধু জানে !
হিংসা, লোভ, দ্বেষ, ঘৃণা, বাসনা-কামনা,
প্রতিহিংসা, দর্প, তেজ—সে-সব নারীর !
পথ চেয়ে বসে থাকা—বিদ্যুৎ চাহনি—
অস্ত্র শুধু—পুরুষেরে মৃগয়ার লাগি !
কুবচন, পরচর্চ্চা, ধ্বংস, পাপ, ত্রুটি—
যা কিছু ধরায় ঘটে—নারী তার মূলে !
নরক ভীষণ নয় নারী-চিত্ত হতে !
রমণীরে অভিশাপ দিব ; ঘৃণা-ভরে
নারীরে দেখিব আমি ! দুষ্ট ভূত-প্রেত—
এত অত্যাচার—তারা জানে না কখনো !
বিষময়ী নারী-সম নাহিক পাপিনী !

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বৃটেন—সিম্বেলিনের প্রাসাদ-কক্ষ

সিম্বেলিন, রাণী, ক্লোটেন ও অমাত্যগণের প্রবেশ ;
অন্য দিক দিয়া কেইয়াশ লুশিয়াস ও
অপর লোকগণের প্রবেশ

সিম্বেলিন। বলো এবে—সম্রাট সীজার কি-বা চায় ?
লুশিয়াস। জুলিয়াস সীজার যবে—(আজো তাঁর নাম
লোকের স্মরণে রাজে—সে কীর্ত্তি-কাহিনী
কণ্ঠে-কণ্ঠে উচ্চারিত পশে শ্রুতিমূলে)
ছিলেন হেথায়—এ রাজ্য করিয়া জয় ;
আপনার খুড়া-রাজা শ্রীক্যাশিবিয়ান
(সীজারের স্তুতি-গানে পঞ্চমুখ যিনি)
এ আসন পেয়ে তাঁরে জোগাতেন কর—
রোম-রাজ-কোষে বর্ষে সহস্র পাউণ্ড।
সে কর রাজন্, তুমি করোনি প্রদান।
রাণী। এ কর বৃটেন কভু দিবে নাকো আর।
ক্লোটেন। লক্ষ সে সীজার যদি বসে রাজাসনে,
জুলিয়াস বসিবে না আর—বেশ জানি।
অর্থ বুঝিয়াছ দূত ? আমাদের নাক—
এ নাক আঁটিব মোরা—কেন দাম দিব ?
রাণী। সেবারে সুযোগ খুব পেয়েছিল রোম—
সে সুযোগ নাহি আর। রণে সুকুশল
বৃটেনের সৈন্য আজ—মনে রেখো দূত !
রাজন্, তোমার পূর্ব্ব পিতৃ-পিতামহ
শৌর্য্যে দড়—সৈন্য ছিল সাহসে অতুল—
তবু সে ঝড়ের দোলা—সাগর-তরঙ্গে,
গিরি-গাত্রে বহু পোত আঘাত পাইয়া
জলমগ্ন হলো ; তাই লভিয়া সুযোগ
সীজার হেলায় রাজ্য করেছিল জয়।
সে আবার জয় কোথা ? সৈন্য জলে ডোবে—
যুদ্ধ আর হলো কোথা ? গর্ব্ব-ভরে কহে,
আসিলাম, দেখিলাম, জিতিলাম ! মরি !
হীন দর্প ! আমি নারী—শুনি লজ্জা হয় !
সেদিন নাহিক আর—কেন দিবে কর ?
তোমার পিতৃব্য ছিল বুদ্ধিতে নিপুণ—
কর-লোভে লুব্ধ করি তাড়ালো সীজারে—
সুযোগ দানিতে শুধু ব্রিটেনের লোকে
সমর-বিদ্যায় হতে তেজী সুনিপুণ।

ক্লোটেন। শোনো বাপু, সে খাজনা জোগানো আর হবে না! খাজনা বন্ধ! তোমাদের চেয়ে আমাদের রাজ্য ঢের বেশী মজবুত। আর ঐ যা বলেচি, জুলিয়াশ সীজার মরে গেছে—তার আর ফেরবার আশা নেই! এ কথায় তোমাদের নাক বাঁকা হতে পারে—কিন্তু আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ভারী সিধে—শাণানো!

সিম্বেলিন। রাজ্ঞীরে কহিতে দাও—যেই কথা আছে।

ক্লোটেন। রাজা ক্যাশিবিয়ানের মত বুদ্ধি কি আর কারো নেই, বাপু? আছে! তা ছাড়া সামর্থ্য! সে লোক হেঁ হেঁ আমি—তা বলতে চাই না! তবে হ্যাঁ, আমারো দু-দুখানা হাত আছে। আর সে হাতে···বলো তো বাপু, কেন দেবো আমরা খাজনা? কেন দেবো? সীজার যদি ঐ সূর্য্যিখানিকে কম্বল-চাপা দেন, কিম্বা চাঁদকে বগল-দাবায় লুকিয়ে রাখেন,—তাহলে হ্যাঁ, আলোর জন্য আমরা তাঁকে খাজনা জোগাতে বাধ্য হবো!···নাহলে খাজনা দেওয়া চলবে না বাপু—খাজনা বন্ধ!

সিম্বেলিন। জেনো সার—যে অবধি মোরা কর দিছ
দুরন্ত রোমানে—তার পূর্ব্বে ছিনু মোরা
সম্পূর্ণ স্বাধীন, মুক্ত! সীজারের সাধ
(দর্পভরে স্ফীত হয়ে ধরণীর কূলে)
রুখেছিল প্রমত্ত বিক্রমে; স্পর্শে তার
পরাভব মানি মোরা হয়েছিনু নত।
আজ আর নতি নয়। বিক্রমে আমরা
রোমানের প্রতিদ্বন্দ্বী—হঠিব না কভু।
আজ মোরা মুক্ত—নহি রোমের অধীন।
নিজ-শক্তি, রাখি মোরা তাহাতে নির্ভর—
রোম যদি রুষ্ট হয়—তুচ্ছ করি রোম!
বৃটেন মোদের—মোরা বৃটেন-সন্তান!

লুশিয়াস। ব্যথা পাই—দুঃখ হয়—রাজা সিম্বেলিন,
অগষ্টাশ হলো অরি! (বহু বীর রাজা
আজো নতশিরে মানে প্রাধান্য তাঁহার—
আজ্ঞাবহ দাস-সম ভাবে আপনারে।)
লহো তবে সমাচার—বাধিবে সমর;
শান্তি ও শৃঙ্খলা সব হবে তাহে নাশ।
সীজারের নাম লয়ে করি হে ঘোষণা—
সমর—সমর হবে; নাহি হবে আন।
এ মোর বচন—জেনো রোম-সম্রাটের
আদেশ···সর্ব্বথা তাহা শিরে ধরি মোরা!

সিম্বেলিন। তথাপি স্বাগত, বীর! সীজার আমারে
বহু-মানে সম্মানিত করেছিল—জেনো।
আমার যৌবনে বহু বহু বর্ষ-মাস
তাঁর পাশে সুখে মোর কাটিয়াছে, জানো?
মর্য্যাদা-সম্মান-বোধ তাঁর পাশে শেখা।
আজি সে মর্য্যাদা আমি করিব রক্ষণ।
স্বাধীনতা লাগি আজি এই অস্ত্র ধরি—
না ধরিলে কাপুরুষ হবো হেয় ঘৃণ্য!
সীজার করিবে ঘৃণা হেন হেয় জনে!

লুশিয়াস। তাই হোক—যুদ্ধ হোক!

ক্লোটেন। মহারাজ কত মহৎ—দেখচো তো? তবু অতিথি এসেচো—দু'দিন আমাদের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করো! তার পর সম্পর্ক হবে জারকা লেবু—হজমের সুবিধা ঘটবে! আমরা যদি যুদ্ধে মরি—তোমরা আমাদের মাংস খাবে; আর তোমরা যদি মরো—বৃটেনে শকুনি গৃধিনী আছে বিস্তর!

লুশিয়াস। আসি মহারাজ।

সিম্বেলিন। সীজার বুঝিবে ঠিক।
আমি তাঁরে বুঝি যথা—তথা মোরে তিনি।
তথাপি হে বীর দূত, স্বাগত ধীমান!

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদের অন্য কক্ষ

পত্র পড়িতে পড়িতে পিশানিয়োর প্রবেশ

পিশানিয়ো। কি! অসতী! বিশ্বাস-ঘাতিনী নারী
কোন্ সে দুর্বৃত্ত দিল হেন অপবাদ?
হেন মিথ্যা—অসম্ভব! ধারণা-অতীত!
প্রভু! প্রভু! লিওনেটাশ! এ কথা শুনিলে
কার মুখে? সেই—সেই ইতালী বান্ধব!
(অরাতির জাতি, দুষ্ট-জন মিথ্যাভাষী!)
সে গিয়া দিয়াছে হেন মিথ্যা অপবাদ!
অসতী? না! শয়নে-স্বপনে তুমি ধ্যান—
তুমি চিন্তা—তুমি সব—নিজ-সত্তা নাহি!
তার লাগি এই শাস্তি? পত্নী-সম মন্ত্র—
পত্নী—দেবী; তাই সহে এতেক লাঞ্ছনা!
তুমি পাশে নাই—আজি আছ নির্ব্বাসনে!
দীন তুমি—তারো চেয়ে দীনা ভিখারিণী!
আমারে আদেশ দেছ হত্যা করিবারে!
পাপিনী সাপিনী নারী! আমি লবো প্রাণ!

কার প্রাণ? দেবতার! রক্ত নিতে হবে!
প্রভুর আদেশ এই! আদেশ-লঙ্ঘনে
পাপ হবে! হোক্ পাপ! না মানিব আমি।
না মানিলে যেই পাপ, সে পাপ করিব।
আদেশ-পালনে পুণ্য—সে পুণ্য চাহি না।
লিখিয়াছ—"হত্যা করো —রক্ত লয়ো তার।
তাহারে লিখেছি পত্র—পত্রে যে আভাস—
তার ফলে হত্যাকাণ্ড সাধিবে সহজে!"
ওরে লিপি লক্ষ্মীছাড়া, হতভাগা লিপি,
যে-কালিতে লেখা তুই—তার চেয়ে কালো
এত কালি মেখেছিস—চেতনা-বিহীন
ক্ষুদ্র কাগজের খণ্ড!...ওই আসে দেবী!
কি পত্র লিখেছে ওঁরে—কিছুই জানি না।

ইমোজেনের প্রবেশ

ইমোজেন। কি সংবাদ পিশানিয়ো?
পিশানিয়ো। পত্র দেছে প্রভু!
ইমোজেন। কার পত্র? প্রভুর? স্বামীর?
জ্যোতিষী তো ঠিক বলেছিল—পত্র পাবো।
কুশল তাঁহার? দাও, দাও। দেব-কৃপা!
জানি, জানি—দেহে মনে সুখ-স্বস্তি নাই!
বিচ্ছেদ-বেদনা—জানি! জানি তাঁর মন—
কত সে কাতর!...দেখি, দাও পত্র তাঁর—
আনন্দের কোন্ সুর আনিল বহিয়া!
...হে দেবতা—কৃপা করো। কুশল...কুশল!

(পত্র পাঠ)

"কঠিন বিচার আর তোমার পিতার রুদ্ররোষ আমার বুকে তত বাজেনি, যতখানি বেজেছে তোমার অদর্শন! হে আমার প্রিয়া, তোমাকে জানাইতেছি—মিলফোর্ড হাভেন প্রদেশে ক্যাম্ব্রিয়ায় আমি আছি। তোমার প্রেম-সিক্ত মন তোমাকে যে ইঙ্গিত দিবে, তাহাই করিয়ো; তুমি সুখী হও—তোমার বিশ্বাস হোক অটল, আরো সুগভীর।

লিওনেটাস পস্‌থামাস"

ঘোড়া! ঘোড়া! পক্ষিরাজ ঘোড়া এনে দাও!
পাখায় করিয়া ভর নিয়ে যাবে মোরে!
পিশানিয়ো, শুনিয়াছ, কোথা তব প্রভু?
মিল্‌ফোর্ড হাভেন, জানো? জানো কত দূর?
ছাখো, এই ছাখো, তাঁর পত্র পড়ে ছাখো।
শুনেছি সপ্তাহকাল হাঁটা-পথে যায়।
অপরে যদি তা পারে, আমিও পারিব।
এক দিনে—এক দিনে যাবো। যেতে পারি।
নিয়ে যাবে? দেখো তুমি, এক দিনে যাবো।
চলো পিশানিয়ো, চলো। কেন বা নীরব?
চেয়ে আছ মুখপানে? ভাবিতেছ, বুঝি—
এ আমার মিছা চিন্তা! সত্য, তাহা নয়।
তুমিও আকুল, জানি, দেখিবারে তাঁরে—
কিন্তু কি বুঝিবে তুমি মোর আকুলতা!
ঢের ঢের বেশী এ-যে—এর সীমা নাহি!
কত দূরে বলো?...তুমি রহিলে চাহিয়া—
মনে দ্বিধা! পারিব না? ঠিক তা পারিব।
চলো, দোঁহে যাত্রা করি—বিলম্ব সহে না।
পথে যেতে যেতে মোরে বলো সব কথা!
ওয়েল্‌সে এমন ঠাঁই—ছিল মিলফোর্ড!
কিন্তু তার পূর্ব্বে ভাবি—কেমনে বা হই
প্রাসাদ-বাহির! রক্ষী সতর্ক চৌদিকে।
কিসে ফাঁক পাই? কোথা? যদি ধরা পড়ি?
বলিব—'আসিব ফিরে'। কিন্তু হায়, ভাবি,
প্রাসাদ-বাহিরে পথে কেমনেতে যাই!
যদি প্রশ্ন ওঠে—তার কি দিব উত্তর?
কিন্তু সে পরের কথা—পরে তা কহিব।
কথা কও! কথা কও! এখনো নীরব!
কত দীর্ঘ হবে পথ? ক'পহরে যাবো?
পিশানিয়ো: জানি দেবি, চিত্ত-বেগ কত সে প্রবল!
যত দীর্ঘ হোক পথ—যেতে পারো তুমি!
ইমোজেন। চিত্ত-বেগ! চিত্ত মোর গেছে সেইখানে
চিন্তামাত্রে! দেহ তত দ্রুত নাহি চলে—
সেই তো গভীর দুঃখ! শুনিয়াছি আমি,
অশ্ব চড়ি ক্রীড়া করে অশ্বারোহী দল—
কার অশ্ব কত দ্রুত চলে! বাজি হয়।
সে অশ্ব বিদ্যুৎ-গতি! সে অশ্ব পাবো না?
কিন্তু এ মূঢ়তা মোর! যাও, বলো গিয়া
দাসীরে করিতে ভাণ—যেন তার পীড়া!
ছুটী তার তখনি মিলিবে। কোনো দায়
থাকিবে না আমি চলে গেলে! সেই ভালো।
চলো, চলো...আয়োজন চাই এই মত।
এনে দাও তুমি মোর অশ্বারোহী-বেশ।
নারী আমি, সাজিবে না—সে কথা ভেবো না!
পিশানিয়ো। যাহা ভালো বোঝো, দেবি, করো!
ইমোজেন। বুঝিয়াছি!
বুঝিয়াছি! হেথা নয়! আর হেথা নয়!
তিলেক বহিতে নারি। এ-মন চঞ্চল!
এখানে আকাশ শুধু কুয়াশায় ভরা—
দৃষ্টি চলে না কো। চলো, চলো পিশানিয়ো।

যা হবার তাই হবে—সে কথা ভাবি না !
চলো ত্বরা—করো মোর আদেশ পালন।
এ গৃহ ছাড়িয়া যাবো—তুমি হবে সাথী।
বেশী কথা বলিবার নাই ! শুধু জানি,
মিলফোর্ড···মিলফোর্ড ! সেথা পঁহুছিতে
হবে। সে দুর্গম হোক ! তবু আমি যাবো।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

ওয়েলস্—গুহা-সমন্বিত পার্ব্বত্য প্রদেশ

(বেলারিয়াস, গিডেরিয়াস ও আর্ভিরেগাশের প্রবেশ)

বেলারিয়াস। চমৎকার দিন। ছাদে মাথা ঠেকে।
নীচু ছাদ !
এ সময় গৃহে থাকা অতি অনুচিত।
মাথা নীচু করো বৎস, এসো বাহিরিয়া।
কি শিখায় জানো এই ক্ষুদ্র ঘরখানি ?
প্রাতে নত শিরে স্বর্গে জানাও প্রণতি !
রাজ-প্রাসাদের দ্বার উচ্চ, অতি-উচ্চ—
দৈত্য-দানা-রক্ষ পারে করিতে প্রবেশ ;
উষ্ণীষ, মুকুট শিরে চলে লোকজন ;
শিরে সূর্য্য দেখে নাকো উষ্ণীষের ভারে ;
প্রণতি দূরের কথা ! সুন্দর আকাশ,
দীন গিরি-বাসী—তবু পরুষ আচার
তোমারে করি না কভু দর্পী জন সম।
গিডেরিয়াস। প্রণাম আকাশ।
আর্ভিরেগাশ। হে আকাশ, নমো নমো !
বেলারিয়াশ। মুক্ত এবে গিরি-বন।
ওঠো গিরি'পরে—
তরুণ চরণ তব—আমি নীচে রহি।
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হতে চা'বে যবে নীচে,
মনে হবে মোরে যেন অতি-ক্ষুদ্র পাখী !
ও গিরি—শিক্ষার পীঠ ! বলিয়াছি আমি
গিরিশৃঙ্গে বিচরিয়া—স্মরিয়ো কাহিনী—
যে-কাহিনী বলিয়াছি নিত্য দোঁহা পাশে—
রাজসভা,—রাজপুত্র—রণ-বন্দী যত !
এই হাসিখেলা বৎস, হাসিখেলা নয়—
এ যে শিক্ষা তোমাদের তরুণ জীবনে ;
বিজনে যা কিছু ত্যাখো—তাহে শিক্ষা মেলে।
এ জীবন খুব বড়—রাজসভা-মাঝে
বাঁধা কথা, বাঁধা হাসি, চাটুবাক্য হতে
অনেক সে বড়, জেনো। সম্পদ মহান !
ঋণে বিজড়িত—তবু সম্পদে-ভূষিত
বড় বড় সভাসদ ; তাহাদের চেয়ে
এ জীর্ণ চীরের মূল্য ঢের বেশী, জেনো।
এ জীবন—এর বৎস, নাহিক তুলনা।
গিডেরিয়াস। বহু দেখিয়াছ প্রভু—তাই এত জানো।
মোরা ক্ষুদ্র বন-পাখী—জানি এতটুকু !
সুখে আছি—কোনো দুঃখ নাহিক হেথায়।
দুঃখ কি—জানিনা তাহা। প্রশান্ত নির্ম্মল
এ জীবনে অভাব কি ? তাহাও বুঝি না !
তুমি কত দেখিয়াছ—বিপুল জীবন !
সে জীবন ভালো হলে, এ জীবনে কভু
সুখে আছ বলিতে কি পারিতে কখনো ?
মোরা মূঢ়, দৃষ্টি চলে বনসীমাটুকু !
বনে ঘুরি—শয্যা'পরে পরম বিশ্রাম !
এর বেশী নাহি জানি ; তবু ভালো আছি।
আর্ভিরেগাশ। কিন্তু যবে বুড়া হবো, পক হবে কেশ
তোমার মতন—তবে কি কথা বলিব ?
কত কথা বলো তুমি—দেশ-বিদেশের—
কত না রাজ্যের, প্রভু, বড় ভালো লাগে।
ভাবি আমি, বড় হলে এ সকল কথা
এমন করিয়া বলা—কেমনে বলিব ?
কিছু তার দেখি নাই—সব শোনা কথা !
অপরের কাছে মূক, রহিব নীরব.
শুনি, আছে ছটা ঋতু গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত।
গ্রীষ্মে খুব দাহ ; শীতে প্রবল কম্পন ;
বরষায় বারিধারা ঝরে অবিরাম।
আমরা হেথায় আছি, দেখি এক ভাব।
কিছু আর জানিবার মেলে না সুযোগ !
জানি যুদ্ধ—ক্ষুধাতুর হিংস্র পশু যবে
মোদেরে গ্রাসিতে চায়, মোরা অস্ত্র হানি।
শক্তি শুধু মৃগয়ার চরম বিকাশ !
পিঞ্জর-পাখীর মত গুহা-বদ্ধ জীব।
বেলারিয়াস। এ কি কথা ! নগর দেখিতে চাও তুমি ?
নগরের বায়ু—তার পরিচয় জানো ?
রাজসভা সে কি ঠাঁই—জানো কি স্বরূপ ?
সে সভায় থাকা দায়—ছাড়া আরো দায় !
উচ্চ পদ খুব কাম্য ; উঠিলে পতন।
পিচ্ছিল—পিচ্ছিল বড় ! পদে পদে ভয়,
যত উঠি, তত ভাবি, পড়িনু এবার !
এ আতঙ্ক বুকে রহে কাঁটার মতন !
যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধে জয়—বড় সে শ্লাঘার !
সে শ্লাঘার লোভে শুধু বিপদের পিছে
বিপদ খুঁজিয়া ফেরা—কি যাতনা তার !

খ্যাতি-মান—তার লোভে সবে আত্মহারা !
কেবল সাধনা চলে ; সেই খ্যাতি মান—
জলবিম্ব সম খুঁজি ; নিমেষে মিলায় ।
মৃত্যু আসে ; খ্যাতি যায়,—দেখে না সে চাহি ।
মরণের পরে কারো অভীষ্ট কখনো
ফলকে দু'ছত্র লেখা। কি প্রকাণ্ড ফাঁকি !
এই শুধু! ভালো করো, নিন্দা সে মিলিবে ।
হায় বৎস, এ কাহিনী আমার জীবনে
শিরায় শিরায় লেখা—লেখা মুখে-চোখে ।
অঙ্গে মোর অস্ত্রলেখা—প্রমত্ত যৌবনে
আমার শৌর্য্যের খ্যাতি গাহিত সকলে ।
সিম্বেলিন—কত প্রীতি ছিল মোর পরে !
শৌর্য্য-বীর্য্য-সাহসের হলে প্রয়োজন
আমার আহ্বান ছিল সকলের আগে !
তখন ছিলাম আমি তরুণ পাদপ,
শাখে শাখে ফুল-ফল অজস্র ফলিত ;
পত্রে ছিল ঘন ছায়া ; বৈশাখের দাহ—
মোর স্নেহ-তলে সবে মুছিত নিমেষে !
তার পরে এলো নিশা ঝঞ্ঝা-বায়ু সাথে—
যেন সে প্রবল দস্যু—যাহা খুশী, বলো—
দিল দোল, শাখে-শাখে উঠিল কম্পন !
পত্র ফুল-ফল সব ঝরিল কোথায় !
শাখা-পত্রহীন শুষ্ক করিল আমারে,
শূন্য দীন—জীর্ণ, একেবারে ।

গিডেরিয়াস । হায় ভাগ্য !

বেলারিয়াস । আমার কি অপরাধ ? কিছুই ছিল না ।
(এ কথা বলেছি বার-বার ! মিথ্যাবাদী
দুষ্ট দুটা সিম্বেলিনে কহিল গোপনে—
আমি নাকি ষড় করিয়াছি—নীচ ষড়
রোমানের সনে—তাদের কৃপার প্রার্থী !
অমনি আদেশ হলো—নির্ব্বাসন ! ব্যস্ !
যত সেবা, যত কাজ—সব ভুলে গেল ।
বিশ বর্ষ···বিশ বর্ষ আছি এই বনে,
এ গিরি-কন্দরে বৎস—এ মোর নিখিল—
মুক্তির বাতাসে শুধু চাহিয়া আকাশে ।
তাঁর দান ও-আকাশ, এই বন, নদী—
তাঁহার মহিমা-মুগ্ধ গাহি তাঁর গান !
কিন্তু না—এ কথা থাক ! যাও গিরি'পরে—
শিকারীর ভাষা নয়, কাহিনী এ নয় ।
মারো মৃগ—ভোজনের আয়োজন করো ।
যার অস্ত্রে মৃগ-বধ—ভোজের সভায়
রাজা সেই ; বাকী জন হবে সভাসদ ।
তবে এই বন-রাজ্যে জেনো, ষড় নাই !
শক্তা, সন্ধা, অভিসন্ধি, গুপ্ত অসি, বিষ—
রাজার সভায়—যাহা ভারী সুপ্রচুর !
যাও দোঁহে—ভূমিতলে পুনঃ দেখা হবে ।

[গিডেরিয়াস ও আর্ভিরেগাশের প্রস্থান

জন্ম-বৃত্তি—কি কঠিন রোধ করা তায় ।
নিসর্গের প্রাণ-শিখা নিভে যাবে, ভয় !
এরা দোঁহে জানে নাকো—রাজপুত্র এরা!
স্বপ্নে কভু সিম্বেলিন ভাবে নাকো, আজো
জীবিত রয়েছে এরা ! দুজনেই জানে,
আমার তনয় দোঁহে । দীন-সম বনে
লালিত দুজনে—গুহা-শিরে মাথা ঠেকে,
তথাপি বাসনা ওঠে প্রাসাদ-চূড়ায় !
প্রকৃতি টানিছে উচ্চে, যত নীচে থাক্ !
পলিডোর জ্যেষ্ঠ পুত্র—বৃটেনের রাজা ;
একদিন রাজাসনে লবে রাজ্যভার—
সিম্বেলিন রাখে নাম গিডেরিয়াস । বাঃ !
শিলাসনে বসি কহি যৌবন-কাহিনী—
কত যুদ্ধ, কি বীরত্ব করেছি একদা—
সারা চিত্ত দিয়া শোনে, আমার সে-কথা
বলি যবে—শত্রু-শির পাড়ি ভূমি-তলে,
সে শিরে চরণ রাখি—রাজ-রক্ত ফুঁশি
ফুলিয়া বহিয়া যায় দু কপোল বহি—
তেজে রক্ত দীপ্ত আঁখি দেখি জ্বল-জ্বল !
দুই বাহু দৃঢ় হয়—কি দর্প-ভঙ্গিমা !
কনিষ্ঠ ক্যাড্ওয়াল—(সত্য নাম তার
আর্ভিরেগাশ)—আমার বচনে
প্রাণ যেন দেয় ঢালি— উজল নয়ন !
ঐ···ঐ খেলা সুরু ! হায় সিম্বেলিন,
অন্তর্য্যামী দেব আর মোর চিত্ত জানে,
অন্যায় করিয়া মোরে দেছ নির্ব্বাসন ।
তাই আমি রোষ-বশে—প্রতিবিধিৎসিতে
শিশু-পুত্রদ্বয় তব করেছি হরণ ।
আমারে সর্ব্বস্ব-হারা করেছ যেমন,
রাজ্য অধিকারী হতে তোমারে বঞ্চিত
করেছি তেমনি আমি ! আমার পত্নীরে
দুজনে জননী জানে ! সমাধির পাশে
তার—নিত্য রাখে পুষ্প-ভার দুইজনে ;
স্মরে দেবতায়, তাঁর আত্মার কল্যাণে ।
আমি বেলারিয়াস—নাম কেহ নাহি জানে ;
নিয়াছি 'মর্গান' নাম—সেই পরিচয় ।
আমি উহাদের পিতা !···খেলা হলো শেষ !

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

মিলফোর্ড-হাভেন-সন্নিহিত প্রান্তর

পিশানিয়ো ও ইমোজেনের প্রবেশ

ইমোজেন। যাত্রাকালে বলেছিলে—অতি-সন্নিকট
সেই স্থান। এ যে দেখি অফুরাণ পথ!
জানো কি, অধীর আমি কত, পিশানিয়ো?
মোর জন্ম-পূর্ব্ব-ক্ষণে বুঝি মাতা মোর
আমারে দেখিতে এত হয়নি অধীর!
পিশানিয়ো! পিশানিয়ো! বলো, কোথা তিনি?
কি ভাবিছ? হেন দৃষ্টি কেন ও-নয়নে?
কেন ওই দীর্ঘশ্বাস? কেন বা নীরব?
বলো, বলো—চিত্ত মোর অতীব ব্যাকুল।
একে পথশ্রান্ত আমি—তব এই মূর্ত্তি—
এ আবার কি-বা দাও? লিপি! এ কাহার?
ছল-ছল দুই আঁখি—হাত কেন কাঁপে?
প্রসন্ন বারতা যদি—কেন হাসি নাই?
অমঙ্গল বার্ত্তা যদি—না, না, কাঁপিয়ো না!
এ যে প্রিয়-হস্তলিপি! ইতালীতে বুঝি?
কি কুহকে ইতালী সে ভুলাইল তাঁরে?
বিপদ ঘটিল কিছু? বলো, কথা কও।
পত্র পড়িব না—বলো মুখের ভাষায়।
পিশানিয়ো। পড়ো দেবি পড়ো।
মুখে বলিতে নারিব;
বুঝিবে—কি দীন আমি, ভাগ্য কত ক্রূর!
ইমোজেন। (পত্রপাঠ) "আমার শয্যায় তোমার প্রভু-পত্নী আমার মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছে—বিলাসিনী বার-বনিতার আচরণে! তার প্রমাণে আমার বক্ষ আজ রক্তাক্ত হইয়াছে। এ আমার দুর্ব্বল মোহ বা অলীক অনুমান মাত্র নয়—এ পাপের অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছি। আমার ব্যথার মত সুগভীর সে প্রমাণ! সে প্রমাণ আমার জিঘাংসার মত সুনিশ্চিত। সে জিঘাংসা-সাধনের ভার—পিশানিয়ো, তুমি আমার একান্ত ভক্ত—তোমার হাতে দিলাম। তুমি যদি তার মত বিশ্বাস ভঙ্গ না করিয়া থাকো, তবে এ কাজ নিশ্চয় করিবে। তোমার ঐ হাতে তার প্রাণ লইবে! তার সুযোগও তুমি পাইবে মিলফোর্ড-হাভেনে। আমি তার ব্যবস্থা করিব। সেজন্য আমি তাহাকে পত্র লিখিয়াছি। যদি তাহাকে বধ করিতে কম্পিত হও, তবে বুঝিব, তার এ দেহ-বিক্রয়ের ব্যাপারে তুমি সাহায্য করিয়াছ—এবং তুমিও তাহার মত বিশ্বাসঘাতক।"
পিশানিয়ো। কাহারে হানিব অসি! শাণিত ও-লিপি
কণ্ঠ ছিন্ন করিয়াছে, হায়। মিথ্যা কথা!
মিথ্যা এই অপবাদ! ইহার আঘাত
ক্ষুরধার অসির আঘাত হতে তীব্র—
তীক্ষ্ণতর! এর বিষে সর্ব্ব-বিষ হারে।
এ লিপি-পরশ-বায়ু সমগ্র নিখিলে
বিষাক্ত জর্জ্জর করি মৃত্যু দেয় আনি।
রাজা, রাণী, সেনাপতি, সেনানী বা প্রজা,
দাস-দাসী, মাতা-কন্যা,—যে যেখানে আছে
সমাধি-শয়নে সুপ্ত, মৃত—সর্ব্ব প্রাণী
এ বিষের বাষ্পে কাঁপে মূর্চ্ছাহত হয়ে!
ধৈর্য্য হারায়ো না দেবি!
ইমোজেন। কলঙ্কিনী আমি!
শয়ন-বাসরে তাঁর লেপিয়াছি কালি!
মিথ্যাময়ী নারী!...কলঙ্ক কাহারে কয়?
তাঁর শয্যা'পরে জাগা বিনিদ্র-যামিনী
তাঁর ধ্যানে? তাঁরে স্মরি অশ্রু-ভরা আঁখি?
যদি নিদ্রা আসে, তবে নিদ্রা-বশে কভু
দুঃস্বপ্নে তাঁহারে হেরি তীব্র আর্ত্তনাদ?
নিদ্রা-ভঙ্গে কেঁদে সারা?
এই কি কলঙ্ক?
তাঁহার বিশ্বাস এতে টোটে?
পিশানিয়ো। দেবি!
ইমোজেন। কলঙ্কিনী আমি! অসতী তোমার প্রিয়া!
বুঝিয়াছি—ইতালী-বান্ধব আয়াকিমো—
এ তাহার কাজ! দেছে মিথ্যা অপবাদ।
তখনি দুর্জ্জন বলি হয়েছিল জ্ঞান!
এবে মনে লয়... ঠিক! ঠিক! আয়াকিমো!
কিম্বা ছলাময়ী কোন ইতালীর নারী—
সত্য যার সত্য নয়, শুধু পটে লেখা—
প্রতারিত করিয়াছে তাঁরে—মোর ছবি
তাঁর চিত্তে হতে চায় উপাড়ি ফেলিতে!
চূর্ণ করি দিতে চায়! সরল অন্তর
প্রিয়তম ভুলিয়াছে! তাই অভিমান!
পিশানিয়ো। কথা আছে, দেবি!
ইমোজেন। পূর্ব্বে ঘটেছে এমন—
যুগে যুগে নারী-চিত্তে পুরুষের ভ্রম!
এনিশ পেয়েছে অবিশ্বাস; সাইনন
হেন দুঃখে অশ্রুধারা ঢালিয়াছে কত!
একদিন প্রিয়তম বুঝিবে এ ভ্রম—
এই অপবাদে মিথ্যা জানিবে নিশ্চয়।
পিশানিয়ো, প্রভুভক্ত অনুচর তুমি—
প্রভুর আদেশ তুমি করহ পালন।

দেখা হলে বলো তাঁরে, বহু মানে শিরে
এ আদেশ ধরিয়াছি—অকম্প্র হৃদয়ে!
দাও মোর করে অসি—হৃদয়-মন্দিরে
যেথায় আসন তাঁর—কর হে আঘাত!
ভয় নাই! প্রভু তব হেথা নাই! দেখো,
হেথায় শুধুই ব্যথা—শুষ্ক অশ্রুরাশি!
হানো অসি। শক্তি ধরো, শক্তিমান তুমি—
দুর্ব্বল নহ তো, তবু কেন হাত কাঁপে?
পিশানিয়ো। ওরে হীন অস্ত্র, তুই দূর হয়ে যা রে—
এ হাত কলঙ্কে কালো করিস্ নে তুই!
মোজেন। মরিব। মরিতে চাই। অস্ত্র হানিবে না?
প্রভুর আদেশ নাহি করিলে পালন,
অবিশ্বাসী হবে, জেনো! আত্মহত্যা-পাপ—
সেই পাপ হতে তুমি বাঁচাও আমারে!
নফর, করুণা করো! পাতিলাম বুক।
এ বুক—অসির জেনো, আনন্দ-আধার।
এ বুকে কি আছে, জানো? প্রিয়ের মুরতি!
তাঁর ভাষা, তাঁর স্মৃতি—আর কিছু নাই!
কিন্তু আর কেন? এ যে মিথ্যা মরীচিকা!
হা অবিশ্বাসিনী আমি! পাষাণ নির্ম্মম!
ত্বরা করো—মেষ আজি জানায় মিনতি
ঘাতকে,—কোথায় অস্ত্র? কেন বা শিথিল
শ্লথ তব বাহু! জানো, এই অঙ্গে তব
কোনো ক্ষোভ নাই মোর। রাখো হে বচন!
পিশানিয়ো। হায় দেবি, তুমি নাহি জানো, দুই চোখে
নিদ্রা নাই, স্বস্তি নাই—যে অবধি আমি
পাইয়াছি এই পত্র!
ইমোজেন। পালিয়া আদেশ
নিদ্রা-সুখ, স্বস্তি বুকে লভিবে এখনি।
পিশানিয়ো। তার পূর্ব্বে দুই চক্ষু ফেলিব উপাড়ি।
ইমোজেন। কেন এ আদেশ তবে লয়েছিলে শিরে?
মিথ্যা গল্পে দীর্ঘ পথ কেন বা আনিলে?
কেন, বলো? কেন মিছা দিলে মোরে ক্লেশ?
রাজগৃহে অকারণ জাগালে দুশ্চিন্তা—
সেথা ফিরিবার মুখ রাখিয়া আসিনি!
আশ্রয় যা ছিল সেথা, কেন কেড়ে নিলে?
মৃগেরে বধিবে—তবু বিচলিত মন?
পিশানিয়ো। সময় হরিতে শুধু—উপায়-সন্ধানে।
ঘাতকের ব্রত এই—অতি হীন হেয়!
ধৈর্য্য ধরো—শোনো দেবি!
ইমোজেন। রসনা প্রখর!
বেশ, বলো শুনি! আমি শুনেছি অনেক!
অসতী গণিকা আমি—বার-বিলাসিনী—
অন্য জনে দেহ দিই! এ কথার চেয়ে
তীব্রতর রূঢ়তর কি শুনিব আর?
আর কোন্ বাক্যে আছে হেন তীক্ষ্ণ শেল?
বলো—কি বলিবে!
পিশানিয়ো। রাজগৃহে ফিরিয়ো না!
বুঝেছিনু, ফিরিবে না আর…
ইমোজেন। তাই হেথা আনো
এ প্রাণ লইতে?
পিশানিয়ো। না, না। সে কারণ নয়।
জেনো, আমি নহি কভু অসাধু দুর্জ্জন—
বুদ্ধি যদি থাকে চিত্তে—তা হলে যা বলি,
মঙ্গল হইবে তাহে। এ কথা নিশ্চিত—
প্রভুরে অলীক বাক্যে ভুলায়েছে কেহ!
সে-দুষ্ট তোমার আর আমার প্রভুর
(বিকট তাহার বুদ্ধি) দুর্গ্রহ বিষম!
ইমোজেন। নিশ্চয় রোমের কোনো বিলাস-নায়িকা!
পিশানিয়ো। না, না—নয়,—ধ্রুব এ বিশ্বাস
মোর, দেবি!
যাই হোক—বার্ত্তা দিব প্রভুরে আমার,
হত্যা করিয়াছি আমি; প্রমাণে তাহার
রক্তমাখা নিদর্শন—তা'ও সে পাঠাবো।
রাজগৃহে তুমি নাই, এ বার্ত্তা রটিবে—
আমার কথায় তাঁর ঘটিবে প্রত্যয়।
ইমোজেন। কিন্তু আমি যাবো কোথা?
কোথায় রহিব?
কি করিব? কিবা লয়ে…কি সুখে বাঁচিব
প্রিয়-পাশে মৃতা হয়ে?
পিশানিয়ো। রাজগৃহে গেলে…
ইমোজেন। সেথায় যাবো না ফিরে।
অকরুণ পিতা!
সেথা নয়—আছে সেথা দুর্বৃত্ত ক্লোটেন—
তার দুষ্ট নয়নের বিলোল চাহনি,
মুখে শিষ্ট চাটু-বাণী, প্রেম-নিবেদন
সহিবার নয়—তাহা পারি না সহিতে!
পিশানিয়ো। রাজগৃহে যদি নয়—বৃটেনেও নয়।
ইমোজেন। কোথা তবে? সূর্য্য নাই
বৃটেনের পারে?
দিন-রাত্রি নাই কোথা এ বৃটেন ছাড়া?
এ বিশ্ব বিশাল—তায় বৃটেন গোষ্পদ!
বিপুল হ্রদের বুকে মরালের নীড়!
আর কোনো ঠাঁই চাই বৃটেনের পারে।
পিশানিয়ো। সুখী এই কথা শুনি! রোমানের দূত
লুশিয়াস কাল হেথা আসে মিলফোর্ডে;

ব্যথা-গ্লানি ভুলি যদি ছদ্ম-আবরণে
গোপন করিতে পারো আপনারে, দেবি,
নিরাপদ হবে—পথ মুক্ত সে অবাধ।
চাহো যদি যেতে যথা বসতি প্রভুর,
কাছাকাছি পারো যদি করিতে বসতি—
আচার পরুষ হোক—পাবে পরিচয়
প্রতি পদক্ষেপে তাঁর চিত্তের স্বরূপ।

ইমোজেন। এ উপায় ? নারী আমি
সহজে কুণ্ঠিতা—
পথে যেতে নত হই সরমের ভারে।
তবু…তাই ! তাই হোক। এই মোর পথ !

পিশানিয়ো। ভুল যেতে হবে দেবি,
তুমি সে রমণী !
রমণীর লাজ-লজ্জা, সরম-সঙ্কোচ,
দ্বিধা, কুণ্ঠা, নত ভাব হইবে ভুলিতে !
বুকেতে সাহস চাই—তীব্র দীপ্ত ভাষা
চকিতে অধরে জাগা ! তীক্ষ্ণদৃষ্টি চোখে—
বিরোধে নিপুণ—তকে বহিবে ঝটিকা—
কপোলে দৃঢ়তা—আঁখি নহে ছল-ছল—
বেদনার স্মৃতিজালে ছিন্ন করা চাই।
পুরুষ পরুষ-চিত্ত, কোমলতা-হীন !

ইমোজেন। এ ব্যথায় চিত্ত মোর এবে সুকঠিন।
পুরুষের মত প্রাণ হয়েছে পাষাণ।

পিশানিয়ো। পুরুষ হইতে হবে হাবে-ভাবে, জেনো।
লহো মোর এই বেশ—বস্ত্র, টুপি, জুতা—
কুর্তা, পাতলুন—তাও এনেছি বহিয়া।
প্রভু-সনে দেখা হলে এই ছদ্মবেশে
মিতালী করিতে পারো, যদি মনে লয়—
ব্যথা-অভিমান-ভরে দূরে সরে থাকা—
সে শুধু বেদনা-ভার সুনিবিড় করা !
তার চেয়ে…

ইমোজেন। ভালো, ভালো, বড় ভালো কথা !
তোমার মঙ্গল হোক !—সেনা সাজি আমি।
সে-বেশে সেনার শক্তি পাবো দেহে-মনে ;
ভুলিব আপন সত্তা। এই বেশ ধরি—
ত্যজি রমণীর বেশ। যাও অন্তরালে।

পিশানিয়ো। বিলম্ব উচিত নয়—ত্বরা করা চাই।
বিদায় সম্ভাষ—তার নাহি প্রয়োজন।
মোরে যেতে হবে ফিরে রাজগৃহে ত্বরা—
নহিলে সন্দেহ হবে ! এই পেটি আছে—
রাণী মোরে দেছে—বলে, পরম ওষধি।
দেহ-মন-অবসাদে সেবন করিলে
শক্তি, স্বাস্থ্য হবে লাভ—নূতন জীবন।
নব বেশে সাজো দেবি, বিদায় এখন।
বিধাতা করুন সদা তোমার মঙ্গল।

ইমোজেন। এসো। আমি ভুলিব না এই উপকার

[উভয়ের বিভিন্ন দিকে প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

সিম্বেলিনের প্রাসাদ-কক্ষ

সিম্বেলিন, রাণী, ক্লোটেন, লুশিয়াস, অমাত্যগণ
ও অনুচরগণের প্রবেশ

সিম্বেলিন। এই স্থির। বিদায় এখন।

লুশিয়াস। তাই হোক !
হে রাজন্ ধন্যবাদ প্রদানি তোমায়।
সম্রাট আদেশ দেন ফিরিতে অচিরে।
ব্যথা পাই—তোমার এ শত্রু-পরিচয়
সম্রাটেরে দিতে হবে।

সিম্বেলিন। বৃটেনের প্রজা
অধীনতা-পাশ—তারা মানিবে না আর।
অধীনতা শিরোধার্য্য করি যদি আমি,
রাজা হয়ে রাজা রবো নাকো !

লুশিয়াস নিবেদন,
মিলফোর্ডে নিরাপদে যাহে যেতে পারি—
সাথী যদি দাও পথে ! আসি রাজ-রাণী।
কুশলে রহুন দেবি।

রাণী। হউক কুশল।

সিম্বেলিন। রাজদূত লুশিয়াসে হে অমাত্যগণ,
সসম্মানে বিদায়-সম্ভাষো। তব হস্তে
দিনু ভার—তাঁর মান-সম্ভ্রম রাখিবে।
বিদায় হে রাজদূত !

লুশিয়াস। হাতে হাত রাখি।

ক্লোটেন। বন্ধু—বন্ধু বলি মানি ! তবু আজ হতে
আমার এ হাত জেনো অরাতির হাত।

লুশিয়াস। যুদ্ধ-ফল ভাবিবো নিহিত। আসি তবে।

সিম্বেলিন। সেভার্ণ নদীর পারে পঁহুছায়ে দিয়ো
রাজদূতে—তবে সবে আসিবে ফিরিয়া।
নমস্কার রাজদূত ! পথ তব শুভ হোক !

[লুশিয়াস ও অমাত্যগণের প্রস্থান

রাণী। কুঞ্চিত করিল ভুরু—সম্মান ইহাতে।
সুযোগ দিয়াছি মোরা ভুরু-কুঞ্চনের।

ক্লোটেন। ভালো ! খুব ভালো ! মোরা ইহাই তো চাই

সিম্বেলিন। সম্রাটে লিখেছে পত্র ; দিয়াছে পাঠায়ে
লুশিয়াস—হেথাকার সর্ব্ব সমাচার।
সমুচিত আমাদের—যত সেনাদলে
উদ্যত প্রস্তুত করা—রথ-অশ্বারোহী।
নিশ্চয় গালিয়া হতে অভিযান সুরু
করিবে সম্রাট ; সেথা মজুত সেনানী।
রাণী। এ নহে স্বপন-কথা—ত্বরা করা চাই।
দুর্ভেদ্য অটল করো মোদের বাহিনী।
সিম্বেলিন। এমনি ভাবিয়াছিনু! মোরা ঠিক আছি।
পূর্ব্ব হতে আয়োজন করিয়াছি তাই।
কিন্তু রাণী, ইমোজেন? তারে নাহি দেখি।
রোমান দূতেরে সে তো দেখা নাহি দিল!
এ তার উচিত ছিল! সবে তুচ্ছ করে।
বিরূপ হলেও চিত্ত—এ নহে উচিত,
কর্ত্তব্যে এমন ত্রুটি! লক্ষ্য করিয়াছি!
ডাকিয়া পাঠাও তারে। শুনিবারে চাই
এ তার হেলার হেতু!

[জনৈক অনুচরের প্রস্থান

রাণী। দেখি মহারাজ,
পলথামাস নির্ব্বাসিত যে দিন হইতে
বিজনে লয়েছে ঠাঁই সবার আড়ালে।
এ রোগের প্রতিকার সাধিবে সময়।
কৃপা করো মহারাজ, দাসীর মিনতি,
পরুষ বচনে তারে করো না ভর্ৎসনা।
কন্যা তব—মন তার বড়ই কোমল ;
তব রোষ-অনলেতে শুকাবে লতিকা ;
হয়তো মরিয়া যাবে—ভয় হয় বড়!

অনুচরের পুনঃপ্রবেশ

সিম্বেলিন। কোথা রাজকন্যা? বলো,
কি তার উত্তর?
অনুচর। আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখি রাজ-অধিরাজ
দ্বার বদ্ধ—কোনো সাড়া, কোনো শব্দ নাই
উচ্চে আহ্বানিয়া কেহ না পায় উত্তর।
রাণী। মহারাজ, শেষ মোর সাক্ষাতের কালে
মিনতি জানায়েছিল—থাকিবে একেলা—
মোরা যেন নাহি ডাকি! দেহ সুস্থ নয়।
সে কারণে আপনারে দেয় নাই দেখা—
নিত্যকার মত নতি দিতে পারে নাই।
আমারে বলিয়াছিল, এই নিবেদন
আপনারে জানাইতে! গুরু রাজ-কাজে
সে কথা ভুলিয়া ছিনু।

সিম্বেলিন দ্বার কেন বন্ধ?
কেহ তারে দেখে নাই? মনে যাহা জাগে,
হে দেবতা—মিথ্যা যেন, মিথ্যা হয় তাহা!

[প্রস্থান

রাণী। যাও পুত্র রাজার পশ্চাতে।
ক্লোটেন। ভৃত্যটারে
দুই দিন দেখি নাই চোখে। সত্য কহি।
রাণী। যাও, খোঁজো গিয়া।

[ক্লোটেনের প্রস্থান

প্রভু-ভক্ত ভৃত্য বটে!
যে বিষ তাহার কাছে, যদি লয়ে থাকে,—
তাহলে আপদটার হয়ে গেছে শেষ।
সে জানে, ঔষধি বড়। কেন লইবে না?
কিন্তু এই ইমোজেন? গেল সে কোথায়?
নিরাশ-যাতনা-বশে গৃহ ছাড়িয়াছে—
কোথা স্বামী—চিত্তে নিষ্ঠা—তাহার উদ্দেশে?
তাহলে মরণ স্থির—নয় পথচারী
দুর্বৃত্তের হাতে হবে কলঙ্ক-লাঞ্ছিতা!
তা যদি—আরাম পাই! এই সিংহাসন
এ আমার ; কারো নয়—রাজার মরণে।

ক্লোটেনের পুনঃপ্রবেশ

কি বার্ত্তা তোমার, পুত্র?
ক্লোটেন। সব ফক্কিকার!
নিশ্চয় ভেগেছে কোথা! যাও, ছুটে যাও—
রাজা গো—তোমার স্বামী চটে খুব লাল!
যারে দেখে, তারে বকে—বাপ্ রে আগুন!
কাছে যায়, কার সাধ্য! যাও মাগো, যাও,
বুড়া খেঁকি রাজাটার মাথা ঠাণ্ডা করো!
রাণী। (স্বগত) শুভ বার্ত্তা! সুপ্রভাত বুঝি বা উদয়
চিন্তার তিমির-ঘেরা দুখ-নিশি 'পরে।

[প্রস্থান

ক্লোটেন। ভালোবাসি! তবু কিন্তু রাগ ধরে মনে।
রূপসী সে রাজকন্যা—সুন্দর চেহারা!
এমন চেহারা মোদ্দা দেখি নাই কারো।
এত মেয়ে—পুর-নারী, এত সখী, দাসী—
এ চোখে তো দেখিলাম ; এর জুড়ি নাই!
রঙ বা গড়ন যার যেখানে যা ভালো,
চুনি-চুনি বিধি যেন এরে গড়িয়াছে!
এদের সবার সেরা—যেন টেক্কাখানি!
চেহারায় মরে আছি—তাই ভালোবাসি!
কিন্তু ওই কি যে দোষ—যেই মোরে দ্যাখে,

নয়ন ফিরায়, ভুরু অমনি বাঁকায়,
মুখে ভাষা তাঁর হয়—ঘৃণা-বিষ ঢালে!
কোথাকার ছুঁচো এক ওই পশথামাস—
চাল নাই, চুলা নাই—অন্নদাস বেটা—
তার গলে দিল মালা! আমি পাশে আছি,
চেয়ে দেখিল না! কিম্বা ভুলে গেল প্রেম!
এ-দোষের ক্ষমা নাই—তাই আমি চটি।
না, এ ঘৃণার শোধ আমি ঠিক নেবো,
যেমন করিয়া পারি…

পিশানিয়োর প্রবেশ

কে আসে আবার?
কি গো বাপু মিটি-মিটি দৃষ্টি কেন চোখে?
কাছে এসো—কথা আছে। ঘুরঘুরিছ কেন?
পাজী বেটা, বল্—কোথা গেল রাজকন্যা?
শীঘ্র বল্! নয়, কেঁ-হেঁ যাবি জাহান্নমে।

পিশানিয়ো। যুবরাজ…

ক্লোটেন। মিষ্ট ভাবে…হুঁ হুঁ…ভুলিব না।
বল্, কোথা রাজকন্যা? বলিবি না? বটে!
ও জিভ উপাড়ি কথা করিব বাহির
বুক হতে—তা জানিস্! বল্, শীঘ্র বল্—
পশথামাসের কাছে দেছিস চালান!
সত্য বল্!

পিশানিয়ো। সেখানে কেমনে হায়, যাবে?
কিন্তু এ কি কথা! রাজকন্যা গৃহে নাই!
কখন্ গিয়াছে?…প্রভু মোর আছে রোমে।

ক্লোটেন। প্রভু নয়! প্রভু নয়! রাজকন্যা কোথা?
চালাকি চলিবে নাকো,—বল্ শীঘ্র খুলে—
কিবা তাঁর হলো—বল্ তাই।

পিশানিয়ো। কি বলিব
হুজুর?

ক্লোটেন। হুজুর রাখ! বেটা ভারী ভণ্ড!
না জানিস্, কর্ বেটা তাঁহার সন্ধান।
মনিব—মনিব—তোর মনিবের স্ত্রীর!
বুঝিলি আমার কথা! যদি ঠোঁট নড়ে,
জানিস্, এখনি দেবো ফাঁশির হুকুম!

পিশানিয়ো। দেখেছি তাঁহার গৃহে—তাঁরে দেখি নাই।

(পত্র দান)

ক্লোটেন। পত্র! দেখি। যেতে যদি হয় তার খোঁজে,
যাবো আমি রোমে—ভাগ্যে যা হবার হোক্!

পিশানিয়ো। (স্বগত) নাহলে মরণ কোথা পাবে?
তাই যাও।
রাজকন্যা এতক্ষণে বহুদূর পথ
অতিক্রমি গিয়াছেন! তাহে ভুল নাই।
কি আর বিপদ? ভয়?

ক্লোটেন। চিঠি পড়িলাম।

পিশানিয়ো। প্রভুরে লিখিব, বাক্য করেছি পালন;
রাজকন্যা প্রাণ দেছে। হবে নিরাপদ।

ক্লোটেন। হ্যাঁ রে, এ চিঠি সত্যি? জাল নয়?

পিশানিয়ো। মনে হয়, সত্যি।

ক্লোটেন। হাতের লেখা পশথামাসের বলেই মনে হচ্ছে। তার লেখা আমি চিনি। তা হ্যাঁরে, যদি ভণ্ডুমি না করিস্ তো আমার একটা কাজ কর্ না! বুঝলি, তোকে আর কখ্নো বকবো না, মারবো না—বখশিস দেবো। অনেক বখশিস।

পিশানিয়ো। কি করতে হবে, বলুন।

ক্লোটেন। আমার কাছে চাকরি করবি? সে মনিবের কাছে কাজ করে মাইনে যা পেয়েছিস্, তা তো আর আমার বুঝতে বাকী নেই। আখ, আমার কাছে কাজ করলে মাইনে পাবি। কি বলিস্? কাজ করবি? শুধু একটা কাজ।

পিশানিয়ো। করবো।

ক্লোটেন। হাতে হাত দে—বেঁচে থাক্ বাবা! এই নে বখশিস—টাকার থলি। শোন্, তোর মনিবের পোষাক-টোষাক কিছু তোর জিম্মায় আছে এখানে?

পিশানিয়ো। আছে হুজুর। যাবার বেলায় যে পোষাক পরেছিলেন, সেই পোষাক রেখে গেছেন। আমার কাছে আছে। আমার ঘরে।

ক্লোটেন। আচ্ছা, তাহলে প্রথম কাজ কর্—আগে সেই পোষাক আমায় এনে দে। যা।

পিশানিয়ো। এখনি যাচ্ছি, হুজুর।

[প্রস্থান

ক্লোটেন মিলফোর্ড-হাভেনে দেখা করতে বলেচে। আহাহা, একটা কথা ভুলে গেলেম! আচ্ছা! খেয়াল রাখবো, হুঁ হুঁ, সেই!…আগে তোমার প্রাণ নেবো পশথামাস! আঃ, পোষাকটা যদি পাই! রাজকন্যা এক দিন বলেছিল, আমার চেয়ে পশথামাসের ছেঁড়া পোষাকেরও তার আছে অনেক বেশী দাম! সে কথা আমি ভুলিনি। ঐ পোষাক গায়ে চাপিয়ে…তাকে আমি ভোগ করবো! ভোগ! আগে তার চোখের সামনে পশথামাসকে করবো খুন! তখন দেখবে আমার সাহস আর শক্তি! পশথামাসের ছিন্ন মুণ্ড আমার পায়ের কাছে গড়াবে—তার পর

সেই কাটা দেহের সামনে তাকে নিয়ে মেটাবো আমার যা-কিছু বাসনা। আঃ, চাই—রাজকন্যাকে আমার চাই! অমন চেহারা যদি ভোগে না এলো, তাহলে জন্মটাই যে বৃথা হলো বাবা!

(পরিচ্ছদ-হস্তে পিশানিয়োর পুনঃপ্রবেশ)

এই পোষাক?

পিশানিয়ো। এই পোষাক, হুজুর।

ক্লোটেন। তোর মনিবনী কবে বেরিয়েছে রে মিলফোর্ডের দিকে?

পিশানিয়ো। তিনি কি এখনো সেখানে আছেন?

ক্লোটেন। আচ্ছা, ও পোষাক নিয়ে আয় আমার ঘরে। এই আমার দু'নম্বর হুকুম। তিন নম্বরের হুকুম যা বলবো, নিঃশব্দে করবি। যদি কাজে খুশী করতে পারিস, তা হলে ভবিষ্যতে তোর ভয়ঙ্কর উন্নতি হবে জানিস। আমি এখনি যাবো—সেই মিলফোর্ড হাভেনে। আয় চটপট—আয়।

পিশানিয়ো। যাও তুমি মিলফোর্ডে—দেখিবে সেথায়
যারে চাও—সে বিহঙ্গ গিয়াছে উড়িয়া।
হে বিধাতা, দেখো তাঁরে, রাখিয়ো কুশলে!
এ দুষ্ট না পায় তাঁর ছায়াও লখিতে!
সর্ব্ব দুষ্ট অভিসন্ধি যেন ব্যর্থ হয়!

[উভয়ের প্রস্থান

—

ষষ্ঠ দৃশ্য

ওয়েল্‌শ—বেলারিয়াসের গুহা-সম্মুখ

বালক-বেশে ইমোজেনের প্রবেশ

ইমোজেন। পুরুষের প্রাণ—যেন দুর্ব্বহ এ ভার!
কি প্রয়াস করিলাম, কঠিন সাধন
দু'রাত্রি শয়ন করি মৃত্তিকার 'পরে—
দুঃসহ দুশ্চর—তবু মন সাধিয়াছে
এ সাধন! মিলফোর্ড তুমি মোর স্বর্গ!
পিশানিয়ো দেখাইল গিরিশৃঙ্গ হতে—
মনে হলো, ছোট পথ! কিন্তু যত চলি,
পথ তত দীর্ঘ হয়, তুমি যাও দূরে!
দুজন ভিখারী সনে পথে দেখা হলো—
তারা বলে দিল, পথ ভুল হয় নাই।
দরিদ্র ভিখারী তারা—কেন মিথ্যা কবে?
যারা ব্যথা জানে, তারা মিথ্যা জানে নাকো।
মিথ্যা কপটতা—সে যে ধনীর আচার!
নীচ জনে মিছা কয়—তাহা সহ্য হয়;
বড়র যে মিথ্যাচার—বড় তীব্র বাজে;
প্রিয়তম, সেই মিথ্যা-আচারের দায়
তোমারে লেগেছে আজ এ মোর কলঙ্ক!
ক্ষুধা-তৃষ্ণা এতখানি করে জর-জর—
বেদনা তাহাতে কত! আর তাহা নাই!
অভাবে শকতি জাগে—প্রচুরে দুর্ব্বল।
ও কে? ও কে যায় হোথা? কে গো?

কথা কও।

বনবাসী! ইতর বর্ব্বর বুঝি! যে হয়, দেখিব।
একটু আশ্রয় চাই—পিপাসার বারি!
চেয়ে যদি নাহি পাই—বলে নিতে হবে।
আছে অসি, ভয় নাই! পশিব গুহায়।
জবাব দিল না মোরে। দুষ্ট জন যদি
অসি দেখি নত শিরে মানিবে বচন।
কে? কে হেথায় আছো?

(গুহামধ্যে প্রবেশ)

(বেলারিয়াস, গিডেরিয়াস ও আর্ভিগেরাশের প্রবেশ)

বেলারিয়াস। পলিডোর, তুমি
মৃগয়ায় সুকুশলী! লক্ষ্য ব্যর্থহীন!
ভোজ-সভাতলে আজি তুমি হবে রাজা!
আমি, কড্‌ওয়াল—হবো ভৃত্য ও পাচক।
এই সর্ত্ত ছিল। জেনো শ্রম-ঝরা জল
নিমেষে শুকায়—তব শ্রম-মূল্য এই।
এসো, ক্ষুধা জাগিয়াছে—খাদ্য প্রয়োজন।
ভোজ-শেষে শয্যা 'পরে আরাম-বিরাম।
এসো গুহা-গৃহে চির-নিরাপদ নীড়ে।

গিডেরিয়াস। শ্রান্ত আমি।

আর্ভিগেরাশ। শ্রমে দেহ দুর্ব্বল কাতর।
ক্ষুধা কিন্তু বড় তীব্র।

গিডেরিয়াস। বাসি খাদ্য আছে।
অগ্রে তাহা করিব ভোজন; পশ্চাতে নূতন;
পাকে বহু লাগিবে সময়।

আর্ভিগেরাশ। সহিবে না দেরী।

বেলারিয়াস। (গুহামধ্যে লক্ষ্য করিয়া)
"স্থির হও। প্রবেশ করো না গুহা-মাঝে।
শ্রান্ত পিপাসিত জানি, তবু দেখি
গুহামাঝে অপ্সর-নিন্দিত রূপ। কে এ?

গিডেরিয়াস। কি হয়েছে পিতা? কে?

বেলারিয়াস। সুকুমার দেবশিশু।
তা যদি না হয়—বুঝি রাজপুত্র কোনো!
বয়সে বালক—মরি, অপরূপ রূপ!

ইমোজেনের পুনঃপ্রবেশ

ইমোজেন। নমস্কার হে সুজন! হয়ো না কঠিন।
গুহা-প্রবেশের কালে ডাকিয়াছি বহু—
ক্ষুধায় আতুর আমি—ভেবেছিনু তাই,
ভিক্ষায় মাগিব অন্ন; কিম্বা মূল্য দিব।
হরণ করিনি অন্ন—কভু করিব না;
যদিও দেখেছি, হেথা অন্ন রহিয়াছে!
মূল্য আছে; মৃগ-মাংস মোরে কিছু দাও।
তোমরা না আসিতে যদি—মিটাইয়া ক্ষুধা,
মুদ্রা রাখি আসিতাম শিলার উপর—
মূল্য বলি—বিধাতারে মাগিয়া কুশল।
গিডেরিয়াস। মুদ্রা—মূল্য?
সোনা ও রূপার মুদ্রা বুঝি?
আর্ভিগেরাশ। সোনা-রূপা দুদিনের পরে হয় ধূলি!
কি মূল্য তাহার? করে কুৎসিতের পূজা
যে-সব মানুষ, মূল্য তাহাদের কাছে!
ইমোজেন। ক্রোধ করিয়াছ সবে মোর অপরাধে!
প্রাণ যদি নিতে চাও, মানা করিব না;
এ প্রাণ নিজেই দিতে রয়েছি প্রস্তুত।
বেলারিয়াস। এ বনে কোথায় যাও?
ইমোজেন। যাই মিলফোর্ডে।
বেলারিয়াস। কি নাম তোমার?
ইমোজেন। নাম মোর ফাইডেল।
আমার আত্মীয় এক যায় ইতালীতে;
মিলফোর্ডে তরী-বক্ষে উঠিয়াছে আসি,
আমি তার সাথে যাবো। কিন্তু পথমাঝে
ক্ষুধায় কাতর হয়ে পশেছি হেথায়।
বেলারিয়াস। হে বালক, জেনো মোরা নহি বন-বাসী,
ইতর, কঠিন দস্যু—যদিও বসতি
কঠিন গিরির বুকে! আমরা সুজন।
দেখা হলো, হলো ভালো—বড় সুখী তায়।
রাত্রি সমাগত এবে; পথ ভালো নয়;
ক্ষুধায় কাতর তুমি! এসো, এক সাথে
সকলে ভোজন করি। যাবে অবসাদ।
বালকে সাদরে লয়ে এসো পুত্রগণ।
গিডেরিয়াস। তুমি যদি মেয়ে হতে, কঠোর সাধনে
লভিতে তোমার চিত্ত হঠিতাম নাকো!
এসো বন্ধু।
আর্ভিগেরাশ। বাঁচিলাম! মেয়ে নও তুমি!
দুটি ভাই ছিনু মোরা; আরেকটি ভাই
আজিকে পেলাম পাশে! এসো ভাই, এসো,
হৃদয়ের প্রীতি দিয়া রাখিব ঘিরিয়া—
বুকে বুকে রবো সুখে। এসো ভাই, এসো।
হাসো, কথা কও তুমি, হয়ো না কাতর।
আমরা তোমার বন্ধু।
ইমোজেন। বন্ধু, ভাই—সব!
(স্বগত) হায়, আজি কোথা মোর সেই দুই ভাই?
এরা যদি সেই ভাই হতো—কি সুন্দর!
এ ভুবন অন্য রূপ করিত ধারণ!
বেলারিয়াস। এ বয়সে পাইয়াছ ব্যথা!
গিডেরিয়াস। যদি আমি
পারিতাম সে ব্যথা ঘুচাতে!
আর্ভিগেরাশ। ঘুচাতেম,
যতই গভীর ব্যথা হোক—প্রাণ দিয়া!
কি সে ব্যথা! কত সে গভীর, ভগবান!
বেলারিয়াস। শোনো বৎস—(কর্ণে কহিলেন)
ইমোজেন। মহাজন, সুভদ্র সুজন—
ক্ষুদ্র গুহা, তবু মন উদার মহান্!
স্নেহ প্রীতি ক্ষুদ্র-গৃহে পরিপূর্ণ রাখে।
এ চিত্ত-সম্পদ-পাশে তুচ্ছ রাজকোষ!
মানুষ তোমরা নও—দেবতা! বুঝেছি।
ক্ষমা করো অধীনের স্পর্দ্ধা হে সুজন,
উদ্বেলিত চিত্ত মোর! পুরুষের সাজ
দূরে ফেলি রমণীর মত কাঁদি আজ—
মনে হয়, এ ছলনা অতি অনুচিত।
বেলারিয়াস। এসো সবে! মৃগ-মাংস পাক করা চাই
হে বালক, সাথে এসো। বাক্য-জাল রচা—
এ তার সময় নয়! ভোজন চুকিলে
তৃপ্ত মনে শুনিব সে তোমার কাহিনী,
যেটুকু তাহার তুমি বলিবে আপনি।
গিডেরিয়াস। এসো ভাই।
আর্ভিগেরাস। গুহা ভরে আনন্দ-জ্যোৎস্নায়।
ইমোজেন। ধন্যবাদ!
আর্ভিগেরাশ। কথা নয়। এসো।

[সকলের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

রোম—সাধারণ স্থান

দুই জন সেনেটর ও ট্রিবিউনগণের প্রবেশ

১ সেনেটর। সম্রাটের ইস্তাহার—তার মর্ম্ম শোনো।
পানোন-ডালমাটান যুদ্ধে রত সেনাগণ—
গ্যালিয়ায় সমবেত সেনাদল যত—
ব্রিটেনের সাথে যুদ্ধে নহে সুপ্রচুর

শক্তিতে তাহারা—তাই যত ভদ্র আছো,
সমরে যাইতে হবে, এ তাঁর বাসনা।
পরাজয়ে রোমানের লজ্জা হবে বড়।
লুশিয়াস এ সমরে প্রতিনিধি তাঁর।
হে মান্য ট্রিবিউনগণ, সম্রাট বলেন
জাতির সম্মান আজি তোমাদের হাতে।
চলো। দীর্ঘজীবী হোন্ মোদের সম্রাট!

১ম ট্রিবি। লুশিয়াস সেনাপতি?

২ সেনে। সেনাপতি তিনি!

১ ট্রিবি। গ্যালিয়ায় লুশিয়াস?

২ সেনে। সেথা যে সেনানী আছে,
তাহাদের সাথে তিনি যোগ দিলে পরে,
রোম-সৈন্য হবে দৃঢ় দুর্ভেদ্য সমরে।

১ ট্রিবি। কর্তব্য কঠোর—করি গৌরবে পালন।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ওয়েল্‌শ; বেলারিয়াসের গুহা-সান্নিধ্য

ক্লোটেনের প্রবেশ

ক্লোটেন। পিশানিয়ো যদি ঠিক-ঠাক্ নিশানা দিয়ে থাকে, তাহলে কাছাকাছি পৌঁচেছি, মনে হচ্ছে—যেখানে দুটিতে মিলন হবে, তারি কাছাকাছি। পোষাকটা যোদ্দা ভারী ফিট্ করেছে। তার জামা—তার দর্জীর তৈরী জামা যদি আমার গায়ে ফিট করে, তাহলে তার গিন্নিটিই বা কেন আমার সঙ্গে ফিট খাবে না, বাবা! লোকে বলে, মেয়েমানুষ ফিট হয় ক্রমে ক্রমে—যে বেফিট, সেও একদিন ঠিক ফিট করে যায়। ফিট্ করে নেবার ভার থাকবে আমার উপর। আয়নায় নিজের চেহারা দেখি তো—ওঁর সঙ্গে চেহারায় আমার তফাৎ কোন্‌খানে? আমার যা বয়স, ওঁরও সেই বয়স! গায়ের জোরে আমি তাঁর চেয়ে খাটো নই—সমান-সমান! অদৃষ্ট? ওঁর অদৃষ্টের চেয়ে কিসে নীরেস? জন্মে, আমি অনেক উঁচু-ধাপে আছি। কাজে-কর্মে কিছুতে আমি কম নই। তবু মেয়েটা আমায় ফেলে ভালোবাসবে ওকে? অসহ্য! পশথামাস, তোমার ঘাড়ে যে মাথাটি গজিয়ে উঠেচে—ওটিকে টুক্ করে' কাট্‌বো কচাঙ্ করে! তোমার গিন্নীকে নেবো পাঞ্জরার মধ্যে। আর তোমার পোষাক—তাকে কাট্‌বো ছ্যাড়্‌ড্যাং-ড্যাং—এ-সব হবে তোমার চোখের সামনে! এ সব করে তোমার প্রেয়সীকে একটি লাথির ঘায়ে তার বাপের সামনে নিয়ে গিয়ে ফেলবো। এ ব্যাপারে তাঁর মেজাজ একটু টলতে পারে! টলুক! হুঁঃ, তাতে কিছু এসে যাবে না। সেখানে আছে আমার মা—সাক্ষাৎ জননী! মা ভারী খুশী হবে। আর মায়ের যা ক্ষমতা, আমার মিলবে তারিফ। ঘোড়াটিকে ভালো জায়গায় বেঁধে রেখেছি। এখন তলোয়ারখানি খাপ থেকে বার করে উঁচিয়ে রাখি ঘ্যাঁচাং-কোপের জন্য। বুদ্ধির দৌলতে একবার যদি তাকে হাতে পাই! এ যা জায়গা দেখছি, পিশানিয়োর কথা হুবহু মিলচে! লোকটা—না, আমায় ঠকায়নি।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

গুহা-সম্মুখ

গুহামধ্য হইতে বেলারিয়াস, গিদেরিয়াস, আর্ভিরেগাশ ও ইমোজেনের প্রবেশ

বেলারিয়াস। (ইমোজেনের প্রতি) সুস্থ নহ, মনে লয়। তুমি গৃহে থাকো।
মৃগয়া করিয়া মোরা ফিরিব অচিরে।

আর্ভিরেগাশ। (ইমোজেনের প্রতি) থাকো ভাই লক্ষীটি!
আমরা তিন ভাই—না?

ইমোজেন। মানুষে মানুষে ভাই হয়; শেষে ধুলা!
মাটিতে মাটিতে যত থাকুক বিভেদ!
স্বাচ্ছন্দ্য না করি অনুভব।

গিদেরিয়াস। মৃগয়ায়
যাও দোঁহে—এর সাথে আমি গৃহে রবো।

ইমোজেন। তেমন পীড়িত নহি! তবে সুস্থ নই।
ভয় নাই, মরিব না। সকলেই যাও।
নিত্যকার কাজে কভু করিয়ো না হেলা।
সব পণ্ড নিয়ম ভাঙ্গিলে। মোর পীড়া—
তোমরা থাকিলে কাছে—সারিবে, তা নয়।

কারো সঙ্গ ভালো মোর নাহি লাগে এবে।
সাধ, একা থাকি। তবে ইহা বুঝিতেছি,
কঠিন পীড়া এ নয়! শুধু অবসাদ!
সত্য কহি। একান্তই যদি কিছু ঘটে,
ছনিয়ায় কারো তাহে অনিষ্ট হবে না।
গিদেরিয়াস। তোমারে বেসেছি ভালো—
সে কথা বলেছি।
কত ভালো? জানো? যত বাসি রে পিতায়।
বেলারিয়াস। কি বলিছ?
আর্ভিরেগাশ। সত্য সে আমারো কথা জেনো।
ভালোবাসি। কেন বাসি,
বুঝি না কারণ।
কতটুকু পরিচয়! নিমেষের দেখা—
তবু মনে হয়, যেন আজন্ম বান্ধব!
বেলারিয়াস। (স্বগত) উচ্চ মন! বংশ-অনুরূপ
উদারতা,
মহত্ত্ব আপনি জন্মে, সূর্য্য-রশ্মি সম।
ভীরু খল কপটের পুত্র—ভীরু খল,
নীচবংশে জন্মে নীচ! নিসর্গের বিধি।
আমি পিতা নহি, তবু কত ভালোবাসে—
এ কিশোর জানি না কে, তবু এত প্রীতি!
(প্রকাশ্যে) বেলা বাড়ে।
আর্ভিরেগাশ। আসি ভাই।
ইমোজেন। হইবে বিজয়!
আর্ভিরেগাশ। এসে যেন দেখি, তুমি সুস্থ হইয়াছ।
কেমন গো?
ইমোজেন। (স্বগত) তাই হবে, ভদ্র প্রীতিময়!
ভগবান, কত মিথ্যা শুনিয়াছি কাণে!
সভায় সকলে বলে, বনবাসী-জন
অভদ্র, ইতর অতি। কিন্তু এ কি দেখি!
এত ভালো, এত বড় মন দেখি নাই!
রাজদর্পে স্ফীত সভা—সে যেন সাগর!
হিংস্র জন্তু ফেরে তথা; ছোট নদ-নদী—
তথায় মৎস্যের বাস।···আঃ, কি যাতনা!
দেহে নয়—মনে এ যাতনা! পিশানিয়ো!
অসহ্য-যাতনা! তব সে ওষধি সেবি।

(পেটি-মধ্য হইতে ওষধি লইয়া সেবন করিল)

গিদেরিয়াস। এত বলি—তবু কিছু বলে না আমায়।
বলে, শুধু মন্দভাগ্য! ঘোর অবিচারে
পথচারী, ব্যথায় কাতর।
আর্ভিরেগাশ। এক কথা।
যত বলি, বলে, সব কবো অন্য দিন।
বেলারিয়াস। চলো বনে, ঘোর বনে!···
আসি বৎস, তবে।
ক্ষণেক একেলা রহো—করোগে বিশ্রাম।
আর্ভিরেগাশ। বেশী দূরে যাবো না কো।
অসুখ করো না।
বেলারিয়াস। সাবধান! আজ তুমি সাজিবে গৃহিণী।
ইমোজেন। সুস্থ বা অসুস্থ রহি—সাধিব সে কাজ।
বেলারিয়াস। তুমি আপনার জন।

[ইমোজেনের প্রস্থান

যত দুঃখ পাক, এ কিশোর উচ্চবংশে লভেছে জনম।
আর্ভিরেগাশ। কি সুন্দর গান গায়!
রন্ধনে নিপুণ।
গিদেরিয়াস। আনাজ কোটায় বলো—রান্নাবান্না এ
কোথায় শিখিল, ভাবি। যাহা কিছু রাঁধে,
খাবামাত্র পরিপাক! ঘটে না বালাই।
আর্ভিরেগাশ। হাসি-মুখ সব-ক্ষণ—তবু হাসি ভেদি
বেদনা ধ্বনিয়া ওঠে একান্ত নীরবে।
হাসিতে সে শ্বাস যেন ভারী লজ্জা পায়!
সুস্পষ্ট প্রকাশ—কিন্তু চকিতে মিলায়।
বিধাতার অবিচার! কিশোর ললাট
যাতনার ঝড়ে হয় কুঞ্চিত মলিন!
গিদেরিয়াস। দেখিয়াছি, ব্যথা আর ধৈর্য্য দুই মিলি—
কিশোর ও-চিত্তটিকে করেছে মলিন।
আর্ভিরেগাশ। ধৈর্য্য তার সব ব্যথা লউক মুছিয়া!
ব্যথার জীর্ণতা ঘুচি হউক নবীন,
শ্যাম-কিশলয়ে পূর্ণ হৃদয় উহার!
বেলারিয়াস। এসো বৎস! বেলা বাড়ে···
কে আসে হেথায়?

ক্লোটেনের প্রবেশ

ক্লোটেন। কোথা গেল পলাতকগুলা? সে দুর্জ্জন?
পরিহাস করিল আমারে যেবা? বড় ক্লান্ত!
বেলারিয়াস। পলাতকগুলা! সে কি মোরা?
এ যে দেখি···
ঠিক, ঠিক, ভুল নাই, ঠিক চিনিয়াছি।
ক্লোটেন! ক্লোটেন! রাজ্ঞী-পুত্র! কি রহস্য
নিহিত ইহাতে।···বহুকাল দেখি নাই,
তবু চিনিয়াছি। কেহ নয়, ক্লোটেন এ।
মোদেরে ভেবেছে, বনচর দস্যু!···যাও।
গিদেরিয়াস। একা, দেখি। যাও দোঁহে করহ সন্ধান—
আরো কে কোথায় আছে সাথী। যাও, যাও···
আমি একা লক্ষ্য রাখি ইহার উপর।

[বেলারিয়াস ও আর্ভিরেগাশের প্রস্থান

ক্লোটেন। শান্ত, দেখি! কে হে বাপু, তাড়াইয়া ফেরো
মোর মত জনে হেন হেথা আর হোথা?
এত স্পর্দ্ধা বনবাসী ইতর জনের!
এ সব ব্যাপার মোর জানা আছে ঢের।
কে তুই দাসীর পুত্র?
গিদেরিয়াস। বাক্যে পরিচয়।
ভাষায় উত্তর দিলে, আমি নীচ হবো।
ভাষা নয়—এ প্রশ্নের উত্তর আঘাতে।
ক্লোটেন। চোর তুই! দস্যু তুই! ভাঙ্গিস আইন!
ধরা দিতে হবে তোরে—জোড় কর্ হাত!
গিদেরিয়াস। কে তুই—তা শুনি! হেন দর্পিত বচন
কেন ধরা দিব? মোর আছে দুই হাত—
তোর ও হাতের মত! সব সে সমান।
শুধু তোর কথাগুলা বড়-বড় শুনি।
বাক্য কহি না কো! বাক্য জানি নাকো বেশী
কথা জানি নাকো আমি অস্ত্রবিদ্যা জানি!
অত বড় কথা—তার প্রদানি উত্তর
অস্ত্রে চিরদিন। মূর্খ, বল্, শীঘ্র বল্—
কে তুই—করিব তোরে আত্মসমর্পণ?
ক্লোটেন। কি! চিনিস না! পোষাক দেখিস চোখে
গিদেরিয়াস। দর্জীর তৈয়ারী উহা!
পোষাক দে রেখে!
কি নাম? কে তোর পিতা? কেবা পিতামহ?
কে দর্জী পোষাক এই দিয়েছে বানায়ে?
তোরে সে বানায় নিকো—এ-কথা নিশ্চয়।
ক্লোটেন। এ পোষাক মোর দর্জী করেনি তৈয়ার।
গিদেরিয়াস ধার করা! বুঝিয়াছি।
যা এখন ফিরে।
যে তোরে পোষাক দেছে—তারে ধন্যবাদ
দিগে ফিরে—এ পোষাক তোরে না মানায়!
বাক্যবীর ধাড়ি বোকারাম!
ক্লোটেন। রে নফর,
নাম মোর যদি বলি—কাঁপিবি ভীষণ!
গিদেরিয়াস। কি নাম সে?
ক্লোটেন। ক্লোটেন—ক্লোটেন। শুনেছিস?
গিদেরিয়াস। ক্লোটেন! তাহলে আরো দুষ্ট, খুব দুষ্ট!
ও নামে কাঁপিব, হেন দেহ ধরি না কো!
এর চেয়ে নাম তোর হতো যদি ব্যাঙ—
মাকড়সা অথবা সাপ—তবে কাঁপিতাম!
ক্লোটেন। তবু ভয় নাই?
গিদেরিয়াস। শ্রদ্ধা যাহাদের 'পরে—
তাহাদেরে করি ভয়—অন্য জনে নয়।
তোর মত মূঢ় হেরি হাসি পায় মোর।

ক্লোটেন। মর্ তবে। আগে তোরে মারি, তার পর
হাসি-টিটকারী করে পলায়েছে যারা,
তাদেরে দেখিয়া লবো! রাজার আত্মীয়
আমি! মশ্ করা করা—দ্যাখ শাস্তি তার।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান

বেলারিয়াস ও আর্ভিরেগাশের পুনঃপ্রবেশ

বেলারিয়াস। সাথী কেহ নাই?
আর্ভিরেগাশ। কেহ নাই—কেহ নাই।
আপনার ভুল হইয়াছে, পিতা।
বেলারিয়াস। হবে।
দীর্ঘকাল দেখি নাই। কিন্তু তবু ভাবি,
সেই সব রেখা—কাল মুছিবে কি তাহা?
এমন জড়তা স্বরে! কথার ভঙ্গিমা—
নয়নের দৃষ্টি—না, না,—হেন ভুল হবে!
ভুল নয়—নিশ্চয় ক্লোটেন! সব সেই!
আর্ভিরেগাশ। কোথা হতে গেছে দৌড়ে! কি যে হবে!
দাদা তারে দিবে শিক্ষা—আস্পর্দ্ধা যেমন!
তুমি না বলিলে,—ভারী দুরন্ত!
বেলারিয়াস। পশু যেন!
বুদ্ধি নাই—যুক্তি নাই তাই! ভয় নাই—
বুদ্ধি-যুক্তিহীনে কোন শঙ্কা থাকে না তো।
এই হেথা আসে তব ভ্রাতা!

ক্লোটেনের মুণ্ড হস্তে গিদেরিয়াসের প্রবেশ

গিদেরিয়াস তার শির—
বাক্যের বুদবুদ—কাজে মহাশূন্য পুঁজি।
বীর হার্কুলিশ তারে এর মাথা নিতে।
যেহেতু মাথাটা এর—এ তো মাথা নয়—
শুধু বাক্যভাণ্ড! শির নাহি লইতাম!
মোর শির নিতে এলো—তাই এই গতি!
বেলারিয়াস। লঘু পাপে গুরুদণ্ড! সে কি করেছিল?
গিদেরিয়াস। অতি-স্পর্দ্ধা—সহিতে না পারি তার।
রাজ্ঞীর তনয়—তাহে ছিল নাকো ক্ষতি।
মোরে কয়, দস্যু আমি, বিশ্বাসঘাতক—
শুধু মোরে নয়, পিতা—তোমারেও কহে
এমন স্পর্দ্ধিত বাক্য! করিনু নিষেধ
বার-বার—তবু দুষ্ট কথা না মানিল,
তীব্র কটুভাষে গালি দিল সর্বজনে!
বলিল, কাটিবে শির—করিবে না ক্ষমা।
অসিতে লাগিল অসি—পড়িল চকিতে!
চোখের পলক-পাত—তাও সহিল না!
বেলারিয়াস। বিপদ ডাকিলে শান্তি-নীড়ে!

গিদেরিয়াস। কেন পিতা,
এত সকাতর ? এ ভয় কিসের লাগি, কহ !
হারাতে যদ্যপি কিছু হয়—কি হারাবো ?
স্পর্দ্ধা-ভরে কহিল সে—রাজদ্রোহী মোরা—
কাটিবে মোদের শির ! দিল আরো গালি !
হেন দুষ্টে কি বলিয়া করিব মার্জ্জনা ?
মোদের বিচার-তরে আসিয়াছে যেন—
বিচার ও দণ্ড—দুই দিবে নিজ হাতে !
কেন গালি ? কেন মিছা দিবে অপবাদ ?
আইন ভেঙ্গেছি কোথা ? কি করেছি দোষ ?
সঙ্গী-সাথী দেখিলে কোথাও ?

বেলারিয়াস। কেহ নাই।
তবু মনে লয়, সাথী আছয়ে প্রহরী।
কিন্তু ভাবি, কি উদ্দেশ্যে এ দূর বিজনে
এলো দুষ্ট কোন্ মত্ত কৌতূহল-বশে ?
আমি বেঁচে আছি—সেথা এ কথা হয়তো
রাজ্যমাঝে প্রচারিত। তা বলিয়া হেথা
এ বিজন গিরি-বক্ষে করিতেছি বাস—
এই বার্ত্তা ভাবি, যাবে কেমনে সেথায় ?
যে বার্ত্তা শুনিয়া দুষ্ট আসিল হেথায়
রাজার বিপক্ষ-জনে দণ্ড দিইবারে !
তবু কোনো বিপত্তি যদি বা ঘটে—
শির-হীন দেহ তার ! তাই ভয় হয়।

আর্ভিরেগাশ। কোনো ভয় নাই, পিতা।
পাপী প্রাণ দেছে।
উচিত—উচিত কার্য্য করেছি সাধন।

বেলারিয়াস। মৃগয়ায় রুচি আজি নাই মোর, বৎস।
হোথা পীড়িত সে ফাইডেল, ব্যথাতুর।

গিদেরিয়াস। যে অসি আমার শির নিতে তুলেছিল,
সে অসিতে নিছি তার শির। এই শির
গিরি-বুকে ফেলি। নির্ঝরের জলে ভাসি
কোথায় নামিয়া যাবে ! মৎস্যকুল সেথা
রাজ্ঞীপুত্র ক্লোটেনের শির লবে লুফে।
[প্রস্থান

বেলারিয়াস। ভয় হয়, এ সংবাদে আসে যদি রাজা
সশস্ত্র সেনানী লয়ে—বাধিবে উৎপাত !
না, এ অন্যায় নয়—সমুচিত কাজ !
পলিডোর, এই শৌর্য্য বাখানি তোমার।

আর্ভিরেগাশ। এ শৌর্য্যে হতেছে ঈর্ষা !
যদি মরিতাম,
আনন্দে-গরবে বুক হতো উচ্ছ্বসিত !
রাজা যদি বনে আসে সেনা-বল লয়ে—
আমি আছি—মিটাইব সমরের সাধ !

বেলারিয়াস। ভালো ! ভালো ! মৃগয়ায় ছুটী থাক্ আজ।
বিপদ খুঁজিয়া ফেরা—আজ আর নয়।
কোনো লাভ নাহি তায় ! চলো গুহা-গৃহে।
তুমি রাঁধো অন্ন আজ ফাইডেলের সাথে ;
আমি হেথা রহি—ফিরে আসুক গিদেরি—
তারে লয়ে ফিরি—হবে একত্র ভোজন।

আর্ভিরেগাশ। ফাইডেল—পীড়িত সে।
আমি গৃহে ফিরি।
পাণ্ডুর আনন হয়ে, বিবর্ণ কপোল !
ক্লোটেনের রক্ত যদি ফিরে পাওয়া যেতো
কপোল-লালিমা তার—কত সুখ হতো !
[প্রস্থান

বেলারিয়াস। হে দেবি বনানি—মরি, নিজ-হস্তে তুমি
কি অতুল সুধাময় চিত্ত গড়িয়াছ
দুই রাজ-কুমারের ! শান্ত বীর ধীর—
দুটি ভাই যেন তব বায়ুর দোলায়
কোমল-কুসুম ছুঁয়ে বর্ণ সুষমায়
পরিমলে জাগায় তাদের ! মহাপাপী
দর্পিত সে মহীরুহে ঝটিকা তুলিয়া
নিমেষে সমূলে করে উচ্ছেদ-সাধন !
দেহে আছে রাজ-রক্ত ! নিজের গরবে
দাঁড়াইয়া আছে যেন দীর্ঘ দেবদারু
উচ্চশির, কি সরল—বাঁকা-চোরা নয়—
সারা উপত্যকা-ভূমি প্রণতি জানায় !
পরিচয় নাহি জানে—তবু এ কি মায়া,
অজানা শকতি কি এ রাজ-মহিমায়
বিকশিয়া তোলে চিত্ত, গরিমার রাগে
ভদ্র, শিষ্ট, সম্ভ্রম মর্য্যাদা নিজ 'পরে—
আপনাতে এমন বিশ্বাস-নির্ভর—
হেন শৌর্য্য ! স্পর্দ্ধা হেরি বহ্নিসম জ্বলে।
তবু কি সমস্যা ঘোর—এ বিজন বনে
ক্লোটেন আসিল কেন, বুঝিতে না পারি।
কে জানে, উৎপাত কিবা আসে তার সাথে—
উপদ্রব, গূঢ় কোন বিপত্তি ভীষণ !

গিদেরিয়াসের প্রবেশ

গিদেরিয়াস। ভাই কোথা গেল ? ক্লোটেনের শি
ভীষণ গহ্বরে পিতা, করেছি নিক্ষেপ—
গেণ্ডুয়ার মত যাক জলস্রোতে ভাসি
রাজ্ঞীর নিকটে শির—পুত্র-বার্ত্তা লয়ে—
স্পর্দ্ধার কি পরিণাম, জানাইবে ভালো !
হয়তো দেহের বার্ত্তা মাগিবেক রাণী !
(নেপথ্যে গম্ভীর বাদ্যধ্বনি)

বেলারিয়াস। মোর বাদ্য—তাহারি নিক্কণ শুনি এ যে!
কি আশ্চর্য্য পলিডোর, এ বাদ্য বাজায়
কডওয়াল সুনিশ্চিত! কেন সে বাজায়?
গিদেরিয়াস। সে কি গৃহে আছে?
বেলারিয়াস এইমাত্র গেছে গৃহে।
গিদেরিয়াস। এ বাদ্যের অর্থ কিবা?
অন্তিম-বিদায়
মায়ের ঘটিল যবে—সেই দিন হতে
এ বাদ্য নীরব আছে—রব তোলে নাই!
আজ পুনঃ বাজে কেন? কি অর্থ ইহার?
যেদিন বিজয়-লাভ—কিম্বা বেদনায়
আর্ত্ত প্রাণ আকুল কাতর—সেই দিন
বাজে বাদ্য—অর্থ বুঝি। নহে অকারণ
বাদ্যের নিক্কণ—মূঢ় খেলা অনুমানি!
কডওয়াল উন্মাদ হলো?

[মৃতবৎ ইমোজেনকে বহিয়া আর্ভিরেগাশের
পুনঃপ্রবেশ]

বেলারিয়াস। এই হেথা আসে। ও কি—
কারে বহি আনে?
বেদনার আর্ত্তরব বাদ্যে শুনি তাই!
আর্ভিরেগাশ। পাখী নাই! উড়ে গেছে!
কত কথা ভাবি,
এ মনে কত যে স্বপ্ন রচেছিনু হায়!
বেলারিয়াস। এ দৃশ্য দেখার পূর্ব্বে বৃদ্ধ আঁখি মোর,
দৃষ্টি মোর বিলুপ্ত হলো না কেন, হায়!
গিদেরিয়াস। ওরে শুভ্র পদ্মকলি, কেন ঝরে গেলি!
এ কি মূর্ত্তি! এই দৃশ্য কেমনে সহিব!
বেলারিয়াস। দুঃখের কি সীমা আছে!
কোথা দিয়া আসে,
কখন্ কি বেশে—তার কিছু বুঝি নাকো!
তল নাই, কূল নাই—উত্তাল পাথার!
নিমেষ-বিরাম কভু দিবে না মানবে—
তরঙ্গে তরঙ্গে শুধু ধেয়ে আসে বেগে—
চারি দিক হতে ছায়—সকলি ডুবায়!
এ বালক এত ভালো—হেন মধুময়—
কোথা পেল পাণ্ডু দেহ মরণে মলিন?
আর্ভিরেগাশ। দ্যাখো, দ্যাখো, দ্যাখো, মুখে
হাসির রেখাটি
অধর ছাপিয়া আছে! সত্যই মরণ?
না, না! আরামে ঘুমায়! তাই! নয় পিতা?
ঘুমঘোরে অচেতন দেখিনু শয্যায়।
গিদেরিয়াস। কোথা?

আর্ভিরেগাশ। ভূমি-পরে—হাত দুটি বুকে রাখা।
ভাবিনু, ঘুমায় বুঝি। পাছে ঘুম ভাঙ্গে,
চরণ-পাদুকা খুলি অতি ধীরে ধীরে
রাখিলাম এক পাশে; তবু মনে হলো,
পাদুকা-রক্ষার ধ্বনি তীক্ষ্ণ—ভাঙ্গে ঘুম!
গিদেরিয়াস। ঘুমায় বালক! কিন্তু বুক কেন কাঁপে!
যদি সত্য তাই হয়? যদি…যদি…পারিব না,
মাটী খুঁড়ি তার তলে রচিতে শয়ন!
ঘুমাবে বনের বুকে আকাশের তলে—
বাতাস বহিয়া যাবে ও অঙ্গ পরশি—
নন্দন-অপ্সরীদল আসিবে নামিয়া
এই বনে—এরে ঘিরি গাহিবে সঙ্গীত—
মাটীর সে কালো কীট নারিবে স্পর্শিতে!
আর্ভিরেগাশ। কত দিন বেঁচে রবো, ওরে প্রিয় সাথী,
নিমেষের-পাওয়া ভাই, তোর শয্যা'পরে
নিত্য আনি বরষিব এ বনের ফুল—
যত পাবো, সব দিব! তোর অঙ্গ ঘিরি
ফুলদল রবে সদা পরশিয়া তোরে!
ও মুখে, ও চোখে তোর দিব প্রিমরোজ—
মুখের মাধুরী তায়! হেয়ারবেল ঢালি—
ও তোর শিরার সম বর্ণের সুষমা!
এগ্‌লানতি-পল্লব দিব অপূর্ব্ব সুরভি—
তোমার নিশ্বাস-বায়ু-সম গন্ধবাহী!
আরো, আরো কত ফুল রাখিব ছাইয়া!
আনিব শৈবালদল শীতের সময়—
বনে ফুল যবে নাহি ফোটে!
গিদেরিয়াস। কথা রাখো।
মিছা স্তোক! এ কথায় সাড়া নাহি দিবে!
মিছা মায়া—যত দেখি, তত ব্যথা বাড়ে।
চলো! ভূমি-তলে পুষ্পে রচির শয়ন—
কবর-সমাধি—সেই যোগ্য নীড়, ভাই—
বৃথা-বাক্যে কালক্ষেপ—এ যে অকারণ!
আর্ভিরেগাশ। কবর রচিবে কোথা?
গিদেরিয়াস। মার পাশটিতে।
আর্ভিরেগাশ। তাই হোক! মা যে দিন চলে যান,
ভাই,
সেদিন ব্যথায় যেই গান গেয়েছিনু
দুটি ভাই—সেই গান গেয়ে নিয়ে যাবো—
শুধু মার নাম স্মরি, ফাইডেল-ভায়ে!
গিদেরিয়াস। আমি গাহিব না ভাই।
শুধু অশ্রু ঢালি।
ব্যথায় প্রাণের সুর—যদি মিথ্যা হয়!
আর্ভিরেগাশ। গান নয়—কথা কহি—এর কথা কহি।

বেলারিয়াস। বড় দুঃখ—বড় ব্যথা—ক্লোটেনের কথা
মন হতে করিয়াছে দূর। তবু মনে রেখো,
ক্লোটেন রাণীর পুত্র—শত্রু সে যদ্যপি—
তার হইয়াছে শেষ। এখন সে শব—
ঘৃণার সামগ্রী নয়—সম্মান উচিত।
প্রাণ দেছে তব হাতে—লাঞ্ছিত সে প্রাণ
তবু মৃত্যু-পরে তার সমাধি বিহিত,
রাণীর পুত্রের যোগ্য—সম্মানের সহ।
সসম্মানে কবরিত করো তার দেহ।
গিদেরিয়াস। হেথা—হেথা আনো দেহ—
করি সমাহিত।
যেথা হোক—মাটী চাপা দিলেই চলিবে।
আর্ভিরেগাশ। তুমি দেহ আনো। পিতা, মোরা
গাহি গান।
ধরো দাদা…

[বেলারিয়াসের প্রস্থান

গিদেরিয়াস। আমি বলি, পূরব-শিয়রী
উহারে শোয়ানো যাক! কিছু হেতু আছে—
পিতা তাই বলিলেন।
আর্ভিরেগাশ। সত্য কথা, ভাই।
গিদেরিয়াস। এসো, নিয়ে যাই দোঁহে।
আর্ভিরেগাস। তুমি ধরো গান।

(গান)

গিদেরিয়াস। তপন-তাপে তব আজিকে নাহি ভয়,
শঙ্কা রহিবে না—তুষার-করকায়!
জীবনে যত কাজ আজিকে হলো সারা,
পাথেয় লয়ে চলো আপন-কুলায়!
রতন সোনা-মণি,—পাষাণ যত কিছু—
শেষে সে জানি, সব মিলাবে ধূলায়!
আর্ভিরেগাশ। বড়র রোষে রাঙা আঁখিতে নাহি ভয়—
সেথা না পশে রোষ—চলিলে যেথায়!
ভোজন-বসন—কাতর করিবে না;
অসম গেছে মুছে তরুতে-লতায়!
মুকুট মণিময়—জ্ঞানের শিখা শিরে—
ইতর জন-সনে সমানে লুটায়!
গিদেরিয়াস। চপলা-শিহরণে আজিকে নাহি ভয়;
আর্ভিরেগাশ। কাঁপন জাগাবে না অশনি-ধ্বনিময়!
গিদেরিয়াস। গ্লানি ও কুৎসা—পরশিবে না;
আর্ভিরেগাশ। বিদায় দেছ তুমি পুলকে-বেদনায়!
উভয়ে। সরস প্রেমে প্রাণ,—তরুণ, নহে ম্লান,—
তারাও একদিন ঝরিবে এ-ধূলায়!
গিদেরিয়াস। অহিত-সাধনে শকতি খর্ব্ব!
আর্ভিরেগাশ। দলিত কুহকী মায়ার গর্ব্ব!
গিদেরিয়াস। ভূত-প্রেত পাশে আসিবে না কো!
আর্ভিরেগাশ। বিজনে শ্যামল ছায়াতে থাকো!
উভয়ে। অমৃত লোকের তরুণ যাত্রী—
পুণ্য সমাধি হোক দিবস-রাত্রি!

(ক্লোটেনের দেহ বহিয়া বেলারিয়াসের পুনঃপ্রবেশ)

গিদেরিয়াস। সাধিত অন্তিম কৃত্য! সমাহিত দেহ।
বেলারিয়াস। ফুল আনি—মধ্য রাত্রে
আরো সে আনিব:
আরো ফুল, বহু গুল্ম শিশিরে ভিজিয়া
রাশি রাশি জাগাবে তুলিবে—তাহা আনি।
কবরে দিব সে ফুল—আননের পরে।
ফুল সম ফুটে ছিল—গিয়াছে ঝরিয়া!
সে ফুল ফুলের মত রাখি এ তনুতে।
এসো, এসো—জানু পাতো—যে-ধরার বুকে
প্রথম দেছিল দেখা—সেথায় বিরাম।
সুখ, দুঃখ, ব্যথা, হর্ষ—আজি তার শেষ।

[বেলারিয়াস, গিদেরিয়াস ও আর্ভিরেগাশের প্রস্থান

ইমোজেন। (জাগিয়া) হাঁ মশায়, মিলবেফোর্ড—
কোন্ পথে জানো?
ধন্যবাদ! ও-বনের পরে? কত দূর?
ঘন বন! তিন ক্রোশ হবে—তাই নয়?
সারা রাত্রি হাঁটিয়াছি!…চলে না চরণ।
মনে হয়, ভূমিতলে লইব শয়ন।
না, না, একা… ঘুমে ভরে আসে দুই আঁখি—
হেথা যদি নিদ্রা দিই…স্বর্গের দেবতা—
ফুল…ফুল…ধরণীর আনন্দ লহরী!…
রক্তমাখা কার দেহ…করে কলুষিত!
স্বপ্ন দেখিতেছি আমি! মনে হয় যেন,
গিরি-গুহা মাঝে বাস সুজনের সাথে।
অন্ন পাক করা চাই! কিন্তু কই গুহা?
এ কি, এ গুহার স্বপ্ন কেন আমি দেখি!
মনে ভ্রান্তি! নয়নেও হেন ভ্রান্তি ঘোর!
কি জানি, কি ভয়ে যেন কাঁপে মোর প্রাণ!
স্বর্গে যদি এতটুকু করুণার রেশ
থাকে আজো, হে দেবতা, বরিষ এ শিরে।
এখনো স্বপনে যেন হয়ে আছি ভোর!
কিন্তু এ তো স্বপ্ন নয়…নয়নের আগে
এ কি এ! কাহার দেহ? শির নাহি দেখি!
এ কি বেশ! এ যে—এ যে আমার স্বামীর!
সে চরণ-ছাঁদ আমি—সে যে জানি ভালো।
এ-হাত তাঁহারি—তায় কোন ভুল নাই!

এ চরণ—হা বিধাতা…মুখ নাহি দেখি !
অপমৃত্যু দেবতার ! এই কি লিখন !
নাই ! নাই ! নাই ! ওরে সব ব্যর্থ হলো !
পিশানিয়ো, মিথ্যাবাদী, নিষ্ঠুর নির্ম্মম—
মোর তপ্ত পরাণের রুদ্র অভিশাপ
লাগে তোরে ! বিশ্বাসঘাতক—ক্রূর দস্যু
ক্লোটেনের অর্থে বশ—প্রভুহত্যা তাই
বাধে নাই ! ছলনায় ভুলাইল মোরে !
পিশানিয়ো, পিশানিয়ো, ওরে অকৃতজ্ঞ—
না, না, স্বামী, স্বামী, ওগো দয়িত আমার—
বেশ ! এ কি শয্যা—কে ইহা রচিল !
আমারে আনিল কেবা হেথা তব পাশে !
সে ওষধি—সেই ! সেই ! দিল পিশানিয়ো—
তার স্পর্শে এ ভুবন হারায় চেতনা !
নিমেষে মিলালো কোথা ? সব বুঝিয়াছি।
পিশানিয়ো হইয়াছে ক্লোটেনের সাথী—
দুই জনে সাধিয়াছে নারকীর কাজ !
স্বামী ! স্বামী ! ওগো মোর জীবন-দেবতা !
(দেহের উপর পতিতা হইল)

(লুশিয়াস, কাপ্তেন, অন্য কর্মচারিগণ ও একজন গণৎকারের প্রবেশ)

কাপ্তেন। গ্যালিয়ার সেনাদল প্রভুর আদেশে
সমুদ্র উত্তরি আজি মিলিত হেথায়
মিলফোর্ড হাভেনের এই ঘন বনে ;
রণপোত সকলি প্রস্তুত।
লুশিয়াস। রোমের সংবাদ কিবা ?
কাপ্তেন। কারারুদ্ধ সর্ব্বজনে মুক্তি দেছে সভা।
ইতালীর ভদ্রজন—সেনানী সকলে
ইচ্ছা-বশে এ সমরে : আয়াকিমো আসে
তাদের নায়ক সাথে—সিয়েনা-সোদর।
লুশিয়াস। প্রত্যাশা কখন করো ?
কাপ্তেন। সুপবন-সাথে।
লুশিয়াস। তাহাদের এ আগ্রহে আরো শক্তি পাই
আশা আরো দৃঢ় হয় ! করহ আদেশ,
অচিরে সকল সেনা হোক সমবেত।
যতেক নায়ক হোক কর্ত্তব্যে জাগ্রত !
হে গণক, এ যুদ্ধের কি ফল গণিলে ?
গণৎকার। গত রাত্রে দেবগণ সবে দেখায়েছে—
যা ঘটিবে ; উপবাসী করেছি সাধন !
দেখি পাখী—পশ্চিম প্রান্তে জলরাশি হতে
উঠিল। জোভের পাখী—রোমান ঈগল
তার রূপ ধরি—মিশে রবিছটা মাঝে !
তার অর্থ (মোহে জ্ঞান না হলে মলিন)
বুঝিয়াছি, রোমানের জয় !
লুশিয়াস। সত্য স্বপ্ন।
মিছা এ হবার নয় ! কিন্তু এ কি দেখি,
শির-হীন মৃত দেহ—বৃক্ষকাণ্ড সম
ভূমি-বক্ষে পড়ে আছে ! ভূষণ দেখিয়া
অনুমানি, ছিল যেন রাজার প্রাসাদে !
এ কি—সঙ্গে অনুচর ! দেহে শয্যা রচি
সেথায় ঘুমায় এ যে ! এ এক বালক !
কাপ্তেন। জীবিত বালক।
লুশিয়াস। সংবাদ মিলিবে তবে।
হে বালক, ভাগ্য-কথা কহ তব, শুনি।
রক্ত-মাখা কার দেহ ? কেবা এই জন ?
বেশভূষা ভদ্র, দেখি। কে তুমি ইহার ?
কেমনে হেথায় এলে ? হেন দশা এর
কি করিয়া ঘটিল বা ? কে এ ? কেবা তুমি ?
ইমোজেন। আমি। কেহ নহি—কেহ নহি।
ইনি প্রভু।
বীর শূর—ব্রিটেনের গৌরব-ভূষণ !
বড় ধীর শান্ত ভদ্র—গিরি-বাসী জন
তুচ্ছ লোভে হরিয়াছে কি মহান্ প্রাণ !
হেন প্রভু মিলিবে না—মিলে না কাহারো !
পূর্ব্ব হতে পশ্চিমেতে—সাগরে ভূধরে
নগরে অথবা গ্রামে সেবকের কাজ
সন্ধানি উতল যদি দিকে দিকে ঘুরি—
হেন প্রভু মিলিবে না কভু। হায় ভাগ্য !
লুশিয়াস। ব্যথা লাগে তোমার কথায়। কিন্তু কহ,
কি নাম প্রভুর তব ?
ইমোজেন। রিচার্ড দি শাম্প।
(স্বগত) মিথ্যা কথা—ভগবান এ মিথ্যা ক্ষমিয়ো।
কারো কোনো ক্ষতি নাই এই মিথ্যা-ভাষে !…
কি বলিছ ?
লুশিয়াস। তোমার কি নাম ?
ইমোজেন। ফাইডেল।
লুশিয়াস। যোগ্য নাম। চিত্ত দেয় সেই পরিচয় !
হেন ভক্তি, হেন নিষ্ঠা কভু দেখি নাই।
এ নিষ্ঠা, এ ভক্তি লয়ে সেবিবে আমারে ?
কাজ নয়—সাথে সাথে সদা রবে মোর।
তোমার প্রভুর মত প্রভু হয়তো বা
হবো না—তবুও স্নেহ দিব প্রাণ ভরি।
সম্রাটের পত্র-বার্ত্তা রবে তব পাশে—
সে বার্ত্তা বহিবে শুধু। করিবে এ কাজ ?
ইমোজেন। করিব। তাহার পূর্ব্বে দেহ রক্ষা করি—

কীট বা পতঙ্গ যেন না করে কলুষ
পুণ্য দেহ! ভূমি খনি রাখিব সেথায়
ধরণীর বক্ষ-তলে আপদ-বিহীন!
বন-পল্লবেতে ছেয়ে রাখিব সমাধি;
রৌদ্র-দাহে ক্লেশ হইবে না—রবে ভালো—
সেথায় আমার দীন প্রার্থনা জড়ায়ে
শত শত বরষের কুশল মাগিয়া!
তবে মোর ছুটী হবে। নয়নের বারি—
তা দিয়ে ধোয়ায়ে দিব বিমলিন ধূলি—
তার পরে তব সাথে করিব গমন।

লুশিয়াস। বেশ, বেশ, তাই করো। শোনো তবে বলি,
ভৃত্য নহ—পুত্র সম পালিব তোমারে।
করুণা জাগালে কিবা—মন শুধু জানে!
বন্ধুগণ, এ বালক শিখালো আমারে
মানুষের ধর্ম্ম কিবা—পুণ্য কারে বলে!
করহ সন্ধান সবে পুষ্পময় ভূমি—
সুকোমল আস্তরণ অস্ত্রপাশে বিঁধি
সে-ভূমি বিদীর্ণ করি রচহ শয়ন—
বালকের প্রভু সেথা লভিবে বিরাম।
শ্লাঘ্য প্রভু বন্দনীয়—এমন সেবক!
হে বালক, সেনাদল রচিবে সমাধি—
বীর-যোগ্য বীর-ভোগ্য মৃত্তিকার তলে!
ধৈর্য্য ধরো—মোছ আঁখি—হয়ো না অধীর
এ মৃত্যু মরণ নয়—এ যে জাগরণ
নবীন জনমে পুনঃ মহিমা-গৌরবে!

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

সিম্বেলিনের প্রাসাদ-কক্ষ

(সিম্বেলিন, অমাত্যগণ, পিশানিয়ো,
অনুচরগণের প্রবেশ)

সিম্বেলিন। যাও পুনরায়! বার্ত্তা লয়ে এসো তাঁর

[একজন অনুচরের প্রস্থান

পুত্রে নাহি হেরি হন পীড়ায় কাতর।
উন্মাদ কাহারে কয়—প্রাণ দিবে এতে!
বিপদ, বেদনা আসে চারি দিক হতে।
ইমোজেন—আমার আরাম! নাই—নাই!
রাজ্ঞী পীড়া-শয়নে শায়িতা এ সময়—
দুরন্ত সমর যবে উদ্যত ভীষণ!
রাজ্ঞীর তনয়—তারো নাহিক উদ্দেশ।
থাকিলে এখন, সহায় হইত কাজে!
আশার কিরণ-ভাতি—সে যেন মিলায়।
—তুমি—তুমি জানো সে সংবাদ! বলো,
কোথা গেছে ইমোজেন? এ মৌনতা ভাণ!
দুর্জ্জনের অভিনয়! বলো, কোথা গেছে?
সহজে না বলো যদি, ও কণ্ঠ নিঙাড়ি
সে সংবাদ লবো, জেনো, কঠিন পীড়নে।

পিশানিয়ো। আমি দাস। এ জীবন রাজার চরণে।
কোথা আছে রাজকন্যা—আমি নাহি জানি।
সত্য জানি নাকো তাহা, রাজ-অধিরাজ।
ফিরিবেন কবে—সেথা ফিরিবেন কিনা—
সে সংবাদ বিন্দুমাত্র আমি জানি নাকো।
স্বরূপ-বচন কহি—রাজ-অধিরাজ।

১ অমাত্য। রাজ-তনয়ার যবে না মিলে সন্ধান,
তখন এ দুষ্ট ছিল প্রাসাদ-ভিতরে—
আমি দেখিয়াছি প্রভু—কথা মিথ্যা নয়!
ক্লোটেন কোথায়—তার সন্ধানের লাগি
উদ্যোগের প্রয়োজন নাই! কোথা গেছে—
আবার ফিরিবে ত্বরা

সিম্বেলিন। কাল ভালো নয়!
(পিশানিয়ো) বন্দী রবে!
সন্দেহ রয়েছে মোর মনে

২ অমাত্য। গ্যালিয়া হইতে যত রোমান সেনানী
ব্রিটেনের কূলে প্রভু, আসি পৌঁছিয়াছে।
শুধু সেনাদল নয়,—রোম ভদ্র যত
সেনাদলে যোগদান করেছে সকলে।

সিম্বেলিন। রাজ্ঞী, রাজ্ঞা-তনয়ের লাগিয়া অধীর
আকুল আমার চিত্ত! বিস্ময়ের কথা!

১ অমাত্য। ব্রিটেনের আয়োজন—তাহা তুচ্ছ নয়।
সমগ্র প্রজার দল স্বাধীনতা-কামী,
ধন-মান-প্রাণ তুচ্ছ করিতে ব্যাকুল—
দ্বিধাহীন, ভীতিহীন মাগিছে আদেশ।

সিম্বেলিন। ধন্যবাদ প্রজাগণে! বিদায় এখন।
সমর-উদ্যোগ চাই পূর্ণ মন-প্রাণে।
রোমে নাহি করি ভয়—কি করিবে রোম?
সেথা যা ঘটিছে—তায় গণি অকুশল।

[পিশানিয়ো ব্যতীত সকলের প্রস্থান

পিশানিয়ো। রাজ-তনয়ারে হত্যা! পালিত আদেশ—
এ সংবাদ দিয়াছি প্রভুরে। সেই হতে
বার্ত্তা আর পাই নাই। এ বড় আশ্চর্য্য!
দেবীরো সংবাদ নাই! কথা ছিল, তিনি

সংবাদ দিবেন মোরে। ও-ধারে ক্লোটেন—
তার কি-বা হলো—তাও কিছু জানিনেকো!
সমস্যা জটিল দেখি! নিয়তির লেখা
ফলিবে—মুছিতে তায় শকতি কাহার!
মিথ্যা কহি—ছল করি—পাপ করি নাই—
আমার সান্ত্বনা তাই! সম্মুখে সমর!
দেশ আছে; দেশ-মাতা—সন্তান তাঁহার।
সন্তানের ব্রত আমি করিব পালন।
দেশ ভালোবাসি—তার দিব পরিচয়।
রাজা রাজা—তাঁর রাজ-পতাকা বহিব—
তাঁর অপরাধ-ত্রুটি সকলি ভুলিয়া।
রাজার বিজয়ে জয়, পরাজয়ে হার;
জীবনে জীবন, তাঁর মরণে মরণ—
আজি হতে এই ব্রত পালিব নিষ্ঠায়।
সংসার বিষয়-বাষ্প—রাখিব না মনে।
যে-তরণী এলো আজি মানসের কূলে,
তাহাই বহিব—দেখি, কোথা চলে ভাসি।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

গুহা-সম্মুখ

(বেলারিয়াস, গিদেরিয়াস ও আর্ভিরেগাশের প্রবেশ)

গিদেরিয়াস। চারিদিকে কোলাহল!
বেলারিয়াস। দূরে…দূরে চলো।
আর্ভিরেগাশ। বিপত্তি-বিরোধ হতে দূরে সরে থাকা
—জীবন তাহাতে হয় সুখহীন!
গিদেরিয়াস। পিতা,
কোথায় লুকাবে, বলো? নিশ্চয় এ পথে
রোমান, ব্রিটন নয় হানা দিবে ত্বরা;
যে আসিবে, প্রাণ লবে ভাবি বন-চারী
অথবা বর্ব্বর…নয় ভাবি রাজদ্রোহী!
কোনো পক্ষ দিবে না ছাড়িয়া।
বেলারিয়াস। বৎসগণ,
নিরাপদে রহিবে সেখানে। রাজা-সনে
মিলন সম্ভব নয়।…ক্লোটেনের ছিন্ন
শির—তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে, জেনো।
হেথায় বিজন বনে কেহ নাই আর—
ক্লোটেনের জীবনের দাম দিতে হবে
তোমাদের প্রাণ-পুষ্প-বিনিময়ে বৎস,
কত নির্য্যাতনে হবে সে মরণ, ভাবি!

গিদেরিয়াস। এ কথা তোমার যোগ্য নহে কদাচন।
এই গুপ্ত গুহ-বাসে লজ্জা লাগে প্রাণে।
আর্ভিরেগাশ। রোমান সৈন্যের অশ্ব-হ্রেষারব-মাঝে
অস্ত্রের ঝঙ্কার তীব্র—সমর-হুঙ্কার—
রাজ-সৈন্য দিশাহারা! এত কোলাহল—
আর কোনো দিকে দৃষ্টি ফিরিবে না তার,
কোথায় ক্লোটেন মরে—কে মারিল তারে—
এত চিন্তা জাগিবে না। মিছা ভয়, পিতা!
বৃথা গিরি-শিরে চড়া আশ্রয়ের লাগি—
সে-শুধু সময়-ক্ষেপ। নাহি প্রয়োজন।
বেলারিয়াস। আমায় যে জানে সবে—চেনে সেনাদল।
ক্লোটেন বালক তবে—সে কথা ভুলিনি।
রাজা মোর পরিচয় জানে না সঠিক—
নির্ব্বাসনে পাঠায়েচে! তাই ভয় বাসি।
গিদেরিয়াস। মোদেরে জানে না কেহ!
মিলি সেনাদলে
চলো পিতা—কেহ আজি চিনিবে না তোমা;
কোনো প্রশ্ন তুলিবে না।
আর্ভিরেগাশ। যাবো, তাই যাবো।
সমর-উল্লাস কারে বলে, দেখি, সাধ!
অস্ত্রে অস্ত্রে প্রাণ যায়—না জানি কেমন!
মৃগয়া করেছি শুধু বন্য পশু লয়ে;
মানুষ-মৃগয়া লাগি রক্ত নেচে ওঠে
বীরের—শুনেছি পিতা, তোমার শ্রীমুখে।
বড় সাধ, করিব সমর। দাও, দাও
অনুমতি, পিতা।
গিদেরিয়াস। যাবো দুই ভাই মিলি।
বরো আশীর্ব্বাদ পিতা, দাও অনুমতি।
রোমানে হারাবো, নয় রণে দেবো প্রাণ—
জীবনে-মরণে পাবো বীরের গৌরব।
আর্ভিরেগাশ। দাও, দাও অনুমতি!
বেলারিয়াস। এত যদি সাধ,
বেশ, তাই হবে। আমি সহর্ষ সম্মতি
দিলাম দোঁহারে, বৎস! স্বদেশের লাগি
সমরে শয়ন যদি,—সে শয়ন মোর!
বিজয়-গৌরব—হোক আমার গৌরব!
(স্বগত) রাজ-রক্ত—কে তাহারে
রাখিবে রুধিয়া?
বীর-অভিমানে তাহা ধমনী বহিয়া
উল্লাসে নাচিবে মত্ত দৃপ্ত মাতোয়ারা!
বীর রাজপুত্র—তার পরিচয় রণে!

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বৃটেন—রোমান শিবির

(রক্তমাখা রুমাল হস্তে পশথামাসের প্রবেশ)

পশথামাস। রক্ত-মাখা এ বসন—সাথে সাথে রাখি !
পরিণীত হে পুরুষ, এ হেন আচার
সবার বিহিত যদি বুঝিতে কখনো,—
কত পত্নী হতো আজ এমনি নিহত।
পিশানিয়ো, ধন্য তব প্রভু-ভক্তি মানি !
কোন্ ভৃত্য পালে হেন প্রভুর আদেশ !
হায় বিধি, এ দুর্ভোগ ঘটিবার আগে
আমার পরাণ যদি নিতে—সুখ ছিল !
ইমোজেন বাঁচিত—বুঝিত অপরাধ—
অনুতাপে এ পাপের করিত লাঘব।
ভালোবাসি। তাই বুঝি, যারে ভালোবাসি,
তার এতটুকু কালি—বিষ লাগে হেন !
ইমোজেন ! ইমোজেন ! না, না, নাই সে যে।
বিধির বিধান ইহা ! ভেবে ফল নাই।
ইতালী-আশ্রিত আজ আমি ইতালীর :
ব্রিটেনের ইমোজেন। ব্রিটেনের সাথে
আজি এ বিরোধ মম ! সত্যই অদ্ভুত !
ব্রিটেনের ইমোজেনে হত্যা করিয়াছি !
কিন্তু না, না, বৃটেন আমার শত্রু নয় !
এই ইতালীর বেশ ত্যজিব এখনি
বৃটেন বৃটন-বেশে বরিব বৃটেনে—
ইতালী আমার শত্রু ! আমি বৃটেনের।
ইমোজেন—বৃটেন তোমার দেশ, রাজ্য—
তোমার বৃটেন লাগি দিব এ জীবন,
তোমার লাগিয়া আমি বরিব মরণে।
তুমি বিষ, তুমি মোর কলঙ্কের কালি—
তবু তব তরে করি প্রাণ সমর্পণ
এ আহবে। পরিচয় কেহ জানিবে না।
তবু মরিবার আগে—বীরত্ব-সাহস,
কি আছে আমার, তাহা দেখাবো সবায়।
হে বিধাতা, শক্তি দাও···বিপুল শকতি !

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বৃটিশ ও রোমান শিবির-শ্রেণীর অন্তর্বর্তী রণস্থল

[একদিক দিয়া লুশিয়াস, আয়াকিমো ও রোমান সৈন্যগণের প্রবেশ ; অপর দিক দিয়া ব্রিটিশ সৈন্যগণ ; তাহাদের পশ্চাতে দীন সেনাবেশে পশথামাস। রণাভিযানে সকলে মঞ্চ ত্যাগ করিয়া গেল। পরে যুদ্ধ করিতে করিতে আয়াকিমো ও পশথামাসের প্রবেশ। পশথামাসের কৌশলে আয়াকিমো নিরস্ত্র ও পরাভূত হইল ; পরে পশথামাসের প্রস্থান]

আয়াকিমো। পাপ-ভারে লুপ্ত মোর সকল সাহস,
সব বীর্য্য ! এই ভার অতি নিদারুণ !
সতী নারী—নামে দিছি কলঙ্কের কালি !
সে-নারী এ রাজ্যের কন্যা—রাজ-কন্যা সে যে !
এ দেশের বায়ু—কেন সে পাপ ক্ষমিবে ?
নহে এই ক্ষুদ্র সেনা, অতি হেয় জীব—
আমারে পরাস্ত করে—হেন সাধ্য তার !
যে শৌর্য্য বীরত্ব-বশে লভেছি সম্মান,
খেতাব, উপাধি কত—অঙ্গে আজ বিঁধে,
দুরন্ত লজ্জার মত ঘিরিয়াছে মনে !
ক্ষুদ্র সেনা অনায়াসে করে পরাভব !
বৃটেনের ভদ্রজন যদি বীর্য্য ধরে
এ হীন সেনার মত—নাই, আশা নাই !

[প্রস্থান

(যুদ্ধ চলিল। বৃটনগণ পলায়ন করিতে লাগিল ; সিম্বেলিন বন্দীকৃত ; অপর দিক দিয়া বেলারিয়াস, গিদেরিয়াস ও আর্ভিরেগাশের প্রবেশ)

বেলারিয়াস। স্থির হও—দাঁড়াও সকলে !
শোনো কথা।
মোদের বিজয় ! পথে আমাদের সেনা
রুধিয়াছে চারিধার ! এক পদ গেলে
প্রাণ দিবে যতেক রোমান।

গিদেরিয়াস ও আর্ভিরেগাশ। যুদ্ধ করো !

(পশথামাসের পুনঃপ্রবেশ ; সে ব্রিটিশ-পক্ষ লইয়া যুদ্ধ করিতেছে ; সকলে সিম্বেলিনকে উদ্ধার করিয়া প্রস্থান করিল। তার পর ইমোজেন সহ লুশিয়াস ও আয়াকিমো প্রবেশ করিল)

লুশিয়াস। যাও, যাও হে বালক—যাও হেথা হতে।
নহে রক্ষা পাবে নাকো তুমি ! যাও ত্বরা।
কেবা অরি, কেবা বন্ধু—না হয় নির্ণয়।

বন্ধু দেখি, হানে অস্ত্র বন্ধুরে মারিতে।
শৃঙ্খলা নিয়ম—তার হয়ে গেছে শেষ!
যে যা পারে, করে তাই। যাও, ত্বরা যাও।
আয়ারাকিমো। ওই আসে নব-দল ব্রিটন-বাহিনী।
পিশিয়াস। দুর্দ্দিন—দুর্দ্দিন ঘোর! পারো যদি আনো!
নব সৈন্য—নব তেজে বলী; নয় দেখি,
একটি উপায় শুধু—রণে ভঙ্গ দেয়া!

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

রণস্থলের অপর পার্শ্ব

পশথামাস ও জনৈক ব্রিটিশ লর্ডের প্রবেশ

লর্ড। শত্রু যেথা রয়েছে দাঁড়ায়ে—তুমি আসো
সেথা হতে?
পশথামাস। তাই আসি। মনে হয় মোর,
পলাতক-দল হতে তব আগমন!
লর্ড। পলায়ে এসেছি। সত্য তাই।
পশথামাস। নিরুপায়।
অপরাধ নাই তব! পরাভব স্থির!
এ বিজয়—এ কেবল বিধির কৃপায়!
রাজা একা—সেনাদল বিপর্য্যস্ত সবে।
যতেক ব্রিটন, হায়, পৃষ্ঠ দেখা যায়—
পিছনে না চাহে, সবে সম্মুখে পলায়।
দুরন্ত গরবে অরি বলে দেয় হানা,
দু'ধারে যাহারে পায়, করে অস্ত্রাঘাত।
প্রাণ লয়ে কি নিষ্ঠুর নির্মম সে খেলা।
কেহ অস্ত্রাঘাতে, কেহ ভয়ে বা কাঁপিয়া
প্রাণ দিল ব্রিটেনের সেনা অগণন!
বীর যারা মরণ তাদের; বেঁচে রয়
পলাতক যত সব কাপুরুষ-দল—
লজ্জার কালিমা মুখে!
লর্ড। কোথায় পলাই?
কোন্ দিকে? কি আশায় কিছুই বুঝি না!
পশথামাস। রণস্থল-পার্শ্বে ক্ষেত্র তৃণ-সুশ্যামল—
কোথা খানা-ডাবা—এই সুবন্ধুর পথ—
জয়ের সুযোগ শেষে দিল যে রচিয়া!
ও-দিকেতে ঘন বন গিরিতল-গামী—
সে বনের মধ্য হতে আসে বৃদ্ধ এক,
সাথে দুই তরুণ যুবক···যেন বহ্নি!
উচ্চ কণ্ঠে পলাতক সেনাদলে ডাকি
হুঙ্কারি প্রমত্ত রবে কহিল ডাকিয়া—
"ফেরো, ফেরো, ভয় নাই! বৃটেনের রবি
অস্তাচলে যাবে, যদি প্রাণে মায়া করো!
বৃটেনের বীরগণ, সমরে মরণ—
বীরের বাসনা সে যে, সে কথা ভুলো না।
ফিরিয়া মরণে রোধ করিবে কিরূপে?
আঁধারে ফিরিছ কোথা—কি আশায়? লোভে?
রোমান বিজয়ী হলে সবে হানা দিবে,
প্রাণ রাখিবে না! জেনো, পশুর মতন
অস্ত্রে খুঁচি প্রাণ লবে, মান চূর্ণ হবে!
এসো, এসো, বক্ষ দিয়া রক্ষা করো দেশ,
দেশের গৌরব, মান, কুলের রমণী!"
আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে! ফিরিল সকলে,
প্রাণ পণ করি পুনঃ মাতিল সমরে!
অসতর্ক জয়-লাভে রোমানের সেনা
দলে দলে দিল প্রাণ! বিজয় মোদের!
লর্ড। অদ্ভুত কাহিনী, সত্য! এ দুই তরুণ,
বৃদ্ধ এই—কে তাহারা? এলো কোথা হতে?
তাদের এমন শক্তি! এত শৌর্য্য! তেজ!
পশথামাস। এত তেজ! এত শক্তি! তাদের কৃপায়
বৃটিশের এই জয়, এমন গৌরব!
তবু তারা বনবাসী—রাজ-অন্নে দেহ
পরিপুষ্ট নহে কারো—নাহিকো খেতাব!
লর্ড। লজ্জা আর দিয়ো নাকো! কে তাহারা?
পশথামাস। জানি না কো। সন্ধান মিলিলে শ্রদ্ধা-নতি
দিব পায়ে। ভয় হয়, বনবাসী জীব—
আমীর-ভ্রমরা নয়—শ্রদ্ধা কি বুঝিবে?
লর্ড। লজ্জা নয়! লজ্জা দিয়ো না কো, কহি আমি।
পশথামাস। চলিলেন? (লর্ডের প্রস্থান) ইনি
হন লর্ড বাহাদুর!
রাজার অমাত্য জন! রাজ্যের বিরাট
স্তম্ভ ইনি! রাজ্য-রক্ষা এঁদের কৃপায়!
রণসাজে আসেন সমরে; পলায়নে পটু।
আমারে কহেন ডাকি—"কি সংবাদ রণে?"
আজ এই লম্বশাট-পটে-উপাধিতে
মণ্ডিত সম্ভ্রান্ত-জন কত শত শত
তুচ্ছ অস্থি-পঞ্জরের বোঝা বাঁচাইতে
উপাধি-ভূষণ, ভূমি—করিতেছে দান!
পলায়নে পটু নয়—তারা প্রাণ দেছে!
অঙ্গে নাই অস্ত্রলেখা—তবু আর্ত্তনাদ!
কম্পিত—ত্রাসিত! ভয়ে প্রাণ গেছে ছেড়ে!
এঁরা এসেছেন যুদ্ধে! নাচের আসর!
ছি, ছি,—লজ্জা হয় আজি বৃটন্ বলিয়া

দিতে পরিচয়! না, না, আমি ইতালিয়ান্।
যুদ্ধ করিব না। তবে যদি বন্দী করে,
ধরা দিব! চায় শির যদি—তাও দিব।
জীবনে বাসনা নাই। প্রাণ—দিব প্রাণ।
ইমোজেন প্রাণ দেছে—আমিও তা দিব।

(দুজন বৃটিশ কাপ্তেন ও সৈন্যের প্রবেশ)

১ কাপ্তেন। জয় জয় ভগবান! বন্দী লুশিয়াস।
বৃদ্ধ—দুই পুত্র সাথে করিয়াছে বন্দী।
মানুষ, মানুষ নয়—দেবতা তাহারা!

২ কাপ্তেন। সাথে ছিল দীন বেশে আরো এক জন!
প্রথমে সে দিল হানা।

১ কাপ্তেন। লোক-মুখে শুনি।
কিন্তু সে কোথায় গেল?…কে হেথায়? বলো।

পশথামাস। রোম-বাসী। বিশ্রাম করিতেছিনু।

২ কাপ্তেন। রোমান! পামর! তুই ফিরিবি না দেশে!
বন্দী করো। লয়ে চলো রাজ-সন্নিধানে।

[সিম্বেলিন, বেলারিয়াস, গিদেরিয়াস, আর্ভিরেগাশ, পিশানিয়ো, সৈন্যগণ, অনুচরগণ এবং রোমান বন্দীগণের প্রবেশ। দুজন কাপ্তেন পশথামাসকে রাজ-পদে সমর্পণ করিল; সিম্বেলিন তাহাকে সেনাধ্যক্ষের হাতে অর্পণ করিলেন; তারপর সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

ব্রিটিশ কারা-কক্ষ

(পশথামাস ও দুজন কারা-রক্ষীর প্রবেশ)

১ প্রহরী। আর তোমার পালাবার ভয় নেই!… মাথায় ঝুঁটি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। দেগে দিলেই হয়! এখন মনের সুখে ঘাস-জল খাও বাছাধন।

২ প্রহরী। পেট ভরে খাও।

[উভয়ের প্রস্থান

পশথামাস। স্বাগত বন্ধন! মুক্তির সোপান তুমি!
এ বন্দিত্ব ঢের ভালো—বাত-ব্যাধিগ্রস্ত
রুগ্ন জন হতে! দিবানিশি শয্যাসীন
নিষ্কাম নিস্পন্দ—সেই বৈদ্যের ওষধি!
রোগী শুধু পড়ে পড়ে তোলে আর্ত্তনাদ;
রোগ নাহি সারে—নাই সারিবার আশা।
হাতে পায়ে এই যে বন্ধন, এর ব্যথা
তত নহে—উগ্র ব্যথা বিবেক-পীড়নে
মর্ম্মে যেই ব্যথা-ভার! ক্ষম দেবগণ!
মৃত্যু দাও—এ ব্যথার হোক অবসান!
আমার এ মর্ম্ম-দাহ—এ কি প্রায়শ্চিত্ত?
হায়, তাহে ভুলিবে দেবতা মুক্তি দিতে?
মানব-জনক, মানব-জননী ক্ষমে—
দেবতা যে আরো ক্ষমাময়—কারুণিক!
করিয়াছি যেই পাপ, যেই অপরাধ,
এ মর্ম্ম-যাতনা—তায় ঘুচিবে সে কি রে?
ঋণ, ঋণ, মহাঋণ—তার পরিশোধ
এত ক্ষুদ্র-বিনিময়ে—সে নয় কামনা!
ইমোজেন-প্রাণ নিছি—তার বিনিময়ে
মোর প্রাণ তুমি লও! সে প্রাণের চেয়ে
আমার প্রাণের মূল্য বেশী, তা বলি না!
তবু এই প্রাণ—সাধ-আশা-বাসনায়
হিল্লোলিত—প্রমত্ত জীবন-ধারা এ যে!
এ প্রাণ তোমার দান! ধূলায় মলিন
করিয়াছি জানি, দেব—ফিরে লও আজ!
পারি নাই শুভ্র রাখিবারে। পারিব না,
জানি!…শ্রান্ত শির, শ্রান্ত দেহ, শ্রান্ত মন!
নয়ন মুদিয়া আসে!…ইমোজেন, প্রিয়া—
তাই হোক—নিভে যাক নয়নে নিখিল!
নিদ্রার নীরব ছায়া ঘিরে থাক মোরে!
সেই নীরবতা-মাঝে এসো মোর মনে,
তোমারে শুনাবো কথা—যত কথা আছে!

(নিদ্রিত)

[করুণ গম্ভীর সুরে বাদ্যধ্বনি! ছায়া-মূর্ত্তিতে পশথামাসের পিতা সিসিলিয়াশ লিওনেটাসের আবির্ভাব—তাঁর যোদ্ধার বেশ; তাঁর বাহুলগ্না পশথামাসের জননী। বাদ্যসহ তাঁদের আবির্ভাব। তাঁদের পিছনে পশথামাসের দুই মৃত ভ্রাতা—ভ্রাতৃদ্বয়ের বক্ষে অস্ত্রলেখা। তারা যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিল। সকলে আসিয়া পশথামাসকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল]

সিসিলিয়াশ। বজ্র, তোমার রুদ্র অনল-বাণ
নর-পতঙ্গে হানিয়ো না—সম্বর!
আকাশের গ্রহে কত না উপগ্রহে
হিংসা-অনল ধূ-ধূ যথা সদা বহে—
সমরে ডাকিয়া হানো হে তীক্ষ্ণ শর।
অভাগা পুত্র—কখনো দেখিনি চোখে—
অহিত কাহারো সাধেনি—সাধেনি মন্দ,—
জঠর-বিবরে ছিল সে অন্তরালে—
মোর প্রাণ-ধারা হইল যেদিন বন্ধ।
কত না দুঃখ-ঝঞ্চা সয়েছে শিরে—
স্নেহে তারে তুমি রাখো নাই প্রভু, ঘিরে!

পশথমাস-জননী। প্রসবি পুত্রে কত না যাতনা সহি,
চাঁদমুখখানি তখনো দেখিনি চোখে—
বুক হতে তারে তখনি নিল রে কাড়ি—
মায়ের সে সাধে বাদ সাধি যত লোকে!
অরাতির হানা রুদ্র হুহুঙ্কারে
পুত্রে হেরিব—সে সাধ মিটিল না রে!
সিসিলিয়াশ। পূর্ব্ব-পুরুষ-গৌরবে ভরা মন—
বাহুতে তেমতি অমিত পরাক্রম!
ভুবন ভরিয়া খ্যাতির বারতা রবে—
বাসনা মনের,—হইবে অরিন্দম।
জ্যেষ্ঠ সহোদর। কিশোর বয়স—
শৌর্য্যে তুলনা নাই,
বৃটেন খুঁজিয়া হেন বীর কোথা পাই?
নহে ইমোজেন—রাজার দুলালী যে সে—
পরিচয় তার বুঝিল কেমনে? শেষে
উপেখি সবায় গলে দিল বর-মালা!
মর্য্যাদা তার রাখিল রাজার বালা!
জননী। বিবাহে রাজার রোষ হলো এতখানি—
রাজ্য ছাড়িয়া পাঠালো নির্ব্বাসনে!
বধূ সে তাহার—প্রাণ হতে প্রিয়তমা—
বিচ্ছেদ-ব্যথা কন্টক যেন মনে!
সিসিলিয়াশ। ইতালীর এক হীন-জন আয়াকিমো—
তার সাথে তোলে তর্ক—কি দুর্ম্মতি!
খল-নীচ, ক্রূর তার হিংসার বিষে
বিচলিত মন—কি না হলো দুর্গতি!
হাসিল দুষ্ট। সতীরে বুঝিলে ভুল!
নিজে ব্যথা পাও—তারে দিলে ব্যথা কত!
প্রাণের কুসুম-দল সে ছিঁড়িয়া গেল—
বনস্পতি রে, হলো সে বজ্রাহত!
মধ্যম সহোদর। তাই রব-হীন বিজন প্রান্ত হতে
আমরা ক'জনে মর্ত্যে এসেছি নামি;
স্বদেশের তরে অরাতির সাথে যুঝি
মরণ-লোকের হয়েছিনু পথ-গামা।
তোমার পানেতে গৌরবে চেয়ে আছি—
বংশ-গরিমা তুমি সে রাখিবে—যাচি!
জ্যেষ্ঠ সহোদর। নৃপতির মান রক্ষা করেছো তুমি,
ছায়া সম রহি নৃপতির পাশে পাশে;
তথাপি হে দেব জুপিটার, নাহি বুঝি,
কেন যে ভ্রাতারে রাখো এ বিজন-বাসে!
করুণা তোমার কেন না ঝরিতে দেখি?
কেন অকরুণ? পুণ্যের ফল এ কি!
সিসিলিয়াশ। 'চত্তের দ্বার মুক্ত করো গো প্রভু—
বক্ষ-পাষাণ ক্ষণেক সরাও দূরে!
বীরের আদর তুমি হায়, করিবে না?
বেদনায় হায়, বীরের নয়ন ঝুরে!
জননী। হে দেব, পুত্র সুধীর শান্ত—
যাতনার তার মিলাও প্রান্ত!
সিসিলিয়াশ। পাষাণ-মন্দির হতে করুণা-নয়নে
হে দেব বারেক চাহো; হয়োনা নিঠুর!
নহে অস্তোবাসী মোরা ছায়াময় প্রেত
তোমার দুয়ারে তুলি ক্রন্দনের সুর
বিরাম দিব না দেব,—এ আর্ত্ত রোদন
বিচলিত করে কি না, দেখিব এখন।
দুই সহোদর। রক্ষ রক্ষ দয়াময় করুণা-আধার!
সুবিচার না করিলে—কলঙ্ক অপার!

[বজ্র-বিদ্যুৎ সহ ঈগল-পৃষ্ঠে উপবিষ্ট জুপিটারের আবির্ভাব। তিনি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন, ছায়া-মূর্ত্তিগণ নতজানু হইল]

জুপিটার। স্থির হ'রে প্রেতদল নীচ-লোক-বাসী—
বিচার করিস মূঢ় স্বর্গ-দেবতার?
ধরণীর যত পাপ বিরোধ-বিপ্লব—
বজ্র তাহা চূর্ণ করে—সে কাজ তাহার!
ছায়াময় প্রেত সব, যা রে নিজ-বাসে,
অমলিন পুষ্প-দলে করগে শয়ন—
মর্ত্ত্য-মানবের দুঃখে বিচলিত হওয়া—
সে তোদের কাজ নয়। আছে দেবগণ।
দেবতার প্রিয় যারা—দুঃখ পায় তারা;
অভীষ্ট তাদের হয় বিলম্বে সফল;
দীন এই পুত্র তোর ধূলায় শায়িত—
মানব-গৌরব সে যে করিবে উজ্জ্বল!
সুখী হবে, শান্তি পাবে, ঘুচিবে যাতনা;
জন্মরাশি-স্থিত আমি; মোর দৃষ্টি-ছায়
শুভ পরিণয় করে রাজ-তনয়ারে—
বুঝিলি? এখন সবে মিলা রে ছায়ায়!
প্রিয়া ইমোজেন সাথে হইবে মিলন!
অবিচ্ছেদ সে মিলন; টুটিবার নয়।
ভাগ্যফল কি হইবে? তাহার ইঙ্গিত
এ লিখন বুকে রাখি—বিপত্তির ক্ষয়!
দূর হ রে ছায়াদেহী,—বৃথা অধীরতা—
নহিলে আমার ধৈর্য্য টলিবে অচিরে!
রে ঈগল ফিরে চল্, নিয়ে চল্ মোরে—
স্বর্গেতে আমার সেই স্ফটিক-মন্দিরে!
সিসিলিয়াশ। বজ্রাগ্নি-উদয়! তাঁর স্বর্গীয় নিশ্বাস
গন্ধকের গন্ধ তায়! নামিল ঈগল
মোদেরে আঘাত দিতে। উহার উদয়

আমাদের আগমন হতে শ্রেয়তর।
বাহন-ঈগল ওই নাড়ে পক্ষ তার—
বাঁকাইল চক্ষু। বুঝি, প্রসন্ন দেবতা!

সকলে। ধন্য দেব জুপিটার!

সিসিলিয়াশ। পাষাণ-দেউল
আবার আবদ্ধ হলো! স্বর্গের দেবতা
স্বর্গে ফিরিলেন পুনঃ। এসো, মোরা যাই—
দেবাদেশ শিরে ধরি করিব পালন।

(ছায়া-মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল)

পশথামাস। (জাগ্রত হইয়া) নিদ্রা! অয়ি সুখ-
প্রসবিনি! এ কি দিলে!
পিতৃহীনে পিতা! মাতা! সঙ্গে দুই ভাই!
কিন্তু হা, কোথায় সব মিলালো চকিতে!
উদয় ত্বরিতে যথা—অস্তও তেমনি!
আজ জাগিয়াছি—স্বপ্ন গিয়াছে মিলায়ে।
দীন অভাজন যথা মহতের কৃপা
স্বপনে দেখিয়া জাগে, মিলায় স্বপন—
তার মত এ স্বপন মিলালো আমার!
জেগে দেখি, চিহ্ন তার নাই!...কিন্তু কেন
এই বিহ্বলতা? বিভ্রম সে আনে স্বপ্ন,
ফলে না কখনো! মোর স্বপ্নে কি-বা হবে!
স্বপনের এই সুখ নহে মিলিবার—
যোগ্য নহি, সেই সুখ করি উপভোগ!
কিন্তু এই কারা-গৃহ—দেবতার স্থান!
কি কথা শুনিনু স্বপ্নে—কি সে আশা-ভাষা!
এ কি দেখি! লিখন যে! কার? দেখি, দেখি—
আর যাই লেখা থাক, মিথ্যা-ভাষ নয়
সভাসীন চাটুকার-চাটুবাণী সম!
(পাঠ) "সিংহ-শিশু নিজের অজ্ঞাতে অপরের সত্তায় ব্যতিরেকে বীর্য্যে আপনাকে যেমন পরিপূর্ণ করে, সিডার তরুর শাখা-ছেদনেও সে তরু যেমন বিশুদ্ধ বা জীবনহীন হইবার পরিবর্ত্তে দেহ-রসে নিজেকে আবার জীবনে বিভূষিত করে—তেমনি পশথামাস, তুমি দুঃখ ভোলো! তোমার জাগরণে ব্রিটেনের বিজয় হইবে; শান্তি-সম্পদে বৃটেন বিভূষিত হইবে!"
এখনো এ স্বপ্ন দেখা! নহে, এ বচন—
বাতুল প্রলাপ সম অর্থ-যুক্তিহীন,
অসম্বদ্ধ! এ বাণীর কোনো অর্থ নাই!
যাই হোক,—তবু আমি বহু মানে শিরে
লবো এই বাণী। অন্য হেতু নাই থাক,
প্রাণের দরদ-বশে! এ মোর কবচ!

(কারাধ্যক্ষদ্বয়ের প্রবেশ)

১ কারাধ্যক্ষ। কি মশায়, মরবার জন্য তৈরী হয়েচেন তো?

পশথামাস। মরে ঝলশে আছি বহুক্ষণ থেকে।

১ কারাধ্যক্ষ। ঝলশানো নয়! বলুন, ঝুলচেন! কেন না, ফাঁশির দড়িতে ঝুলতে হবে কি না! ঝলশানো থাকলে রান্নার সুবিধে হয়, বটে!

পশথামাস। লোকজন যদি সে দৃশ্য দেখতে আসে, তাহলে যে-ভোজ পাবে, তাতে সকলে খুশী হয়ে যাবে।

১ কারাধ্যক্ষ। লাগবে মোদ্দা! তা লাগুক—আর এক দিক দিয়ে মস্ত সুবিধে ঘটবে! প্রথমতঃ পাওনাদারের জন্যে হাত বার করে পয়সা দিতে হবে না মশায়কে—সরাইওয়ালার বিলের ভয় বেবাক ঘুচে যাবে! খাওয়া-দাওয়া আর ফুর্ত্তির সময় দেদার ফরমাশ চালাই—তার পর যখন সে বিল ধরে দেয় চোখের সামনে,—তখন ফুর্ত্তির মূর্ত্তি কি কালো না হয়ে ওঠে! ক্ষিদের জ্বালায় খেতে এলেম, বেরুবার সময় খালি পকেট চেপে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে আসা!...মাথা করে ভোঁ-ভোঁ! —পয়সার থলি হয় খালি, মন ভারী, পকেট শূন্যি! সে দশা থেকে রেহাই পেয়ে যাবেন জন্মের মতো! এক পয়সা দামের দড়ি—তাতে ফল পাওয়া যায় চতুর্ব্বর্গ! হাজার হাজার টাকা-দামের সোয়াস্তি মেলে! পাওনাদারের হুমকি কোনো দিন দেখলেম না, থামলো! কবে কি ধার করেছি—নিক্তি ধরে ব্যাটা তার হিসাব কষে চোখের সামনে ধরে দ্যায়! যদি বলো, এ আবার কি হিসেব হে? অমনি খাতার পাতার পর পাতা খুলে দেখাবে; বলবে, এই দ্যাখো—টোকচা খাতা: এই দ্যাখো জাবদা; এই দ্যাখো রোকড়! মশায় যা হোক এ জন্মের মত এ সব ঝঞ্ঝাট থেকে ছুটী পেয়ে গেলেন! তবে দুঃখ এই, বাঁচা চলবে না, মরে যাবেন।

পশথামাস। বাঁচতে তোমাদের যে আনন্দ, তার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ পাবো আমি এই মৃত্যুতে।

কারাধ্যক্ষ। বটে! বটে! হবে বা! ঘুমোলে কি মানুষ দাঁতের ব্যথা টের পায়! কিন্তু এই ধরুন—আপনি! যে লোক আপনাকে ফাঁশি-কাঠে ঝোলাবে, তার আর আপনার মধ্যে ভালো দশা কার? যে ঝোলাবে। কেন না, ফাঁশির দড়ি টানবার পর কোথায় সে থাকবে, তা তার

জানা আছে ; সে সম্বন্ধে তাকে ভাবনা-চিন্তা করতে হবে না। কিন্তু আপনাকে করতে হবে ভাবনা-চিন্তা ; কেননা, আপনি জানেন না, ঐ দড়ি গলায় বাধলে তারপর আপনার কি হবে—কোথায় আপনি যাবেন ?

পশথামাস। আমি জানি, কোথায় যাবো।

১ কারাধ্যক্ষ। জানেন! আপনার চোখের জোর তাহলে দেখচি খুব বেশী!···তবে ফিরে এসে সে পথের কাহিনী তো বলতে পারবেন না—এই যা দুঃখ!

পশথামাস। যে পথে চলেছি, সে পথ দেখিয়ে দেবার জন্য কারো সাহায্য দরকার হবে না। সে পথে বুজে যাং চলে

কারাধ্যক্ষ। বটে! এ তো ভারী আশ্চর্য্য কথা! চোখ চেয়ে এখানকার পথে চলতে পদে পদে পথ ভুলি! আর সে পথে চোখ বুজে চললেও পথ হারাবার ভয় নেই! বাঃ!

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। শীঘ্র শৃঙ্খল মুক্ত করো। বন্দীকে নিয়ে এসো মহারাজের কাছে।

পশথামাস। সুসংবাদ এনেচো, মনে হচ্ছে। আমার মুক্তি ?

১ কারাধ্যক্ষ। তাহলে কি আমি ফাঁশি-কাঠে চড়বো ?

পশথামাস। তা চড়তে পেলে যে চাকরি করচো, তা থেকে মুক্তি পাবে—মরা লোকদের জেলের খাঁচায় থাকতে হবে না।

[প্রথম কারাধ্যক্ষ ভিন্ন সকলের প্রস্থান

১ কারাধ্যক্ষ। লোকটা মোদা খাশা! যত বড় শয়তানই মানুষ হোক, বাঁচতে চায় না,মরতে চায় —এমন মানুষ বাপের জন্মে আমি দেখিনি। মরতে ইচ্ছে—না বাবা, সে ইচ্ছে আমার মোটে নেই। বিশেষ ফাঁশি-কাঠে চড়ে মরা, নিজের অনিচ্ছায়—সে ভারী বিশ্রী!···এ লোকটা··· সত্যি, ভাবিয়ে দিলে!

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

শিবির

(সিম্বেলিন, বেলারিয়াস, গিদেরিয়াস, আর্ভিরেগাশ, পিশানিয়ো, অমাত্যগণ, কর্ম্মচারিগণ ও অনুচরগণের প্রবেশ)

সিম্বেলিন। এসো, মোর পাশে এসো, বিধাতা-প্রেরিত
রাজ্যের রক্ষক মম। বেদনা রহিল,
জীর্ণ বাস-পরা সেই দীন সেনা লাগি ;
অদম্য বিক্রমে সে যে করিল সংগ্রাম—
জীর্ণ দীন বাসে তার ভূষা লজ্জা পায়—
বক্ষ তার অস্ত্র-মুখে হলো অগ্রসর,
তিলেক না হলো ভীত! না মেলে সন্ধান!
দেখা পেলে যথাসাধ্য করিতাম খুশী।

বেলারিয়াস। দীন বেশে হেন শক্তি কভু দেখি নাই!
কার্য্য দেখে অনুমানি, ভিখারী সে নয়।

সিম্বেলিন। সংবাদ না মিলিল তাহার ?

পিশানিয়ো। সব ঠাঁই
করেছি সন্ধান—জীবিত-মৃতের দলে ;
তবু কোনো বার্ত্তা নাই।

সিম্বেলিন। হরিষে বিষাদ!

(বেলারিয়াস, গিদেরিয়াস ও আর্ভিরেগাশের প্রতি)

যেই প্রাণ-শক্তি' পরে বৃটন-জীবন,
সে শক্তি তোমরা বহি এনেছো বৃটেনে—
বৃটেনের মান-প্রাণ তোমরা রাখিলে।
তার পূর্ব্বে কহ মোরে পরিচয় তব।

বেলারিয়াস। হে রাজন্, ক্যাম্ব্রিয়ায় জন্ম আমাদের।
ভদ্র মোরা। গর্ব্ব নয়, বলিব তথাপি—
অসাধুতা-পাপে লিপ্ত কভু নহি মোরা।

সিম্বেলিন। কেন নত জানু ? ওঠো রণজয়ী বীর!
আজি হতে পার্শ্বরক্ষী অনুচর মোর—
উপাধি-সম্মান পাবে মর্য্যাদা-উচিত!

(কর্ণেলিয়াস ও পুরনারীগণের প্রবেশ)

এ কি! মুখে শত প্রশ্ন—বারতা-আভাস।
কেন সবে ম্লানমুখ বিজয়ের দিনে ?
মূর্ত্তি হেরি মনে হয়, বিজিত রোমান—
তাদের ঘরের নারী! নহ বৃটেনের!

কর্ণেলিয়াস। মহারাজ, রাজ-অধিরাজ, জানে দাসী,
বিজয়-উৎসব আজি আনন্দের দিন!
তবু সে আনন্দ-মাঝে যে-বারতা আনি—

তাহে এ আনন্দ চূর্ণ—নিরানন্দ পুরী!
মহারাণী-রাজ্যেশ্বরী—বেঁচে নাই আজ!
সিম্বেলিন। এ বার্ত্তা তোমরা বহ! বৈদ্য
কোথা আছে?
জীবনে ওষধি করে দীর্ঘ নিরাময়—
তবু সে বৈদ্য যে মরে,—এ বড় কৌতুক!
কিন্তু এই মৃত্যু অকস্মাৎ! কারণ কি?
কর্ণেলিয়াস। জীবন সে ঝড় যেন!—ঝড়ের মতন
উন্মাদ প্রলাপ মাঝে মৃত্যু দিল দেখা!
ক্রূর হিংসা মূর্ত্তিমতী ধরণীর বুকে—
তেমনি নিষ্ঠুর মৃত্যু! মরণের কালে
যে-কথা সবারে ডাকি কহিল চীৎকারি,
আদেশ পাইলে তাহা নিবেদি চরণে।
তাঁর দাসী-সহচরী—সবে শুনিয়াছে।
যদি মোর ভুল হয়, সে কথা বলিবে।
এখনো এদের চোখে অশ্রু লেগে আছে!
রাণীর মরণ-কালে সবে ছিল পাশে।
সিম্বেলিন। বলো সেই কথা।
কর্ণেলিয়াস। কহিলেন সহচরীগণে,
মহারাজে কোনো দিন বাসি নাই ভালো!
ভালোবাসা ছিল তাঁর অভিনয়, ভাণ—
রাণীর মর্য্যাদা-লাভ,—তাহার কারণ!
রাজ-সিংহাসনে-সন ছিল পরিণয়—
মহারাজ-সনে নয়! পত্নীর আসনে
আপনারে ঘৃণা শুধু করেছেন বসি!
সিম্বেলিন। তাঁর মন—তিনিই তা জানিতেন! তবে
মৃত্যু-কালে এই কথা! বাঁচিয়া বলিলে
কে জানে, হয়তো মোর হতো না প্রত্যয়!
যাক্, তুমি বলো আর যাহা বলিবার।
কর্ণেলিয়াস। রাজকন্যা—মুখে ছিল স্নেহ তাঁর প্রতি,
বাহিরেতে ভাণ শুধু! অন্তরের মাঝে
ক্রূর হিংসা জাগিত সে সর্পের মতন!
দু' চোখের বিষ,—তাই প্রাণ নিতে তাঁর
জাগ্রত প্রয়াস সদা! পলায়েছে তাই,
বিষ-দানে নহে তাঁর লইত জীবন।
সিম্বেলিন। কোমলতা-আবরণে ভীষণা রাক্ষসী!
ওরে ওরে দুষ্টা নারী!...রাণীর সে মন—
কে তার স্বরূপ জানে! আরো কথা আছে?
কর্ণেলিয়াস। আছে কথা—আরো সে অপ্রিয়!
বলে রাণী,
তব লাগি উগ্র খনি-বিষ ছিল পাশে;
সে বিষে জীবন দহে তিল-তিল করি—
পরে হয় ভস্মশেষ! সে বিষ-পরশে
জর্জ্জরিত হেরি আপনারে, মহারাণী
অশ্রু-বাষ্পে, রুদ্ধ ভাষে, ভাণ-মমতায়
নিজের বেদনা-লীলা করিবে প্রকাশ,
তাহে মুগ্ধ তুমি এই রাজ্যের আসনে
পুত্রে তাঁর বসাইবে, মাথায় মুকুট,
রাজ-অভিষেক হবে মহা-সমারোহে!
পুত্র সে ক্লোটেন আজ—নাহি তার দেখা—
রাজ্য ছাড়ি নিরুদ্দেশ! তাইতো কাতর,
অঘটন ঘটালো এমন মহা-দায়ে!
বাতুল রমণী—নিরাশার তীব্র দাহে
সর্ব্বজনে কহিল ডাকিয়া এই বাণী—
নিলাজ পাপের কথা! কদর্য্য বাসনা!
সে বাসনা মিটিল না; তাহার লাগিয়া
কতই সে হা-হুতাশ! নিরাশার দাহে
জ্বলি শেষে প্রাণ দিল!
সিম্বেলিন। শুনেচো তোমরা?
১ নারী। শুনিয়াছি মহারাজ।
সিম্বেলিন। এ মোর নয়নে,
নয়নের মোহ নয়, ছিল সে রূপসী!
শ্রবণ ভুলিয়াছিল চাটু-বাক্যে তার!
মনে জাগে নাই কভু তিল অবিশ্বাস!
ভাবিতাম,—মন তার মুখের মতন
অমনি সুন্দর! তারে অন্যরূপ ভাবা
অসম্ভব ছিল—তাহা হতো অনুচিত!
কিন্তু ইমোজেন! কন্যা মোর...! মূঢ় আমি,
কন্যার ব্যথায় তাই ছিনু উদাসীন!
ম্লান-মুখী মাতৃহারা!...বুঝিবে না কেহ
অন্তর্গূঢ় সে বেদনা! জানেন বিধাতা!

[প্রহরী-বেষ্টিত লুশিয়াস, আয়াকিমো, গণক, অপর রোমান বন্দিগণ; পশ্চাতে পশথামাস ইমোজেন প্রবেশ করিল]

রাজ-কর করিতে গ্রহণ—লুশিয়াস,
আজ তবে নহে আগমন! সেই সাধ
ব্রিটন মিটায়ে দেছে প্রাণ-অংশ দিয়া!
রণে যারা প্রাণ দেছে—তাদের বান্ধব,
আত্মীয়-আত্মীয়া যত চাহে প্রতিকার—
বন্দি-রক্তে ধৌত করে বিষাদের কালি!
এ প্রস্তাব জানায়েছে। কি তার উত্তর?
লুশিয়াস। ভাগ্যচক্র ঘুরে গেছে! আজ তুমি জয়ী।
মোরা জয়ী হলে জেনো এ কথা নিশ্চিত,
বন্দী লয়ে বীরত্বের হেন আস্ফালন
কখনো না করিতাম! পরাজিত আজ!

আমাদের প্রাণ লয়ে তৃপ্তি যদি হয়,
হোক তাই! সে আদেশ করহ প্রদান।
রোমান মরণ-ভয় কভু নাহি রাখে;
মৃত্যু গণে বহু-শ্রেয় পরাজয় হতে!
তবে এক নিবেদন আছে মহারাজ,
এ বালক—এ আমার প্রিয়-অনুচর,
বড় শান্ত। জন্ম এর ব্রিটনের দেশে।
এরে শুধু মুক্তি দাও। নাহি অপরাধ।

সিম্বেলিন। দেখিনু বালকে বটে! মনে হয় দেখি,
পরিচয় আছে যেন! চিত্তে মায়া জাগে!
পাশে যদি রহো, হবো সুখী। নাহি জানি,
কেন মায়া! বলি শুধু—হও দীর্ঘজীবী!
তোমার প্রভুর বাক্যে এ মমতা নয়—
কহ বৎস—কোনো সাধ থাকে যদি মনে,
পূরাবো সে সাধ তব—না হবে অন্যথা।
বন্দীদের মাঝে যদি মুক্তি চাও কারো,
বলো, তারে মুক্তি দিব।

ইমোজেন। ধন্য আমি প্রভু!
অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদি চরণে।

লুশিয়াস। না বৎস, আমার প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়ো না।
সে-কথা বলি না। জানি, মোর মুক্তি চাবে!

ইমোজেন। না দেব, তাহার পূর্বে অন্য কাজ আছে।
সে ব্যথা মৃত্যুর চেয়ে তীব্র হয়ে বাজে।
আপনার প্রাণ-ভিক্ষা—পিছে সে চাহিব।

লুশিয়াস। এত শীঘ্র ভুলে গেল! বালকের রীতি!
হাসি বলো, ব্যথা বলো—ক্ষণেকে মিলায়!
কিসের উদ্বেগ এত? কাতর বালক?

সিম্বেলিন। কি চাহো বালক? কহ, শুনিব সে কথা।
যত দেখি, তত আমি ভালোবাসি তোরে।
মনে হয়, কিছুই অদেয় নাই! কহ।
চাহো ও-বন্দীর পানে—চাহিতে চাও?
ও তোমার আত্ম-জন? অথবা বান্ধব?

ইমোজেন। রোম-বাসী এ রোমান; নহেকো আত্মীয়!

সিম্বেলিন। ওর পানে কেন চেয়ে আছো? কি দেখিছ?

ইমোজেন। বলিব সে কথা! কিন্তু গোপনে রাজন্,—
যদি পাই অনুমতি!

সিম্বেলিন। তাই হবে। এসো।
মন দিয়া শুনিব—যা চাহো বলিবারে।
কি তোমার নাম?

ইমোজেন। ফাইডেল।

সিম্বেলিন। যোগ্য নাম।
হে বালক, আজ হতে প্রিয় অনুচর
পাশে পাশে র'বে সদা। এসো মোর সাথে।
মুক্তকণ্ঠে বলিয়ো, যা বলিবার আছে।

(সিম্বেলিন ও ইমোজেন অন্তরালে গিয়া কথোপকথন-রত)

বেলারিয়াস। মরণের পথ হতে ফিরিল বালক?

আর্ভিরেগাস। বালুকা হইতে যদি বালুকায় ভেদ
সম্ভব কখনো হয়,— এ বালক সেই!
তার সনে এর ভেদ পারে না থাকিতে!
ফাইডেল—বলিল নাম। তুমি কি-বা বলো?

গিদেরিয়াস। মৃতের জীবন-লাভ—নাহিকো সংশয়!

বেলারিয়াস। আমাদের পানে এ তো ফিরিয়া না চায়!
মিছা তর্ক। না, না, সে নয়—এ অন্য জন।
আকৃতি-সাদৃশ্য হেন নহে অসম্ভব।
সে যদি, মোদের সনে করিত আলাপ।

গিদেরিয়াস। স্বচক্ষে দেখেছি মৃত—প্রাণহীন দেহ!

বেলারিয়াস। স্থির হয়ে দেখি আরো।

পিশানিয়ো। (স্বগত) কোনো ভুল নাই!
নিশ্চয়, রাজার কন্যা। এসেছেন যদি,
ধৈর্য্য ধরি দেখি। দুর্দিন হয়েছে গত।

(সিম্বেলিন ও ইমোজেন সম্মুখে আসিলেন)

সিম্বেলিন। এসো, মোর পাশে রহ। কি চাহো, তা বলো
উচ্চকণ্ঠে সবারে শুনায়ে। (আয়াকিমোর প্রতি) এসো হেথা,
এ বালক যে প্রশ্ন করিবে—তুমি তার
এখনি উত্তর দিবে—সত্য, স্পষ্ট কথা।
যদি মিথ্যা কহ, কিম্বা রহ নিরুত্তর—
নিষ্ঠুর কঠিন মৃত্যু—জেনো পরিণাম।

ইমোজেন। জানিবারে চাই আমি, ওই মণিময়
অঙ্গুরী কোথায় পেল এই ভদ্র-জন?

পিশানিয়ো। (স্বগত) অঙ্গুরীতে কি-বা এর প্রয়োজন?

সিম্বেলিন। এই
হীরা-মণি-খচিত অঙ্গুরী অঙ্গুলিতে—
বলো, কোথা পেলে? পেলে কি করিয়া তুমি?

আয়াকিমো। নিরুত্তরে পাবো আমি কঠিন যাতনা—
উত্তরে যাতনা আরো!

সিম্বেলিন। যাতনা তোমার!

আয়াকিমো। তবু তা বলিব আমি। না বলিয়া তাহা
গোপন রহিলে মনে—অসহ্য যাতনা!
এই অঙ্গুরীয় পাই কপট মিথ্যায়,

দারুণ দুর্বৃত্ত সম আচরণ করি।
এ মণি—এ মণি ছিল পশথামাসের—
যারে তুমি নির্ব্বাসন দেছ মহারাজ।
তদুপরি আরো ব্যথা পাবে মহারাজ,
সে ব্যথা আমিও সহি—জানিবে যখন,
কত সে মহৎ জন—কত সে উদার!
তার তুল্য ভদ্র নাহি অবনীর 'পরে!
আরো কি শুনিতে চাও?

সিম্বেলিন। অঙ্গুরী-বারতা।

আয়াকিমো। সে তোমার কন্যার কাহিনী, মহারাজ।
যার ব্যথা স্মরি মোর বক্ষে রক্ত ঝুরে!
আমার অসত্য ভাষা—তীক্ষ্ণ অসি চেয়ে
সে-আঘাত আরো তীব্র সারা চিত্তে বাজে!

সিম্বেলিন। কন্যা! মোর কন্যা! তুমি জানো তার কথা?
বলো, বলো,—না, না, তুমি নহ নিশ্চেতন—
না বলিলে—জেনো মৃত্যু নির্ম্মম কঠিন।
কিন্তু না, না—মৃত্যু নয়! বলো, বলো ত্বরা—
বিলম্ব সহে না মোর—বলো সেই কথা।

আয়াকিমো। এক দিন—কি ভীষণ সে দিন, সে ক্ষণ!
রোমে বসি গৃহ-মাঝে—অভিশপ্ত গৃহ!
বুঝি সে উৎসব-ভোজ! সেই ভোজে যদি
বিষ কেহ মিশাইয়া দিত, ভালো হতো!
তাহলে যাতনানলে দগ্ধ না হতাম!
সেই ভোজ-সভামাঝে পশথামাস ধীর
—কি বলিব? হেন ভদ্র দেখি নাই কভু!
বসেছিল ম্লান মুখ, ব্যথায় কাতর!
আমাদের তর্ক চলে—ইতালীর নারী—
তার রূপ, তার ভালোবাসার কাহিনী—
সতীত্বে তাদের তুল্য নারী কোথা নাই,
এমনি বলিতেছিনু! পুরুষ যা চায়,
রূপ-গুণ, যে-সুষমা—সে আছে কেবল
ইতালী-নারীর দেহে; মনে মনোরমা
ইতালীর নারী শুধু।

সিম্বেলিন। ধৈর্য্য নাহি সহে।
ভূমিকা রাখিয়া বলো সেই কথাটুকু—
যে-কথার লাগি প্রাণ অধীর, আকুল!

আয়াকিমো। রসনা জড়িত হয় সে বাক্য-ভাষণে!
ব্যথা পাবে মহারাজ! কি-ব্যথায় জ্বলি!
তবু তা বলিব আমি! এই পশথামাস—
পত্নীপ্রেমে ঢল-ঢল—মোদের কথায়
তোলে প্রতিবাদ—কহে প্রেয়সীর কথা—
রূপে অতুলনা প্রিয়া, গুণে বিভূষিতা,
রাজার তনয়া—নাহি ঐশ্বর্য্য-কামনা,
দীন-স্বামি-সেবা তাঁর জীবনের ব্রত!
স্বামিময় চিত্ত—আর কিছু নাহি জানে!
কথায় কথায় হলো তর্কের সৃজন।
সে তর্কের পরিণাম—এ মোর যাতনা!

সিম্বেলিন। বলো, বলো…সব কথা।

আয়াকিমো। তর্ক শেষে বিঁধে
আপনার তনয়ার সতীত্ব-মরমে!
বন্ধু কহিলেন—প্রিয়া সতী-শিরোমণি,
ডায়ানার সহচরী প্রণয়-নিষ্ঠায়!
আমি কহিলাম হাসি—অলীক স্বপন!
রাজবালা…দীন এক স্বামীর লাগিয়া
দেহ-মন শুষ্ক তপে রাখে না মগন!
তর্ক হলো; শেষে পণ! বন্ধু কহিলেন,—
প্রমাণিতে পারো যদি, অসতী প্রেয়সী—
যদি তার কণ্ঠ হতে পারো আনিবারে
মোর-দেওয়া মণি-হার, তবে তা বুঝিব;
পারো যদি,—অঙ্গুরী করিব তোমা দান।
বন্ধুর সে মুখচ্ছবি প্রদীপ্ত গরবে,
গভীর বিশ্বাসে পূর্ণ—দেখে চাপে রোখ!
কহিনু—প্রমাণ আনি বুঝাইব বন্ধু,
তোমার প্রিয়ার প্রেম চটুল, ভঙ্গুর!
আসিলাম বৃটেনেতে। রাজ-সভা-মাঝে
নতি-নিবেদন করি' দাড়াইনু আমি;
সেথায় দেখিনু তব রূপসী কন্যারে—
সতীত্ব মহিমা-দীপ্ত করে নাই ম্লান,
পাণ্ডু তার মুখ-ছবি, বিরহ-বেদনে!
পুণ্যবতী কারে বলে—চকিতে বুঝিনু।
পরাভব স্মরি হই নিমেষে কুণ্ঠিত!
কিন্তু কি দানবী হিংসা—কি সে উন্মাদনা—
হারাই সকল জ্ঞান, ভদ্রতার রীতি!
মনে মনে পণ করি—বিজয়, বিজয়—
ছলে-বলে সুকৌশলে চাহি সে আমার!
আচারে কৌশল ধরি শয্যা-গৃহ-মাঝে
লভিনু প্রবেশ—রাজ-কন্যার অজ্ঞাতে।
নিশীথিনী হলো ঘোর—সুপ্তি-ভরা দিক,
সরলা কিশোরী আহা, ঘুমে অচেতন,
গোপন বিবর হতে আসিনু বাহিরে—
সে কক্ষ করিনু লক্ষ্য মনোযোগ দিয়া;
নিদ্রিতা রূপসী সতী-কণ্ঠে মণি-হার—
করিনু হরণ। কি সে পিশাচ-উল্লাস!

পশ্‌থামাস। (অগ্রসর হইয়া আসিয়া) পামর
ইতাল তুই…এমনি করিয়া…
কিন্তু আমি মূঢ়…আমি নির্ম্মম, নিষ্ঠুর,
আরো সে দুর্জ্জন! পাষণ্ড! ঘাতক আমি!
দাও, দাও, দণ্ড দাও! অসি বা কৃপাণ,
কিম্বা রজ্জু; পাপ-প্রাণ—হোক্ তার শেষ!
মহারাজ, রাজ-অধিরাজ—হত্যা, হত্যা,
হত্যা করো মোরে! নিষ্ঠুর নির্ম্মম হত্যা!
আমি…আমি…আমি দুষ্ট পশ্‌থামাস…
হত্যা করিয়াছি আমি রাজ-তনয়ারে!
সরলা সে দেবী—তারে করিয়াছি পূজা—
সে পুণ্য-মন্দির চূর্ণ আমি করিয়াছি!
ধর্ম্ম…ধর্ম্ম…পুণ্য…সব করেছি উচ্ছেদ!
লহ শির। দাও শূলে। মৃত্তিকা-প্রোথিত
করিয়া কুক্কুর দিয়া খণ্ড-খণ্ড করো
এ আমার সারা দেহ! পাষাণ-আঘাতে
চূর্ণ করো, চূর্ণ করো এই পাপ-দেহ!
ধরায় নারকী কেহ নাহি মোর চেয়ে!
মহারাজ, মহারাজ—মৃত্যু দাও মোরে!
ইমোজেন! ইমোজেন! নারী-শিরোমণি!
আমার হৃদয়-রাণী! প্রিয়া! দেবি! দেবি!
হা আমার ইমোজেন! ইমোজেন! প্রিয়া!
ইমোজেন। হয়ো না অধীর, ভদ্র! শান্ত হও। শোনো
পশ্‌থামাস। প্রগল্‌ভ বালক-ভৃত্য কি বুঝিবি তুই?
উপদেশ দিস্, দেখি! হেন স্পর্দ্ধা! বটে!

(চপেটাঘাত; ইমোজেন পড়িয়া গেল)

পিশানিয়ো। কি করো—কি করো প্রভু!
চিনিতে না পারো!
দেবীরে করোনি হত্যা—করিলে এখন!
দেবি…দেবি…
সিম্বেলিন। পৃথিবী কি পদ-তল হতে
গিয়াছে সরিয়া? অথবা…
পশ্‌থামাস। কি বলিতে চাও?
পিশানিয়ো। ওঠো দেবি, ওঠো! চেয়ে ছাখো,
কথা কও।
সিম্বেলিন। তবে কি…তবে কি…ভগবান্, অনুমান
সত্য প্রভু! আনন্দ অসীম!
পিশানিয়ো। আঁখি মেলি ওই চায়!
দেবি! দেবি! দেবি!
ইমোজেন। চলে যা সম্মুখ হতে দুর্বৃত্ত নফর!
বিষ দিয়াছিলি মোরে…দূর হ'রে তুই!
রাজগৃহে ঠাঁই তোর নাহি হবে আর!

সিম্বেলিন। সেই কণ্ঠস্বর! ইমোজেন…ইমোজেন!
পিশানিয়ো। বিধাতা জানেন দেবি, মোর দোষ নাই!
যে-পেটিকা দিয়াছিনু, কি ছিল তাহাতে,
আমি তাহা জানি নাই! রাণীর সে-দানে
অমূল্য সম্পদ ভাবি…
সিম্বেলিন। নব-তত্ত্ব শুনি।
ইমোজেন। বিষ…সে-বিষে আমার
চেতনা বিলুপ্ত হলো—মৃত্যু-হতা-প্রায়!
কর্ণেলিয়াস। হায় বিধি! এক কথা ভুলেছি রাজন্,
রাজ্ঞী বলেছিল আরো—পিশানিয়ো যদি
সে-পেটি তাহারে দিছি, দেয় ইমোজেনে
ঔষধি ভাবিয়া, তবে অতি-সুনিশ্চিত
সে পেটি-পুঞ্জিত বিষে মরেছে বালিকা!
সিম্বেলিন। এ কথার অর্থ কি-বা?
কর্ণেলিয়াস। বিষ-তত্ত্বে রাণী
নিপুণা ছিলেন অতি। বিষ লয়ে খেলা!
নীচ প্রাণী 'পরে তাঁর চলিত পরীক্ষা—
কোন্ বিষ কত উগ্র—কিসে প্রাণ হরে
চকিতে, বিলম্বে কিসে—তীব্র জ্বালা সয়ে
দণ্ডে দণ্ডে মরে প্রাণী, তিলে তিলে ক্ষয়!
তেমনি সে কোনো বিষ ছিল পেটি-মাঝে!
কে জানে রহস্য তার! করেছিলে পান
সে বিষ কি রাজবালা?
ইমোজেন। হয়তো করেছি!
নহে মৃত্যু-হিম কেন পরশিবে মোরে?
বেলারিয়াস। তবে সে মোদের বুঝিবার ভুল, বৎস!
গিদেরিয়াস। আমাদের ফাইডেল! ঠিক!
ইমোজেন। বিবাহিতা পত্নী—তারে করিলে বর্জ্জন
এমন অকুণ্ঠ চিত্তে—অনায়াসে! কেন?
আজ…আজ…গিরি-শৃঙ্গে অবস্থান তব!
আমারে ফ্যালো তো দেখি!
পশ্‌থামাস। না, না, ফেলিব না। চাহে
কে ফেলিতে—বলো?
লগ্ন থাকো, লগ্ন থাকো এমনি আমাতে—
তরুশাখে ফল-ফুল লগ্ন থাকে যথা,
যত দিন বাঁচে তরু, বাঁচে তত দিন—
আত্মায়-আত্মায় লগ্ন রহো অবিচ্ছেদ!
সিম্বেলিন। কন্যা…কন্যা মোর!…ওরে,
ওরে আদরিণি,
আমারে কিছু না ক'বি? কোনো কথা নাই?
কোনো সাধ?
ইমোজেন। (নতজানু হইয়া) তোমার আশিষ
মাগি, পিতা!

বেলারিয়াস। (গিদেরিয়াস ও আর্ভিরেগাশের প্রতি)
এ বালকে এত স্নেহ—অপরাধ নাই।
এ স্নেহের ছিল হেতু।
সিম্বেলিন। পুণ্য-অশ্রু চোখে!
ইমোজেন, শুনিয়াছ—রাণী প্রাণ দেছে?
ইমোজেন। ব্যথা পাই মনে সত্য এ মৃত্যু-স্মরণে।
সিম্বেলিন। না, না, ব্যথা নয়। ছিল অতি-দুষ্টা নারী।
ভাগ্যে প্রাণ দেছে রাণী, তাই এ আনন্দ!
পুত্র তার নিরুদ্দেশ। কোথা, নাহি জানি।
পিশানিয়ো। সত্য তবে বলি মহারাজ! নাহি ভয়!
রাজবালা প্রাসাদ করিল যবে ত্যাগ—
অসি-হস্তে আমারে হাঁকিল যুবরাজ,—
রাজকন্যা কোথা গেছে, বার্ত্তা নাহি দিলে
দ্বিখণ্ড করিবে শির! সদয় বিধাতা
বুঝি—জাল পত্র ছিল কাছে—প্রভুর লিখন।
দেখাইনু তাঁরে। ছিল সে পত্রে কঠিন
প্রভুর আদেশ, যেন সেই পত্র পেয়ে
রাজবালা যান্ ত্বরা মিলফোর্ডে চ'ল;
সেথায় সাক্ষাৎ হবে—প্রভু রবে সেথা।
সে বার্ত্তা পাইয়া দুষ্ট হরষিত মন,
প্রভুর পুরানো বেশ লইল চাহিয়া
আমা হতে; বাহিরিল সেই বেশে সাজি
মিলফোর্ড-অভিমুখে—পাপ-ইচ্ছা মনে।
তার পরে কি যে হলো, নহি তা বিদিত।
গিদেরিয়াস। এ গল্পের শেষ আমি জানি। প্রাণ দেছে
সে দুষ্ট আমার করে।
সিম্বেলিন। না, না, অসম্ভব!
বলো যুবা, সত্য নহে, মিথ্যা বলিয়াছ!
তোমার সাহস-বীর্য্যে দিব পুরস্কার
আমার বাসনা যবে, এ কথা তখন!
কোন্ প্রাণে দিব দণ্ড? বলো—মিথ্যা কথা!
গিদেরিয়াস। সত্য কথা, তারে আমি বধ করিয়াছি।
সিম্বেলিন। সে যে রাজপুত্র…
গিদেরিয়াস। অভদ্র ইতর অতি। আচার-ব্যাভার
রাজপুত্র-যোগ্য নহে। অকথ্য ভাষায়
গালি দিল অকারণে—কিছু না বলিনু!
আঘাত করিল শেষে। সেই অপমান
আমার অসহ্য হলো! তার অস্ত্র লয়ে
—যে-অস্ত্রে আমার বধে ছিল সমুদ্যত,
সে-অস্ত্রে নিলাম শির। অনুতপ্ত নহি—
স্পর্দ্ধার উচিত শাস্তি দিয়াছি তাহারে।
বড় সুখী! আজ হেথা নাহি উপস্থিত
জীবন্ত সে পাপ-মূর্ত্তি!

সিম্বেলিন। ব্যথা পাই শুনি
কিন্তু তুমি নিজ-মুখে করিছ স্বীকার।
এ হত্যায় দণ্ড পাবে। প্রাণ-দণ্ড তব।
ইমোজেন। শিরোহীন দেহখানা, সে তবে তাহার
বন-মাঝে বেশ দেখি—ভেবেছিনু মনে,
স্বামী মোর…
সিম্বেলিন। বন্দী করো এ যুবারে
লয়ে যাও হেথা হতে।
বেলারিয়াস। সম্বর রাজন্,
মহারোষ! কারে দণ্ড দিতেছ, তা জানো?
যুবা যার প্রাণ নেছে—তার চেয়ে জেনো,
কুলে হীন নহে এতটুকু! শুধু তাই?
লক্ষ সে ক্লোটেন-প্রাণ—তার চেয়ে মূল্য
এ-প্রাণের ঢের বেশী! (প্রহরীর প্রতি)
ছেড়ে দাও হাত;
এই হস্ত বন্ধনের নহে!
সিম্বেলিন। হে প্রবীণ,
যাহে তব অধিকার বিন্দুমাত্র নাই,
তাহে হস্তক্ষেপ করি, কেন এ মূঢ়তা?
কেন আনো রোষ-বহ্নি?…বেশ, কহ, শুনি—
কোন্ উচ্চ কুলে জন্ম লয়েছে যুবক?
ক্লোটেনের সমতুল্য—কি সাহসে কহ?
আর্ভিরেগাশ। এ কথায় বিনয়-প্রকাশ, মহারাজ!
সিম্বেলিন। এই স্পর্দ্ধা—
তার শাস্তি তোমার মরণ।
বেলারিয়াস। মরিতে কাতর মোরা নহি, মহারাজ!
তাই দাও—মৃত্যু দণ্ড লবো শির পাতি।
মরণের পূর্ব্বে শুধু বুঝাইয়া যাবো—
কোন্ কুল দুই যুবা করেছে উজ্জ্বল!
ক্লোটেন হইতে কত মহৎ দুজনে!
অপূর্ব্ব সে কথা, যেন কল্পনায় রচা!
বৎসগণ, ক্ষণেক নীরব রহ দোঁহে,
মোর লাগি রাজরোষ করো না পুঞ্জিত।
আর্ভিরেগাশ। তোমার বিপদে পিতা মোদের বিপদ!
গিদেরিয়াস। কুশলে কুশল!
বেলারিয়াস। বেশ, তাহা মানিলাম।
মহারাজ, মনে পড়ে…বহু বর্ষ আগে
প্রজা এক ছিল তব—নাম বেলারিয়াস?
সিম্বেলিন। তার কথা কেন? নির্ব্বাসিত
অবিশ্বাসী।
বেলারিয়াস। সে আজি প্রাচীন,—এই
তোমার সম্মুখে। নির্ব্বাসিত বটে,
কিন্তু নহে অবিশ্বাসী!

সিম্বেলিন। লয়ে যাও এরে,
ধরণীর কোনো শক্তি পারিবে না এরে
আজিকে করিতে রক্ষা।
বেলারিয়াস। ধীরে প্রভু, ধীরে!
তব পুত্রদ্বয়ে আমি করেছি পালন
এত কাল। মহারাজ, তার মূল্য দাও…
সে অর্থ হরণ করো মোর দণ্ড-হেতু—
কোনো ক্ষোভ নাই তাহে!
সিম্বেলিন। পুত্রের লালন!
বেলারিয়াস। মহারাজ, বৃদ্ধ আমি, অক্ষম প্রগল্ভ।
নতজানু করি আজ করুণা প্রার্থনা—
আমার এ দুই পুত্রে একান্ত বধিবে
যদি, তার পূর্বে লহ এই বৃদ্ধের জীবন;
তার পরে দুজনার।…কহি সে কাহিনী
অদ্ভুত, অপূর্ব—শুন, সভাজনসহ।
এ দুই কুমার—এই দিব্য যার শ্রী—
আমারেই পিতৃ-জ্ঞানে পিতৃ-সম্বোধনে
কৃতার্থ করেচে মোরে—মোর পুত্র নয়।
মহারাজ, এরা দুটি রাজপুত্র! তব
প্রতিবিম্ব প্রভু,—তব শোণিতে গঠিত,
তোমার তনয় দোঁহে।
সিম্বেলিন। আমার তনয়!
বেলারিয়াস। সত্য কহি। মোর নাম জানিয়ো মর্গান—
সেই বেলারিয়—যারে নির্ব্বাসন দেছ!
তব ইচ্ছা-অনুমানে অপরাধ মম;
সত্য অপরাধী নহি। তব অভিলাষে
হলো মোর গুরুদণ্ড। কি প্রচণ্ড দাহ
অন্তরে করেছি ভোগ, জানে অন্তর্য্যামী!
এরা দুটি রাজপুত্র। বিশ বর্ষ ধরি
লালন করেছি দোঁহা; শিখায়েছি প্রভু,
শস্ত্র-শাস্ত্র যাহা কিছু ছিল মোর জানা।
য়ুরিফিলা ধাত্রী ইঁহাদের; তারে
বিবাহ করিয়াছিনু—লালনের লাগি।
মিথ্যা-অপরাধে যবে শাস্তি দিলে প্রভু,
আক্রোশে জ্বলিল তনু! ধাত্রী য়ুরিফিলে
মিনতি-শাসনে আমি ভুলায়ে সম্মত
করেছিনু রাজপুত্রে হরণের লাগি।
সে মিনতি রাখিল সে; করিল হরণ
রাজপুত্রে; আনি দিল আমার এ হাতে।
সে অবধি শিরে বহি এদের কল্যাণ।
এরা মোর ধ্যান-জ্ঞান, সাধনা, সর্ব্বস্ব!
কি করিব? ক্রোধে, শুধু আক্রোশের বশে
হরিয়াছি রাজপুত্রে—গুরু অপরাধ।
রাজভক্ত—ও-চরণ বিনা নাহি জানি,
তারে মিথ্যা অপবাদে হেন শাস্তি দিলে!
বিবেক, বুদ্ধি, সে-মন—হারানু নিমেষে!
যে-শাস্তি আমারে দিবে, লব শির পাতি।
এখন তোমার হাতে দিলাম ফিরায়ে
এ তোমার দুই পুত্রে—নয়নের মণি,
আমার সর্ব্বস্ব। আজ তাহে হই হারা!
স্বর্গের দেবতা দোঁহে করুন আশিষ—
কল্যাণ, কল্যাণ-চির হোক দোঁহাকার!
যোগ্য এ তনয় তব—রাজ-অধিরাজ,
মহারাজ, প্রভু, মোর দেবতা মহান্!
সিম্বেলিন। চোখে অশ্রু দেখি, কণ্ঠে গদগদ ভাষা।
এই যুদ্ধে তুমি আর দুই শিষ্য তব
ব্রিটেনের মান রাখি যে ব্রত সাধন
করিয়াছ, ধন্য তায়, কৃতার্থ সকলে!
সে বীর্য্য, সাহস মানি! যোগ্য এ তনয়—
ব্রিটেন-মর্য্যাদা-মান-রক্ষক সুজন।
বেলারিয়াস। আর কিছু কথা আছে। এই পলিডোর—
মোর দেওয়া নাম তার—গিদেরিয়াস;
যারে ডাকি কডওয়াল, সে আর্ভিরেগাশ।
এতটুকু ছোট শিশু লয়েছিনু বুকে
রাণী-মার পার্শ্ব হতে ধাত্রী যবে আনে।
যে-বসনে শিশু-তনু ছিল আবরিত,
আজো মোরে কাছে আছে—পারি তা আনিতে।
সিম্বেলিন। গিদেরিয়াস! স্কন্ধে তার ছিল যে জড়ুল—
রক্ত-তারকার চিহ্ন, সবার বিস্ময়!
বেলারিয়াস। এই ত্বাখো, মহারাজ, সে রক্ত-তারকা
বিধির হাতের চিহ্ন! তৃপ্ত নিদর্শনে?
সিম্বেলিন। ধন্য আমি! ফিরে পাই পুত্র-কন্যা তিনে।
কোনো মাতা পুত্র-মুখ নেহারি এমন
পরিতৃপ্ত পায় নাই—আমি যথা আজ।
সাধু বেলারিয়! এই রাজ্যের গগনে
প্রদীপ্ত ভাস্কর সম তিনের উদয়—
গ্লানির তিমির দিলে নিমেষে ঘুচায়ে;
তেমনি আমারো এই অন্তর-আকাশে
যে-আঁধার ছিল ঘন, করিলে হরণ!
এ চিত্ত-আকাশে রাজো দীপ্ত মহিমায়
প্রদীপ্ত ভাস্কর সম—নিশ-দিন মনে।
ইমোজেন—তুমি কিন্তু হলে রাজ্য-হারা।
ইমোজেন। না পিতা, এ দুই রাজ্য, দুটি ভাই মোর!
দাদা, দাদা—বনে পূর্ব্বে হয়েছিল দেখা—
আমারে বলিলে, ভাই হই! ভাই নই,

ভগিনী যে আমি। আমি ভেবেছিনু, ভাই।
কে জানিত, সত্য-ভাই, মিথ্যা-ভাই নহ!
সিম্বেলিন। দেখা হয়েছিল পূর্ব্বে?
আর্ভিরেগাশ। হয়েছিল বনে।
গিদেরিয়াস। প্রথম সে দেখা। কত…সে দেখায় কত
ভালোবাসি—সীমা তার ছিল না কো যেন!
নয়ন মুদিলে যবে, কত যে কাঁদিনু!
কর্ণেলিয়াস। রাজ্ঞীর পেটির বিষ করেছিলে পান!
সিম্বেলিন। কিন্তু…কিন্তু প্রাণ মোর একান্ত অধীর!
ভাগ্য-চক্র—এই যদি আবর্ত্তন তার—
ধনী ও দরিদ্রে তবে কেন করি ভেদ?
ভালো কথা, কোথা ছিলে এত দিন তুমি?
রোমান বন্দীর কিসে হইলে নফর?
কেমনে বা?…ভায়েদের সাথে যে-মিলন—
সে মিলন ছিন্ন কেন? কেমনে বা দেখা?
রাজপুরী ছাড়ি মাগো কেন বনে গেলি?
কোথা গেলি? একা মেয়ে! তার কত পরে
সমরে মিলিলি সবে কোথা হতে পুনঃ?
কত, কত, কত প্রশ্ন উচ্ছ্বসিছে মনে—
কোন্‌টা যে কহি আগে, না পারি বুঝিতে!
এবে দেখি, পশথামাস মিলে ইমোজেনে!
নয়নের দৃষ্টি ফিরে চপলা-চমকে
কভু স্বামি-মুখে, কভু সহোদর দোঁহে!
এসো সবে—মন্দিরে মন্দিরে দিব পূজা।
রাজ্য-জয়! মহালাভ! উৎসব-আচারে
সারা রাজ্য মগ্ন হোক আনন্দ-পুলকে!
(বেলারিয়াসের প্রতি) আজি হতে তুমি মোর ভ্রাতা—
এ বক্ষে রাখিব বন্দী—মুক্তি নাই তার!
ইমোজেন। পিতৃসম! পিতা তুমি! শুধু তব স্নেহে
সঞ্জীবিত ছিনু পিতা! এ সুখ-প্লাবন
উচ্ছ্বসিত আজি তাই!
সিম্বেলিন। সবে পুলকিত,
আজি এ আনন্দ-দিনে; বন্দিদল শুধু
বিষণ্ণ কাতর মূর্ত্তি! না, না, বন্ধুগণ,
এ দিনে বিষাদ নয়! আনন্দ! আনন্দ!
সকলে আনন্দ করো! বন্ধন-মোচন!
মুক্ত সবে! যথা ইচ্ছা করহ গমন।
ইমোজেন। (লুশিয়াসের প্রতি)
দীন আমি সেবক তোমার।
লুশিয়াস। কল্যাণ, কল্যাণ হোক তব রাজপুত্রি!
সিম্বেলিন। একটু ছায়ার রেখা মনে রয়ে গেল।
রিক্ত দীনবেশী সেনা করিল সমর
বিপুল সাহসে যে-বা, সে যদি আসিত
পাশে আজ; রাজা আমি,—নিজ হস্তে তারে
পুরস্কার, আনন্দে দিতাম—চাহিত যা।
পশথামাস। সে দীন—এ ভৃত্য তব সহচর-বেশে
রাজপুত্রদ্বয়-পিছে করি বিচরণ!
সহসা বিপৎ-পাতে মিলিল সুযোগ!
সমরে দিলাম হানা—ভয় নাহি মনে।
আয়াকিমো, কথা কও। পাড়িনু তোমারে
এ আমার ভুজ-বলে, মারিলাম নাকো!
তোমার জীবন-মৃত্যু ছিল মোর হাতে।
আয়াকিমো। (নতজানু) নত শির আর একবার।
হে মহান্‌,
কত উচ্চে, কত উচ্চে তোমার আসন!
মিথ্যা ভাষে বুকে তব জ্বালাই অনল,
সতীরে কালির বর্ণে আঁকিলাম! ধিক!
কৃপা নয়, ক্ষমা নয়, সঁপিনু এ প্রাণ
তোমার চরণে আজি…দাও, দণ্ড দাও…
নিষ্ঠুর কঠিন মৃত্যু, প্রায়শ্চিত্ত হবে।
এই তব অঙ্গুরীয়, এই মণি-হার—
একনিষ্ঠ প্রণয়ের জীবন্ত মহিমা—
অকলঙ্ক অমলিন দিলাম ফিরায়ে!
পশথামাস। কেন নতজানু? ওঠো। করায়ত্ত তুমি,
প্রাণ লবো, সে তো আজ নহেকো কঠিন!
আরো একবার প্রাণ পেয়েছিনু হাতে,
লই নাই! বাঁচায়েছি!…লবো না ও-প্রাণ।
ক্ষমা…ক্ষমা! অন্তরের ক্ষমা লহ আজি।
বিধি-দণ্ড প্রাণ-পুষ্পে রাখি অমলিন
সবার কল্যাণ করো—ছাড়ো হিংসা-দ্বেষ।
সিম্বেলিন। মহত্ত্ব-গরিমা বটে! সবার আদর্শ!
ক্ষমা…ক্ষমা! মার্জ্জনা সবার হোক আজি!
আর্ভিরেগাশ। এসো ভাই, বুকে এসো। হে বীর সুজন,
ভগিনীর স্বামী তুমি—আমাদের ভাই।
আজিকার এ আনন্দ, তার সীমা নাই।
পশথামাস। আমি তব অনুচর। হে রোমান বীর,
কোথা তব সে গণক? তারে ডাকো হেথা।
বনমাঝে নিদ্রামগ্ন ছিলাম যখন,
মনে হলো, স্বপ্নে যেন আসে জুপিটার
ঈগলের পৃষ্ঠে চড়ি—আসে তাঁর সাথে
স্বর্গগত মোর যত আত্ম-বন্ধুজন!
জাগিয়া দেখিনু বুকে এ লিখন আছে;
অর্থ বুঝিবারে নারি। এ যেন হেঁয়ালি!
সে লিখন গণকে দেখাই, অর্থ যদি
বলিবারে পারে—বুঝিব, কুশলী বটে!

লুশিয়াস। ফিলার মোলাশ···
গণক। দাস হেথা আছে প্রভু।
লুশিয়াস। এ লিখন করো পাঠ—অর্থ দাও বলি।
গণক। (পাঠ) সিংহশিশু নিজের শক্তিতে অন্য কাহারো সাহায্য-ব্যতিরেকে বীর্য্যে আপনাকে যেমন পরিপূর্ণ করে; সিডার তরুর শাখা-ছেদনেও সে তরু বিশুষ্ক বা জীবনহীন হইবার পরিবর্ত্তে যেমন নিজেকে অমর জীবনে বিভূষিত করে—তেমনি পশথামাস, তুমি দুঃখ ভুলিয়া জাগো! তোমার জাগরণে বৃটেনের হইবে বিজয়। শান্তি-সম্পদে বৃটেন ভূষিত হইবে।
সিংহ-শিশু—এ তব অভিজ্ঞা বীর।
বিক্রম-সাহস তব বিপুল সমরে।
তব জাগরণে দেশ হইবে জাগ্রত!

(সিম্বেলিনের প্রতি)

এ তোমার কন্যা, মহারাজ—সতী-রাণী.
রেবতী নক্ষত্র যথা চন্দ্রের প্রেয়সী,
চন্দ্রের সুধার উৎস অমৃত-জ্যোছনা—
স্নিগ্ধ রূপকান্তি-বিভা উজলিয়া রাখে,
সতীত্ব-সুধায় তথা বিশ্ব স্নিগ্ধ করে।
ভাগ্যবতী ইনি সতী। এঁর ভাগ্যগুণে
স্বাধীনতা ফিরে পেলে, হারা-পুত্রে পেলে!
সিম্বেলিন। অপ্রত্যয় কথা নয়, মানি তা অন্তরে।
গণক। লিখনে সিডার তরু! এ তরু সে তুমি,
মহারাজ। শাখা—দুই পুত্র তব, বোঝো।
বেলারিয় দুই শাখা করিল ছেদন;
এখন এ শাখা-লাভে বৃটেনের জয়,
চির শান্তি-সুখে রাজ্য রবে বিভূষিত!
লিখনের অর্থ এবে পাইলে মিলায়ে!
সিম্বেলিন। বিচিত্র কাহিনী! শান্তি···শান্তি···
শান্তি হোক!
লুশিয়াস, জয়ী মোরা; তবু সীজারেরে
নতি করি নিবেদন। ধার্য্য ছিল কর···
সে কর তাঁহারে দিব। দুষ্টা রাজ্ঞী দিল
দুষ্ট পরামর্শ, তাই বাধিল সমর।
সে দুষ্ট মন্ত্রের যোগ্য পেলো প্রতিফল;
হিংসা-বিষে প্রাণ দিল হয়ে আত্মঘাতী।
গণক। শান্তি বিধাতার স্পষ্ট, উজ্জ্বল ইঙ্গিত!
হেন দুষ্ট পরামর্শ রাণী নাহি দিলে
এ সমর বাধিত না; সমর নহিলে
হারা পুত্রদ্বয়ে প্রভু, পাইতে না ফিরে;
পাইতে না তনয়ারে; রাজ-জামাতারে!
নিয়তির চক্র এ যে—টলিবার নয়···
রাজ্ঞী সে নিমিত্ত মাত্র—তুচ্ছ উপলক্ষ!
তবে সুখ, বড় সুখ! থেমেছে সমর!
রোমে ও বৃটেনে আজ পরাণে মিতালি!
বিজয়ী বৃটেন-রাজ মহত্ত্বে আপন
গরিমা-কিরণে কীর্ত্তি করে সমুজ্জ্বল!
সিম্বেলিন। দেবতারে প্রণতি জানাই···তাঁর ইচ্ছা!
যজ্ঞ-ধূমে আকাশ প্লাবিত কর আজ।
সে ধূম মোদের পূজা বহিয়া চলিবে
ঊর্দ্ধে নিখিলের সীমা ছাড়ি স্বর্গ-লোকে
দেবতা-চরণে! সন্ধি-বার্ত্তা রাজ্যময়
প্রচারিত করো। আজ বৃটিশ-পতাকা
রোমের পতাকা সহ উড়াও গগনে!
জুপিটার-মন্দিরেতে হই সমবেত···
শান্তির সঙ্গীত গাহি উৎসব-মঙ্গল!
ভোজ-সমারোহ···হলো রণ অবসান—
এমন গৌরব-দীপ্ত সুমহান্ সুখে
কভু কি হয়েছে আর!···রক্তমাখা কর
প্রীতির-বাঁধন মাগি আজিকে অধীর!
শান্তি···শান্তি···চির-শান্তি হেরি দিকে দিকে!
[সকলের প্রস্থান

যবনিকা